জাতীয় শাস্ত্রপ্রচার ঃ—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায়

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

পরম ভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী বিরচিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ হইতে পুনঃ-মুদ্রিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

চৈতন্যাব্দ ৪৩৭

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

ভূমিকা।

ভক্তমাল গ্রন্থের নূতন বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পরমভক্ত শ্রীমৎ নাভাজি প্রথমে হিন্দী ভাষায় ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীমৎ প্রিয়াদাস তাহার টীকা-রচয়িতা। সেই মূল গ্রন্থ এবং তাহার হিন্দী টীকা এই দুইখানি গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার আভাস মাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস বাবাজী বঙ্গভাষায় এই ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। যদিও হিন্দী গ্রন্থের অবলম্বনে ও অনুসরণে ইহা বিরচিত, তথাপি কৃতবিদ্যগণকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বাঙ্গালা ভক্তমালরচনায় কৃষ্ণদাস বাবাজীর কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে ভগবদ্ভক্তিরসে অন্তঃকরণ আপ্লুত হয় এবং কর্ণকুহরে যেন অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে। সাধুসঙ্গ যেমন সংসারসাগর উত্তরণের তরণী বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই ভক্তমাল গ্রন্থও তদ্রূপ সন্দেহ নাই। কারণ, এই পবিত্র গ্রন্থে অনেকগুলি সাধুর ভক্তিপূর্ণ চরিত সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তগণের পবিত্র-চরিত্ররূপ অসংখ্য মাল্য একত্র গ্রন্থন করিয়াই এই ভক্তমাল গ্রন্থ বিরচিত। যদিও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থখানি আধুনিক, যদিও অনুমান দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহার রচনা ও প্রচার নির্দ্দেশ করা যায়, তথাপি বৈষ্ণবগ্রন্থ-সমূহের মধ্যে ভক্তমাল যে একখানি অতুলনীয় পবিত্র গ্রন্থ, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই মাল্য গৃহীমাত্রেরই কণ্ঠের হারস্বরূপ ও যোগিজনের কণ্ঠবিভূষণ; বিশেষতঃ বৈষ্ণবকুলতিলকগণের হৃদয়ের শোভাবর্দ্ধন অমূল্য মণিস্বরূপ।

আমাদিগের দেশে প্রাচীনকালের জীবনচরিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু এই ভক্তমাল গ্রন্থ জীবনচরিতের আদিস্থান অধিকার করিবার যোগ্য। ইহাতে নাভাজী, গোপালভট্ট, চন্দ্রহাস, জটায়ু, বিভীষণ, হনুমান্জী, বাল্মীক, রুক্মাঙ্গদ, অগ্রজী, রন্তিদেব, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, বাঁকা-বাঁকা, গুহরাজ, নামদেব, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তের মহিমা, চরিত্র, কীর্ত্তি ও অলৌকিকী শক্তির বর্ণনা আছে। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে বিস্মিত, বিমোহিত, স্তম্ভিত ও চমকিত হইতে হয়; হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বাসনা বলবতী হইয়া উঠে এবং সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিয়া মন বৈরাগ্যপথের অনুসরণে প্রধাবিত হয়। বস্তুতঃ যদি ইন্দ্রিয়দমন শিক্ষা করিতে হয়, সংসারে মান-অপমান তুল্য জ্ঞান করিবার বাসনা থাকে, অর্থসম্পদ্ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভক্তগণ কি কারণে বৈরাগ্যপথের পথিক হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা যদি অন্তরমন্দিরে সমুদিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত অটলা ভক্তির সহিত এই ভক্তমাল গ্রন্থ অধ্যয়ন ও শ্রবণ পূর্ব্বক নিরন্তর এই পবিত্র মাল্য কণ্ঠভূষণ করিয়া রাখাই কৃতবিদ্য, বিবেকী ও মুমুক্ষুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

আমরা কয়খানি হস্তলিখিত পুঁথি এবং অধুনামুদ্রিত কয়খানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, পরস্পর পাঠসামঞ্জস্য মিলাইয়া সাধ্যমত যত্নে এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতাসম্পাদনে যত্নের ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে সাধুগণ কৃপাকটাক্ষে গ্রহণ ও এই ভক্তিমাল্য গলদেশে ধারণ করিলেই আমরা সফলপ্রযত্ন হইব, কিমধিকমিতি।

সম্পাদক।

সূচিপত্র।

মালা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম	গুর্ব্বাদিবন্দন ও মঙ্গলাচরণ	১
২য়	চৈতন্যপার্ষদগুণবর্ণন	৭
৩য়	গৌরাঙ্গপার্ষদস্বরূপবর্ণন	২০
৪র্থ	দ্বাদশমহাভাগবতাদিচরিত্রবর্ণন	৩২
৫ম	কুন্তী-আদিভক্তমহিমাকথন	৪৫
৬ষ্ঠ	পুরু-ইক্ষ্বাকু-আদিগুণকথন এবং ভক্তসেবা-অঙ্গ ও ভক্তিদেবীগুণকীর্ত্তন	৫৭
৭ম	প্রহ্লাদভক্তরাজগুণকথন	৮০
৮ম	অক্রূরাদিভক্তগণচরিত্রবর্ণন	৯২
৯ম	শ্রীমদ্‌ব্রজপরিকরগণনামগুণবর্ণন	৯৮
১০ম	চতুঃসম্প্রদায়আচার্য্যগুণবর্ণন	১১৭
১১শ	শ্রীগুরুভক্ত আদিভক্তগুণবর্ণন	১২২
১২শ	শ্রীজয়দেব-আদি-ভক্তগুণবর্ণন	১৩২
১৩শ	শ্রীভাবুকব্রাহ্মণাদিভক্তচরিত্রবর্ণন	১৪৩
১৪শ	শ্রীশিল্লাপিল্লাসেবিরাজকন্যাদিচরিত্রবর্ণন	১৫৪
১৫শ	ছোটবিপ্রবড়বিপ্র আদিভক্তচরিত্রবর্ণন	১৬৫
১৬শ	শ্রীরুইদাস আদিভক্তচরিত্রবর্ণন	১৭৭
১৭শ	গোবিন্দকবিরাজ-আদিভক্তচরিত্রবর্ণন	১৮৫
১৮শ	শ্রীরাজাকবীন্দ্রনারায়ণরায়ের চরিত্রবর্ণন	১৯৩
১৯শ	শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-আদিগুণবর্ণন	২০৯
২০শ	শ্রীপূরাদাস-আদি-ভক্তগুণবর্ণন	২২১
২১শ	বাঁকা রাঁকআদিভক্তগুণবর্ণন	২৩৩
২২শ	নরসী-ভক্ত-আদিগুণকথন	২৪৩
২৩শ	নিবাইগ্রামীয়-সাধু-আদিভক্তগুণবর্ণন	২৫৪
২৪শ	মাধবসিংহরাজরাণী-আদিভক্তগুণবর্ণন	২৮৫
২৫শ	কৃষ্ণদাস-সোণার-আদিভক্তগুণবর্ণন	২৯৬
২৬শ	শ্রীকৃষ্ণলীলা সহ শ্রীবৃন্দাবনমহিমাবর্ণন	২৯৮
২৭শ	গ্রন্থানুক্রম	৩৩১
	ফলশ্রুতি ও উপসংহার	৩৩৫
	শ্রীরাধাকৃষ্ণরসগীত	৩৩৬

সূচিপত্র সমাপ্ত

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তি।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

প্রথম মালা

—*—

গুর্ব্বাদিবন্দন ও মঙ্গলাচরণ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ-
কমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-
রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-
সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ
ললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

আমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি; অগ্রজসমন্বিত শ্রীরূপ, সঙ্গিগণসহ শ্রীরঘুনাথ এবং শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব-গুরুদিগকে বন্দনা করিতেছি। অদ্বৈতসহিত এবং অবধূতবৃন্দ ও পরিজন-সহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে এবং ললিতা-বিশাখা-সহগণ সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণদ্বয়কে আমি বন্দনা করিতেছি।

শ্রবণমননসঙ্কীর্ত্তনাদিভক্ত্যা মুরারের্যদি,
পরমপুমর্থং সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্।
মম তু পরমপারপ্রেমপীযূষসিন্ধোঃ,
কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নে নমস্তম্॥

যদি কেহ শ্রীহরির শ্রবণ-মনন-সংকীর্ত্তন ও ভক্তি-দ্বারা পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে অপার প্রেমসুধা-সিন্ধু রস-রহস্যরূপ শ্রীগৌরাঙ্গধাম আমার কি পরম নমস্য! (আমার অশেষ নমস্য)।

ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা,
দাসা ভবন্তু চ বিধায় হরেরুপাসাম্।
কিঞ্চিদ্রহস্যপদলোভিতধীরহং তু,
চৈতন্যচন্দ্রচরণং শরণং করোমি॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-লাভকামী ব্যক্তিরা জগদীশ্বরের ভজনা করুন এবং শ্রীহরির উপাসনা করিয়া তাঁহার দাস হউন; কিঞ্চিন্মাত্র রহস্য-পদ-লোভিত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট আমি শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করি।

হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥

হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনাম-নিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্ত বা সুবৃত্ত সকলকেই আমি বার বার নমস্কার করিতেছি।

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলসত্তমম্॥

যাহার সাধন ও সঙ্গ-হেতু অখিলের কল্যাণ সাধিত হয়, ভগবদ্ভক্তব্যক্তির পাদপদ্মসংযুক্ত সেই পাদুকাকেও আমি নমস্কার করিতেছি।

শ্রীগুরুচরণ বন্দ অভয় পরমানন্দ
ভক্তি-যুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিদাতা।
আলম্বন উদ্দীপন, ত্রিজগৎ-রসায়ন,
স্বয়ং কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমদাতা॥ *

---

* "স্বয়ং হন কৃষ্ণ 'প্রেমদাতা'"—পাঠান্তর

সাধুগণের অ'বাধা, সিদ্ধমধ্যে স্বতঃসিদ্ধ,
উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর্ম।
দাতা-মধ্যে শ্রেষ্ঠধন, প্রেমভক্তি বিতরণ,
করিয়া করয়ে আত্মসম॥
পঞ্চপুরুষার্থ সনে, চতুর্ব্বর্গ চেড়ীগণে,
আর সাধ্য জ্ঞানযোগ আদি।
বেড়ি যেন দ্বিজরাজে, তারা অগণন সাজে,
মণিহার-মধ্যে পদ্মনিধি॥
ভক্তবেশ অবতারী, চৈতন্যরূপে অবতরি,
করে জীবগণের নিস্তার।
প্রেমভক্তি দান করি, সাক্ষাৎ চৈতন্য হরি,
করুণাময় দয়ার সাগর॥
মোরে কৃপাবান্ হও, শ্রীচরণ শিরে দাও,
করুণা-কটাক্ষ দৃষ্টি করি।
বহুদুঃখে তোমা ধন, পাইনু যে করি পণ,
দেখ প্রভু অন্তরে বিচারি॥
লোকধর্ম্ম অভিলাষ, বন্ধুবান্ধবের আশ,
ছাড়িয়া পাইয়া কদর্থনা।
তোমা হেন গুণধাম, নারায়ণ অভিরাম,
আঁচলে বাঁধিয়া দিলা সোনা॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত।
কলিযুগপাবন অদ্ভুত সুচরিত॥
শরণ্য শরণাগতবৎসল দয়াময়।
তিন রূপ এক আত্মা সর্ব্বগুণালয়॥
অঞ্জলি মস্তকে ধরি দন্তে তৃণ করি।
একান্ত ভাবেতে বন্দে চরণ-মাধুরী॥
হে নাথ দীনবন্ধো করুণা-সাগর।
পুরাও মনের আশা শরণ তোমার॥
শুনি মালীরূপে প্রেমফল বিলাইলে।
আমার জঠর জ্বলে মোরে কি করিলে॥
জগাই মাধাই মহাপাপী উদ্ধারিলে।
আমার উপায় প্রভু তবে কি করিলে॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ত্রিভুবনের নিস্তার।
তবে কেন ওহে নাথ দুর্গতি আমার॥
সত্য সঙ্কল্প তব সাধুলোক গায়।
আমার দুর্দ্দৈব তাহা কিছু না কুলায়॥
ওহে নাথ ওহে প্রভো অগতির গতি।
একবার কৃপাদৃষ্টি কর দীন প্রতি॥

যে ফল বিলাইলে জগতে মালী হঞা।
সেই ফল কিছু দেহ মোর মুখ চাঞা॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেরিত যে জগতে আচার্য্য।
বৈষ্ণব-আখ্যান-পথে সকলের আর্য্য॥
প্রেমভক্তি-রসের যে পথ-প্রদর্শক।
সর্ব্বশাস্ত্র মথি শুদ্ধ মাধুর্য্য-স্থাপক॥
নানা গ্রন্থ প্রকাশিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিলা।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ হইলা॥
সে সব সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র সাগরের নীরে।
অবগাহি জগতের জুড়ায় শরীরে॥
স্বরূপ-দামোদর আদি অগ্রবন্দনীয়।
প্রভুসঙ্গে সদা স্থিতি অতি রমণীয়॥
গৌরাঙ্গভকত বন্দে, অনন্ত অপার।
বিশেষ শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার॥
তাঁর পদদ্বয় বন্দো লুটাঞা ধরণী।
চৈতন্যের আবেশাবতারে যাঁরে গণি॥
যমুনায় জলক্রীড়ায় কুণ্ডল পড়িলা।
যেই খুঁজি প্যারীজীর কর্ণে পরাইলা॥
অনেক তারিলা তেঁহ কহিতে না জানি।
যাঁর পরিবার প্রিয়দাস গুণখনি॥
বন্দো শ্রীঅগরদাস যাঁর শিষ্য নাভা।
তেঁহো কৈলা ভক্তমাল সজ্জনের লোভা॥
চারি যুগের ভাগবতগণের চরিত্র।
ভক্তমালগ্রন্থ কৈল পরম পবিত্র॥
যাঁহার শ্রবণে উপজয় কৃষ্ণে রতি।
বৈষ্ণবচরণরজে হয় দৃঢ়মতি॥
মহা-তমোমতি অতি নিন্দুক বা হয়।
অবশ্য শ্রবণে তার শ্রদ্ধা উপজয়॥
চারি যুগের ভক্তগণের অপূর্ব্ব চরিতে।
প্রিয়াদাসে আজ্ঞা দিলা টীকা বিস্তারিতে॥
বৃন্দাবনবাসী প্রিয়াদাস মহামতি।
বিচক্ষণবুদ্ধি শুদ্ধভক্তিমতরতি॥
অল্পাক্ষরে বহু অর্থ অনুপ্রাস যমক।
ভক্তগণেও রীতি বর্ণে সন্ধান পূর্ব্বক॥
তাঁহার চরণ বন্দো অভীষ্ট লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা যিনি টীকা বিস্তারিয়া॥

গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সবে বুঝে নাহি।
সে হেতু গৌড়ীয় বাক্যে শ্রেণীমত কহি॥
রচনাপূর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি।
যথাশক্তি যোড়েবাড়ে মিলাইয়া ভণি॥
উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে।
বৈষ্ণবের গুণগান করি যে কোনমতে॥
অতেব টীকার অর্থ বুঝি সাধ্যমতে।
রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে॥
যথা তথা প্রিয়াদাস সংক্ষেপেতে অতি।
বর্ণিলা তা প্রবেশয় সাধারণমতি॥
সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু।
বিস্তার করিয়া কহি তাঁর পাছু পাছু।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে কর অঙ্গীকার।
সমাপন করি ইহ বাসনা আমার॥
সকল বৈষ্ণবপদে করিয়া প্রণতি।
কৃষ্ণদাস করে পরিহার নতি স্তুতি॥

অথ মঙ্গলাচরণ

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনোহর জুকে
চরণকো ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে।

অস্যার্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম রূপ।
বদনেতে গাও হৃদে ধরহ অনুপ॥

ভক্তিস্বরূপ।

(টীকা হিন্দী)

শ্রদ্ধাই ফুলের ঔর উবটনো শ্রবণ কথা
মইল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে।
মনন সুনীর অন্হবায় অঁগুছায় দয়া।
নবনি বসন প্রণসোঁ বোলে লগাইয়ে॥
আভরণ নাম হরি সাধুসেবা কর্ণফুল
মানসী সুনথ সঙ্গ অনঙ্গ বনাইয়ে।
ভক্তি মহারাণীকো শিঙ্গার চারু বীড়ি চাহ
রঙ্গ জো নেহারি লহে লাল পারী গাইয়ে॥

অস্যার্থঃ।

ভক্তি মহারাণীর যে শিঙ্গার সেবন।
মন্দেতে রাখ যত্নে করহ শ্রবণ॥
শ্রদ্ধা সুগন্ধ তৈলে শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দনে।
কর্ম্মজ্ঞানময়ী ছুটাও শ্রবণ উদ্বর্ত্তনে॥
মনন-নীরে স্নান দয়া আঙোছায় মোছন।
নিষ্ঠা সুবস্ত্র হরিসেবা আভরণ॥
সাধুসেবা কর্ণফুল স্মরণ সুনথ।
সৎসঙ্গ অঞ্জন অনুরাগ বীড়ি কত॥
এইমত ভক্তিদেবীর সেবন করিয়া।
লাল প্যারীরসে রহ মগন হইয়া॥

অথ ভক্তির পঞ্চরস বর্ণন।

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

শান্তি দাস্য সখ্য বাৎসল্য ঔর শৃঙ্গার চারু
পাঁচো রস সার বিসতার নীকে গায় হৈ।
টীকাকো চিমৎকার জানোগে বিচারি মন
ইন্‌কে স্বরূপমে অনুপ লে দিখায় হৈ॥
জিন্‌কে ন অশ্রুপাত পুলকিত গাত কভু
তিন্‌হুকো ভাবসিন্ধু বেরোসি ছকায় হৈ।
জেলোঁ রহে দূরি রহে বিমুখতা পূরি হিয়ো
হোই চুর চুর নেক শ্রবণ লাগায় হৈ॥
পঞ্চ রস সোই পঞ্চরঙ্গ ফুল থাঁকে নীকে
পীয়কে পৈরায়বেকো রচিকে বনায় হৈ।
বৈজয়ন্তী দান ভাববতী অলি নাভা নাম
লই অভিরাম শ্যামমতি ললচাই হৈ॥
ধারী উর প্যারী কোঁ। হু করত ন ন্যারী অহো
দেখো গতি নারী ঢরি পায়নিকো আই হৈ।
ভক্তি ছবিভার তাতে নমিত শৃঙ্গার হোত
হোত রস লখে জোই আতে জানি পাই হৈ॥

অস্যার্থঃ।

পঞ্চরস ভক্তি মিলি বৈজয়ন্তীমালা।
প্রেম-মকরন্দ তাহে সুগন্ধি রসালা॥
ভাববতী অলি নাভা অভিরাম মতি।
লালসায় উর দিয়া পিয়ে মধু মাতি॥
অহো তাহার মতি গতি কিছু ন্যারি।
ভক্তি শ্যাম ছবি হেরি বহে প্রেমবারি॥

অথ সৎসঙ্গ-প্রভাব।

(টীকা হিন্দী)

ভক্তিতরু পৌধা তাহি বিঘ্নহর ছেরিহুকো
বারদে বিচারবারি সিঁচ্যো সৎসঙ্গসো।

লাগ্যোই বঢ়ন গোদা চহুঁ দিশি কঢ়নসো
চঢ়ন আকাশ জস কৈলো বহুরঙ্গসো ॥
সন্তউর আলবালশোভিত বিশাল ছায়া
জীয় জীব জাল তাপ গয়ে য়ো প্রসঙ্গসো।
দৈখো বঢ়বার জাহি আজাহকী শঙ্কাহতী
তাহী পেড় বন্ধে ঝুলৈ হাথী জীতে জঙ্গসো ॥

অস্যার্থঃ।

ভক্তি নব বৃক্ষ তাহে সৎসঙ্গসিঞ্চনে।
পালন করহ ভাই পরম যতনে ॥
বিচার যে বাড় দেহ বক্ষার কারণে।
অসৎসঙ্গ গো-ছাগল না করে ভক্ষণে ॥
তবে যেই বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা হইয়া।
আকাশে উঠয়ে নানাবঙ্গে বেয়াপিয়া ॥
হৃদি আলবালে শোভি কবি স্নিগ্ধছায়া।
সর্ব্বজীবে হবে দুঃখ পাপ তাপ মায়া ॥
যবে সেই ভক্তিবৃক্ষ বলবান্ হয়।
দুষ্টসঙ্গ-করী হৈতে বিঘ্ন না জন্মায় ॥

অথ শ্রীনাভাজীব বর্ণন।

(টীকা হিন্দী)

যাকো যো স্বরূপ সো অনুপ লে দেখাই দিয়ো
কিয়ো যো কবিত্ত পট মিহিঁ মধি লাল হৈ।
গুণপৈ অপার সাধু কহে অঙ্ক চারিহীমে
অর্থ বিসতার কবিরাজ টঙ্কশাল হৈ।
সুনি সন্তসভা ঝুমি রহী অলিশ্রেণী মানো
ঘুমিরহী কহে য়হ কহাধোঁ রসাল হৈ।
শুনৈ হৈ অগব অব জানেগৈ অগরসহী
চোবা ভএ নাভা ঔ সুগন্ধ ভক্তমাল হৈ ॥

অস্যার্থঃ।

ভক্তগণ যাঁব সেই স্বরূপ কথন।
অপূর্ব্ব কবিত্ব সূক্ষ্ম রক্তিম বসন ॥
নাভাজীর গুণ আর অপার মহিমা।
কবিত্ব টাঁকশাল অর্থ কত নাহি সীমা ॥
পরম রসাল শুনি সাধুগণ ঝুমে।
কমলের গন্ধে যেন অলিকুল ভ্রমে ॥
অগুরু চন্দনময় নাভাজী-স্বরূপ।
তার গন্ধ ভক্তমাল গ্রন্থ অপরূপ ॥

অথ ভক্তমালাস্বরূপ।০

(টীকা হিন্দী)

বড়ে ভক্তিমান নিশিদিন গুণগান করেঁ
হবে জগপাপ জাপ হিয়ো পরিপুর হৈ।
জানি সুখ মানি হরি সন্তসনমান সচে
বচেউ জগত রীতি প্রীতি জানি মূর হৈ ॥
তেউ দুরারাধ কোউ কৈসেকৈ আরাধিসকৈ
সমঝ্যো ন জাত মন কম্প ভয়ো চুর হৈ।
শোভিত তিলক ভাল মাল উর রাজৈ জপৈ
বিনা ভক্তমাল ভক্তিরূপ অতিদূর হৈ ॥

অস্যার্থঃ।

অহো ভক্তিমান কবে দিবানিশি গান।
স্বতঃসিদ্ধ-ভক্তিময় ভক্ত অভিমান ॥
জগতের পাপ তাপ হরয়ে আনন্দে।
হরে সাধুসম্মান উপদেশে মূঢ় মন্দে ॥
জগতের রীত দেখি মোহ মন্দমতি।
দুরারাধ্য তাহে সিদ্ধবস্তু নহে প্রাপ্তি ॥
ভাবিতে জগতগতি মনে হৈল দুঃখ।
স্বতঃ প্রকাশিয়া জীব তারিতে উন্মুখ ॥
ললাটে তিলক কণ্ঠে তুলসীর মাল।
হরিগুণগানে মত্ত স্বভাবদয়াল ॥
ভক্তমাল ভক্তিময় ভক্তিদানে শূর।
ভক্তমাল বিনা ভক্তিরূপ অতি দূর ॥

(অথ মঙ্গলাচরণ)

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইন্‌কে পদ বন্দন কবৈ নাশৈ বিঘন অনেক ॥

অস্যার্থঃ।

ভক্ত আর ভক্তি গুরু আর ভগবান্।
এক বপু চারি নাম চারি মাত্র ভাণ ॥
যাঁর পদবন্দনাতে সর্ব্ববিঘ্ন নাশে।
সাধ্য বস্তু সাধন সেই বেদে ইহা ভাষে ॥

অথ ভক্তনিশেষলক্ষণ।

(টীকা হিন্দী)

হরিগুরুদাসনিসোঁ সাঁচো সোই ভক্ত সহী
গহী এক টেক ফিরি উরতে না টরী হৈ।

ভক্তিরসরূপকো স্বরূপ যহৈ ছবিসাব,
চারু হরিনাম লেত অশ্রুবনি ঝরী হৈ॥
যহী ভগবন্ত সন্তপ্রীতিকো বিচার কর্‌ৰৈ
ধরৈ দূরি ঈশ তাহু পাণ্ডৌনীসোঁ করী হৈ।
গুরু গুরুভাইকী সচাই লে দিখাই জাহি
গাই শ্রীঊপ হরিজুকী রীতি রঙ্গভরী হৈ॥

অন্বয়ার্থঃ।

হরি গুরু ভক্ত যেই এক করি জানি।
ইহাতে না টলে মতি সেই শ্রেষ্ঠ মানি।
ভক্তির স্বরূপ নাম সর্ব্বানর্থ নাশে।
সর্ব্ব-স্বার্থ লভ্য হয় কিঞ্চিত আভাষে॥
ভগবানে ভক্তে আর গুরুর চরণে।
প্রেম ভাব কেহ দিতে নারে তেঁহি বিনে॥
স্বয়ং ভগবান্ হন আপনি মহান্ত।
স্বয়ং শুকদেব হন স্বয়ং ভক্তিমন্ত॥
রাধাকৃষ্ণ বসবঙ্গ মন্ত্র কৃষ্ণ নাম।
অতএব যত্ন হৃদে রাখ অবিরাম॥
নিজ স্বার্থ ত্যজি সেই এ সকল স্বতন্ত্রে।
আনন্দকৌতুকে সে পিরীতিভাবে বর্ত্তে॥
সেই ধন্য শ্রেষ্ঠমধ্যে তাহার গণনা॥
নতুবা বর্ণিব কাবে নহে অন্য জনা॥ *
মূলের তাৎপর্য্য অর্থ প্রিয়াজী কহিলা।
নাভাজীর মনোবৃত্তি যে জন জানিলা॥

অথ আজ্ঞাদান।

(দোহা—মূল হিন্দী)

মঙ্গল আদি বিচারি রহ বস্তু ন ঔর অনূপ।
হরিজনকে যশ গায়তে হরিজন মঙ্গলরূপ॥
সন্তন মিলি নির্ণয় কিয়ো মথি পুরাণ ইতিহাস।
ভজবেকো দোই সুঘর কৈ হরি কৈ হরিদাস॥
অগ্রদেব আজ্ঞা দই ভক্তনকো যশ গাব।
ভবসাগরকে তরণকো নাহিন আন উপায়॥

অন্বয়ার্থঃ।

সর্ব্ববিচারের পার, সর্ব্বমঙ্গলের সার,
সারাৎসার বস্তু চমৎকার।
হরিজনের গুণগান, হরিরস আস্বাদন,
নিতান্ত সিদ্ধান্তপারাবার॥

ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণবচরণ।
মথিয়া শ্রুতি পুরাণ, ইতিহাস দরশন,
সিদ্ধান্ত যে কহে মহাজন॥
শ্রীগুরু অগ্রদাস, গাইতে ভক্তের যশ,
কৃপা করি আজ্ঞা মোরে দিলা।
অপার সংসারপার, উপায় নাহিক আর,
নাভা ইহা নিশ্চয় করিলা॥

আজ্ঞাসময়ের প্রসঙ্গ।

(টীকা হিন্দী)

মানসী স্বরূপমে লগেহৈ অগ্রদাসজুয়ে
করত বয়ার নাভা মধুর সংভারসোঁ।
চঢ্যো হৈ জহাজ পৈ জু শিষ্য এক আপদামে
কব্যো ধ্যান খিচো মন ছুটয়ো রূপসরসোঁ॥
কহত সমর্থ গয়ো বোহিত বহুত দুরি
আরও ছবি পুরি ফিরি ঢরো তাহি তারসোঁ।
লোচন উঘারিকৈ নিহারি কহি বোল্যো কৌন
বহী জৌন পাল্যো সীথ দৈদৈ সুকুমারসোঁ॥

প্রভু স্তব।

(টীকা হিন্দী)

আচবজ দয়ো নয়ো ইহাঁলো প্রবেশ ভয়ো
মন সুখ ছয়ো জান্যো সন্তনপ্রভাবকো।
আজ্ঞা তব দই যহৈ ভই তোপে সাধু-কৃপা
উন্হীকো রূপ গুণ কহো হিয়ভাবকো॥
বোল্যোকর জোরি যাকো পাবত ন ওর ছোর
গাউ রামকৃষ্ণ নহি পাউ ভক্তদাবকো।
কহি সমুঝাই বেই হৃদৈ আয় কহে সব
জিন লে দিখাই দিয়ো সাগবমে নাবকো॥

অন্বয়ার্থঃ।

অগ্রদাস অন্তর্মনা ধ্যানাবিষ্ট আছেন।
মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাৎ করিছেন॥
জাহাজে চড়িয়া অগ্রদাসের শিষ্য এক।
কোথায় বাণিজ্যে যাইতে লাগি গেল ঠেক॥
আপদে পড়িয়া গুরু স্মরণ করিল।
অমনি ধ্যানস্থ গোসাঞি অনুকূল হৈল॥
জাহাজে চলিল গোসাঞি দয়াবান্ হৈঞা।
তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগিঞা॥

* "নতুবা বণিকবৃত্তি করে অন্য জনা"—পাঠান্তর।

পাছু হৈতে নাভাজীউ বলে মৃদুস্বরে।
জাহাজ ছুটিল এবে আইস নিজ ঘরে॥
ইহা শুনি আঁখি মেলি কহে কেটা তুমি।
নাভা কহে খুঁটাখোর সেই হই আমি॥
তেঁহ কহে বৈষ্ণবের সেবার শকতি।
কৃতার্থ হইলা ইহা হইল প্রতীতি॥
অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ণন।
যতন পূর্ব্বক তুমি করহ গ্রন্থন॥
নাভা কহে ভক্তরীত জানিব কেমতে।
সাগরে নায়ের কথা জানিলে যেমতে॥

অথ নাভাজীর আদি অবস্থা।

(টীকা হিন্দী)

হনূমান্‌বংশহী মৈ জনম প্রসিদ্ধ জাকো
ভয়ো দৃগহীন সো নবীন বাত ধারিয়ে।
উমর বরস পাঁচ মানিকৈ অকাল আঁচ
মাতু বন ছোরি গই বিপতি বিচারিয়ৈ॥
কীলহ ঔর অগর তাহি ডগর দরশ দিয়ো
লিয়ো যো অনাথ জানি পুঁছি সো উচারিয়ৈ।
বড়ে সিদ্ধ জল লে কমণ্ডলুসোঁ সীঁচ নৈন
চৈন ভয়ে খুলে চক্ষু জোড়ীকো নিহারিয়ৈ॥
পায় পরি আসূ আয় কৃপা করি সঙ্গ ল্যায়
কীলহ আজ্ঞা পায় মন্ত্র অগর শুনায় হৈ।
গলতৈ প্রগট সাধুসেবা সো বিরাজমান
জান অনুমান তাহি টলহ লাগায়ো হৈ॥
চরণ প্রক্ষাল সন্ত শীতসোঁ আনন্দ প্রীতি
জানি রসরীতি তাতে হৃদৈ রঙ্গ ছায়া হৈ।
ভই বঢ়বার তাকো পাবে কৌন পারাবার
জৈসো ভক্তরূপসো অনূপ গিরা গায়ো হৈ।

অস্যার্থঃ।

হনূমান্‌বংশে জন্ম অন্ধ দুটী নেত্র।
কোটী আঁখি তার দেহ যেই হরিভৃত্য॥
পঞ্চবর্ষ বয়ঃ নাভা আকাল সময়।
উদরের দাহে মাতা বনে ছাড়ি যায়॥
কীলহ অগর দুই ভাই দয়ার নিধান।
অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ॥
কমণ্ডলুর জল-ছিটা চক্ষেতে মারিলা।
তৎক্ষণাৎ দুই চক্ষু প্রকাশ পাইলা॥

ভবিষ্যৎ কৃষ্ণভক্ত বুদ্ধিমান্ ধীর।
দোঁহার চরণে পড়ে চক্ষে বহে নীর॥
কীলহজী-আজ্ঞায় অগর সেবক করিলা।
নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণবসেবায় রাখিলা॥
বৈষ্ণবের পদসেবা উচ্ছিষ্ট-ভোজন।
করিতে করিতে হৈল কৃপার ভাজন।
বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি ভাগ্যে যার ফলে।
ত্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে॥
সাধুকৃপা হৈতে হৃদে কি রঙ্গ ছাইল।
ভক্তি শক্তি অপার সাগর উথলিল॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত দোঁহার চরিত।
অপরূপ চমৎকার অমৃত-নিন্দিত॥ *
বর্ণিয়া শ্রীনাভাজীউ জগৎ তারিলা।
বৈষ্ণব মঙ্গল ভক্তমাল প্রকাশিলা॥

চব্বিশ অবতার বর্ণন।

(দোহা—মূল হিন্দী)

জয় জয় মীন বরাহ কমঠ নরহরি বলি বামন।
পরশুরাম রঘুবীর কৃষ্ণ কীরত জগপাবন॥
বুদ্ধ কল্কী ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর।
যজ্ঞ ঋষভ হয়গ্রীব ধ্রুব বরদৈন ধন্বন্তর॥
বদ্রীপতিদত্ত কপিলদেব সনকাদিক করুণা করো
চৌবীশ রূপ লীলা রুচির অগ্রদাসউর পদ ধরো।
যেতে অবতার সুখসাগর ন পারাবার।
করৈ বিসতার লীলা জীবনি উধারকো॥
যাহি রূপমাহি মন লগে যাকো পগে তিহিঁ
জগে হিয়ে ভাব বহী পাবে ক্যোঁ ন পারকো।
সবহী হৈ নিত ধ্যান করত প্রকাশৈ চিত্ত
জেসে রঙ্ক পাবৈ বিত্ত জো পৈ জানৈ সারকো॥
কৈশনি কুটিলতাই ঐসে মীন সুখদাই
অগর সুরীতি ভাই রসো উর হারকো॥

অস্যার্থঃ।

জয় জয় জয় মীন বরাহ শ্রীকমঠ।
জয় জয় নরহরি বামন উদ্ভট॥
জয় ভৃগুপতি রাম রাঘব বুদ্ধ কল্কী।
ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর বন্দি॥

---

* "অমৃতনিন্দিত কোটী সুধাংশু নিন্দিত"—পাঠান্তর।

যজ্ঞ ঋষভ শ্রীধন্বন্তরি হয়গ্রীব।
বুদ্রীপতি সনকাদি শ্রীকপিলদেব॥
আর যত এই যে চব্বিশ অবতার।
অবতরী কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বরূপ যাঁর॥
করুণা করিয়া অগ্রদাসের হৃদয়।
ধর ধর অভয় সুন্দর পদদ্বয়॥
যত অবতার সব সুখপারাবার।
লীলা বিস্তারিয়া করে জীবের উদ্ধার॥
যার চিত্তে যেইরূপ লাগে দৃঢ় করি।
তার চিত্তে জাগে সদা দিবসশর্ব্বরী॥
তারমধ্যে অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণের রীতি। *
দরিদ্রের ধন হেন সভার পিরীতি।
রূপ গুণ লীলা নামে যার চিত্ত ডোবে।
প্রাকৃত বস্তুতে নাহি তার মন ক্ষোভে॥
চব্বিশ যেরূপ চৌদ্দ ভুবন-মন্দিরে।
বিরাজ করয়ে অগ্রদাসের অন্তরে॥

অথ চরণচিহ্ন বর্ণন।

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা।
অঙ্কুশ অম্বর কুলিশ কমল জব ধ্বজা ধেনুপদ॥
শঙ্খ চক্র স্বস্তীক জম্বুফল কলশ সুধাহ্রদ
অর্দ্ধচন্দ্র ষট্‌কোণ মীন বিন্দু উরধরেখা।
অষ্টকোণ ত্রিকোণ ইন্দ্রধনু পুরুষ বিশেষা॥
সীতাপতিপদ নিত বসত এতে মঙ্গলদায়কা।
চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা॥

(টীকা হিন্দী)

সন্তনিসহায়কায ধারে নৃপরাজ রাম-
চরণসরোজনমে চিহ্ন সুখদাইয়ে॥
মন হৈ মতঙ্গ মতবারো হাথ আয়ে নাহি।
তাকে লিয়ে অঙ্কুশ লে ধাত্যো হিয়ে ধাইয়ে॥
ঐসেহী কুলিশ পাপপর্ব্বতকে ফোরিবেকো।
ভক্তিনিধি জোরিবেকো কঞ্জ মন ল্যাইয়ে॥
জোপৈ বুধবন্ত রসবন্ত গুণ সম্পত্তিমৈ
কবুলে বিচায় সব নিশি দিন গাইয়ে॥

অস্যার্থঃ।

রামচন্দ্র নৃপরাজ চরণকমলে।
ভক্ত রক্ষা হেতু অস্ত্র রাখে চিহ্নছলে।
সুন্দর সুখদ স্নিগ্ধ মনোজ্ঞ মাধুর্য্য।
ভক্তের হৃদয়ানন্দ তদিতর বর্জ্জ্য॥
মন মাতঙ্গ মত্ত নিবারণ কাজে।
অঙ্কুশ ধরয়ে পদে সুন্দর বিরাজে॥
তথা যে কুলিশ পাপ-চূর্ণের কারণে।
বজ্র ধরে শ্রীচরণে স্নেহ-বিতরণে॥
ভক্তিনিধিপ্রাপ্তি হেতু পদ্মনিধি ধরে।
ইত্যাদি ধারণে রিপু নাশি সুখী করে॥
সেই বুদ্ধিমন্ত শান্ত ধন্য তার জন্ম।
উনবিংশ যাবাশ্রয় সেই জানে মর্ম্ম॥
স্মর স্মর স্মর ভাই দিবানিশি গতি।
শ্রীচরণসুধারসসিন্ধু অবগতি॥

ইতি শ্রীভক্তমালে গুর্ব্বাদিবন্দনং মঙ্গলাচরণ
প্রথম-মালা

দ্বিতীয় মালা।

—*—

চৈতন্যপার্ষদগুণবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
গুর্ব্বাদি-বন্দন-আদি মঙ্গলাচরণ।
করিল কহিব এবে মূল প্রয়োজন॥
প্রথমে গাইব গুণ গৌরাঙ্গপার্ষদ।
যাঁহার প্রসাদে ঘুচে অন্তর-বিষাদ॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
শ্রীচরণ-আস্বাদিত যত ভক্তবৃন্দ॥
তা সভার শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরিয়া।
গাইব শ্রীগৌরাঙ্গের পিরীতি লাগিয়া॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্যকী ভক্তি দশোদিশি বিস্তারী।
গৌড়দেশ পাখণ্ডমে টিকিয়ো ভজনপরায়ণ।
করুণাসিন্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগতিন গতিদায়ন॥

---

* "শ্রীকৃষ্ণকীরিতি"—পাঠান্তর।

দশধা রস আক্রান্ত মহতজনচরণ উপাসে।
নাম লেত নিঃপাপ দুরিত তিহি নরকে নাশে॥
অবতার বিদিত পূরব মহী উভে মহাদেহী ধরী।
শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোদিশি বিস্তারী॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

(টীকা হিন্দী)

গোপিনকে অনুরাগ আগে আপ হারে শ্যাম
জানো যহ লাল রঙ্গ কৈসে আবে তনমে।
এতো সব গৌর তন নখ শিখ বনী ঠনী
খুল্যো যো সুরঙ্গ অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গে বনমে॥
শ্যামতাই মাঝ সো ললাইছ সমাই জাহি,
তাসে মেরো জান ফিরি আই যহ মনমেঁ।
যশোমতীসুত সোই শচীসুত গৌর ভয়ে
নয়ে নয়ে নেহ চোজ নাচে নিজগণমে॥
অবৈ কভু প্রেম হেম পিণ্ডবত তন হোত
কভু সন্ধি সন্ধি ছুটি অঙ্গ বঢ়ি জাত হৈ।
ঔর এক নাবী রীতি অশ্রু পিচকাবী মানো
উভৈ লাল প্যারী ভাবসাগর সমাত হৈ।
ইশতা বখানি কহা করো সো প্রমাণকো।
জগন্নাথ ক্ষেত্র নেত্র নিরখি সাক্ষাত হৈ।
চতুর্ভুজ ষট্‌ভুজ রূপ লৈ দিখায় দিয়ো
দিয়ো গো অনুপহিত বাত পাত পাত হৈ॥
কৃষ্ণচৈতন্য নাম জগন প্রগট ভয়ো
অতি অভিবাম লে মহন্ত দেহি করী হৈ।
জিতো গৌড়দেশ ভক্তি লেশহু ন জানে কোউ
সোউ প্রেমসাগরমে বোরো কহি হরি হৈ॥
ভয়ে শির মোর এক এক জগ তারিবেকো
ধারিবেকো কোন সখি পেখিনমে ধরি হৈ।
কোটি কোটি অজামীল বারি ডারে দুষ্টতা পৈ
ঐসেহু মগন কিয়ে ভক্তি ভূমি ভরী হৈ॥

মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।

(টীকা হিন্দী)

আপ বলদেব সদা বারুনী সো মত্ত রহৈ
চহৈ মন মানো প্রেম মত্ততাই চাহিয়ে।
সোই নিত্যানন্দ প্রভু মহন্তক দেহ ধরি
ভরি সব আনি তউ পুনি অভিলাষিয়ে॥
ভূয়া বোঝ ভারি ক্যোঁহু জাত ন সম্ভারী জব
ঠৌর ঠৌর পারিষদমাঝ ধরি রাখিয়ে।
কহত কহত ঔর সুনত সুনত জাকে
ভয়ে মতবারে কছু গ্রন্থ তাকী সাখিয়ে॥

অস্যার্থঃ।

নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসে।
দশদিক্ নিস্তারিয়া অমঙ্গল নাশে॥
কৃষ্ণভক্তিহীন গৌড়দেশ যে পাষণ্ড।
দলন করিল দিয়া ভক্তি-তীক্ষ্ণদণ্ড॥
সবাই ভজনপরায়ণমতি হৈল।
করুণাসাগর অগতির গতি ভেল॥
দশরসভাবাক্রান্ত মহান্ত সজ্জনে।
চরণ উপাসে ভিজে প্রেম-বরিষণে॥
কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈতে।
মুক্ত হৈল সবে ভবদুর্গতি হইতে॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ভুবি অবতরি।
মহী উদ্ধারিলা দোঁহে ভক্তরূপ ধরি॥
ব্রজে বলদেব মত্ত বারুণী-পানেতে।
এবে নিত্যানন্দরূপে মত্ত প্রেমরীতে॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি জগৎ তারিলা।
ধরি ধরি হরিনাম সবে লওয়াইলা॥
নিজ পারিষদ সহ প্রেমে মাতোয়ার।
তার সাক্ষী সাধুগণ বহু গ্রন্থ আর॥

আপন মাধুরী, চমকিত হেরি,
রাধার পরাণ নাথ।
এ হেন মাধুরী, রাধিকা সুন্দরী,
আস্বাদয়ে সখিসাথ॥
কত সুখে ভাসে, না জানি কি রসে,
প্রেমের সাগরমাঝ।
এতেক ভাবিতে, উছলিল চিতে,
ক্ষণে না সহে ব্যাজ॥
রাধা-ভাবামৃতে, আস্বাদিতে চিতে,
আইলা গউড়মাঝ।
নবদ্বীপসিন্ধু, কুমুদিনীবন্ধু,
উদয় যে দ্বিজরাজ॥
রাধারূপরস, চিন্তিয়া উল্লাস,
ভাবিতে ভাবিতে মনে।
আনন্দে ভুলিল, সেই রূপ ভেল,
গউর হেমবরণে॥

গৌরাঙ্গী কালিমা, মিশাল হইয়া,
গৌরাঙ্গী সরস ভেল।
কালিমা ঢাকিয়া, ব্যাপক হইয়া,
নিজ রূপ প্রকাশিল॥
নবদ্বীপে আসি, গোরা রূপরাশি,
গণের সহিতে নাচে।
সে রূপ-রতনে, যে দেখে নয়নে,
সে কি পরাণেতে বাঁচে॥
সে নৃত্য সে প্রেম, সে বরণ হেম,
সে সব সঙ্গিয়া সনে।
দেখিল নয়নে, তখন যে জনে,
সে আনন্দ সেই জানে॥
কিবা চমৎকার, প্রেমের বিকার,
নাহি লোক বেদ শুনি।
কভু হেমতনু, মল্লিপুষ্প জনু,
কভু পদ্মরাগ মণি।
কভু হেমপিণ্ড, কভু খণ্ড খণ্ড
অস্থিসন্ধি ছুটি যায়।
কভু লোমকূপে, রক্তধারা ব্যাপে,
অশ্রু পিচকারিপ্রায়॥
বুঝি প্রেমরস, হইয়া সরস,
উপছি বহিয়া যায়।
মণিমুক্তা যথা, অনুভব তথা,
সুভগ সোণার গায়॥
প্রকাশি ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের ধুর্য্য,
দেখায় ভক্তগণেরে।
কভু চতুর্ভুজ, কভু ষড়্ভুজ,
কি নাম রূপ ধরে॥
কভু রাধা সহ, নীলকান্তি দেহ,
মুরলীবদন রূপে।
সংকীর্ত্তন-মাঝে, কীর্ত্তনে বিরাজে,
কভু বহুরূপে ব্যাপে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাম মহাধন্য,
প্রকট করি জগতে।
উদ্ধারিল লোক, গেল রোগ-শোক,
মগ্ন হৈল প্রেমামৃতে॥
গৌড়দেশ ধন্য, যাঁহা অবতীর্ণ,
গৌরাঙ্গ পরশমণি।
কর্ম্মী জ্ঞানী যত, ছিল যথাযথ,
সবে ভেল প্রেমাধীনী॥

গৌরাঙ্গভক্ত, পারিষদ যত,
এক জন এক নিধি।
অপার মহিমা, করিবারে সীমা,
কে আছে এমন সুধী॥
গৌর গুণধাম, পূরাইতে কাম,
হেন কি জগতে আছে।
দয়ার সাগর, তারিতে পামর,
কভু নাহি আগে পাছে॥
কোটি অজামিল- সম দুষ্টশীল,
জগাই মাধাই ছিল।
তাহা দুই জনে, কৃপাবলোকনে,
অনায়াসে তরাইল॥
গৌরাঙ্গের কৃপা, অমৃত স্বরূপা,
ব্যাপিত দেখি ভুবনে।
অধম চণ্ডাল, অতিমন্দ ভাল,
একা কৃষ্ণদাস বিনে॥

এ হেন গৌরাঙ্গ গুণনিধি পারিষদ।
গুণগান করিব মনেতে বড় সাধ॥
গৌরাঙ্গের প্রেম-গুণ-আস্বাদ লাগিয়া।
তাঁর ভক্তগণ গাই অভেদ জানিয়া॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

(দোহা—মূল হিন্দী)

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী গরুড় জ্যো
সিংহ পৌরি ঠাঢ়ে রহৈ॥
শীতকাল সকলাত বিদিত
পুরুষোত্তম দীনী॥ ইত্যাদি।

(টীকা হিন্দী)

অতি অনুরাগ ঘর-সম্পত্তিসো রহ্যো পাগি
তাহু করি ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বাস হৈ।
ধন্‌কো পঠাবৈ পিতা তৌপৈ নহি ভাবৈ কছু
দেখয়ো সুহাবৈ মহাপ্রভুজুকো পাশ হৈ॥

অস্যার্থঃ।

মূল লিখিবার বহু পুস্তক বাড়য়।
অতএব অল্পমাত্র লিখিয়ে আশয়॥

শ্রীমান্ রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী।
প্রচণ্ড বৈরাগ্য যাঁর মহাভক্ত প্রেমী॥
অনুরাগ-পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা-গোবিন্দে।
দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল।
পিতার যে রাজ্যাস্পদ তাতে ঘৃণা হৈল॥
সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত।
বিষতুল্য মানে তাহা হেরিয়া কম্পিত॥
সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে।
যাইয়া প্রসন্ন হইবারে হৈল মনে॥
নিকষিয়া যায় পুনঃ পুন ধরি আনে।
পিতা-মাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে॥
নবলক্ষের রাজ্যাস্পদ সঁপিল তাহারে।
অপ্সরীর তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে॥
তথাচ রাখিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে।
সে সকল তুচ্ছ বিষয়ে সদা ভয় লাগে॥
অনেক পহরা চৌকী রাখিয়া হারিল।
শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত বান্ধিয়া রাখিল॥
রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সাধু ভূমেতে পড়িয়া।
কেহ শিষ্ট লোক বলে অনুচিত ইহ।
নির্ব্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারহ॥
এ হেন ঐশ্বর্য্য আর এ যুবতী নারী।
হেন রজ্জু ছিঁড়িয়াছে তারে পরিহরি॥
পট্টরজ্জু দিয়া কি বাঁধিয়া রাখা যায়।
হেন বৃথা বান্ধ খুলি দেহ হায় হায়॥
এত শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজজন।
অনেক বুঝায় সবে করিয়া ক্রন্দন॥
তেঁহ হেঁটমাথে রহে কিছু নাহি কহে।
গৌরাঙ্গ হৃদয়ে যথা গ্রহ চাপে দেহে॥
লোক চৌকী রাখি সবে সতর্কে রহিল।
রাত্রিযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল॥
অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায়।
দিক্-বিদিক্ ফিরি বুলে গ্রাম না তাকায়॥
জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শর্করা।
নাহি মানে ধায় মাত্র বাতুলের পারা॥
বারো দিনে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম।
তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম॥
পুরুষোত্তম গিয়া শ্রীমান্ চৈতন্য-চরণে।
পড়িলা হঠাৎ গিরী করিয়া ক্রন্দনে॥

পড়া মহাপ্রসাদ যাহা কুণ্ডেতে ডারয়ে।
ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়ে॥
তাহাই আহার মাত্র প্রাণ রক্ষাকাজে।
বিষয়সুখের লেশমাত্র নাহি সুজে॥
প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হিয়া।
প্রশংসেন অন্য ভক্তগণে শুনাইয়া॥
প্রভুর আজ্ঞায় দাস গোসাঞি মহান্।
কতোদিনে কৈল বৃন্দাবনেতে গমন॥
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস।
দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমোল্লাস॥
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত।
সদা হাহাকার ক্ষণে স্থির নহে চিত॥
হে হে বৃন্দাবনেশ্বরি হে রজনাগর।
দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ রাখ মোর॥
নিদ্রা হরি নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥
দাস-গোস্বামীর পূর্ব্বাপর যত লীলা।
কহিতে নারিয়ে কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা॥
পতিতপাবন দাসগোস্বামীচরণ।
তাহা সভার পরম উপায় অতি ধন॥
হে শ্রীগোস্বামী প্রভু কৃপাদৃষ্টি কর।
কৃষ্ণদাস-মস্তকে চরণাপদ্ম ধর॥

শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী

(দোঁহা -মূল হিন্দী)

শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজল।
শ্রীজীব গোস্বামী সর গম্ভীর।
বেলা ভজন সুপক্ক কষায়ন কবহুঁ নাহিঁ লাগি।
বৃন্দাবন দৃঢবাস যুগল চরণনি অনুরাগী।
পুথি লেখনি পানি অঘট অক্ষয় চিত দীনো
সদ্‌গ্রন্থকো সার সবৈ হস্তামল কীনো।

অস্যার্থঃ।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী।
হরিভক্তিমূর্ত্তির প্রকট নব-ভূমি॥
প্রেমাকারাকারবৃত্তি অষ্ট যে সাত্ত্বিকী।
তরঙ্গ বহয়ে সদা চমকি চমকি॥

সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত অগাধ।
সিদ্ধান্ত স্থাপিলা অসদ্ব্যাখ্যা * করি বাদ॥
সুশীল সুধীর শুভমতি শিষ্ট শান্ত।
প্রিয়ংবদ পর-উপকারেতে একান্ত॥
সর্ব্বগুণাকর গুণ কহনে না যায়।
ত্রৈলোক্যপাবন মহা-মহান্ত-আশয়॥
নানাগ্রন্থ কৈল সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।
প্রাকৃত পণ্ডিতে যার নাহি পায় অন্ত॥
পরম উপায় যাহা আশ্রয় করিয়া।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব পায় জগত ভরিয়া॥
কর্ম্মজ্ঞানে লোক সব জড়িত আছিল।
শুদ্ধভক্তি অমৃতের স্বাদ আস্বাদিল॥
এ হেন দয়ার নিধি ভুবনে আইল।
জীবত্রাণ হেতু বুঝি বিধি সিরজিল॥
গুণ কে কহিতে পারে যাঁহার সদ্গুণে।
বশীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি বাখানে॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি আইসে কোন জন।
তাহারে পুছয়ে প্রভু করিয়া যতন॥
কেমতে আছয়ে মোর শ্রীবৃন্দাবন।
কেমনে আছয়ে মোর রূপ-সনাতন॥
সৌভাগ্যের সীমা যাতে গুণের সাগর।
পূজ্য আরাধ্যমধ্যে জগতের সার॥
মহাভক্তি মহাপ্রেম মহান্ পাণ্ডিত্য।
মহাজিতেন্দ্রিয় মহাগুণবান্ নিত্য॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুই সহোদর।
উজীর আছিলা দোঁহে গৌড়িয়া পাৎশার॥
দবীরখাস নাম আর সাকর মল্লিক।
খেতাব দোঁহার সর্ব্বখেতাবে অধিক॥
বড় বুদ্ধিমান বড় প্রতাপে উন্নত।
অর্থে পরিপূর্ণ যথা লক্ষ্মী বশীভূত॥
ভাগ্যের দেখহ সীমা দয়াল গৌরাঙ্গ।
পূর্ণ কৃপা করে যাতে কৈল সর্ব্ববন্ধ॥ †
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন গমন উদ্যমে।
প্রভু কানাইর নাটশালা নামে গ্রামে॥
আইলেন যবে শুনি রূপ সনাতন।
রাত্রিযোগে গিয়া লৈল চরণে শরণ॥

বহু স্তুতি নতি করি চরণে পড়ি॥
আত্মসমর্পণ কৈলা কাতর হইয়া॥
প্রভু বড় কৃপা কৈলা দয়ার্দ্র হইয়া।
সংক্ষেপে কহিলা কিছু উপদেশ দিয়া॥
বিষয় তেজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস।
পশ্চাৎ মিলিব মুক্তি কহিল বিশেষ॥
প্রভুরে দেখিতে লোক লক্ষ লক্ষ আইসে।
সঙ্গ নাহি ছাড়ি চলে ঘেরি চারিপাশে॥
সনাতন কহে প্রভু লোক লক্ষ কোটী।
সহ বৃন্দাবন যাওয়া নহে পরিপাটী॥
সনাতনবাক্যে প্রভু আনন্দিত হিয়া।
অতি গ্রাহ্য কৈলা সেই বাক্য প্রশংসিয়া॥
রূপ-সনাতন নাম দোঁহাকারে দিয়া।
পুন ফিরি পুরুষোত্তম গেলেন চলিয়া।
প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
জন্মিল যাহাতে আর পরম বৈরাগ্য॥
প্রথমে শ্রীরূপ গেলা বিষয় ছাড়িয়া।
কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া॥
শ্রীল সনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন।
বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন॥
রাজকর্ম্মে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বসি।
শাস্ত্র অনুশীলন করেন দিবানিশি॥
পাতশা ডাকিয়া লোক পাঠাইলে কহে।
কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে॥
পীড়া শুনি পুন রাজা বৈদ্য পাঠাইলা।
বৈদ্য আসি পরখিয়া সুস্থ দেখি গেলা॥
সুস্থ শুনিঞা রাজা উদ্বিগ্ন হইয়া।
আপনি আইলা সনাতনেরে চাহিয়া।
আস্তে-ব্যস্তে সনাতন সম্মান করিয়া।
বসাইল উপযুক্ত আসন অর্পিয়া॥
রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা।
কার্য্যে নাহি যাহ নাহি বুঝি কি করিবা॥
এক ভাই তোমার ফকির হৈয়া গেলা।
তুমিও তাহাই বুঝি করিবে ভাবিলা॥
তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম।
আমা হৈতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম॥
তত্ত্ব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে।
কয়েদ রাখিলা কিন্তু বিষাদ অন্তরে॥
দৈবাৎ চলিলা রাজা দক্ষিণদেশেতে।
কোন প্রতিযোগী সনে বিগ্রহ করিতে॥

* পাঠান্তর—"অসৎ ভাষা।"
† পাঠান্তরে—"পূর্ণ কৃপা কৈলা যাতে ছুটে সর্ব্বসঙ্গ।"

সেথা বন্দিখানায় যে প্রধান যবন।
তাহাকে মিনতি করি কহে সনাতন॥
আমি তব আজন্ম যে উপকার কৈনু।
তার প্রত্যুপকার মোর কর কিছু জনু॥
মোরে বন্দিখানা হৈতে যদি ছাড়ি দেহ।
গোসাঞি তরাবে তব বাপদাদা সহ॥
আর পাঁচহাজার যে মুদ্রা আগে লহ।
ধর্ম্ম অর্থ লাভ হবে যদ্যপি করহ॥
জমাদার কহয়ে যে আজ্ঞা কর পারি।
কিন্তু যে তস্কির হৈলে প্রাণে পাছে মরি॥
তেঁহ কহে ভয় কি যুকতি আছে ভাল।
রাজারে কহিবে তেঁহ জলে প্রবেশিল॥
গঙ্গাতে লইয়া গেনু স্নান করাইতে।
ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল বিবেকেতে॥
এ দেশে না রব মুঞি হৈয়া দরবেশ।
দেশান্তর যাব রাজা না পাবে উদ্দেশ॥
তথাচ যবন-মন প্রসন্ন নহিল।
তবে আর মনে কিছু যুকতি করিল॥
সাত হাজার মুদ্রা আনি যবনের আগে।
ধরিলা যবন সেই মুদ্রা-অনুরাগে॥
খালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিলা।
ঈশান নামেতে ভৃত্য সহিত চলিলা॥
লুকাইয়া পঞ্চদশ মোহর ঈশান।
পথের সম্বল হেতু বান্ধি লইলেন॥
বনপথে চলে গোসাঞি নগর ছাড়িয়া।
ফল মূল জল মাত্র আহার করিয়া॥
কথোক-দিবসে গেলা পাতড়া-পর্ব্বতে।
তথা এক দস্যু হয় কুটুম্ব-সহিতে॥
ভূঞা বলি খ্যাত হয় হাত-গণনাতে।
যার স্থানে যেই দ্রব্য পারয়ে কহিতে॥
উত্তরিলা অপরাহ্ণ-সময় যাইয়া।
হাত গণি নিজ স্বার্থ জানি সেই ভূঞা॥
গোসাঞিরে বহু সমাদরে সেবা কৈলা।
রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তিতে লাগিলা॥
এই ব্যক্তি বিনে পরিচয়ে কেনে মোরে।
যথোচিত প্রণয় আদর ভক্তি করে॥
বিরলে ডাকিয়া কিছু পুছেন ঈশানে।
সত্য কহ কিছু দ্রব্য আছে তব স্থানে॥
ঈশান কহেন আছে পনের মোহর।
গোসাঞি কহেন এই কৃতান্তের চর॥
কেন আনিয়াছ সাথে করিয়া যতন।
ত্যাগ কর এখনই যে যাইবে জীবন॥
এত কহি মোহর ঈশান-স্থান হৈতে।
মাগিয়া লইলা স্বরা দস্যে সমর্পিতে॥
একটী ঈশানে দিয়া চৌদ্দটী লইয়া।
ভূঞার হস্তেতে দিলা বিনয় করিয়া॥
হাসিয়া কহয়ে ভূঞা সুবুদ্ধি যে তুমি।
ইহা হেতু রাত্রে তোমায় মারিতাম আমি॥
চৌদ্দটী মোহর দিলে আর এক হয়।
ভাল ভাল থাকুক নাহিক কিছু ভয়॥
ভাল কৈলে দ্রব্য দিলে আপন ইচ্ছায়।
তুষ্ট হৈনু নাহি লব দিব যে তোমায়॥
এত বলি মোহর ফিরিয়া পুন দিল।
গোসাঞি একান্তে তাহা লৈতে না চাহিল॥
তথাচ যতন করি তাঁর হস্তে দিল।
গোসাঞি লইয়া মুদ্রা ঈশানে সঁপিল॥
তাহারে কহিলা এই স্বর্ণমুদ্রা লও।
মোর সঙ্গ ছাড়ি তুমি গৃহে চলি যাও॥
রোদন করিয়া তেঁহো গৃহে চলি গেলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোসাঞি চলিলা একেলা॥
চলিতে চলিতে হাজিপুর গ্রামে গিয়া।
রাত্রে এক বাগিচাতে রহিলা পড়িয়া॥
তাঁর ভগ্নিপতি ঘোড়া-খরিদ-কারণ।
আসিয়াছে সেই বাগিচাতে বাসস্থান॥
হাওয়াখানা টুঙ্গির উপরে বসিয়াছে।
নিকটে গোসাঞি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারিছে॥
স্বর শুনি মনে কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া।
নামিয়া আপনি তথা গেলেন চলিয়া॥
দেখে গিয়া বসি রাজমন্ত্রী সনাতন।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন॥
হাহাকার করিয়া অঙ্গুলি নাকে ধরি।
কহয়ে খেদোক্তি করি চক্ষে বহে বারি॥
এ কি দশা আহা যেন রাজ্যপদ ছাড়ি।
মলিন বসন কেনে ভূমে গড়াগড়ি॥
এ হেন সুখের দেহে এতেক কেলেশ।
কেমনে সহিব এ দুঃখের নাহি শেষ॥
বৈরাগ্য না কর গৃহে বসি কৃষ্ণ ভজ।
আইস আইস গৃহে মলিন বস্ত্র ত্যজ॥
সনাতন বলে ভাই ও কথা না কহ।
মোর ভাগ্যে যাহা আছে তুমি ঘরে যাহ॥

উৎকট বুঝিয়া তেঁহ পুন না কহিল।
শীতনিবারণ হেতু শাল আনি দিল॥
গোসাঞি হাসিয়া তাহা দূরে তেয়াগিল।
তাহা দেখি পুন এক বনাত আনিল॥
উত্তম জানিয়া সাধু তাহাও না নিল।
তবে তেঁহ মনে কিছু বিচার করিল॥
বুঝিয়া আশয় এক ভোট যে কম্বল।
আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল॥
তাহাই লইয়া অঙ্গে উঠিলা গোসাঞি।
চলিলা পশ্চিম দিকে সঙ্গে কেহ নাই॥
শ্রীচৈতন্য-শ্রীচরণ লক্ষ্য যে করিয়া।
উত্তরিলা সাধুত্তম কাশীপুরে গিয়া॥
শ্রীচৈতন্য বলিয়া ফুকারে বারেবার।
গদগদভাবে বহে গলদশ্রুধার।
যারে তারে পুছে ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর।
কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণের সাগর॥
উন্মত্তের প্রায় সাধু খুঁজিয়া বেড়ায়।
চন্দ্রশেখরের ঘরে জানিলা নিশ্চয়॥
দ্বারে গিয়া ভাবে সাধু ভিতরে যাবার।
নীচ অধম আমি নাহি অধিকার।
এত ভাবি বাহির-দুয়ারে বসি আছে।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি তাহা জানিয়াছে॥
ঘর হৈতে কহে প্রভু কোন নিজজনে।
দেখ ত বাহিরে কেহ বৈষ্ণব ওখানে॥
বসিয়া থাকয়ে যদি বোলাইয়া আন।
তেঁহ দেখি আসিয়া প্রভুরে কহে পুন॥
বৈষ্ণব না হয় এক কাঙ্গাল আছয়।
প্রভু কহে বোলাইয়া আন যেহ হয়॥
যতন করিয়া তবে ডাকিয়া আনিল।
প্রভু দরশনে সাধু আনন্দে ভাসিল॥

দুই গোচ্ছা তৃণ করে, এক গোছা দন্তে ধরে,
পড়িলা গৌরাঙ্গ-রাঙ্গা-পায়।
দুনয়নে শতধারা, রাজদণ্ডিজন-পারা,
অপরাধী আপনা মানয়॥
তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
সংসার-ভ্রমণে সদা ফিরি।
ঈর্ষ্যা বিষয়ভোগ, কামাদি ষড়ঙ্গ রোগ,
তাহে ভ্রমি সুখবুদ্ধি করি॥
নীচসঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ-ব্যবহারে মতি,
নীচকর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এ হেন দুর্ল্লভ পাইয়ে কি কৈনু কর্ম্ম,
[illegible] ল উপহাস॥
শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু
করুণ [illegible] মোরে কর।
ও রাঙ্গা চরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি
এ অধম জনারে বিচার॥
সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য-বিষাদ,
চলছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পিছে ধায়,
কহে মোরে না কর স্পর্শন॥
তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু, মুঞি ছার নহি কভু,
ঘৃণাস্পদময় এই দেহ।
পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় বর্জ্জ্য,
মোরে স্পর্শ কভু না করহ॥
প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর সংবরণ,
তোর দৈন্যে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়,
হইল যে তোমার সম্মুখ॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি, যতেক কহিতে নারি
উদ্ধারিলা বিষয় কূপেতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহ,
তোমা স্পর্শ পবিত্র হইতে॥
সনাতন-হাতে ধরি, বসাইয়া গৌরহরি,
আগমন শুভবার্ত্তা পুছে।
ভোট-কম্বল গায়, প্রভুরে নাহিক ভায়,
বিষয়ের শেষ কিছু আছে॥
অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটপানে ঘন চায়,
সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা।
ক্ষণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া জাহ্নবীর তটে,
মনে কিছু যুকতি করিলা॥
ভোট কম্বলখানি, এক যে বৈষ্ণব জানি,
তাঁরে দিয়া তাঁর কান্থাখানি।
পরিবর্ত্ত করি লৈল, তেঁহ তাহে তুষ্ট হৈল,
গোসাঞি লৈল শ্লাঘা মানি॥
সেই কান্থা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,
দণ্ডবত করিয়া পড়িলা।
প্রভু গলে কান্থা দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
উঠাইয়া আলিঙ্গন কৈলা॥

প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতনধন,
অনেক যে দুঃখেতে মিলয় ।
দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর, *
সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয় ॥

তবে প্রভু সনাতনে বড় কৃপা কৈলা ।
শক্তি সঞ্চারিয়া নিজ তত্ত্ব জানাইলা ॥
সুমধুর নানা তত্ত্ব যে কহিলা বাণী ।
মূর্খ মুঞি সে সকল কহিতে না জানি ॥
সনাতনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া ।
ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া ॥
যতেক কহিল মুঞি এইমত সার ।
সিদ্ধান্ত যে এই হয় শাস্ত্র অনুসার ॥
মহিষী-হরণ আদি লোকে না বুঝিয়া ।
কুব্যাখ্যা করয়ে যত মর্ম্ম না জানিয়া ॥
সে সব ভঞ্জন করি সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া ।
অদ্বৈত বিরুদ্ধমত নিরাশ করিয়া ॥
নানাগ্রন্থ বর্ণন করহ লোকহিতে ।
কৃষ্ণ-কৃপা তোমারে হইবে অচিরাতে ॥
সনাতন কহে প্রভু এ সব বিচার ।
মূর্খ হৈয়া কেমতে কহিব মুঞি ছার ॥
প্রভু কহে মোর আজ্ঞায় বেদ শাস্ত্র যত ।
হৃদয়ে উদয় হবে সুসিদ্ধান্ত মত ॥
এক চতুরাই কৈলা তবে সনাতন ।
পুছয়ে প্রভুর স্থানে করিয়া যতন ॥
শুক্ল রক্ত তথা পীত ইত্যাদিক করি ।
যুগে যুগে অবতার করেন যে হরি ॥
তিনযুগে যে যে অবতার তা কহিলে ।
পীতবর্ণ কলিতে কে তাহা না বলিলে ॥
প্রভু কহে সনাতন চতুরাই ছাড় ।
এই বাক্যে নিজ তত্ত্ব কহিলা যে দড় ॥
সংক্ষেপে কহিনু প্রভু সহিত মিলন ।
তবে চলি গেলা গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন ॥
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঞির প্রেম ।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত নেম ॥
মূর্ত্তিমান মহাতেজ সমুদ্র গম্ভীর ।
সাগরান্ত পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর ॥
প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস ।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস ॥
বৃক্ষতলে বসি সদা গ্রন্থানুশীলন ।
অসংখ্যে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন ॥
এক লীলা গোসাঞির শুন চমৎকার ।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিনিধি পার ॥
একদিন গোসাঞি স্নান করিতে যমুনা ।
স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোণা ॥
মনে ভাবে কোন দান দরিদ্র দেখিয়া ।
তাবে দিব এখন কোথাও রাখি লৈয়া ॥
স্পর্শ না করিয়া খাপরাতে ধরি লঞা ।
কোন স্থানে রাখিলা মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া ॥
দৈবযোগে গৌড়দেশে এক যে ব্রাহ্মণ ।
বর্দ্ধমান দক্ষিণেতে মানকরেতে ভবন ॥
জীবন তাহার নাম বহুত কুটুম্ব ।
সুদরিদ্র কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব ॥
বিবেকী হইয়া কাশীপুরেতে যাইয়া ।
অর্থাকাঙ্ক্ষী হই বহু বৎসর ব্যাপিয়া ॥
শিব আরাধনা কৈল তীব্র তপ করি । *
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি ॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম ।
সাধুর নিকটে গিয়া পূর্ণ হবে কাম ॥
বহুধন পাবে তবে যাবে দরিদ্রতা ।
লোকেতে দুর্ল্লভ যাহা সর্ব্বদুঃখহন্তা ॥
কিবা দয়াময় দেখ দেবদেববর ।
গরল চাহিতে দিলা অমৃতসাগর ।
শিবের আজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে ।
বৃন্দাবনধাম তবে চলিল ত্বরিতে ॥
বিপ্রের সংসার-ক্ষয় উন্মুখ সময় ।
তাহা নাহি জানে ধন চিন্তয়ে হৃদয় ॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখীজনে ।
গুগলি খুঁজিতে হস্তে মিলয়ে রতনে ॥
কথোদিনে বৃন্দাবনধামে সনাতন ।
নিকট হইল গিয়া সুকৃতি ব্রাহ্মণ ॥
গোসাঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি ।
আনন্দ-আবেশে রহে করযোড় করি ॥
গোসাঞি প্রণাম করি করি যোড় কর ।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্টবাক্যে প্রিয়ঙ্কর ॥
কে তুমি ঠাকুরমহাশয় কিবা অর্থে ।
আগমন করি কৃপা হৈল মোর মাথে ॥

* "বিষয়-বৈভব আর"—পাঠান্তর ।

* পাঠান্তর—"শিবব্রত করি ।"

গোসাঞিব নম্রতাসুমিষ্ট বাক্য শুনি।
দ্রবিল বিপ্রেব চিত্ত চমৎকার গণি ॥
বিপ্র কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র।
অর্থ লাগি বহুকাল ভজিলাম রুদ্র ॥
কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা।
তোমার চবণে মোবে আসিতে কহিলা ॥
বৃন্দাবনে সনাতন গোসাঞির স্থান।
যাইলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আন ॥
গোসাঞি কহেন মুঞি অর্থ কোথা পাব।
মহাদেব মোব স্থানে কি হেতু পাঠাব ॥
ভিক্ষাজীবী মুঞি মোব অর্থ কোথা হয়।
ইহা শুনি ব্রাহ্মণেব বিদবে হৃদয় ॥
হা হা মোব ভাগ্যে কি ঈশ্বব প্রতারিলা।
কিংবা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিলা ॥
ব্রাহ্মণে কাতর দেখি বলেন গোসাঞি।
আকাশ পাতাল ভাবি কূল নাহি পাই ॥
দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত।
আশ্বাস কবিয়া ব্রাহ্মণেবে কবে শান্ত ॥
হয় হয় ঠাকুর মোর স্মবণ হইল।
মিথ্যা নহে শ্রীমনমহাদেব যে কহিল ॥
স্পর্শমণি লবে চল দেখাইয়া দিই।
বিস্মৃত হইনু তে কাবণে কহি নাই ॥
রাখিবার কাজ থাকুক স্পর্শ নাহি করে।
স্পর্শেব থাকুক কাজ ঘৃণায় না হেবে ॥
আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি।
তপ করি ঈশ্বরসেবনে অনুবাগী ॥
ছি ছি মোবে ধিক্ ধিক্ হেন তুচ্ছ বস্তু।
যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ ॥
ব্রাহ্মণেরে লঞা যমুনাব তীবে গিয়া।
বামহস্ত-তর্জ্জনী-অঙ্গুলী হেলাইয়া ॥
কহে এইখানে দেখ মৃত্তিকা খুদিয়া।
ব্রাহ্মণ খুদিযা বুলে না পাই খুঁজিয়া ॥
গোসাঞিবে কহে কোথা দেহ উঠাইয়া।
তেঁহ কহে না স্পর্শিব সিনান কবিয়া ॥
পুন তল্লাসিতে বিপ্র মণি যে পাইল।
গোসাঞিবে দণ্ডবৎ কবিযা চলিল ॥
পথে চলি যায় বিপ্র ভাবে মনে মনে।
এ হেন পদার্থ গোসাঞি দিলা কি কারণে।
অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া।
গোসাঞির চরণে শরণ লব গিয়া ॥

তেঁহ যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল ॥
তাঁহাব চবণে গিয়া শবণ লইব।
বিনিয়লে তাঁব পায় বিক্রীত হইব ॥
এতেক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কবিয়া।
বটেশ্বব-গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া ॥
গোসাঞিব পদে গিয়া পড়ি বিপ্রবর।
নিজ অভিলাষ যাহা কহিলা বিস্তর ॥
এ তুচ্ছ বতনে মোব নাহি কিছু কাম।
কৃপা কবি প্রভু মোরে কর আত্মসম ॥
শবণ লইনু তব অভয় চবণে।
কৃতার্থ করহ দিযা কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥
গোসাঞি কহেন তুমি তাহা না পাবিবে।
ঘবে গিয়া কৃষ্ণ ভজ সংসার তরিবে ॥
তেঁহ কহে নাহি যাব তোমার চরণে।
শরণ লইনু কৃপা কর মূঢ়জনে ॥
গোসাঞি কহেন তবে পাব যোগ্য হৈতে।
স্পর্শমণি যদি শক্ত হও তেয়াগিতে ॥
এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি লৈয়া করে।
টান মাবি ফেলি দিল যমুনামাঝাবে ॥
গোসাঞি দেখিয়া তবে আনন্দিত হৈয়া।
ব্রাহ্মণেবে ধবি গাঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥
প্রশংসা করিযা কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা দিযা।
কৃতার্থ কবিলা কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিয়া ॥
অতএব শ্রীমান্ সনাতন স্পর্শমণি।
যাব পদ দৃষ্ট-স্পর্শ-মাত্র হৈল ধনী ॥
প্রাকৃতিক তুচ্ছধনে বিবক্তি হইল।
পবমরতন কৃষ্ণপ্রেমধন পাইল ॥
সর্ব্বদুঃখ দূবে গেল ধনাঢ্য হইল।
ত্রিজগতে ধন্য মান্য পূজ্যতম ভেল ॥
তাঁহাব নন্দন শ্রীল ভাগবত নামে।
তাঁহার সন্তান কাঁটামারগাঁয়ে গ্রামে ॥
অদ্যাপিহ আছেন গোসাঞি বলি খ্যাত।
পূর্ব্ব মানকর এবে মাড়াগা বসত ॥
বিপ্র যবে স্পর্শমণি যমুনায ডারিল।
একব্বর পাৎশা পবম্পরায শুনিল ॥
মণি উঠাইতে বহু যতন করিল।
হস্তিপদে জিঞ্জির বান্ধিয়া নাম্বাইল ॥
যমুনার জলে ইতি-উতি ফিবাইতে।
শিকল সুবর্ণ হৈল ঠেকিয়া মণিতে ॥

মণি না পাইল নানা উপায় সৃজিয়া।
ঈশ্বরের কৃপা বিনে কে পায় খুঁজিয়া॥
গোস্বামীর লীলা হয় অনন্ত অপার।
পরমপবিত্র পদে পদে চমৎকার॥
সব কে কহিতে পারে কিঞ্চিৎ কহিল।
আরো কিছু কহিবারে উৎসাহ বাড়িল।
মন-মোহনিয়া শ্রীমন মদনমোহন।
শ্রীমতী কুবুজা মহিষীর প্রকাশন।
মথুরাচৌবের নারী করেন সেবন।
নিতি মাধুকুরি হেতু যান সনাতন॥
ঠাকুরের মাধুরী দেখিয়া প্রেম হয়।
কিন্তু অনাচারে সেবে দেখি দুঃখ পায়॥
আচার করিয়া সেবিবারে সনাতন।
ক্রমত কহি দিলা করিয়া যতন॥
চৌবের ঘরণী তাহা নাহি সমুঝিলা।
নিজমত প্রেমভাবে সেবিতে লাগিলা॥
আর দিন সনাতন দেখিতে ইচ্ছিল।
চৌবের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হৈল॥
চৌবের বালক সহ মদনমোহন।
একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন॥
আচার বিচার কিছু না করে গণন।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
গোসাঞি দেখিয়া তাহা প্রেমে মূর্চ্ছা হয়।
চৌবের ঘরণী প্রতি স্তবন করয়॥
গোসাঞি যে আপনারে অপরাধী মানি।
বিনয় করয়ে তাঁরে করি যোড় পাণি॥
মাতা তুমি যেমত আচারে কর সেবা।
সেইমত সেব অন্যমত না করিবা॥
তেঁহ কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
দিন চলি যায় আচার করিতে নারিব॥
গোসাঞি কহেন মাতা নিবেদন করি।
আজি যদি মোরে কিছু দেহ মাধুকুরি॥
তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ।
যাহা থাকে তাহা দেহ করি কৃপালেশ॥
তাহি উঠাইয়া মাতা গোসাঞিরে দিলা।
গোসাঞি পাইয়া কৃতকৃতার্থ মানিলা॥
সাক্ষাতে দেখিলা মদনমোহনে খাইতে।
মদনমোহন দেখাইলা তারে জানাইতে॥
প্রসাদ পাইয়া সাধু আনন্দে বিহ্বল।
মদনটেরেতে বাস যথা অর্কলোল॥

রাত্রিকালে স্বপনে শ্রীমদনমোহন।
শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীরে কহেন॥
তুমি মোরে চৌবের ভবন হৈতে আনি।
সেবা কর দিয়া মাত্র তুলসী আর পানি॥
হেথা চৌবে ঠাকুরাণী প্রতি কহে হরি।
সনাতনে দেহ মোরে সমর্পণ করি॥
প্রাতে সনাতন হর্ষভরে তথা গিয়া।
ঠাকুরাণী প্রতি কহে বিনয় করিয়া॥
মদনমোহন আজ্ঞা করিল আমারে।
মনে সাধ হৈল বনে বাস করিবারে॥
ঠাকুরাণী কহে হবে সত্য হয় বটে।
শঠের বিদ্যায় পারগ বটে ঘটে॥
আমারেও কহিল যাইব অন্যস্তরে।
পূর্ব্বের স্বভাব যে তা ছাড়িতে না পারে॥
টিয়া পক্ষী যথা প্রতিপালন করয়।
শিকল কাটিয়া পাখ উড়িয়া পলায়॥
শ্রীমতি যশোদা প্রাণপণেতে পালিলা।
ক্ষণমাত্র বুকে শেল হানি পলাইলা॥
যার যে স্বভাব হয় তাহা কোথা যাবে।
যায় যাউক আমার তাহাতে কিবা হবে॥
যদ্যপি অন্তরে দুঃখ সহিতে না পারি।
বরঞ্চ মরিব দেহ যমুনায় ডারি॥
মাতার মাধুর্য্য গাঢ় প্রেমের কথন।
শুদ্ধবাৎসল্য তাহে প্রেমের ভর্ৎসন॥
শুনিঞা শ্রীসনাতন প্রেমের সাগরে।
ভাসিয়া আনন্দধারা বহে গলদ্বারে॥
মাতা আর্ত্তনাদ করি শ্রীলসনাতনে।
মদনমেহন দিয়া পড়ে অচেতনে॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে মাতা ভূমে গড়ি যায়।
যশোদা মাতার দশা যথা পূর্ব্বে হয়॥
সনাতন মদনমোহন যে পাইয়া।
আপন আশ্রমে আনে অতি হৃষ্ট হিয়া॥
দরিদ্র যেমন নিধি পাইয়া আহ্লাদ।
হস্তেতে পাইলা যথা আকাশের চাঁদ॥
সূর্য্যঘাট-নিকটে সুরম্য টিলা পরি।
ঝোপড়া বান্ধিলা এক তৃণ জড় করি॥
চুটকি মাঙ্গিয়া আনি আঙা কড়ি করি।
হরিষবিষাদে সুকুমার-আগে ধরি॥
মদনমোহন কহে লবণবিহনে।
খাইতে না পারি মোর না রুচে বদনে॥

সনাতন কহে যদি খাইতে নারব।
লবণ নিত্যানি তবে মুঞি কোথা পাব॥
আর দিন লবণ মাগিয়া আনি দিল।
পুন কহে রুখ আণ্ডা খাইতে নারিল॥
তেঁহ কহে ঘৃত শর্করা কোথা পাব।
বিষয়ীর স্থানে মুঞি মাগিতে নারিব॥
ক্রমে ক্রমে তুমি নানা বাহনা করহ।
আমা হৈতে নাহি লবে চাহ করি লহ॥
দৈবযোগে এক মহাজন দ্রব্য লৈয়া।
মথুরায় যায় সেই জাহাজে চড়িয়া॥
আটকিয়া গেল তরী চড়ায় লাগিয়া।
মহাজন সর্ব্বনাশ হইল গণিয়া॥
হাহাকার করি নানা উপায় চিন্তয়।
রাত্রিযোগে দেখে তীরে এক মহাশয়॥
গদগদভাবে কৃষ্ণনাম বসি জপে।
এক শ্রীবিগ্রহ তথা তেজে বন ব্যাপে॥
অতি আর্ত্ত হই মহাজন কান্দি কহে।
শরণ লইনু প্রভু রক্ষা কর মোহে॥
কৃপা করি সঙ্কট এবার কর রক্ষে।
প্রতিজ্ঞা করিনু মুঞি কায়মনোবাক্যে॥
এবার বাণিজ্যে যত উপসত্ত্ব হব।
সমুদায় শ্রীচরণপদ্মে সমর্পিব॥
মন্দিরনির্ম্মাণ করি সেবার শৃঙ্খলা।
করি দিয়া পশ্চাৎ করিব গৃহে মেলা॥
এতেক প্রার্থনা করি মহাজন গিয়া।
জাহাজে চড়িবামাত্র চলিল ধাইয়া॥
মথুরা যাইয়া হৈল বাণিজ্য দ্বিগুণ।
জানিল করিল ইহা মদনমোহন॥
যত লাভ হৈল ত্যজি অন্তর সঙ্কোচ।
মদনমোহন-অর্থে করিলা খরচ॥
বৃহৎ মন্দির তার নাটশালা আদি।
বিহারের স্থান নানা আর বস্ত্রবেদী॥
সেবার শৃঙ্খলা নানা জাতি ভোগরাগ।
বন্ধান বনান কৈল করি অনুরাগ॥
শ্রীল সনাতন তাতে অতি হৃষ্ট মন।
বসাইয়া সেবে তাতে মদনমোহন॥
অদ্যাপিহ সেই যে মন্দির বর্ত্তমান।
গোস্বামি-পাদের সেই বসিবার স্থান॥
কৃষ্ণদাস অভাগিয়া তাঁহার চরণ।
পরম উপায় জানি লইল শরণ॥

শ্রীমদ্রূপগোস্বামীর অপার মহিমা।
যথা সনাতন তথা মহিমার সীমা॥
রূপ-সনাতন বলি জগতবিখ্যাত।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়তম গৌর যার নাথ॥
অতএব রূপগোস্বামীর কিছু গুণ।
গাইব আপন মতি শোধন কারণ॥
অনন্ত অপার লীলা শ্রীরূপের হয়।
কিঞ্চিৎ কহিব সব কহা নাহি যায়॥
একদিন ব্রহ্মকুণ্ডতীরেতে বসিয়া।
অনাহারে রহে কৃষ্ণে মানস করিয়া॥
অনাহার জানি কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
গ্রাম্যবালকের রূপ ধারণ করিয়া॥
একভাণ্ড দুগ্ধ আনি খাইবারে দিল।
দুগ্ধ দিয়া বালক চলিয়া পুন গেল॥
শ্রীরূপ ভাবিয়া স্থির করিতে নারিলা।
দুগ্ধ লইয়া পান করিতে লাগিলা॥
দুগ্ধের আস্বাদ নহে অলৌকিক স্বাদ।
কোটি কোটি অমৃতের স্বাদ মাত্র বাদ॥
খাইতে খাইতে উথলিল প্রেমভাব।
অপ্রাকৃত বস্তু তার এমতি স্বভাব॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড রাখিতেই মাত্র।
আপনি চলিয়া গেল অপ্রাকৃত পাত্র॥
শ্রীমৎ সনাতন শুনি এ সব বারতা।
চলিয়া আইল দ্রুত রূপ বসি যথা॥
অনুযোগ কৈল বহু আর্ত্তনাদ করি।
কৃষ্ণে দুঃখ দেহ কেনে অনশন করি॥
মাধুকরি ভিক্ষা করি উদর ভরহ।
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে দুঃখ নাহি দেহ॥
আর অপরূপ শুন গোবিন্দ প্রকটে।
হইলা যেমতে বৃন্দাবনে যোগপীঠে॥
শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা শ্রীমদ্রূপেরে।
যোগপীঠে হই মুঞি মৃত্তিকা ভিতরে॥
এক গাভী নিতি আসি দাণ্ডায় যথায়।
স্তন হৈতে দুগ্ধ ক্ষরে আমার মাথায়॥
মোরে লক্ষ্য করি সেই স্থান যে খুঁদিয়া
উঠ ও আমারে সেব তথায় স্থাপিয়া॥
এত শুনি শ্রীরূপগোসাঞি হৃষ্টমনে।
উঠাইয়া গোবিন্দ স্থাপিলা সিংহাসনে॥
অভিষেক আদি করি আনন্দকৌতুকে।
সেবন করয়ে সদা থাকে প্রেমসুখে॥

হে শ্রীমদ্রূপগোস্বামী কর দয়া।
কৃষ্ণদাস শিরে ধর শ্রীচরণ ছায়া॥

শ্রীজীবগোস্বামী হন তৎতুল্য মহান্ত।
প্রেমে পরাকাষ্ঠা যে গুণের নাহি অন্ত॥
ক্রমসন্দর্ভ আর ষটসন্দর্ভ আদি।
নানাগ্রন্থে ভক্তি স্থাপি নিবাসিলা বাদী॥
শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র মন্ত্রশিষ্য হন।
শ্রীচৈতন্যকৃপাপাত্র পার্ষদ প্রধান॥
তাঁহার চরিত্রলীলা কহা নাহি যায়।
কিছু গুণগান করি পবিত্র আশয়॥
ষটসন্দর্ভ প্রকাশি জীবের হিত কৈলা।
অতি চমৎকার বড় সিদ্ধান্ত স্থাপিলা॥
সন্দেহভঞ্জন হেন নাহি ক্ষিতিতলে।
যত শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ লোকে জল্পি বোলে॥
পণ্ডিত অভিমানী যত কুব্যাখ্যা করিয়া।
অজ্ঞের সভায় কহে ভঙ্গী প্রকাশিয়া॥
ষট্‌সন্দর্ভ একবার যে করে শ্রবণ।
অন্য কলকলে তার নাহি ফিরে মন॥
যেই জন ষটসন্দর্ভ গ্রন্থ না দেখিল।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সেই কভু না জানিল॥
পণ্ডিত গম্ভীর জীবগোসাঞির বিনে।
হেন বুঝি আর নাহি এ তিন ভুবনে॥
দিগ্‌বিজয়ী এক সর্ব্বত্র জিনিয়া।
ব্রজে রূপ-সনাতনপণ্ডিত জানিয়া॥
বিচার করিতে আইল গোসাঞির স্থানে।
নির্ম্মৎসর অহঙ্কারশূন্য দুই জনে॥
বিচার না করি জয়পত্র লিখি দিলা।
পুনশ্চ শ্রীজীবগোসাঞির স্থানে গেলা॥
যমুনায় শ্রীজীবগোসাঞি স্নান করে।
হস্তী অশ্ব সহ দিগ্বিজয়ী গিয়া তীরে॥
কহে রূপ সনাতন বিচারের ডরে।
জয়পত্র লিখি দোঁহে দিলা যে আমারে॥
তুমিহ বিচার কর নহে লিখি দেহ।
গোসাঞি শুনিয়া কিছু হইল অসহ॥
মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানী।
রূপ-সনাতনের মহিমা নাহি জানি॥
পরাভব হৈল বলি করিয়াছে গর্ব্ব।
তাহার উচিত আজি করিব যে খর্ব্ব॥
ইহা ভাবি কহে তুমি রূপ-সনাতনে।
বিনে শাস্ত্র প্রসঙ্গেতে জিনিলে কেমনে॥
সে যা হউ তাঁহা সম্বা সুহিত বিচারে।
তুমি ত না হও যোগ্য তেঁহ থাকু দূরে॥
আমি তাঁহা সভার ক্ষুদ্র শিষ্য অভিমানী।
মোরে পরাভব কর তবে তোমা জানি॥
এত কহি বিচার তাহার সনে কৈল।
দিগ্‌বিজয়ী বিচারে হারি দর্প-খর্ব্ব হৈল॥
এ কথা শুনিয়া রূপগোসাঞি কুপিযা।
জীবগোসাঞিরে কহে ভর্ৎসন করিয়া॥
তুমি ত বৈরাগী হারি-জিত তেজি হৈলে।
তবে কেন জিতিবারে আগ্রহ করিলে॥
সেই ব্যক্তি হারি লজ্জিত অভিমানময়।
তাহার হৃদয়ে হৈল জয়-পরাজয়॥
তুমি কেনে পরাভব আপনি হইয়া।
না দিলে তাহার মান দীনতা করিয়া?
তেঁহ কহে কৈল মোর গুরুর নিন্দন।
বিধি অনুসারে তার করিল শাসন॥
জীবগোসাঞির কভু অভিমান নাই।
তাহাও বুঝিয়াছেন শ্রীরূপগোসাঞি॥
তথাপিহ শাসন করয়ে ভঙ্গী করি।
লোক শিখাবার হেতু তাঁহার উপরি॥
কহে আজি হৈতে তব না হেরিব মুখ।
বজ্রতুল্য বাক্য শুনি কাঁপি গেল বুক॥
কাতর হইয়া বহু স্তুতি নতি কৈলা।
যদ্যপি গোসাঞি তাহে প্রসন্ন নহিলা॥
অন্নজল তেয়াগিতে যমুনার তীরে।
গোসাঞির পদমাত্র ধেয়ান অন্তরে॥
পড়িয়া রহিলা দুনয়নে ধারা বহে।
বিশীর্ণ হই দেহ প্রাণ মাত্র রহে॥
কথোক দিবস ব্যাজে বিশেষ কথন।
শুনিঞা খেদিত হৈলা শ্রীল সনাতন॥
শ্রীরূপের নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে।
বাক্যছল করি তাঁরে এক প্রশ্ন করে॥
সদাচার যতেক তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
কিবা স্থির করিয়াছ সকলের ইষ্ট॥
শ্রীরূপ কহেন প্রভু মোর বিবেচনে।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে॥
গোসাঞি কহেন তবে কেনে নাহি হয়।
বাক্যের শ্লেষেতে তেঁহ বুঝিলা হৃদয়॥

যে আজ্ঞা বলিয়া জীব গোসাঞিরে ডাকি।
আলিঙ্গন করি মিলে ছলছল আঁখি ॥
শ্রীজীবগোসাঞি কৃতকৃতার্থ মানিয়া।
শতেক প্রণাম করে চরণে পড়িয়া ॥
তাঁহার স্বভাব গুণ গাম্ভীর্য্য প্রভাব।
কহিবারে পারে যেই সেই অনুভাব ॥
মুঞি মূর্খ নির্ব্বোধ অধম দুরাচার।
সে সব কথনে মোর নাহি অধিকার ॥
তবে যে করিতে চাহি তাহার বর্ণন।
অন্ধ যেন শিল্প রচনায় করে মন ॥
অতএব মোটামোটি ছাছাবাছা করি।
কোন মতে সে অভয় শ্রীচরণ স্মরি ॥

শ্রীগোপাল ভট্ট।

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

শ্রীবৃন্দাবনকা মাধুরী ইনামাল আস্বাদন কিয়ো
সর্ব্বস্ব রাধারমণ ভট্টগোপাল উজাগর ॥
শ্রীমান্ গোপাল ভট্ট অদ্ভুত চরিত্র।
ভুবনমঙ্গল কথা পরমমহত্ত্ব ॥
শ্রবণমঙ্গল ভববন্ধবিমোচন।
কৃষ্ণ-প্রেমবদমধ ভক্তর জনন ॥
ভট্ট-গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র।
প্রীত হইয়া দিলা হরিনাম মন্ত্র ॥
যার-প্রেম-অনুরোধে শ্রীরাধারমণ।
শালগ্রাম হইতে হৈলা মুরলীবদন ॥
তাঁহার গুণের কথা কে কহিতে পারে।
কিছু গান করি মতি শোধনের তরে ॥
তেঁহ মোর প্রভু তাঁর চরণেতে রতি।
জন্মে জন্মে রহে যেন এই মোর গতি ॥
শ্রীমন্মহাপ্রভু যবে তীর্থ ভ্রমে গেলা।
ভট্টমারি গ্রামে চাতুর্ম্মাস্যস্থিতি কৈলা ॥
শ্রীমান্ বেঙ্কট-ভট্ট নামে মহাশয়।
তাঁহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয় ॥
তাঁহার নন্দন শ্রীগোপালভট্ট নাম।
সদাই করয়ে যে প্রভুর সেবা কাম ॥
প্রভু তাঁরে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিলা।
হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা ॥

রাধাকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শুদ্ধ প্রেমভক্তি দিলা।
কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব আদি জানাইলা ॥
বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিলা।
শ্রীরাধারমণরূপে বড় কৃপা কৈলা ॥
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার।
কোন যুগে কোথায় উপমা নাহি আর ॥
এক শালগ্রাম সেবা করেন গোসাঞি।
প্রেমানন্দে * মগ্ন দিবা নিশি জানে নাঞি ॥
অন্য অন্য মহান্তের বিগ্রহসেবনে।
এই ধনী আসি সব করি দরশনে ॥
শ্রদ্ধাক্রমে সর্ব্ববিগ্রহের সেবাযোগ্য।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার আর নানা ভোগ্য ॥
সামগ্রী আনিয়া দিলা প্রত্যেকে প্রত্যেকে।
সেইমত দিলা শালগ্রামের সম্মুখে ॥
অপূর্ব্ব গহনা বস্ত্র দেখিয়া গোসাঞি।
উদ্দীপন হইয়া পড়িলা মূরছাই ॥
পুন উঠি ভাবে মনে হেন পরিচ্ছদ।
ঠাকুরে পরান'-হেতু মনে হয় খেদ ॥
শালগ্রাম আমার যে যদ্যপি ইঁহার।
প্রকাশ হইত অবয়ব পদ-কর ॥
তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত।
কি শোভা হইত তবে কি আনন্দ হৈত ॥
মনোরথ করি গোসাঞি নিশি পোহাইলা।
রাত্রিমধ্যে শালগ্রাম কৃপা প্রকাশিলা ॥
ভক্তাধীন নিজ প্রিয়ভক্তের ইচ্ছায়।
নানারূপ হৈল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ যে হয় ॥
তাহে নিজ-স্বরূপ-ধারণে কি আশ্চর্য্য।
যাতে শ্রীগোপালভট্ট ভক্তমধ্যে আর্য্য ॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা রূপ মুরলীবদন।
সুচিক্কণ অঙ্গ রূপে ভুবনমোহন ॥
গোসাঞি হেরিয়া শুভ আনন্দে ভাসিল
দরিদ্র যেমন মহানিধি প্রাপ্ত হৈল ॥
শ্রীরাধারমণ নাম বলিয়া রাখিল।
ঐকান্তিক মনোরথ সকল হইল ॥
নিজশিষ্য শ্রীল-ভক্তদাস পুজারিরে।
সেবা সমর্পিয়া প্রভু গেলা নিজপুরে ॥
তাঁহার সন্তান তাঁর দৌহিত্র সন্তান।
অদ্যাপি করেন সেবা শ্রীরাধারমণ ॥

* "প্রেমরসে"—পাঠান্তর

অদ্যাবধি সেই রাধারমণ বিরাজে।
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনমাঝে॥
ননীর পুতলী যেন দেখিতে কোমল।
সৎ-চিৎ-আনন্দময় অঙ্গ ঝলমল॥
বিচার করিয়া দেখ আশ্চর্য্য কথন।
রাধারমণের দেহ কিসেতে গঠন॥
অন্য যে বিগ্রহ পূর্ব্ব পাষাণে নির্ম্মাণ।
নির্ম্মাণ হইলে তেঁহ অপ্রাকৃত হন॥
শ্রীরাধারমণ পূর্ব্বে নাম শিলা মণি।
অতএব পূর্ব্ব হৈতে চিদানন্দ মানি॥
গোপীগণ সহ নিজ প্রকাশ-স্বরূপ।
শ্রীরাসমণ্ডলে যৈছে হৈলা বহুরূপ॥
ভট্টগোসাঞির গুণ কত কহা যায়।
প্রেমভক্তি পাণ্ডিত্যাদি তুলনা না হয়॥
লোকের হিতের লাগি অপূর্ব্ব সংগ্রহ।
হরিভক্তিবিলাস করিলা শুভগ্রহ॥
হরিপরিকর নিত্য ব্রজপুর হৈতে।
প্রভুসহ আইলা যেঁহ লোক নিস্তারিতে
পরম-আশ্চর্য্য-রূপে উপদেশ দিল।
শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগত ছাইল॥
জগত-উদ্ধার ধ্যান ধারণা করিলা।
ইহা শুনি কৃষ্ণদাস শরণ লইলা॥

শ্রীমধুপণ্ডিত ঠাকুর।

শ্রীলোকনাথ ভূগর্ভ গোসাঞি কৃষ্ণদাস।
আদি করি নাভাজীউ বর্ণে সবা-যশ॥
প্রত্যেকে সভার গুণ বর্ণিতে নারিল।
কহি কিছু যাতে গোপীনাথ প্রকটিল॥
শ্রীল মধুপণ্ডিত ঠাকুর মহাপ্রেমী।
বৃন্দাবন গমন করিলা ভ্রমি ভ্রমি॥
বৃন্দাবন যাইয়া চৌদিকে নেহারয়।
কৃষ্ণ-অন্বেষণ করে দেখিতে না পায়॥
ফুৎকার করয়ে ধারা বহে দুনয়নে।
দরশন না পাইয়া উৎকণ্ঠিত মনে॥
প্রতি বনে বনে লতাকুঞ্জে কুঞ্জে ঢুঁড়ে।
বিরহে কাতর কভু ভূমিতলে পড়ে॥
যমুনার তীরে বংশীবটের তলায়।
অনাহার ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহয়॥

হেনকালে শ্রীমদ্‌বংশীবটের সমীপে।
দেখে নবঘন জিনি ত্রিভঙ্গিম রূপে॥
গোপীনাথ স্বয়ং আসি প্রতিমারূপেতে।
দরশন দিলা প্রিয়ভক্তের পীরিতে॥
পণ্ডিত চমকি উঠি দ্রুততর গিয়া।
উঠাইয়া লইল যে পাথালি করিয়া॥
ছুটিয়া পলায় যথা তস্করের প্রায়।
রতন পাইয়া যেন বিঘ্ন আশঙ্কায়॥
রাখিবার স্থান ঢুঁড়ে ইথ উথ ধায়।
মহানিধি কেহ যেন পাছে কাড়ি লয়॥
যমুনার তীরে কেশীঘাটের নিকটে।
সেবার শৃঙ্খলা কৈলা প্রেমের সম্পুটে॥
কালে কোন্ ভাগ্যবান্ পুরী শ্রীমন্দির।
নির্ম্মাণ করিয়া দিলা পরম সুধীর॥
অতএব শ্রীমধুপণ্ডিত মহাশয়।
তাঁহার মহিমা গুণ কহা নাহি যায়॥
তাঁহার চরণে মতি রহুক আমার।
মো-সম দুর্ভাগ্য আর যতেক সভার॥
তবে সভে মেলি তার এ দুঃখ সংসারে॥
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে ভাসি সুখের সাগরে।
যতেক প্রভুর গণ সবে নিত্যসিদ্ধ॥
আগে তার কহিব বিস্তার যে প্রসিদ্ধ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে চৈতন্যপার্ষদগুণবর্ণনং
দ্বিতীয় মালা॥ ২॥

তৃতীয় মালা।

-*-

গৌরাঙ্গ-পার্ষদস্বরূপবর্ণন।

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ স শরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ॥

সেই সচ্চিদানন্দ ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ—যিনি পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনধামে সমানরূপসম্পন্না গৌরাঙ্গী গোপ-রমণীগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, তিনিই কি

নিরন্তর সেই গৌরাঙ্গীগণের দৃঢ়তর আলিঙ্গন-সম্মিলন-জন্য গৌরকান্তি প্রাপ্ত হইয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া জয় যুক্ত হইয়াছেন?

নমস্যামোঽস্যৈব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ,
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সম গুণগুণাস্তুল্যকরুণাঃ,
স্বরূপাদ্যা যেঽমী সরসমধুবাস্তানপি মুমঃ॥

সেই জগৎ-পাপ-নাশী, বৎসল-প্রাণ, প্রভুর প্রিয় পরিজন অদ্বৈতাদি প্রভুদিগকেও নমস্কার করি, আর সেই তুল্যপ্রেমপূর্ণ, তুল্যগুণগণযুক্ত, তুল্য-করুণাপরায়ণ, সরসমধুরহৃদয় শ্রীস্বরূপ আদিকেও প্রণাম করি।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

সেই ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তনামধেয়, ভক্তশক্তিকারক, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। *

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমান্ দয়াল গৌরাঙ্গ।
জীবের নিস্তার লাগি কৈলা লীলারঙ্গ॥
কিবা অপরূপ কিবা চমৎকার লীলা।
স্বয়ং যে দুর্লভ তাহা লোকে দেখাইলা॥
দুর্লভ যে প্রেমরত্ন সাধারণলোকে।
বিলাইয়া নীচ উচ্চ বৃদ্ধাদি বালকে॥
হরিনাম মহামন্ত্র প্রকাশ করিয়া।
যারে তারে দিয়া নাচে আনন্দিত হৈয়া॥
পঞ্চতত্ত্বে মেলি পঞ্চতত্ত্ব বিলাইয়া।
পঞ্চতত্ত্বে নাচে পঞ্চতত্ত্ব আস্বাদিয়া॥
পঞ্চতত্ত্বের অর্থ শুনহ চমৎকার।
পরাৎপর বস্তু যাহা লোকবেদসার॥
ভক্তরূপ গৌরচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন।
শ্রীভক্তস্বরূপ শ্রীমদ্‌নিত্যানন্দ রাম॥

ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাবিষ্ণু যেঁহ যাঁতে শিবের সাযুজ্য॥
ভক্তাখ্য শ্রীশ্রীনিবাস আদি ভক্তরূপ।
শ্রীল-গদাধরপণ্ডিত ভক্তশক্তি যে অনুপ॥
শ্রীমদ্‌বিশ্বম্ভরাদ্বৈত শ্রীমান্ নিত্যানন্দ।
তিন প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসুখানন্দ॥
তার মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দুই প্রভুর প্রেমাস্পদ যেঁহ অগ্রগণ্য॥
পার্ষদ যতেক প্রভুর সকল মহান্ত।
নিত্যসিদ্ধ সকলি যে মহিমা অনন্ত॥
তার মধ্যে ব্যূহ যেই প্রভুর অংশাংশ।
অনেক হয়েন অন্য ভক্ত অবতংস॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দগণ যতেক গোপাল।
ব্রজে গোপ শিশু সখা যত পিশুপাল॥
এতৎসম্বন্ধে অন্য উপগোপাল সত্তম।
নালাচল আছে মহত্তর এই নাম॥
দক্ষিণদেশীয়-আদি যতেক মহান্ত।
প্রভুর দর্শনে হেন সযোগ্য তাবন্ত॥
যতেক মহান্ত সবে নিজ নিজ মতে।
শ্রীমন্নবদ্বীপধামে কহে নানা রীতে॥
কেহ কহে সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনধাম।
কেহ কহে শ্রীমান্ গোলক অভিরাম॥
কেহ কহে শ্বেতদ্বীপ কেহ পরব্যোম।
কেহ অযোধ্যাদি কহে নিজ ভাবসম॥
অতএব জয় জয় শ্রীমন্নবদ্বীপ।
আশ্চর্য্য মহিমা সর্ব্বধামের অধিপ॥
সকল সম্ভবে যাতে শুন তার কথা।
সর্ব্বরূপ প্রভুদেহে কৃষ্ণরূপ যথা॥
তথাই সে সর্ব্বধাম নবদ্বীপে স্থিতি।
দ্বৈসয়ে যে নিজ-নিজ-নায়ক সংহতি॥
শ্রীমান্ মহাপ্রভু হন সর্ব্ব-অবতার।
শ্রীল নবদ্বীপ সর্ব্বধামময় সার॥
পূর্ণব্রহ্মসনাতন শ্রীচৈতন্য প্রভু।
শ্রীমন্নবদ্বীপব্রহ্ম সনাতন বিভু॥
মন্মাহাপ্রভুর শুভ লীলাচেষ্টারসে।
সর্ব্বপারিষদ্‌গণ আসিয়া প্রকাশে॥
তাহা সভার পূর্ব্বাপর নাম-রূপ লীলা।
কহিব বিশেষ যেঁহ যেরূপ হইলা॥
শ্রীচৈতন্য অবতারে অপরূপ লীলা।
প্রেম প্রচারিয়া চমৎকার দেখাইলা॥

---

* শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাসাদি ও শ্রীগদাধরাদি যথাক্রমে ভক্ত, ভক্তস্বরূপ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বাত্মকরূপে অভিহিত হন।

চারি যুগে চারি যুগ-অবতার হয়।
সত্যে শুক্লবর্ণ শুক্ল নামেতে উদয়॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ পৃশ্নিগর্ভ নাম।
দ্বাপরে বরণ শ্যাম নাম হয় শ্যাম॥
কলিযুগে কৃষ্ণ-বর্ণ-নাম অবতার।
পূর্ব্ব কলিযুগে চাষপক্ষ-বর্ণধর॥
কলিযুগে হরিনাম একমাত্র ধর্ম্ম।
যেই নাম সেই হরি ইথে বুঝ মর্ম্ম॥

পাদ্মে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

শ্রীহরির নাম—চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যরস বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, নাম ও নামী অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানে ও তাঁহার নামে কোনই পার্থক্য নাই।

কলি আর দ্বাপরের যুগ অবতার।
কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ যবে হয়েন প্রচার॥
দোঁহা রূপে দোঁহারূপ একত্রে মিলয়া।
গূঢ়রূপে যুগধর্ম্ম সাধে প্রকটয়া॥
সর্ব্ব-অবতার-রূপ সর্ব্ব অবতারি।
দয়াল চৈতন্যপ্রভু ক্ষিতি অবতরি॥
নাম প্রেম ভক্তি দিয়া জীব নিস্তারিলা।
পরমরহস্য ভক্তিপথ দেখাইলা॥
অতএব কলিযুগে চৈতন্যগোঁসাই।
পরম উপায় হেন আর কেহ নাই॥
মাধ্বী-সম্প্রদায় আদি সর্ব্বশিরোমণি।
এবে সম্প্রদায় শিষ্য হইলা আপনি॥
লোকে ধর্ম্ম প্রচারিতে ভক্তরূপ ধরি।
করিলা অপূর্ব্ব লীলা আশ্চর্য্য-মাধুরী॥
রাধাভাব মধুপান মূল যে কারণ।
গন্ধর্ব্বনর্ত্তনে তার হয় বিবরণ॥
সম্প্রদাপ্রমাণ পদ্মপুরাণে বিদিত।
জগতে প্রসিদ্ধ চারি সম্প্রদা উদিত॥

তথাহি পাদ্মে—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

অতএব কলিযুগে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্মা ও সনকনামক ধরণীপবিত্রকারী চারিটী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে।

মাধ্বী সম্প্রদায় গুরুপ্রণালী পাবন।
প্রসঙ্গে তাহার কিছু করিব কীর্ত্তন॥

যথা—

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীৎ শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতি॥
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপি শিষ্যতাম্॥

বিশ্বপতি ব্রহ্মা পরব্যোমেশ্বর নারায়ণের শিষ্য ছিলেন। নারদ ব্রহ্মার শিষ্যত্ব এবং ব্যাসদেব নারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাববোধনাৎ।
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ।

ব্যাসদেবের জ্ঞান অবরোধ-জন্য, শুকদেবে তদীয় শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য আছেন।

ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীম্॥
নির্গুণাৎ ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পাবক্রিয়া।

মহাযশস্বী মধ্বাচার্য্য, ব্যাসদেবের সমীপে কৃষ্ণ মন্ত্র লাভ করেন, শতদূষণী সংহিতা প্রণয়নে তিনি বেদসমূহকে বিভাগ করিয়াছেন এবং তাহাতে নির্গুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেন।

তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ॥
অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ॥

মহাত্মা পদ্মনাভাচার্য্য মধ্বাচার্য্যের শিষ্য হন। পদ্মনাভাচার্য্যের শিষ্য নরহরি ও নরহরির শিষ্য দ্বিজমাধব। মাধবের শিষ্য অক্ষোভ ও অক্ষোভের শিষ্য জয়তীর্থক। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু এবং জ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য মহানিধি।

বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মমুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ॥
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূৎ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্॥

মহানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র বিদ্যানিধির সেবক। রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম্ম মুনি। জয়ধর্ম্মের শিষ্য ভক্তিরত্নাবলীরচয়িতা শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী এবং ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমের শিষ্য বিষ্ণুসংহিতা রচয়িতা ব্যাসতীর্থ।

শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ॥

ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসাশ্রয়ী শ্রীমৎলক্ষ্মীপতি এবং লক্ষ্মীপতির শিষ্য এই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।

কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
প্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ॥

ব্রজধামে যে প্রীতি-প্রেয়-বৎসল-উজ্জ্বল-আখ্যাধারী ফলবান কল্পতরু বিদ্যমান আছে, তিনি (মাধবেন্দ্র পুরী) তাহারই অবতার।

তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ॥

যতি শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরী ঐ মাধবেন্দ্রের শিষ্য। শৃঙ্গারফলাত্মক কল্পতরুর শৃঙ্গাররসের তিনি প্রাধান্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন।

অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে।
শ্রীমান রঙ্গপুরী হেষ বাৎসল্যে যঃ সমাশ্রিতঃ॥

অদ্বৈত গোস্বামী দাস্য ও সখ্য ফলদ্বয়ের প্রাধান্য বিস্তার করেন, বাৎসল্যের সমাশ্রয়ে শ্রীমৎ রঙ্গপুরী প্রথিত।

ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সগৌরবে ঈশ্বরপুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রাকৃতাত্মক এই জগৎকে (প্রেমবন্যায়) প্লাবিত করিয়াছেন।

স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তিঃ পূর্ব্বসুহৃত্করে।
অন্তর্ব্বহী-রসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দ-নন্দনোঽপি সন্॥

ইনিই সেই অন্তর্ব্বাহ্য রসসমুদ্রময় শ্রীনন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বের সুহৃদ্বর শ্রীরাধার ভাবকান্তি অধুনা স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মব্যূহোঽপি চৈতন্যমবিশদ্যঃ পুরে পুরা।
বিচুক্ষোভ মনো যস্য দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বনর্ত্তনম্॥

সেই আত্মব্যূহ নারায়ণ,—পূর্ব্বে যিনি গন্ধর্ব্বদিগের নৃত্যদর্শনে বিক্ষুব্ধমনে পুরমধ্যে অবস্থান করেন,—তিনিও এই শ্রীচৈতন্যশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন।

দ্বারকাস্থোঽপি ভগবানবিশৎ শ্রীশচীসুতম্।
নানাবতারঃ সুতরামেককালপ্রভাবতঃ॥

সেই দ্বারকাপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং সর্ব্বদেবতার প্রভাব বিদ্যমান হেতু শ্রীচৈতন্যদেব নানা অবতারের স্বরূপ।

যথা শ্যামোঽবিশৎ কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ম্।
যোগমায়াবলাদেত তিষ্ঠন্তোঽন্যত্র যদ্যপি।
তথাপি প্রাবিশন্ গৌরেঽচিন্ত্যলক্ষণলক্ষিতাঃ॥

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ব্বে যেমন শ্যাম (রাম) অবতার বিদ্যমান ছিলেন, এবং যোগমায়াশক্তিপ্রভাবে যদিও অন্যান্য অবতার সমূহ অন্যত্র অবস্থিত, তথাপি অচিন্ত্যলক্ষণযুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গেও তাঁহারা (সেই বিবিধ অবতার) সমাবিষ্ট।

যথোক্তং প্রভাসখণ্ডে—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ইতি

প্রভাসখণ্ডেও এইরূপ উক্ত আছে যে:—যাহা অচিন্ত্যতত্ত্ব, তদ্বিষয়ে কখন তর্কের যোজনা করিও না।

রঘুনাথং প্রবিশ্যাপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ।
এবং শ্রীনারদমুখাস্তিষ্ঠন্ত্যন্যেষু ধামসু।
তথৈব প্রভুণা সার্দ্ধং দীব্যন্তি শ্রুতিদেহবৎ॥

ভার্গব যেমন শ্রীরামচন্দ্র-মধ্যেও প্রবেশ করিয়া বিদ্যমান এবং শ্রীনারদ প্রভৃতি যেমন অন্যান্য ধামেও অবস্থিত, সেইরূপ শ্রুতি বা বেদ প্রভুর সহিত দেহবৎ বিরাজিত।

কিন্তু যদ্‌যদ্ভক্তগণা যদ্‌যদ্ভাববিলাসিনঃ ॥
তত্তদ্ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্গতিঃ ॥

যে যে ভক্তবৃন্দ যে যে ভাবের বিলাসী, তত্তৎ ভাবানুসারেই ব্রজধামে তাহারা গতি লাভ করে।
গৌরচন্দ্রোদয়েঽদ্বৈতং প্রতি গৌরবচো যথা—
দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ক এবোভয়ে,
রাধামাধবনৈষ্ঠিকাঃ কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে,
ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ ॥

এতদ্বিষয়ে গৌরচন্দ্রোদয়ে অদ্বৈত প্রতি গৌরাঙ্গের উক্তি, যথা—

কেহ দাস্যভাবে, কেহ সখ্যভাবে, কেহ বা এই উভয়ভাবে অনুরক্ত, কাহারও বা রাধামাধবের প্রতি, কাহারও বা দ্বারকানাথের প্রতি নিষ্ঠা, কাহারও বা (বৃন্দাবননাথ ও দ্বারকাধিপতি) উভয়ের প্রতি প্রীতি, কেহ বা আমার অন্যান্য অবতারে আসক্ত; আমি অখিলের সকলের মন একত্র করিয়া আমাতে আবদ্ধ করিব এবং বৃন্দাবনাসক্তির ভাব সকলকেই প্রদান করিব।

প্রণালীর মূলশ্লোক ইহাতে জানিবে।
তার মধ্যে প্রভু শিষ্য হৈলা প্রেমভাবে ॥
নারদের শিষ্য এক কোন যে গন্ধর্ব্ব।
গন্ধর্ব্বিণী সহ করে কৃষ্ণলীলাপর্ব্ব ॥
নারদের কৃপাশক্তি সঞ্চার-প্রভাবে।
যথা অনুকরণ করয়ে সেই ভাবে ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণের সমীপে।
আইলা ধরিয়া তারা রাধাকৃষ্ণরূপে ॥

অতিচমৎকার যথা অভেদ-স্বরূপ।
নৃত্য হাস্য কৌতুক রসের অনুরূপ ॥
নিজ লীলা অভেদ দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র।
মোহিত হইয়া প্রকাশিলা প্রেমানন্দ ॥
আপনি আপন রূপ দেখি চমকিত।
মনে কিছু অভিলাষ হইল উদিত ॥
হেন রূপ রস আস্বাদে শ্রীরাধিকা।
না জানি কেমন রস কি রসে রসিকা ॥
রাধিকা উচিত প্রেমরস আস্বাদিব।
আনুষঙ্গ কলির জীব নিস্তার করিব ॥

এত ভাব রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি।
নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরি ॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সহ।
চমৎকার লীলা করে ধরি গৌরদেহ ॥
শ্রীল-কবিকর্ণপূর রূপসনাতনাখ্য
আদি করি অন্ত যে পারিষদগণ ॥
তাঁহা সভার একেক শক্তিতে বুঝহ।
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ তেজঃপুঞ্জ-দেহ ॥
মহাপ্রেমভাব অলৌকিক ব্যবহার।
যাঁহা সভার বাক্য হয় বেদবিধিসার ॥
তেঁহ সব সাক্ষাৎ দেখিয়া যে কহিল।
সেই বাক্য সপ্রমাণ শতবেদতুল্য ॥

তথা হি শ্লোকঃ—

যে ত্যক্তসর্ব্ববিষয়াঃ সুধিয়ো মহান্তঃ,
শাস্ত্রানুগাঃ পরহিতায় কৃতপ্রবন্ধাঃ।
তেষাং বচো যদি ন সংশয়হারি তত্তে,
দুর্ভাগ্যমত্র বদ কেন বিমোচনীয়ম্।

যাঁহারা অখিলবিষয়-পরিত্যক্ত, শাস্ত্রানুসারী, সুধী ও মহান্ত, যাঁহারা জগতের হিতার্থ জন্য প্রবন্ধ (শাস্ত্রগ্রন্থ) রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বাক্যেও যদি তোমার সন্দেহ দূর না হয়, তবে আর তোমার ভ্রান্ত ধারণা কে দূর করিতে সক্ষম?

তাহাতে প্রতীতি যেই মূঢ় না জন্মায়।
তার ভ্রান্তি দূর করিবারে কে পারয় ॥
অচিন্ত্য ঈশ্বরচেষ্টা দুরূহ দুর্গম।
তর্কেতে যোজনা নাহ করে শিষ্টতম ॥
ব্রজপরিকর আর অন্য অন্য ধামে।
যতেক পার্ষদ সহ অবতীর্ণ ভূমে ॥
সেই সেই ধামে পরিকর সেই রূপে।
থাকিয়া প্রকাশরূপে আইলা নবদ্বীপ ॥
ভার্গব প্রবেশ যথা দেহে রঘুনাথ।
শ্রুতিগণ যথা ব্রজে গোপীদেহে রত ॥
অদ্বৈত প্রভুরে স্বয়ং প্রভু যে কহিলা।
যাহা শুনি ভক্তসবে আনন্দিত হৈলা ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবেতে ॥
অন্য অবতার ভক্ত কিংবা দ্বারকাতে ॥
মোরে যে ভজয়ে মোতে প্রসন্ন হইয়া।
তার সনে লীলা করি ব্রজে বাস দিয়া ॥

কোন্ পারিষদ কোন্ রূপে অবতার।
কোন্ মহাশয় কোন্ রসে অধিকার॥
এবে কিছু বর্ণিব যে আনন্দিত হৈয়া।
শ্রীল-কবিকর্ণ-পদ স্মরণ করিয়া॥
শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
কল্পবৃক্ষসম সর্ব্বরস প্রযোজক॥
তাঁর শিষ্য শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরী যতি॥
মধুররসাশ্রয় সেই প্রেমানন্দমতি॥
শ্রীমান্ মাধবশিষ্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।
দাস্যসখ্যরসপ্রযোজক মহাবিভু।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ সকলে সমর্থ।
তথাপিহ দাস্য সখ্যে কিছু বিশেষত্ব॥
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হন বাৎসল্য-আশ্রিত।
শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীতে অঙ্গীকৃত।
শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করি॥
জগত প্লাবিত কৈলা প্রেমের লহরী॥
আত্মব্যূহ শ্রীচৈতন্য শ্রীনন্দ-নন্দন।
সর্ব্বধামনায়ক সর্ব্ব-অবতার হন॥
সর্ব্বরূপে যে যে মাতা পিতা আদিগণ।
গৌরাঙ্গলীলায় হয় সভার গমন॥
পর্জ্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণ পিতামহ।
শ্রীহট্টে জন্মিলা আসি পঞ্চপুত্র সহ॥
তাঁহার মহিষী নামে গোপী বরীয়সী।
কৃষ্ণ-পিতামহী হন গুণেতে সরসী॥
শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতী নাম।
পঞ্চপুত্রমধ্যে জগন্নাথ গুণধাম॥
নবদ্বীপে আসি তেঁহ করিলেন বাস।
অন্য নাম পুরন্দর লোকে মহাযশ॥
তাঁর পত্নী জগন্মাতা শচী ঠাকুরাণী।
জগন্নাথ শ্রীল নন্দ শচী নন্দরাণী॥
সবে কহে নিজ নিজ উপাসনা-মত।
অদিতি কশ্যপ আর কৌশল্যা দশরথ॥
কেহ কহে বাসুদেব দেবকী রোহিণী।
নহিলে কেমনে বিশ্বরূপের জননী॥
শ্রীল বিশ্বরূপ বলদেব অবতার।
পুন গিয়া হইলা পদ্মাবতীর কোঙর॥
ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয়।
যথা দেবকীতে হৈতে রোহিণীতে যায়॥
অতএব সর্ব্বমাতা শচী ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব অবতার পিতা মিশ্র দ্বিজমণি॥
সর্ব্ব অবতার যথা শ্রীচৈতন্যে বর্ত্তে।
মাতা পিতা তথা শচীমাতা জগন্নাথে॥
এতএব পুরন্দর মিশ্র শচীমাতা।
ত্রিলোকের পরম আরাধ্য একত্রাতা॥
তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ যে লও।
সর্ব্ব-অভিলাষ ত্যাজ ঐকান্তিক হও॥
শ্রীমান্ বলরাম স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ।
তাঁহার মহিমা আগে কহিব প্রবন্ধ॥
তাঁর মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ।
রাঢ়ে স্থিত যাঁহার গৃহেতে পূর্ণচন্দ্র॥
অন্য নাম হাড়াই পণ্ডিত লোকে খ্যাত।
শুদ্ধ যে লৌকিক ভাব সামান্যের মত॥
শ্রীসুমিত্রা দশরথ অবতার দোঁহে।
শ্রীমান্ লক্ষ্মণের ভাব নিত্যানন্দে রহে॥
পৌর্ণমাসী ব্রজে যাঁর কৃষ্ণসুখে প্রীত।
তেঁহ শ্রীগোবিন্দাচার্য্য গায়ক পণ্ডিত॥
অম্বিকা নামে ত পূর্ব্বধাত্রী যে জননী।
এবে শ্রীমালিনীনাম শ্রীবাসগৃহিণী॥
অম্বিকামাতার ভগ্নী শ্রীলকিলম্বিকা।
নারায়ণী নাম যার গুণেতে অধিকা॥
কৃষ্ণধরামৃতপানে যেঁহ মত্ত হৈলা।
যার প্রেমাবেশ দেখি প্রভু প্রশংসিলা॥
মিথিলার পতি শ্রীমান্ জনক রাজন।
তেঁহ শ্রীবল্লভাচার্য্য বিপ্র তপোধন॥
ভীষ্মক রাজন হন কাহার সম্মত।
শ্রীজানকী শ্রীরুক্মিণী দোঁহাতে মিলিত॥
লক্ষ্মীনামে সুতা সেই বল্লভাচার্য্যের।
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী হর্ত্তা কর্ত্তা জগতের॥
একদিন সখীসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান।
প্রভুদৃষ্টিপাতমাত্রে পড়ি গেলা মন॥
সনাতন মিশ্র সেহ সত্যজিত রাজা।
জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া যাহার আত্মজা॥
পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সত্যভামা হন।
পৃথিবী যাহার অংশ বেদে করে গান॥
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দ্বিতীয় মহিষী।
পরমবিদগ্ধা সর্ব্বগুণে গরীয়সী॥
শ্রীরামের বিবাহে ঘটক বিশ্বামিত্র।
সদানন্দব্রাহ্মণ যেহ রুক্মিণীপ্রেরিত॥
তেঁহ দুহুঁ মিলি এবে বনমালী আচার্য্য।
প্রভুর বিবাহে যেঁহ ঘটক সুচর্য্য॥

সত্রাজিতপ্রেরিত ঘটক বিপ্র যেঁহ।
এবে কাশীনাথ ঘটক বিপ্রবর তেঁহ॥
কেহ কহে তেঁহ পূর্ব্বে রুক্মিণীপ্রেরিতা।
তাহাতে রুক্মিণীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা॥
কোন অবান্তর মতে কহে সাধুজন।
নতুবা যে একতত্ত্ব একবস্তু হন॥
রূপান্তরে শ্রীমতী সত্যভামার প্রকাশ।
শ্রীমান্ জগদানন্দ পণ্ডিত সুযশঃ॥
মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র দিলা যেঁহ।
অবন্তীতে বাস সান্দীপনি মুনি তেঁহ॥
কেশবভারতী যেঁহ গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসী।
করিয়া লইয়া গেলা নবদ্বীপ-শশী॥
রামচন্দ্রগুরু শ্রীবশিষ্ঠ তপোধন।
তাঁহার প্রকাশ গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
তাঁহা দোঁহা স্থানে প্রভুর বিদ্যাভ্যাস-লীলা।
অনেক চাঞ্চল্য প্রভু তাহাতে করিলা॥
বৃকভানু মহারাজ ব্রজপুরধাম।
তেঁহ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি নাম॥
স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
বিদ্যানিধি বাপ বলি কান্দিলা ফুকরি॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা দেখি প্রেমনিধি নাম।
রাখিলা আনন্দে প্রভু গৌর গুণধাম॥
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য গৌরবের পাত্র।
তাঁহার প্রকাশ হন শ্রীমাধব মিশ্র॥
রত্নাবলী নাম তাঁর পত্নী শ্রীকীর্ত্তিদা।
লীলা অনুসারে সবে নাম ধরে দ্বিধা॥
আত্মব্যূহ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গৌরদেহ।
বলদেব বিশ্বরূপ দ্বিতীয় যে ব্যূহ॥
নিত্যানন্দ অবধূত তাঁহার প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের প্রেমে তেঁহ সদাই উল্লাস॥
কলি ধর্ম্মরাজ প্রতি গৌরাঙ্গের লীলা।
দৃঢ়ভাবে সর্ব্ব হর্ষ বিষাদে কহিলা॥
গৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ মতি।
দারপরিগ্রহ নাহি কৈলা হৈলা যতি॥
শ্রীমান্ ঈশ্বরীপুরীতে রাখি নিজশক্তি।
অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥
নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি প্রকাশিলা।
ভক্তগণমধ্যে তেজঃপুঞ্জরূপ হৈলা॥
সহস্রসূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা॥

যার অংশে শেষ যেঁহ সন্ধিনীশকতি।
কৃষ্ণ ধাম বাস ভূমি সর্ব্বরূপে স্থিতি॥
বারুণী রেবতী দোঁহে বসুধা জাহ্নবা।
নিত্যানন্দপ্রিয় দোঁহে অতুলনা প্রভা॥
সূর্য্যসমতেজঃ শ্রীল সূর্য্যদাস যেঁহ।
পূর্ব্বে যে ককুদ্মী নাম মহারাজ তেঁহ॥
রেবতীর পিতা এবে প্রভুর পার্ষদ।
করিতে আইলা লীলা অপূর্ব্ব বিনোদ॥
বসুধা জাহ্নবা কন্যা জগল্লক্ষ্মীময়ী।
ভাগ্যের নাহিক সীমা সৌভাগ্যবিজয়ী॥
কেহ কহে বসুধাকী সরস্বতীরূপ।
অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহ্নবাস্বরূপ॥
দুই যে স্বরূপ হয় পূর্ব্বন্যায়মতে।
ইহাতে সন্দেহ নাহি সাধুর সম্মতে॥
তাঁহাদিগের মহিমা অপার সাগর।
কে কহিতে পারে বেদবিধি-অগোচর॥
সাক্ষাতে দেখহ শ্রীল গোপীনাথ-পার্শ্বে।
শ্রীজাহ্নবাজী অদ্যাপি বিরাজ করে হর্ষে॥
তাহার বৃত্তান্ত কিছু সংক্ষেপে কহিব।
যাহা শুনি ভক্তগণে আনন্দ হইব॥
অপ্রকটকালেতে জাহ্নবা ঠাকুরাণী।
আপন প্রতিমা এক প্রকাশি আপনি॥
তাহে আবির্ভাব করি কহে বৃন্দাবনে।
বসাও লইয়া গোপীনাথের আসনে॥
আজ্ঞার প্রমাণে বৃন্দাবন লঞা গেলা।
পূজারী প্রভৃতি সবে বৃত্তান্ত শুনিলা॥
সঙ্কোচ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে নারে।
গোপীনাথ আদেশ করিল সভাকারে॥
অনঙ্গমঞ্জরী ইহ আমার প্রেয়সী।
বামেতে বসাও মনে সঙ্কোচ না বাসি॥
প্যারিজীকে ডাহিনে বসাও তাঁরে বামে।
বসাইলা সবে গোপীনাথ-আজ্ঞাক্রমে॥
তাহাতে হইল মান প্যারীজীর মনে।
আদেশ করিলা কোন নিজপক্ষ জনে॥
কোথাকারে কাঙ্গালিনী আসিয়ে বসিলা।
বামে হৈতে মোরে উঠাইয়া আসি দিলা॥
পুন যদি বামদিকে বসিতে নাহি পাই।
অন্নজল নাহি খাব দাঁড়াইলু এই॥
এত শুনি চমক পড়িলা সব মনে।
ইহার বিহিত কিবা কর্ত্তব্য এখানে॥

দুজনার দুই মত ইহার কি হবে।
পাথারে পড়িয়া সভে পরস্পরে ভাবে ॥
জয়পুরের রাজা শুনি আইলা ত্বরিতে।
সাধুবর্গ লইয়া বিচারে নানামতে ॥
শ্রীমতীর পক্ষ প্রায় সকল ভকত।
কিন্তু যে জাহ্নবাজীর বড় উপরোধ ॥
তথাচ শ্রীপ্যারীজীর প্রেম-অনুরোধে।
পক্ষপাত করি গোপীনাথের বিরোধে ॥
বামভাগে বসাইলা শ্রীমতীরে লয়্যা।
দক্ষিণে বসিলা শ্রীলজাহ্নবাজী গিয়া ॥
গোপীনাথ তাহে আনন্দিত মন হৈলা।
প্যারীজীর মান দেখিবারে ভঙ্গী কৈলা ॥
শ্রীমতীর ছোটভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী।
স্নেহপাত্র আর তাহে কৃষ্ণপ্রেমে ভরি ॥
তথাচ ভাগ্যেতে এক ভঙ্গী উঠাইলা।
প্রিয়সুখহেতু নিজমান প্রকাশিলা ॥
গোপীনাথ মনে আর কারণ আছিল।
ছলে শ্রীজাহ্নবাজীর তত্ত্ব জানাইল ॥
পরেতে শ্রীমতীজীর অনুমতিক্রমে।
জাহ্নবাজী বসিলেন গোপীনাথ-বামে ॥
পরিবর্ত্ত হৈল সম্মতিতে দোঁহাকার।
আজ্ঞা হৈল যবে তবে নাহিক বিচার ॥
সঙ্কর্ষণের ব্যূহ শ্রীপয়োহব্ধিশায়ী।
চৈতন্য অভিন্ন বীরচন্দ্র যে গোসাঞি ॥
কোন কার্য্য অনুরোধে তাঁহাতে আবেশ।
নিশঠ উল্মুক * দুই আভীরবিশেষ ॥
মীনকেতন রামদাস সঙ্কর্ষণব্যূহ।
নিত্যানন্দসুতা গঙ্গা গঙ্গানাম সহ ॥
শান্তনু রাজন শ্রীমান্ মাধব আচার্য্য।
পতিভাবে তাহে কৈল যেঁহ সব আর্য্য ॥
ব্যূহ তৃতীয় প্রদ্যুম্ন যেঁহ বৃন্দাবনে।
প্রিয়ধর্ম্মসখা নিত্য উজ্জল আখ্যানে ॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত-তনুর সমান।
তেঁহ প্রিয় পারিষদ শ্রীরঘুনন্দন ॥
ব্যূহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তিশক্তিমান্।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত যেঁহো প্রেমের নিধান ॥
কৃষ্ণাবেশে নিত্য প্রভু সুখ লাগি মাগে।
সহস্র সায়ক নিজ দেহ অনুরাগে ॥

প্রকাশভেদেতে তেঁহ শশী রেখা সখী।
এইরূপে এক দেহ গৌরসুখে সুখী ॥
গৌরাঙ্গের আবেশে নকুল ব্রহ্মচারী।
তথা প্রদ্যুম্নমিশ্র সমান তাহারি ॥
গৌরাঙ্গের কলা খণ্ড ভগবান আচার্য্য।
গোপীনাথাচার্য্য ব্রহ্ম ত্রিজগত আর্য্য ॥
নবব্যূহে সদাশিব ব্রজ আবরণ।
যেঁহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য অভিন্ন ॥
যেঁহ গোপেশ্বর বৃন্দাবনে গোপবেশে ॥
নৃত্য কৈলা কৃষ্ণ আগে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
শিবাতন্ত্রে কহে শুন ইহার প্রমাণ।
ভৈরব প্রিয়ার সনে কহিলা যেমন ॥
এক কার্ত্তিকেয় দীপযাত্রা মহোৎসবে।
রামকৃষ্ণ সখাসনে নৃত্য করে যবে ॥
মোর গুরু মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে।
হেরিয়া উন্মত্ত হৈল প্রেমানন্দমদে ॥
গোপীশিশু রূপ ধরি গোপালসহিতে।
চক্রভ্রমণ যথা লাগিলা নাচিতে ॥
কুবের গুহ্যকেশ্বর মহাদেব মিত্র।
তুষিলা শ্রীদেবদেবে জপি সিদ্ধমন্ত্র ॥
প্রসন্ন হইয়া কহে কি বর মাগহ।
তেঁহ কহে তুমি মোর পুত্রজন্ম লহ ॥
তথাস্তু বলিয়া শিব অঙ্গীকার কৈলা।
কোনোকালে তব পুত্র হব বর দিলা ॥
সেই কালে প্রতীক্ষা করিয়া যক্ষরাজ।
কষ্টেতে যাপন সেই কাল করে ব্যাজ ॥
প্রভুর পার্ষদে আসি তেঁহো জনমিলা।
সে রূপেও কুবের তাঁহার নাম হৈলা ॥
তাঁহার নন্দন শ্রীল-অদ্বৈত গোসাঞি।
তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রী-নামনী দুই ॥
দুই ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ।
মহাপ্রভু প্রতি যাঁর স্নেহের বিলাস ॥
সীতাঠাকুরাণীপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
কার্ত্তিকেয় রূপে পূর্ব্বে যেঁহ জিনি চন্দ্র ॥
অচ্যুতানামেতে পূর্ব্বগোপী কেহ কহে।
দুই রূপ মিলি প্রকাশয়ে এক দেহে ॥
কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার অনুজ বিচক্ষণ।
তাঁহারেও কার্ত্তিকেয় কহে সাধুজন ॥
নন্দিনী জঙ্গলী দুই সীতা-সহচরী।
পূর্ব্বে যেঁহ শ্রীজয়া-বিজয়া অনুচরী ॥

---

* উন্মুখ——পাঠান্তর

যোগমায়া-প্রতিবিম্ব উমা মায়াশক্তি।
অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া উক্তি॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ধীমান্ নারদ আসিত।
শ্রীমান্ পর্ব্বতমুনি শ্রীরামপণ্ডিত।
শ্রীমুরারি গুপ্ত হনুমান কপিবর।
শ্রীঅঙ্গদ শ্রীমান্ পণ্ডিত পুরন্দর॥
শ্রীসুগ্রীব কপিরাজ শ্রীগোবিন্দানন্দ।
বিভীষণ মহারাজ পুরী রামচন্দ্র॥
জটিলা রাধিকাশ্বশ্রূ তাহাতে মিলিত।
যে হেতুক প্রভু ভিক্ষাসঙ্কোচনে রত॥
ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেহ।
প্রহ্লাদ তাহার সহ মিশ্র এক দেহ॥
হরিদাসরূপ যেঁহ নামের মহিমা।
বাহু তুলি কহিলেন করিয়া গরিমা॥
তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কথন।
প্রভু নৃত্য কৈলা যাঁরে করি আলিঙ্গন॥
যবনের কুলে জন্ম হৈল যে কারণ।
পিতৃ-অভিশাপ শুন তার বিবরণ॥
পিতা শ্রীঋচীক মুনি তাঁহার আজ্ঞাতে।
তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে
একদিন অধৌত তুলসী আনি দিলা।
বালুকা আছিলা দেখি শাপান্ত করিলা॥
কৃষ্ণভক্ত জন যে যবন কি ব্রাহ্মণ।
হানিলাভ কিসে তার সকলি সমান॥
বৃন্দাবনে অষ্টসিদ্ধি অণিমা-আদিক।
অষ্ট-ভক্তরূপ প্রভুপদে প্রেমাধিক॥
অনন্ত গোবিন্দ রঘুনাথ সুখানন্দ।
দামোদর কেশব রাঘব কৃষ্ণানন্দ॥
ব্রহ্মপুত্র ঊর্দ্ধরেতা সমদর্শী সাধু।
নব ভাগবত জন্মে যথা নব বধূ॥
গৃহ মাতা পিতা ত্যেজি সন্ন্যাস করিলা।
প্রভুসঙ্গে সদা থাকি তোষ জন্মাইলা॥
নৃসিংহানন্দ-তীর্থ ভারতী সত্যানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ জগন্নাথ তীর্থ চিদানন্দ॥
বাসুদেব তীর্থ আর শ্রীপুরুষোত্তম।
গরুড় অবধূত আর গোপেন্দ্র শ্রীরাম॥
শঙ্খনিধি পদ্মনিধি আদি নবনিধি।
নিধি রত্ন শঙ্খ নাম গর্ব্বে নব সুধী॥
পদ্মনিধি শঙ্খনিধি আর শ্রীশ্রীনিধি।
শ্রীগর্ত্ত শ্রীকবিরত্ন আর সুধানিধি॥

রত্নবাহু বিদ্যানিধি আর গুণনিধি।
প্রভুপ্রিয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভক্তিনম্র সুধী॥
সুমুখ নামেতে গোপ শ্রীযশোদা-পিতা
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী পিতা শচীমাতা॥
গর্গমুণি সহ তেঁহ হয় এক দেহ।
কহিলা প্রভুর ভাবি জন্মকথা যেঁহ॥
যশোদা মাতার মাতা পাটলা-নামিনি।
শচীমাতার মাতা নীলাম্বরের ঘরণী॥
পুরাণপাঠক দেবানন্দ যে পণ্ডিত।
শ্রীভাগুরী মুণি পূর্ব্বে ব্রজে পুরোহিত॥
সনকাদি চতুঃসম্ম চারি নাথে খ্যাত।
কাশীনাথ রামনাথ শ্রীনাথ লোকনাথ॥
শ্রীলবেদব্যাস শ্রীমান্ দাস-বৃন্দাবন।
সখা শ্রীকুসুমাপীড় তাঁহাতে মিলন॥
শ্রীশুকদেব মহামহিমা অপার।
তেঁহ শ্রীবল্লভভট্ট প্রভু প্রাণ যাঁর॥
শ্রীমান্ গঙ্গাদাস আর জগন্নাথাচার্য্য।
দুইরূপ হয়েন দুর্ব্বাসা মুণিবর্য্য॥
শ্রীচন্দ্রশেখর আর শ্রীউদ্ধবদাস।
চন্দ্রের আবেশে দোঁহে করেন প্রকাশ॥
নিশাপতি বলি প্রভু ডাকিলা যাঁহারে।
বিশ্বেশ্বর আচার্য্য যে হন দিবাকরে॥
ভাস্কর ঠাকুর পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা হন।
ভিক্ষুক বনমালী যেঁহ সুদামা ব্রাহ্মণ॥
প্রভুসঙ্গধন প্রাপ্তে দুঃখভ্রম গেল।
প্রেমভক্তিনিধি মিলি মহা আঢ্য হৈল।
শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়।
গোবিন্দ গরুড় দোঁহে প্রভু প্রিয় হয়॥
এবে শ্রীগরুড় পণ্ডিত হয় যেঁহ।
অক্রুর হয়েন যেঁহ গোপীনাথসিংহ॥
কেহ কহে অক্রুর যে কেশবভারতী।
পুরী শ্রীপরমানন্দ উদ্ধবের মূর্ত্তি॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীমান্ রাজা প্রতাপরুদ্র।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেবগুরু ভদ্র॥
প্রিয়নর্ম্মসখার্জ্জুন পণ্ডিত অর্জ্জুন।
মিলি রায় রামানন্দ প্রভুর স্বজন॥
কেহ কহে অর্জ্জুনীয়া নামে গোপী সহ।
পাদ্মোত্তরখণ্ড সহ বিচার করহ॥
পাণ্ডব অর্জ্জুন ব্রজে গোপীদেহ হৈল।
অর্জ্জুনীয়া বলি নাম তাঁহার হইল॥

আরো যে প্রমাণ প্রভুবাক্য বলবত্ত।
ভবানন্দ প্রতি প্রভু কহিল যে তত্ত্ব॥
তুমি পাণ্ডু হও তব পাঁচ যে নন্দন।
পাণ্ডব হয়েন পঞ্চ গুণে অগণন॥
ইহাতে অর্জ্জুন তার নাহিক সন্দেহ।
অতএব তিনরূপে হন এক দেহ॥
প্রভুর অধিক প্রিয় সদাই আসঙ্গ।
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে মিলি কৃষ্ণকথারঙ্গ॥
গৌরাঙ্গ ভকত যত ব্রজপরিকর।
সংক্ষেপে করিব কিছু বর্ণন তাহার॥
শ্রীমান শ্রীদাম শ্রীল-অভিরাম ভেল।
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহ বংশী বাজাইল॥
সুন্দর ঠাকুর যেঁহ পূর্ব্বে শ্রীসুদাম।
পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেঁহ বসুদাম॥
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস সুবল।
কমলাকর পিপিলাই যেঁহ মহাবল॥
সুবাহু গোপাল যেঁহ উদ্ধারণদত্ত।
মহাবাহু সখা শ্রীমান মহেশ পণ্ডিত॥
স্তোককৃষ্ণ যেঁহ তেহ দাস পুরুষোত্তম।
নাগর পুরুষোত্তম যেঁহ পূর্ব্বে ব্রজে ধাম॥
অর্জ্জুন নামেতে সখা পরমেশ্বরদাস।
লবঙ্গ নামেতে সখা কালা কৃষ্ণদাস॥
খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত যে ব্রাহ্মণে।
খোলা কাড়াকাড়ি প্রভু কৈলা যার সনে
তেঁহ যেঁহ হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল।
হলায়ুধ প্রভু হন পুরবে প্রবল॥
বলদেবসখা তেঁহ নাম যে প্রবল।
গুহেতে সমান প্রায় সমান যে বল॥
স্বরূপেতে কৃষ্ণকথা শ্রীচন্দ্রপণ্ডিত।
গন্ধর্ব্ব-আখ্যান কুমুদানন্দপণ্ডিত॥
পূর্ব্বে যেঁহ ব্রজে চেট ভৃঙ্গার ভঙ্গুর।
প্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ কাশীশ্বর॥
ব্রজে পূর্ব্ব দাস প্রিয় রক্তক পত্রক।
বৈদ্য হরিদাস আদি অন্য যে সেবক॥
নীরসংস্কারী পূর্ব্বে পয়োদ বারিদ।
রামাই নন্দাই ভৃত্য প্রভুমনবেদ্য॥
ব্রজের গায়ক মধুকণ্ঠ মধুব্রত।
মুকুন্দ শ্রীবাসুদেব নায়ক বিদিত॥
নট চন্দ্রমুখ এবে মকরধ্বজ-কর।
প্রভুমুখে সুখী যেঁহ গুণের সাগর॥
ব্রজে যেঁহ মৃদঙ্গ বায়েন সুধাকর।
ডম্ফবাদ্যে বিজ্ঞ তেঁহ ঘোর শ্রীশঙ্কর॥
চন্দ্রহাস নৃত্যরসে গুণের অবধি।
পণ্ডিত শ্রীজগদীশ নর্ত্তনবিনোদী॥
কৃষ্ণের মুরলী মাল্য রাখে মালাধর।
এবে তেঁহ বনমালী পণ্ডিত সুন্দর॥
বৃন্দাবনে শারী শুয়া দক্ষ বিচক্ষণ।
শিবানন্দপুত্রমধ্যে দুই ভ্রাতা হন॥
কবিকর্ণপূরের অগ্রজ গুণধাম।
শ্রীচৈতন্যদাস রামদাস দোঁহানাম॥
অতঃপর বল্লবীগণের যে প্রকাশ।
কহিব কিঞ্চিত যে যে চৈতন্যে বিলাস।
প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।
তেহঁ শ্রীমদ্গদাধরপণ্ডিতরূপধারী॥
বৃন্দাবনলক্ষ্মী শ্যামসুন্দরবল্লভা।
গৌরপ্রেমলক্ষ্মী গোরা-অঙ্গ কান্তি-প্রভা
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু মিলিয়া গৌরাঙ্গ।
গদাধর শ্রীরাধা দ্বিধারূপে রসরঙ্গ॥
শ্রীরাধার প্রাণসমা ললিতাসুন্দরী।
নিজনামতুল্য নাম অনুরাধা করি॥
তেঁহ শ্রীরাধার রূপ গদাধরদেহে।
চৈতন্য শ্রীরাধা যথা তথা মিলি রহে॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে।
এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর বর্ণনাতে॥
শ্রীরাধা শ্রীগদাধর নাহিক সন্দেহ।
রুক্মিণীদেবীর সহ মিলি কহে কেহ॥
সে সত্য যেহ লক্ষ্মী রাধিকার অংশ।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধা সর্ব্ব-অবতংস॥
মহাপ্রভু নৃত্য কৈলা ধরি রাধা-বেশ।
গদাধর হৈলা তবে ললিতা আবেশ॥
ইহাতে নাটকমতে প্রমাণ যে হয়।
সকল সম্ভব অলৌকিক যে বিষয়॥
গদাধরপ্রকাশ ব্রহ্মচারি ধ্রুবানন্দ।
ললিতার রূপ করি কহে ভক্তবৃন্দ॥
প্রভুদেহে শ্রীরাধাশ্রীললিতাবিলাস।
ললিতার অংশে কিবা দ্বিতীয় প্রকাশ॥
শ্রীরাধাবিভূতি চন্দ্রকান্তি পূর্ব্বে ব্রজে।
তেঁহ এবে গদাধরদাসরূপে রাজে॥
পূর্ণানন্দা গোপী যেঁহ বলদেব-প্রিয়া।
বিরাজয় অন্য গদাধর প্রকাশিয়া॥

চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়াবলীর প্রধানা।
কবিরাজ সদাশিব প্রকাশ অধুনা ॥
পূর্ব্বে ভদ্রাসখি এবে শঙ্কর পণ্ডিত।
যেঁহ তাকো পালি দোঁহ ব্রজে অবস্থিত ॥
এবে জগন্নাথ শ্রীগোপাল দোঁহরূপে।
দামোদর পণ্ডিত চণ্ডীসীখর স্বরূপে ॥
কার্য্যবিশেষেতে সরস্বতীর আবেশ।
প্রভুর যে প্রিয় গুণ নাহি যার শেষ ॥
স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী।
চৈতন্যের প্রিয় চৈতন্যতে মহাপ্রেমী ॥
রাধাকৃষ্ণগুণলীলা কেহ যদি বর্ণে।
রসাভাস হৈলে প্রভু নাহি শুনে কর্ণে ॥
প্রথমে শ্রীস্বরূপগোসাঞি পরখেন।
তবে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন ॥
কেহ কহে শ্রীবিশাখারূপ তেঁহ হন।
শ্রীরাধারে যেঁহ কলাবিলাস শিখান ॥
বেশরচনায় পটু যেঁহ চিত্রাসখী।
বনমালী কবিরাজ প্রভুসুখে সুখী ॥
চম্পকলতিকা রাধাসুখের বিলাসী।
রাঘবপণ্ডিত তেঁহ গোবর্দ্ধনবাসী ॥
ভক্তিরত্নপ্রকাশ নাম গ্রন্থ চমৎকার।
বর্ণিয়া করিলা যেঁহ ভক্তির প্রচার ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তুঙ্গবিদ্যা রসবতি।
তেঁহ প্রবোধানন্দ-সরস্বতী যতি ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত আদি কর্ণপেয়।
বর্ণিলেন গ্রন্থ সুধাধি উপাদেয় ॥
ইন্দুলেখা সখী চন্দ্রমুখী রাধাপ্রিয়।
শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী-নামধেয় ॥
রঙ্গদেবী সুরঙ্গিনী ভট্টগদাধর।
সুদেবী অনন্তাচার্য্য গৌরাঙ্গকিঙ্কর ॥
কাশীশ্বরগোস্বামী শশিরেখা যেঁহ পূর্ব্বে।
ধনিষ্ঠা শ্রীরাঘবপণ্ডিত যেঁহ এবে ॥
ব্রজে কৃষ্ণে বনে খাদ্যবস্তু লঞা দেন।
হেথা প্রভুহেতু ঝালি সাজাইয়া যান ॥
গুণমাল তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী।
কিবা স্নেহময় তাঁর গৌরাঙ্গে পিরীতি ॥
রত্নলেখা কৃষ্ণদাস কৃষ্ণানন্দ যেঁহ।
ব্রজে পূর্ব্বে সখী কলাবতী নাম তেঁহ ॥
শৌরসেনী এবে নারায়ণবাচস্পতি।
পীতাম্বর যেঁহ তেঁহ কাবেরী সুমতি ॥
সুকেশী মকরধ্বজ মাধবী যে গোপী।
মাধব আচার্য্য যশ যাঁর পৃথ্বীব্যাপী ॥
ইন্দিরা রূপসী যেঁহ শ্রীজীবপণ্ডিত।
সুমধুর নামে তুঙ্গবিদ্যাসহ প্রীত ॥
তেঁহ বিদ্যাবাচস্পতি ওড্রদেশীয়।
সুবিজ্ঞ পরম ধীর গৌরাঙ্গের প্রিয় ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমধুরেক্ষণা।
চিত্রাঙ্গী শ্রীনাথমিশ্র শিষ্ট মহামনা।
কবিচন্দ্র যেঁহ তেঁহ মনোহরা সখী।
সারঙ্গ ঠাকুর তেঁহ যেঁহ নান্দীমুখী ॥
প্রহ্লাদের আবেশ তাঁহাতে কেহ কহে।
শিবানন্দসেন সে মহান্তমতে নহে ॥
কলকণ্ঠি সুকণ্ঠি যে গন্ধর্ব্বী-আখ্যান।
বসু রামানন্দ আর সত্যরাজ-খান ॥
কাত্যায়নী নামেতে গোপী শ্রীকান্ত-সেন।
বৃন্দাবনে বনদেবী বৃন্দা যে আখ্যান ॥
তেঁহ শ্রীমুকুন্দদাস খণ্ডবাসী হন।
বীরা নামে দূতী তেঁহ শিবানন্দ সেন ॥
সর্ব্বগোপীদূতী যেঁহ সর্ব্বমমঞ্জস।
কৃষ্ণসুখে সদা সুখী কৃষ্ণে রসোল্লাস ॥
ব্রজে বিন্দুমতী যেঁহ তাঁহার ঘরণী।
কবি শ্রীমান কবিকর্ণপুরের জননী ॥
পূর্ব্বমধুমতী ব্রজে এবে যে প্রভুর।
প্রিয়তম নরহরি সরকার ঠাকুর ॥
ব্রজে প্রাণসখী যাঁর নাম রত্নাবতী।
এবে তেঁহ গোপীনাথাচার্য্য মহামতি ॥
কৃষ্ণপ্রিয় সে বংশী বংশীদাস সে ঠাকুর।
শ্রীরূপমঞ্জরী রূপে গুণেতে প্রচুর ॥
তেঁহ শ্রীমান্ রূপ নাম গোস্বামী প্রসিদ্ধ।
সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বজগত আরাধ্য ॥
গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় যে কলেবর হয়।
যেঁহ বিনে কলিজীবের কি হৈত উপায় ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রেষ্ঠা শ্রীরতিমঞ্জরী।
তাঁর নামভেদ হয় লবঙ্গ মঞ্জরী ॥
তেঁহ শ্রীমান্ সনাতন গুণের সাগর।
শ্রীচৈতন্য-অভিন্ন তাঁহার কলেবর ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য অমূল্য-রতন।
তাহাতে প্রবেশ চতুঃসন-সনাতন ॥
জগতে আচার্য্যরূপে উপদেশ দিলা
দুর্লভ মাধুর্য্য ভক্তিরস প্রচারিলা

শ্রীমান্ লবঙ্গমঞ্জরীর যে প্রকাশ।
শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনে বাস॥
পতিতপাবন শ্রীগোপালভট্ট যেঁহ।
শ্রীগুণমঞ্জরী রাধাকৃষ্ণপ্রিয় সেহ॥
সমুদ্র গম্ভীর যাঁর আশয় অগম্য।
নিদ্রাহার বিহারাদি দেবধর্ম্ম সাম্য॥
কৃষ্ণপ্রেমপরাকাষ্ঠা যে প্রেমের রসে।
শালগ্রামরূপ তেজি ত্রিভঙ্গ প্রকাশে॥
অনঙ্গমঞ্জরী সখী তাঁহাতে প্রবেশ।
সাধুগণ কহে যেঁহ জানয়ে বিশেষ॥
শ্রীমান্ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহান্।
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব যাঁর গৌরাঙ্গ-পরাণ॥
পণ্ডিত সুশান্ত মহাগম্ভীর স্বভাব।
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে ঐকান্তিক ভাব॥
ব্রজে তেঁহ শ্রীরতিমঞ্জরী আর রাগ।
দুই রূপে এক দেহ সর্ব্বত্র বিরাগ॥
শ্রীমান্ দাস-রঘুনাথ ব্রজে শ্রীরসমঞ্জরী।
চৈতন্যকৃপায় পুন বাস ব্রজপুরী॥
বিরক্ত উদার মহা মহাপ্রেমবান্।
কৃষ্ণের দুঃখ জানি নিজ কুটীর বানান॥
সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হৈতে রক্ষার কারণে।
লগুড়হস্তেতে ফিরে শ্রীকুঞ্জের বনে॥
গোসাঞি জানিয়া ঘর বান্ধিয়া রহিলা।
কৃষ্ণের ব্যামহ জানি সহিতে নারিলা॥
শ্রীরতিমঞ্জরী কেহ তাঁহারে কহেন।
নামভেদে ভানুমতী যাঁহার আখ্যান॥
শ্রীবল্লভাত্মজ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী।
বিলাসমঞ্জরী যেঁহ ব্রজে পূর্ব্বনামী॥
শত মুখ হৈলে তাঁর গুণ কহা যায়।
কিন্তু বিজ্ঞে পারে মো-সবার সাধ্য নয়॥
এই ছয় গোস্বামীর মঞ্জরী আখ্যান।
কহিলাম সাধুজনার যেমত বর্ণন॥
ভূগর্ভঠাকুর তেঁহ শ্রীপ্রেমমঞ্জরী।
লোকনাথ গোস্বামী শ্রীলীলা যে মঞ্জরী॥
কলাবতী রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা ব্রজে।
শ্রীবিশাখাকৃতগীতে রাধাকৃষ্ণ পূজে॥
তাঁহা সবার প্রকাশ যে গুণেতে জানিহ।
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব যেঁহ॥
রাগলেখা কলাকেলি রাধাদাসী দুহ।
শ্রীশিখিমাহাতি মাধবী ভগ্নী সেহ॥

পুলিন্দতনয়া মল্লী কালীদাস এবে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী যজ্ঞপত্নী পূর্ব্বে॥
যাঁর স্থানে মহাপ্রভু অন্ন মাগি খান।
কেহ কহে ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥
অন্য যজ্ঞপত্নী যেঁহ জগদীশ হিরণ্য।
একাদশী-দিনে প্রভু মাগি খাইলা অন্ন॥
মথুরায় কৃষ্ণপ্রিয়া সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী।
তেঁহ কাশীমিশ্র বাস নীলাচলপুরী॥
মালতী শ্রীচন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা আদি।
শুভানন্দ শ্রীধরাদি নাহিক অবধি॥
সহস্র সহস্র গোপী চৈতন্যপার্ষদ।
পুরুষরূপেতে করে প্রেমের আস্বাদ॥
নানালীলা করে নানাদেশে অবতরি।
লৌকিকের ন্যায় রূপ স্বভাব আচরি॥
অসংখ্য গণন কহিবারে না পারিয়া।
কিঞ্চিৎ কহিল নিজ পবিত্র লাগিয়া॥
মহান্ত যে কেহ কেহ উপ যে মহান্ত।
সকলেই গুণসিন্ধু সকলেই শান্ত॥
খণ্ডবাসী নরহরি আদি আর যত।
গৌরাঙ্গপার্ষদগণ কত শত শত॥
সকল কহিতে নাহি পারয়ে অনন্ত।
কিঞ্চিৎ কহিল যাহা প্রকাশে মহান্ত॥
শ্রীমান্ কবিকর্ণপূর শিবানন্দ সুত।
তাঁহার মহিমা কিছু শুনিতে অদ্ভুত॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণ কৃপা কৈলা।
শিশুকালে যাঁর মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা॥
পাদাঙ্গুষ্ঠদান-ছলে ভক্তি সঞ্চারিলা।
গর্ভে যবে তবে পুরীদাস নাম দিলা॥
মহাকবি যেঁহ মহাকাব্য প্রকাশিলা।
শ্রীআনন্দবৃন্দাবন চম্পূ যে বর্ণিলা॥
নিজ নিত্যসিদ্ধ নাম দৈন্যেতে না কহে
গুরুনাম নাহি কহে অপ্রকাশ্য যাহে॥
শঠ মীমাংসক আর তার্কিকের স্থানে।
গোপন করিবে সদা কদাচ না শুনে॥
ইতি গৌরগণোদ্দেশ কহিল সংক্ষেপে।
বৈষ্ণবের গুণগান গাহি কোনরূপে॥
শ্রীনাভাজীর মনের আশয় জানিয়া।
গৌরগুণ কহিনু কিছু বিস্তার করিয়া॥

গৌরাঙ্গভকতগণ, গুণসাগরের কণ,
ব্রহ্মা শিব না পাবে কহিতে।
অন্তের শকতি কোথা, পঙ্গুর পর্ব্বত যথা,
অসম্ভব লঙ্ঘন করিতে॥
কি আশ্চর্য্য গৌরাঙ্গ-পার্ষদে।
ত্রিজগতে সুদুর্লভ, প্রেমানন্দ অনুভব,
হেন প্রেম দীপ্ত পদে পদে॥
কিবা নৃত্য কিবা গীত, কিবা নিষ্কপট রীত,
নির্ম্মৎসর দয়ার সাগর।
অনন্ত শুদ্ধ ভকতি, মাধুর্য্য পিরীতি রীতি,
স্বাভাবিক যুগলে সভার॥
গৌরাঙ্গে পিরীতি-ভাব, অলৌকিক অসম্ভব,
কোটি প্রাণ হৈতে অতিশয়।
গৌরাঙ্গভকত যত, গৌরাঙ্গের অভিমত,
ত্রিজগতে তুলনা না হয়॥
মহাপ্রেম মহাভাব, মহাসংকীর্ত্তন-রব,
মহানৃত্য গীত-বাদ্য আদি।
মহারসের উল্লাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
অশ্রুজলে বহি যায় নদী॥
প্রভুর স্বরূপশক্তি, যতেক ভকতপংক্তি,
চিদানন্দসন্ধিনী শকতি।
আহার বিহার যত, সকলি ত্রিগুণাতীত,
সৎ-চিৎ আনন্দ মুরতি॥
প্রভুর ভকত বিনে, তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে,
প্রাকৃত বলিয়া অজ্ঞে কহে।
শ্রীমূর্ত্তি তার্কিক জনে, যেমন প্রাকৃত মানে,
তথা মূঢ়জনে দেখে তাহে॥
গৌরাঙ্গভকতপদে, যে জন বিষয়মদে,
শরণ না লৈল মূঢ়মতি।
তার জন্ম বৃথা হৈল, পশুবত জনমিল,
ফল মাত্র তাহার দুর্গতি॥
সাধুবাক্য না শুনিয়া, শাস্ত্রে নাহি প্রবেশিয়া,
দম্ভে নানামত আরোপিয়া।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
হেরি কাঁপে কৃষ্ণদাস হিয়া॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদস্বরূপবর্ণনং
তৃতীয়-মালা॥

চতুর্থ মালা।

দ্বাদশমহাভাগবতাদি চরিত্রবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
দ্বাদশ মহান্ত ভাগবত আদি কথা।
শুনহ আশ্চর্য্য তার বিবরণ যথা॥

(দোঁহা —মূল হিন্দী)

বিধি নারদ শঙ্কর সন কাদিক কপিল দেবমনভূপ।
নরহরিদাস জনক ভীষ্ম বলি শুক মুণিধর্ম্ম স্বরূপ।
অন্তরঙ্গ অনুচর হরিজুকে জো ইন্‌কোযশ গায়ৈ।
আদি অন্তলো মঙ্গল তিনকে শ্রোতা বক্তা পায়ৈ॥
অজামীল পরসঙ্গ যহ নির্ণৈ পরম ধর্ম্মকো জান।
ইন্‌কি কৃপা ঔর পুনি সমুঝে দ্বাদশ ভক্তপ্রধান॥

(টীকা হিন্দী)

দ্বাদশ প্রসিদ্ধ ভক্তরাজ কথা ভাগবত
অতি সুখদাই নানাবিধি কবি গায়ে হৈ॥
শিবজীকি বাত এক বহুবা ন জানৈ কোউ
শুনি সরসানে হিয়ে ভাব উর ঝায়ে হৈ॥
সীতাকে বিয়োগ রাম বিকল বিপিন দেখি
শঙ্কর নিপুণ সতীবচন শুনায়ে হৈ।
কৈশে যে প্রবীণঈশ কৌতুকো নবীন দেখো
মনেউ করত অঙ্গ বৈসেহি বনায়ে হৈ॥
সীতাকো স্বরূপ বেশ লেশহুঁ ন ফেরফার
রামজু নিহারি নেকু মনমে ন আই হৈ।
তব ফিরি আয়কৈ শুনায় দই শঙ্করকো
অতি দুখ পায় বহুবিধি সমুঝাই হৈ॥
ইষ্টকো স্বরূপ ধরো তাতে তন পরহর্‌য়ো
পরো বড়ো শোচ সতি অভিতরমাই হৈ।
ঐসে প্রভুভাবপগে পোথিনমে জগমগে
লাগে মোকো প্যারে যহ বাত রিঝি গাই হৈ॥

চলে মগ জাত উভে খরে শিব দীঠি পবে
করে পরণমে হিয়ে ভক্তি লাগি প্যারী হৈ।
পারবতী পুছে কিয়ে কৌনকো জু-কহো মোসো
দিশউ ন জন কৌউ তবলো উচারি হৈ॥
বরষ হজার দশ বিতে তঁহা ভক্ত ভয়ো
নয়ো ঔর হৈবহৈ দুজে ঠৌর রীতে ধারী হৈ।
শুনিকে প্রভাব হরিদাসনসৌ ভাব বঢ়ো
রহো কৈসে জাত চঢ়ো রঙ্গ অতি ভারী হৈ॥

অস্যার্থঃ।

দ্বাদশভক্তরাজকথা ভাগবতে গায়।
তাহে শিবজীর এক কথা শুহ্য হয়॥
ভক্তিপ্রবীণতাচার্য্য শ্রীশঙ্কর হয়ে।
যাহা শুনি বৈষ্ণবের আনন্দ বাঢ়য়ে॥
বনমধ্যে রামচন্দ্র সীতার বিয়োগে।
বিকল দেখিয়া শিব ব্যস্ত সতী-আগে॥
কৌতুকে পার্ব্বতী সীতারূপ ধরি আইলা।
রামচন্দ্র তার পানে ফিরি না চাহিলা॥
ফিরি আসি মহাদেব হাসিয়া কহিলা।
তাহা শুনি দেবদেব মনে দুঃখ পাইলা॥
দেহত্যাগ কবি পুন দেহান্তর ধর।
ইহা শুনি সুচ মনে কিবা যুক্তি কর।
এ প্রসঙ্গ হয়ে কোন শাস্ত্র-অভিমতে।
যেহেতুক দেহত্যাগ দক্ষের যজ্ঞেতে॥
এক গ্রামস্থান দেখে আকাশে চলিতে।
দেখি মাত্র ক্ষণেক স্তম্ভিত হৈল চিতে॥
নামিয়া প্রণাম করে গদগদ-ভাবে।
সতী কহে শূন্যস্থানে প্রণমহ কিবে॥
তেঁহ কহে বৈকুণ্ঠাদি তুল্য এই স্থান।
অযুত বৎসর পূর্ব্বে ছিল এক মহান্॥
আর এক বৈষ্ণবস্থিতি ভবিষ্যৎস্থানে।
প্রণাম করিলা বহুসহস্র নমনে॥
হরিদাসের প্রভাব শুনি গিরিশনন্দিনী।
রঙ্গ চড়ি গেল চিত্তে অদ্ভুত কাহিনী॥

শ্রীঅজামিলজীউ।

(টীকা হিন্দী)

ধরো পিতৃ মাতৃ নাম অজামীল সাচো ভয়ো
কিয়ো অজামীল ছোটী তিয়া শূদ্রজাতকী।
কিয়ো মদ্যপান সো শয়ান গৃহি দূরি ডাভো
মারো তন বাহি সো জুকীনো লেকে পাতকী॥
করি পরিহাস কাহু দুষ্টনে পাঠায়ো সাধু
আয় গৃহ দেখি বুদ্ধি আয় গই সাতকী।
সেবা করি সাবধান সম্মনি বিদায় লিয়ো
নারায়ণ নাম ধরো গর্ভবাল বাতকী॥
আয় গহো কাল মোহজালমে লপটি রহো
মহাবিকরাল যমদূত হু দিখাইয়ে।
বহি সুত নারায়ণ নাম ক্ষাকৃপা কৈ দিয়ো।
লিয়ো সো পুকারি সুর আরতি শুনাইয়ে॥
শুনতহি পারষদ আয়ে বাহি ঠৌর দৌরি
তোবি ডারে পাশ কহো ধর্ম্ম সমুঝাইয়ে।
হারলৌ বিড়ারে জায় পতিপৈ পুকারে কহি
শুন বজমারে মতি জালো হরি গাইয়ে॥

অস্যার্থঃ।

অজামিল নাম এক-ব্রাহ্মণ-কুমার।
সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃত অধর্ম্ম অপার॥
গোব্রাহ্মণসহসহা মদ্যপ মাংসাশী।
ব্যাধের আচারে করে হত্যা রাশি রাশি॥
গৃহ-স্ত্রী-ত্যাগী বেশ্যা-সনে বনে বাস।
তাহে চারি পুত্র এক গর্ভেতে নিবাস॥
দৈবযোগে এক সাধু অতিথি আইলা।
অজামিল আতিথেয় দুষ্টে কহি দিলা॥
অহো অজামিলের ত্রাণ উন্মুখ হইল।
ভাগ্যবশে সাধুর পাদস্পর্শ গৃহে হৈল॥
পত্নী তাঁর ভক্তিভাবে আতিথ্য করিল।
সাধু তবে তাহাদিগের বৃত্তান্ত জানিল।
সাধু পরদুঃখে দুঃখী দয়া উপজিল।
তাহার মঙ্গল কিছু মনে বিচারিল॥
কৃষ্ণনাম উপদেশ ইহারা না লবে।
কেমতে এহেন পাপী উদ্ধার হইবে॥
ইহা ভাবি মনে এক উপায় চিন্তিলা।
বিনয়ে বেশ্যার স্থানে কহিতে লাগিলা॥
ভোজন করাঞা মোরে তুষ্ট কৈলে যেবা।
তেমতি আমার এক নেহারো রাখিবা॥
তোমার গর্ভেতে এবার যে পুত্র জন্মিবে।
নারায়ণ বলি তার নামটী রাখিবে॥
বেশ্যা হাসি হাসি কহে ইথে কি লাগিব।
ভাল ভাল ঐ নাম অবশ্য রাখিব॥

হাস্যরূপে সে দিন হৈতে সেই নাম দিল। *
সাধুদরশনসুধা বিধাতা সিঞ্চিল॥
কথোদিনে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।
পিতার প্রিয়তমদেহ পীড়িত আছিল॥
নারাযুক্ত হেতু পুন নারায়ণ নাম।
দুই করে লয়ে পুত্রে রাখে অবিরাম॥
মৃত্যুকালে যমদূত পাশদণ্ড লঞা।
ঘেরিল আসিয়া সব পাপিষ্ঠ জানিঞা॥
ভয়ে নিজপুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ।
সর্ব্বপাপ ছুটি হৈল সংসারমোচন॥
শ্যামলসুন্দর দুই বৈকুণ্ঠের দূত।
হা হা হরি-ভক্তে দণ্ডে এ কি অদভূত॥
বলিতে বলিতে আসি যমদূতগণে।
গদার প্রহার আর তাড়নভর্ৎসনে॥
অস্ত দন্ত কার কার হস্ত পাদ ভাঙ্গি।
কহিতে লাগিলা ওরে মূঢ়মতি ঢঙ্গি॥
নিষ্পাপ নির্গুণ অজামিল মহামতি।
এহেন জনেরে দণ্ড কি তোর শকতি॥
ধর্ম্মরাজদূত মোরা তোমরা কে হও।
অপমান কর আর পাপীরে ছুটাও॥
তেঁহ কহে তোর ধর্ম্মরাজ কি এমতি।
ধর্ম্ম তো সে নাহি জানে অহঙ্কার মতি॥
জন্মিয়া যে একবার ডাকে নারায়ণে।
তারে পাপী কহে তবে কি ধর্ম্ম সে জানে॥
ইহা শুনি দূতগণ যমালয়ে গিয়া।
কাঁদিয়া কহয়ে দণ্ড পাশ আছাড়িয়া॥
কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার॥
ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর।
ধর্ম্মরাজ কহে দূত কি অন্যায় হৈল।
দূত বলে আমাদের নাক কাটা গেল॥
অজামীল মহাপাপী নাহি পুণ্যলেশ।
তোমা লঙ্ঘি তারে লৈয়া গেল কোন্ দেশ॥
কি জানি কাহার নাম নারায়ণ হয়।
পুত্রকে ডাকিল সেই নাম অনুযায়॥
হেনকালে দুই মহাপুরুষরতন।
নবঘন জিনি রুচি কমল-নয়ন॥
আসি মাত্র কৈল তার বন্ধন-মোচন।
মো-সভার গতি এই দেখ বিদ্যমান॥

ইহা শুনি ধর্ম্মরাজ হর্ষভয় পাইল।
ক্ষণকাল মৌনে স্তব্ধ হইয়া রহিল॥
কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ স্বরভেদ
প্রেমের বিকার হৈল নানামত ভেদ॥
ধৈর্য্য হৈয়া কহে যাজা গিয়াছিলা কোথা।
কি কার্য্য করিলে বাপু খাঞা মোর মাথা॥
হের আইস শুন কহি অতিগুহ্য কথা।
প্রভুর নাম লৈল, কেনে গিয়াছিলি তথা॥
ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগতনিবাস।
তাঁর নাম লৈল সেই মুঞি যাঁর দাস॥
কোটী কোটী মহাপাপ অতি পাপ হয়।
অগ্নিযোগে * তুলারাশি যৈছে ভস্ম হয়॥
ইহা শুনি দূতগণ চমৎকারচিত্ত।
অনিমিখে রহে যেন পুত্তলিকা চিত্র॥
ধীরে ধীরে কহে তবে ধর্ম্মরাজভাগে।
হেন যদি তবে কেন না কহিলে আগে॥
তোমার প্রভুর জনে কিবা রীতি হয়।
তবে কেহ আর মোরা না যাব তথায়॥
হরিনামগুণকথা যথায় শুনিবে।
তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে॥
নমস্কার করি তথা দূরপথে যাবে॥
মুঞি তাঁরে নমস্করি কায়মন-রবে।
মোর বাক্য না শুনিলে পাবে অনুতাপ।
দূত কহে বুঝিলাম আর না রে বাপ॥
শ্রীল নাভাজীর এই তাৎপর্য্য অর্থ।
কৃষ্ণদাস কহে যাঁর পদরজস্বার্থ॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

মো চিত্তবৃত্তি নিত তহঁা রহো
যহঁা নারায়ণপারষদ॥
বিষ্বক্‌সেন জয় বিজয় প্রবল বল মঙ্গলকারী।
নন্দ সুনন্দ সুভদ্র ভদ্র জগ-আময়-হারী॥
চণ্ড প্রচণ্ড বিনীত কুমুদ কুমুদাক্ষ করুণালয়।
শীল সুশীল সুসেন ভাবভক্তন প্রতিপালয়॥
লক্ষ্মী পতি-প্রীণন প্রবীণমহ
ভজনানন্দভক্তনি হৃদ।
মো চিত্তবৃত্তি নিত তঁহা রহো
যহাঁ নারায়ণপারষদ॥

'পাঠান্তরে—" হাস্যরূপে সেদিন হইতে ঐ নাম চলিল।'

* "অগ্নিকণে"—পাঠান্তর

অন্বয়ার্থঃ।

বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পারিষদগণ।
তাঁহাদের শ্রীচরণে রহু চিত্ত-মন॥
বিষ্বক্‌সেন জয় বিজয় প্রবল আর বল।
নন্দ সুনন্দ ভদ্র সুভদ্র মঙ্গল॥
চণ্ড প্রচণ্ড শুভ করুণানমিত।
কুমুদ কুমুদাক্ষ প্রভু বিনীত পুনীত॥
শীল সুশীল ভক্তপালক সুসেন।
লক্ষ্মীপতি প্রেমানন্দে সেবানন্দে মন॥
মোক্ষপারিষদ প্রভুর মহা-অনুভব।
সনকাদি প্রেরি কৈল অজ পুনর্ভব॥
জয় বিজয়েব প্রতি প্রতিকূলভাব।
যুদ্ধরস নহে বিনে সমান বৈভব॥
নিজ-পারিষদ-সনে সরস কৌতুক।
অঙ্গছায়াসনে যেন খেলয়ে বালক॥
তিনজন্ম পরে নিজ আলয়ে আনিয়া।
নিত্যপ্রেমানন্দরসে রাখে ডুবাইয়া॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

হরিবল্লভ সব প্রারথো
যিনি পদরজ-আশা ধরি॥
কমলা গরুড় সুনন্দ আদি
ষোড়শ প্রভুপদরতি।
হনুমন্ত জাম্বুবন্ত সুগ্রীব
বিভীষণ শবরী জগপতি॥
ধ্রুব উদ্ধব অম্বরীষ বিদুর অক্রুর সুদামা।
চন্দ্রহাস চিত্রকেতু গ্রাহ গজ পাণ্ডবনামা॥
কৌষারব কুন্তীবধূ পট ঐঞ্চত লজ্জা হরি।
হরিবল্লভ সব প্রারথো যিন পদরজ আশা ধারি॥

(টীকা হিন্দী)

হরিকে যে বল্লভ হৈ দুর্ল্লভ ভুবনমাঝ
তিনহিকি পদরেনু আশা জিয় করি হৈ।
যোগী যতি তপা তাসো মেরো কছু কাজ নাহি।
প্রীতিপরতীতি রীতি মেরী মতি হার হৈ॥
কমলা গরুড় জাম্ববান সুগ্রীবাদি সবৈ
স্বাদরূপ কথা জাকি পোথিনমে ধরি হৈ।
প্রভুসো সচাই জগ কীরতি চলাই অতি
মেরে মন ভাই সুখদাই রসভরী হৈ॥

অন্বয়ার্থঃ।

হরির বল্লভ যেই জগতদুর্ল্লভ।
যাহার চরণরজে সর্ব্বার্থ সুলভ॥
সেই রজ-আশা-মাত্র করি অবিরাম।
যোগী যতি তপী সনে নাহি কিছু কাম॥
ভক্তপদরজমাত্র অর্থ করি মানি।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থে না বাখানি॥
কমলা গরুড় জাম্ববান সুনন্দাদি।
ষোল মহাভাগবত প্রভুপদে রতি।
হনুমান সুগ্রীব বিভীষণ অম্বরীষ।
খগপতি শবরী ধ্রুব গ্রাহ গজ-ঈশ॥
উদ্ধব বিদুর অক্রুর চন্দ্রহাস।
সুদামা চিত্রকেতু যার হৃদে হরিবাস॥
পাণ্ডব কুন্তীবধূ গ্রাহ কৌষারব নামী।
যা সভার শ্রীচরণ অগতির স্বামী॥
বেদে গায় যার কীর্ত্তি করিয়া বাখান।
ভুবনপাবন হয় যার গুণগান॥

হনূমানজী।

(টীকা হিন্দী)

রতন অপার সার সাগর উধার কিয়ে।
লিয়ে হিত চায়কে বনায় মালা করি হৈ॥
সব সুখসাজ রঘুনাথ মহারাজজুকো
ভক্তসো বিভীষণজু আনি ভেট ধরি হৈ॥
সভাহিকি চাহ অবগাহ হনুমান গরে
ডারি দই সুধি ভই মতি অরবরী হৈ।
রাম বিনু কাম কৌন ফোরি মণি দীনে ডারি
খোলি ত্বচা নামহি দিখায়ো বুদ্ধি হরি হৈ॥

অন্বয়ার্থঃ

হনুমান কপিপতি, ভক্তরাজ মহামতি,
পরম উদার মহাশয়।
জগতের পূজ্যতম, যার স্নেহ মনস্কাম,
যার নামে সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥
রামচন্দ্র-প্রিয়তম, জগতের অভিরাম
উদারমহত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
যত পারিষদগণ, লক্ষ কোটি অগণন,
শ্রেষ্ঠমধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ।

শুদ্ধ-প্রেমানন্দধাম, অদ্ভুত যাহার কাম,
তার মধ্যে শুন এক কথা।
ত্রিভুবনে সবে জানে, প্রসিদ্ধ শ্রীরামায়ণে,
দেব-নর গায় যেই গাথা ॥
বিভীষণ মহারাজা, রত্নাকর যার প্রজা,
তার স্থানে লয়্যা সারমণি।
অনুরাগে হার গাথি, রামচন্দ্র প্রাণপতি,
গলে লয়্যা দিল ধন্য মানি ॥
রামচন্দ্র হার লয়্যা, চারিপানে দেখে চায়্যা,
ভাবে কোথা মোর হনুমান।
সুগ্রীবাদি যত জন, সবে ভাবে মনে মন,
না জানি কে প্রসাদভাজন ॥
তবে হনুমান-গলে, অমূল্য রতনমালে,
পরাইয়া হরিষে নিরখে।
হার পায়্যা মহাশয়, আনন্দে মগন হয়,
ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে ॥
রামনাম নাহি দেখি, মনে হৈলা মহাদুঃখী,
প্রভু মোয়ে একি বিড়ম্বিলা।
পুনঃভাবে বুঝিলাম, ইহার অন্তরে নাম,
একটী মণি দশনে ভাঙ্গিলা ॥
ভাঙ্গিয়া নিরখে পুন, না দেখিয়া রামগুণ,
পুন ভাঙ্গে পুন না দেখয়ে।
এইমত কটমটে, ভাঙ্গি ডারে ক্ষিতিতটে,
প্রভু দেখি মুচকি হাসয়ে ॥
আরে বৎস হনুমান্ কি তোমার বিবেচন,
হেন দ্রব্য হেলায় ডারিলে।
হনু কহে কিবা দ্রব্য, কিবা গুণ কিবা লভ্য,
রাম নামবিহীন বিফলে ॥
পুন চন্দ্রমুখ কয়, দেহ ত তোমার হয়,
অস্থিচর্ম্মমাংসময় মাত্র।
তাহে রামনাম কোথা, তবে কেন ধর বৃথা,
কি বিচারে কর নাম মিত্র ॥
ইহা শুনি কপিরাজ, উঠে সেই সভামাঝ,
নখে ধরি ফাড়ে বক্ষস্থল।
তারকব্রহ্ম রামনাম, চমৎকার অভিরাম,
অস্থি-সন্ধি অঙ্কিত সকল ॥
জনকনন্দিনী সীতা, স্নেহানন্দে পুলকিতা,
রঘুমণিমুখপানে চাহে।
হর্ষ শোক স্নেহ মোহ, ক্রোধ মান হর্ষ সহ,
দুনয়নে জলধারা বহে ॥
হন গুণ আদ্যোপান্ত, সঙরিয়া স্নেহবন্ত,
শোকে মোহে অকৃত্রিম জ্ঞানী ॥
প্রিয় প্রতি ক্রোধ মান, হনুমানে কিবা দান,
প্রত্যুপকার কি করিলে জানি ॥
তবে দয়াময় স্নেহে আলিঙ্গিয়া হনুদেহে,
প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন।
সুগ্রীবাদি বিভীষণ, দেবতা গন্ধর্ব্বগণ,
জয় জয় করে ঘনে ঘন ॥
হনুমতে যোড়করে, হর্ষ স্তুতি নতি করে,
ধন্য ধন্য করয়ে জগতে।
মুঞি দীনহীন অতি, ভক্তি-বঞ্চিত মতি,
পদযুগ ধর মোর মাথে ॥

শ্রীবিভীষণজী

(টীকা হিন্দী)

ভক্তি যো বিভীষণ কি কহে ঐশে কোন জন
ঐশে কছু কহি জাত শুনো চিত লাযকে।
চলত জহাজ পরি অটক বিচার কিয়ো
কোউ অঙ্গহীন নর দিয়ো লে বহায়কে ॥
যায় লগো টাপু তাহি রাক্ষসনি গোদ লিয়ে
মোদভরি রাজাপাস গয়ে কিলকায়কে।
দেখত সিংহাসনতে কুদি পরে নৈন ভরি
যাহিকে অকার রাম দেখে ভাগ পায়কে ॥
রচি সো সিংহাসনপৈ লৈ বৈঠায়ে তাহি ছিন
রাক্ষসিনি রিঝ দেত মানি শুভ ঘরী হৈ।
চাহত মুখারবিন্দ অতিহি আনন্দভরি
ঢরকত হৈ নৈন নীর টেক ঠাঢ়ো ছড়ি হৈ ॥
তউ ন প্রসন্ন হোত ছিন ছিন ছিন জোতি
হুজিয়ে কৃপাল কহো মেরি মতি ডরি হৈ।
করো সিন্ধুপার মোরে রহি সুখসার দিয়ে
রতন অপার লাএ বাহি ঠৌর ফিরি হৈ ॥
রামনাম লিখি শীষমধ্য ধরি দিয়ো যাকে
যহি জলপার করে ভার সাচো পায়ো হৈ।
তাহি ঠৌর বৈঠো মানো নয়ো ঔর রূপ ভয়ো
গয়ো যো জহাজ সোই ফিরি করি আয়ো হৈ ॥
লিয়ো পহিচানি পুছো সবসো বখান কিয়ো
হিয়ো হুলসায়ো শুনি বিনৈকে চঢ়ায় হৈ।
পরো নীর কুদি নেকু পাপ ন পরশ করো
হরো মন দেখি রঘুনাথনাম ভায়ো হৈ ॥

অন্বার্থঃ।

বিভীষণ মহারাজ, অতুলনা ভক্তমাঝ,
মহিমার বর্ণন না হয়।
ভাই বন্ধু রাজ্যভোগ, অনায়াসে করি ত্যাগ,
শ্রীচরণ করিলা আশ্রয়॥
স্ত্রীপুরুষ দুইজন, সেবে রাম শ্রীচরণ,
ভাসিয়া যে আনন্দসাগরে।
সরমা শরণাভাবে, ঠাকুরাণীর পদ সেবে,
আপনি সেবয়ে ঠাকুরেরে॥
যারে মৈত্রভাব করি, আলিঙ্গন করে হরি,
নিজহস্তে রাজ-অভিষেক।
শ্রীহস্ত বুলায়ে অঙ্গে, পিরিতি কৌতুকরঙ্গে,
বরদান করিলা অনেক॥
ভকতির চমৎকার, নাহি যার পারাবার,
তাহে এক অপরূপ শুন।
এক সদাগর হয়, জাহাজ লইয়া যায়,
চরে লাগি আটকিল পুন॥
জাহাজ-উপরে কেহ, আছে হীন অঙ্গ দেহ,
সিন্ধুজলে তারে ডারি দিল।
অল্পবুদ্ধি সদাগর, শ্রেয় হেতু ডারে নর,
ভাসি ভাসি লঙ্কায় লাগিল॥
দেখিয়া রাক্ষসগণে, এ কি জন্তু ভাবে মনে,
খিল খিল হাসয়ে সবাই।
কৌতুকেতে সবে তাঁরে, উঠাইয়া লয়্যা করে,
রাজা আগে রাখে লয়্যা যাই॥
রাজা চমকিত মন, যেন দরিদ্রের ধন,
লম্ফ দিয়া উঠাইয়া নৈল।
রামচন্দ্র নরাকৃতি, উদ্দীপন হৈল মতি,
দেহ অশ্রু পুলকে ভরিল॥
রত্নসিংহাসন আনি, বসাইয়া নিজ পাণি,
তলে করে চরণসেবন।
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে, সাদরে পূজয়ে তারে,
চমকিত নিশাচরগণ॥
স্বর্ণ-আশা করে লয়্যা, চিবুকে ঠেকনা দিয়া,
দূরে দাণ্ডাইয়া মুখ হেরে।
নর-চিতে ভীত অতি, প্রসন্ন না হয় মতি,
কান্দিয়া কহয়ে উচ্চৈঃস্বরে॥
কৃপালু হইয়া মোরে, দেহ লয়্যা সিন্ধুপারে,
সেই বহু রত্নলাভ মোর।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়্যা রাজা, পাইয়া ঈষৎ লজ্জা,
ভৃত্যে কহে দেহ করি পার॥
রামনাম লিখি শিরে, ফেলে সমুদ্রের নীরে,
যে নৌকায় ভব হয় পার॥
হেনই সময় পুনঃ রামনামের কিবা গুণ,
আইল সেই নৌকা পুনর্ব্বার॥
সদাগর প্রেমে ভরি, ঝরয়ে নয়নে বারি,
উঠাইয়া পুছে সমাচার।
ভক্তরাজ-গুণকথা, নামের মহিমা তথা,
প্রেমানন্দে কহে তবে নর॥
অহো সাধুসঙ্গগুণ, সাক্ষাৎ দেখহ পুন,
তৎক্ষণাৎ ভক্তিরত্ন-লাভ।
পশুসম যে আছিল, ক্ষণমাত্রে সাঙ্গ হৈল,
আপনি তরিল আর তরাইল সব॥
অতএব শ্রুতি স্মৃতি, আগম পুরাণ আদি,
ফুকারিয়া পুনঃ পুনঃ কহে।
বৈষ্ণবের সঙ্গ কর, হরি-অনুরাগ ধর,
ইহা বিনু আর কিছু নহে॥
নাভাজীর শ্রীচরণ, ধূলি শিরে বিভূষণ,
করি এই অভিলাষ মনে।
বৈষ্ণবের গুণগান, করিব অমৃতপান,
জন্মে জন্মে প্রেমদেবী সনে॥

শ্রীশবরাজী।

(টীকা হিন্দি)

বনমে রহত নাব শবরী কহত সব
চহতি টহল সাধু তন ন্যনতাই হৈ।
রজনীকে শেষ ঋষি আশ্রম প্রবেশ করি
লকরীন বোঝ ধরি আবে মন ভাই হৈ॥
ঝাইবেকো মগ ঝারি কাঁকরিন বিনি ডারি
বেগি উঠি যাই নেক জাতি ন লখাই হৈ॥
উঠত সবার কহে কৌন ধোঁ বুহারি গয়ো
ভয়ো হিয়ে শোচ কোউ বড়ো সুখদাই হৈ॥

অন্বার্থঃ।

পঞ্চবটীবনে এক চণ্ডালের কন্যা।
মহাভাগ্যবতী তেঁহ ত্রিজগতে ধন্যা॥

শ্রীরামচরণে যার দৃঢ়ভক্তিমতি।
অতএব সাধু মহাপূজ্য মহাব্রতী॥
অপূর্ব্ব তাহার কথা শুন দিয়া মন।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বপাপবিমোচন॥
বনমধ্যে কৃষ্ণভক্ত সাধু মুনিগণ।
তাঁহাদিগের সেবা শবরীর হৈল মন॥
বন হৈতে শুষ্ককাষ্ঠ বোঝা বান্ধি আনে।
আশ্রমে রাখয়ে রাত্রে কেহ নাহি জানে॥
নদী যাইবার পথ বোহারি করয়।
কাঁটা কুটা কাঁকর সব দূরেতে ডারয়॥
প্রতিদিন করে ঋষিগণ ভাবে মনে।
কেবা পথ ঝাঁটি দেয় কেবা কাষ্ঠ আনে॥
একদিন শিষ্যগণ জাগিয়া রহিল।
দেখে রাত্রে কাষ্ঠ লয়্যা শবরী আইল॥
ধরিয়া তাহারে সবে চৌদিকে বেড়িল।
ত্রাসে মুখ হেঁট করি কাঁপিতে লাগিল॥
ঋষিগণমধ্যে কেহ হরিভক্ত ধীর।
ভক্ত-মর্ম্ম জানে মহা পণ্ডিত গম্ভীর॥
সাধুসেবামতি দেখি আর্দ্র হইলা চিত।
রামনাম দীক্ষা দিলা করিয়া পিরীত॥
যত যত ছিল তথা বহির্মুখগণ।
জাতিপংক্তি হৈতে তারে করিল বর্জ্জন॥
তেঁহ কহে অজ্ঞ যে তোমরা নাহি জান।
বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করি শ্রেষ্ঠ মান।
তথাচ না বুঝি তাঁরে অসংগ্রহ কৈল।
মুনি বিজ্ঞতম তাহে কাতর না হৈল॥
শবরীরে কহে মোর কাল পূর্ণ হৈল।
শ্রীরামচন্দ্রের লীলা দেখিতে না পাইল॥
তুমি ভাগ্যবতী শীঘ্র দেখিবে নয়নে।
মোরে পরলোক যাইতে হইল এখনে॥
রামচন্দ্রের আগমন আদ্যোপান্ত লীলা।
উপদেশ দিয়া মুনি তত্ত্ব জানাইলা॥
দেহত্যাগ করি তবে বৈকুণ্ঠে চলিলা।
শবরী গুরুর শোকে কাতর হইলা॥
একদিন মুনিগণ নদীতে প্রত্যুষে।
স্নানকালে শবরীও গেলা এক পাশে॥
মুনিদিগের ঘাটে স্নান করে চণ্ডালিনী।
ইহা বলি ভর্ৎসনা করিলা কটু বাণী॥
ভক্ত অপরাধ পূর্ব্বে হৈতে এবে দেখ।
ক্রমে নানা ভিন্ন মতি হৈল নানা দুঃখ॥
তৎক্ষণাৎ নদীর জল হৈল রক্ত প্রায়।
কৃমি কীট হৈল দেখি উঠিয়া পলায়॥
তথাচ না বুঝে সব ব্রাহ্মণের গণ।
বলে হায় জল কেনে হইল এমন॥
পত্রের কুটীর এক ঝোপড়া বান্ধিয়া।
শবরী রহেন রামচন্দ্র-পথ চায়্যা॥
তৃষিত চাতকী যেন মেঘ-আগমন।
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন॥
বনমধ্যে ফলমূল আনে বহু দুখে।
মিষ্ট হৈলে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে॥
চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাগে।
যতনে রাখয়ে তাহা অতি অনুরাগে॥
শবরীর আশাবৃক্ষ সফল হইল।
কথোদিন পরে প্রভু আগমন কৈল॥
দয়ার সাগর রাম বনে প্রবেশিয়া।
প্রথমেই ডাকে মোর শবরী বলিয়া॥

অমৃতনিন্দিত বাণী, ভুবনমোহন ধ্বনি,
আর তাহে স্নেহের সহিত।
শবরীর কর্ণে আসি, প্রবেশিল সুধারাশি,
কর্ণ পাতি রহে চমকিত॥
চারিদিক্ পানে চায়, উন্মত্ত পাগলী প্রায়,
স্তম্ভ যেন দাণ্ডায়া রহিল।
হেন কালে দয়াময়, স্নেহে নেত্রে ধারা বয়,
তথা আসি উপনীত হৈল॥
চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়, অনিমিখ নয়নে চায়,
রামরূপে ডুবিল হৃদয়।
ক্রমে উঠি নানা ভাব, সুধাজিনি প্রেমার্ণব,
রোমাঞ্চাদি দেহেতে ব্যাপয়॥
প্রভু-ভৃত্যে দোঁহে কান্দে, দোঁহাপ্রেমে দোঁহা বান্ধে,
দুহুঁ জনে স্থির নাহি বান্ধে।
শ্রীলক্ষ্মণ সুকুমার, প্রেম দেখি দোঁহাকার,
তেঁহ পুন ফুলি ফুলি কান্দে॥
তবে স্থির বান্ধি মনে, সেই ফলমূল আনে,
আনন্দের আজু সীমা নাই।
উচ্ছিষ্ট শুকুনা ফল, ভাঙ্গা মৃৎ-পাত্রে জল,
পত্রাসন রচিল তথাই॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র, সহিত অনুজানন্দ,
বৈসে সেই কুটীরদুয়ারে।
অমৃতের স্বাদুপ্রায়, সেই ফল জল খায়,
কিবা ভক্তবৎসল ঠাকুরে॥

আকাশে অপ্সরা নাচে, দুন্দুভিবাজন বাজে,
পুষ্পবৃষ্টি ঘন বরিষয়।
অহো কি দয়াল হরি, ধন্য প্রেমসুমাধুরী,
ধন্য ধন্য শবরী যে হয়॥
ব্রাহ্মণসমূহগণ, দেখি প্রভুর আচরণ,
কেহ তুষ্ট কেহ ত বিমন।
কর্ম্মী জ্ঞানী নানা জন, নাহি ভক্তিরসজ্ঞান,
তারা কহে এ কি বিবরণ॥
তার মধ্যে ভক্তিশ্মর্ম, যে জানে পরমধর্ম্ম,
তার মন উল্লাসিত হৈল।
জাতিপাঁতি পণ্ডিত্যাদি, ধিক্ ব্রহ্মসতকৃতি,
ইহা বলি নাচিতে লাগিল॥

নদীতটে গিয়া প্রভু পুছয়ে ব্রাহ্মণে।
জল রক্ত কৃমি হৈল কিসের কারণে॥
মুনিগণ বলে প্রভু কারণ না জানি।
আচম্বিতে একদিন হইল অমনি॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি পরম ঈশ্বর।
শবরীহেলায় হৈল কহে পূর্ব্বাপর॥
তখন বুঝিলা সব ব্রাহ্মণের গণ।
শবরীরে স্তুতি নতি করয়ে বাখান॥
রামচন্দ্র কহে শবরীর পদতল।
জলে স্পর্শ কৈলে জল হইবে নির্ম্মল॥
তবে মুনিগণ সবে শবরীরে লয়্যা।
জলে নামাইয়া দিল যতন করিয়া॥
তৎক্ষণে নদীর জল নির্ম্মল হইল।
মহাতীর্থ হৈল মহামহিমা বাড়িল॥
প্রভু ছলে নিজভক্ত-মহিমা দেখাইল।
শবরীরে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পাঠাইল॥
অতএব বেদের যে সিদ্ধান্ত যুকতি।
যবন চণ্ডাল কৃষ্ণভক্তে করে নতি॥
কৃষ্ণভক্ত সেবে যেই নিষ্কপট মন।
কৃষ্ণদাস মাগে তার চরণে শরণ॥

খগপতি জটায়ু।

(টীকা হিন্দী)

জানকী হরণ কিয়ে রাবণ মরণকাজ
শুনি সীতাবাণী খগরাজ দৌড়ি আয়ো হৈ।
বড়িয়ে লড়াই লীন দেহ বারি ফোরি দীন
...প্রাণ রামমুখ দেখবো সুহায়ো হৈ॥
আএ আপ গোয়া সীস ধারি দৃগধার সীচো
দেই সুধি দেই গতি তনহু জরায়ো হৈ।
দশরথতাত মানি কিয়ো জলদান যহ
অতি সনমান নিজরূপ ধাম পায়ো হৈ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীজানকী জগন্মাতা দুষ্টাত্মা রাবণ।
হরি লয়্যা যায় করি রথ আরোহণ॥
রাম রাম বলি মাতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
খগরাজ মহামতি দেখে হৈতে দূরে॥
রামচন্দ্র-মহিষী ত্রি-জগতের মাতা॥
রাক্ষসে লইয়া যায় মনে পায়্যা ব্যথা॥
ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু অঙ্গ ফুলাইয়া।
প্রচণ্ড বেগেতে যায় হুঙ্কার করিয়া॥
কে রে দুষ্ট থাক্ থাক্ এতেক যোগ্যতা।
মুঞি বর্ত্তমানে মোর লয়্যা যায় মাতা॥
আজি তোরে যমালয়ে পাঠাব নিশ্চয়।
ইহা বলি এক পক্ষ আঘাত করয়॥
শ্রীরামভকত তাবে কে জিনিতে পারে।
কিন্তু তার বধ্য নহ সে হেতু না মরে॥
পাখাঘাতে বেদনা পাইয়া নিশাচর॥
দ্রুতগতি যায় পুন হইয়া সোসর।
পুনর্ব্বার খগরাজ রথের সহিতে।
ওষ্ঠ বিস্তারিয়া গেলা প্রচণ্ড কোপেতে॥
গিলিয়া ভাবয়ে মনে কি কৈনু প্রমাদ।
গিলিনু জানকী সহ বড় বিসম্বাদ॥
ইহা ভাবি কণ্ঠ হৈতে উগারিয়া তারে।
নানা অস্ত্র শেল শূল রাবণিয়া মারে॥
এইমত মহাযুদ্ধ হৈল দুই জনে।
জটায়ুর পক্ষ কাটি চলিল সদনে॥
শ্বাসমাত্র আছে খগরাজের শরীরে।
শ্রীমুখ হেরিয়া আশা প্রাণ ত্যজিবারে॥
প্রাণ যাউক তাহে দুঃখ নাহি জটায়ুর।
এ দুঃখ সিংহের ভার হরয়ে কুক্কুর॥
কথোক্ষণে শ্রীরামের দেখি শ্রীবদন।
কহিতে নারিলা সব ত্যজিলা জীবন॥
পক্ষরাজ মহামতি দশরথের সখা।
পিতার বিয়োগ-শোক মনে দিল দেখা॥
কান্দেন শ্রীরাম জটায়ুরে কোলে করি।
বিলাপ করিয়া কত ফুকারি ফুকারি॥

পিতৃকর্ম্ম ন্যায় ক্রিয়া লৌকিক করিলা।
ভক্তরাজ ভাগ্যবান্ বৈকুণ্ঠে চলিলা।
তাঁর পদরজে মুক্তি লুটি বারে বার।
এ জন মাগয়ে মাত্র সেই ধন সার॥

অম্বরীষ মহারাজা।

(টীকা হিন্দী)

অম্বরীষ ভক্তকি জু রীশ কোউ করৈ ওঁর
বড়ো মতিবৌর কোহু জাত নাহি ভাষিয়ে।
দুর্ব্বাসা ঋষি সীখ শুনি নহি কাহু সাধু
মানি অপরাধ শির জটা খেচি নাখিয়ে॥
লেই উপজাই কালকৃত্যা বিকরালরূপ
ভূপ মহাধীর রহো ঠাঢ়ো অভিলাষিয়ে।
চক্রদুঃখ মানিকৈ কৃপামুতে রাখ করি
পরী ভীর ব্রাহ্মণকো ভাগবত সাখিয়ে॥

অস্যার্থঃ।

অম্বরীষ মহারাজার সম্যক্ প্রকারে।
গুণযশ মহিমা যে চাহে কহিবারে।
উন্মাদ বাউল সেই বাওন হইয়া।
চান্দ ধরিবারে চাহে হাত বাড়াইয়া॥
আপন পবিত্র হেতু কিঞ্চিৎ মহিমা।
গাও বাঞ্ছা করি তেজি অন্তর গরিমা॥
কৃষ্ণভক্তজনের দেখ মহিমা প্রচণ্ড।
দুর্ব্বাসা অপরাধী হয়্যা ভ্রমিল ব্রহ্মাণ্ড॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেহ নারিলা রাখিতে।
রক্ষা হৈল সেই ভক্ত শরণ লইতে॥
অতেব বৃত্তান্ত তাঁর শুন মন দিয়া।
বিশেষ কথন কিছু কহি বিবরিয়া॥
মহান্ তপস্বী ঋষি দুর্ব্বাসা মহর্ষি।
দ্বাদশার প্রত্যূষে অতিথি হৈলা আসি॥
মহারাজ অম্বরীষ সম্মান করিলা।
শিষ্যসহ মুনিবর স্নান হেই গেলা॥
অভুক্ত অতিথি গৃহে ভাবে মহীপাল।
দ্বাদশীর অল্পক্ষণ পারণের কাল॥
বিচার করিয়া মনে জলবিন্দু খাইলা।
হেন কালে ঋষি আসি বৃত্তান্ত জানিলা॥
ক্রোধে মহাচণ্ড মুণি কহয়ে রাজারে।
জলপান কৈলি আগে উপেক্ষিয়া মোরে॥
ইহা কহি এক জটা ছিণ্ডিয়া ফেলিলা।
দীপ্ত এক অগ্নিকৃত্যা তাহাতে জন্মিলা॥
মহাবিকরাল সেই রাজারে ধাইলা।
নির্ভয়েতে মহারাজা দাণ্ডায়া রহিলা॥
সর্ব্বতেজের আত্মা মহাতেজ-চূড়ামণি।
ভক্তরক্ষা হেতু সদা ফিরয়ে আপনি॥
তাঁর তেজ কণামাত্রে নিমিষমধ্যেতে।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে হয় ভস্মসাতে॥
সেই প্রভুচক্র সুদর্শন উপনীত।
দেখে কৃত্যা ভক্তদ্রোহ করিতে উদ্যত॥
দেখিয়া ক্রোধেতে হৈলা প্রলয়-অনল।
কৃত্যা অগ্নি গ্রাস * কৈলা যেন বিন্দুজল॥
তবে দুর্ব্বাসারে ভস্ম করিতে ধাইলা॥
ত্রাসে মুনি পলায়নপরায়ণ হৈলা॥
মুনিরাজ পিছে চক্ররাজের ধাবন।
ভয়ে কম্পান্বিত মুনি সংশয় জীবন।
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত।
রক্ষ রক্ষ বলি ব্রহ্মার চরণে পতিত॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মা কর্ণে হাত দিলা।
রাখিতে নারিব শীঘ্র হেথা হৈতে চল॥
বৈষ্ণবাপরাধী তার না করি সম্ভাষ।
শীঘ্র যাও মোরে কেন করহ বিনাশ॥
নিরাশ হইয়া পুন শিবলোকে গেলা।
সেখানেও ওই মত বচন শুনিলা॥
বৈকুণ্ঠেতে গেলা যথা স্বয়ং লক্ষ্মীপতি।
ঘর্ম্মাক্ত শরীর কম্পান্বিত ত্রাসমতি॥
উচ্চৈঃস্বরে কহে রক্ষ রক্ষ জগন্নাথ।
সুদর্শন আজি মোরে করয়ে নিপাত॥
পূর্ব্বাপর অন্তর্য্যামী শুনি তাঁর স্থানে।
অন্তরে জন্মিল ক্রোধ চাহে মুনি-পানে॥
মৃদু মৃদু স্বরে কিছু কহিতে লাগিলা।
যাহা শুনি মুনিচিত্তে চমৎকার হৈলা॥
ভক্ত মোর প্রাণ মুক্তি ভক্তের অধীন।
মুক্তি ভক্তহৃদে বসি আমাতে অভিন॥

* "নাশ"—পাঠান্তর।

এ দেহ বিক্রীত মোর ভকতের স্থানে।
হেন ভক্তদ্রোহ তুমি কৈলে কি কারণে॥
পণ্ডিত বেদজ্ঞ গূঢ় অভিমান দম্ভ।
কি বিচার করি অম্বরীষে দণ্ড কর॥
শরণাগতের রক্ষা এ মোর প্রতিজ্ঞে।
কিন্তু বিনে মোর ভক্তদ্রোহিজন অজ্ঞে॥
তথাচ উপায় কহি শুন সাবধানে।
সুদর্শন হৈতে যদি বাঁচিবে পরাণে॥
শীঘ্র অম্বরীষের শরণ লও গিয়া।
তা বিনে কোথাও রক্ষা না পাবে ভ্রমিয়া॥
এত শুনি মুনি ভয়ে লজ্জা পাঞা মনে।
বায়ুগতি চলিলা প্রণমি শ্রীচরণে॥
হোথা মহারাজ সেই দিবস হইতে।
অনাহারে সেইস্থানে আছে বর্ষ হৈতে॥
নিজ বিঘ্ন না গণয় সাধু মহাশয়।
বিঘ্নাকুল এই পাছে ব্রহ্মহিংসা হয়॥
হেনকালে ঋষি গিয়া চরণে পড়িয়া।
বহুস্তুতি কৈলা ভক্ত-মহিমা জানিয়া॥
সুদর্শন দগ্ধ করুক্ তাহে নাহি ভয়।
কৃষ্ণভক্তদ্রোহী কৈনু এ বড় সংশয়॥
আগে নাহি জানি তোমা সভার মহিমা।
এবে জানিলাম মহামহিমার সীমা॥
তপ যোগ সাধি মোরা করি অভিমান।
তোমা সভা ভক্তিসিন্ধু নহে এক কণ॥
যুগে যুগে সাধি মোরা কি ফল পাইনু।
তুমি সব ধন্য মুঞি প্রত্যক্ষে দেখিনু॥
ব্রাহ্মণের কাকুবাদ স্তুতি শুনি রাজা।
মহাকুণ্ঠ হৈলা যেন রাজদণ্ডী প্রজা॥
সুদর্শনে বহু স্তুতি করে করযোড়ে।
ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
তবে চক্ররাজ অপরাধ ক্ষমা কৈলা।
দুর্ব্বাসা মহর্ষি তবে স্বস্থানে চলিলা॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
কৃষ্ণে দৃঢ়মতি উপজয়ে যাহা শুনি॥
দেশান্তরে এক রাজকন্যা ভাগ্যবতী।
অম্বরীষ কৃষ্ণভক্তি শুনে মহামতি॥
বিধি হেন পতি দেয় এই বাঞ্ছা হৈল।
লজ্জা ত্যাগ করি মাতা পিতারে কহিল॥
অম্বরীষ রাজা যদি মোর স্বামী হয়।
নতুবা ত্যজিব প্রাণ কহিনু নিশ্চয়॥

এত শুনি রাজা তথা পত্র পাঠাইলা।
অম্বরীষ রাজা শুনি উপেক্ষা করিলা॥
পুনশ্চ বৃত্তান্ত কহি দ্বিজ পাঠাইলা।
শুনি অঙ্গীকার করি খড়্গ তারে দিলা॥
হর্ষ হইয়া বিপ্র সেই খড়্গটি আনিল।
শুভলগ্নে খড়্গসহ বিবাহ হইল॥
পতিগৃহে আইলা তবে কৌতুকবিধানে।
রহে রাজ্ঞী যোগ্যস্থানে আসনে-ভূষণে॥
প্রাতঃকালাবধি রাজা কৃষ্ণসেবা করে।
গৃহমার্জ্জনাদি ইহা বিদিত সংসারে॥
রাণী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠি সব সমাধয়ে।
রাজা আসি দেখে মোর কর্ম্ম কে করয়ে॥
একদিন দেখে রাজা সন্ধান করিয়া।
সেবাকর্ম্ম নই-রাণী করিছে আসিয়া॥
রাজা মনে তুষ্ট কিন্তু রুষ্টভাবে কহে।
মোরে বঞ্চ তুমি হেন উপযুক্ত নহে॥
হেন শ্রদ্ধা যদি হয় বিগ্রহরূপধারী।
সেবন করহ তবে নিজ মাথে ধরি॥
রাজার আজ্ঞাতে রাণী বিগ্রহ স্থাপিয়া।
সেবানন্দে নিশিদিন মগ্ন হৈল হিয়া॥
রাণীর চরিত্র রাজা শুনিয়া আনন্দ।
ভাব ভক্তি দেখিবারে অন্তরে প্রবন্ধ॥
একদিন রাত্রিযোগে করিয়া গোপন।
রাণীর মহলে গেলা আনন্দিত মন॥
প্রকাশিতে দাসীগণে নিবারণ করি।
সন্ধিস্থানে দাণ্ডাইয়া দেখে উঁকি মারি॥
বীণা বাজাইয়া রাণী গায় প্রভু-আগে।
অশ্রু-পুলক-তনু প্রেমে ডগমগে॥
দেখিয়া পুলক রাজা সন্নিকটে গেলা।
সেবার শৃঙ্খলা দেখি চমকিত হৈলা॥
অন্য অন্য রাণীগণ সম্ভ্রমে উঠিল।
নই-রাণী প্রেমে মগ্ন স্ফূর্ত্তি না হইল॥
দাসীগণ আস্তে-ব্যস্তে চেতাইতে চাহে।
রাজা হাত তুলি পুন মানা করে তাহে॥
দণ্ডেক বিলম্বে রাণীর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল।
রাজা দেখি চমকিয়া সম্ভ্রমে উঠিল॥
গদগদভাবে রাজা বহু প্রশংসিলা।
শ্লাঘ্যতম মানি পুন নিজস্থানে গেলা॥
নই-রাণী-সঙ্গে লক্ষ রাণী ভক্ত হৈলা।
কৃষ্ণ-প্রেমরত্নে পুরে হাট বসাইলা॥

কোটী কোটী জনমের পুণ্যপুঞ্জ দিয়া।
যতনে রতন কেনে সেই হাটে গিয়া॥
সে মূল্যে যদি না মিলে মূল্য আছে আর।
সাধুসঙ্গে লোভমাত্র উপায় তাহার॥

তথা হি—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং,
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

কৃষ্ণভক্তিরসপূরিত চিত্ত, যদি কোন স্থানে প্রাপ্ত হও, তাহা ক্রয় কর। কোটি-জন্মসঞ্চিত পুণ্যে তাহা পাওয়া যায় না, একমাত্র তাহার মূল্য—তৎ প্রতি অনুরাগ।

সেই মহারাজা আর রাণীর চরণ।
কৃষ্ণদাসের কবে হবে মস্তক-ভূষণ॥

শ্রীবিদুরজী।

(টীকা হিন্দী)

হ্যাঁতহি বিদুরনারী অঙ্গনি প্রক্ষাল করি
আয় গণ দ্বার কৃষ্ণ বোলিকৈ শুনায়ো হৈ
শুনতহি সুরসুধি ডারি কৈ নিডরী মানো
রাখ মদ ভরি দৌরি আনিকৈ চিতায়ো হৈ॥
ডারি দিয়ো পীত পট কটি লপটাই লিয়ো
হিয়ো শকুচায়ো বেশ বেগহি বনায়ো হৈ।
বৈঠি ঢিগ আই কেরা ছিলি ছিলকা খরাই
আয়ো পতি খীজো দুঃখ কোটি গুণো পায়ো হৈ॥

অস্যার্থঃ।

বিদুরের নারী স্নান করে বস্ত্র রাখি।
হেনকালে আইলা কৃষ্ণ বাহির খিড়কি॥
ডাকেন মধুরস্বরে বিদুর বলিয়া।
জানিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারে দাণ্ডাইয়া॥
স্বরমাত্র শুনি প্রেমে উন্মত্ত হইলা।
বাহ্য ভুলি ঐমনি বিবস্ত্রে চলি গেলা॥
ভাব বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পীতাম্বর।
উত্তরীয় বস্ত্র ডারি দিলা অঙ্গোপর॥
বস্ত্র অঙ্গে জড়াইতে উঠিতে পড়িতে।
কৃষ্ণকর ধরি লয়্যা আইলা গৃহেতে॥
আনন্দে বিহ্বল কি করিবে নাহি আইসে।
পাদ ধোঁয়াইতে মাল্য পরাইতে বৈসে॥
বস্ত্র অলঙ্কার খুঁজি খেমি ঝাঁপি পাড়ে।
পাড়িতে না সহে ব্যাজ দুড় দুড় ডারে॥
কিছুই নাহিক ঘরে নহিল পূরণ।
খাদ্যসামগ্রীপাত্র আছে বর্ত্তমান॥ *
সুদারিদ্র্য দশা মোর বিধাতা করিলা।
ইহা চিন্তি খেদে অতি বিকল হইলা॥
সুবাসিত জল আর মর্ত্তমান রম্ভা।
তাহা খাওয়াইতে মনে হইল অতি আস্থা॥
চান্দমুখ হেরি হেরি বিহ্বল হিয়ায়।
নিকটে বসিয়া স্নেহে কদলী খাওয়ায়॥
ছিলিকা ফেলিয়া রম্ভা শ্রীহস্তেতে দেয়।
কখন বা শস্য ফেলি ছিলিকা খাওয়ায়॥
চন্দ্রমুখ ভক্তাধীন অমৃতে অমৃত।
ছোবা কলা দুই খান সুধাপরিমিত॥
হেন কালে শ্রীমদ্‌বিদুর মহাশয়।
শুনিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায়॥
আস্তেব্যস্তে উঠিয়া চলিল নিজগৃহে।
যাইয়া দেখয়ে পূর্ণচন্দ্রে সুধা বহে॥
শ্রীচন্দ্রবদন তাহে সুধা মৃদুহাসি।
হেরিয়া নাচয়ে সাধু প্রেমসিন্ধু ভাসি॥
আজি মোর ধন্য জন্ম ধন্য মোর গৃহ।
সফল হইল মোর এ মানব দেহ॥
ইহা বলি মুখচন্দ্র হেরে বার বার।
দেখয়ে কলার ছোবা শ্রীহস্ত-উপর॥
নারীরে ভর্ৎসয়ে হা রে দুর্ভাগা পামরী।
শ্রীহস্তে তুলিয়া দেহ ছোবা শস্য ডারি॥
তাহা শুনি ভাগ্যবতী উঠে চমকিয়া।
শ্রীহস্ত হইতে ছোবা লইল কাড়িয়া॥
বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈয়া বহু আর্ত্তনাদ কৈল।
হা হা মুঞি প্রিয়তমে ছোবা খাওয়াইল॥
সেই দুই নারী আর পুরুষ-চরণ।
লক্ষ লক্ষ পরণাম মোর কায়মনে॥

* "মাত্র" পাঠান্তর।

শ্রীসুদামাজী।

(টীকা হিন্দী)

বড়ে নিহকাম সের চুনহু ন ধামঢিগ
আই নিজ ভাম প্রীতি হরিবো জনাই হৈ।
শুনি শোচ পরো হিয়ো খরো অরবরো মন
গাবো লেকে করো বেলো হাঁজু সরসাই হৈ।
জাবো একবার বহ বদন নিহারি আবো
জোপৈ কছু পা বো লাবো মোকো সুখদাই হৈ
কহি ভলি বাত সাত লোক মৈ কলঙ্ক হ্বৈহৈ
জানিয়ত যাহি লিয়ে কিহি মিত্রতাই হৈ॥

অস্যার্থঃ।

সুদামা বিপ্রের কথা অপূর্ব্ব কথন।
যাহার তণ্ডুলকণা খাইলা ভগবান্॥
অতিশয় নিষ্কাম যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
নের অন্ন নাহি ঘরে করিতে ভক্ষণ॥
ভিক্ষা-উপজীবী কষ্টে দিবসযাপন।
কভু বা আহার মিলে কভু অনশন॥
একদিন তাহার ঘরণী শান্তমতি।
পুরাতনী বার্ত্তা কহে স্বামীর সংহতি॥
কৃষ্ণ যে তোমার সখা দ্বারকার নাথ।
দারিদ্র্যভঞ্জন প্রভু জগতের তাত॥
তাঁর স্থানে গেলে সর্ব্বদুঃখ হবে নাশ।
তাহা শুনি ব্রাহ্মণের হইল উল্লাস॥
সত্য বটে মোর সখা দ্বারকার পতি।
কি দ্রব্য লইয়া যাব তাঁহার সংহতি॥
তণ্ডুলের কণাগুলি আছিল গৃহেতে।
পুঁটুলি বান্ধিয়া নৈল ভেটের নিমিত্তে॥
চলিলা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ পথ না হি দেখে।
খুদের পুঁটুলি কাঁখে কৃষ্ণ বলি ডাকে॥
কথোদিনে দ্বারকায় উপনীত হয়ে।
পুরীর সৌষ্ঠব দেখি মনে বিস্ময়ে॥
মোর সখা কৃষ্ণের কি এতেক ঐশ্বর্য্য।
কিংবা কোন ধনী হয় কিংবা রাজবর্য্য॥
এত ভাবি ধীরে ধীরে চলে পুরীদ্বারে।
অহে কৃষ্ণ অহে সখা বলিয়া ফুকারে॥
ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার সবে জানে।
লয়্যা গেলা ব্রাহ্মণেরে অন্তঃপুর-স্থানে॥
চারিপার্শ্বে চাহি দেখে মণিমুক্তাময়।
ধীরে ধীরে খুদ-পুঁটলি বগলে লুকায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মীসনে রত্নসিংহাসন।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়্যা পড়িলা ব্রাহ্মণ॥
কৃষ্ণ আসি আগুসরি উঠাইয়া লৈলা।
আইস আইস সখা বলি আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রিয়বাক্যে তুষি বহু পাদ ধোয়াইয়া।
পুছেন মঙ্গলবার্ত্তা গৃহে বসাইয়া॥
পুরাতনী গুরুগৃহে পাঠের বারতা।
চরচা পড়িল কাষ্ঠ আনিবার কথা॥
কৃষ্ণ কহে সখা তোমার কক্ষে কিবা হয়।
সুদামা কহেন সখা না না কিছু নয়॥
ইহা বলি লজ্জা পাই খুদের পুঁটুলী।
ইথি উথি চাহে আর দাবে কাঁখ-তালি॥
টানিয়া লইয়া কৃষ্ণ একমুষ্টি খাইলা।
লক্ষ্মীদেবী কর পাতি একমুষ্টি লইলা॥
পুন একমুষ্টি কৃষ্ণ লইয়া খাইতে।
ঝাঁপিয়া ধরিয়া হাত তুলি ধরে মাথে॥
মোর দিব্য যদি সখা পুন আর খাও।
তোমার অযোগ্য ইহা তুমি যোগ্য নও॥
কথোক দিবস বিপ্র তথায় থাকিয়া।
বিদায় হইয়া মনে ভাবে পথে যায়্যা॥
সখা মোর অতিশয় সম্মান করিলা।
কিন্তু অর্থ সম্বল মোরে নাহি কিছু দিলা॥
পুন ভাবে না দিলা যে সেই বহু দিলা।
অর্থে রজতমবৃদ্ধি ইহা বিচারিলা॥
অতএব নিজপদে মতির স্থাপন।
ধন নাহি দিলা মোরে ইহার কারণ।
পুন ভাবে ঘরে কিছু নাহিক সম্বল।
গৃহে যাই ব্রাহ্মণীরে বলিব কি বোল॥
ভাবিতে ভাবিতে নিজ গ্রামে উপনীত।
নিজগৃহ নাহি দেখি হৈলা চমকিত॥
কোন্ ধনী ইহা আসি কৈলা রত্নকার।
মহা ঠাটবাট দেখি দাসী অনুচর॥
ব্রাহ্মণী কোথায় মোর কি করি উপায়।
হেনকালে বিপ্র দূরে হৈতে সে দেখয়॥
এক নারী শত শত দাসীগণ সনে।
নানা মণিমুক্তায় ভূষিত আভরণে॥
নিকটে আসিয়া ডাকি সমাদর করি।
বিপ্র কহে কে তুমি ডাকহ কার নারী

হাসিয়া ক।   মুঞি তোমার ঘরণী।
লক্ষ্মীনারায়ণ কৃপা কৈল ভক্ত জানি॥
তাঁহার আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা আসি কৈল।
এ ঘরদুয়ার ধনধান্য বহু দিল॥
তখন বুঝিলা বিপ্র সখার এ কর্ম্ম।
আসিতে কিছু না দিল এই তার মর্ম্ম॥
নবযুবারূপে দোঁহে ভুঞ্জে নানাভোগ।
যাঁর শ্রীচরণরজে খণ্ডে ভবরোগ॥
জন্মমৃত্যু জরা রোগ শোক গেল দূরে।
ডুবিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অমৃতসাগরে॥

শ্রীচন্দ্রহাস রাজা।

(টীকা হিন্দী)

হুতো নৃপ এক তাকো সুত চন্দ্রহাস ভয়ো
পরি যো বিপত্তি ধাই লাই ঔর পুর হৈ।
রজোকো দিবান তাকে রহি ঘর আনি বাল
আপনে সমানসঙ্গ খেলৈ রস দূব হৈ॥
ভয়ো ব্রাহ্মভোজ কোউ ঐসোই সংযোগ বন্যো
আয়ে বে কুমার যহাঁ বিপ্রনকো সুর হৈ।
বোলি উঠে সবৈ তেরি সুতাকো জুপতি রহৈ
হুবো চাহৈ জানি শুনি গয়ো লজ ঘুর হৈ॥

অস্যার্থঃ

এক রাজপুত্র তার চন্দ্রহাস নাম।
বিপদকালেতে লয়্যা রাখে অন্যধাম॥
অন্য সেই দেশাধিপ রাজার দেওয়ান।
শিশু লয়্যা ভেট দিলা নৃপতির স্থান॥
পালন করিয়া রাজা রাখে নিজঘরে।
দাসীপুত্র ন্যায় থাকে নাহি সমাদরে॥
একদিন রাজপুরে ব্রাহ্মণভোজন।
সেইখানে গেলা শিশু সঙ্গে শিশুগণ॥
সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দেখি শিশুবর।
রাজার জামাতা হবে কহে পরস্পর॥
রাজা তাহা শুনিয়া ক্ষোভিত হৈলা মন।
মোর কন্যাযোগ্য এই দাসীর নন্দন॥
এত ভাবি বিচারিল বালকে মারিতে।
জল্লাদেরে আজ্ঞা দিল মশানে লইতে॥
স্বাভাবিক বালকের কৃষ্ণপরে রতি।
জন্মহেতু অভেদ্য হয় বেদের সম্মতি॥

শিশুরে লইয়া গেল কাটিতে মশানে।
কৃষ্ণে যার মতি তার কি করিবে আনে॥
চন্দ্রহাস কহে মোরে হইবে মরিতে।
কিন্তু এক কথা মোর নেহোরা রাখিতে॥
আঁখি মুদিতে মুহূর্ত্তেক বসিয়া থাকিব।
শির হেলাইব যবে খড়্গ হানিব।
ইহা বলি কৃষ্ণ পদে মন নিয়োজিল।
শির হেলাইয়ে খড়্গ হানিতে কহিল॥
কৃষ্ণ করুণায় মহাবলবান্ হয়।
আর্দ্র হৈল সেই নীচগণের হৃদয়॥
কেহ কহে ছাড়ি দেহ যাক্ অন্তরে।
মারিনু বলিয়া ছলে কহিব রাজারে॥
কেহ বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে।
অঙ্গুলি কাটিয়া লহ প্রতীত হইতে॥
বালকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলি ছিল।
বৃদ্ধ দুই অঙ্গুলির এক কাটি নিল॥
ঈশ্বরের কৃপা দেখ হয় গূঢ়তর।
রাজ যোগ্য নাহি হয় ছয় অঙ্গুলি নর॥
এই হেতু তার এক অঙ্গুলি কাটিল।
পরে নৃপাসনযোগ্য ছলে করাইল॥
নীচগণ লইয়া অঙ্গুলী দেখাইল।
চন্দ্রহাস যাইয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
ঐ রাজাব প্রতিযোগী কোন রাজা অন্য।
মৃগয়া করিতে গিয়া ঘেরিল অরণ্য॥
তার মধ্যে দেখে এক অপূর্ব্ব বালক।
আনিয়া রাখিল ঘরে বৎসর কথোক॥
পুন সেই রাজা স্থানে ঐ যে বালক।
আর কত দাস দাসী ধনাদি যতক॥
আপনেতে ভেট দিল বিনয়পূর্ব্বক।
চমকিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুখ॥
এনা বালকেরে পূর্ব্বে কাটে মোর দূত।
পুন কোথা হৈতে আইল এ কি অদভুত॥
রাজা বুদ্ধিমান্ মনে বিচার করিলা।
দূতগণ ছাড়ি মোরে প্রবঞ্চনা কৈলা॥
বালক কৃষ্ণভক্ত অবিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূমঢ়তি মন্দ॥
পুন মারিবারে চেষ্টা করয়ে নৃপতি।
কিছু দূরে উপবনে পুত্র আছে তথি॥
ভ্রাতা-অনুগত রাজকন্যা নাম বিখে।
ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে॥

বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রহাসে মারিবারে।
উপায় চিন্তিলা উপবনে পুত্রদ্বারে॥
পত্র লেখে পুত্র ইহঁ যে দণ্ডে যাইবে।
সেই ক্ষণে বালকেরে বিষ সমর্পিবে॥
পত্র চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি।
উপবনে পুত্র স্থানে যাহ শীঘ্রগতি॥
পত্র লয়্যা শীঘ্র দিলা রাজপুত্র-স্থানে।
পত্র পড়ি বালক দেখিয়া হর্ষমনে॥
সুন্দর কুমারে দেখি বিচারয়ে মনে।
রাজা পাঠাইলা বিখে কন্যার কারণে॥
ইহা বুঝি রাজপুত্র সেইক্ষণ মাত্রে॥
ভগিনীর বিবাহ দিলেক সেই পাত্রে॥
হরিভক্তি-মহিমার মর্ম্ম কে জানয়।
বিষ দিতে বিষে দিলে এ বড় বিস্ময়॥*
বর কন্যা ঘরে আইলা মঙ্গলাচরণে।
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা নিন্দয়ে আপনে॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ মোরে এ ছার জীবনে।
এত অপমান মোর না সহে পরাণে॥
মোর কন্যা হেন বরে বিধি ঘটাইল।
গর্ভবাসে মোর কেনে মৃত্যু না হইল॥
শিশু কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ॥
পুন মারিবারে তবু উপায় চিন্তয়।
কন্যা রাঁড় হয় হোক স্বীকার করয়॥
বিবাহের পরে দেবীপূজা কুলকর্ম্ম।
করিবারে গেলা বর লয়্যা শুভকর্ম্ম॥
রাণীগণ রাজপুত্রগণ সবে গেলা।
চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইলা॥
ভালমন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে।
মনবুদ্ধি সদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে॥
দেবীরে প্রণাম যে করিতে সবে কহে।
সেই তর্কে দূতগণ খড়্গহস্তে রহে॥
কৃষ্ণভক্ত-হিংসা দেবী সহিতে নারয়।
প্রতিমা ফাটিয়া উগ্রমূর্ত্তি বাহিরায়॥
খড়্গাঘাতে রাজপুত্র আদি নীচগণে।
মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক-ক্রীড়নে॥
রাজা শোকাকুলি হয়্যা যায় দেবী-আগে।
আত্মঘাত করি নিজ পরাণ তেয়াগে॥

* "বিষ দিতে বিখে দিলে এ বড় বিস্ময়"—পাঠান্তর।

কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অব্যর্থ সন্ধান।
চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসন॥
অতেব বিঘ্নের বিঘ্ন হরির ভকত।
তাঁর পদে যার মতি সেই এইমত॥
চন্দ্রহাস রাজসিংহাসনেতে বসিয়া।
শাসন করিলা রাজ্য কৃষ্ণভক্তি দিয়া।
এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই।
সেই রাজ্যে প্রজা হয়্যা যেন জন্ম লই।

ইতি শ্রীভক্তমালে দ্বাদশ-মহাভাগবত-আদিচরিত্রবর্ণনং চতুর্থ মালা।

পঞ্চম মালা।

কুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা-কথন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভক্ত-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

শ্রীকুন্তিজী।

(টীকা—হিন্দী)

কুন্তী করতুতি কৈসে কহৈ কৌন ভূত প্রাণী
মাগত বিপত্তি যাসে ভাজে সব জন হৈ।
দেখো মুখ চাহো লাল দেখে বিন হিয়ে সাল
হুজিয়ে কৃপালু নাহি দিজৈ বাস বন হৈ॥
দেখি বিকুলাই প্রভু আঁখি ভরি আই ফিরি
ঘরহিকো লাই কৃষ্ণ প্রাণ তন ধন হৈ।
শ্রবণ বিয়োগ শুনি তন্নক রহো গয়ো
ভয়ো বপু নারো অহো এতি সাচোপন হৈ।

অস্যার্থঃ।

ভাগ্যবতী কুন্তীজীর মহিমা অপার।
কিঞ্চিৎ শকতি কারো নহে কহিবার॥
অলজ্ঘ্য অগম্য গুহ্যতমাধিক গুহ্য।
অসম্ভব অলৌকিক মহিমাপ্রাচুর্য্য॥
কৃষ্ণকৃপা-অমৃতের রতন ভাজন।
যাঁর কৃপা শুভদৃষ্টি মাগে জগজন॥

তাঁহার চরিত্রকথা বর্ণন না হয়।
যেন সিন্ধুজল সেঁচি শেষ নাহি পায়॥
যাঁর সর্ব্বৈশ্বর্য্যপদে মন না যাইল।
বিপদ-ঐশ্বর্য্য পুন প্রার্থনা করিল॥
কৃষ্ণপ্রেম-মকরন্দ আস্বাদের মর্ম্ম।
যারে বেদ্য হয় সেই ভুলে দেহধর্ম্ম॥
অতএব কুন্তীজীর মহিমা অপার।
পর না পাইয়া করি সংক্ষেপে বিচার॥
তাঁর কণাভিক্ষা-আশে হৃদয় পসারি।
দরিদ্র আমরা আছি নিরীক্ষণ করি॥
হে দেবি, কৃপার দারিদ্র্য ভঞ্জন।
শূন্য মোর চিত্তগৃহ দেহ প্রেমধন।

শ্রীদ্রৌপদীজী।

দ্রৌপদী-সতী কি বাত কহৈ ঐসা কৌন পটু
খেঁচতহি পট পট কোটিগুণ ভএ হৈ।
দ্বরিকাকে নাথ কহি বোলি যব সাথ হুতে
দ্বারিকাসো ফিরি আএ ভক্তি বানি নস হৈ

অস্যার্থঃ।

দ্রৌপদীসতীর অসাধারণ মহিমা।
গুণের সাগর যার নাহি হয় সীমা॥
যাঁর গুণ গাইতে ভারত-ইতিহাস।
উল্লাসে উপরি ঘন ঝুপরি বহে শ্বাস॥
সভামধ্যে লইয়া দুর্ম্মতি দুঃশাসন।
বিবস্ত্রা করিতে করে বস্ত্র আকর্ষণ॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া সতী ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
উৎকণ্ঠা হইয়া আসি বস্ত্ররূপ ধরে॥
বিপক্ষ যতেক বস্ত্র টানিয়া খসায়।
ততই আইসে তার শেষ নাহি হয়॥
নানাচিত্রবিচিত্র অমূল্য বসন।
রাশি রাশি হৈল কত না যায় গণন॥
সভাসদ দেখি সভে চমৎকার হৈল।
বিপক্ষ হারিয়া কিছু পার না পাইল॥
মহারাজগণ সবে বুঝিলেন মর্ম্ম।
অনুভবে পাণ্ডবনাথের এই কর্ম্ম॥
একদিন বনবাসে পাণ্ডবের স্থানে।
বিপক্ষপ্রার্থিতে সে দুর্ব্বাসা শিষ্যসনে॥
ভোজনের পরে দিবা অবসান-সময়ে।
দশ হাজার শিষ্য সনে আইলা আশ্রমে॥
ভক্ষ্যসামগ্রী কিছু নাহিক কুটীরে।
উদ্বিগ্ন হইলা অতি কম্পিত অন্তরে॥
সূর্য্যদত্ত পাকস্থলী পাক কৈলে তায়।
লক্ষ লোক খাইলে নাহিক ফুরায়॥
কিন্তু সে দ্রৌপদী যে পর্য্যন্ত নাহি খায়।
খাইলে স্থালীর অন্ন তৎক্ষণাৎ ফুরায়॥
একেতে অতিথি তাহে দুর্ব্বাসা তেজস্বী।
করিবে এখনি কটাক্ষেতে ভস্মরাশি॥
সন্ধ্যা করিবারে মুনি গেলা নদীতীর।
দ্রৌপদীসহিত সভে ভাবিয়া অস্থির॥
দ্রুপদনন্দিনী সতী ভাবিলা যুকতি।
পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি॥
হে কৃষ্ণ হে সখে ওহে শ্রীমধুসূদন।
এইবার রক্ষা কর লইনু শরণ॥
তোমার পাণ্ডবকুল আজি যে হইতে।
বিনাশ হইল নাথ এই সঙ্কটেতে॥
ইহা বলি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শীঘ্র কৃষ্ণ উপনীত হৈলা॥
কৃষ্ণ কহে কেন সখি কাঁদ কি কারণ।
চমকিয়া উঠি হর্ষে কহে বিবরণ॥
কৃষ্ণ কহে যে হয় সে পশ্চাতে করিহ।
সম্প্রতি আমার ক্ষুধা খাইতে কিছু দেহ॥
বিপদ্ ভুলিয়া স্নেহে চমকিত হৈল।
কৃষ্ণমুখ শুষ্ক দেখি অন্তর বিকল॥
হা হা ঘরে কিছু নাহি কি দিব খাইতে।
কৃষ্ণ কহে বহুদ্রব্য আছে পাকপাত্রে॥
দ্রৌপদী কহেন পাত্র রেখেছি ধুইয়া।
কৃষ্ণ কহে আছে দেখ আশপাশ চাঞা॥
দেখয়ে আছয়ে মাত্র এক শাককণা।
কৃষ্ণ জোরাবরি দিলা বদনে আপনা॥
বিশ্বম্ভর সেই কণায় তৃপ্ত যদি হৈলা।
জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূরে গেলা॥
হেথা ঋষি দশহাজার শিষ্য সহিতে।
উদরস্পন্দন কেহ না পারে চলিতে॥
নানা মিষ্ট সামগ্রীর উদ্গার উঠয়ে।
হেউ হেউ করি পেটে স্বহস্তে বুলয়ে॥
পরস্পরে সভে সভার মুখপানে চাহে।
উদর ফাটিয়া উঠে সবে সবায় কহে॥

রাজা স্থানে না যাইয়া কারে না কহিয়া।
অমনি শিষ্যের সহ গেলা পলাইয়া॥
কৃষ্ণ যারে রক্ষা করে ত্রৈলোক্যের মাঝে।
কোথা পরাভব তার কেবা তারে ব্যাঙ্গে॥
অতএব কৃষ্ণ-কৃপা পূর্ণ দ্রৌপদীতে।
লজ্জা নিবারিলা, পুন রাখে ঋষি হৈতে।
অনেক প্রকারে কৃপা যায় হৈলা কৃষ্ণচন্দ্র।
অতএব সৌভাগ্যের নাহি যার অন্ত॥
তাঁহার চরণরজঃ ধরি মস্তকেতে।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিনিধি লভ্য যার হৈতে॥

শ্রীশ্রুতদেব।

যোগেশ্বর-আদি হরিরসে সুপ্রবীণ।
তার মধ্যে শ্রুতদেব কহি প্রেম চিন।
হরি গৃহে আইল দেখি প্রেমে ভরি গেলা॥
বস্ত্র উড়াইয়া ঘুরি নাচিতে লাগিলা॥
উর্দ্ধবাহু হয়্যা ঘুরি নাচিয়া বেড়ায়।
'ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং' বুলি বলে উচ্চরায়॥
উন্মত্ত পাগল যেন ক্ষণে উঠে পড়ে।
কম্প অশ্রু কণ্ঠরোধ বাক্য গড়ে বড়ে॥
যত সাধু সেবা সঙ্গে বিনয় প্রসঙ্গ।
করিলা যে শ্রুতদেব তাহারি এ রঙ্গ॥
অতএব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ।
দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ।
বৈষ্ণবের পদরজ শিরের ভূষণ।
করিয়া এড়াও ভাই সংসার-বন্ধন।
কৃষ্ণপ্রেম সুধা-সুখসার-মহার্ণবে।
অবগাহিবারে কেহ বুদ্ধিমান হবে॥
একান্ত নিশ্চয় তবে এই সুসিদ্ধান্ত।
বৈষ্ণবচরণে লও শরণ একান্ত॥
কুতর্ক না কর ইথে তর্কে বহুদূর।
অতিদূরে তেজ সঙ্গ তার্কিক অসুর॥
সাধুশাস্ত্রমতে সৎ-সম্প্রদায়ক্রমে।
মজ যদি আশা কর রত্ন কৃষ্ণপ্রেমে॥
প্রবেশ করিয়া মতি অন্তরে বিচার।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-রস আস্বাদন কর॥

শ্রীপ্রাচীনবর্হি রাজা।

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

অংঘ্রী-অম্বুজ-পাংসুকো জনম জনমহো যাঁচিহো।
প্রাচীনবর্হি সত্যব্রত রহুগণ সগর ভগীরথ।
বাল্মিকী মিথিলেশ গএ জে জে গোবিন্দপথ॥
রুক্মাঙ্গদ হরিচন্দ ভারত দধীচি উদারা।
সুরথ সুধন্বা সিববি সুমতি অতি বলিকি দারা।
নীল মোরধ্বজ তাম্রধ্বজ অলর্ক কীরাতিরাচিহো॥
অংঘ্রী অম্বুজ পাংসুকো জনম জনমহো যাঁচিহো॥

অন্বয়ার্থঃ।

সত্যব্রত রহুগণ সগর ভগীরথ।
প্রাচীনবর্হি রুক্মাঙ্গদ বাল্মীকি ভরত॥
মিথিলেশ হরিশ্চন্দ্র দধীচি উদার।
সুরথ সুধন্বা শিবি ভবনিধিপার॥
তাম্রধ্বজ অলর্ক আর নীল মৌরধ্বজ।
বসুমতী অতি বলিদারা পাদরজ॥
জনমে জনমে করি মস্তকে ভূষণ।
ইহা বিনু নাহি মাঙ্গো আর কিছু ধন॥

(টীকা হিন্দী)

জনম জনমকো ন মেরে কছু শোচয়দো
সন্তপদকঞ্জরেণু শীষপর ধারিয়ে।
প্রাচীনবর্হিকৈ আদি কথা পরসিদ্ধ জগ।
উভৈ বাল্মীক বাত চিততে ন টারিয়ে॥
ভএ ভীল সঙ্গে ভীল ঋষিসঙ্গ ঋষি ভএ
রামদর্শন পায় লীলা বিসতারিয়ে।
জিহৈ জগ গাই কোহু শকৈ ন অঘাই চাই
ভাই ভরি হিয়ে ভরি নৈন ভরি ডারিয়ে॥

অন্বয়ার্থঃ।

প্রাচীনবর্হি আদি কবি প্রসিদ্ধ যে হয়।
যেন রবি শশী পরিচয় না যুয়ায়॥
তথাপিহ তার মধ্যে কিঞ্চিৎ কহিয়ে।
বিবরণ মাত্র নিজ পবিত্র লাগিয়ে॥
আর কিছু শোক মোর নাহিক অন্তরে।
বৈষ্ণবের পদরেণু মাত্র ধরি শিরে॥
প্রাচীনবরহি আর দুই যে বাল্মীক।
এক ভীলকুলে জন্মি হইলা অধিক॥

আরে বিপ্রকুলে জন্মি ভীলসঙ্গ হৈল।
পশ্চাৎ সৎসঙ্গ হৈতে ত্রৈলোক্য তারিল॥
তাঁহা দোঁহার মহিমা যে পশ্চাতে কহিব।
প্রাচীন বর্হির কথা কিঞ্চিৎ বর্ণিব॥
প্রাচীনবর্হি রাজা পূর্ব্বাবস্থায় কর্ম্মী হয়!
নারদ দেবর্ষি যাঁর ঘুচাইলা সংশয়॥
প্রাদেশ প্রমাণ কুশা পাতি যজ্ঞ করে।
দ্বিতীয় যজ্ঞের দীক্ষা সেই কুশা অগ্রে॥
পশ্চিম-সাগর হৈতে পূর্ব্ব-জলনিধি।
সঙ্কল্প করিলা যজ্ঞ নাহিক অবধি॥
দয়ালু নারদ ঋষি থাকিয়া আকাশে।
দেখিয়া ভাবেন মূর্খ না জানে বিশেষে॥
কর্ম্মরজোরজে ইহার চক্ষু অন্ধ হয়ে।
অন্ধকারে সূর্য্যের কিরণ না দেখয়ে॥
অতএব হঠাৎ ভক্তিযোগ কহিব।
প্রথমেতে এক ইতিহাসেতে বুঝাব॥
ইহা চিন্তি দেবঋষি তথাতে আইলা।
বুঝি বহুকালে নৃপের ভাগ্য প্রকাশিলা॥
বহু সমাদর করি আসন অর্পিলা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দণ্ডবৎ স্তুতি কৈলা॥
ঋষি কহে কিছু বার্ত্তা চাহি কহিবারে।
মনোযোগ কর যদি সুস্থির অন্তরে॥
গোসাঞি দয়ার নিধি অপূর্ব্ব কাহিনী।
কহেন শুনয়ে রাজা করি যোড়পাণি॥
পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নামেতে মিথুন।
অপূর্ব্ব পুরীতে বৈসে রতনে জটন॥
পুরী নবদ্বার নবদিকেতে বিহরে।
রূপ-রস-শব্দ আদি ভোগ দ্বারে দ্বারে॥
পূর্ব্বাপর ভূত ভবিষ্যৎ দিবানিশি।
কিছু নাহি জানে মাত্র মগ্নসুখরাশি॥
পঞ্চশির সর্প তাহে পুরী রক্ষা করে।
দম্ভ-অহঙ্কার-বসে আপনা পাসরে॥
কিছুকাল এইরূপ করয়ে যাপন।
কালকন্যা রাক্ষসী জরা করিয়া আখ্যান॥
ত্রৈলোক্য বিজয়ী সেই আসিয়া পশিল।
পুরী ভাঙ্গিবারে তথা উদযোগ করিল॥
পঞ্চশিরবা যে সর্প রক্ষক সহিতে।
বিগ্রহ করিয়া তারে হানে পদাঘাতে॥
পরাভব করি তার কপাট ভাঙ্গিয়া।
ক্রমে ক্রমে গৃহ ভাঙ্গে পুরী প্রবেশিয়া॥
ভাঙ্গিয়া চুর্ণিত করি দেয় খেদাড়িয়া।
পুন বৈসে অন্য পুরী নির্ম্মাণ করিয়া॥
পুন যাই জরা পুন পুরী ভাঙ্গি ডারে।
খেদাড়িয়া দেন আর পদাঘাত করে॥
এইমত কোটি কোটি পুরীতে বসয়।
সকলি ভাঙ্গয়ে আর নিগ্রহ করয়॥
দুঃখের অবধি নাহি চিন্তয়ে উপায়।
কাহার শরণ লব কেবা নিস্তারয়॥
রক্ষাকর্ত্তা জানে সর্ব্বদেব পিতৃযজ্ঞ। *
সভার শরণ ক্রমে লইলেন অজ্ঞ॥
কেহ রক্ষা করিবারে না হইল শক্ত।
ক্লেশের অবধি নাই ভবে দিবানক্ত॥
পুরঞ্জনী কহে প্রিয় কি করি উপায়।
আমি ত সহিতে আর নারি দুঃখচয়॥
ত্রৈলোক্যে সভার ক্রমে লইনু শরণ।
কেহ ত নহিল দুঃখে রক্ষার কারণ॥
এক কথা মনে মোর পড়িল হঠাৎ।
তব পুরাতন সখা সভাকার নাথ॥
আছয়ে ভাবিয়ে দেখ পড়ে কি না মনে।
পুরঞ্জন কহে এই হইল স্মরণে॥
তাঁহার শরণ তবে যাহারা লইল।
আর কোন ভয় নাহি নির্ব্বিঘ্ন হইল॥
রাজা কহে গোসাঞি মুঞি বুঝিতে নারিনু।
অল্পবুদ্ধি মোর নহে বুঝি স্পষ্ট বিনু॥
পুন বিবরিয়া মুনি কহে স্পষ্ট অর্থ।
যাহাতে বুঝয়ে রাজা অর্থের যাথার্থ্য॥
যে কহিনু পুরঞ্জন পুরঞ্জনা নাম।
জীব আর বুদ্ধি হয় মিথুন অনুক্রম॥
পুরী সম দেহ নব-দ্বার নবরন্ধ্র।
যাহার দ্বারায় সুখ ভুঞ্জে মাত্র ধন্ধ॥
পঞ্চশীরষা সর্প পঞ্চ প্রাণবাত।
যাহা বিনে দেহেন্দ্রিয় তৎক্ষণে নিপাত॥
কালকন্যা জরা যেই কহিনু রাক্ষসী।
কালক্রমে ক্ষয় করে জরা দেহে পশি॥
পঞ্চশীরষা সনে যুদ্ধ যে কহিনু।
জরা ভাঙ্গিবারে চাহে প্রাণ রাখে তনু॥
জরাস্থানে পরাভবে রাখিতে নারিলা।
কপাট দশন ভাঙ্গি দেহে প্রবেশিলা॥

---

*"পিতৃযোগ্য"—পাঠান্তর।

দেহরূপ পুরী সেই ক্রমে ক্রমে নাশে।
কাশশ্বাস-আদি জন্মে বিনাশয়ে শেষে॥
এইমত কোটি কোটি শরীর জন্মায়।
একবার হয় আর বার যায় ক্ষয়॥
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে কভু বা নরকে।
কভু দ্বীপান্তরে জন্মে কভু নাগলোকে॥
শৃগাল কুক্কুর কীট পতঙ্গ পাদপ।
নদ নদী গিরি প্রেত ভূত নিল ভূপ॥
নানাযোনি-নানাবর্ণ * হয় অগণন।
রক্ষাহেতু করে নানাদেব আরাধন॥
নানাযজ্ঞ নানাবিধ করি শ্লাঘ্য মানে।
কাহার শকতি নাহি সংসারের ত্রাণে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে সাধুকৃপা হয়।
পুরাতন সখা তবে মনেতে পড়য়॥
কর্ম্মের বাসনা যায় বুঝে ভক্তিমর্ম্ম।
সাধুসঙ্গে যজে তবে পরমার্থ ধর্ম্ম॥
পুরাতন সেই পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র।
তাঁহার শরণ তবে লইয়া আনন্দ॥
সংসারমোচনহেতু প্রধান কারণ।
উত্তম প্রেমভক্তি সেই হেতু সনাতন॥
মুক্তি যাতে তুচ্ছ ফল করিয়া মানয়।
যার দেহে শুদ্ধভক্তিদেবীর আলয়॥
এত শুনি প্রাচীনবরহি মহারাজা।
বুঝিয়া আপন বিবরণ পায় লজ্জা॥
অপূর্ব্ব প্রহেলি শুনি চমৎকার হয়।
আপনা ধিক্কার করি ঋষিরে কহয়॥
আপনি কহিলে যেই সেই সত্য হয়।
ইহাতে আচার্য্যগণ মোরে না জানয়॥
মুনি কহে বিপ্রগণ অর্থ আকাঙ্ক্ষিত।
যেই জানে সেই নাহি করয়ে উচিত॥
তৎক্ষণাৎ যজ্ঞে রাজা হইয়া বিরতি।
কুশাঙ্গুরি খুলিয়া ডারিয়া দিল ক্ষিতি॥
গোসাঞির শ্রীচরণে পড়িয়া কান্দয়।
শরণ লইনু কহ আমার উপায়॥
মুনি কহে শ্রীকৃষ্ণচরণে সঁপি মন।
এখন চলহ বনে ছাড়ি রাজ্য ধন॥
রাজা কহে পুত্রে করি রাজসমর্পণ।
মুনি কহে তাহা নহে এখনি গমন॥
মুনি স্থানে দীক্ষা শিক্ষা করিয়া রাজন।
অমনি গমন কৈল কৃষ্ণে ধরি মন॥
অতএব সাধু সঙ্গের দেখহ মহিমা।
ক্ষণমাত্র মহিমার নাহি যার সীমা॥
বিশেষ শ্রীনারদ মুনি হন দয়াময়।
জীবের নিস্তার হেতু কাতর আশয়॥
হেন যে গোস্বামিপদে রহু মোর মতি।
জন্মে জন্মে এই মোর একান্ত কাকুতি॥

শ্রীবাল্মীকিজী।

দুই বাল্মীকির মধ্যে একের চরিত্র।
পশ্চাতে বর্ণিব তাঁর মহিমা পবিত্র॥
আর বাল্মীকি যেঁহ শ্রীল নারায়ণ।
প্রকাশ করিয়া কৈলা ত্রৈলোক্য-পাবন॥
লোকে প্রকাশিয়া রামলীলা-গুণকথা।
ত্রিভুবন উদ্ধারিলা ভগীরথ যথা॥
পূর্ব্বাবস্থা অসৎসঙ্গে দস্যুবৃত্তি কৈলা।
সৎসঙ্গগুণে 'মরা মরা' যে জপিলা॥
বাল্মীকের মৃত্তিকাতে দেহ আচ্ছাদিল।
তে কারণে বাল্মীকি ঋষি নাম প্রকাশিল॥
সেই বাল্মীকি মহাভাগবত বলি।
শ্রুতি স্মৃতি যার গুণ গায় বাহু তুলি॥
তাঁর নামগুণগান যেই নর করে।
সেই ধন্য ধন্য হয় জগত-সংসারে॥
তাঁর পদরজ-ধারণের অধিকাই।
সেই ভাগ্য বুঝি মুক্তি কভু করি নাই॥
জনমে জনমে আর কিছু নাহি আশ।
আশা এইমাত্র হই বৈষ্ণবের দাস॥

দ্বিতীয় বাল্মীকিজী।

মহাভারতের রাজসূয়ের আখ্যানে।
যজ্ঞপূর্ণ হৈল রাজার যার আগমনে॥
বাল্মীকি তাঁহার নাম শ্বপচ জাত্যংশে।
ভুবনপাবন তাঁর পরীক্ষা যজ্ঞাংশে॥
তাঁর বিবরণ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিব।
দিগদরশন মাত্র স্থূলার্থ কহিব॥

* "নানাব্যবস্থা"—পাঠান্তর।

মহারাজ পাণ্ডব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
শুদ্ধ অনুষ্ঠানে রাজসূয় কৈলা ধীর॥
ব্রাহ্মণভোজন বহু লক্ষ লক্ষ হয়।
ক্রম করিয়া ঘণ্টা শঙ্খ যে বাজয়॥
পূর্ণকালে নাহি বাজে বিস্ময় হইয়া।
রাজা জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণে চমকিত হিয়া॥
শঙ্খ ঘণ্ট না বাজিল কি ছিদ্র হইল।
কৃষ্ণ কহে মহা ছিদ্র বৈষ্ণব না খাইল॥
যেহেতু অপূর্ণ তায় শঙ্খ না বাজিল।
শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণেতে বিধিবদ্ধ হৈল॥
রাজা কহে লক্ষ লক্ষ লোক যে খাইল।
ইহার মধ্যে কি কেহ বৈষ্ণব না ছিল॥
কৃষ্ণ কহে নাহি নাহি শুদ্ধভক্ত যাঁরা।
যজ্ঞেতে আসিয়া কেন খাইবেক তাঁরা॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের যেই ফল।
এক ভাগবত-ভোজনের নহে বল॥
অতএব যজ্ঞপূর্ণ না হয় তোমার।
রাজা কহে কহ তবে উপায় ইহার॥
কৃষ্ণ কহে তব এই নগরের মধ্যে।
বাল্মীকি নামেতে রুইদাস সৎ-বুদ্ধে॥
ভগবৎ-রসবন্ত অতি সে সুপাত্র।
জাতিবুদ্ধি নাহি করো পরম পবিত্র॥
আমি যে কহিনু ইহা প্রকাশ না হয়।
জানিলে করিবে রোষ মোরে অতিশয়॥
মোর ভক্তগণ নিজ প্রকাশ না করে।
সাধারণ যেন বাহ্যে ভকতি অন্তরে॥
ইহা শুনি রাজা চমকিত ভাবভরে।
আনিতে পাঠান ভীমার্জ্জুন দোঁহাকারে॥
বাল্মীকি কৃষ্ণসেবানন্দেতে মগন।
সুধীর স্বভাব অতি তদগদ মন॥
ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে দোঁহে তথা উপনীত।
বাল্মীকি দেখিয়া হৈল অতি চমকিত॥
থরথর কাঁপে সাধু সভয় অন্তরে।
আমি নীচ রাজা কেন আমার দুয়ারে॥
দণ্ডবৎ করি দোঁহে করে বহু স্তব।
বাল্মীকি কহে ছি ছি এ কি অসম্ভব॥
পুন সাধু দোঁহা আগে অষ্টাঙ্গে পড়িলা।
উঠাইয়া দোঁহে তাঁরে হৃদয়ে লইলা॥
বিনয় করিয়া কহে যোদের সদনে।
পদধৌত আদি আর উচ্ছিষ্ট অর্পণে॥
যাইতে হইবে কৃপা করি একবার।
তেঁহ কহে এ কি এ কি কচালিয়া কয়॥
আমি নীচজাতি ক্ষুদ্র অস্পৃশ্য পামর।
আমি কিসে যোগ্য যাইবারে রাজদ্বার॥
তবে যদি যাই আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
মো-সমান-যোগ্য কর্ম্ম করিবারে পারি॥
উচ্ছিষ্ট ডারিব আর ঝাড়ু ঝাড়ু দিব।
পদ ধোয়াইতে মুঞি যোগ্য না হইব॥
কৃপা করি এই আজ্ঞা মোরে যদি হয়।
সেই-যোগ্য নহি পুরী স্পর্শ না যুয়ায়॥
পাখালি করিয়া শ্রীল ভীম মহাশয়।
লইয়া আসিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে বসায়॥
মঙ্গলাচরয়ে দ্বারে দ্বারে পাতি ঘট।
কদলীর বৃক্ষ রোপে নাচে নটী নট॥
হুলু-হুলু ধ্বনি-শঙ্খবাদ্য কোলাহল।
পরস্পর দেয় দধি হরিদ্রার জল।
মহামহোৎসব হৈল রাজার সদনে।
নানা বাদ্য বাজে স্তুতি করে বন্দীগণে॥
কৃষ্ণচন্দ্র বিরলে ডাকিয়া দ্রৌপদীরে।
নানা পরিপাটি পাক সামগ্রী বিচারে॥
সুন্দর শাল্যন্ন আর ব্যঞ্জন রসাল।
নানামত অমৃত আস্বাদ পাক কৈলা॥
স্বর্ণপাত্রে সাজাইয়া সুন্দর প্রকারে।
বাল্মীকিরে ডাকে রাজা সন্তোষ অন্তরে॥
বাল্মীকি কহেন মোরে বাহির অঙ্গনে।
একমুষ্টি দেহ যাই করিয়া ভোজনে॥
রাজা পাক-শালা-গৃহে লয়্যা বসাইলা॥
সামগ্রী দেখিয়া সাধু আনন্দিত হৈলা।
শাক সুপ রসালাদি ক্রম নাহি গণে।*
কিছু কিছু দ্রব্য সব করে আস্বাদনে॥
ভোজনের তাৎপর্য্য না হয় সাধুর।
কৃষ্ণ কৈছে আস্বাদিলা কোন সে মধুর॥
এইমাত্র অনুভবে আনন্দ হৃদয়।
দ্রৌপদীর মনে কিছু অবজ্ঞা জন্ময়॥
হেন পরিপাটীরূপে রন্ধন করিল।
নীচকুলে জন্ম, খাবার ক্রম জানিল॥
পূর্ণ শঙ্খ না বাজিল রাজা জিজ্ঞাসয়।
বেত্রাঘাত করি কৃষ্ণ শঙ্খেরে কহয়॥

* "অগণ্য গণনে"—পাঠান্তর।

ইঁহারে মূঢ়মতি তুমি ধর্ম্ম নাহি জানো।
বৈষ্ণবের গ্রাসে গ্রাসে নাহি বাজো কেনো॥
শঙ্খ কহে অবিচারে রোষ মোর প্রতি।
বৈষ্ণবেরে জাতিবুদ্ধি করিলা দ্রৌপদী॥
ইহা শুনি রাজা বহু অনুযোগ কৈলা।
পশ্মিহার করি সতী লজ্জিতা হইলা॥
তখন বাজয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বার বার।
গ্রাসে গ্রাসে শ্বাসে শ্বাসে ঘোর চমৎকার॥
অতএব বৈষ্ণবের মহিমা অপার।
অপেক্ষা না করে জাতি কুলের বিচার।
পরমপবিত্র হয় ভুবনপাবন।
জাতিবুদ্ধি করিলেই নরকে গমন॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পদরজখাদক। *
ধারণ সেবন সর্ব্ব-অনর্থ-নাশক॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কার্য্য-কারণ নিশ্চয়।
দাম্ভিক জনার ইহা প্রতীত না হয়॥
কৃষ্ণভক্তি অঙ্গমধ্যে বৈষ্ণবসেবন।
প্রধানাঙ্গ হয় নাই জানে মূঢ়জন॥
বৈষ্ণবে ছাড়িয়া মাত্র কৃষ্ণেরে ভজয়।
ভক্তমধ্যে নহে সেই জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণে যদি নাহি ভজে বৈষ্ণব সেবয়।
তথাপিহ শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণ প্রিয় হয়॥
অর্জ্জুনে কহিলা ইহা কৃষ্ণ ভগবান্।
"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ!" ইহার প্রমাণ।

তথা হি—

সাধুশাস্ত্র লোকব্যবহার যুক্তিমতে।
সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত হয় বৈষ্ণব-সেবাতে॥
নিত্যত্ব কাম্যত্ব আর নৈমিত্ত বিধানে।
বৈষ্ণব সেবিতে শাস্ত্রে কহে লক্ষ স্থানে॥
শাস্ত্র আর সাধুমার্গ একই সমান।
সাধুমার্গে কালিদাস আদি সপ্রমাণ॥
তার মধ্যে মাধব আচার্য্য মহাধীর।
নির্ম্মৎসর সাধু অতি পণ্ডিত গম্ভীর॥
তেঁহ সে কহিলা ভাবা-ছন্দে উথাড়িয়া।
তাহা কিছু কহি শুন প্রতীত লাগিয়া॥
কৃষ্ণের ভকত যদি চণ্ডালেতে হয়।
বিকাইলাম তাঁর পায় আর নাহি দায়॥

কৃষ্ণের ভকত যদি হয় ত যবন।
জন্মে জন্মে হই তার দাসের নন্দন॥
শাস্ত্রের প্রমাণ বহু পরে যে লিখিল।
ঐক্য করি দেখ তাহে সাধু যে কহিল॥
যুক্তি এক প্রমাণ হয় পণ্ডিতের মতে।
তাহার সিদ্ধান্ত কিছু কহি সংক্ষেপেতে॥
কৃষ্ণ সভাকার নাথ জগতের প্রাণ।
তাঁর প্রিয়তম যেই সেই পুণ্যবান্॥
গঙ্গা যেই শ্রীচরণে ঠেকি একবার।
ত্রিলোকপাবনী যেঁহ মহিমা অপার॥
শ্রীল-মহাদেব দেবদেবের জটায়।
যে স্পর্শগৌরবে বাস অদ্যাপি করয়॥
সেই শ্রীচরণ যেই হৃদে দিবানিশি।
ধরে তাঁর কি কহিব মহিমার রাশি।

তথা হি।—

আরূঢ়া হরমূর্দ্ধানং যৎপাদস্পর্শগৌরবাৎ॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা কিং তস্য মহিমোচ্যতে॥

যাঁহার চরণস্পর্শগৌরবনিবন্ধন ভুবনপাবনী গঙ্গা মহাদেবের মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা আবার কি কীর্ত্তন করিব?

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পূর্ব্বাপর।
বৈষ্ণবসেবন মাত্র ব্রত সভাকার॥
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদোদক পদরজ।
উল্লাস করিয়া সেবে তেজি মৃণালাজ॥
যাহার মহিমাবলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত।
প্রত্যক্ষ দেখহ তাঁর প্রভাব মহত্ত্ব॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত যেই নাহি খায়।
কৃষ্ণপ্রেম দূরে রহু সংসার না যায়॥
কর্ম্ম-জ্ঞানি-মতে আর সকাম-বিধানে।
ফিরয়ে অশুদ্ধবুদ্ধি মর্ম্ম নাহি জানে॥
লোকাচারে দেখ নারী বাল-বৃদ্ধ-যুবা।
বৈষ্ণবের স্থানে কুণ্ঠ কিবা দেবী দেবা॥
দান পূজা সেবা স্থলে সভার বচন।
বৈষ্ণবেরে কর বলি সভার রটন॥
আর দেখ বৃদ্ধবেশ্যা উদরজ্বালায়।
বৈষ্ণবের ভেক মাত্র করিয়া বেড়ায়॥
যদ্যপিহ তার পূর্ব্বাবস্থা সবে জানে।
তথাপিহ নমস্করি ঠাকুরাণী ভণে॥

* "বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদরজ পাদোদক"—পাঠান্তর।

অতেব বৈষ্ণব হয় সভার উপরি।
পরম আরাধ্য ভক্ত সাদর আচরি॥
যদি বল বাদী বিনে কেন এত জল্প।
অজ্ঞমূঢ়জনে মাত্র বুঝাবার কল্প॥
কেহ বলে দেহী সেহ নারদ প্রহ্লাদ।
অজ্ঞ ভক্তে করি হেলা করে নানা বাদ॥
না জানে আপন হিত বিচার শাস্ত্রের।
সেই মূর্খ মর্ম্ম নাহি জানে সাধকের॥
উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ ত্রিবিধা।
অপ্রাকৃতি তিন ইথে কভু নাহি দ্বিধা॥
বৈরাগ্য ভকতিমার্গের নহে এ অঙ্গ।
অপেক্ষয়ে মাত্র সদ্গুণরূপসঙ্গ॥
কর্ম্মজ্ঞান-মিছিলাতে ব্যভিচার হয়।
শুদ্ধভক্ত নহে সেই কৃষ্ণ নাহি পায়॥
অতএব শুদ্ধভক্ত কনিষ্ঠ মধ্যম।
পূজ্যতম হয় তাতে সুতরাং উত্তম॥
ইহাতে ত্রিবিধ ভক্ত হয় মহারাধ্য।
সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ॥
এই জ্ঞান বিনা কভু চাবি সম্প্রদায়।
কদাচিত না হয় কুঞ্জরশৌচপ্রায়॥
সম্প্রদাবিহীন গুরু আশ্রয় যে করে।
নিষ্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি স্ফুরে॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়ে তথা নারদপঞ্চরাত্রে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ণ সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥

সম্প্রদায়শূন্য মন্ত্র নিষ্ফল, কোটি কল্প-কাল সাধনা দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হয় না।

আপনার হিত যদি বাঞ্ছ ভাই কেহ।
ভাগবত আদি শাস্ত্র বিচার করহ॥
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে দম্ভ পরিহরি।*
পূর্ব্বাপর নিজদশা অন্তরে বিচারি॥
কিসে বা কল্যাণ কিসে অকল্যাণ হয়।
অনুতপ্ত করিতেই হইবে দয়॥
সদ্গুরুচরণ কৃষ্ণ বৈষ্ণব আশ্রয়।
বিচার করিতে মাত্র এই দৃঢ় হয়॥

অতএব বৈষ্ণবচরণে লও মতি।
ইহা বিনে সেই কৃষ্ণপদে নহে রতি॥
লবণ বিহীন যেন ব্যঞ্জনের সাদ।
তেন মত ভক্তি বিনে ভক্তি পড়ে বাদ॥
ভজ ভজ ভজ ভাই বৈষ্ণবচরণ।
মদ মোহ ছাড়ি লও একান্ত শরণ॥
অভাগিয়া সেই নাহি জানে এ সন্ধান।
কৃষ্ণ-ভক্তিপথে সেই বড়ই অজ্ঞান॥
কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে।
তপ জপ করি আপনারে সাধু মানে॥
সাধুমার্গ অনুসার শাস্ত্র যত যজ্ঞ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-স্বরূপ বৈষ্ণবপদ ভজ॥
দন্তে তৃণ করি মুঞি করি নিবেদন।
বৈষ্ণব গোসাই দেহ চরণে শরণ॥

শ্রীরুক্মাঙ্গদ রাজা।

রুক্মাঙ্গদ মহারাজ মহাভাগ্যবান্।
ছলে একাদশীব্রতে হৈলা কৃপাবান্॥
অপূর্ব্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের নিকটে।
নানামত সৌগন্ধি আছয়ে ফুল ফুটে॥
কৌতুকে দেবতাঙ্গনা পুষ্পের চয়নে।
নিতি নিতি আইসে যায় দৈবে একদিনে॥
বেগুণের কাঁটা এক ফুটিল চরণে।
গতিবোধ হৈল তার স্বর্গের গমনে॥
মালীগণ শীঘ্র যাই কহে রাজা-স্থানে।
রাজা আসি শুনে গতিরোধ বিবরণে॥
জিজ্ঞাসয় ইহার কি উপায় করিবে।
দেব কন্যা কহে তাহা তোমা হৈতে হবে॥
অনুগ্রহ করি মোরে অনুকূল হও।
বিহিত করিয়া মোরে স্বর্গেতে পাঠাও॥
একাদশীব্রত তব গ্রামে কেহ করে।
তার কিছু ফলাভাস দেহ যদি মোরে॥
তবে যে বিপদ হৈতে আমি ত্রাণ হই।
তোমারে আশীষ করি স্বর্গে চলি যাই॥
রাজা বলে একাদশী-ব্রত সে কেমন।
দেবী কন্যা কহয়ে মহিমা অনুষ্ঠান॥
রাজার আজ্ঞাতে লোক গ্রামেতে যাইয়া।
অনুষ্ঠানমতে নাহি পায় তলাসিয়া॥

* "দূর করি"—পাঠান্তর।

এক বণিকের দাসী কলহ করিয়া।
উপবাসী আছে ক্রোধে রজনী জাগিয়া॥ *
সে দিনে যে একাদশী সেহ নাহি জানে।
উপবাস করি রহে কলহ কারণে॥
তাহারে আনিয়া রাজা দেবী আগে দিলা।
দেবী কহে তুমি একাদশী যে করিলা॥
তাহার কিঞ্চিৎ ফল মোরে যদি দেহ।
বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহ॥
দাসী কহে সে কি আমি কভু করি নাই।
হাসি হাসি দেবী কহে তোমোরে বুঝাই॥
হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়া।
উপবাসী রহ সর্ব্ব-রজনী জাগিয়া॥
তাহার কিঞ্চিৎ ফল প্রদান করহ।
তুমিহ বৈকুণ্ঠ চ'লে যাবে বন্ধুসহ॥
ইহা শুনি তারে কিছু ফল সমর্পিলা।
তৎক্ষণাতে দেবা নিজ স্থানে চলি গেলা॥
রাজা বিবরণ সব দেখিয়া শুনিয়া।
চমৎকার হৈল ব্রতের মহিমা জানিয়া॥
সেই দিন হৈতে রাজ্যে ঢেঁড়া ফিরাইল।
রাজার শাসনে একাদশী সবে কৈল॥
নিজ পরিবার প্রজা হস্তী অশ্ব আদি।
বাল বৃদ্ধ পশু পক্ষী যুবক যুবতী॥
অন্ন জল ফল মূল গোরস যবস।
কেহ নাহি খায় হরিবাসর দিবস॥
রাজাব তনয় অন্যদেশে গিয়াছিল।
গৃহেতে আসিয়া দৈবযোগে না খাইল॥
দুইদিন উপবাসী রাত্রে গৃহে পৌঁছে।
একাদশী-বৃত্তান্ত না জানে তেঁহ তৈছে॥
খাইবারে চাহে স্ত্রী-আদি পরিবার।
কেন নাহি দেয় খাইতে শাসন রাজার॥
রাজার তনয় সুকুমার দেহ হয়।
রজনী প্রভাতকালে পরাণ ত্যজয়॥
আনুসঙ্গ একাদশী মহিমা দেখহ।
বৈকুণ্ঠগমন কৈল ধরি দিব্যদেহ॥
মহারাজ রুক্মাঙ্গদ একাদশী মাত্র।
সেবিয়া হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥
ভাগবত বলি যাঁরে শাস্ত্রেতে বাখানে।
যাঁর গুণকীর্ত্তন করয়ে ত্রিভুবনে॥

শ্রীমদ্ভাগবত গীতাশাস্ত্রেতে শ্রীহরি।
একাদশী সর্ব্বধর্ম্মব্রতের উপরি॥
কহিলা সাক্ষাতে আমি সর্ব্বব্রতমধ্যে।
অতএব সার সর্ব্বশাস্ত্র গদ্যপদ্যে॥
অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত তপস্যা সগুণ।
কৃষ্ণভক্তি অঙ্গ হরিবাসর নির্গুণ॥
অতএব রুক্মাঙ্গদ হরিবাসর সেবিলা।
জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত হৈলা॥
তাঁহার চরণে মোর নিবেদন হয়।
একাদশীর ব্রত যেন মোরে স্পর্শ রয়॥
মুঞি পাপী অধম অধৈর্য্য কলেবর।
জন্মাবধি হেন ব্রতের না হয় গোচর।
ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুঞি হেন জন্ম পাঞা।
আচলেতে গ্রন্থি দিনু কনক ডালিয়া।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র-রাজা-আদি।

হরিশ্চন্দ্র রাজা আর সুরথ সুধন্বা।
ভরত দধীচি আদি ভকতে গণনা॥
ভগবান্ যারে পরখিলা ছল করি।
অকাতরে দিলা দেহ পুত্র ধন স্ত্রী॥
হরিশ্চন্দ্র-শিবি-আদি-চরিত্র প্রসিদ্ধ।
সংক্ষেপে কহিল আছে সভাকার বেত্ত।

শ্রীবিন্ধ্যাবলীজী।

বলি মহারাজার স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যাবলী।
পরমসুশীলা স্নিগ্ধা সর্ব্বগুণাবলী॥
শ্রীবামনদেব যবে অবামন * হৈলা।
ত্রিপাদভূমের ছলে বলিরে বান্ধিলা॥
সেইকালে ব্রহ্মা আদি স্তবন করয়ে।
হেনকালে বিন্ধ্যা কিছু প্রভুরে কহয়ে॥
অপূর্ব্ব অমৃত বিন্ধ্যাবলীর বচন।
বিরতি হইলা ব্রহ্ম করিতে স্তবন॥
বিন্ধ্যা কহে প্রভু বলি রাজারে বান্ধিলে।
উপযুক্ত বটে ভাল বিচার করিলে॥
সুন্দর করিয়া দণ্ড উহায় যুকতি।
কার ধন কারে দেয় দাম্ভিক কুমতি॥

* "অন্ন না খাইয়া"—পাঠান্তর।

* "অবতার"—পাঠান্তর।

তোমার ক্রীড়ার ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভুবন।
অহঙ্কারে পুনশ্চ তোমারে করে দান॥
অতএব দণ্ড-অহ্য বাজার না হয়। *
কিন্তু তোমার ভক্ত ক্ষমিতে যুয়ায়॥
তোমা অনুরাগে গুরু আজ্ঞা তেয়াগিলা।
তীক্ষ্ণ অভিশাপ যে অঞ্জলি করি লৈলা॥
তুচ্ছ্যজ্ঞ ত্রৈলোক্য বাজ্য অনাসে ত্যজিল।
বিপক্ষের পক্ষ ভয় দৃক্পাত না কৈল॥
তোমার শ্রীমুখশশী হেরিয়া ভুলিলা।
ব্রহ্মার দুর্লভ শ্রীচরণ ধোয়াইলা॥
পিরিতে পরাণ দিতে উদ্যত হইল।
নিগ্রহ যে কৈলে পুরস্কার মানি লৈল॥
অতএব শীঘ্র প্রভু বন্ধন ঘুচাও।
মরিল তোমার ভৃত্য কৃপাদৃষ্টে চাও॥
রাজা-লাগি মোর কিছু দুঃখ নাহি মনে॥
তোমার কলঙ্ক পাছে ঘোষে ত্রিভুবনে॥
বিন্ধ্যার যে মধুর বচন জগন্নাথ।
শুনিয়া পুলক যে নয়নে অশ্রুপাত॥
হেন বিন্ধ্যাবলীর শ্রীচরণ ধরি শিরে।
যেন সেই দুর্ল্লভ শ্রীচরণে মন হরে॥
পাষাণ হৃদয় মোর কুসঙ্গ আতপে।
তাপিল † শীতল কর কৃপাচন্দ্রাতপে॥

শ্রীমৌরধ্বজ রাজা।

অর্জ্জুনের ভক্ত অভিমানের কিছু গর্ব্ব।
জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ করিবারে চাহে খর্ব্ব॥
ছল করি মৌরধ্বজ রাজার নিকটে।
লইয়া গেলেন তথা হইয়া কপটে।
আপনি হৈলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ॥
অর্জ্জুনে করিলা মুগ্ধ বালক স্বরূপ॥
যাইয়া রাজার গৃহে কহে ভৃত্যগণে।
সমাচার কহ নৃপে অতিথি ভবনে॥
লোক গিয়া অন্তঃপুরে কহে সমাচার।
কৃষ্ণসেবা কার্য্যে মোর উৎকণ্ঠা অপার
সম্মানপূর্ব্বক বসাইতে কহি দিলা।
আমিহ পশ্চাৎ শীঘ্র যাইব কহিলা॥

লোকমুখে সমাচার শুনিয়া ব্রাহ্মণ।
রাজা উপেক্ষিলা বলি করয়ে গমন॥
শীঘ্র আসি রাজা বিপ্রচরণে পড়িয়া।
কাকুবাদ বহু করে কাতর হইয়া॥
বিপ্র কহে মোর কিছু যাচিঞা আছয়।
পূরাও যদ্যপি নহে কি কায কহায়॥
রাজা কহে যাহা চাহ তাহা মুঞি দিব।
প্রতিজ্ঞা করিনু মোরে প্রসন্ন ভব॥
প্রসন্ন বদনে বিপ্র হইয়া পূজিত।
কহিতে লাগিলা তবে নিজ মনোনীত॥
বন পথে আসিতেই সিংহ এক রহে।
মোর এই শিশু সেই খাইবারে চাহে॥
তাহারে কইনু মোর শিশু না খাইহ।
প্রতিজ্ঞা করিনু দিব আর যাহা চাহ॥
সিংহ বলে তবে তোর বালক না খাব।
রাজার অর্দ্ধাঙ্গ ফাড়ি*মাংস যদি দিব॥
অতএব অকাতরে যদি ইহা দেহ।
তবে মোরে সত্য হৈতে রক্ষা যে করহ॥
রাজা বলে এই দেহ অসার অনিত্য।
পর-উপকারে যেহ লাগে সেই সত্য॥
ইহা বিনু ভাগ্য মোর কিবা আছে আর।
ভস্ম না হইয়া হবে পর-উপকার॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে তোমার স্ত্রী এক ভাগে।
করাতে টানিবে আর পুত্র অন্যদিগে॥
রাজার আজ্ঞায় দুই গৃহিণী তনয়।
দুই জনে দুই দিগে করাত টানয়॥
নাসা-স্বক্ কাটি যবে করাত আইল।
চক্ষু হৈতে তবে জলবিন্দুপাত হৈল॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তবে ক্রোধে জ্বলি-গেলা।
কহে তাঁরে দুষ্টমতি কাতর হইলা॥
রাজা বলে ঠাকুর মুঞি তাহে না কাতর।
অর্দ্ধ অঙ্গ বৃথা হৈল এ হেতু ফাঁফর॥
তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া।
দেখা দিলা নিজরূপ প্রকাশ করিয়া॥
শুভদৃষ্টে নৃপদেহ পূর্ব্ববৎ হৈল।
চমৎকার হইয়া শ্রীচরণে পড়িল॥
কৃষ্ণ কহে রাজা তব চরিত্র দেখিতে।
কৌতুকে আইনু মুঞি পরীক্ষা করিতে॥

* "রাজা বলি হয়",—পাঠান্তর।
† "তাপিত"—পাঠান্তর।

* "কাটি"—পাঠান্তর

রাজা কহে প্রভু মোরে এক বর দিবে।
এতাদৃশ পরীক্ষণ কারে না করিবে ॥
অতএব হরির ভকত যেই হয়।
তাঁহার চরিত্রমুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
তাঁহার দাসের দাস যেই জন হয়।
তাঁহার আশয় পণ্ডিতের বেদ্য নয় ॥
কেহ কহে মোরধ্বজ দানশীল হয়।
কেহ কহে জ্ঞানী কেহ তপস্বী কহয়।
অতএব যেবা যেই অধিকারী হয়।
যথার্থ না জানি নিজমত সেই লয় ॥
মোরধ্বজ কৃষ্ণভক্ত জানিহ নিতান্ত।
পর-উপকারে যথা দধীচি মহান্ত ॥

অলর্কজী

এক রাজা হয় তার স্ত্রী মন্দালসা।
ভাগবত তেঁহ যাঁর সঙ্গ ভবনাশা ॥
পর-উপকার মাত্র প্রতীজ্ঞা যাঁহার।
পরায় সবার গলে কৃষ্ণভক্তিহার ॥
ক্রমে ক্রমে চারিপুত্র জন্মিল উদরে।
কৃষ্ণভক্তি দীক্ষা শিক্ষা দিয়া সবে তারে ॥
মন্দালসা সতীগর্ভে যে করে ভজনা।
পুনর্ব্বার নাহি হয় গর্ভের বাসনা ॥ *
রাজা নাহি জানে অন্তঃপুরে পুত্রগণে।
শ্রীকৃষ্ণভজনে পাঠাইয়া দেয় বনে ॥
রাণী যুক্তিতে যায় রাজা নাহি জানে।
পুত্রশোকে মগ্ন রাজা স্থির নহে মনে ॥
পুনরায় আর এক পুত্র জনমিল।
অন্নপ্রাশনে রাজা বহ্বারম্ভ কৈল ॥
নামকরণের কালে রাণীরে জিজ্ঞাসে।
ধনী বড় হবে পুত্র জন্মলগ্নবশে ॥
অতএব ধনেশ বলিয়া নাম রাখি।
রাণী বলে এ ত বড় মোহ অন্ধ দেখি ॥
মনে ক্ষুব্ধ হয়্যা কিছু কহে মন্দালসা।
পুত্রের ঐশ্বর্য্যে তোমার বড দেখি আশা ॥
পুত্র আর রাজ্যমান ধনে কি করিবে।
অভিমানফলমাত্র পরিণাম যবে ॥
অতএব কৃষ্ণে ভক্তিধন আশা করি।
পুত্রে হরিদাস নাম রাখহ বিচারি ॥
রাণীর বচনে রাজা চমকিত চিত্ত।
বাহির করিল মোর ঝিয়ো চারি পুত্র ॥
ভাবিয়া ক্ষণেক রাজা স্তব্ধ প্রায় রহে।
শোকাকুল হইয়া রাণীরে কিছু কহে।
বুঝিলাম তোমার এমত ব্যবহার।
তুমি চারি পুত্রে বনে পাঠালে আমার ॥
যে কৈলে সে কৈলে এবে মোর মুখ চাহ।
এবার মিনতি মোর এ পুত্রে রাখহ।
রাজা হইবারে এক চাহি ত অবশ্য।
রাজা বিনে ধর্ম্মনাশ লোকে হয় দস্য।
রাজার কথায় মন প্রসন্ন না হয়।
তথাপি স্বামীর মুখ চাহিয়া কহয় ॥
ভাল ভাল এ সন্তান রাজ্যে রাজা হবে।
তোমার কোলেতে রাখ প্রীতি জন্মাইবে ॥
রাণী নাম রাখিলেন অলর্ক বলিয়া।
দুর্ভাগ্য হইল বলি দুঃখিত হইয়া ॥
কথোক দিবসে কিছু জ্ঞানবান হইতে।
সদা দূরে রাখয়ে মায়ের স্থান হৈতে ॥
রাণী মনে ভাবে মোর পাঁচটী সন্ততি।
চারি ত উদ্ধার হৈল একের কি গতি ॥
ভাবিয়া অন্তরে কিছু উপায় সৃজিল।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল ॥
সোণার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া।
দৃঢ় বন্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া ॥
পুত্রস্থানে দিলা সেই সম্পুটরতন।
কহিলা রাখিবে অতি করিয়া যতন ॥
যখন তোমার ঘোর বিপদ পড়িবে।
তখনি বিরলে ইহা খুলিয়া দেখিবে ॥
মহৎ বিপদ হৈতে উদ্ধার হইবে।
অন্য সময় না খুলিবে পূজাদি করিবে ॥
রাণীর অন্তরে কিছু নিগূঢ় আশয়।
কৃষ্ণে মতি নহে বিনে দুঃখের সময়।
তে-কারণে আপদসময় খুলিবারে।
যতন করিয়া রাণী কহি দিলা তারে ॥
অলর্ক পাইয়া তারে অতি যত্ন করি।
নিগূঢ় স্থানেতে রাখে চিত্তে হর্ষ ভরি ॥
রাজার অন্তরে কিছু উৎকণ্ঠা আছয়।
পাছে বালকেরে রাণী কোন যুক্তি দেয়।

---

* "মন্ত্রণা"—পাঠান্তর।

আশঙ্কাতে * রাজা পুত্রে কথোদিন বাদ।
কাশী লয়্যা রাখে যথা কর্ম্মি-মায়াবাদ॥
কালে রাজা রাণী দোঁহার বিয়োগ হইল।
অলর্ক যে রাজসিংহাসনেতে বসিল॥
পূর্ব্বে চারি ভাই যারা বৈরাগ্য করিলা।
তাহারা শুনিল ছোট ভাই রাজা হইলা॥
চারিজনে মিলি দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার ত্রাণ উপায় বিচারে॥
মাতা আমাদিগের ত্রাণ কৃপা করি কৈল।
ছোট ভাইটীরে অন্ধকূপে ডারি গেল॥
এত চিন্তি তবে এক উপায় সৃজিল।
তার প্রতিযোগি রাজা সহিত মিলিল।
রাজবেশ করি সবে ধাইয়া তথায়।
মোরা তব প্রতিযোগী-রাজার তনয়।
শিশুকাল হৈতে তীর্থভ্রমণ মোরা করি।
কনিষ্ঠ হেথায় হৈল রাজ্য-অধিকারী॥
পৈতৃক রাজ্যেতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদি † থাকিতে
কনিষ্ঠ না হয় রাজা বিচারসম্মতে॥
অতএব তুমি মোর পক্ষপাত কর।
তোমার শরণ লইনু যে হয় বিচর॥
এত শুনি রাজা বহু আশ্বাস করিলা।
অলর্ক স্থানেতে তবে কহি পাঠাইলা॥
অলর্ক-রাজ্য করে সুখে আসক্ত হইয়া।
কহে কোথাকার ভাই অপেক্ষা করিয়া॥
তবে যুদ্ধ করিবারে প্রবৃত্ত হইলা।
অলর্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িলা॥
সেইকালে মাতাদত্ত সোণার পুটিকা।
মনে পড়ি গেলা সেই বিপদনাশিকা॥
মাতা মোরে কহে যবে বিপদে পড়িবে।
খুলিয়া দেখিবে অন্য সময় না দেখিবে॥
অতএব এই ঘোর বিপদ সময়।
এইকালে সেই কৌটা খুলিতে যুয়ায়॥
ইহা চিন্তি সেই রত্নপুটিকা খুলিলা।
দারিদ্র্যভঞ্জন বিধি নিধি পাঠাইলা॥
সাগর-পতিতে বুঝি তরী আসি মিলে।
অন্ধকূপ হৈতে বন্ধুলোক যেন তুলে॥
অতএব শুভনিশি প্রভাত হইল।
খুলিয়া পরমতত্ত্ব পত্রী পাঠ কৈল॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি যাতে আছে তাৎপর্য্যার্থ।
ত্রৈলোক্যের রাজ্য আর মুক্তি তর্ক ব্যর্থ॥
পড়িতে পড়িতে হৈল বিবেক উদয়।
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে মতি উপজয়॥
ভ্রাতাগণে কহিয়া পাঠায় মহামতি।
তোমরা আসিয়া লহ এ ঘর-বসতি॥
মাতা মোরে বঞ্চি রত্নপুটিকাতে ভরি।
মহাসম্পদ রাজ্য রাখি ভস্মে দিল ডারি॥
পুনশ্চ তাঁহার কৃপাপুটিকা খুলিয়া।
অর্থ প্রাপ্ত হৈল এবে চলিনু লইয়া॥
ইহা কহি একমাত্র কৌপীন পরিয়া।
শ্রীকৃষ্ণভজনে গেলা সব তেয়াগিয়া॥
ভ্রাতাগণ জানিলা অলর্ক বনে গেলা।
প্রতিযোগী রাজা স্থানে খুলিয়া কহিলা॥
আমাদিগের রাজ্য-হেতু তাৎপর্য্য নহে।
ভ্রাতা অলর্ক মহা অন্ধকূপে রহে॥
তাহার উদ্ধার হেতু ভূমিকা করিনু।
কার্য্য সিদ্ধ হৈল মোরা বিদায় হইনু॥
প্রয়াস পাইয়া তুমি রাজ্য যে জিনিলা।
তুমি ভোগ করহ সে তোমার হইলা॥
ইহা বলি ভক যে কোপীন কমণ্ডলু।
লইয়া চলিল হর্ষে অন্তর নির্ম্মল॥
যাইয়া মিলিলা যথা আছে অলর্ক ভাই।
পরস্পর বলাবলি গলাগলি যাই॥
অতএব কৃষ্ণভক্তি আর ভক্তরীত॥
অপার অগাধ বিজ্ঞে না হয় বিদিত॥
আমা সবা মূঢ়ে হেন আশা, বড় চিত্র।
অতএব চরণে তাঁর চিত্ত রহু মাত্র॥

শ্রীরন্তিদেব।

রন্তিদেব রাজা মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণে দৃঢ়মতি যার অনন্ত ভকতি॥
মহারাজ ভোগ-সুখ দুঃখ করি মানে।
সমস্ত অর্পণ কৈলা শ্রীকৃষ্ণচরণে॥
রাজ্য ধন দারা পুত্র কৃষ্ণার্থে অর্পিয়া
অযাচকবৃত্তি মাত্র শরীর লাগিয়া॥

* "অসাক্ষাতে"—পাঠান্তর।
† "দায়াদ"—পাঠান্তর।

অযাচিত অন্ন আদি কেহ বা আনয় ।
তাহাই ভোজন বিনে কভু না যাচয় ॥
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন দিবস যাপন ।
কিছুকাল ব্যাজে আর শুন বিবরণ ॥
চল্লিশ আর আট দিন কিছু নাহি মিলে ।
উপবাসী রহে রাজা না চাহে না বলে ॥
দৈবাত্ত যে কেহ অন্ন পায়স আনিলা ।
পরখিতে কৃষ্ণ সেইকালে ছল কৈলা ॥
এক শূদ্ররূপে এক কুক্কুর সহিতে ।
অতিথি হইলা রন্তিদেবের গৃহেতে ॥
অভুক্ত জানিয়া রাজা সেই অন্ন জল ।
বাঁটিয়া দিলেন দুই জনারে সকল ॥
খাইয়া তাহারা কহে না পূরে উদর ।
আর কিছু নাহি রাজা কহে যুড়ি কর ॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ দয়া উপজিল ।
রাজ্যভোগ সুখ সব আমারে সঁপিল ॥
আমার লাগিয়া মহা উৎকণ্ঠা অপার ।
অযাচক বৃত্তি করি রহে অনাহার ॥
এত ভাবি দয়ানিধি অন্তরে দ্রবিল ।
ভুবনমোহন নিজরূপ প্রকাশিল ॥
নবঘনশ্যাম বনমালী পীতবাস ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মনোহর মৃদুহাস ॥
অসংখ্য জন্মের সীমা রাজার এবার ।
সর্ব্বমঙ্গলের সুফলের পারাবার ॥
রূপ দেখি রাজা মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ।
অষ্ট সাত্তিক দেহে বিকার হইল ॥
স্তব স্তুতি করি বহু গৃহে বসাইয়া ।
সেবন করয়ে সুখসাগরে ডুবিয়া ॥
দারিদ্র্য যেমন রত্নকলস পাইয়া ।
রাখিবার স্থান যেন না পাই খুঁজিয়া ॥
তেন-মতে রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ।
কি করিতে কি না করে সংজ্ঞা না পাইয়া ॥
অঞ্জলি মস্তকে করি দন্তে তৃণ ধরি ।
তাঁহার চরণে মুঞি নিবেদন করি ॥
সেই প্রেমামৃত সিন্ধু-কল্লোলের ফেনা ।
তার এক কণা পাই মনের বাসনা ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে কুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা-
কথনং পঞ্চম মালা ॥৫॥

ষষ্ঠ মালা ।

পুরু-ইক্ষ্বাকু-আদি গুণকথন এবং ভক্তসেবা
অঙ্গ ও ভক্তিদেবী-গুণকীর্ত্তন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

পুরু ইক্ষ্বাকু আদি নাম সঙ্কীর্ত্তন ।

পুরু ইক্ষাকু আর ঐল গাধিবেগ ।
শুচি শতধন্বা রঘু সাধু পরতেক ॥
উতঙ্ক পিপ্পল ভুরি ঋভু অমূরতি ।
ভরদ্বাজ বৈবস্বত সতী অরুন্ধতী ॥
নহুষ যযাতি যদু গুহ মানধাতা ।
মনু দক্ষ শরভঙ্গ সঞ্জয় সংঘাতা ॥
দিলীপ সমীক যাজ্ঞবল্ক নিমি শুচি ।
দেবল উত্তানপাদ আদি আর রুচি ॥
চতুঃসন প্রভৃতি এ সব সাধুগণ ।
হরিমায়াতীত ত্রিভুবনের ভূষণ ॥
এ সভার পাদরজ ভুরি রত্ননিধি ।
মস্তকে ভূষণ করি যত্নে নিরবধি ॥

শ্রীগুহরাজার ।

গুহ নাম ভীলরাজ ভুবনপাবন ।
যাঁহার স্মরণে তাপত্রয়বিমোচন ॥
ইহা আমুষঙ্গ ফল ভক্তি যে দুর্ল্লভ ।
তাহা প্রাপ্তি প্রতি এক কারণ সুলভ ॥
মৈত্র বলিয়া রামচন্দ্র সে যাঁহারে ।
দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা পুলক অন্তরে ॥
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের প্রেষ্ট ।
অতএব জগতের ইষ্টমধ্যে জ্যেষ্ঠ ॥
তাঁহার চরিত্র কিছু শুন মন দিয়া ।
সফল হইবে জন্ম হর্ষ হবে হিয়া ॥
রামচন্দ্র সীতা সহ অনুজ লক্ষণ ।
বনে গেলা যবে পিতৃসত্যের কারণ ॥

হেরিয়া গুণের নিধি রূপের অবধি।
ভাসিলা শ্রীগুহরাজ আনন্দসুধাব্ধি॥
নয়নে বহয়ে ধারা মনে উতরোল।
চমকিয়া চাহিয়া রহে নাহি আসে বোল
নিমিখ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল।
কাষ্ঠের পুত্তলিপ্রায় অস্পন্দ হইল।
এ কি চমৎকার এ কি অপরূপ দেখি।
হেন রূপ হেন গতি কভু না নিরখি॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে প্রেম উথলিল।
স্বাভাবিক রতি গুহরাজের হইল॥
ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া সাধু কহে।
তোমার বালাই যাই আইস মোর গৃহে॥
প্রভু তারে লয়্যা দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা।
মৈত্র বলিয়া তবে সম্ভাষ করিলা॥
গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে।
তোমাতে সঁপিনু দেহ পরাণসহিতে॥
তুমি মোর সরবস প্রাণ-ধন-রাজ্য।
তুমি মোর ভুক্তি মুক্তি তুমি শুভকার্য্য॥
আমি মরে যাই তব বালায়ের সনে।
দেহ সমর্পিনু মিতা তোমার চরণে॥
পরিবার দেহ গেহ রাজ্য আর ধন।
কায়মনবাক্যে কৈনু সব সমর্পণ।
বনফল মিষ্ট আর দধি দুগ্ধ ঘৃত।
নানাদ্রব্য আয়োজন করি নানামত॥
খাওয়াইতে যত্ন কৈল প্রণয়-অন্তরে।
তেঁহ কহে মিতা ইহা নাহি কহ মোরে॥
চৌদ্দ বৎসর মুঞি প্রতিজ্ঞা করিনু।
অন্ন দ্রব্য নাহি খাব ফলমূল বিনু॥
তাহা শুনি সাধু তবে মিষ্ট নানাফল॥
খাওয়াইলা প্রেমানন্দে হইয়া বিহ্বল॥
তবে জিজ্ঞাসয়ে মিতা কহ বিবরণ।
জটা-বল্ক ধরি বনে যাও কি কারণ॥
হেন সুকুমার দেহ সুকুমারী সহ।
অনুজ লক্ষ্মণ তাহে সুকুমার দেহ॥
কণ্টকিত বন তাহে নিশাচরগণ।
ব্যাঘ্র ভল্লুক তাহে পশু অগণন॥
শীত বাত বৃষ্টি তাহে অতি সে দুঃসহ।
কেমতে বেড়াবে বনে কমলিনী সহ।
এ হেন কমলপদে কণ্টক বিন্ধিবে।
আহা মরি মরি তাহে কত দুঃখ পাবে॥

ভাবিতে আমার প্রাণ ফাটিয়া উঠয়।
নাহি যাও বনে মিতা রহ এই ঠাঁয়॥
মোর এই রাজ্য ধন সমুদায় লহ।
লক্ষ্মণ সীতার সহ এইখানে রহ॥
রামচন্দ্র কহে মিতা ও কথা না কবে।
মোর ধর্ম্ম যাতে রহে তাহাই করিবে॥
পিতৃসত্য পালনে যে চৌদ্দ বৎসর।
বনে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা আমার॥
গৃহমধ্যে নাহি যাব রাজ্য না করিব।
চৌদ্দবৎসর মাত্র বনেতে রহিব॥
কেকয়ী মাতার বাক্যে ভর্ত্তার রাজ্য।
বনে পাঠাইয়া পিতা হইল অধৈর্য্য॥
ক্রমে ক্রমে আদ্যোপান্ত সকলি কহিলা।
বনগমনের কথা বৃত্তান্ত জানিলা॥
শুনিতে শুনিতে গুহরাজের শরীরে।
আগুনের কণা প্রতি লোমকূপে ঝরে॥
ক্রোধে কম্পান্বিত দেহ আরক্ত লোচন।
সাজ সাজ বলি এক দিলেক লম্ফন॥
রামচন্দ্রে বঞ্চি রাজ্য ভরত লইয়া।
বাকল পরায়্যা দিল বনে পাঠাইয়া॥
চল আজি যুদ্ধে তারে পরাভব করি।
করিব আমার মৈত্রে রাজ্য-অধিকারী॥
এত কহি চতুরঙ্গ সৈন্য যে সাজিয়া।
অযোধ্যাভিমুখে চলে বিক্রম করিয়া॥
রামচন্দ্র তাহা দেখি তটস্থ হইলা।
বারণ করিতে লক্ষ্মণেরে পাঠাইলা॥
তেঁহ যাই সান্ত্বনা করিয়া গুহরাজে।
ডাকিয়া আনিয়া যথা শ্রীরাম বিরাজে॥
গুহের হস্ত ধরি প্রভু অনেক বুঝান।
ভরত আমার প্রিয় আমি তার প্রাণ॥
তার কিবা পিতা মাতা কারু দোষ নাই।
দৈবের ঘটনা মাত্র যত দেখ ভাই॥
অতএব শান্ত হও চিন্তা না করহ।
পুনর্ব্বার রাজা হব নয়ানে দেখিহ॥
এত কহি রামচন্দ্র বিদায় হইলা।
গুহরাজ অচেতনে ভূমেতে পড়িলা॥
পরিবার রাজ্য সহ ক্রন্দনের ধ্বনি।
মহাকোলাহল শব্দে কম্পিত মেদিনী॥
বুকে কর হানে কেহ ভূমে গড়ি যায়।
হাহাকার করিয়া লুণ্ঠয়ে গুহরায়॥

হাহা কিবা অনুরাগ চণ্ডালের গণে।
তা সভার দাস হৈয়া জন্ম নৈল কেনে॥
লোকাচারে সঙ্কেত চণ্ডাল নামমাত্র।
দেবতাগণের পূজ্য হয় মহাপাত্র॥
শ্রীরাম বিচ্ছেদে গুহরাজ মহাশয়।
গৃহে নাহি গেলা ভূমে পড়িয়া রহয়॥
আসন ভূষণ শয্যা আহার বিহার।
সব তেজি কৈল মাত্র রামনাম সার॥
পুনরায় কবে রামচন্দ্র আগমন।
হইবেক এইমাত্র দিবসগণন॥
চৌদ্দবৎসর চৌদ্দকল্প করি মানে।
নিরন্তর জলধারা বহয়ে নয়ানে॥
দুর্ব্বাদল শ্যামরূপময় চারিদিগে।
যে দিগে নেহারে সাধু দেখে সেই দিগে
রাম রাম মৈত্র হে সখা হে কোথায়।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ নহে বাহিরায়॥
রাম রাম বলি উচ্চৈঃস্বরে গুহ কান্দে।
শ্রবণসুখদ যেন সুধা বহে চান্দে॥
এইমত চৌদ্দ বৎসর গুহরাজ।
বিরলে বিহ্বল সদা লুণ্ঠে ভূমিমাঝ॥
চৌদ্দবর্ষপূর্ণদিনে অপরাহ্নকালে।
না আইলা রামচন্দ্র অন্তর বিকলে॥
কহে যদি মোর প্রাণ না আইলা রাম।
এই শুধু দেহ তবে রাখিয়া কি কাম॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ছাড়ি নিজ দেহ।
আর নাহি সহে রাম-বিচ্ছেদ বিরহ॥
তবে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি প্রবেশ-উন্মুখ॥
হইতেই শুভবার্ত্তা হইল সম্মুখ।
শ্রবণমঙ্গলধ্বনি রামনামবাণী।
আকাশ হৈতে চমকিত সবে শুনি॥
গুহরাজ কহে সব অমাত্য সহিতে।
দেখ ত মধুরধ্বনি আসে কোথা হতে॥
কে মোর মৃতকদেহে পরাণ স্থাপিল।
অমৃতের বৃষ্টি করি অভিষেক কৈল॥
কেবা মোরে সাগর-পাথারে উদ্ধারিল।
দরিদ্রজনেরে ধন যাচি সমর্পিল॥
চৌদিকে ধাইল সব অনুচরগণে।
আকাশে নিরখে কেহ কেহ ধায় বনে॥
চমক পড়িল সভে চকিত নয়নে।
চাহিয়া রহিলা অঙ্গ স্মৃতি নাহি মানে॥
হেন কালে সুমধুর গম্ভীর উচ্চধ্বনি।
যেন সুধাসিন্ধু উথলিয়া আইসে জানি॥
শ্রীরাম জয়রাম জয়রাম নামগান।
উচ্চৈঃস্বরে করিয়া আইসে হনুমান্॥
হেন বুঝি হনুমান্ জগতে আশ্বাসে।
আর ভয় নাই ভাই রাম আইলা দেশে॥
ভক্তগণের বিরহ-অনল নিবাইতে।
রাম-আগমন বাণী-অমৃত সিঞ্চিতে॥
গুহরাজ প্রেমানন্দসাগরে ভাসিয়া।
মুখে নাহি আসে বাণী দুরু দুরু হিয়া।
ক্ষণেক সম্ভাষি কহে কি দেখি আকাশে।
পশুর আকৃতি কিন্তু প্রকৃতি সরসে॥
রাম-প্রেমে ডগমগ ধীর চূড়ামণি।
সাধু সাধু ধন্য ধন্য ইহার জননী॥
আহা আহা ইহার বালাই লইয়া মরি।
বুঝি মোর শ্রীরামের দূত অনুসারী॥
এত কহি গুহরাজ ঊর্দ্ধমুখ হয়্যা।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তাকে কান্দিয়া কান্দিয়া॥

কে তুমি ওহে বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
ভুবনপাবন শিরোমণি।
ওহে ভাই ওহে পিতা, ওহে নাথ ওহে ভ্রাতা,
ওহে রামচন্দ্র প্রেমধ্বনি॥
কে তুমি হে ওহে ভাই, তোমার নিছনি যাই,
বালাই লইয়ে আমি মরি।
হের আইস তোমায় দেখি, হৃদয়মাঝারে রাখি,
পরাণ যথায় তথা চিরি॥
রাম নাম শুনাইলে, কি সুধা কর্ণে ঢালিলে,
জুড়াইল প্রাণ মন দেহ।
জন্মে জন্মে একেবারে, কিনিয়া লইলে মোরে,
তনু মন জীবনের সহ॥
আইস আইস ভাই, হৃদয় বিছায়্যা দেই,
বৈস তাহে চরণ অর্পিয়া।
কোটি জন্মের পুণ্যবারি, অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
তাহে দেই পাদ ধোয়াইয়া॥
হনুমান্ মহামতি, হেরিয়া তাহার গতি,
চমৎকারে চাহিয়া রহয়।
কেবা এই মহাশয়, কিবা মতি সদাশয়,
কিবা প্রেমভাবের উদয়॥

এই যে পুরুষবর, রামচন্দ্র-অনুচর,
প্রিয়তম-তমের উত্তম।
মোদের যে অভিমান, ভকত বলিয়া জ্ঞান,
বৃথা করি আজি বুঝিলাম॥
হৃদয়মাঝারে ধরি, বালাই লইয়া মরি,
ঞিহার গুণের বলিহারি।
এই যে মহান্ মতি, প্রভুর ঞিহার প্রতি
যথেষ্ট করুণা অনুসারি॥
আসিবার কালে মোরে, প্রভু গদগদ-স্বরে,
কহিয়ে দিলেন যত্ন করি।
গুহনামে ভীল্লরাজ, যাইতে অরণ্যমাঝ,
সম্ভাষিয়া যাবে অজপুরী॥
শীঘ্র যাই তার সনে, মিলিবে আনন্দ মনে,
আমি শীঘ্র আসিতেছি ক'বে।
সেই এই মহামতি, বুঝিনু প্রকৃতি প্রতি,
প্রভুর সে প্রিয়তম হবে॥
ইহা ভাবি শীঘ্রগতি, নভ হৈতে নাম্বি ক্ষিতি,
প্রেমাভাবে পুলকিত হয়্যা।
দুই বাহু পসারিয়া, ধাইয়া তাহারে গিয়া,
আলিঙ্গিল বাহু পসারিয়া॥
দোঁহে দোঁহে হৃদে ধরি, গাঢ় আলিঙ্গন করি,
মূরছিত হইয়া পড়িলা।
ক্ষণেক বিলম্বে দোঁহে, ধৈর্য্য ধরি গুহ কহে,
কহ মোরে রাম কোথা রৈলা॥
হনূমান কহে ভাই, আর তব দুঃখ নাই,
তোমার পরাণ রামচন্দ্র।
জনকনন্দিনী সীতা, বামপার্শ্বে শোভান্বিতা
সহিত লক্ষ্মণ ভক্তবৃন্দ॥
পুষ্পক-বিমানোপরি, আকাশ-পথেতে হরি,
আসিতেছে এখনি পাইবে।
মনে কর যে আশ্বাস, এখনি পূরিবে আশ,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে যে দেখিবে॥
এত শুনি গুহবরে, আনন্দ না দেহে ধরে,
পরিবার সহিত মাতিল।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ ভূমে গড়ি যায়,
প্রেমানন্দ উৎসব হইল॥
নানামত বাদ্য বাজে, বাহু তুলি গুহরাজে,
উদ্দণ্ড নাচয়ে কুতূহলে।
উঠে পড়ে পড়ি যায়, ক্ষণে স্তব্ধ হয়্যা রয়,
জয় রাম শ্রীরাম ক্ষণে বলে॥

কেহ মঙ্গলাচার করে, ঘট পাতে দ্বারে দ্বারে,
কদলীর বৃক্ষ থরে থরে।
চন্দ্রাতপ শত শত, পতাকা উড়য়ে কত,
মাল্যবন্ধন মুক্তাহারে॥
দীপমালা সারি সারি, চন্দনাভিষিক্ত পুরী,
ক্ষালন-লেপন-নমস্কারে।
এইমত সুমঙ্গল করি সব কোলাহল,
আনন্দেতে আপনা পাসরে॥
যে পথে আসিবে রাম, বাঞ্ছিত-মনের কাম,
সেই দিকে নয়ন অর্পিয়া।
যেমন চাতকগণে জলধর আগমনে,
রহে সবে তেমতি চাহিয়া॥
হেনকালে অতিদূরে, পুষ্পক-বিমানোপরে,
ধ্বজার আবাস দৃষ্ট হৈল।
কেহ বলে দেখ অই, কেহ বলে কই কই,
কেহ বলে দেখিতে না পাইল॥
কেহ বলে অই অই, ধ্বজা দেখিয়াছি মুঞি,
কেহ বলে অই কই বল।
কিবা বালবৃদ্ধ সনে, ধাওয়াধাই মহোৎসবে,
কোলাহল নগরে পড়িল॥
হেনকালে চন্দ্রানন, সঙ্গে পারিষদগণ,
গুহরাজপুরীগিরিমাঝে।
উদয় হইল আসি, করুণা কিরণ রাশি,
রঘুবীর ভকত-সমাজে॥
গগনচন্দ্রিমা করে, বাহ্য অন্ধকার হরে,
রামচন্দ্র হৃদয়-তিমিরে।
প্রেমানন্দজ্যোৎস্নাকর, বিস্তারিয়া শশধর,
আমলসহিত দূর করে॥
সহাস্যকটাক্ষসুধা, জগতজনকমুদা,
বৃষ্টি করে ভীল্লরাজোপরি।
বিচ্ছেদবাড়বানলে, প্রেমানন্দ-সিন্ধুজলে,
নিভাইলা করুণা বিস্তারি॥
হৃদয়সাগরখাতে, প্রেমময় বারি তাতে,
সাত্ত্বিকাদি-ভাব-ঝঞ্ঝাবাতে।
উছলি তরঙ্গ বহে, ধৈর্য্যবেলা লজ্জিত তাহে,
ব্যভিচারি-ফেনা উঠে তাতে॥
দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র,
ভকতবৎসল গুণধাম।
প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়া পুলক দেহ,
হৃদয় লইয়া প্রিয়তম॥

গাঢ় আলিঙ্গনে দোঁহে, প্রভু ভৃত্যে লাগি রহে,
অশ্রুজলে দোঁহা-অঙ্গ ভিজে।
ধন্য গুহ মহাশয়, চারি দিকে জয় জয়,
কোলাহল হৈল ক্ষিতি-মাঝে॥
স্বর্গ হইতে দেবগণ, করে পুষ্পবরিষণ,
চমকিতচিত্তে ঘনে ঘনে।
কহে ওহে কিবা ভাগ্য, কিবা যোগ্য কি সৌভাগ্য,
এই প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে॥
দুন্দুভিবাজন বাজে, আনন্দে অপ্সরা নাচে,
প্রশংসয় ত্রিভুবনলোক।
রাম অনুকূল যারে, কেবা নাহি পূজে তারে,
সেই করে ত্রৈলোক্য আলোক॥
কি অলভ্য তার আছে, চতুর্ব্বর্গ তার পাছে,
ফিরে সেই না করে দৃক্‌পাত।
কি ধন অভাব তার, ত্রৈলোক্যের ধন সার,
প্রাপ্ত সেই রাম যার নাথ॥
প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ, সূর্য্য-আগে দিবাচন্দ্র,
চন্দ্র-আগে যেমন খদ্যোত।
নদ-নদী আগে যেন, পুষ্করিণীর খাত হেন,
সাগরের আগে নদীস্রোত॥
অতএব গুহরাজ, হেন প্রেমানন্দ-মাঝ,
ডুবিয়া পাথার নাহি পায়।
অমূল্য রতননিধি, দুর্ল্লভ রতনাবধি,
রামধন পাইয়া আলয়॥
আনন্দে মগন হিয়া, কেহ আসে জল লৈয়া,
কেহ শ্রীচরণ পাখালয়।
কেহ রাজসিংহাসন, তাহাতে কমলাসন,
পাতি তাহে প্রভুরে বসায়॥
কেহ মালাচন্দন, নানা বস্ত্র আভরণ,
কেহ মুখচন্দ্র নিরখয়॥
নানা দ্রব্য মিষ্ট অন্ন, গব্য ফল বনোৎপন্ন,
নানামত সংস্কার করয়॥
পারিষদগণ সহ, সমান পিরীতি-স্নেহ,
সমান ভকতি সহ সবে।
ভোজন ভূষণ বাসে, করি বহু পরিতোষে,
আনন্দসাগরে ভাসি সেবে॥
সুগ্রীবাদি কপিগণ, বিভীষণ জাম্বুবান,
যত পারিষদগণচয়।
গুহরাজের প্রেম দেখি, অবিরাম ঝুরে আঁখি,
পরস্পর বহু প্রশংসয়॥

ধন্য ধন্য মহাশয়, হেন প্রেম যার হয়,
জনম জীবন ধন্য ধন্য।
রামচন্দ্রে এত প্রীত, সুশীল সমতারীত,
সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বমান্য॥
প্রভুর যতেক ভক্ত, সর্ব্বমধ্যে অতিরিক্ত,
এই জন প্রিয়তম হবে।
ইঁহার যে গুণ দেখি, জুড়ায় হৃদয় আঁখি,
যে হেতুক রামচন্দ্র লভে॥
সেই গুহ মহারাজ, চৌ[illegible],
পূজ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ।
যাহার তুলনা নাই, বেদে ত তাৎপর্য্য এই,
যার প্রিয় রামচন্দ্র ইষ্ট॥
বিধি ভব পুরন্দর, আদিদেব দেবী নর,
পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে॥
সভেই আনন্দ পায়, নিরন্তর গুণ গায়,
জয় জয় ধন্য ধন্য করে।
জাতি কুল বিদ্যা তপ, কর্ম্ম জ্ঞান ব্রত জপ,
কিছুর অপেক্ষা নাহি করে।
শ্রীচরণ আশ্রয়, কোনমতে কেহ লয়,
সেই ত্রিপাবন শক্তি ধরে॥
তার পাদরজস্পর্শে, কোটি মহাপাপ ধ্বংসে,
ভুক্তি মুক্তি দেহ থাকুক দূরে।
দুর্ল্লভ যে হরিভক্তি, ক্ষণমাত্রে দিতে শক্তি,
তাহা কিবা মহিমা অপারে॥
হরিজনের জাতি কুল, বিচারয়ে যেই মূঢ়,
ভক্ত যে যবন শ্রেষ্ঠতম।
তার সাক্ষী গুহরাজ, পাবন ভুবনমাঝ,
নহে বৃথা ব্রাহ্মণজনম॥

মহাভারতে—

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

হরিভক্তিনিষ্ঠ চণ্ডালও মুনিশ্রেষ্ঠ হয়, কিন্তু হরিভক্তিশূন্য দ্বিজও চণ্ডালাধম।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যম্—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

দ্বাদশগুণসম্পন্ন অথচ পদ্মনাভ শ্রীহরির চরণ-কমলে বিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ,—যে চণ্ডাল আপন বাক্য-অর্থ-কায়-মনঃ-প্রাণ ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে, সেই চণ্ডালই আপনার বংশ পবিত্র করে, কিন্তু বিপ্র পারেন না।

অথ গারুড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন ম্লেচ্ছহপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ,
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্লেচ্ছে বিদ্যমান আছে, সে ম্লেচ্ছও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মুনি ও শ্রীযুক্ত, সে যতি এবং সেই পণ্ডিত। যাহা (শ্রীহরিকে) দেয়, তাহা সেই ম্লেচ্ছকে দিবে এবং যাহা শ্রীহরির সকাশ হইতে গ্রহণীয়, তাহা সেই ম্লেচ্ছের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। সেই ম্লেচ্ছও শ্রীহরির ন্যায় বন্দ্য।

অতএব হরিভক্তে নীচ নাহি মানো।
পরমপাবন নিজ ইষ্ট করি জানো॥
বৈষ্ণবের মহিমার সীমা নাহি হয়।
বেদবিধি সর্ব্বশাস্ত্র ফুঁকারিয়া কয়॥
হরিভক্তি মহিমাদি আরাধন বিধি।
সহস্র প্রমাণ যার নাহিক অবধি॥
একেক অঙ্গের হয় শতেক প্রমাণ।
এক এক শ্লোকে করি দিগ্ দরশন॥
শ্রীল-সনাতন কলিত্রাণের আচার্য্য।
হরিভক্তিবিলাস বর্ণিলা গ্রন্থ আর্য্য॥
তাহার প্রমাণ কহি কিঞ্চিৎ আভাস।
বিশেষ কহিনু ইহা করিয়া বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি যেই জন করে।
সে জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে॥
বৈষ্ণবেরে নীচজাতি করিয়া মানয়।
নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয়॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি কেহ শূদ্র, ব্যাধ অথবা চণ্ডাল প্রভৃতি সামান্যজাতির তুল্য দেখে, সে নিশ্চয় নরকগামী হয়।

পদ্যাবল্যাম্—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে,
জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী-
র্যস্য বা নারকী সঃ॥

পূজনীয় বিষ্ণুবিগ্রহকে শিলা, গুরুদেবকে মানব এবং বৈষ্ণবকে জাতি বলিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞান করে, বিষ্ণুর বা বৈষ্ণবের সেই কলিকলুষনাশকপাদোদককে যে ব্যক্তি সামান্য বারি বলিয়া জ্ঞান করে, সকল-পাপনাশক শ্রীবিষ্ণুর নাম ও মন্ত্রকে যে ব্যক্তি সামান্য শব্দমাত্র জ্ঞান করে অথবা যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বেশ্বরে-শ্বরের সহিত তদিতরগণের সমতা-বুদ্ধি-সম্পন্ন, সে ব্যক্তি নিরয়গামী হয়।

হরিভক্তি বর্ত্তে যদি ম্লেচ্ছ চণ্ডালে।
দানগ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে॥
হরিবৎ পূজিব তারে ভকতিপূর্ব্বকে।
গারুড়াদি প্রমাণ কহয়ে শ্রীমুখে॥

গারুড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেহপি বর্ত্ততে।
সবিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥*

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

চতুর্ব্বেদ-পারগ ব্যক্তিও মদীয় প্রিয় নহে, আবার আমার ভক্ত চণ্ডালও মদীয় প্রিয়। আমার ন্যায় সেও পূজনীয়, আমাকে দেয় (পূজা বা ভক্তি) তাহাকে দিবে আমার নিকট হইতে যাহা (জ্ঞানাদি) গ্রহণীয়, তৎ সকাশে তাহা গ্রহণ করিবে।

ভক্তে ভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্তমধ্যে নহে।
স্বয়ং শ্রীমুখেতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে কহে॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্তমা মতাঃ॥

* অনুবাদ ইত্যগ্রে দ্রষ্টব্য।

যাহারা কেবল মদীয় ভক্ত, হে পার্থ, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে ; যাহারা মদভক্তজনের ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে কথিত।

সাধুমার্গেশাস্ত্রমতে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়।
বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ভজ করি দৃঢ় ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদসংবাদে—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবানিদং জগৎ ॥

হে কৌন্তেয়! তুমি বৈষ্ণবদিগের ভজনা কর, অন্য দেবতাদিগের ভজনা করিও না। বৈষ্ণববৃন্দই সর্ব্বদেবতাকে এবং এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন

মদ্ভক্তো দুর্লভো যস্ত স এব মম দুর্লভঃ।
তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥

হে ধনঞ্জয়! মদীয় ভক্ত যাঁহার নিকট দুর্লভ তিনি মৎসকাশেও দুর্লভ। সত্য সত্যই তদপেক্ষা দুর্লভ আমার অন্য কেহ নহে।

অজশক্রতুল্য নাহি করি কৃষ্ণভক্ত।
বিচার করহ গূঢ় পরমার্থতত্ত্ব ॥

পাদ্মে—

বিবুধাঃ কিংপুনঃ সর্ব্বে অজঃশক্রো ভবেদ্যদি
ন কোঽপি সমতাং যাতি কৃষ্ণভক্তস্য নারদ।

হে নারদ! নিখিল দেবগণের কথা কি কহিব, স্বয়ং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রও যদি পুনর্ব্বার আবির্ভূত হন, কেহই কৃষ্ণভক্তের সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

বৈষ্ণবের পাদোদক পরমপাবন।
পান করি পুন শুচি হৈতে করে মন ॥
সেই অপরাধী ব্রহ্মহত্যার পাতকী।
তাহার প্রমাণ শাস্ত্র সৌপর্ণে নিরখি ॥

গারুড়ে—

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচমতি সম্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥

বিষ্ণুপাদোদক ও ভক্তপাদোদক পান করিয়া যে ব্যক্তি আচমন করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অভিহিত হয়।

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরমনির্ব্বাণহেতুনা।
পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্ ॥

বৈষ্ণবকে দুহিতাদান এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন নির্ব্বাণের হেতু।

শ্রীভাগবতে—

উচ্ছিষ্টলেপানমুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ ॥

ব্রাহ্মণদিগের অনুমোদনানুসারে তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণে আমার যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইল।

হরি প্রতিমা হন বৈষ্ণবঠাকুর।
দর্শন স্পর্শন পূজা কর্ত্তব্য প্রচুর ॥
বহুভাগ্যেতে যার শ্রদ্ধা জনময়।
সুকৃতি বলিয়া তারে শ্রুতিগণ গায় ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

স্বদর্শন স্পর্শন পূজনৈঃ কৃতী,
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।
ধুন্বন বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ,
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ ॥

কৃতী বৈষ্ণব বিষ্ণুপ্রতিমাবৎ নিজের দর্শন, স্পর্শন ও পূজার দ্বারা লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া সংসারে অবস্থান করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নিজের স্বার্থ কিছুই নাই, সংসারের কল্যাণার্থ তাঁহারা দীপবৎ শোভমান থাকেন।

পাদ্মে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

হে রাজন্! যাহারা স্বল্পপুণ্যশীল, মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে কিছুতেই তাহাদের বিশ্বাস জন্মে না।

বৈষ্ণব স্মরণ যদি গৃহে বসি করে।
সদ্য সে জীবন্মুক্ত সেবা রহু দূরে ॥

তে—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ

যাঁহাদিগের স্মরণমাত্রই মানবের গৃহ সত্ত পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালনও আসনাদি দ্বারা যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব?

বৈষ্ণবেরে নমস্কার অষ্টাঙ্গ হইয়া।
যেই করে সেই ধন্ত শরীর ধরিয়া॥
দুর্ব্বৃত্তো বা সুবৃত্তো বা বৈষ্ণব যে জন।
অবশ্য নমস্য সেই স্মৃতের বচন॥

স্মৃতবাক্যম্—

হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমা।
নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগা যতঃ॥

হরিভক্তিরসাস্বাদে যে মানবশ্রেষ্ঠগণ পুলকিত, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি। কেন না তাঁহাদের সঙ্গীরাও মুক্তিলাভ করে।

হরিভক্তিপরা যে চ হরিণাম পরায়ণাঃ॥
দুর্ব্বৃত্তো বা সুবৃত্তো বা তেষাং নিত্যং নমোনমঃ॥

হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনামনিষ্ঠ ভক্ত সুবৃত্ত বা দুর্ব্বৃত্ত হউন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার।

বৈষ্ণবের নামে সর্ব্বপাতক নাশয়।
কৃষ্ণভক্তি জন্মে ভাগবতে বহু গায়॥
প্রাতঃকালে উঠি যেই করয়ে কীর্ত্তন।
ভারতের এক শ্লোক শুনহ প্রমাণ॥

যথা—

নিত্যং যে প্রতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্ত কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবের গুণানুকীর্ত্তন করেন, হে বলিরাজ, এই কলিযুগে তাঁহারাই ভাগবত ও কৃষ্ণ-সদৃশ।

বৈষ্ণব সেবনে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।
চতুর্ব্বর্গ ফল ইহ না হয় আধিক্য॥
মুখ্য ফল হয় মাত্র কৃষ্ণে রতি মতি।
মুক্তি তুচ্ছফল ফল শ্রীকৃষ্ণের ভকতি॥
তবে যে কহেন শ্রুতিগণ নানাফল।
বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির কারণ কেবল॥
অনেক প্রমাণ তাহে পুস্তক বাঢ়য়ে।
দুই এক শ্লোক লিখি কিঞ্চিৎ আশয়ে॥

ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে—

হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োহপি বা।
শুশ্রূষুর্ব্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ॥

যিনি হরিকীর্ত্তনশীল, অথবা তদীয় ভক্তবৃন্দের প্রিয় ও মহদ্ব্যক্তিগণের সেবানিরত, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং আমাদিগের পূজ্য।

তথা চ—

বহির্ম্মুখ প্রবৃত্ত্যৈ তৎ কিন্তু মুখ্যফলং রতিঃ॥

বহির্ম্মুখ জনগণের প্রবৃত্তিসঞ্চারের নিমিত্ত রতিই কিন্তু প্রধান ফল।

বৈষ্ণব দর্শনে মাত্র তৎক্ষণে পবিত্র।
মৃৎ-শিলাময়ী দেব-গঙ্গাব অতিরিক্ত॥
সেবকাদিকরণে পূত করেন তাঁহারা।
বৈষ্ণবদর্শনে মাত্র তখনি বিজ্বরা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

সলিলাদি (জাহ্নবী প্রভৃতি) তীর্থাদি এবং মৃৎ-শিলাময় দেবাদি বহুদিন পরে পবিত্র করেন; কিন্তু সাধুগণের দর্শনমাত্রই পবিত্রতা সাধিত হয়।

বৈষ্ণবেব পূজা সর্ব্বপূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ।
অন্য দেব দূরে রহু কৃষ্ণ হৈতে ইষ্ট॥

একাদশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা॥

বৈষ্ণবদিগকে আমার বন্ধুর তুল্য সম্মান করিবে।

আমার ভক্ত অধিক পূজার যোগ্য।

বিনা অভিষিক্ত বৈষ্ণবের পাদরজ।
কারু স্কন্ধে সিদ্ধ নহে কভু কোন কায॥

পঞ্চমস্কন্ধে—

রহূগণৈতৎ তপসান যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

হে রহূগণ! মহৎ ব্যক্তির পদধূলির অভিষেক ভিন্ন তপস্যায়, অন্নদান, গৃহধর্ম্মে পরোপকারে, বেদাভ্যাসে অথবা জল, বহ্নি ও সূর্য্যের উপাসনায়, কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

বৈষ্ণবের সেবা করে দাস-অভিমানে।
পরম গতিকে পায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥

তথা হি পাদ্মে—

বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ॥

যাঁহারা বিষ্ণুভক্তবর্গের দাস এবং বৈষ্ণবান্নভোজী, হে বৈশ্য! তাঁহারা অক্লেশে সুরগণের গতি প্রাপ্ত হন।

সর্ব্ব আরাধন-সার বিষ্ণু-আরাধনা।
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উপাসনা॥

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

সর্ব্ব আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হে দেবি, যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের আরাধনা তদপেক্ষা প্রধান।

ইহাতে অন্যথাবুদ্ধি নাহি কেহ কর।
এই বাক্য হৃদয়ে কবচ করি পর॥
বৈষ্ণব তেজিয়া হরি একান্ত-ভজনে।
কৃষ্ণকৃপা নাহি হয় ভক্তে নাহি গণে॥
কৃষ্ণ না ভজিব মাত্র বৈষ্ণবভজনে।
কৃষ্ণ পাই ভক্তি পাই শাস্ত্রেতে বাখানে॥
অতএব প্রযত্নেতে বৈষ্ণব পূজহ।
সর্ব্বদুঃখ পাপ-আদি হইতে তরহ॥

শ্রীগীতায়াম্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

হে পার্থ! যাঁহারা কেবল মদীয় ভক্ত, তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহেন; যাঁহারা মদীয় ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে কথিত।

পাদ্মে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করে, অথচ তদীয় ভক্তের পূজা করে না, সে ব্যক্তি ভাগবত নহে, দাম্ভিক বলিয়া গণ্য।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥

এই হেতু সর্ব্বপ্রযত্নে নিয়ত বৈষ্ণবের অর্চ্চনা করিবে। মহাভাগবতদিগের পূজায় সর্ব্বদুঃখ হইতে ত্রাণ হয়।

বৈষ্ণব দেখিয়া মহা-আনন্দ করিব।
কতকালের বন্ধু যেন দেখি হৃষ্ট হব॥
যাঁর কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি তাঁরই এই রীত।
স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত॥

একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা॥

বৈষ্ণবগণকে মদীয় বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিবে।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা॥

আমার ভক্ত অধিক পূজ্য।

বৈষ্ণব ভোজন যার গৃহেতে করয়।
তার সঙ্গে যার সঙ্গ নিষ্পাপ সে হয়॥
কৃতান্তের অধিকার তাহাতে নাহিক।
যম নিজ দূতে কহে করিয়া অধিক॥

পাদ্মে—

বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ॥

যাঁহাদিগের গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, যাঁহারা বৈষ্ণব-সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা তোমাদের পরিত্যজ্য। বৈষ্ণব (সঙ্গ) প্রাপ্তি হেতু তাঁহাদের যাবতীয় পাপ দূর হইয়াছে।

ভক্ত-রসনায় কৃষ্ণ রস আস্বাদয়।
রাশীকৃত সামগ্রীতে তাদৃক্ তৃপ্ত নয়॥

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্টৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥

আমার দর্শনমাত্রেই পুরোবর্ত্তী নৈবেদ্য আমার স্বীকৃত হয়, কিন্তু হে পদ্মজ! ভক্তের জিহ্বাগ্রে আমি রসাস্বাদন করি।

সর্ব্বত্র বৈষ্ণব পূজ্য স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতা মনুষ্য আদি যতেক অখিলে॥

নারদীয়ে—

সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরক্ষসাম্॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে সুর, নর, পন্নগ, রাক্ষস সকলেরই নিকট বৈষ্ণবেরা পূজার্হ।

যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

বৈষ্ণব-মহাত্মগণের স্মরণমাত্রে লক্ষ শত কলুষ ভস্মীভূত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

প্রাতঃকালে উঠি লয় বৈষ্ণবের নাম।
কৃষ্ণতুল্য হয় সেই সর্ব্বগুণধাম॥

মহাভারতে রাজধর্ম্মে—

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাস্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে।

প্রত্যহ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া যিনি বৈষ্ণবের গুণানুকীর্ত্তন করেন, হে বলে! কলিযুগে সেই ব্যক্তি ভাগবত ও কৃষ্ণসদৃশ।

বৈষ্ণবপ্রসঙ্গে হৃৎকর্ণরসায়ন।
মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা অমৃতভাজন॥
অপবর্গদ্বার আর শ্রদ্ধা রতি ভক্তি।
ক্রমিক জন্ময়ে হয় সুদৃঢ় আসক্তি॥

শ্রীভাগবতে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুগণের প্রসঙ্গ মদীয় বিক্রমজ্ঞাপক, তাঁহাদিগের কথা আমার হৃদয় ও কর্ণের রসায়নস্বরূপ। তদ্দ্বারা আমার অপবর্গের পথে ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির সমাবেশ হইবে।

বৈষ্ণবের পাদুকায় নতি পুনঃ পুনঃ।
যে প্রসাদে মিলে সাধ্য সাধন নির্গুণ॥
কর্ম্মাবলম্বন কারো আলম্বন জ্ঞান।
মো সভার বৈষ্ণব-পাদুকাবলম্বন॥

শ্রীমধ্বাচার্য্যস্য—

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্॥

যাঁহাদিগের সংসর্গপ্রাপ্তিই জগতের মধ্যে উত্তম সাধন ও সাধ্য, সেই ভগবদ্ভক্তবৃন্দের পাদপদ্ম-সংলগ্ন পাদুকাকেও আমার নমস্কার।

পদাবল্যাম্—

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

কেহ জ্ঞানাবলম্বী, কেহ কর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু আমরা হরিদাসগণের পাদত্রাণ-অবলম্বনকারী।

দর্শন স্পর্শন আদি করি সহবাসে।
ক্ষণমাত্র শুদ্ধ হয় যবন পুক্কশে॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্॥

দর্শন, স্পর্শন, আলাপ এবং সহবাসাদির দ্বারা সাক্ষাৎ পুক্কশকেও ভক্তগণ আশু পবিত্র করেন।

হরিভক্তি পূজে যেই হরিভক্তি করি।
তাঁরে তুষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ত্রিপুরারি॥

তত্রৈব—

হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥

যে ব্যক্তি হরিভক্তগণকে হরিজ্ঞানে অর্চ্চনা করেন, হে বিপ্রেন্দ্রগণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি তাঁহার প্রতি প্রীত থাকেন।

ভক্ত ভগবান স্বয়ং লোকরক্ষাহেতু।
ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ প্রাকৃতিক ন তু॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

হে বিপ্রবর! প্রচ্ছন্ন বিগ্রহভাবে ভগবৎভক্তরূপে আমিই নিরন্তর লোকদিগকে রক্ষা করিতেছি।

হরিভক্তিসাঙ্গসঙ্গক্ষণমাত্র হয়।
সর্ব্বমহাপাতকাদি তৎক্ষণাতে যায়॥

বৃহন্নারদীয়ে—

হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥

হরিভক্তিনিষ্ঠদিগের সঙ্গীদিগের সঙ্গমাত্রলাভে মহাপাপিগণের সর্ব্বপাপমোচন হয়।

বৈষ্ণবের আরাধনা অসংখ্যগণন।
পুস্তক বাড়য়ে কত করিব বর্ণন॥
কিঞ্চিৎ কহিল মাত্র দিগদরশন।
যেন-তেন মতে করি বৈষ্ণবের গান॥
বৈষ্ণবের মহিমা কি কহিব অধিক।
বিনা বৈষ্ণবের পূজা সকলি অলীক॥
গোবিন্দ ভজয়ে যে নাহি ভজয়ে বৈষ্ণবে।
ভক্তমধ্যে তাহাকেই দাম্ভিক জানিবে॥

পদ্মোত্তরখণ্ডে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।

যে ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করে, কিন্তু তাঁহার ভক্তের (বৈষ্ণবের) অর্চ্চনা করে না, সে ব্যক্তি ভাগবত নহে, তাহাকে দাম্ভিক বলিয়া জ্ঞাতব্য।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥

এই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে নিরন্তর বৈষ্ণবের অর্চ্চনা করিবে। মহাভাগবতদিগের পূজায় মনুষ্য সর্ব্বদুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

বৈষ্ণব সন্তান যার সেই ভাগ্যবান্।
পুত্রবতী সেই নারী পিতা পুত্রবান্॥

সৌপর্ণে—

কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণাঞ্চ ধুরন্ধরঃ॥ ৮॥

যে ব্যক্তি এই কলিযুগে ভাগবত বৈষ্ণব নামে কথিত, সেই ব্যক্তি পিতৃগণের ধুরন্ধর এবং তাহার জননীই প্রকৃত পুত্রবতী।

দুর্ল্লভ ভাগবত নাম কলিতে যাহার।
ব্রহ্মরুদ্রপদ হৈতে উৎকৃষ্ট তাঁহার॥

তত্রৈব—

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভংন্নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥

মদীয় গুরুদেব কহিয়াছেন যে, কলিযুগে ভাগবত নাম দুর্ল্লভ; উহা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন; ব্রহ্মপদ ও রুদ্রপদ অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠ।

বৈষ্ণবের চিহ্ন যার শরীরে দেখিবে।
নিঃসন্দেহ কলিতে সে দেবতা জানিবে॥

তত্রৈব—

যস্য ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে।
গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ॥

হে মুনিপ্রবর! যাঁহার দেহে ভাগবতচিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং যাঁহারা হরিগুণগান করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা জ্ঞান করিবে, সন্দেহ নাই॥

চণ্ডাল যে হরিভক্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ।
হরিভক্তি শ্বপচ নহে তত অপকৃষ্ট॥

নারদীয়ে—

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

হে রাজন্! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন।

ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মা সেই সে হইল।
চণ্ডাল হরির তোষ যেই জন্মাইল॥

স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তবৈব হি।
শ্বপচো হি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥

হে কেশব! আপনার যখন তুষ্টি হয়, তখন আপনার ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব, ব্রহ্মত্ব ও পরব্রহ্মত্ব চণ্ডালও লাভ করে।

সেই সর্ব্বধর্ম্মকর্ত্তা হরিভক্ত কৃতি।
সর্ব্বপাপকর্ত্তা যেই অভক্ত দুর্ম্মতি॥

তত্রৈব—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥

যে ভবদীয় ভক্ত, হে কেশব, সে সর্ব্বধর্ম্মের পালনকর্ত্তা; আর যে ভবদীয় ভক্ত নহে, হে অচ্যুত সে পাপের আচরণকর্ত্তা।

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥

হে অচ্যুত। ভবদীয় ভক্তকৃত অধর্ম্ম ধর্ম্ম এবং ভবদীয় অভক্তকৃত ধর্ম্ম অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

সর্ব্বধর্ম্ম করি সেহ নরকেতে যায়।
হরির অভক্ত যেই জন দুরাশয়॥
সদা ব্রহ্মহত্যা যদি ভক্তেরে ঘটয়।
তবু শুদ্ধ থাকে তারা বাধা না জন্ময়॥

তত্রৈব—

নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হবে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতি॥

হে হরি! ভবদীয় অভক্তজন নিঃশেষে ধর্ম্মাচারণ করিয়াও নরকগামী হয় এবং আপনার ভক্তব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী হইয়াও বিশুদ্ধ হয়।

তাবৎ সংসার ভ্রমে পিণ্ডাকাঙ্ক্ষ হয়।
যাবৎ কুলে হরিভক্ত পুত্র না জন্ময়॥

তত্রৈব—

তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে॥

যাবৎ বংশে হরিভক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ না করে, তাবৎ বংশে পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডপ্রার্থী হইয়া সংসার-সাগরে ভ্রমণ করেন।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চণ্ডাল যবন।
হরিভক্ত যেই সেই সর্ব্বত্তোমত্তম॥

তত্রৈব—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ো সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা তদপেক্ষা কোন ইতর জাতি যদি বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ হন তিনিই সর্ব্বোত্তমোত্তম।

হরি নাম মহাপূত যেই নীচ জাতি।
জপে সেই পবিত্র পাবন মহামতি॥
কৃষ্ণের পিরীতি সেই সাধু জন্মাইল।
বেদবেত্তা-ব্রাহ্মণ জনমে কি হইল॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

নামযুক্তজনাঃ কেচিৎ জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ॥

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণও আমার তদ্রূপ প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ নহেন, আমার নামযুক্ত জাত্যন্তর-সমন্বিত জন (হরিনামপর নিকৃষ্টজাতীয় ব্যক্তিগণও) আমার যে প্রকার প্রীতিসাধন করেন।

হরিভক্তিহীন যেই সেই সে চণ্ডাল।
হরিভক্ত চণ্ডাল যে ভুবনমঙ্গল॥

তত্রৈব—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥

বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্যক্তি চণ্ডাল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় এবং হরিভক্তিসমন্বিত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ হয়।

বৈষ্ণব বর্ণের বাহ্য ত্রৈলোক্যপাবন।
শ্বপচসমান অবৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ॥

তত্রৈব—

শ্বপচমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে লোকে চণ্ডাল সদৃশও দর্শন করিবে না, কিন্তু নীচজাতীয় বৈষ্ণবও ত্রিভুবন-পবিত্রকারী।

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত পাপযোনি হয়।
স্ত্রী-শূদ্র-বৈশ্য আদি যে কেহ ভজয়॥
পরম পবিত্র সেই দুর্লভ যে গতি।
অনায়াসে পায় তবে বৈকুণ্ঠে বসতি॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।

হে পার্থ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, অথবা কোনও পাপযোনিজ লোকও আমাকে আশ্রয় করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বযজ্ঞ-সর্ব্ববেদ পারগ ব্রাহ্মণ।
হেন কোটি কোটি নহে বৈষ্ণবসমান॥
এহেন সহস্র ভক্ত করিয়া সমানে।
ঐকান্তিক এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

গারুড়ে -

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

সহস্র সত্রযাজি অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তপারগ এবং কোটি সর্ব্ববেদান্তপারগ অপেক্ষা এক জন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, আবার একান্ত কৃষ্ণভক্ত একজন সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হইতে উৎকৃষ্ট।

সদাচারহীন দুরাচার যদি হয়।
অনন্য ভাবেতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥
সাধু সেই মান্য সেই সর্ব্বসারাৎসার।
তাৎপর্য্য যে ব্যবসায় নিপুণ চরিত॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ -

অপি চেৎ সুদরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে সুদুরাচার হইলেও, সে সাধু বলিয়া গণনীয়, যে হেতু সে সম্যকপ্রকারে মৎপ্রতি একান্তচিত্ত।

শালগ্রাম পূজা বৈষ্ণবের আবশ্যক।
স্ত্রী কিংবা শূদ্র ইহা শাস্ত্র নিয়ামক॥

পাদ্মে—

শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥

শালগ্রামশিলার পূজা বিনা যে ব্যক্তি কিছু আহার করে, চণ্ডালের বিষ্ঠায় কৃমিরূপে জন্মিয়া আকল্প বাস করে।

স্কান্দে চ—

গোবরাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ॥
ন মতির্জ্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥

যাহার চিত্ত শালগ্রামশিলার পূজায় নাহি যায়, তাহার দেহ গোবর্দ্ধনত গিরিশৃঙ্গাগ্রে বিদারিত হয়।

এই শ্লোক সাধারণ ভক্তপর।
বিশেষ স্ত্রীশূদ্রভক্তপর শুন আর॥

যথা তত্রৈব—

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ সম্পূজ্যো ভগবৎপরৈঃ॥

শ্রীভগবান শালগ্রামশিলাত্মক, সুতরাং ভগবৎপর দ্বিজ, স্ত্রী ও শূদ্র সকলের সম্যক্ পূজনীয়।

তথা স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে শালগ্রামশিলার্চ্চাপ্রসঙ্গে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং সৎশূদ্রগণের শালগ্রা[ম] পূজায় অধিকার আছে, অপরের কদাচ নাই।

তত্রৈবান্যত্র—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥

শিলাচক্রের অর্চ্চনা করিয়া স্ত্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয়।

সচ্ছূদ্রপদে শূদ্রবংশে যে বৈষ্ণব।
শালগ্রামে অধিকারী ইতরে দুর্ল্লভ॥
তবে যে নিষেধমাত্র বচন যে শুন।
অবৈষ্ণব পর নহে বৈষ্ণব কখন॥

তত্র বচনং যথা—

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥

ব্রাহ্মণ, শুচি বা অশুচি হউন, আমি তাঁহার পূজ্য। স্ত্রী ও শূদ্রের হস্তস্পর্শ বজ্রাপেক্ষাও আমা[র] অসহ্য।

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতামিয়াৎ॥

প্রণবোচ্চারণ, শালগ্রামশিলার্চ্চনা বা বিপ্রানীগমন দ্বারা শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

অতএব এ বচন সামান্য উপব।
নিষেধ যে হয় তত্র বৈষ্ণব ইতর॥
কিংবা কেহ দম্ভক্রমে বচন গড়িল।
গোস্বামী আচার্য্য ইহা আশঙ্কা করিল॥
হরিভক্তিবিলাসেতে শ্রীপাদ কহয়।
নতুবা বিরোধ শাস্ত্রান্তরেতে যে হয়॥
আর কহি শুন হরিভক্তিবিলাসেতে।
গোস্বামী শ্রীসনাতন যে কহে টীকাতে॥
ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং ইহাব মধ্যেতে।
এব-কার হয় এব-কারের অর্থেতে॥
অন্যব্যবচ্ছেদ হয় এই ত নির্ণয়।
অথচ দেখিয়ে বহুশাস্ত্রেতে কহয়॥
স্ত্রী-শূদ্র শালগ্রামপূজা অধিকারী।
ইহাতেই এই বচন কৃত্রিম বিচারি॥
এ বচন যদ্যপি প্রামাণ্য হইত।
অন্য শাস্ত্রমতে তবে বিধি না থাকিত॥
বিচার করিলে ইথে পণ্ডিত যে হবে।
দম্ভ-ঈর্ষা-মতে নিজ মত না স্থাপিবে॥
পুনর্ব্বার আর শুন শাস্ত্রেতে প্রমাণে।
বৈষ্ণব স্ত্রী শূদ্র অধিকারী শালগ্রামে॥

বায়ুপুরাণে—

অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥

অযাচক অথচ দানশীল হইয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং প্রতিদিন পুরাণ শ্রবণ ও শালগ্রাম অর্চ্চনা করিবে।

সন্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাম্বুবৎ।
সাভ্যর্চ্চা দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপেতৈব সর্ব্বদা॥

বৈষ্ণবগণ প্রাণপণ যত্নে শালগ্রামশিলা ধারণ করিবেন, এবং নিরন্তর দ্বারকাচক্রাঙ্কিত শিলার পূজা করিবেন।

এতেক প্রমাণশাস্ত্র বিরোধী যে বাক্য।
গ্রাহ্য নাহি হয় বহুশাস্ত্রেতে অনৈক্য॥

'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং ইত্যাদি বচন।'
কেহ কহে শাস্ত্রের নহে দাম্ভিক বচন॥
তস্মাৎ যে অন্য বহু শাস্ত্রের বিবোধী।
অতএব সাধুজন ইহাতে বিবাদী॥
যদি বল স্ত্রী শূদ্র বৈষ্ণব কিমাকার।
গৃহীত যে বিষ্ণুদীক্ষা বিষ্ণুপূজাপব॥
ইহার ইতর সেই অবৈষ্ণবগণে।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই পণ্ডিতে বাখানে॥

প্রমাণং হরিভক্তিবিলাসে—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।

বিষ্ণুমন্ত্রগৃহীতা, বিষ্ণুপূজাবত ব্যক্তিই বিজ্ঞ ব্যক্তিসমূহ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নামে কথিত, তদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত লোক অবৈষ্ণব।

শূদ্র-আদি অন্ত্যজ সে বৈষ্ণব যদি হয়।
শূদ্র নীচ নহে সেই পূজ্যের আলয়॥
হরিভক্তিহীন শুদ্ধ যতি কেনে নয়।
শ্বপচ অধিক সেই নীচ দুরাশয়॥

তথা নারদীয়ে—

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

হে রাজন্! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং হরিভক্তিশূন্য ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও হীন।

নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে।
নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

ভগবদ্ভক্ত শূদ্র নিষাদ বা শ্বপচকে যাহারা সামান্য জাতি বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা নিশ্চয় নরকগামী হয়।

ভগবদ্ভক্ত যেই সেই শূদ্র কভু নহে।
অভক্ত ব্রাহ্মণাদিক শূদ্র শাস্ত্রে কহে॥

পাদ্মে চ—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন; তাঁহারাই ভাগবত-প্রধান। যে ব্যক্তি হরির ভক্ত নহে, সে সর্ব্ববর্ণের মধ্যে শূদ্র।

দ্রব্যের সংযোগে কাঁসা সোণা হয় যথা।
কৃষ্ণদীক্ষা মাত্র নর দ্বিজ হয় তথা॥

তথা চ তত্রৈব—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

রস-বিধান-নিরঞ্জন-দ্রব্য-সংযোগে কাংস্য যেরূপ কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ লোক দীক্ষাবিধান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।

পিতৃগোত্রে যথা কন্যা অবিবাহে থাকে।
বিবাহ হইলে স্বামিগোত্রে প্রবর্ত্তকে।
তথা বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষামাত্রে শ্রেষ্ঠ হয়।
নীচত্ব শূদ্রত্ব ত্যজি দ্বিজত্বকে পায়॥

যথা—

পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

কন্যা যেমন পিতৃগোত্র হইতে পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়, দীক্ষাপ্রভাবে মনুষ্যেরাও তদ্রূপ দ্বিজত্ব লাভ করে।

অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতিবাক্যম্—
যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

ক্বচিৎ যাঁহাকে প্রণাম, স্মরণ এবং যাঁহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে চণ্ডালও সদ্য সোমযজ্ঞকারী বলিয়া কল্পিত হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে কি পর্য্যন্ত পবিত্রতালাভ হয়, তাহা কি আর বলিতে হয়?

বিষ্ণুর নাম আদি যদি চণ্ডালে করয়।
যজ্ঞযজনের যোগ্য পবিত্র সে হয়॥

অশ্বত্থ গো-দ্বিজ-আদি ভগবানের ভক্ত।
নিজতনু হয় স্বয়ং মুখে করে ব্যক্ত॥

তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে—

তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ম্।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥

তীর্থসমূহকে, অশ্বত্থ-বৃক্ষ-সকলকে, গো বিপ্র-দিগকে এবং মদীয় ভক্তগণকে, এই পাঁচটিকে আমার স্বকীয় দেহ বলিয়া জানিবে।

পৃথু মহারাজ শক্ত্যাবেশ-অবতার।
শ্রীমুখে কহিলা শুন রহস্য তাহার॥
সর্ব্বত্র শাসনে মুক্তি হই দণ্ডধৃক্।
বিনে যে অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণব সর্ব্বাধিক॥
অতএব হরিভক্তি বর্ণবাহ্য হয়।
নীচ উচ্চ জাতি সব কৃষ্ণতনুময়॥

যথা চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে—

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥

বিপ্রকুল এবং অচ্যুতগোত্রজ বৈষ্ণববৃন্দ ব্যতীত তাঁহার আদেশ সর্ব্বত্র অব্যাহত, তিনি সপ্তদ্বীপের একমাত্র দণ্ডধর।

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-স্থানে সাবধান হৈতে।
পূর্ব্বাপর কহে শাস্ত্রে দুই স্বতন্ত্রেতে॥
বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে।
ইহাতে বুঝহ অন্যবর্ণ যে বৈষ্ণবে॥
পণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝহ বিচারি।
মূর্খ কুতার্কিক জন নহে অধিকারী॥
বৈষ্ণব বিপ্র হৈতে দুর্জ্জাতি বৈষ্ণব।
শ্রেষ্ঠতম হয় শাস্ত্রে কর অনুভব॥

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

দ্বাদশগুণসম্পন্ন অথচ পদ্মনাভ জনার্দ্দনের চরণ-কমলে বিমুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও, যে চণ্ডাল স্বীয় বাক্য-অঙ্গ-কায়-মনঃ-প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়াছে, সে শ্রেষ্ঠ। সেই চণ্ডালই নিজ বংশ পবিত্র করে, কিন্তু গর্ব্বী ব্রাহ্মণ পারেন না।

দক্ষিণাদি ভগবৎ সম্বন্ধে যে দ্রব্য।
বৈষ্ণবেরে দিব ভূষা আদি হব্য কব্য॥
তাহার অর্দ্ধেক বিপ্রে করিব প্রদান।
অতএব ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বপূজ্যবান্॥

অতএবোক্তং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবতা শ্রীহয়গ্রীবেন পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠান্তে—

মূর্ত্তিপানান্তু দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা।
তদর্দ্ধং বৈষ্ণবানান্তু তদর্দ্ধন্তু দ্বিজন্মনাম্॥

দেশিকবৃন্দের (আচার্য্যদিগের) দক্ষিণার অর্দ্ধেক মূর্ত্তিপগণকে, তাহার অর্দ্ধেক বৈষ্ণবগণকে এবং তদর্দ্ধ দ্বিজগণকে দেয়।

ব্যাধ কৃষ্ণভক্ত শালগ্রাম পূজা কৈলা।
ধর্ম্ম মহামুনি যাতে উপদেশ দিলা॥
অতএব ইহাতে যে অবোধ নিন্দয়।
না জানিয়া কহে কিংবা দম্ভের আশয়॥

তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পতিব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তম্—

ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মব্যাধস্য তদ্বচঃ।
তস্থৌ স চ সমানীয় দর্শয়ামাস তবুভৌ॥
নির্ণিক্তবসনৌ বৃদ্ধাবাসনস্থৌ নিজৌ গুরূ।
শালগ্রামশিলাঞ্চৈব তৎসমীপে সুপূজিতাম্॥

ধর্ম্মব্যাধের সেই কথা শুনিয়া অতঃপর তিনি বিস্মিত হইলেন। সিক্তবস্ত্রে আসনোপরি সমাসীন ধর্ম্মব্যাধের নিকট তাঁহার গুরুদ্বয়কে এবং সেই পূজিত শালগ্রামশিলাকে আনয়ন করিয়া দেখান হইল।

এ বিধান কৈল গৌড়রাজ্যে আচ্ছাদন।
নতুবা সকল দেশে করয়ে যাজন॥
মধ্যদেশ দক্ষিণ দেশের দেখ রীত।
সর্ব্ববৈষ্ণবেতে শালগ্রাম সুপূজিত॥
সদাচারে দেখ ইহা হয় পূর্ব্বাপর।
অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্র অনুসার।
অবশ্য কর্ত্তব্য বৈষ্ণবের শিলাপূজা।
পরম সিদ্ধান্ত এই ইথে নাহি দুজা॥
কলিভবত্রাতা শ্রীলমহান্ আচার্য্য।
নিরপেক্ষ শুদ্ধশীল সকলের আর্য্য॥
সনাতন সনাতনধর্ম্ম সিদ্ধ প্রসিদ্ধ।
রূপ রসরাশি পরমার্থপথে বৃদ্ধ॥

বিচার করিয়া নিরূপিলা শুদ্ধ মত।
পরামার্থ তত্ত্ব যাহা নিগমগোপত॥
প্রচার করিয়া কৈলা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত।
তাহার অন্যথা কহে যে না জানে অন্ত॥
এবং শ্রীমদ্ভাগবত-আদির পঠন।
বৈষ্ণব উপরে নাহি নিষেধ বচন॥
স্বধর্ম্মযাজন বিধিনিষেধ শতেক।
বৈষ্ণব ইতর পর অন্যান্য যতেক॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্॥

হে নৃপ! দেবতা, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, নর, কিঙ্কর অথবা পিতৃগণ, কাহারও নিকট ইনি ঋণী নহেন।

কর্ম্ম পরিত্যাগে বৈষ্ণবের নাহি দোষ।
কর্ম্মে অধিকার নাহি যাতে হরিতোষ॥

তত্রৈব—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যাবৎ নির্ব্বেদভাব উপস্থিত না হয় অথবা যাবৎ পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎ কর্ম্মাদি কর্ত্তব্য।

করণেও বিরুদ্ধ ব্যভিচার দোষ হয়।
অনন্যভকতি হানি শাস্ত্রের নির্ণয়॥

শ্রীগীতায়াম্—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্॥
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

যে ব্যক্তি একান্তে আমার ভজনা করে; অতি দুরাচার হইলেও সে সাধু বলিয়া গণ্য, যেহেতু সে সম্যকপ্রকারে মৎপ্রতি চিত্তসমর্পণ করিয়াছে।

ইত্যাদি অনেক বিধি প্রমাণ আছয়॥
কতেক লিখিতে পারি পুস্তক বাঢ়য়॥
তেব শ্বপচ শূদ্রকুলে যে বৈষ্ণব।
চ শূদ্র নহে সেই পরম দুর্লভ॥
দ্গুরু আশ্রয় বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা মাত্র।
ই কেহ নয় কেনে পরমপবিত্র॥

যথা—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরংব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥

হে কেশব! ভবদীয় তুষ্টিতে ইন্দ্র, মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও পরব্রহ্মের পদ চণ্ডাল লাভ করে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র বা তদিতর জাতিও যদি বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ হয়, সে সর্ব্বোত্তমোত্তম বলিয়া গণ্য।

সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

শ্রীমধুসূদনের ভক্ত হইলে, নীচজযোনিজ ব্যক্তিও পবিত্র হয়, কিন্তু জনার্দ্দনে ভক্তিমান না হইলে কুলীনও ম্লেচ্ছ সদৃশ হয়।

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥

হে কেশব! যিনি তোমার ভক্ত, তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-কর্ত্তা। হে অচ্যুত! যিনি তোমার ভক্ত নহেন, তিনি সর্ব্বপাপকারী।

অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিসুর-বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘম্॥

অশ্বত্থ, তুলসী, ধাত্রী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের অর্চ্চনা, প্রণাম ও ধ্যান করিলে, তাঁহারা মনুষ্যের পাপক্ষয় করেন।

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবাঃ খমরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥

হে ভদ্র! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, মরুৎ, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সর্ব্বপ্রাণী—আমার অধিষ্ঠানভূত পূজাপাত্র।

পূজার আধান হন বৈষ্ণবঠাকুর।
নীচ-উচ্চ-বিচার সে রহু বহুদূর॥
শালগ্রামপূজা আদি তাহে কি বিচার।
যাঁহার চরণ-স্পর্শে সংসার নিবার॥
অকারণে প্রত্যবায় অধিক ত আর।
আচার্য্য সিদ্ধান্ত [illegible] করিয়া বিচার॥

শ্রীরূপ-সনাতন জগত-আচার্য্য।
এবং সর্ব্বাচার্য্য আর সর্ব্ব সাধুবর্য্য॥
সভার সম্মত শাস্ত্র বেদ-অনুসারে।
লোকনিস্তারের হেতু করিলা বিস্তারে॥
অতএব দৃঢ় হৈল সিদ্ধান্ত বিচারে।
বুঝিবে সুবোধ নাহি বুঝিবে ইতরে॥
ইথে যেই অভাগিয়া বৈষ্ণবনিন্দয়।
নীচ জ্ঞান করি জাতি-কুল বিচারয়॥
এ সব সিদ্ধান্তে যেই হেয়বুদ্ধি করে।
বৈষ্ণব-চরণরজ নাহি ধরে শিরে॥
বৈষ্ণব-চরণে দাসবুদ্ধি না করিল।
তবে বজ্রাঘাত তার শিরেতে পড়িল॥
শ্রীল নাভাজীর মনপ্রীতের লাগিয়া।
তাঁহার অন্তরগূঢ় আশয় বুঝিয়া॥
বৈষ্ণবমহিমা কিছু বাহুল্য লাগিয়া।
কথোগুলি শ্লোক লিখিল সুপ্রমাণ দিয়া।
ইহাতে যে ভাল মন্দ বিচারিতে নারি।
অপরাধ না লবেন দাস অঙ্গীকরি॥
হে শ্রীল নাভাজীউ কটাক্ষ করহ।
শ্রীচরণ কৃষ্ণদাস-মস্তকে ধরহ।

বৈষ্ণব-মহিমা।

বৈষ্ণবমহিমামৃত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
লক্ষ লক্ষ কহিবারে কার শক্তি হয়॥
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা কহিয়া কি ফল।
তথাপিহ প্রয়োজন আছয়ে প্রবল॥
দাম্ভিক অবোধ কুতার্কিক দুরাশয়ে।
নিন্দুক পাষণ্ডী জনার হিতের লাগিয়ে।
দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণবের গুণগান।
কোন ছলে করি যদি পদে দেন স্থান।
সাধুকৃপা সুকৃতি যে বিনা কোনমতে।
কখন বিশ্বাস নহে হরির ভকতে॥

পাদ্মে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

হে রাজন্! স্বল্পপুণ্যশীল ব্যক্তিদের মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, নামব্রহ্মে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না।

হরিভক্তি-অঙ্গ যে অম্বষ্ঠ-ব্যতিরেকে।
চৌষট্টি প্রকার যে প্রসিদ্ধ সর্ব্বলোকে॥
বৈষ্ণবের আরাধনা সেইমত হয়।
তার মধ্যে যে যে অঙ্গ সম্ভাবনা লয়॥
তাহার প্রমাণ আর বৈষ্ণবমহিমা।
রসামৃত সিন্ধুগ্রন্থ সিদ্ধান্তের সীমা॥
আরাধনবিধি পূর্ব্বে প্রমাণ কহিল।
দিগ্‌দরশনমাত্র সীমা না পাইল॥
কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণভক্তে অধিক পূজিব।
তাৎপর্য্য অর্থ ইথে ত্রুটি না করিব॥
বৈষ্ণবের মহিমা কে কহিবারে পারে।
শ্রীল-শঙ্কর বিনা ইহা অন্য-অগোচরে॥
ইহাতে সন্দেহ কিবা দেখহ বিচারি।
ভক্তিমিশ্র বিনা জ্ঞানি-কর্ম্মি-আদি-করি॥
ফল নাহি পায় যথা স্থূল তুষ কুটে।
ভক্তি-মিশ্র হৈলে মুক্তি-আদি করপুটে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

হে বিভো! ভবদীয় ভক্তিমার্গে মঙ্গলস্রোতঃ প্রবাহিত, (তৎপথপরিত্যাগে) কেবল জ্ঞানলাভার্থ মানুষ ক্লেশই পাইয়া থাকে। তাহারা যে কষ্ট স্বীকার করে, তাহা স্থূলতুষাবঘাতিগণের ক্লেশের ন্যায়।

প্রার্থনা করিয়া সুর-মুনি যাহা কহে।
দিলেও সে হরিভক্ত নাহি ফিরে চাহে॥

তত্রৈব—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

সালোক্য, সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য, সমানরূপ এবং সর্ব্ববিষয়ে সমত্ব প্রদান করিলেও মদীয় ভক্তগণ আমার সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন না।

কেন যে ভকতি আর যেবা তার পূজ্য।
[illegible]-ভুক্তি-মুক্তি-আদি [illegible] আর্য্য॥

সেহ দূরে থাকুক যেই ভক্তিতে প্রবর্ত্ত।
কিঞ্চিৎ ভকতি কিন্তু কর্ম্মেতে নিবর্ত্ত॥
জ্ঞানের যে পরিপাকে কর্ম্ম যার ক্ষয়।
সে জন জীবন্মুক্ত প্রবর্ত্তেই হয়।

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌-ব্যবসিতো হি সঃ॥

যে ব্যক্তি একচিত্তে আমার ভজনা করে, অতি দুরাচার হইলেও, সে সাধু বলিয়া গণ্য। যে হেতু, সে মৎপ্রতি একান্তমনা।

অতএব প্রবর্ত্ত সাধক ভক্ত যেঁহ।
সকলের পূজ্য তেঁহ ইথে কি সন্দেহ॥
তাহাও থাকুক দূরে শুনহ রহস্য।
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা গান করে বিশ্ব॥
বৈষ্ণব যাহার কুলে গর্ভে জনময়।
তার পিতৃলোক যদি নরকে থাকয়॥
নরক হইতে উঠি আস্ফোটন করে।
মোর বংশে বৈষ্ণব জন্মিবে অতঃপরে॥
সংসারের দুঃখ আর নাহিক ভুঞ্জিব।
বালক জন্মিবামাত্র সবে মুক্ত হব॥

অথ সম্প্রদাপ্রকরণ।

সম্প্রদায়ী সদ্‌গুরুর চরণ-আশ্রয়।
লবামাত্র কর্ম্ম ছুটে পবিত্র সে হয়॥
শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কাম-প্রেমভক্তি উপযায়।
ইহার প্রমাণ শত কত কহা যায়॥
কিঞ্চিৎ কহিব মাত্র দিগ্‌দরশন।
সাধুমার্গ শাস্ত্রমতে দিয়া যে প্রমাণ॥
সম্প্রদাবিহীন যেই বৈষ্ণবাভিমানী।
শাস্ত্রের প্রমাণে তারে বৈষ্ণবে না গণি॥
কোটিকল্পে তার সিদ্ধি কভু নাহি হয়।
সেই মন্ত্র নিষ্ফল যে জানিহ নিশ্চয়॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়তন্ত্রে তথা স্থানান্তরে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৈর্বৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥
সম্প্রদায়শূন্য মন্ত্র বিফল; কোটিকল্পকাল সাধন করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না।

বৈষ্ণবসম্প্রদা চারি প্রসিদ্ধ ভুবনে।
শ্রীমাধ্বী রুদ্র আর সনক বিধানে॥

পাদ্মে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-মাধ্বী-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবা ভুবি পাবকাঃ।

শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র, সনক—পৃথিবীর পবিত্রতাকারী এই চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কলিযুগে নিশ্চয় প্রাদুর্ভূত হইবে সন্দেহ নাই।

অবৈষ্ণবস্থানে যদি বিষ্ণুমন্ত্র লয়।
নরকগমন সেই পশ্চাতে করয়॥
ভ্রমে যদি করে পুন বৈষ্ণব গুরুত্বে।
দীক্ষা করিবেক সেই শাস্ত্রবিধিমতে॥

নারদপঞ্চরাত্রে তথা যামলে হরি ভক্তি-বিলাস-গ্রন্থ-প্রসিদ্ধঃ—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥

অবৈষ্ণবের নিকট উপদেশ-প্রাপ্ত মন্ত্রের দ্বারা নরকগামী হইতে হয়; সুতরাং বৈষ্ণব গুরুর নিকট সম্যক্ বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—মহাদেব উবাচ।

ন্যাসে বাপ্যর্চ্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তমাশ্রয়েৎ।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরা গতিঃ॥

ন্যাসক্রিয়া বা পূজা দ্বারা একান্ত-চিত্তে মন্ত্র গ্রহণ করিবে। অবৈষ্ণবের নিকট গৃহীত মন্ত্রে পরমা গতি লাভ হয় না।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টং চেৎ পূর্ব্বমন্ত্রবরদ্বয়ম্।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্গ্রাহয়েন্মনুম্॥

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট পূর্ব্বমন্ত্রবরদ্বয় (বিষ্ণু-মন্ত্র ও লক্ষ্মীমন্ত্র) পুনরায় সম্যক্ বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণবের সকাশে গ্রহণ করিবে।

মহাকুলোদ্ভব সর্ব্বযজ্ঞেতে দীক্ষিত।
নিগমসহস্রশাখা যদ্যপি পঠিত॥
হেন যে ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হন।
গুরু নাহি হন তাঁরা করিলে বরণ॥

তত্রৈব—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

অবৈষ্ণব ব্যক্তি, মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াও এবং সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াও, গুরুযোগ্য নহেন।

পুনশ্চ পাদ্মে—

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
কুলে মহতি জাতোঽপি ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াও, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াও এবং মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অবৈষ্ণব ব্যক্তি গুরু-যোগ্য হইতে পারে না।

যস্তু মন্ত্রদ্বয়ং সম্যগধ্যাপয়তি বৈষ্ণবঃ।
স আচার্য্যস্তু বিজ্ঞেয়ো ভববন্ধবিদারকঃ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণু-মন্ত্রদ্বয় সম্যক্ ধারণ করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব, আচার্য্য ও ভববন্ধন হারী বলিয়া কথিত।

অবৈষ্ণবে বিষ্ণুমন্ত্র লৈলে কি হইবে।
ভক্তি যে বর্দ্ধিষ্ণু নহে যাহাতে তরিবে॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

গৃহ্লাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাৎ গৃহীত্বা চ হরিভক্তি র্ন বর্দ্ধতে॥

ভক্তব্যক্তি বৈষ্ণবের সকাশ হইতে ভক্তি সহ কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন, অবৈষ্ণবের সকাশ হইতে গৃহীতমন্ত্রে হরিভক্তি বৃদ্ধি হয় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥

বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্যক্তির নিকট মন্ত্র-গ্রহণে লোক ভক্তিশূন্য হয় এবং শৈব ও শাক্তের সকাশে গৃহীত মন্ত্রে কাহারও হরিভক্তি বৃদ্ধি পায় না।

শৈব-সৌর-শাক্ত-আদি বর্জ্জন করিয়া।
বিষ্ণুমন্ত্র লইবেক বৈষ্ণব জানিয়া॥

কালীতন্ত্রে—

ন চ শাক্তাৎ ন শৈবাচ্চ গৃহ্লীয়াদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌দ্বিজাৎ ॥
শাক্তাৎ শৈবাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন জায়তে ॥

বৈষ্ণব বিপ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে ; শাক্তের ও শৈবের নিকট নহে। শাক্ত ও শৈবের সকাশে মন্ত্রগ্রহণে হরিভক্তি জন্মে না।

দেবীপুরাণে—

শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাঙ্কর এব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্ ॥

নাস্তিক,—সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, শৈব, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শাঙ্কর, সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে বর্জ্জন করিবে।

বিপর্য্যয়-পথ যদি গুরু শিষ্যে হয় ॥
কোথা আরাধনা তার ভক্তির উদয় ॥

পাদ্মে—

বিপর্য্যয়ে চ বর্ত্মে চ গুরুশিষ্যে যদি ক্বচিৎ।
কথমারাধ্যতে ইষ্টং কষ্টং তদ্ভক্তিসুস্থিরম্ ॥

গুরু ও শিষ্য উভয়ে যদি বিপরীত মার্গগামী হন, কি প্রকারেই বা ইষ্ট আরাধনা হইবে এবং কিরূপেই বা স্থিরা ভক্তি হইবে।

এ প্রমাণ বহু হয় কতেক লিখিব।
কৃষ্ণভক্তি ইচ্ছ যেই বিচার করিব ॥
সদ্‌গুরু-শব্দেতে সম্প্রদায়ীকে বুঝায়।
সৎ-শব্দে নিত্য ইহা অভিধান হয়।
সম্প্রদায় গুরুপরম্পরা যে প্রণালী ॥
নিত্য তার ধ্বংস নাহি আসিতেছে চলি ॥
সেই প্রণালীতে গুরু যেই জন হন।
সদ্‌গুরু বলিয়া হয় তাঁহার আখ্যান ॥
পূর্ব্বে যে কহিল সম্প্রদায়-উপদেশ।
বিনা যে নিষ্ফল তার ধর্ম্মের নাহি লেশ ॥
যাহা-বিনে বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ যে নহিল।
অবে যে বৈষ্ণব বলি যতেক কহিল ॥
তাহাতে জানিবে সম্প্রদায়ী হন তেঁহ।
নতুবা বিরোধ হয় পূর্ব্বাপর সহ ॥
অতএব যেহ সম্প্রদায়োপদিষ্ট হন।
বৈষ্ণব-শব্দেতে শাস্ত্রে তাঁহারে কহেন ॥

সর্ব্ব যে লক্ষণে হীন আচার্য্য হয়েন।
যদি বিষ্ণুপরায়ণ ভকতি বহেন ॥
সেই সে দুর্ল্লভ তেঁহ সদ্‌গুরু হয়েন।
সত্য সত্য করি পুন শাস্ত্রেতে কহেন ॥

দেবীপুরাণে—

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এব সদ্‌গুরুর্জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্‌বদামি তে ॥

সর্ব্বলক্ষণশূন্য হইলেও বিষ্ণুর প্রতি যাঁহার পরমা ভক্তি এবং বিষ্ণু ও গুরুর প্রতি যিনি সমান ভক্তিনিষ্ঠ তিনিই আচার্য্য হইবেন ; তিনিই সদ্‌গুরু জানিবে,—ইহা সত্য করিয়া কহিলাম।

চারি সম্প্রদায় ক্রম হয় শাস্ত্রসিদ্ধ।
অনাদি-ব্যবহারে দেখ লোকেতে প্রসিদ্ধ ॥
আর দেখ চমৎকার সম্প্রদোপবিষ্ট।
অনন্যভাবে হয় ইষ্টভক্তিনিষ্ঠ ॥
অসম্প্রদায়ী জন যেই কৃষ্ণমন্ত্র যজে।
নিষ্ঠা দূরে রহু নাহি জানে কারে ভজে ॥
সর্ব্ব দেব জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি সমান জানে।
নানাকর্ম্ম করি আপনারে সাধু মানে ॥
বিচার করিয়া দেখ পূর্ব্বাপর-ক্রমে।
সদ্‌গুরু আশ্রয় বিনে পথান্তর ভ্রমে ॥
গুরু সকলের মূল সভার প্রকৃতি।
ভুক্তি-মুক্তি-দাতা আর কৃষ্ণে ভক্তি রতি ॥
যেমন আশ্রয় যার তেমতি সে হয়।
এক দোঁহা তার দৃষ্ট মহাজনে কয় ॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

জল বরোবর মীন রহে জাতি বুঝকে বুদ্ধি।
জাকো যৈছে গুরু মিলে তাকো তৈছে সিদ্ধি ॥

অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্রমত যজ।
বৈষ্ণবের পথ লও সদ্‌গুরুকে ভজ ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক করি জানো।
আপনারে নীচ অপরাধী করি মানো ॥
তরুবৎ সহিষ্ণুতা আপনাতে করো।
অমানী আর মানদান সদাই বিচারো ॥

যথা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তৃণের অপেক্ষা সুনীচ ও তরুবৎ সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং অভিমানশূন্য অথচ অপরের সম্মানদাতা হইয়া, শ্রীহরির নাম নিরন্তর কীর্ত্তন করিবে।

যে জনার হরিভক্তি অকিঞ্চনা হয়।
অসংখ্য মহিমা তাঁর কহা নাহি যায়।
সকল দেবতা সর্ব্বগুণের সহিত।
তাঁহার শরীরে বৈসে হৈয়া আনন্দিত॥
হরির অভক্ত জনে সদ্গুণ কোথায়।
ইন্দ্রিয়সুখের হেতু ইথি-উথি ধায়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতে হরিঃ॥

ভগবানের প্রতি যাহার অকিঞ্চন ভক্তি বিদ্যমান, সুরগণ সর্ব্বগুণসহ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন। শ্রীহরির অভক্তদিগের মনোরথ নিয়ত বহির্ম্মুখে (ভক্তি হইতে দূরে) ধাবমান, তাহারা মহদ্গুণ কোথায় পাইবে?

সামান্যত বৈষ্ণব-আকর কহি শুন।
পূর্ব্বে কহিয়াছি তথাপিহ কহি পুন॥

হরিভক্তিবিলাসে—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণকারী বিষ্ণুপূজারত ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নামে কথিত হন; তদিতর ব্যক্তিরা অবৈষ্ণব।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণবো দ্বিজ।

হে দ্বিজ, যিনি বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক, তিনিই বৈষ্ণব।

সম্প্রদায়ী শব্দ যদি এ শ্লোকে না হয়।
তথাপি জানিবে সম্প্রদায়ীর আশ্রয়॥
পুথি দেখি মন্ত্র-উপাসনা নাহি হয়।
ইহাতে জানিবে তেঁহ সদ্গুরুর আশ্রয়॥
বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা করি ভক্ত্যঙ্গ যজয়।
সেই জন বৈষ্ণবেতে জানিহ নিশ্চয়॥

ইহাঁর ইতর যত অবৈষ্ণবগণ
কিন্তু সম্প্রদায়ী তেঁহ বৈষ্ণব না হন॥
যতেক কহিল এত অতিধন হয়।
বৈষ্ণব অপরাধে কিন্তু সব নাশ যায়॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধে সর্ব্বনাশ হয়।
আয়ু শ্রীযশোধর্ম্ম লোকাশিষ ক্ষয়॥
আর যত শ্রেয় কোটি জন্মের সঞ্চয়।
আর কি কব কৃষ্ণভক্তি দূরে যায়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

মহজ্জনের অতিক্রমকারী লোকের আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, দেবাদি লোক, বাঞ্ছনীয় বস্তু এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিনষ্ট হয়।

বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই মূঢ়মতি।
পিতৃসহ রৌরবেতে ভুঞ্জয়ে দুর্গতি॥

স্কান্দে—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥

যে মূর্খগণ বৈষ্ণব মহাত্মগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণসহ মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়।

বৈষ্ণব দেখিয়া যেই সম্মান না করে।
আসন হইতে উঠি প্রণয় আদরে॥
দাম্ভিক সে জন যে নিন্দিত ভ্রষ্টমতি।
অচিরাতে হয় সেই নরকে অতিথি॥

পাদ্মে—

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স ভবেন্নরকাতিথিঃ॥

বৈষ্ণবদর্শনমাত্র যে ব্যক্তি প্রণয়-সম্ভাষণে আসন হইতে গাত্রোত্থান না করে, সে ব্যক্তি নরকের অতিথি হয়।

সদ্গুরু-আশ্রয় কৃষ্ণ বৈষ্ণব-সেবন।
এই ধন্য নরদেহ করিয়া ধারণ॥
অন্বয়-ব্যতিরেক-মতে বৈষ্ণবমহিমা।
প্রসঙ্গে কহিল কিছু সিদ্ধান্তগরিমা॥

সম্প্রদায় সৎ প্রণালী আগে ত কহিব।
কৃষ্ণদাস পাদরজ মাজিয়া লইব॥

শ্রীনব-যোগেশ্বর।

নিমি নব যোগেশ্বর যা-সবা পাতৃকা।
পরমশরণ্য যেই ভবাব্ধির নৌকা॥
কবি হরি করভাজন আর অন্তরীক্ষ।
চমস প্রবুদ্ধ আর পিপ্পল সুদক্ষ॥
দ্রুমিলাদি জগজন-তাপবিমোচন।
ভুবনে বিতরে কৃষ্ণভক্তি জ্ঞানাঞ্জন॥

ভক্তিমহিমাকথন।

নববিধা ভক্তি যেই যাজন করয়।
তার শ্রীচরণরেণু পরম উপায়॥
নব অঙ্গ দূরে রহু এক অঙ্গ ভজে।
পরম ধামকে পায় মায়াবদ্ধ তেজে॥
শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিৎ কীর্ত্তনে শ্রীশুক।
স্মরণে প্রহ্লাদ অর্চ্চনে পৃথু রাজক॥
কমলা চরণ সেবি বন্দনে অক্রুর।
শুদ্ধদাস্যরস-অঙ্গে পায় কপীশ্বর॥
সখ্যে পার্থ আত্মনিবেদনে বলিরাজ।
এক এক অঙ্গে ভজি সাধে নিজকাজ॥

যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথ সখ্যেহর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

পরীক্ষিৎ শ্রীহরির নাম শ্রবণে, ব্যাসাত্মজ শুকদেব তাঁহার নাম কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তদীয় স্মরণে, লক্ষ্মী তাঁহার পাদসেবনে, পৃথু তদীয় পূজনে, অক্রুর তাঁহার অভিবন্দনে, কপিরাজ হনুমান তাঁহার দাস্যে, অর্জ্জুন তাঁহার সখ্যতায় এবং বলিনৃপতি সর্ব্বস্বদানে ও আত্মনিবেদনে, সেই পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভগবান যার বশ তার নামগুণে।
ত্রৈলোক্য পবিত্র সেই পূজ্য ত্রিভুবনে॥

ভক্তি-অঙ্গ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ভক্তির নব অঙ্গ,—বিষ্ণুর নামগুণশ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তদীয় পাদসেবন, পূজা, বন্দনা, দাস্য, তাঁহাতে সখ্য ও আত্মনিবেদন॥

শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ।

রাজা পরীক্ষিত, ভুবনে বিদিত,
মহিমা অপার যাঁর।
যাঁর যশ গুণ, করিয়া বাখান,
তরয়ে তিন সংসার॥
হেন অদ্ভুত, শুনি চমকিত,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল।
গর্ভের ভিতরে, শ্যামলসুন্দরে,
দেখা দিলা রক্ষা ছলে॥
সেই হৈতে হিয়া, উচ্চাটন হৈয়া,
কি দেখিনু কিবা সেই।
তেমন না দেখি, সচঞ্চল আঁখি,
সবা-মুখ নেহারই॥
এই বা সে হয়, বিতর্ক করয়,
যার তার পানে চাহি।
সেই অভ্যাসেতে, যার যে মনেতে,
কহিতে শকতি নাহি॥
শ্রীল শুকমুনি, সাধু শিরোমণি,
পূজিত ত্রৈলোক্যে অতি॥
অব্যাহত গতি, এক স্থানে স্থিতি,
গোদোহনকাল নহে।
হেন সে যদ্যপি, স্বভাব তথাপি,
রাজার গুণেতে মোহে॥
সপ্ত দিবানিশি, একাসনে বসি,
আনন্দে মগন হিয়া।
শ্রীল-ভাগবত, নৃপের সহিত,
আস্বাদেন বন্ধু প্যায়া॥

রাজা মহামতি, ওই রসে মাতি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
প্রেমানন্দামৃত, অন্তরে পূরিত,
কি করিব দ্বন্দ্ব বাদে॥
কর্ম্মী জ্ঞানী তপী, চারিদিকে ব্যাপী,
ভক্তি মর্ম্ম নাহি বুঝে।
তাহা নৃপবরে, বুঝিয়া অন্তরে,
তা সবা বুঝাবা কাজে॥
নাহি বুঝিলাম, হেন করি ভাণ,
প্রশ্ন করে পুনঃ পুন।
পুন সে গোসাঞি, করি ব্যক্ত তাই,
কহে বুঝে অজ্ঞজন॥
রাজা পরীক্ষিত, ত্রিজগত-হিত,
করিলেন অনায়াসে।
যাঁহার আদরে, শুক মুনিবরে,
ভাগবত পরকাশে॥
তাঁহার চরিতে, কে পারে কহিতে,
তাহে মুঞি ছারমতি।
টীকার আভাস, নৃপগুণযশ,
কহি যে কিঞ্চিৎ রীতি॥
তাঁহার চরণে যদ্যপি কখনে
কোন সুকৃতিব ফলে।
ভক্তি উপজায়, তবে সে জুয়ায়,
বর্ণিতে গুণ-সকলে॥
কৃষ্ণদাস-চিতে, চরণ-অমৃতে,
কুমতি-বিষ ঘুচাও।
প্রভূ ভৃত্য দুহুঁ, কৃপা কবি পহুঁ,
অন্তরে উদয় হও॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী।

শুকদেব মুনিবর, তুলনা নাহি যাঁর,
ত্রিজগত চৌদ্দভুবনে।
পূজ্যবর্গে সাধুমার্গে, সমতা সদ্‌গুণ বিত্তে,
যাঁর সম না হয় বাখানে॥
কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি, বেদের মঙ্গলধ্বনি,
করিয়া গায় উচ্চনাদে।
যাহা শুনি সব লোকে, তরয়ে সংসার দুঃখে,
[illegible] না করে বিবাদে॥
যাঁর নাম গুণ যশ, পরমকৌতুকর[illegible]
যারে দেখ্য সেই জান স্বাদ।
ভুবনমঙ্গলধ্বনি, পরানন্দবিস্তারি[illegible]
ইতররসের করে বাদ॥
সেই সে রসেতে ভক্ত, তার প্রেমে অনু[illegible]
গুণ কত কহনে না যায়॥
কৃষ্ণপাদপদ্মমধু, মন মত্তভৃ[illegible]
দিবানিশি তাহাতে চরায়॥
নিশি দিন স্ফূর্ত্তি নাহি, কিবা করি কি[illegible]
কেবা বুঞ্চি নাহিক সন্ধান।
মদিরা মদান্ধ যেন, নিজদেহে জ্ঞানহীন,
তেমতি প্রেমান্ধ মতিমান্॥
কিবা সে রহস্য কথা, গর্ভ হৈতে কেবা কো[illegible]
নাড়ীসহ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন, তৎক্ষণাৎ সু[illegible]
পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া॥
চলিতে পথ নাহি হেরে, নদী কিবা সরোবরে,
কিংবা বৃক্ষ পর্ব্বত সম্মুখে।
ঐমনি চলিয়া যায়, কেহ নাহি বাধে[illegible]
হরিজনে কেহ নাহি রোখে॥
জল স্থলময় হয়, গিরি-বৃক্ষ-আদি[illegible]
দোফাল হইয়া পথ দেয়।
অনল শীতল হয়, বায়ু মৃদু মৃদু ব[illegible]
শীত বর্ষা স্বভাব তেজয়।
নবকজ্জল-দুনয়ানে, ধারা বহে অবির[illegible]
নীলবরণ শুদ্ধ তনু।
যেন নব কাদম্বিনী, নির্ঝরে ঝরয়ে পা[illegible]
হুহুঙ্কার সুগর্জ্জন জনু॥
প্রলম্ব সুবাহুদ্বয়, আজানু তুলিয়া [illegible]
করিশুণ্ড যেন সকম্পকে।
অর্দ্ধ-উন্মীলিত আঁখি, প্রদোষে সুধাং[illegible]
পদ্ম যেন মুদিত উন্মুখে॥
দরশন চমৎকার, গুণের না[illegible]
রূপে গুণে অতুল সংসারে।
ত্রিজগতে এক ধন্য, এক শ্রেষ্ঠ [illegible]
পূজ্যের পূজ্যতমজমোত্তরে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত জপ, জ্ঞান যজ্ঞ [illegible]
আদি করি পুরুষার্থ যতেক।
ত্রিজগতে উচ্চগিরি, [illegible] আশ্রয় করি,
সাধু করি মানে শতেক॥

তাঁর দাস দাসী মানি,
সেই উচ্চগিরি লোকে আর্য্য।
আপন সেবকগণে, শক্ত নহে ফলদানে,
বিনা দেবী সকলি অগ্রাহ্য॥
ভক্তিদেবী মুখপানে, করি থাকে নিরীক্ষণে,
ঠাকুরাণী শুভদৃষ্টি কৈলে।
সেবকেরে ফল দিব, নহে সব ব্যর্থ হব,
গীতোপনিষদে ইহা বলে॥
অতএব হরিভক্তি, বিনা মিশ্র নহে শক্তি,
কোন সাধনের ফলদানে।
আপনি স্বতন্ত্র হন, সর্ব্বফলে শক্তিমান্,
চিদ্ঘনস্বরূপ বেদে ভণে॥
সেই দেবীর প্রিয়ধাম, শুকদেব অভিরাম,
সম্যক্প্রকারে যাতে স্থিতি।
অভিন্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ভক্তি, তার ধাম তাঁর শক্তি,
শক্তি শক্তিমানে কি রীতি॥
অতএব ভক্ত ভক্তি, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি,
শক্তি শক্তিমানেতে অভেদ।
যেহেতুক কৃষ্ণভক্ত, ভক্তি যাতে অনুরক্ত,
সেই কৃষ্ণ বিশেষে শুকদেব॥
কলিভবকারাগার, নাহি যাহে পারাবার,
ঘোর তিমির অপেয়ান।
তাহে বন্দী জীবগণ, হেরিয়া কাতর মন,
করিলা যে উপায় সৃজন॥
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, কলিজয় মহা অস্ত্র,
প্রকাশিলা সদয় হৃদয়।
তাঁহা সে আশ্রয় করি, সিন্ধুমধ্যে যেন তরি,
পাইয়া উত্তরে দুঃখচয়॥
তাঁহার চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
স্মরণ ভজন নমস্কারে।
কৃষ্ণভক্তি বহুদূরে, সংসার-নাহিক তরে,
ধর্ম্ম অর্থ সেহ না সঞ্চারে॥
কৃষ্ণদাস ধিক্ মতি, তাঁহার চরণে রতি,
হেন কৃষ্ণ-ভকতি-বিহীনে।
হেন দিন কবে হবে, তাঁহার করুণা লবে,
অনুরাগ হইবে সে ধনে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে পুরু-ইক্ষ্বাকু-আদি-গুণকথনং তথা ভক্তসেবা-অঙ্গ তথা ভক্তিদেবী-গুণকীর্ত্তনং ষষ্ঠমালা॥৬॥

সপ্তম মালা।

প্রহ্লাদভক্তরাজগুণকথন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদের গুণগান পরম অদ্ভুত।
যাঁর গুণে বশীভূত প্রভু যে অচ্যুত॥
অহো কি আশ্চর্য্য কথা কিবা চমৎকার।
যাঁর অনুরোধে প্রভু হৈলা অবতার॥
লক্ষ্মী-শিব- ব্রহ্মা-আদি ভয়ে পলাইল।
প্রহ্লাদের অঙ্গ স্নেহে চাটিতে লাগিল॥
অগ্নি জল বিষ আদি হৈতে রক্ষা কৈলা।
যার সঙ্গে শিশুগণ বৈষ্ণব হইলা॥
পরম অদ্ভুত কথা প্রহ্লাদচরিত্র।
শ্রবণসুখদ হয় পরম পবিত্র॥
বিস্তার বর্ণিতে তাহা নাহিক শকতি।
কিঞ্চিৎ কহিব মাত্র যথাবুদ্ধিমতি॥
রচনায় ভাল মন্দ না করো বিচার।
পবিত্র কথন বলি কর অঙ্গীকার॥
নাভাজীর বর্ণন আর প্রিয়াজীর টীকা।
সংক্ষেপে কহিল কিন্তু অমৃত অধিকা॥
কিঞ্চিৎ বিস্তার করি কহিবারে চাহি।
চান্দ ধরিবারে মতি কীটসম নহি॥
অতএব যথাশক্তি যথাবুদ্ধিমতি।
কহি যে পবিত্র হেতু আপন প্রকৃতি॥
হিরণ্যকশিপু অতি দুর্দ্দান্ত অসুর।
ভয়ে কম্পকম্পান্বিত হয় তিন পুর॥
আপনা ঈশ্বর মানে ভগবতদ্বেষ্টা।
বিষ্ণুরে মারিব বলি করে মূঢ় চেষ্টা॥
তাহার বনিতা নাম কয়াধু সুশীলা।
তাহার সদ্গুণ ভাগবতে বাখানিলা॥
কৃষ্ণভক্তমধ্যে তেঁহ ভাগবত-শ্রেষ্ঠ।
সুশীলা সুধীরা সম শান্ত দান্ত শিষ্ট॥
ইন্দ্র যবে হরণ করিয়া লঞা গেলা।
নারদের বাক্যে:

কৃষ্ণভক্তা কয়াধু যে আরাধ্য স্বভাব।
দ্বিতীয় পরমভাগবত ঞিহার গর্ভে॥
তাহা শুনি দেবরাজ সঙ্কোচ হৈয়া।
পূজিলা তাহারে অতি ভকতি করিয়া॥
নমস্কার প্রদক্ষিণ স্তুতি নতি করি।
পাঠাইয়া দিলা তারে আপন নগরী॥
কয়াধুর গুণ কত না যায় বর্ণন।
যাঁর গর্ভে জন্মিলেন প্রহ্লাদ রতন॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি গোপনে রাখয়।
বহির্ম্মুখ স্বামী পাছে জানে দুরাশয়॥
তেঁহ রত্নগর্ভা যাঁর জঠর-সাগরে।
দুর্ল্লভ অমূল্য রত্ন জন্মিলা অন্তরে॥
প্রহ্লাদ মহানুভব পৃথিবীর রত্ন।
সেই আঢ্য যেই করে তাঁর পদে যত্ন॥
শ্রীল শ্রীমন্নারদ গোস্বামী মহাশয়।
জগতের গুরু ভক্ত্যাবেশ দয়াময়॥
অন্তরে জানিলা কয়াধুর শুভগর্ভে।
লীলাহেতু নৃসিংহের অবতারপর্ব্বে॥
জন্মিলা মহান্ এক পুরুষরতন।
যাঁর বাধ্য ভগবান্ জগত-কারণ॥
জানিয়া আইলা ঋষি কয়াধুর স্থানে।
ভাগবত শাস্ত্র ইষ্টগোষ্ঠী অনুক্ষণে॥
গর্ভের ভিতরে থাকি শুনেন প্রহ্লাদ।
আনন্দে মগন সাধু প্রেমে অবসাদ॥
সময়েতে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলা।
রাহুগ্রস্ত হৈতে যেন চন্দ্র প্রকাশিলা॥
মঙ্গলসূচক দশদিগেতে ব্যাপিল।
ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল আজু হৈতে গেল॥
প্রহ্লাদের স্বাভাবিক কৃষ্ণপদে রতি।
বাল্য হৈতে মহান্তের বিষয়ে বিরতি॥
অন্য অন্য বালক অন্য অন্য ক্রীড়া করে।
প্রহ্লাদ মৃন্মূর্ত্তি করি পূজয়ে কৃষ্ণেরে॥
ভোজনের কালে মাতা খাইতে ডাকয়।
না যাব এখন কহে সেবা নাহি হয়॥
অন্যান্য বালক নাচে ধূলা উড়াইয়া।
প্রহ্লাদ নাচয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বলিয়া॥
হিরণ্যকশিপু রাজা ভগবত-দ্বেষ্টা।
প্রসিদ্ধ সবাই জানে তাহার কুচেষ্টা॥
প্রহ্লাদের সুধারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি দেখি।
বিপর্য্যয় মানে রাজা কোপে রক্ত আঁখি॥
তাড়ন ভর্ৎসন করে বালক উপরে।
হারে শিশু ও নাম শিখাইল কেবা তোরে॥
মারিবারে ধায় মহাতর্জ্জন করিয়া।
শিশু মৌনে রহে কৃষ্ণে মন সমর্পিয়া॥
কয়াধু সুমতি পুত্রে বিরলে লইয়া।
গোপনে বুঝান মুখচুম্বন করিয়া॥
তোমার বালাই যাই অরে মোর স্তন্য।
তুমি হেন পুত্র মোর গর্ভ ধন্য ধন্য॥
পিতা তব মূঢ়মতি তাড়ন করয়।
তাহাতে কি ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায়॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে দৃঢ়মতি যার রহে।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
অতএব আমার পরাণ পুত্তলিকা।
কৃষ্ণ নাহি ভুল ভজ একান্ত করিয়া॥
গদগদ ভাবে মহা আনন্দে প্রহ্লাদ।
কান্দয়ে ধরিয়া সাধু মাতার দুই পদ॥
ধন্য সে জননী তুমি যাতে কৃষ্ণভক্তা।
হেন উপদেশ দেয় সেই সত্য মাতা॥
বিধাতা সদয় মোরে কত ভাগ্য কৈছু।
কোটী জন্ম পুণ্যে তব গর্ভে জনমিছু॥
কথোক দিবসে রাজা পুত্রে পড়াইতে।
সঁপিলা পণ্ডিত ষণ্ডামর্ক-গুরুহস্তে॥
ষণ্ডামর্ক প্রহ্লাদে লইয়া নিজালয়।
অন্যান্য বালক সহ যতনে পড়ায়॥
প্রহ্লাদ অনন্যচেতা তাহে নাহি মন।
কেবল চিন্তয়ে মাত্র কৃষ্ণের চরণ॥
গুরুর সমীপে ততক্ষণ মৌনে থাকে।
তেঁহ স্থানান্তর গেলে কৃষ্ণ বলি ডাকে॥
কথোদিন পরে রাজা পুত্রে বোলাইলা।
ষণ্ডামার্ক শিশু সহ রাজস্থানে আইলা॥
প্রহ্লাদের সৌন্দর্য্যে রাজা স্নেহে মগ্ন হৈয়া।
চুম্বন করয়ে মুখ ক্রোড়ে বসাইয়া॥
রাজা কহে বৎস কহ কি বিদ্যা পড়িলে।
কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কিবা অভ্যাস করিলে॥
প্রহ্লাদ কহেন পিতা সকলি অনর্থ।
বিদ্যা তপ জ্ঞান জপ কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ॥
সেই বিদ্যা হয় সর্ব্ববিদ্যামধ্যে শ্রেষ্ঠ।
যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেহ সে উৎকৃষ্ট॥
অতএব কৃষ্ণনাম বিদ্যা-চূড়ামণি।
ইহা ভিন্ন আর যত অর্থে না বাখানি॥

তাহা শুনি রাজা কোপে অগ্নি সম জ্বলে।
কোল হৈতে প্রহ্লাদেরে টান মারি ফেলে॥
জ্বলন্ত অনল যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
ষণ্ডামর্কপানে চাহে যেন কালানলে॥
কোপে কহে আরে বটু কি বিদ্যা পড়ালি।
আমার শত্রুর নাম বালকে শিখালি॥
কম্পিতহৃদয়ে ষণ্ডামর্ক তবে কহে।
আমি নাহি শিখাই মহারাজ কভু নহে॥
কি জানি কাহার স্থানে শিখে দুষ্টমতি।
বৃথা মহারাজ রুষ্ট হও মোর প্রতি॥
অতঃপর সমুচিত করিব উহার।
ও নাম পুনশ্চ যেন না কহয় আর॥
এত বলি ষণ্ডামর্ক পুন লয়্যা গেলা।
গৃহে যাই প্রহ্লাদেরে অনেক ভর্ৎসিলা॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রহ্লাদের মন চরে।
তাহা নাহি শুনে যেন ঝিল্লী ডাকে দূরে॥
সমূহ বালক সনে পড়াইতে বসাইলা।
কৃষ্ণকথাহীন যেই শাস্ত্র পাঠ দিলা॥
অক্ষরে অক্ষরে শিশুর কৃষ্ণ মনে পড়ে।
উদ্দীপন হয় প্রেমধারা দুনয়নে॥
ষণ্ডামর্ক উঠি যবে কর্ম্মান্তরে যায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তবে উঠিয়া নাচয়॥
অন্যান্য বালকগণ চমকিয়া চাহে।
সবে মেলি প্রহ্লাদেরে ধীরে ধীরে কহে॥
প্রহ্লাদ রে ভাই কহ কান্দ কি লাগিয়া।
কি নাম করিয়া নাচ উন্মত্ত হইয়া॥
সদা অন্যমনা থাক কি ভাব অন্তরে।
কি স্মর কি জপ কহ আমা সভাকারে॥
আহা কি আশ্চর্য্য সাধুসঙ্গের মহিমা।
বেদে না কহিতে পারে মহিমার সীমা॥
ক্ষণমাত্র প্রহ্লাদের দর্শনপ্রভাবে।
দ্রবিল সভার মন ফিরি গেল তবে॥
হেন বুঝি বিধি ভবসাগরতরঙ্গে।
তরী আনি দিলা রঙ্গে প্রহ্লাদের সঙ্গে॥
প্রহ্লাদ কহেন ভাই শুন মন দিয়া।
যে ভাবি যে জপি তাহা কহি বিবরিয়া॥
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি সুখের অবধি।
মোর চিত্ত ভাসে সেই সুখ-জলনিধি॥
পাথারে ভাসিয়া মুক্তি নাহি পাই পার।
ডুবিতে না জানি তাহে ধৈরয সাঁতার॥

ভুবনমোহন রূপে গুণে মন ঝুরে।
যার চিত্তে জাগে তার সব যায় দূরে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম গৃহ বিত্ত স্বজন বান্ধব।
ছাড়িয়া করহ পান চরণ আসব॥
তৃষিত চাতক মোর মন কৃষ্ণবারি।
ধারাপথে রবে আশাচঞ্চু যে পসারি॥
বিদ্যা ধন মান গ্রাম্যসুখ রাজ্যাস্পদ।
দূরে ত্যাগ কর ভাই বলবীর্য্যমদ॥
ভজ ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ সুখরাশি।
খসাও গলার দৃঢ় সংসারের ফাঁসি॥
প্রেমানন্দসুখ পাবে বন্ধন ছুটিবে।
বিষয় কদর্য্যসুখ বাসনা যাইবে॥
শিশুগণ কহে ভাই সংসারের সুখ।
জন্মে জন্মে ভুঞ্জিব যে কিবা তায় দুখ॥
নানা শুভকর্ম্ম করি স্বর্গাদি ভুঞ্জিব।
পুনর্জ্জন্ম হয় পুন সৎকর্ম্ম করিব॥
ইথে কেনে নিন্দ মৃত্যু আর পুনর্ভব।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া ভাই কি ধন পাইব॥
প্রহ্লাদ কহেন ভাই এই যে কহিলে।
অতিনীচ বাক্য ইহা অগ্রাহ্য ভূতলে॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন মন দিয়া।
অজ্ঞান যাইবে দূরে প্রকাশিবে হিয়া॥
ত্রিবিধা প্রকৃতি লোক সংসারেতে হয়।
তমঃ-রজ-সত্ত্ব-গুণে জগতে ভ্রময়॥
তমাধিক্য লোক পাপ শঠমতি হয়।
রজাধিক্য কর্ম্মপরা সুখ ইচ্ছাময়॥
সত্ত্বের প্রাধান্যে শম-দম-তপ মতি।
কিন্তু কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি দুর্গতি॥
কৃষ্ণভক্তি নির্গুণ নির্গুণজনে হয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম তপে সে না দৃকপাত করয়॥
কর্ম্মী নানাকর্ম্ম করি শ্লাঘা যে করয়।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মূঢ় তত্ত্ব না জানয়॥
পরমার্থ নাহি জানে ফিরে দুরাশয়ে।
কাহারে ভজয়ে মূঢ় কি ধন লাগিয়ে॥
সর্ব্বধনের ধন কৃষ্ণ ত্রিজগতে হয়।
কি ধন লাগিয়া মূঢ় অন্যেরে ভজয়॥
অন্য ধর্ম্মকর্ম্মে ভাই যে কহিলে সুখ।
সেই সুখ ব্যর্থ কেবল দুঃখের উন্মুখ॥
স্বর্গ আর নরক ভাই একই সমান।
যেই তত্ত্ব জানে নাহি করে বস্তুজ্ঞান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

তাঁহারা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তিরা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকের প্রতি সমানার্থদর্শী।

সাযুজ্য সুখদ করি মানয়ে ইতর।
ভক্তি বিপর্য্যয় ভক্ত করয়ে ধিক্কার ॥
সংসারের ভয়ে মাত্র পলাইয়া বাঁচে।
ভক্তিরসে হীন মূঢ় পসতায় পাছে ॥
পুনরায় ভক্তি প্রাপ্তি হইয়া ক্বচিৎ।
কৃষ্ণ পায় পূর্ব্বভক্তিমিশ্রফলোচিত ॥
সেই যে নির্ব্বাণ সেই ভক্তিগন্ধ বিনে।
না পায় জ্ঞানাদি যেন অজা-গলস্তনে ॥

মহাজনস্য উক্তিঃ—

ভক্তি বিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
অজাগলস্তন প্রায় অন্যান্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥

শ্রীভাগবতে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ॥

হে বিভো! ভবদীয় ভক্তিপথে মঙ্গলস্রোতঃ প্রবাহিত; সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করে, তাহারা ক্লেশ পায়।

স্বর্গের যে সুখ ভাই নরক সমান।
তাহার কারণ কহি শুন দিয়া কাণ ॥
তথায় অপূর্ব্বভোগ অমৃত সমান।
অপূর্ব্বসুন্দরী সঙ্গে রসের বিধান ॥
গানবাদ্যশ্রবণ যে গন্ধ নানাজাতি।
নয়ন আনন্দ দেখি শোভা নানাভাতি ॥
স্বর্ণ-অট্টালিকা সুকোমল শয্যা তায়।
সুখেতে শয়ন অভিমানেতে বৈসয় ॥
দেখহ বিচারি ভাই ইথে যত সুখ।
শূকরদেহেতে হয় সকলি সম্মুখ ॥
তথায় যতেক ভোগ জিহ্বার আস্বাদে।
শূকরেতে বিষ্ঠা ভক্ষে সেই সুখ স্বাদে ॥
তথা যে সুন্দরী সঙ্গে রস-আস্বাদন।
শূকর শূকরী সঙ্গে তেমতি গমন ॥
গানবাদ্য শ্রবণের সুখ তথা যথা।
শূকর নবীন বালকের রবে তথা ॥
তথা যে সুগন্ধিসুখে মগন যে মাতি।
শূকর অভোজ্যগন্ধে মাতয়ে তেমতি ॥
নয়ন-আনন্দ আর রত্নময় গৃহে।
যথা তথায় খোঁড়াড়েতে শূকরীর সহে ॥
অতএব ভাই পঞ্চেন্দ্রিয়সুখদুঃখ ॥
সামান্যে চরাযা বুলে সদা জীব মূর্খ ॥
স্বর্গেতে যে সুখ সহ দুঃখেতে মিশ্রিত।
অন্যের উৎকর্ষ দেখি ঈর্ষায় তাপিত ॥
পুণ্যক্ষয় পতনের সময় জানয়।
তাহাতে উদ্বিগ্নচিত্ত আছয়ে সদায় ॥
অসুরের পরাক্রমে স্থানভ্রষ্ট হৈয়া।
দীনহীন প্রায় কভু বেড়ায় ফিরিয়া ॥
নিশ্চয় জানিহ ভাই কৃষ্ণাশ্রয় বিনে।
কোথাও নিবৃত্তি নাহি এ তিন ভুবনে ॥
কৃষ্ণাশ্রয় মাত্র তাপত্রয় যায় ক্ষয়।
চিদানন্দ নিত্যদেহে প্রেম আস্বাদয় ॥
তথাচ স্বর্গাদি সুখ শ্রেষ্ঠ করি মানি।
যদ্যপি সে নিত্য হয় কথঞ্চিৎ গণি ॥
অনিত্য অগ্রাহ্য সেই সাধুর সমীপে।
পরমসম্পত্তি বলি ইতরেতে জপে ॥
অক্ষয় স্বর্গকামে যাগ-যজ্ঞ করে।
তাতে দৃঢ়ভক্তি কেহ ঘুচাইতে নারে ॥
স্বর্গ যে অক্ষয় নহে তাহা নাহি বুঝে।
শিষ্ট শান্ত সাধু করি আপনি সমুঝে ॥
অতএব স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি ত্রিভুবনে।
বিভুর মায়ায় হিতাহিত নাহি জানে ॥
একবার মরে আরবার জনময়।
দুঃখের অবধি নাহি তার যাতনায় ॥
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমাথে নাড়ীর বন্ধনে।
বিষ্ঠামূত্রক্লেদ তাহে দংশে কৃমিগণে ॥
শতেক জন্মের কথা তথা স্মৃতি হয়।
তখন ভাবিয়া জীব আকুলহৃদয় ॥
শোচনা করয়ে হা হা কি কর্ম্ম করিনু।
কি বিষ খাইনু কেনে কৃষ্ণ না ভজিনু ॥
ইন্দ্রিয়-তুচ্ছ যে সুখ তাহার লাগিয়া।
বহু পাপকর্ম্ম কৈনু মুগধ হইয়া ॥
পুনঃ পুন এইরূপ গর্ভের যাতনা।
ভুঞ্জিয়া বেড়াই হা হা এ কি কদর্থনা ॥

এবার জন্মিয়া কৃষ্ণচরণ ভজিব।
পুনঃ পুন এ নরক আর না ভুঞ্জিব॥
একান্তভাবেতে এই সুদৃঢ় করিনু।
কায়মনে কৃষ্ণপদে শরণ লইনু॥
দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়া দুঃখসনে।
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ভুলে মায়াভ্রমে॥
জনময়ে একেলা দ্বিতীয় সঙ্গহীন।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমে চেষ্টা হয় দিন দিন॥
বাল্যাবস্থাকালাবধি বাল্যরসে যায়।
পৌগণ্ডেতে বিদ্যার অভ্যাসে কালক্ষয়॥
যৌবন-উদ্রেকে নারীসঙ্গে লোভ জন্মে।
বিবাহ করিয়া মহা উৎসবেতে ভ্রমে॥
সন্তানকারণ মূঢ় আর্ত্তনাদ করি।
নানাযাগ করে পূজে পুত্রবতী নারী॥
কালে পুত্র কন্যা দশ পাঁচ জনময়।
পৌত্র দৌহিত্র আদি বহুজন হয়॥
এক ছিলা বহু হৈলা বাড়ি গেলা লেঠা।
আসক্তি বাড়িল বহু বহু হৈল চেষ্টা॥
লালন-পালন রক্ষা ভরণ-পোষণ।
সদা অই রসে মাতি হইলা মগন॥
ধন উপার্জ্জন হেতু দেশ-দেশান্তর।
গমন করয়ে দুঃখে নাহি অবসর॥
বাত বর্ষা রৌদ্র ভয় আর অপমানে।
নানা ক্লেশ নাহি গণে অর্থের সন্ধানে॥
বন্ধুজন-বিয়োগ বিচ্ছেদ অর্থনাশে।
অবিচ্ছিন্ন দুঃখশোক-সাগরেতে ভাসে॥
উষ্ট্র যেমন শমী-কণ্টক চিবায়।
জিহ্বা ওষ্ঠে ক্ষত হয় তবু না তেজয়॥
তেমতি জীবের গতি এত যে কেলেশ।
তবু না বুঝয় মূঢ়মতি লবলেশ॥
কালে জরা আসিয়া প্রবেশ কৈল দেহে।
বলবীর্য্য গেল গতি রতি স্মৃতি সহে॥
কাস শ্বাস উদ্গার বাক্যজড়তা হইলা।
চক্ষু কর্ণ দন্ত কেশ পশ্চাৎ করিলা॥
স্ত্রী পুত্র পরিবার সে অবজ্ঞা করয়।
তাড়ন ভর্ৎসন কোপদৃষ্টিতে চাহয়॥
তথাপিহ তাহারি মঙ্গল ধ্যানে থাকে।
গৃহপিঁড়া লেপয়ে টুকুরি করি কাঁখে।
মৃত্যুকাল বৎসর ছয়মাস সম্ভাবনা।
তথাপি না ভজে কৃষ্ণ বিষয় উন্মনা॥
মৃত্যু পর্য্যন্ত অই বিষয় ভাবিয়া।
মরিয়া নরক ভুঞ্জে যমালয়ে গিয়া॥
দুঃখের অবধি নাহি বিশেষ যাতনা।
তখন ভাবয়ে হা হা খাইনু আপনা॥
কদর্য্য অনিত্য বিষ বিষয় পাইয়া।
বৃথা জন্ম গোঙাইনু কৃষ্ণ না ভজিয়া॥
হায় হায় কি করিব উপায় কি হবে।
এ দুঃখসাগর হৈতে কে ত্রাণ করিবে॥
এইমত আর্ত্তনাদ পুনঃপুন করি।
শতযুগ ভুঞ্জে দুঃখ যমের নগরী॥
নরকান্তে পুন নানাযোনিতে জন্ময়।
শৃগাল-কুক্কুর আদি চৌরাশী ভ্রময়॥
তাহাতে অনন্ত দুঃখ নাহি পারাবার।
গৃহহীন শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কাতর॥
দাবাগ্নিতে দহে কভু বাণঘাতে।
কভু অস্ত্রাঘাতে মরে নানা-যন্ত্রণাতে॥
বিড় কীট পতঙ্গ পক্ষী জলজন্তু আদি।
জন্মিয়া মরয়ে পুন নাহিক অবধি॥
মধ্যে মধ্যে চৌরাশীর অন্তে একবার।
মানবজনম হয় জনমের সার॥
কর্ম্মবশে সেহ অন্ধ আতুর ত্রিবঙ্ক।
নীচজাতি মূক অঙ্গাধিক অঙ্গভঙ্গ॥
কেহ বা সুন্দরদেহ বুদ্ধিমান্ হয়।
এ হেন দুর্লভ জন্ম পাই দুরাশয়॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি না কৈল আশ্রয়।
পুনর্ব্বার অই গতি জন্মমৃত্যুচয়॥
বালক কহয়ে ভাই মায়ার প্রভাবে।
কৃষ্ণে না উপজে রতি উপায় কি হবে॥
প্রহ্লাদ কহয়ে ভাই উপায় সুন্দর।
আছয়ে তাহার কথা বহুত বিস্তর॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ মাত্র স্থূল কহি শুন।
পরম উপায় সুপবিত্র গুহ্যতম॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ আদি যত হয়।
ভক্তির বিরোধী মাত্র দিতে শক্ত নয়॥
সংসারের ক্ষয়োন্মুখ কোন ভাগ্যবানে।
যবে হয় তবে মিলে সঙ্গ সাধুসনে॥
কৃষ্ণকৃপা সুকৃতির সাধুসঙ্গ হৈতে।
পাপ আর সংসার যায় আনুষঙ্গমতে॥
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন অমূল্য রতন।
পাইয়া পরমসুখী হয় সে তখন॥

পরম নিবৃত্তি হয় দুঃখ বহু দূর।
শুদ্ধপ্রেমানন্দসুখ সদাই বিভোর।
দেবগণ ধন্য ধন্য করয়ে ফুৎকার।
জগতের শ্রেষ্ঠ সেই ভবনিধি পার॥
সেই পূজ্যতম সেই আরাধ্য জগতে।
তাঁর পাদরজস্পর্শ প্রশংসে দেবেতে।
বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী মুক্তি করি মানে।
অহঙ্কারমাত্র সেই তথ্য নাহি জানে॥
কৃষ্ণের ভকতপাদরজ যে পর্য্যন্ত।
মস্তকে না ধরে বৃথা মরে সেই ভ্রান্ত॥
প্রেমভক্তিমান যেই সেহ থাকু দূরে।
অনন্যভকত সদাচার নাহি করে॥
হেন যে বৈষ্ণব সেহ ভুবনপাবন।
সাধুমধ্যে সেহ হয় শাস্ত্রে নিরূপণ॥

শ্রীগীতায়াম্--

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ॥

যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে আমার আরাধনা করে, অতি দুরাচার হইলেও, সে সাধু বলিয়া কথিত হয়; যেহেতু সে মৎপ্রতি একান্তচিত্ত।

অতএব বৈষ্ণবের মহিমার সীমে॥
মুঞি কি কহিব ভাই শ্রুতি যাতে ভ্রমে॥
সেহেতুক ভজ ভাই কৃষ্ণের চরণ।
সুদূরে তেয়াগি চতুর্ব্বর্গাদি শরণ॥
ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম যে স্বধর্ম্ম তেজিয়া।
অন্য দেবীদেবা জ্ঞান তপস্যা ছাড়িয়া॥
একমাত্র শরণ্য জগত-ঈশ হরি।
দৃঢ়নিষ্ঠা করি ভজ যথা সতী নারী॥
আর যত দেখিবে শুনিবে শ্রুতিগত॥
সকলি অনর্থ ত্রিভুবনমধ্যে যত॥
একা কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি অসার।
ধিক্ ধিক্ সেই সব জনম বিকার॥
শিশুগণ কহে শুন প্রহ্লাদ রে ভাই।
এবে বুঝিলাম কৃষ্ণ বিনে আর নাই॥
যতেক কহিলা ইহা প্রত্যক্ষ সকলি।
বুঝিলাম তত্ত্ব মোরা দৃঢ় ভাল বলি॥
কিন্তু এক কথা বলি তার কি বিচার।
বিবরিয়া কহ ভাই কর্ত্তব্য তাহার॥

কৃষ্ণের ভজন যে সারোদ্ধার হৈল।
এখনি না কৈল বৃদ্ধাবস্থায় করিল॥
তাহাতে বা হানি-লাভ কি দোষ আছয়।
প্রহ্লাদ কহয়ে এই বাক্য গ্রাহ্য নয়॥
দুর্লভ যে কৃষ্ণভক্তি সাধারণ নহে।
কচিৎ বড় ভাগ্য যার ভগ্যসিন্ধু বহে॥
অনেক যতনে তার মিলে এক বিন্দু।
জলচর দেখে যেন সিন্ধুমধ্যে ইন্দু॥
হেন ধনে হেলা কি করিতে কেহ পারে।
উন্মত্ত পাগল বিনে সংবরিতে নারে॥
স্পর্শমণি পাইয়া কি কহে কোন জন।
আজি নহে কালি লব থাকুক এখন॥
তবে যে কহয়ে সেই নির্ব্বোধ উন্মত্ত।
কালি মিলে কি না মিলে নাহি বুঝে তত্ত্ব॥
হরি-ভক্তিরত্ন ভাই দুর্লভ পদার্থ।
পরাৎপর বস্তু আর নাশে সর্ব্বানর্থ॥
যাতে হেন ধন ভাই যখনি পাইব।
তখনি লইয়া হৃদিমাঝারে রাখিব॥
পরাণ চিরিয়া তার সারাংশ যথায়॥
তারে সমাদর করি রাখহ তথায়॥
লোকালয় সঙ্গ ত্যজ দুর্জ্জনের ভয়।
পরমরতন পাছে ছেনাইয়া লয়॥
অতি সাবধানে ভাই যতনে রতন।
রক্ষা অর্থে সর্ব্বত্যাগী কর ভিক্ষাটন॥
তাহার বর্দ্ধিষ্ণু হেতু সৎসঙ্গে নিবাস।
করহ একান্ত ছাড় জীবনের আশ॥
যেই মূর্খ কহে কৃষ্ণ পশ্চাতে ভজিব।
এখনি কি হৈল কত দিবস বাঁচিব॥
সেই মুগ্ধ রজোগুণস্বভাবে কহয়ে।
বায়ুগ্রস্ত লোক যেন প্রলাপ করয়ে॥
সেই মূঢ় নাহি বুঝে স্বভাব আপন।
মনে করে মুঞি বড় সুবুদ্ধিভাজন॥
শরীর যে ক্ষণধ্বংসি কোন্ ক্ষণে যায়।
তাহার নিশ্চয় নাহি ভরসা কি তায়॥
পশ্চাৎ ভজিব বলি নিশ্চিন্ত রহিলে।
দেহপাত হইল যদি বঞ্চিত হইলে॥
কিংবা নানা বিঘ্ন হয় বিষয় কুসঙ্গ।
স্ত্রীসঙ্গেতে হয় মোহ যাতে সর্ব্ব ভঙ্গ॥
অতএব কৃষ্ণভক্তি যখনি পাইবে।
তখনি ভজিবে ভাই গৌণ না করিবে॥

যদ্যপি তাহার রস অনুভব নাই।
তথাপিহ সাধুজনার ভঙ্গী দেখি তাই॥
মনেতে চিন্তিয়া কর অনুভব সার।
ভক্তিরসে না জানি কেমন চমৎকার॥
সর্ব্বানর্থ বিষয় দুস্ত্যজ্য নারীপুত্র।
তেজিয়া সকলি মজিয়াছে যাতে মাত্র॥
হেন কৃষ্ণরূপ-গুণলীলার মাধুরী।
না জানি কি মধু সেই কি গুণে আগরি॥
ইহা অনুভবি মনে আশা পাত্র স্থাপি।
সেই মধু উদ্দেশ কর আজনম ব্যাপি॥
অবশ্য মিলিবে তার কণার আস্বাদ।
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হবে ঘুচিবে বিষাদ॥
চতুর্ব্বর্গ বাধা আশা সংসার বিবাদ।
মায়াগন্ধ যাবে পাবে পরম আহ্লাদ॥
আরো বলি শুন ভাই সুবিচারবাক্য।
হয় নয় বুঝহ মনেতে কবি ঐক্য॥
বাল্যপৌগণ্ড সমে ভজনের কাল।
ইহার অধিকে দেখ অনেক জঞ্জাল॥
এই দুই সময়ে মতি স্বচ্ছন্দ অন্তর।
কোন চিন্তা নাহি নহে উদ্বেগকিঙ্কর॥
অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ ভজহ নিরুদ্বেগে।
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হয় বিঘ্ন নাহি লাগে॥
বাল্যাবস্থার সংস্কার পাষাণের দাগ।
কভু নাহি টুটে হয় দৃঢ় অনুরাগ॥
কৈশোর আদিতে হয় বিদ্যাদির চেষ্টা।
যৌবন উদ্রেকে হয় নারী সঙ্গে তৃষ্ণা॥
ধনবান্ জয়-পরাজয় সদা চিন্তে।
রাগ দ্বেষ ঈর্ষায় নিন্দয়ে যশোমন্তে॥
বার্দ্ধক্য সময় ভাই বিঘ্নময় মাত্র।
কাস শ্বাস জরা ব্যাধি লোলচর্ম্ম গাত্র॥
সমস্ত ইন্দ্রিয় অপাটব ক্রমে হয়।
সদাই অসুস্থ মন বুদ্ধি না স্ফুরয়॥
কৃষ্ণ নাম লইতে যদ্যপি মনে করে।
কাস শ্বাস উঠে লইবারে নাহি পারে॥
ভজন করিবে কিবা দেহ অপাটব।
জীবনে মরণ তুল্য কোথা ধ্যান জপ॥
অতএব কৈশোরে যৌবনে বিঘ্ন করে।
বার্দ্ধক্যেতে জরা বিঘ্ন কৃষ্ণ নাহি স্ফুরে॥
সেহেতুক বাল্যাবস্থা ধন্য করি মানি।
নির্ব্বিঘ্নে ভজন হয় সংস্কারে বাখানি॥

সেই সমস্কারে দৃঢ়নিষ্ঠা স্থায়ী হয়।
মতবাদিমতে কভু মন না চলয়॥
এত শুনি শিশুগণ প্রহৃষ্টহৃদয়।
প্রহ্লাদেরে পুনঃপুন প্রশংসা করয়॥
আলিঙ্গন করে সভে গদগদভাবে।
পাইনু দুর্ল্লভ জ্ঞান তোমার প্রভাবে॥
পিতামাতা বন্ধু ভাই গুরু জ্ঞান-দাতা।
তুমি সে পরম ভবসাগরের ত্রাতা॥
বহু স্তুতি করয়ে নয়নে অশ্রু বহে।
নির্ম্মল হইল চিত্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে॥
হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া সভে নাচে।
আগুসার প্রহ্লাদ বালকগণ পাছে॥
প্রহ্লাদ যে আনন্দের সাগরে ভাসিল।
হরিসঙ্কীর্ত্তনধ্বনি গগনে উঠিল॥
যণ্ডামর্ক দূর হৈতে শুনি কলরবে।
ধাইয়া আইল দ্বিজ অতিক্রোধভাবে॥
আসিয়া দেখয়ে করে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
ক্রোধাবেশে করে দ্বিজ তাড়নভর্ৎসন॥
হা রে শিশুগণ এ কি বিপরীত কার্য্য।
পুনঃপুন মানা করি তবু কর আর্য্য॥
প্রহ্লাদিয়া ছোঁড়া দেখ পাগল হইল।
পাড়ার বালকগণ সব বিগড়িল॥
ও নাম পালি রে কোথা কে রে শিখাইল।
বুঝি নাম তোর মৃত্যু নিকট হইল॥
মহারাজা দোরদণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড।
তাঁহার রিপুকে ভজ হা রে মূঢ় ভণ্ড॥
পুত্র হইয়া কর প্রতিকূল আচারে।
তোমারে বধিবে আর বধিবে আমারে॥
এত শুনি শিশুগণ মৌন হইলা।
মনে মনে কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিলা॥
প্রহ্লাদ না শুনে তাহা কেবা কহে কাকে।
কর্ণে শব্দমাত্র যেন ঝিঁঝিপোকা ডাকে॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে মন অর্পণ করিয়া।
আঁখি মুদি রহে ধারা পড়য়ে বহিয়া॥
দ্বিজ মনে ভাবে বুঝি ভয়েতে প্রহ্লাদ।
কান্দয়ে নয়ন মুদি করিয়া বিষাদ॥
নিকট হৈয়া কিছু তুষিয়া কহয়।
আইস পড়হ বাপু নাহি কিছু ভয়॥
হেন কর্ম্ম কভু বৎস আর না করিহ।
পিতৃপিতামহ যেই সেই ধর্ম্মে রহ॥

যণ্ডামর্ক শিষ্যে ভাল উপদেশ দিল।
ত্রিভুবনে লোক যাহা শুনিয়া হাসিল॥
কথোক দিবসে রাজা পুত্রে বোলাইল।
যণ্ডামর্ক প্রহ্লাদেরে লইয়া চলিল॥
শিখাইয়া বুঝাইয়া অনেক কহিল।
রাজা-আগে কৃষ্ণ নাম কদাচ না বল॥
তবে দ্বিজ লয়্যা গেলা রাজার সভায়।
প্রহ্লাদ আইসে যেন চন্দ্রের উদয়॥
স্থূলবপু চিক্কণ শ্যামল পদ্মনেত্র।
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার বসন বিচিত্র॥
পীনবক্ষে মণিহার আন্দোলায়মান।
ধীরে ধীরে পদন্যাস গজেন্দ্রগমন॥
সঙ্গে পারিষদগণ সমান বয়েস।
সমান চরিত্র সম আভরণ বেশ॥
রাজমন্ত্রিগণ অনুব্রজি সঙ্গে সঙ্গে।
দেখিবারে আইসে গ্রামের লোক রঙ্গে॥
মান অপমান আর বসন ভূষণে।
কিঞ্চিৎ নাহিক ক্ষোভ উপেক্ষায় মানে॥
কিছুমাত্র চেষ্টা নাহি অনঙ্গবাসনা।
সর্ব্বভাবে মাত্র কৃষ্ণচরণভাবনা॥
ধীরে ধীরে সভামধ্যে আসি প্রবেশিলা।
চৌদিকে সকল লোক চাহিয়া রহিলা॥
প্রহ্লাদের রূপ দেখি রাজার আনন্দ।
সগর্ব্বেতে নৃপবর কহে মন্দ মন্দ॥
আইস আইস বৎস জীবন আমার।
জুড়াক পরাণ ক্রোড়ে করি একবার॥
বাহু পসারিয়া রাজা ক্রোড়ে বসাইলা।
মস্তক আঘ্রাণ মুখ চুম্বন করিলা॥
জিজ্ঞাসয়ে কহে বাপু কি বিদ্যা পড়িলা।
কিবা নীতি কিবা ধর্ম্ম সার কি বুঝিলা॥
রাজনীতি কি জানিলে ধনুর্বিদ্যা-আদি॥
রাজ্যের পালন যাতে বিজয় বিবাদী॥
করযোড়ে প্রহ্লাদ কহয়ে ঋজুভাবে।
আজ্ঞা যদি হয় মহারাজ কহি তবে॥

নীতি আর ধর্ম্ম যত, ধনুর্ব্বিদ্যা-আদি শত,
রাজ্য আর জয়-পরাজয়॥
সকলি কেবল ব্যর্থ, সংসারহেতু অনর্থ,
যাতে কৃষ্ণে রতি না জন্ময়॥

মহারাজ বিবেক ভজহ হৃদিমাঝ।
এই যে সংসার-সুখ, পরিণামে দুঃখোন্মুখ,
হেন রাজ্যসুখে কিবা কাজ॥
সেই সুখ রাজ্যাস্পদ, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যমদ,
সেই বিদ্যা রিপুপরাজয়।
সম্পদের সার সেই, সেই তপ তীর্থ সেই,
যদি কৃষ্ণভক্তি উপজয়॥
নতুবা বিফল দেহ, সঙ্গে নাহি যাবে কেহ,
স্ত্রী পুত্র ধন মান গর্ব্বে।
একেলা উলঙ্গবেশে, আসিয়া সংসারবাসে,
অমনি গমন পুন সর্ব্বে।
আসিয়া দিনকথোকাল, মিথ্যা মদান্ধে আস্ফাল,
করিয়া ফিরায় মোর মুক্তি।
কলহ মেদিনী লয়ে, মিথ্যা জয়-পরাজয়ে,
দু আঁখি মুদিলে কিছু নাই॥
অতএব মহারাজ, সাধু মানি জগমাঝ,
সেই যেই কৃষ্ণাশ্রয় করি।
বিঘ্নকরী সদা হিয়া, গৃহকূপ তেয়াগিয়া,
বনেতে গমন শান্তি ধরি॥
ছাড়িয়া অনিত্য রাজ্য, চিন্তহ আপন কার্য্য,
অন্য আশা দ্বেষ রাগ ছাড়ি।
ভজহ শ্রীকৃষ্ণপদ দুর্ল্লভ সে সুসম্পদ,
ঘুচিবে সংসার দৃঢ় বেড়ি॥
শুনিতে শুনিতে রাজা, ত্রি-বিজয়ী মহাতেজা,
ক্রোধে কালান্তক যম-সম।
দুই নেত্র জ্বলে যেন, জলন্ত অঙ্গার হেন,
অন্য থাকু কম্পমান যম॥
সৈন্য-সামন্ত জন, অমাত্য পার্ষদগণ,
সভাসদ আদি দেব-নর।
সবে কম্পকম্পান্বিত, ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি হত,
প্রহ্লাদের নাহি কিছু ডর॥
কৃষ্ণের কিঙ্কর যেই, ত্রৈলোক্যবিজয়ী সেই,
ভয় কোথা কাল নহে প্রভু।
স্বরক্ষায় শক্ত নহে, মৃত্যুর কিঙ্কর তাহে,
সে কি পীড়া দিতে পারে কভু॥
তবে রাজা ক্রোধাবেশে, ঘন ঘন বহে শ্বাসে,
মার মার কহে বার বার।
ভয়ানক দূতগণে, উচ্চরবে দুর্ব্বচনে,
কহে শির ছেদহ ইহার॥

আমার শত্রুর গুণ, কহে দুষ্ট পুনঃপুন,
আর মোরে ভজিবারে কহে।
গুরুর সমান হৈয়া, কহে জ্ঞান শিখাইয়া,
এ দৌরাত্ম্য পরাণে কি সহে॥
দূতগণ খড়্গ ধরে, যাইয়া আঘাত করে,
প্রহ্লাদের অঙ্গে নাহি বাধে।
উদ্যম বিফল সেই, শিশু যেন কোপে ধাই,
থুথু ক্ষেপন করয়ে চান্দে॥
চান্দে সে লাগিবে কোথা, পড়ে নিজমুখে যথা,
তেমতি অসুরগণমতি।
প্রহ্লাদে হানয়ে দণ্ড, খায় আপনার মুণ্ড,
তেঁহ ত অক্ষয় নিশাপতি॥
অস্ত্র নাহি পৈশে দেহে, হেরিয়া নৃপতি কহে,
কিবা মন্ত্র শিখিল কোথায়।
অস্ত্রাঘাতে না মরিবে, পর্ব্বত উপরে তবে,
উচ্চ হৈতে ডারহ উহায়॥
তবে দূতগণ লৈয়্যা, পর্ব্বত উপরে যায়্যা,
অতি উচ্চ হইতে ডারিলা।
পতনে মরণ কোথা, স্নেহেতে জননী যথা,
ক্রোড়ে হইতে ভূমে শোয়াইলা॥
শুনি রাজা বিবরণ, চিন্তায় বিরস মন,
পুন কহে অগ্নিতে ডারহ।
জাজ্বল্য অগ্নির মাঝে, ডারয়ে ভকতরাজে,
পোড়াবে কি সেবে যায়্যা সেহ॥
পুনঃ সাগরের জলে, বুকেতে বান্ধিয়া শিলে,
ফেলে লয়্যা সুদূর গম্ভীরে।
কৃষ্ণের ভকত জানি, তীর্থগণশিরোমণি,
না ডুবায় ধরি রাখে শিরে।
তথা হৈতে আনি পুন, এবার কৌতুক শুন,
করি-পদতলে দিলা ডারি।
হস্তী পশু কিবা জানে, হরির ভজনগুণে,
পৃষ্ঠে বসাইলা শুণ্ডে ধরি॥
মারিতে অনেক চেষ্টা, করে মূঢ় অতিধৃষ্টা
কোনমতে না মৈল বালক।
তথাচ না বুঝে মন্দ, পুন করে নানা ছন্দ,
উপায় কি ভাবে তিনলোক॥
দণ্ড ত অনেক কৈল, তাহাকে নাহিক মৈল,
তবে সাম-দান-ভেদ-মতে।
বিবিধ উপায় করি, কোন মতে মোর বৈরী,
নাহি ভজে কৈময়ে যাহাতে॥

এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠায় মণ্ডের স্থানে
বুঝাইতে কহি পাঠাইলা।
কয়াধু সুমতি রাণী, ভুবনপাবনী ধনী,
প্রহ্লাদেরে কোলে করি লৈলা॥
ঘন মুখে চুম্ব দেয়, মস্তক আঘ্রাণ লয়,
চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ।
আহা মরি বৎস মোর, নিরদয় সুকঠোর,
পিতা তব কত দিলা দুখ॥
বিরলে লইয়া রাণী, কহয়ে অমৃতবাণী,
লোক-বেদ-সাধুর সম্মত।
আমার গুণের নিধি, কুরু তোমা নিরবধি,
কুলের প্রদীপ লোকজিত॥
শ্রীকৃষ্ণভকতি নিধি, রাখহ হৃদয়ে বান্ধি,
দুষ্টের কথায় নাহি ভুল।
ভয় কি অসুর হৈতে, শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাতে,
বিঘ্নের সে বিঘ্ন অনুকূল॥
দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবারে,
আমারে কহিয়া পাঠাইলা।
হাহা কি দুর্দ্দৈবগতি, কি দুষ্ট অশুভ মতি,
বিধি নিধি বঞ্চিত করিলা॥
কৃষ্ণপ্রেম সুধাধার, নাহি যার পাবাবার,
হেন সুখে বঞ্চিত হইলা।
আর তাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষয়গবলে পুষ্ট,
হিতাহিত বুঝিতে নারিলা॥
তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা দ্বেষে অনুরক্ত,
ইহাতে মঙ্গল কভু নহে।
অচিরাতে হবে নাশ, হইবে নরক বাস,
এ দৌরাত্ম্য ধর্ম্মে নাহি সহে॥
তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখহ করিয়া পণ,
হৃদয়মাঝারে দৃঢ় করি।
জনম জীবন মন, তাঁরে কর সমর্পণ,
সদা রক্ষা করিবেন হরি॥
এতেক কয়াধু সতী, বুঝাইল পুত্র প্রতি,
স্নপন ভোজন করাইয়া।
নানা মণি হার হীরা, বিচিত্র বসন চীরা,
চন্দনাদি দিলা পরাইয়া॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা, কণ্ঠেতে করিল আলা,
ভালে দিল তিলক-মঞ্জরী।
ভুবনমোহনরূপ, সুরূপগণের ভূপ,
কিবা হৈল অপূর্ব্ব মাধুরী॥

রাজা পুন বোলাইলা, রাণী পাঠাইয়া দিলা,
সাজাইয়া সাধে রাজসভা।
দেখিয়া পুত্রের রূপ, আনন্দিত হৈলা ভূপ,
চিত্ত মন নয়নের লোভা॥
অন্তরে ভাবেন ভূপতি, প্রহ্লাদের সে কুমতি,
ঘুচি গেল মায়ের বাক্যেতে।
সুবুদ্ধি কয়াধু রাণী, বুঝাইয়া নীতবাণী,
পাঠাইয়া দিলেক সভাতে॥
ডাকে দিয়া হাতছানি, পসারিয়া দুই পাণি,
আইস মোর পরাণ প্রহ্লাদ।
হৃদয়-মাঝারে রাখি, তোমার বদন দেখি,
ঘুচুক যে মনের বিষাদ॥
এতেক আদর করি, প্রহ্লাদের করে ধরি,
বসাইলা আপন নিকটে।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, কহে রাজা বুঝাইয়া,
মোর সনে না করহ হট॥
শুন বৎস নীতবাণী, যাঁরে যারে নাহি গণি,
মোর সুত হৈয়া তারে ভজ।
অতি অনুচিত হয়, কাপুরুষতার ন্যায়,
অতএব হেন বুদ্ধি তেজ॥
প্রহ্লাদ কহয়ে পুন, মহারাজ কহি শুন,
এতেক কহিলে নীত-বাণী।
সকলি অনীত হয়, সৎমার্গে বিপর্য্যয়,
নিন্দিত অগ্রাহ্য দ্রব্য মানি॥
যার সনে কর হট, সেই প্রাণেন্দ্রিয় পট,
তাহা বিনে পড়িয়া রহয়।
শৃগাল কুক্কুর ভক্ষ্য, এই যে সুখের পক্ষ,
ক্ষণমাত্র উড়িয়া পলায়॥

মহারাজ হরিধন অভয় শরণ।
কাপুরুষ যেই জন, না ভজয়ে শ্রীচরণ,
করে সেই নরক ভুঞ্জন॥
তাঁরে না গণয়ে যেই, জগতে নিন্দিত সেই,
নিশ্চয় বিধাতা তারে বাম॥
সংসারযাতনা-ভোগ, সদা সেবে রোগ শোক,
কদাচিৎ পূর্ণ নহে কাম॥
ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানে, দুঃখে সুখ করি মনে,
নাশ সকায় মায়ারজ্জু বশে।
অবিদ্যা যাহার দাসা, পরাৎপর সুখরাশি,
না বুঝিয়া বঞ্চিত সে রসে॥

অতএব মহারাজা, অন্তরে তাজহ দুজা,
ভজ করিব অভয় চরণ।
বিষয়ে যে কুটিনাটি, ছার অঙ্গ পরিপাটী,
সদা কর অনন্ত শরণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা, অসুরাগ্রা মহাতেজা,
ক্রোধে যেন প্রচণ্ড অনল।
প্রলয়ের বায়ু যেন, খাস বহে ঘনে ঘন,
রক্তবর্ণ নয়নযুগল।
উচ্চৈঃস্বরে কহে ছার, অরে দুষ্ট কুলাঙ্গার,
তথাচ ঐ নাম পুন লবি।
মস্তক ছেদিব তোর, না জান প্রতাপ মোর,
আজ তুঞি যমালয় যাবি॥
এত কহি ক্রোধ হৈতে, খড়গ লইল হাতে,
বেটা মারিবারে মনে করে।
নাহি মরে খড়গাঘাতে, সে কথা উদয় চিতে,
লজ্জায় না পারে মারিবারে॥
ধীরে ধীরে কহে পুন, মোর এক বাক্য শুন,
এই যে এতেক লোক আছে।
কেহ বা না ভজে কেন, তুমি কেন পুনঃপুন,
ভজিবারে ধাও তার পাছে॥
জিজ্ঞাসি তোমার ঠাঞি, মথ্যা যে কহিবে নাই,
আর কিছু নাহি চাই আমি।
বন্ধুর ভজন প্রতি, কে তোমারে হেন মতি,
দেয় কার ঠাঞি শিখ তুমি॥
তবে কহে শিশুবর, করি দুবে যোড়কর,
মহারাজ কার নিবেদন।
এই যে এতেক জন, নাহি ভজে নারায়ণ,
যে কহিলে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণভক্ত মহাবিভু, বিনে সাধুকৃপা কভু,
নাহি হয় শাস্ত্রের প্রমাণ।
দুর্লভ যে শুভোদয়, নারায়ণ কোথা হয়,
যার হয় সেই ভাগ্যবান॥

মহারাজ কৃষ্ণে মতি অতি যে দুর্লভ।
স্বত কি পরত নহে, গৃহকূপ মর্ম্ম সহে,
মিথুনক্রিয়াতে যার লোভ॥
কৃষ্ণে মতি কোথা তার, অনর্থে শরণ যার,
দিবসে বিষয় কর্ম্মে ফিরে।
নিশিতে করি শয়ন, পুন সেই চিন্তন,
করে যেন গোধন জাগরে॥

রাজা শুনি পুন কহে, কৃষ্ণ তোর কোথা রহে,
প্রহ্লাদ কহয়ে সর্ব্বত্তরে।
স্থাবর জঙ্গল কীট, পতঙ্গ পাবক ভীট,
চরাচর সভার অন্তরে।
রাজা কহে যদি হয়, স্তম্ভ যে স্ফটিকময়,
ইহাতে আছয়ে তোর হরি।
পুনশ্চ প্রহ্লাদ কহে, সে কভু অন্যথা নহে,
শুনি কোপে উঠি খড়্গ ধরি॥
ধাইয়া অসুরবরে, তাহাতে আঘাত করে,
স্তম্ভরাজ দুই খণ্ড হৈল।
শুনহ অদ্ভুত কথা, অপূর্ব্ব মঙ্গলগাথা,
তাহে এক বস্তু নিকষিল॥
যাহা লাগি যোগিগণ, একান্তে করয়ে ধ্যান,
ছাড়ি সর্ব্ব বিষয়-বাসনা।
শ্রুতিগণ নিরন্তর, যার অন্বেষণপর,
বিচার-বিতণ্ডা করে নানা॥
যাঁর যশ গুণকর্ম্ম, ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম,
সাধুগণ পুলক অন্তরে।
গায় শুনে করে ধ্যান, ছাড়ি রাজ্য অভিমান,
স্বজন বান্ধব করি দূরে॥
সর্ব্ব-আত্মা-অন্তর্যামী, সভার জীবনস্বামী,
এক বিভু ত্রৈলোক্য-অন্তরে।
সৃজন-পালন-কর্ত্তা, প্রলয়-আদি সংহর্ত্তা,
ত্রিভুবন যাঁর গুণে ঝুরে॥
ত্রৈলোক্য যে বৈভব, সকলি বস্তু সুলভ,
সুদুর্লভ যাহা নাহি মিলে।
হেন বস্তু স্তম্ভ হৈতে, স্বভক্তের অভিমতে,
নিকষিলা প্রপঞ্চের মেলে॥
অহো কি লোকের ভাগ্য, কিবা মূঢ় কিবা প্রাজ্ঞ,
কিবা সুর অসুর রাক্ষস।
নয়নগোচর হৈল, ভবাগ্নি নির্ব্বাণ ভেল,
শেষ হৈল জঠর-নিবাস॥
যবে স্তম্ভে নিকষিল, ক্ষুদ্রটী প্রতীত ভেল,
দেখিতে দেখিতে মহাকায়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নভোব্যাপী, রৌদ্র প্রচণ্ডরূপী,
মহাবিকরাল মূর্ত্তি হয়॥
কটি অধে নরাকৃতি, শ্যামল সুন্দর ভাতি,
পীতাম্বর মণি আভরণে।
শ্রীচরণ কটি অধে, ভক্তে দত্ত অনুবোধে,
শক্ত নহে অন্যথা করণে॥

ঊর্দ্ধে হরি ভয়ঙ্কর, রূপ কিন্তু মনোহর,
ভক্তগণের আনন্দজনক।
ভক্ত-অনুরোধ করি, রূপ ধরি নরহরি,
ক্রীড়া করে যেমন বালক॥
অতঃপর শুন তবে, হিরণ্যকশিপু যবে,
দেখি সেই বিকৃতিস্বরূপ।
দুঃশীল অসুর রীতি, কোপেতে বিবশ মতি,
নাহি বুঝে নিজ শুভাশুভ।
মুদ্গর মূষল ভেলা, বৃক্ষ বৃহতী শিলা,
শেল শূল নানা অস্ত্র-শস্ত্র।
বিক্রম করিয়া মারে, প্রভু তাহা লুফি ধরে,
উলটিয়া মারে সেই অস্ত্র॥
ইতর অসুরগুলা, দূর হৈতে মারে ঢেলা,
সে গুলার গ্রীবা ধরি ধরি।
ভূমেতে আছাড় মারে, ছট্‌ফট্ করি মরে,
কতগুলা পলায় তা হেরি॥
পুনরপি দুই জন, বাহু যুদ্ধ অনুক্ষণ,
পৃথিবী কম্পিত পদভরে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, তলাতল পাতাল,
সুমেরু কাঁপয়ে থরথরে॥
যুদ্ধলীলা কতক্ষণ, করি প্রভু সনাতন,
দৈত্যরাজে ধরিয়া শ্রীহস্তে।
উরুর উপরে ধরি, উদর ফাড়য়ে চিরি,
ক্রোধাবেশে যেন বেণাপত্রে॥
উদরের নাড়ীগুলা, মালা করি গলে দিলা,
অতি বিকরাল রূপ হৈল।
প্রলয় অনল যেন, দুই চক্ষু জ্বলে তেন,
লোমাবলি উত্তান করিলা॥
নাসাপুটে বহে শ্বাস, শিলা বৃক্ষ পাশপাশ,
উপাড়িয়া পড়ে গিয়া দূর।
দশন অচলশৃঙ্গ, হরধনু যেন ভঙ্গ,
কটমট শব্দে কাঁপে পুর॥
শিরে জটা বিঘূর্ণনে, ছিন্ন ভিন্ন মেঘগণে,
দেবগণ পলায় ধাইয়া।
মহতেজ মহাবল, প্রতাপ প্রদীপ্তানল,
কালের অন্তক রৌদ্রকায়া॥
দুঃসহ চীৎকার রবে, গর্ভবতী গর্ভ স্রবে,
সুরাসুর নরনারীগণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সুমেরুর শৃঙ্গ নড়ে,
কটাহ ফাটিয়া কিবা জান॥

মহা উগ্ররূপ চণ্ড, কালান্তক-কালদণ্ড,
মহা ভয়ানক মহারৌদ্র।
পদ-আস্ফালনভরে, ক্ষিতি টলমল করে,
সৃষ্টি সংহারেন যেন রুদ্র॥
দেখিয়া চিন্তিতমনে, ব্রহ্মা-আদি দেবগণে,
হাহাকার করেন সবাই।
অকালে প্রলয় হয়, কি কর্ত্তব্য কি উপায়,
ত্রস্ত পরস্পর ধাওয়া-ধাই॥
শিব-ব্রহ্মা-ইন্দ্র-আদি, স্তব করে আঁখি মুদি,
সুদূর হইতে ভয়ে অতি।
আঁখি না মেলিতে পারে, নিকটে যাইতে নারে,
কম্পিত হইয়া তীক্ষ্ণ ভাতি॥
কেহ কহে লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার চরণ সেবি,
আন যাই বৈকুণ্ঠ হইতে।
তেঁহ যদি আসি কহে, তবে এই সৃষ্টি রহে,
প্রভুর এ রূপ সংবরিতে॥
পরামর্শ প্রশংসিয়া, সবে বহু আরাধিয়া,
স্বধাম হইতে তাঁরে আনে।
ভয়াল বিকট রূপ, নরসিংহ-স্বরূপ,
হেরি মাত্র মুদিল নয়ানে॥
মুখ ফিরাইয়া যায়, চলি যায় নিজালয়,
ভয়ে ভীত কমলা-হৃদয়।
পুনরপি এক উপায়, স্থির কৈলা দেবচয়,
ভকতবৎসল প্রভু হয়॥
প্রহ্লাদের কয় স্তব, পূরণ হইবে সব,
রক্ষা হবে জগৎ-সংসার।
ইহা চিন্তি সবে মিলি, অন্তরে সুকুতূহলী,
স্তব করে করিয়া বিচার॥
প্রহ্লাদ ঘনায়্যা যায়, অন্তরে অকুতোভয়,
সিংহের বালক যেন সিংহে।
হেরিয়া নাহিক ডরে, ক্রোড়ে বসি ক্রীড়া করে,
মাতা পিতা বক্ষে রাখে স্নেহে॥
তেমতি কৌতুক দেখ, ত্রিজগত পায় সুখ,
সর্ব্বলোক যাহার শ্রবণে।
তাহার যে বিবরণ, শুন সবে দিয়া মন,
পরম আনন্দপাবে মনে॥
সম্মুখে দাণ্ডায়া সাধু, বিধু যেন স্রবে সীধু,
স্তব করে সুমিষ্ট বচনে।
দেবগণ তাহা শুনি, মুখে না নিঃসরে বাণী,
নিরখয়ে অনিমিখ নয়নে॥

আর্দ্রীভূত অন্তরে, দুনয়নে বারি ঝরে,
পুলকিত অঙ্গ সভাকার।
প্রভু প্রহ্লাদের পানে, স্নিগ্ধদৃষ্টে সুনয়নে,
স্নেহভাবে হেরে বার বার॥
গ্রীবা হেলাইয়া চাহে, বদন নিরখি রহে,
ক্রোড়ে তুলি হৃদয়ে লইলা।
শ্রীহস্ত অঙ্গেতে দিয়া, শিরে হাত বুলাইয়া,
ঘন ঘন চুম্বন বহু কৈলা॥
পশুরূপ ধরি হরি, পরাভব অঙ্গীকরি,
স্নেহে প্রহ্লাদের অঙ্গ চাটে।
কিবা ভক্তিপ্রিয় প্রভু, কিবা দয়াময় প্রভু,
যত্নে রাখে হৃদয়-সম্পুটে॥
হেন যে দয়াল নিধি, তাঁরে ভজ নিরবধি,
অন্য ধর্ম্ম বাসনা ত্যজিয়া।
কাহারে ভজিবে আর, কি ধন লাগিয়া ছার,
কাঁচ লঞা কাঞ্চন ছাড়িয়া॥
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, হেন দয়াল আর নাই,
নয়ন-বিবাদ তেয়াগিয়া।
হেন দয়াল কেবা আছে, শুদ্ধ প্রেমানন্দে নাচে,
পরাৎপর নিন্দিয়া অমিয়া॥
তোমাদের কিবা ভাগ্য, কিবা প্রাজ্ঞ কিবা যোগ্য,
কিবা দীর্ঘ সৌভাগ্য শোভন।
ত্রিভুবননাথ বিভু, কর্ত্তা হর্ত্তা ভর্ত্তা প্রভু,
যার লাগি কৈলা প্রকটন॥
কণ্ঠেতে ধরিয়া পুন, সুকোমল বৎস যেন,
স্নেহে অঙ্গে চাটয়ে গোধন।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, অশ্রুজলে তিতাইয়া,
পুনঃ পুন হেরয়ে বদন॥
প্রহ্লাদ গম্ভীরমতি, না ভিজে আদর প্রতি,
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমগতি।
যাহাতে সুস্নিগ্ধ মন, মাগে মাত্র শ্রীচরণ,
কেবল সেবনমাত্র মতি॥
অপার গুণের সিন্ধু, মো সবা পরমবন্ধু,
তাঁর চরণের রজকণা।
তাহে অনাদর করি, নানা পথে সদা ফিরি,
যে হেতুক সংসার-বাসনা॥
বৈষ্ণবে না কৈনু রতি, খাইয়া আপন মতি,
হায় হায় কি দুর্দ্দৈব দশা।
পড়িল মস্তকে বাজ, ঐছন বৈষ্ণবরাজ,
তাঁর পদে না জন্মিল আশা॥

নানাযোনি সদা ফিরি, কদর্য্য ভক্ষণ করি,
নানাকর্ম্ম করি চাহি অর্থ।
যে অর্থ অনর্থমাত্র, বিশেষতঃ স্ত্রী-পুত্র,
স্বর্গ যে সুখদ সেহ ব্যর্থ॥
বৈষ্ণবসেবন সার, ধর্ম্মমধ্যে পরাৎপর,
যাতে সর্ব্ব অর্থ লভ্য হয়।
অন্য ফলের কিবা কথা, তুচ্ছমাত্র সব বৃথা,
যাতে কৃষ্ণপ্রেম উপজয়
হেন বৈষ্ণবের পদে, মতি না করিনু মদে,
হারাইয়া পাইনু রতন।
যে ভাগ্যে এ পদ মিলে, বুঝি কভু কোনকালে,
সেই ভাগ্য না কৈনু কখন॥
এবে দন্তে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
শ্রীচরণে করি নিবেদন।
হে হে শ্রীল শ্রীপ্রহ্লাদ, ঘুচাও মনের বাদ,
মোরে দেহ ভকতি রতন॥
পুরুষ রতন তুমি, কি আর বলিব আমি,
কৃপাদৃষ্টি কিঞ্চিৎ করহ।
চরণে শরণ লৈনু, বিনা-মূলে বিকাইনু,
মো পাপী আপন করি লহ॥
তোমার হৃদয়কোষে, অশেষ দারিদ্র্য নাশে,
আছে তথা অমূল্য রতন।
দারিদ্র্য আমার মন, নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন,
কিছু দেহ হেরিয়া কৃপণ॥
অনুচর কর মোরে, চরণ ধরহ শিরে,
ভৃত্যভাবে কর অঙ্গীকার।
শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি-রস, তোমার যে গ্রাস-আশ,
দেহ পাতি আছি নিজ কর॥
পরিহার শ্রীচরণে, কিঞ্চিৎ নয়নকোণে,
নেহার হে দয়াল ঠাকুর।
দীনহীন কৃষ্ণদাস, কৃপালেশ করে আশ,
কর নিজ উচ্ছিষ্ট কুক্কুর॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীপ্রহ্লাদভক্তরাজ-
গুণকথনং সপ্তম-মালা।

অষ্টম মালা।

অক্রূরাদিভক্তগণ-চরিত্রবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

ভক্তরাজ শ্রীঅক্রূর।

কংসের আদেশে সাধু শ্বফলক-পুত্র।
অক্রূর ভকতরাজ যশস্বী পবিত্র॥
কৃষ্ণ লইবারে ব্রজপুরে গেলা যবে।
তাঁহার মহত্ত্ব কিছু কহি শুন সবে॥
অপূর্ব্ব স্বর্ণের রথে চড়িয়া চলিলা।
পথে পথে নানা তর্ক করিতে লাগিলা॥
মুঞি হীনমতি অতি ভকত বিহীন।
মোর চক্ষুগোচর কি হবে ভক্তাধীন॥
নয়নে গলয়ে ধারা যেন মেঘ বর্ষে।
রামকৃষ্ণ-দরশন মোরে নাহি অর্শে॥
হেন কি আমার হবে হইবে সুদিন।
হেরিব শ্রীহলধর নন্দের নন্দন॥
শ্রীচন্দ্রবদন হেরি চরণে পড়িব।
খুড়া বলি উঠাইয়া আলিঙ্গন দিব॥
এইমত মনোরথ করিতে করিতে।
শ্রীচরণচিহ্ন দেখি ব্রজে প্রবেশিতে॥
পুলক-হৃদয়-দেহ অশ্রু বহে ধারে।
গড়াগড়ি দিয়া তাতে দণ্ডবত করে॥
পুনঃপুন উঠে পড়ে উন্মত্তের প্রায়।
কভু হাসে কভু কান্দে প্রেমের আশয়॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চলে মহাশয়।
দেখে গোষ্ঠে রামকৃষ্ণচন্দ্রের উদয়॥
আনন্দ-সাগরমাঝে ডুবিলা মহান্ত।
কি সুখে সাঁতারে তার নাহি হয় অন্ত॥
কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই পূর্ণশশী।
হেরিয়া অক্রূরে আলিঙ্গন কৈলা আসি॥
করে ধরি গৃহে আনি আতিথ্য ব্যভারে।
নানামত সেবা কায়মনোবাক্যে করে॥

নরলীলা লৌকিক-ব্যভারে দুই ভাই।
অক্রূরে সেবয়ে পান-ভোজন করাই॥
অক্রূরের প্রেমভক্তি শুনি জগজনে।
আপনা নিন্দিয়া লোক করয়ে বাখানে॥
তেঁহ যদি কিঞ্চিৎ কটাক্ষদৃষ্টে হেরে।
ক্ষুদ্রজীব মো সভার দুঃখ যায় দূরে॥
সিন্ধুজলবিন্দু যেন টুনিপাখী পাইলে।
উদর পূরয়ে সিন্ধু নাহি টুটে জলে॥
অতএব ক্ষুদ্র মোরা চাহি মাত্র এই।
সেই প্রেমরসবিন্দুকণা যদি পাই॥

শ্রীবলিমহারাজ।

বলি মহারাজ রাজ ভুবনে বিখ্যাত।
মত-মহিমার সীমা শাস্ত্র-অভিমত॥
কি কব অবধি দেখ ত্রৈলোক্যের নাথ।
দ্বারে দ্বারিরূপে স্বয়ং রহে রমানাথ॥
ধন-জন-দারা সহ ত্রৈলোক্যের রাজ্য।
আত্ম সমর্পিলা শ্রীচরণে সাধুবর্য্য॥
কৃপাসিন্ধু বলিরাজ শাস্ত্রমতে শুনি।
কোথা যজ্ঞ করে কোথা মিলে গুণমণি॥
কর্ষণ করিতে মিলে স্পর্শমণিধন।
যতনবিহীনে যেন মিলয়ে রতন॥
অতএব তাঁহার চরিত্র কিছু শুন।
শ্রবণসুখদ অতি সুধাসার যেন॥
আনন্দজনক আর সংসারতারক।
হৃদ্রোগনাশক আর প্রেমাব্ধিদায়ক॥
দেবরাজপ্রার্থনেতে আপনি শ্রীহরি।
অবতীর্ণ হইলা বামনরূপ ধরি॥
দেবতার কার্য্যদান ছলমাত্র করি।
ভুবনপাবনলীলা কৈলা অবতরি॥
মহাতেজঃপুঞ্জ বটু ব্রাহ্মণরূপেতে।
উপনীত হৈলা যাই বলির যজ্ঞেতে॥
বলি রাজা দেখি চমৎকার হৈল চিতে।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্তলিকা ভিতে॥
বহু সমাদর বহু নতি স্তুতি করি।
বসাইলা উচ্চ রত্নসিংহাসনোপরি॥
করযোড় করি কহে মৃদু মৃদু ভাবে।
কিবা অর্থে আগমন কিবা অভিলাষে॥

বটু কহে ভূপতি আইনু তোমা স্থানে।
অভিলাষ হয় কিছু যাচিঞা-কারণে॥
যদি দেহ তবে বলি নহে কেন ব্যর্থ।
রাজা কহে যাহা চাহ দিব সেই অর্থ॥
গুরু শুক্রাচার্য্য মুনি হইয়া তটস্থ।
ভর্ৎসয়ে বলিরে অরে করিলি অনর্থ॥
বিষ্ণু ছদ্মরূপে আইলা বুঝিতে নারিলি।
আপনার দোষেতে আপন মাথা খালি॥
প্রতিশ্রুত হৈলে দিলা ব্রাহ্মণেরে বাক্য।
বিপ্র নহে ছলে তোমার বিপক্ষের পক্ষ॥
রাজা কহে গোসাঞি যে আপনি কহিলে।
ছদ্মরূপে বিষ্ণু আইলা ব্রাহ্মণের ছলে॥
তবে ত ইহার পর ভাগ্য কি আছয়।
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন্য হয়॥
রাজা পুন বটুর চরণে নিবেদয়।
কি অর্থ মাগহ কহ করিয়া নিশ্চয়॥
বটু কহে ধন রত্ন কিছু মাগি নাহি।
মোর পাদ সম মাত্র ত্রিপাদ ভূমি চাহি॥
শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ আঁখি মটকায়।
বাক্য অপহ্নব করিবারে যে কহয়॥
রাজা তাহা দেখি হেন নাহিক দেখয়।
বটুস্থানে কহে পুন করিয়া বিনয়॥
ফল্গু অর্থ চাহ দ্বিজ সুবুদ্ধি হইয়া।
গ্রাম-রত্ন ধন-ধান্য-আদি তেয়াগিয়া॥
তেঁহ কহে মুঞি হই তপস্বী ব্রাহ্মণ।
ধনধান্যে মোর কিছু নাহি প্রয়োজন॥
তপস্যার লাগি মাত্র স্থান কিছু চাই।
যোগের নির্ব্বাণ যাতে তাৎপর্য্য এই॥
রাজা কহে তবে তোমার স্বেচ্ছা হয় যেই।
তাহাই করিব মোর কর্ত্তব্য যে সেই॥
এত কহি মহারাজ সম্মতিপূর্ব্বক।
দান করিবারে তবে হইলা উৎসুক॥
মুনি কহে কোপে তবে হারে রে দুর্ম্মতি।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর না দেখ তাহা প্রতি॥
ছল করি বিষ্ণু তোর সর্ব্বস্ব হরিতে।
আইলা বামনরূপে ইন্দ্রের প্রেরিতে॥
রাজা কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ করে।
তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে॥
নতুবাও যদি হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
প্রতিশ্রুত হৈয়া পুন অনাথাকরণ॥

নরকের দ্বার সেই অযশ ভুবনে।
জীবন্তে মরণতুল্য ধিক্কার জীবনে।
পুনরপি মুনি কহে যথাসর্ব্বনাশ।
অর্থের রক্ষণে মিথ্যা কহনে না দোষ ॥
অতএব মোর বাক্য হেলন করিবে॥
অচিরাতে রাজ্য-আদি-শ্রীভ্রষ্ট হইবে ॥
যদ্যপিহ মুনিরাজ অভিশাপ দিলা।
তথাপিহ রাজা বলি দৃকপাত না কৈলা ॥
রাণী বিন্ধ্যাবলি দূরে দাণ্ডাইয়া ছিলা।
মুনির বারণ শুনি দুঃখিতা হইলা॥
পরমরূপসী সতি সুশীলচরিতা।
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্যমুকুতা॥
শত শত দাসদাসীগণ চৌদিকে বেড়িয়া।
তথাপিহ শীঘ্র এক জলঘট লৈয়া॥
ক্রোধ হর্ষ সহ যজ্ঞস্থলে রাজা-স্থানে।
আসিয়া কহয়ে কিছু কুপিত বচনে॥
মহারাজ শ্রীচরণ শীঘ্র ধৌত কর।
সাধুর সম্মত নিজমঙ্গল বিচার॥
মুনিঠাকুরের শাপে যে হয় সে হউক।
রাজ্য আর স্ত্রী অর্থ যায় সে যাউক॥
প্রতিকূল মুনিবাক্য দূরে তেয়াগিয়া।
যাহা চাহে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া॥
এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্লভ।
আজু সে তোমার অগ্রে সম্প্রতি সুলভ॥
অতএব অতিশীঘ্র শ্রীচরণ-আগে।
সমর্পণ কর ধন প্রাণ যাহা মাগে॥
এত বলি বিন্ধ্যাবলি জল ঢালে পদে।
মহারাজ বলি রাজা প্রক্ষালে আমোদে॥
দুখানি সুন্দর পদ প্রক্ষালন করি।
হৃদয়ে ধরয়ে পুন চক্ষে বহে বারি॥
শ্রীচরণধৌতজল মস্তকে ধরিল।
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিল॥
যে চরণজল শিব অদ্যাপি যতনে।
মস্তকে ধারণ করি শিব করি মানে॥
বারি ঝারি কুশা তিল তুলসী লইলা।
ত্রিপাদ-ধরণীদানে উদ্যুক্ত হইলা॥
তথাপিহ শুক্র পুন বারণ করয়।
ফিরিয়া না চাহে রাজা কর্ণে না শুনয়॥
হরির চরণে যার প্রবেশিল মন।
অন্য বিষয়ে কি করিবে কালের দুর্গম॥

একান্ত যদ্যপি রাজা না শুনিলা বাক্য।
বিচার করিলা এক মনেতে কুতর্ক॥
সূক্ষ্মরূপে প্রবেশিলা ঝারির ভিতরি॥
জল চলিবার পথ-নাল রুদ্ধ করি॥
দানের সংকল্পহেতু ঝারি লয়্যা করে।
জল ঢালিবারে চাহে জল নাহি সরে॥
ব্যস্তত্রস্ত হয়ে রাজা কুশা এক লৈলা।
কিসে আটকিল বলি নাচে চালাইলা॥
প্রভুর সেচ্ছায় এক কৌতুক হইল।
কুশাগ্র যাইয়া মুনির চক্ষেতে বিঁন্ধিল॥
বেদনা পাইয়া বিপ্র বাহির হইল।
সেই হৈতে মুনির এক চক্ষু অন্ধ হইল॥
রাজা সে বামন দেব ত্রিপাদ ধরণী।
বিধিমতে দান করি করে যোড়পাণি॥
দেবতাগণের কার্য্য বলিয়ে করুণা।
ভুবনপাবনী লীলা এ তিন বাসনা॥
তিন কার্য্য সাথে আর অবান্তর বহু।
তাহার বৃত্তান্ত চমৎকার শুন পহুঁ॥
বামন আছিলা প্রভু অবামন হৈলা।
দেখিতে দেখিতে রূপ বৃহৎ করিলা॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন নভ ব্যাপি।
অপ্রমেয় চমৎকার ত্রিবিক্রম রূপী॥
একপাদে ব্যাপি নিল ভূ অতল আদি।
দ্বিতীয়ে ব্যাপিলা ভূর্ভুবস্বঃ প্রভৃতি॥
ব্রহ্মলোকে উর্দ্ধে য্যায়া কটাহ ভেদিলা।
যে চরণে ত্রি-পাবনী গঙ্গা জনমিলা॥
তৃতীয় চরণ ধরিবার স্থান আর নাই।
বলিরে কহয়ে দেহ স্থান আর কই॥
মহারাজ কহে প্রভু আর কোথা পাব।
কি ধন আছয়ে আর শ্রীচরণে দিব॥
প্রভু কহে প্রতিশ্রুত হইয়া বঞ্চিলে।
আজি তুমি মোর স্থানে দণ্ডার্হ হইলে॥
এত কহি বলিরাজে বন্ধন করিলা।
মহারাজ প্রেমাবেশে আনন্দ হইলা॥
প্রভুর যে গূঢ়াশয় কে বুঝিতে পারে।
কোন ছলে অনুগ্রহ নিগ্রহ বা করে॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
নারদ প্রহ্লাদ আদি করয়ে স্তবন॥
বলিরাজা কহে কিছু অপূর্ব্ব কথন।
তাহা কিছু কহি শুন কর্ণ রসায়ন॥

বলিরাজা কহে প্রভু দয়ার সাগর।
তুমি সে শরণ্য এক জগত ভিতর।
মুঞি হেন মূঢ় পাপী অধম অগ্রাহ্য।
পরদ্রোহকারী নীচ সতের অভোজ্য॥
এ হেন পামর জনে এত কৃপা কৈলে।
ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলে॥
তোমার কৃপার কোনরূপে নহি পাত্র।
প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র॥
তোমার আশয় প্রভু অতি সে গম্ভীর।
বুঝিতে পারয়ে আছে হেন কোন্ ধীর॥
পুরন্দরপক্ষ হৈয়া ছলিলে আমারে।
তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলে মোরে॥
দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারিলা।
ক্ষুদ্র অর্থ-সাধনে তোমারে পাঠাইলা॥
তুমি হেন-ধন নাহি চিনিল বর্ব্বর।
কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর॥
সাধুর অগ্রাহ্য রাজ্য অনিত্য অসার।
হেন তুচ্ছ ধন হেতু হারাইলা সার॥
তুমি যে দুর্লভ ধন সারাৎসার বস্তু।
না চিনিল মন্দমতি মূঢ় বস্তুতস্তু॥
বড় কৃপা কৈলে মোরে মায়াফাঁস হৈতে।
মুক্ত করি দিলা নিজ চরণ-অমৃতে॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ বলির বচন।
শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন॥
ইন্দ্র দেবরাজ শুনি সলজ্জ হইল।
বলিরাজে ধন্য মানি আপনা নিন্দিল
অন্তরে আনন্দ প্রভু বলির বচনে।
যথার্থ কহিলা বলি প্রশংসয়ে মনে॥
বলি প্রতি দয়া অতি যদ্যপি প্রবল।
প্রতিকূল ন্যায় বাহে কহয়ে দুর্ব্বল॥
হাঁ রে রে দুর্ম্মতি মোর তৃতীয় চরণ।
কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান॥
বলি কহে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য।
আমার মস্তক এক স্থান হয় দীর্ঘ॥
ইহাতে ধরহ পদকমল সুন্দর।
বাক্যদত্ত হৈতে মুঞি হইনু অগ্রসর॥
তোমার শরীর এই জগৎ তোমার।
তোমার চরণে সঁপিলাম সে নির্দ্ধার॥
তুমি প্রভু তুমি বিভু তুমি জগন্নাথ।
বিশেষতঃ হও তুমি অনাথের নাথ॥
যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইনু।
আত্মনিবেদন এবে চরণে করিনু॥
বলির সৌভাগ্য কিবা কহনে না যায়।
জগন্মঙ্গল পদ ধরিলা মাথায়॥
জয় জয় ধন্য ধন্য নমোনম শব্দ।
ত্রি-জগতে কোলাহল হৈল কর্ণলুব্ধ॥
বন্ধন ঘুচায়া প্রভু গদগদভাবে।
আলিঙ্গন করি বহু তোষে মৃদুরবে॥
তুমি মোর প্রিয় আমি তোমাতে বিক্রীত।
হইলাম নিত্য বদ্ধ পরাণসহিত॥
এত কহি আজ্ঞা দিল দেবশিল্পকারে।
পাতাল-ভুবনে এক পুরী করিবারে॥
অপূর্ব্ব অমরাবতী তুল্য যে করিয়া।
মণিময় পুরী দিলা নির্ম্মাণ করিয়া॥
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে তাহে বিরাজ করিলা।
বলি সিংহাসনে বৈসে প্রভু দ্বারী হৈলা॥
নিত্য দরশন করে বিরাজয়ে রঙ্গে।
নিবানিশি ভাসে রাজা প্রেমের তরঙ্গে॥
অতএব ধন্য ধন্য বলি মহাশয়।
যাঁর যশ গুণকীর্ত্তি ত্রিভুবনে গায়॥
তাঁহার চরণ রেণু ভুবন-পাবন।
যদি কোন ভাগ্যে মিলে তার এক কণ॥
তবে এই সংসারবাড়বানল হৈতে।
এড়াই দারুণ দুঃখ যম-যাতনাতে॥
কৃষ্ণভক্তি নিত্যসুখ পরম-আনন্দ।
পরাৎপর লাভ হয় ছুটে ভব বন্ধ॥
ওহে শ্রীল-বলি রাজা মোরে কৃপা কর।
কৃষ্ণদাস মস্তকে চরণযুগ ধর।

ভক্ত-নামসংকীর্ত্তন।

কতিপয় ভক্তগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
করিলাম মাত্র আত্মশুদ্ধির কারণ॥
হরিকৃপারস আস্বাদিতে ভক্ত যাতে।
ভক্তিমহারত্ন লভ্য যার স্মৃতিমাত্রে॥
শ্রীশঙ্কর শুকদেব সনকাদি মুনি।
কপিল নারদ শ্রেষ্ঠ দয়ালু বাখানি॥
হনুমান বিষ্বক্সেন প্রহ্লাদ বলি ভীষ্ম।
অর্জুন অম্বরিষ ধ্রুব ব্যক্ত সর্ব্ববিশ্ব॥

বিভীষণ অক্রূর উদ্ধব অধিকারী।
ভগবন্ত-প্রসাদ যাহার প্রতি ভাবি॥
ইহা সভার পদরেণু মহিমা অপার।
কৃতকার্য্য হই যদিপাই মুক্তি ছার॥
পরমাত্মা হরি-গুণসদা ধ্যানপরা।
তাঁ সভার শ্রীচরণধ্যানে হও ভোরা॥
অগস্ত্য পুলহ আর পুলস্ত্য চ্যবন।
বশিষ্ঠ সৌভরি অত্রি কর্দ্দম সুজন॥
ঋচীক গৌতম গর্গ শ্রীব্যাস লোমশ।
ভৃগু দালভ্য শৃঙ্গী আর অঙ্গিরা চমস।
মাণ্ডব্য দুর্ব্বাসা শিষ্য সহস্র আটাশী।
বিশ্বামিত্র জামদগ্নি জাবালিক ঋষি॥
কশ্যপ পর্ব্বত পরাশর পদরজ।
সংসার-ত্রাণের অগ্রসর উচ্চধ্বজ॥

অথ পুরাণসংখ্যা তত্র শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমা-কথন।

শ্রীল-ব্যাস ইতিহাস আদি করি শাস্ত্র।
অষ্টাদশ পুরাণ বর্ণিলা সুপবিত্র॥
তথাচ প্রসন্ন যে নহিল বুদ্ধি মন।
শ্রীনারদ উপদেশ দিলা বিলক্ষণ॥
ত্রৈলোক্যপাবন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র।
সাধুজন-চকোরের সুধাপান-পাত্র।
জগত-মঙ্গল নিধি বিধি নির্মলা।
সম্প্রদায়-ক্রমে আইলা শুক প্রচারিলা॥
ব্যাসগোস্বামী যত্নে গ্রন্থন করিয়া।
জগতে রসের মালা দিলা পরাইয়া॥
যতেক পুরাণশাস্ত্র তাহা কহি শুন।
তামস রাজস আর সাত্ত্বিক নির্গুণ॥
মৎস্য আর কূর্ম্ম তথা লিঙ্গ শৈব স্কন্দ।
আর অগ্নি এই ছয় তামস প্রবন্ধ॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আর যে মার্কণ্ড।
ভবিষ্য বামন ব্রহ্ম রাজস ষট্ খণ্ড॥
বিষ্ণু আর নারদীয় গারুড় পদম।
বরাহ ভাগবত লঘু সাত্ত্বিক উত্তম॥

সংখ্যা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শিবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥

মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এবং অগ্নি এই ছয়খানি পুরাণ তামস বলিয়া কথিত।

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম এই কয়খানি পুরাণ রাজস বলিয়া বিদিত।

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে॥
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥

হে শুভদর্শনে! শ্রীভাগবত, বিষ্ণু, নারদ, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ, এইখানি পুরাণ মনীষিগণ কর্ত্তৃক সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত।

শ্রীমদ্ভাগবত হয় বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক।
মহিমাতে নাহি যার সমান-অধিক॥
শ্রবণসুখদ ভক্তি রসময় নিধি।
একবার যেই শুনে ঝুরে নিরবধি॥
গুণের অবধি নাহি এক তাহে শুন।
শ্রবণ করিব বলি চিত্তে যেই জন॥
তাহার হৃদয়পুরে শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর।
তৎক্ষণাতে বদ্ধ হন প্রসন্ন অন্তর॥
তমরজসত্ত্বগুণে পুরাণ যে কহিল।
তাহার বিশেষ কহি শাস্ত্রে যে শুনিল॥
তামস যে মৎস-আদি-পুরাণ আখ্যানে
সত্ত্বময় প্রসঙ্গ আছয়ে স্থানে স্থানে॥
তবে যে তামস নাম তাহার কারণ।
তমের আখ্যান হয় অধিক বর্ণন।
সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতবিরোধ যথায়॥
তামস যে মত সেই জানিবে তথায়॥
রাজস পুরাণে রজোগুণের আধিক্য।
সাত্ত্বিক পুরাণে সত্ত্বময় গুণ বাক্য॥
তম-কল্পে যেই যেই পুরাণ বর্ণিলা।
সেই সেই তম-ভাবে উৎপন্ন হইলা॥
রাজস সাত্ত্বিক যত ঐ মতে হইল।
নির্গুণ শ্রীভাগবত স্বতঃ প্রকাশিল॥
যদি বল অষ্টাদশ ভাগবত সহ।
ঊনবিংশ কহিলে যে বড়ই সন্দেহ॥
তাহার কারণ ভাগবতের টীকাতে।
বৃহৎ তোষিণী আর ষট্ সন্দর্ভ গ্রন্থে॥

সিদ্ধান্ত আছয়ে তাহা কহি এবে শুন।
না জানিয়া অন্ত লোকে চিন্তে পুনঃপুন॥
প্রথম ভাগবত নামে চারি হাজার শ্লোকে॥
বর্ণিলা শ্রীব্যাসদেব পুরাণ সাত্ত্বিকে॥
পরে যবে শ্রীনারদ উপদেশ দিলা।
শ্রীমদ্ভাগবত নামে গ্রন্থ প্রকাশিলা।
পূর্ব্বগ্রন্থ চারি হাজার আনুষঙ্গ ক্রমে।
শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সকলি বিশ্রামে॥
স্বতন্ত্রেও চারি হাজার সে গ্রন্থ রহিল।
তন্ত্রভাগবত নাম তাহার হইল॥
লঘু-ভাগবত বলি লোকেতে কহয়।
উপপুরাণের মধ্যে গণনা করয়॥
অষ্টাদশ উপপুরাণ পুরান সপ্তদশ।
মহাপুরাণ ভাগবত মহাগুণযশ॥
দশলক্ষণাক্রান্ত মহিমার সীমা।
গাইল তাহার গুণ করিয়া গরিমা॥
বহু শাস্ত্রে ভাগবতের মহিমা কহয়।
কত কহা যায় মাত্র কহি শ্লোকত্রয়॥

গারুড়ে—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থোপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশ সহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ—অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে সংনিবদ্ধ, শত বিভাগ বা প্রকরণসমন্বিত দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ, স্বয়ং শ্রীভগবৎমুখবিনির্গত পুরাণের মধ্যে সামতুল্য শ্রেষ্ঠ, বেদার্থের ব্যাখ্যা ও গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক এবং ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তের ব্যাখ্যা।

পাদ্মে—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ,
তৃতীয়-তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো,
ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো,
মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং,
শিরোঽপি যদ্দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং
তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্
অপারসংসারসমুদ্র-সেতুং
ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতের) প্রথম ও দ্বিতীয়স্কন্ধ যাঁহার পদদ্বয়, তৃতীয় ও চতুর্থস্কন্ধ যাঁহার উরু বলিয়া অভিহিত, পঞ্চম যাঁহার নাভি, ষষ্ঠ যাঁহার বক্ষ, তদনন্তর-দ্বয় (সপ্তম ও অষ্টম) যাঁহার বাহুদ্বয়, নবম যাঁহার কণ্ঠরূপে শোভমান, দশম যাঁহার প্রস্ফুট মুখকমল, একাদশ যাঁহার ললাট প্রদেশ, দ্বাদশ যাঁহার শিরোরূপে প্রতিভাত, সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালশ্যামল, মঙ্গলাবতার, অপারসংসাগরের সেতু, ভাগবত স্বরূপকে আমরা ভজনা করি।

শ্রীমদ্ভাগবত হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তদীয় ভাবেতে ব্যক্ত অতি সে অনুপ॥
অতএব পুরাণশাস্ত্র তদীয় সম্ভব।
অপার গুণের মধ্যে গাই এক লব॥
তার মধ্যে ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
ত্রিজগতে পরাৎপর শাস্ত্র অনুপম॥
গায়ত্রীব্রহ্মসূত্রার্থ বেদার্থ ভারত।
সর্ব্বময় সারাৎসার শ্রীমদ্ভাগবত॥
অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রে অন্যান্য বাখান।
শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র কৃষ্ণগুণগান॥
অন্যান্য শ্রবণে মন অন্যপথে যায়।
ভাগবত শ্রুতমাত্র কৃষ্ণে মন ধায়॥
অতএব জীবের যে একান্ত কর্ত্তব্য।
শ্রীমদ্ভাগবত-কথা অবশ্য শ্রোতব্য॥
এক ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র।
আর ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র॥
সাধুমুখে এই বাক্য শুনিয়ে শ্রবণে।
শরণ লইনু মুঞি তাঁহার চরণে।
ভাগবতশ্রবণের পদ্ধতি শুনিল।
যতনে কবচ করি কণ্ঠেতে পরিল॥
সজাতীয়াশয় সাধু সঙ্গেতে বসিব।
শ্রীমদ্ভাগবত কথা আস্বাদ করিব॥
তবে সে শ্রবণে সুখ অধিক জন্ময়।
নতুবা শ্রবণে রস তাদৃক না হয়॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥

রসিকব্যক্তির সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদ-গ্রহণ এবং সজাতীয়াশয় (তুল্যবাসনাপরায়ণ) স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ,—ভজনের অঙ্গ।

অবৈষ্ণব স্থানেতে শ্রবণ নহে ইষ্ট।
দুগ্ধ-হেন বস্তু যেন সর্পের উচ্ছিষ্ট॥

পাদ্মে—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
ন শ্রোতব্যং বৈষ্ণবানাং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

অবৈষ্ণবের মুখনির্গত পবিত্র ভগবন্মহিমাকীর্ত্তনও বৈষ্ণবদিগের শ্রবণীয় নহে, তাহা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধবৎ পরিত্যাজ্য।

ভাগবত হেন ধন পাইয়া করেতে।
চিনিতেই নারিনু দুর্দ্দৈববিপাকেতে॥
দন্তে তৃণ করি ধরি অঞ্জলি মস্তকে।
হে শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা কর মোকে॥
তোমার চরণে রতি-মতি দেহ মোর।
কৃষ্ণদাস নিবেদয় একান্ত অন্তর॥

অথ অষ্টাদশ স্মৃতি-গুণকথনম্।

অষ্টাদশ স্মৃতি প্রকাশিলা ঋষিগণ।
মস্তকে ধরহ তাহা সভার চরণ॥
কৃষ্ণভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্য্য-অর্থ হয়।
না বুঝিয়া কর্ম্মী-জ্ঞানী অন্যথা কহয়।
উপক্রম অভ্যাস উপসংহার আদি ছয়।
লক্ষণে প্রাধান্যমাত্র ভক্তির আশ্রয়॥
অতএব অষ্টাদশস্মৃতি নাম-গুন।
যাতে সর্ব্বপাপ হরে জন্ম নহে পুন॥
মনু আর অত্রি হন বৈষ্ণবী হারীত।
যামী যাজ্ঞবল্ক্য আর অঙ্গিরাবহ্নিত॥
শনৈশ্চর সাম্বর্ত্তক কাত্যায়ন দাসী।
সাংখিল্য গৌতমী তথা বশিষ্ঠ সুভাষী॥
সুরগুরু শাতাতপী পরাশর ক্রতু।
আপস্তম্ব মুক্তিদাতা ভক্তির নির্হেতু॥

পার্ষদগুণকথনম্

নামসঙ্কীর্ত্তনম্।

শ্রীরামের পারিষদ স্মরণ যেই করে।
অনপায়িনী ভক্তি পায় সে জন অদূরে॥
ভুবন বিজয়ী সর্ব্বমঙ্গলের ধাম।
নিত্যসিদ্ধরূপী চিদানন্দ অভিরাম॥
মন্ত্রিবর্গ আদি যত অসংখ্য গণন।
পবিত্র লাগিয়া কিছু করি সঙ্কীর্ত্তন॥
যাহার কীর্ত্তনে সর্ব্বপাপ বিঘ্ন হরে।
অনায়াসে রঘুমণি বৈসয়ে অন্তরে॥
শ্রীসুগ্রীব কেশরেয় দধিমুখ দ্বিবিদ।
পয়োদ ঋক্ষপতি যেঁহ প্রিয়রামপদ॥
উল্কা সুভট আর দধিমুখ নল।
গয় নীল সুসেন কুকুদ মহাবল॥
পনস গবাক্ষ শরভঙ্গ অতিবল।
অঙ্গদ যুবরাজ-আদি গন্ধমাদন॥
ইত্যাদি আঠারো পদ্ম যূথমন্ত্রী হয়॥
আর কত শত তার কে সংখ্যা করয়॥
সবা পাদরজবৃষ্টি শুভদৃষ্টি করি।
মো-পাপীর শিরে কর কৃপণ বিচারি॥

ইতি শ্রীভক্তমালে অক্রূরাদি-ভক্তগণ-চরিত্র বর্ণনং অষ্টম-মালা ॥৮॥

নবম মালা।

শ্রীমদ্‌ব্রজপরিকরগণ-নামগুণাদিবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রীস্বরূপ শ্রীনিবাস শ্রীজগদানন্দ।
জয় রায় রামানন্দ প্রেমানন্দ-কন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
ব্রজের যে বড় গোপ প্রধান পর্জ্জন্য।
ত্রিলোকে যাহার বড় সম নাই অন্য॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ অধিক কি কব।
জগতের আর্য্য পূজ্য মঙ্গলের শিব॥

ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ ইষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সুচরিত।
সর্ব্বোত্তমোত্তম শুভ পুত্র মনোনীত ॥
কামনা করিয়া ঘোরতর তীব্র তপ।
ধেয়ান সমাধি কৈলা নানাবিধ জপ ॥
তাহাতে জন্মিলা সাত পুত্র শুভোদয়।
সুধন্য মেদিনী যাতে আনন্দহৃদয় ॥
সুশীল সুশান্ত দান্ত উদারচরিত।
সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বলোকের পূজিত ॥
নিরীহ নির্গুণ নিত্য চিদানন্দময়।
স্বাভাবিক অজ জন্ম লৌকিকের প্রায় ॥
তার মধ্যে শ্রীল নন্দরাজ মহাশয়।
যাঁহার মহিমা বেদে শত মুখে গায় ।
তাঁহার মহিমা গুণ হেন কে সংসারে।
কোটী যে অংশের লব কহিবারে পারে ॥
কি কহিব চমৎকার মুখে না জুয়ায়।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহার তনয় ॥
লালন-পালন করে তাড়ন-ভর্ৎসন।
গৃহস্থালি পাতিয়াছে ত্রিলোকরঞ্জন ॥
যাঁহার সৌভাগ্য দেখি অজ-ভব-আদি।
আপনা নিন্দয় গায় গুণ নিরবধি ॥
ত্রিজগতে গানচ্ছন্দে সর্ব্বলোকে গায়।
দুস্তর সংসার হৈতে যাহাতে এড়ায় ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি সুধাসাগরে পড়িয়া।
ডুবি ডুবি খায় সদা উদর পূরিয়া ॥
তাঁহার মহিমা মুঞি কি কহিতে জানি।
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে গণি ॥
ছারমূর্খ দুরাচার মূঢ় জ্ঞানহীন।
ভকতিবিহীন তাতে ইন্দ্রিয়-অধীন ॥
হেন ব্যক্তি করে হেন বিচারেতে কাম।
লোকে উপহাস্য যে কেবল-ধার্ষ্টতাম ॥
তথাপিহ দড়বড় করি ঘোড়ে-ঘাড়ে।
রচি যাতে যদি সে চরণ মনে পড়ে ॥
তাঁহার চরণে মতি পবিত্র কারণ।
রচনা উত্তম নহে পৌরুষভাজন ॥
পর্জ্জন্যের সপ্তপুত্র তাঁ সভার নাম।
ক্রমে কহি শ্রবণ-মঙ্গল অভিরাম ॥
ধরানন্দ ধ্রুবানন্দ তৃতীয় উপনন্দ।
অভিনন্দ চতুর্থ পঞ্চম তথা নন্দ ॥
ষষ্ঠ সুনন্দ আর সপ্তম শুভানন্দ।
আশপাশ গ্রামবাসী সহ পশুবৃন্দ ॥

ধরানন্দ বড়পুত্রে রাজ্য অভিষেক।
করিতে উদ্যোগ কৈলা সভার অনেক ॥
তেঁহ অসম্মত হৈলা সকলে মিলিয়া।
নন্দ যে পঞ্চম ভ্রাতায় নৃপতি লাগিয়া ॥
কহিলা পর্জ্জন্য রাজে রাজা না হইব।
নন্দ মহারাজা হৈলে তাহে সুখী হব ॥
অতএব ব্রজে রাজা নন্দরাজ হৈলা।
জগন্মাতা শ্রীযশোদা মহিষী মহিলা ॥
তাঁহার অশেষ গুণ অতুল মহিমা।
বেদ-বিধি শুক-আদি নাহি পায় সীমা ॥
ভাগবতে শুকদেব করিলা কীর্ত্তন।
কহিবারে নাহি জানি ক্ষান্ত তে কারণ ॥
কিবা সে সৌভাগ্য কৃষ্ণজননীর পাত্রী।
লালনপালনকর্ত্রী কৃষ্ণস্তনদাত্রী ॥

শ্রীভাগবতে -

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥

হে ব্রহ্মন্! মহারাজ নন্দ এবং মহাভাগা যশোদা কি এমন শ্রেয়ঃ মহাকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন যে, স্বয়ং জনার্দ্দন (সেই যশোদার) স্তনপান করিলেন?

তেঁহ মোর ঠাকুরাণী তাঁহার চরণ।
কবে মুঞি ধোয়াই করিয়া যতন ॥
কবে তেঁহ আজ্ঞা দিবা শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া।
রচিবারে মিষ্ট অন্ন অঙ্গুলি হেলাইয়া ॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

বাল বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হোঁ অর্থী
উন পাদরজ ॥
গোপ নন্দ উপনন্দ ধ্রুব ধরানন্দ মহরি যশোদা।
কীরতিদা বৃষভানু কুম্বরি সহচরি বিহরতি মন মোদা ॥
মধুমঙ্গল সুবল সুবাহু ভোজ অর্জ্জুন দামা।
মণ্ডলি গয়াল অনেক শ্যাম সঙ্গী বহুনামা ॥
ঘোষনিবাসনকী কৃপা সুর নর বাঞ্ছিত আদি অজ।
বাল বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হোঁ অর্থী
উন পাঁদরজ
ব্রজরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ সদা তৎপর
রহৈ ॥
রক্তক পত্রক অবর পত্র সবহী মন ভাবে।
মধুকণ্ঠ মধুবর্ত্ত রসাল বিশাল সুবাবে ॥

প্রেমকন্দ মকরন্দ আনন্দ সদা চন্দ্রহাস।।
পরম বকুল রসদান শারদা বুদ্ধি প্রকাশা ॥
সেবা সমৈ বিচারিকৈ চারু চতুর চিতকী লহৈ।
ব্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ তদা ততপর রহৈ

অস্যার্থঃ।

ব্রজের গোপ বাল বৃদ্ধ যত নর নারী।
পশু পক্ষী বৃক্ষ বনস্পতি আদি করি॥
নিত্যসুখময় অপ্রাকৃত চিদানন্দ।
পরম উপাস্য সভার চরণারবিন্দ॥
ব্রহ্মময় ধাম শ্রীল-বৃন্দাবন ভূমি।
যোগী যতি তপীর অগম্য জ্ঞানী কর্ম্মী॥
তাঁহার মহিমা কহিবার শক্তি কার।
অনুভব কর নিত্য ধ্যান কর যার॥
নিত্যনিবাসের স্থান কৃষ্ণ বলরাম।
শ্রীনন্দাদি যশোদা রোহিণী অনুপাম॥
শ্রীযশোদা-জগন্মাতা মহিমা-আভাস।
কিঞ্চিৎ কহিল পূর্ব্বে না পূরিল আশ॥
পুনর্ব্বার কিছু কহিবারে মনে করি।
নিজে মূর্খ নাহি জানি আঁকু পাঁকু করি॥
শ্রীরোহিণী মাতা আর যশোদাসুন্দরী।
দুই মাতা সম দুই গুণের গাগরি।
ত্রিভুবনে পূজ্য মান্য ধন্য সদুপাস্য।
শান্ত শিষ্ট সুশীল সুস্নিগ্ধ প্রিয়ভাষ্য॥
মর্য্যাদক সুমর্য্যাদা সকলের আর্য্য।
সভারে সমান যথাযোগ্য শৌর্য্যবীর্য্য॥
অধিক কি কব রামকৃষ্ণের জননী।
যার স্তনপান করে সুধাধিক মানি॥
পুতনা রাক্ষসী মাতৃবেশে স্তন দিল।
জিঘাংসা করিয়াও মাতৃগতিকে পাইল॥
অতএব মহারতি মাতা শ্রীযশোদা।
ভুবনপাবনী সর্ব্ব-অর্থ-সিদ্ধিপ্রদা॥
তাঁহার মহিমা বেদ-বিধি-অগোচর।
আত্মারাম শুকদেব প্রশংসে বিস্তর॥
নাভাজী শ্রীব্রজপুরের কৃষ্ণপরিকর।
সংক্ষেপে বর্ণিলা বহু না কৈলা বিস্তার॥
তাঁহার আশয় আদি পদের যে অর্থ।
বর্ণিব বিস্তারি কিছু যেমন সমর্থ॥
গোপগোপী আদি গুণক্রমেতে গাইব।
শ্রীচরণে প্রেমভক্তি মাগিয়া লইব॥
শ্রীকৃষ্ণের জেঠা জেঠী খুড়া খুড়ী আদি।
মামা পিসা আদি আর পুলিন্দ অবধি॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি নিজাভীষ্ট লাগি।
দুর্ম্মতিশোধন আর প্রেমানন্দভাগী॥
শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর বর্ণন মাধুরী।
গণোদ্দেশদীপিকা যে গ্রন্থ অনুসারি॥
বর্ণিব কিঞ্চিন্মাত্র তাহার অন্তরে।
অগ্রপশ্চাৎ ক্রম কিছু না জানি বিচারে॥
অক্ষরমিলন হেতু যথা আইসে মনে॥
অপরাধ ক্ষম বিপর্য্যয়ের বর্ণনে॥

গাকড়োক্ত—

শ্রীনন্দ রাজার সখা রাজা বৃষভানু।
নন্দরাজমহিষী যশোদা শ্যামতনু॥
শক্রবর্ণধব্জ বাস ন স্থূল ন কৃশা।
কিঞ্চিৎ দীঘল অতি সুন্দরী সুকেশা॥
অন্য নাম দেবকী দেবকী যাঁর সখী।
ঐন্দবী নামেতে আর সখী সুষ্টুমুখী॥

আদিপুরাণোক্ত—

শ্রীকৃষ্ণের বৃহন্মাতা দেবী শ্রীরোহিণী।
বলদেব হৈতে কৃষ্ণে স্নেহ কোটি গুণি॥
মতান্তরে নন্দ মহারাজ পাঁচ ভাই।
তাহা ব্যতিরেকে যে খুড়াত হয় দুই॥
পূর্ব্বকথিত নামে কিছু হয় ভেদ।
সকলি সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ।
কেহ কহে সপ্ত ভাই কেহ পঞ্চজন।
কল্পভেদে কিংবা কিছু থাকিবে কারণ॥
শ্রীল উপনন্দ আর অভিনন্দ দুই।
শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত স্নেহেতে এই॥
সন্নন্দ নন্দন দুই কাকা সমতুল।
সদাই শ্রীকৃষ্ণস্নেহানন্দেতে বিহ্বল॥
উপনন্দ সিতারুণবর্ণ হরিদ্বস্ত্র।
তাঁহার ঘরণী তুঙ্গী কৃষ্ণে মন ন্যস্ত॥
ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ নারঙ্গ-বসন।
অভিনন্দ কৃষ্ণবস্ত্র শঙ্খের বরণ॥

তস্য ভার্য্যা পীবরী * নাম পাটলবরণ।
নীলবস্ত্রধারী তেঁহ কৃষ্ণ প্রাণধন॥
সন্নন্দের সুনন্দ দ্বিতীয় নাম হয়।
চতুর্থ ভাই যে ক্রিহো সুন্দর আশয়॥
কুন্দবর্ণ শ্যামবস্ত্র অল্পপককেশ।
কৃষ্ণেতে প্রেম স্নেহ না জানি বিশেষ॥
মাহিষ দুগ্ধেতে শরীরের পুষ্টি হয়।
সে হেতুক কৃষ্ণ লাগি মহিষ রাখয়॥
ভার্য্যা যে অজনা † রক্তবস্ত্র পদ্মবর্ণ।
কৃষ্ণমুখবাক্যে যেই পাতি রহে কর্ণ॥
নন্দন পঞ্চম ভ্রাতা একত্র বসতি।
বিশেষ কৃষ্ণেতে অনুরাগ মহামতি॥
শিখিকণ্ঠবর্ণ হয় গুণের নিধান।
চণ্ডাত-পুষ্পের বর্ণ বস্ত্র পরিধান॥
অতুলা তাঁহার ভার্য্যা বিদ্যুতের কান্তি।
মেঘাম্বর পরিধান কৃষ্ণময় ভ্রান্তি॥
কণ্ডর দণ্ডর শ্রীনন্দের খুল্লপুত্র।
সুদামা কণ্ডর-স্ত্রী গুণেতে পবিত্র॥
দণ্ডরের স্ত্রীর নাম সুরমা সুন্দরী।
রূপে গুণে সম দোঁহে প্রেমের গাগরি॥
বটুক চটুক আর দুই জ্ঞাতি-ভাই।
দধিসারা হবিঃসারা স্ত্রী দোঁহার দুই।
নন্দের ভগিনী দুই সানন্দা নন্দিনী।
শ্রীকৃষ্ণের পিসী স্নেহে সমান জননী॥
কৃষ্ণবর্ণ বসন কিঞ্চিৎ উচ্চদন্ত।
শ্যামল চিক্কণ বর্ণ মতি শিষ্ট শান্ত॥
সানন্দার স্বামী মহানীল হয় নাম।
নন্দিনীর স্বামী সুনীল গুণধাম॥
নন্দরাজের ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের পিসা।
স্নেহময়ী প্রেমামৃতে সদাই বিলাসা॥
শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ মহোৎসাহযুক্ত।
সুমুখ তাঁহার নাম স্নেহে অতিরিক্ত॥
শঙ্খবর্ণলম্বশ্মশ্রু জম্বুবর্ণ কান্তি।
মাতামহী তস্য পত্নী পাটলা সুমতি॥
মাহিষ দধির বর্ণ হরিত বসন।
শিরে কেশ পাটলপুষ্পের যে বরণ॥
তাঁর সহচরী হন মুখরা বড়াই।
যশোদা মাতার ধাত্রী স্নেহে অধিকাই॥

* "পীবরী"—পাঠান্তর।
† "কুবলা"—পাঠান্তর।

সুমুখের ছোট ভাই চারু-মুখ নাম।
অঞ্জন-বরণ তাঁর রূপ অনুপাম॥
তস্য ভার্য্যা বলাকা কুলটী পুষ্পবর্ণ।
পাটলার ভ্রাতা গোল বানর-আনন॥
বানর-আকৃতি-মুখ হেরিয়া সুমুখ।
শ্যালাভাবে হাসিলা তাহাতে পাইলা দুখ॥
দুর্ব্বাসা মুনির বহু আরাধনা কৈলা।
বর মাগি তেঁহ মহাকুলীন হইলা॥
তাঁহার ভার্য্যার নাম জটিলা কর্কশা।
অভিমন্যুর মাতা তেঁহ শ্রীমতীর শ্বশা॥
কাকের বরণ তাঁর বৃহৎ উদর।
কলহেতে প্রিয় সদা সতজে মুখর॥
কৃষ্ণের মাতামহী-ভ্রাতা তাহার নন্দন।
অভিমন্যু মাতুল সম্পর্কে তে কারণ॥
যদ্যপিহ বিপক্ষ জটিলা-আদি যেহ।
আনন্দমূরতি কৃষ্ণে তথাপিহ স্নেহ॥
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি আর।
কৃষ্ণের মাতুল সহোদর যশোদার॥
অতসীপুষ্পের বর্ণ পাণ্ডুর বসন।
তাঁহাদিগের ভার্য্যাগণ কৃষ্ণ-অন্ত-প্রাণ॥
রেমা রেমা সুরেমা যে ক্রমেতে তিনের।
ঘরণীর নাম স্নেহে সমান মায়ের।
মামা-মামী-স্থানে কৃষ্ণ সোহাগভাবেতে।
বস্ত্র ধরি আকুট করয়ে কতমতে॥
কর্কটী-পুষ্পের বর্ণ ধূম্রবর্ণ পট।
কৃষ্ণপ্রেমে উনমত নাচে হৃদি-নট॥
মাতার ভগিনী দুই শ্রীকৃষ্ণের মাসী।
যশোদেবী যশস্বিনী রূপগুণরাশি॥
দধিসারা হবিঃসারা দ্বিতীয় দু নাম।
দুই দুই নাম দোঁহা রূপ অনুপাম॥
স্বাভাবিক মাতা হৈতে মাসীর বড় স্নেহ।
তাহে কৃষ্ণ স্নেহপাত্র মাসী যাতে স্নেহ॥
জ্যেষ্ঠা যশোদেবী শ্যামবরণ যাঁহার।
কনিষ্ঠা যে যশস্বিনী গৌরাঙ্গ তাঁহার॥
হিঙ্গুল-বরণ বস্ত্র হয় দোঁহাকার।
চাটু বাটু নামে দুই স্বামী দুজনার॥
মামুয়া কৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভাই উপনন্দের।
মিষ্টান্ন পাঠান বহু লাগি বালকের॥
জ্যেষ্ঠা যশোদেবী মাসী তাঁর এক পুত্র।
সুরূপ সুচারু নাম সুন্দর চরিত্র॥

গোপ যে আভীর অভিমন্যুর জনক।
তাঁহার ভ্রাতার কন্যা সুচারু ঘোটক॥
তুলাবতী নাম তাঁর প্রেমে অধিকাই।
রূপে গুণে শীলে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের ভোজাই॥
অথ পিতামহতুল্যগণ শ্রীকৃষ্ণের।
কৃষ্ণসুখে সুখী চেষ্টা নাহিক দেহের॥
তাহা সভার নাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া।
প্রেমধন মাগি হৃদি টিকরা পাতিয়া॥
তুণ্ডু আর কুঠের পশুবেদনা কিলাত।
কুপীট পুরটা নাট তুল্য পিতৃতাত॥
অনেক আছয়ে আর কে কহিতে পারে।
মাতামহগণমধ্যে কিছু কাহ আরে॥
বীরারোহ বরারোহ কন্দোট্ট কারুণ্ড।
তরীষণ বরীষণ আদি আর গোণ্ড॥
বৃদ্ধা পিতামহীতুল্যা ভারুণী ভাঙ্গিলা।
ভেরী সুখাম্বরা ভঙ্গী ভার শাখা লীলা॥
শিবা-আদি বৃদ্ধা আর অনেক আছয়।
মাতামহীতুল্যামধ্যে কহি যেবা হয়॥
ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা ঘর্ঘরা।
ঘুর্ঘুরী চক্কলী ঘণ্টা ডুণ্ডী ঘোণী ঘেরা॥
করবালী সুঘণ্টিকা ঢোণ্ডিকা ডিণ্ডিমা।
ডামনী ডামরী ডঙ্কা পুণ্ডাদি অসীমা॥
জনকের সম হয় অনেক ব্রজেতে।
শ্রীনন্দরাজের সখা-ভ্রাতাদিক-মতে॥
মঙ্গল পিঙ্গল পিঙ্গ মাঠর পট্টিশ।
শঙ্কর সঙ্কর পীঠ ভৃঙ্গ হরিকেশ॥
ধুনি ঘাণ্টিক সারঘা দণ্ডিকেদার পটীর।
ধুরিণ ধুর্ব্ব চক্রাঙ্গা সৌরভেয় হর॥
কলাঙ্কুর উৎপলাদি মঙ্কর কন্দলা।
সুপক্ষ সৌধ হারীতা কৃষ্ণস্নেহে ভোলা॥
উপনন্দ-আদি পিতৃতুল্য আর হয়
অনন্ত কহিতে নারে অন্যের কি দায়।
পর্জ্জন্য সুঘন দোঁহে বাপ্পবন্ধুষ।
কৈশোরে আর ত দুই স্নেহাদির পাত্র॥
নন্দ-আদি নামে মিত্র অনেক আছয়।
কতেক তাহার কিছু না হয় নির্ণয়॥
মাতাতুল্যামধ্যে কৃষ্ণের করিব কীর্ত্তন।
প্রেম-অর্থ বিনে যায় সংসারযাতন॥
তরঙ্গাক্ষী তরুণিকা সুভদ্রা মালিকা।
অঙ্গদা বৎসলা তালী মেধুরা সালিকা॥

কুশলা মসৃণা কৃপা শঙ্কিনী বিম্বিনা
মুদ্রা প্রভা নীতি ধরা সুভগা
হিঙ্গুলা কপিলা পুণ্ডী ধমনী পটিকা
পঙ্কতি রঞ্জনী সুতুণ্ডী তুষ্টি বর্ত্তিকা
সন্ধকী বন্ধকী * বেলা আদি মাতৃসমা।
স্তনদাত্রী ধাত্রীমাতা দুই অনুপমা॥
অম্বিকা কিলিম্বা নাম কৃষ্ণস্নেহবতী।
যশোদা মাতার স্থানে সদা অনুগতি॥
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ সরবস।
তিল আধ কৃষ্ণ বিনে রুদ্ধ হয় শ্বাস॥
দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী।
অম্বিকা হয়েন মুখ্যা সদা হাস্যমুখী॥
অথ মহীসুরা দ্বিধা গোকুলে বসতি।
পুরোহিত কেহ কেহ আশিষক-রীতি॥
বষট্‌কার স্বধাকার প্রধাবাদি দ্বিজ।
আশীর্ব্বাদক মান্য সবে করে তাঁর পূজা॥
সামিধেনী মহাকব্যা বেদিকাদি সভা।
ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণক্রমেতে গণতি।
পুরোহিত বেদগর্ভ মহাযশা আর॥
ভাগুরি আদিক পুরোহিত কুলাচার॥
ক্রমে তাঁহাদিগের পত্নী শ্রীগৌতম শার্ঙ্গী
কৃষ্ণক্রীড়া-অনুকূল বিশেষতঃ গার্গী॥
পুরোহিত বহু অন্য ব্রাহ্মণী অনেক।
ব্রজেশ্বরী-অনুগতা পূজ্যা পরতেক॥
কুঞ্জিকা বামনী স্বাহা শাণ্ডিলী সুলভা।
ভার্গবী ইত্যাদি স্বধা সুপূজ্যা দুর্লভা॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপনিসুতা।
তেজিয়া অবন্তিপুরী ব্রজে অনুগতা॥
শ্রীমন্নারদের শিষ্য মহাতপস্বিনী।
কৃষ্ণলীলাকুতূহলী সর্ব্ববিধায়িনী॥
যোগমায়া-অংশ হন চিৎশক্তিময়ী।
মায়া আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধায়ী॥
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী-আদি ব্রজপুরে।
সকলের মান্য পূজ্য সর্ব্বত্র বিহরে॥
নিবিড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে।
রাধাকৃষ্ণ মিলন উপায় ধ্যান করে॥

"সন্ধকী বন্ধকী"—পাঠান্তর

গোপীযূথ-আদি-ভেদ

অথ যূথ গোপীগণে দুই মত হয়।
বয়স্যা দাসিকা অন্তঃপাতি দূতীচয়॥
ইহাতে ত্রিকূল এই যূথের অন্তরে।
কুলমধ্যে মণ্ডল যে বর্গ তথা পরে॥
বর্গ হইতে গণ গণে হয় সমবায়।
সমবায় হৈতে তথা হয়েন সঞ্চয়॥
সঞ্চয় হইতে হয় সমাজ আখ্যান।
সমাজ হইতে সমন্বয় প্রয়োজন॥
নয়-ভেদ-ক্রমে লঘু ইহাতে বিশেষ।
প্রেমতারতমময়ে উচ্চ মধ্য শেষ॥
ইত্যাদি অনেক ভেদ কত কহা যায়।
তাৎপর্য্য নাহিক মাত্র পুস্তক বাঢয়॥
যতেক কহিল ব্রজপরিকর ধন্ত।
ত্রিলোক-উপাস্ত দেবতাব পূজ্য মান্ত॥
বিশেষ গোপীর কিছু মহিমা বিবল।
চতুর্দ্দশ ভুবনে উপমা নাহি স্থল॥
বৈকুণ্ঠেও যাঁর যশ গায় লক্ষ্মীগণ।
আশ্চর্য্য কথনে বিবময়ে শ্রুতিগণ॥
অতএব কহি কিছু গোপিকা-চবিত।
কৃষ্ণ-সুখানন্দ হয় রসময়গীত॥
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আব দ্বারকামহিষী।
অষ্টোত্তর শত ষোল হাজার রূপসী॥
তিলেক কৃষ্ণের মন হরিতে না পারে।
গোপী ভ্রূভঙ্গি মাত্র বিন্ধে কামশরে॥
সমর্থা সুস্নিগ্ধা রতি আত্মসুখবর্জ্জ্য।
অদ্বিতীয় ত্রিভুবনে সকলের আর্য্য॥
শুদ্ধপ্রেমানন্দভাব মাধুর্য্যের পুর॥
কামগন্ধ নাহি মাত্র আস্বাদে মধুর॥
প্রেমানন্দে ডগমগ সুধার সাগরে।
ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চারে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তন-মন।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরশ-রতন॥
কুল শীল ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকলজ্জা ভয়।
দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আছয়॥
মদিরামদান্ধ যেন কটির বসন।
আছে কি না আছে তাহে নাহি আলোচন
তবে যে গৃহের কর্ম্ম রন্ধন-ভোজন।
দেহের অভ্যাসে করে নাহি তাহে মন॥
শরীরেব মা ন যে ভূষণ বেশ-ন্যাস
মণ্ডন করিয়া করে তাহাতে উল্লাস॥
কৃষ্ণ যাতে রত কৃষ্ণসুখের বিলাস।
অতএব দেহের সৌন্দর্য্যে অভিলাষ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীন।
শুদ্ধপ্রেমভাবময় কহয়ে প্রবীণ॥
গোপীর মহিমা কিবা আশ্চর্য্য কথন।
ন ভূত ন ভবিষ্যৎ নহে বর্ত্তমান॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভগবদগীতাশাস্ত্রেতে।
যে যৈছে ভজে ভজি ভাবযোগ্যরীতে॥
সত্য সঙ্কল্প সেই গোপিকার স্থানে॥
বিফল হইল কৃষ্ণ বদ্ধ হৈলা ঋণে॥
ইহার প্রমাণ ভাগবত-পঞ্চাধ্যায়।
জগতে প্রসিদ্ধ হয় সর্ব্বলোকে গায়॥
বিচার করহ আত্মারাম আদি ভক্ত।
বহু কিন্তু কোথা কৃষ্ণ তেন অনুরক্ত॥
রূপ গুণ-শীল-প্রেম সৌভাগ্য বিদগ্ধ।
সদ্বক্তা সুমিষ্টভাষী শুদ্ধমতি স্নিগ্ধ॥
শ্রীলক্ষ্মীর রূপের কণাব কোটি অংশ।
ত্রিভুবনব্যাপী তাব একাংশ রূপাংশ॥
হেন লক্ষ্মীদেবী ব্রজগোপীকাব আগে।
রূপেতে অধিক থাক সমান না লাগে॥
গুণ শীল-সৌভাগ্যাদি তেমতি জানিবে।
প্রেমবিদগ্ধতা-অংশে শতাংশ না হবে॥
শুদ্ধ যে সমর্থা রতি মাধুর্য্য বিরল।
বিদগ্ধার শিরোমণি গোপিকা প্রবল॥
লক্ষ্মীঠাকুরাণী সমঞ্জসা-ভাব-রতি।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে নিজে হয় দাসীমতি॥
মমতা নহিলে নহে রসের পুষ্টতা।
অতএব গোপীসম নহে বিদগ্ধতা॥
কৃষ্ণসনে রাসকেলি করিবারে ব্রজে।
আসি তাহা না পাইয়া তপ করে লাজে।
ব্রজেব রমণী বিনে বৃন্দাবনশশী।
কাহাবেও না স্পর্শে যদি হয় রূপরাশি।
ব্রজকুমুদিনীগণ কৃষ্ণশশী বিনা।
নারায়ণ-আদি সূর্য্য না করে গণনা॥
গোপী কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপী বিনে নাহি জানে।
অতএব প্রেমরূপে নাহিক সমানে॥
যার সম অধিক বৈকুণ্ঠ না সম্ভবে।
ইহাতেই গোপিকার মহিমা জানিবে॥

ত্রৈলোক্যের মধ্যে উদ্ধব মহাশয়।
ভক্তগণ গণনাতে এক শ্রেষ্ঠ হয়॥
লোক বেদ সর্ব্বশাস্ত্রে দৃঢ়তর গায়।
গোপীভাব দেখি তেঁহ চমৎকার হয়॥
অষ্টাঙ্গ করিয়া সাধু ভূমেতে লোটায়।
পাদরজ আশা করি আপনা নিন্দয়॥
ব্রজে গুল্মলতাজন্ম প্রার্থনা করয়।
গোপী-পদরজ অঙ্গে যদ্যপি লাগয়॥
গোপিকার অনুজ্ঞা বিনু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
কদাচ না মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
সাধারণ বৈষ্ণবচরণে রতি বিনে।
কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে॥
বিশেষে গোপিকা সাধ্য সাধন সিদ্ধিদ।
অতএব ভজনীয় বস্তু একান্তিদ॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে ভজে গোপীর চরণ।
রাধাকৃষ্ণ পায় ব্রজে পায় প্রেমধন॥
গোপী ছাড়ি কৃষ্ণভজনের নহে মূল।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি দুর্ল্লভ প্রবল॥
সদ্গুরুচরণাশ্রিত সৎসঙ্গতি বিনে।
শ্রীরূপ সনাতনের মর্ম্ম নাহি জানে॥
যেই বুঝি গোপীতত্ত্ব ভজনের তত্ত্ব।
রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তিবর্ত্ম ব্রজের মহত্ত্ব॥
কুতার্কিক শুষ্কজ্ঞানী কর্ম্মীর অগম্য।
উলুক না জানে যেন রবিকর-মর্ম্ম॥
ত্রৈলোক্যের ভূষণ শ্রীবৃন্দাবনধাম।
তাহার ভূষণ রাধাকৃষ্ণ অনুপাম॥
তাঁর লীলারসভূষা গোপিকাসুন্দরী।
সুধীরললিত কৃষ্ণে কহে যাতে করি॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশিরোমণি।
মহাভাবস্বরূপা হ্লাদিনী শক্তি গণি।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর সর্ব্বগোপীগণ।
বহুরূপ বিনে,নহে লীলার পোষণ॥
অত্যন্তবল্লভা রাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী।
তিল আধ না দেখিলে ম্লান মুখশশী॥
এক আত্মা দেহ দুই রূপমাত্র ভেদ।
দোঁহা না দেখিয়া দোঁহার প্রাণ করে খেদ॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা যার পরে আর নাই।
তুলনার বার্ত্তাই লইয়া মরে যাই॥
কিশোর কিশোরী দুটী সুন্দর-সুন্দরী।
প্রাণ প্রিয় ভাবে রাখি তারে অনাদরি॥

হৃদয়কমল তার মৃদু সার ভাগ।
বিছাইয়া দিই চালাইতে রাঙ্গাপায়॥
লুকাইয়া যদি পাই হিয়া-মাঝে রাখি।
বিরলে চরণ দুটী ক্ষণে ক্ষণে দেখি॥
বৃন্দাবনশশী কৃষ্ণ রাই কুমুদিনী।
গোপীগণ চকোরী ভ্রমরী লুব্ধধনী॥
লীলারসামৃতপুষ্টি নহে গোপী বিনে।
গোপী ধন্য পূজ্য মান্য বেদেতে বাখানে॥
অতএব পঞ্চ পুরুষার্থ পরাৎপর।
যদি চাহ গোপীপদ ভজ বারবার॥

গোপী কল্পতরুবর, গাঢ়চ্ছায়া-স্নিগ্ধকর,
তার তল করহ আশ্রয়।
ভবগতায়াতশ্রান্তি, পাপ আশা তৃষ্ণা ভ্রান্তি,
দূরে যাবে জুড়াবে হৃদয়॥
দুঃখ যাবে সুখ পাবে, প্রেমফল আস্বাদিবে,
অমৃতনিন্দিত-রসরাশি।
পাইয়া সে রসার্ণবে, পরম আনন্দ পাবে,
গলার খসিবে মায়াফাঁসি॥
যুগলচরণে প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
যদি তাহা আশা কর মনে।
হৃদিদরিদ্রতা যাবে, পরম ধনাঢ্য হবে,
ধর তবে গোপীর চরণে॥
প্রেম স্পর্শমণি রত্ন, প্রাপ্ত্যুপায় কর যত্ন,
গোপীহৃদিকোষ পরিপূর্ণ।
তাহার শরণ লহ, কায় বাক্য মন সহ,
তেজি ধর্ম্ম মান কুল বর্ণ॥
পাবে সে দুর্ল্লভ ধনে, তাহা নাহি ত্রিভুবনে,
তপ জপ জ্ঞান যোগে মিলে।
সামান্য রতন আশ, স্বর্গাদি বাসনা-ফাঁস,
মুক্তি-আশা গ্রাহক প্রবলে॥
তাহে হও সাবধান, দূরে তেজ কর্ম্মজ্ঞান,
যেহ অর্থপ্রাপ্তের বাধক।
তৎপরস্থে নির্মল, মতি কর অচঞ্চল,
রজো দিয়া সে প্রেম যাবক॥
অতএব গোপী ভজ, তাঁহার চরণে মজ,
এই ব্রত মাত্র কর সার।
অশক্ত দুর্ব্বলমতি, কৃষ্ণদাস তাহা প্রতি,
জড়প্রায় বিঘ্নের কিঙ্কর॥

রূপ-গুণ নাম।

অতঃপর কিছু গুণ-রূপ-আদি নাম।
কীর্ত্তন করিব চমৎকার অভিরাম॥
পরমপ্রেষ্ঠসখী হন সকলের শ্রেষ্ঠ।
তার মধ্যে দুই ভেদ বর আর বরিষ্ঠ॥
বরিষ্ঠ সভার মান্য উত্তমোত্তমে গণ্য।
তাঁহা সভার তুলনাতে নাহি কেহ অন্য॥
রূপে গুণে প্রেমে শীলে বিদগ্ধাদি মতে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় কুশল সেবাতে॥
অতি অন্তরঙ্গা সদা নিকটে থাকেন।
গুহ্য যে রহস্যকথা কহেন শুনেন॥
অপার-গুণরূপাদি মাধুরীভূষিতা।
অনঙ্গ-সমান-ঊর্দ্ধ সর্ব্বমধ্যে খ্যাতা॥

(অথ বরিষ্ঠ)

ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥

তত্র শ্রীললিতা।

তত্র শ্রীললিতা আদ্যা অষ্টমধ্যে শ্রেষ্ঠা॥
শ্রীমদ্রাধা হৈতে সতের দিনের জ্যেষ্ঠা।
অনুরাধা অন্য নাম বামা প্রখরা।
গোরোচনা নিন্দি কান্তি শিখিপিচ্ছাম্বরা॥
সর্ব্বকর্ম্মে নিপুণতা সর্ব্বার্থসাধিকা।
সকলের মান্যা ধন্যা প্রাধান্যে অধিকা॥
অষ্টমধ্যে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকৃষ্ণের।
নিগূঢ় সুগুহ্য বাক্য পাত্র প্রেমিকের॥
দরশনমাত্র দোঁহার আনন্দজনক।
দোঁহে বশীভূত হন দৃঢবাধ্যবাধক॥
বিশোক নামেতে পিতা মাতা বিশারণী।
গোবর্দ্ধনমল্লসখা ভৈরব যে স্বামী॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী মুখে তাম্বুল অর্পিয়া।
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হিয়া॥

তত্র শ্রীবিশাখা।

দ্বিতীয়া বিশাখা ললিতার সম গুণে।
প্রিয়সখী সম বয় জন্ম এক ক্ষণে॥
তারাবলীবস্ত্র অঙ্গে বরণী বিদ্যুতা।
পাবনের কন্যা মুখরার ভগ্নীসুতা॥
জটিলার ভগ্নীপুত্রী দক্ষিণ মাতরি।
পতি-অভিমানী নাম বাহিক আভীরি॥

প্রেমনর্ম্মসখী ইঁহো সুকর্ম্মকুশলা।
নর্ম্ম উক্তি-সুকৌশলা সুমন্ত্রী প্রবলা॥
দৌত্যকর্ম্মে পণ্ডিত সন্ধিতে বুদ্ধিমান্।
চতুষ্টয়-জ্ঞাতা ভেদ দণ্ড সাম দান॥
পত্রাবলি-রচনায় বাদ্য নৃত্য-গীতে।
সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে চিত্র যে কারিত্ব॥
বেশী বেশ-রচনায় সূচিকর্ম্ম আদি॥
সূর্য্যপূজাসামগ্রীর আবিষ্কারে সুখী॥
শ্রীরাধিকার মনোবৃত্তি কথনে আনন্দ।
গলাগলি দোঁহে কৃষ্ণকথার প্রবন্ধ॥
রঙ্গণ মাধবী আর মালত্যাদি সখী।
সহ অধিকারী বৃন্দাবনেতে নিরখি॥

তত্র শ্রীচম্পকলতা।

তৃতীয়া চম্পকলতা চম্পকবরণ।
চাষপক্ষবর্ণ পরিধেয় যে বসন॥
এক দিবসের ছোট প্রিয়সখী সহ॥
মাতরি বাটিকা পিতা আরাম দোদোহ।
চণ্ডাক্ষ নামে স্বামী গুণে বিশাখার সম।
সর্ব্বকর্ম্মে বিজ্ঞ দৌত্য কর্ম্মে অনুপম॥
রাধাকৃষ্ণ ঘটনার যুক্তিবিশারদা।
প্রতিপক্ষে প্রতারণা-আকর্ষণে মুদা॥
হল-আদি গুণ দৃষ্টিমাত্রে অনুভবে।
মিষ্টান্নপাকাদি শিল্প নানাগুণদ্রবে॥
নানান মৃত্তিকাপাত্র অদ্ভুত রচনে।
দাসীসহ কতেক বা প্রকার বনানে॥
দ্রুমলতা গুল্ম আদি রোপণেতে পটু।
ষড়রস পরখে মিষ্টাদি তিক্ত কটু॥
কৃষ্ণ লাগি নানাশিল্পবৈদগ্ধ্য চাতুর্য্য।
সদা অই চিন্তা মাত্র আন চেষ্টা বর্জ্য॥

তত্র শ্রীচিত্রা।

চিত্রা চতুর্থী গৌরী কাশ্মীরবরণী।
কাচাম্বরা কনিষ্ঠা ষড়্‌বিংশতি রজনী॥
সূর্য্যমিত্র-বৃষভানু পিতৃব্যনন্দন।
চতুরাখ্য পিতা চর্চ্চিকাখ্যা মাতাখান॥
পিঠর নামেতে পতি গোষ্ঠপরায়ণ।
কৃষ্ণসুখে সুখী যোগমায়ার কারণ॥
চিত্রিত চাতুর্য্য সর্ব্বস্থান প্রবেশিনী।
যশবন্ত প্রিয়ংবদা সুমৃদুভাষিণী॥

অখিল কর্ম্মেতে পটু ইঙ্গিতে বুঝেন।
নানাদেশ ভাষা সর্ব্ব বুঝেন কহেন॥
দৃষ্টিমাত্র সভার আশয় অনুভবে।
মধু ক্ষীর-আদি-কর্ম্মে প্রশংসয়ে সবে॥
কাঁচময় পাত্রাদি নির্ম্মাণে বিচক্ষণ।
মন্ত্রতন্ত্র জ্যোতিষ-শাস্ত্রেতে বিলক্ষণ॥
পশুবৈদ্য-বিদ্যা বৃক্ষ উপচার শাস্ত্রে।
পয়বস্তু রন্ধনাদি করণ সমস্তে॥
অতি দক্ষ সখা কৃষ্ণচন্দ্রের সুখ দিতে।
বনস্পতি আদি-অধিকারী সখীসাথে॥

তত্র শ্রীতুঙ্গবিদ্যা।

তুঙ্গবিদ্যা পঞ্চমী সুপাণ্ডিত্যে নিপুণা।
অষ্টাদশ বিদ্যা রসশাস্ত্রে বিলক্ষণা॥
নাটক-নাটিকা আর গন্ধর্ব্ববিদ্যায়ে।
আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্যবিষয়ে॥
বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে।
দৌত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিতা সন্ধিকর্ম্ম স্থানে॥
সখীসঙ্গে গানে আর মৃদঙ্গাদি-বাদ্যে।
নানারস-রঙ্গভঙ্গী নৃত্য-কলাপদ্যে॥
কৃষ্ণসুখে সুখী সুখ দিতে সুপণ্ডিত।
বৃন্দাবনে অধিকারী সখীর সহিত॥

তত্র শ্রীইন্দ্রলেখা।

ইন্দুলেখা ষষ্ঠী হরিতালের বরণা।
দাড়িম্বপুষ্পাম্বরা তিন দিনের ন্যূনা॥
বেলা মাতা-পিতা সাগর-সনামা।
সোয়ামী 'দুর্ব্বল' স্বভাব প্রখরতা বামা॥
প্রিয়সখী-অর্থে বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্রে।
সামুদ্রিক আদি বিশারদা নানা যন্ত্রে॥
কৃষ্ণ আকর্ষণী কায কত ছন্দ-বন্দ।
চিটাফোঁটা-আদি জানে কতেক প্রবন্ধ॥
হাবাদি গ্রন্থনে আর দশন বন্ধনে।
অতিপটু আর সর্ব্ব বস্তুপরীক্ষণে॥
পটথোপ-ডোর-ছম্পা-পুষ্পাদি নির্ম্মাণে।
সুবেশকরণে কেশ-বেণীর রচনে॥
সৌভাগ্য তিলকযন্ত্র কপালে লিখনে।
দূত্যকর্ম্মে নিপুণা অভিসারাদি মিলনে॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী অর্থে গুণের অর্পণ।
সমর্পণ দেহ গেহ আদি প্রাণধন॥

রহস্য-নিগূঢ় কথা কহনের যোগ্য।
সর্ব্বগুণময়ী যুগলের সুমনোজ্ঞ॥
পালিন্দী প্রভৃতি সখী সঙ্গে কর্ম্মদক্ষ।
দোঁহার সুখের সুখী বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ॥

তত্র শ্রীরঙ্গদেবী।

রঙ্গদেবী সপ্তমী পদ্মকিঞ্জল্কবরণী।
সপ্ত রাত্রির কনিষ্ঠা রক্তবরণবসনী॥
চম্পকলতিকাসম গুণের গাগরি।
পিতা রঙ্গসার নাম করুণা মাতরি॥
ললিতার পতি যেঁহ ভৈরব কনিষ্ঠ।
বক্রেক্ষণ নাম পতি জা ললিতা জ্যেষ্ঠ॥
সদাই উত্তুঙ্গহাস্যরঙ্গে তরঙ্গিণী।
রঙ্গদেবী যথা-নাম মূর্ত্তিমান্ জানি॥
কৃষ্ণ-প্রিয়সখী-অগ্রে নর্ম্ম-কুতূহলী।
কত রঙ্গভঙ্গি গান নৃত্য সহ আলি॥
আপনি যেমন রঙ্গী সঙ্গিনী তেমতি।
পরমানন্দিত হেরি যুগলের মতি॥
নর্ম্ম-পরিহাসে সদা পরম উৎসুকা।
কৃষ্ণ হর্ষে প্রশংসেন শ্রীমতী কৌতুকা॥
আনন্দ পাইয়া উঠি আলিঙ্গন করে।
কৃষ্ণ-আলিঙ্গিতে কত স্বরঙ্গ বিথারে॥
ষড়্‌গুণের চতুর্থগুণে যুক্তিতে নিপুণ।
কৃষ্ণ-আকর্ষণ তন্ত্রমন্ত্রে বিচক্ষণ॥
বিচিত্র অষ্টাঙ্গ রাগে পশু-পক্ষী বশ।
অঙ্গের সৌরভ যাতে শ্রীকৃষ্ণ বিবশ॥
সৌগন্ধ শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পাদি-অধ্যক্ষ।
সখীসঙ্গে আনন্দে ফিরয়ে দোঁহাপক্ষ॥

তত্র শ্রীসুদেবিকা।

সুদেবিকা অষ্টমী রঙ্গদেবীর বহিন।
দুই ভগ্নী যমক রূপে গুণেতে প্রবীণ॥
একই আকার গুণ চিনা নাহি যায়।
দোঁহার দর্শনে চিত্তে ভ্রান্তি জনমায়॥
বহিনীর পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ।
স্বামী একগৃহে বাস সহিত জা জ্যেষ্ঠ॥
কেশ সংস্কার তথা অঞ্জন প্রদান।
শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন আর অঙ্গসংবাহন॥
ইহাতে নিপুণ সদা পার্শ্বেতে থাকিয়া।
প্রণয় আহ্লাদে সেবে আগ্রহ করিয়া॥

শারিকায় নানাবাক্য-রহস্য-পড়ানে।
সর্ব্বপশুপক্ষ্যাদির বচন বুঝনে॥
নানা বিদ্যাভ্যাস কাব্যরস উদ্গীরণে।
দুগ্ধ-উদ্বর্ত্তনে ধীর সর্ব্বগুণগণে॥
বিজ্ঞতম পুষ্পাদির শয্যাদি-রচনে।
প্রতিপক্ষগণের যে আশায় সন্ধানে॥
ধূর্ত্তা নানা বেশ-রচনাতে সুনিপুণ।
কোন কার্য্যে নহে ন্যূন বিশেষে এ গুণ॥
পিকদানি হস্তে সদা নিকটে থাকেন।
নর্ম্মবাক্যে যুগলের প্রহৃষ্ট করেন॥
বৃন্দাবনে মৃগ পক্ষী বনদেবীগণ।
সখীসহ সকলের অধিকারী হন॥
কৃষ্ণদাস মাঙ্গে রাজা চরণে শরণ।
নিজ দাসী করি মাথে ধরহ চরণ॥

অথ বর।

বরিষ্ঠ করিনু এবে বর পরশ্রেষ্ঠ।
নাম-গুণ আদি গান করি জানি ইষ্ট॥
প্রথম-মণ্ডল ইষ্ট দ্বাদশবর্ষীয়া।
শ্রীরাধিকার প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া॥
কলাবতী শুভাঙ্গদা হিরণাঙ্গী করি।
রত্নলেখা শিখাবতী কন্দর্পমঞ্জরী॥
ফুল্লকলিকা আর অনঙ্গমঞ্জরী।
যৌবন-উদ্রেক এই অষ্ট নব গোরী॥

শ্রীকলাবতী।

হরিচন্দনবর্ণ কীরবর্ণ পরিধেয়।
পরমসুন্দরী কলাবতী নামধেয়॥
ভানুর মাতুল কলাঙ্কুর নাম পিতা।
সুশীলচরিত্রা সিন্ধুমতী নাম মাতা॥
বাহিকেয় অনুজ কপোত নাম পতি।
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণে ন্যস্ত মতি॥

শ্রীশুভাঙ্গদা।

শুভাঙ্গদা বিশাখার অনুজা ভগিনী।
তড়িতবরণকান্তিস্নিগ্ধা সুনয়নী॥
পিঠরের অনুজ পতত্রী নাম পতি।
জ্যেষ্ঠা ভগিনী সহ একত্র বসতি॥

শ্রীহিরণ্যাঙ্গী।

হিরণ্যাঙ্গী হরিণীর গর্ভেতে জনম।
হিরণ্যবরণকান্তি শোভা লক্ষ্মীসম॥
হরিণীর গর্ভজাতা তাহার বিশেষ।
কহি যে শুনিনু যাহা গ্রন্থ গণোদ্দেশ॥
মহাবসু নাম গোপ ভানুরাজমিত্র।
সুন্দরী তনয়া কাম সুন্দর সুপুত্র॥
যজ্ঞ করিলেন তাহে চরু যে উঠিলা।
আঙ্গিনায় রাখি ভ্রমে কর্ম্মান্তরে গেলা॥
রঙ্গিণী মৃগীর কন্যা সুরঙ্গী আখ্যান।
কিঞ্চিৎ তাহার সেই করিলা ভোজন॥
অপর তাহার স্ত্রী সুচন্দ্রা খাইলা।
চরুর প্রভাবে দোঁহে গর্ভিণী হইলা॥
সুচন্দ্রার গর্ভে স্তোককৃষ্ণ কৃষ্ণসম।
হরিণীর গর্ভে কন্যা হিরণ্যাঙ্গী নাম॥
জন্মিলা অপূর্ব্ব পুত্র কন্যা সুরূপিণী।
গোষ্ঠে প্রবেশিল সেই সুরঙ্গী হরিণী॥
চরুর বৃত্তান্ত জানি গোপ মহাবসু।
লালনপালন করে কন্যা আর শিশু॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীরাধিকার সখী।
কৃষ্ণাপরাজিতাবর্ণ বস্ত্র চন্দ্রমুখী॥
জরদগব নামে পতি মহিষ বিস্তর।
অতিবলবান আলবেলিয়া অন্তর॥

শ্রীরত্নলেখা।

ভানুরাজ মাসীর তনয় পয়োনিধি॥
তাঁর পত্নী মিত্রা নাম পুত্রবতী যদি।
তথাপিহ কন্যা অভিলাষে পূজে সূর্য্য।
তাহাতে জন্মিলা কন্যা রত্নলেখা আর্য্যা॥
গৈরিক বরণ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র।
কড়ার নামেতে পতি কুঠারিকাপুত্র॥
কৃষ্ণসঙ্গে অভিসার প্রিয়সখী লাগি।
সূর্য্যের পূজায় তেঁহ অতি অনুরাগী॥

শ্রীশিখাবতী।

কৃষ্ণের ভোজাই কুন্দলতার ভগিনী।
শিখাবতী কর্ণিকার পুষ্পের বরণী।
তিত্তির-পক্ষীর ন্যায় বরণ বসনী।
ধেনুধক্ষ পিতৃনাম সুশিখা জননী॥
গড়ু গণ্ডর নাম * পতি সদা গোষ্ঠে বাস।
এথায় নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণের সঙ্গেতে উল্লাস॥

* গরুড় নাম—পাঠান্তর।

শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী।

কন্দর্পমঞ্জরী কান্তি অশোকবরণ।
কৃষ্ণের মনোজ্ঞরূপ বিচিত্রবসন ॥
পুষ্পাকর নাম পিতা কুরুবিন্দ্য মাতা।
কন্যাটীর রূপলী দেখি মনে অভিমতা ॥
কৃষ্ণেরে বিবাহ দিব যদি বিধি করে।
পরকীয়া নিত্যকান্তা সে বাসনা দূরে ॥

শ্রীফুল্লকলিকা।

ফুল্লকলিকা ইন্দীবরশ্যামবর্ণ।
নাসায় তিলক শোভা করে বর্ণ-স্বর্ণ ॥
শ্রীমন্মথ পিতা * কমলিনী মাতা।
বিদুর নামেতে স্বামী মহিষ রক্ষিতা ॥

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা।
গুণের তুলনা নাহি রূপে মনোহরা ॥
বর্ণন না হয় রূপ গুণের কাহিনী।
যেমত ভগিনী প্রায় তেমত আপনি ॥
দুর্মদ নামেতে পতি প্যারীর দেবর।
নামতুল্য মদ কিন্তু কৃষ্ণে মনচর ॥
দুই ভগ্নী এক ঘরে একত্র বসতি।
ললিতা-বিশাখার প্রিয়সখী শুদ্ধমতি ॥
বসন্তকেতকীবর্ণ ইন্দীবর বস্ত্র।
কৃষ্ণের প্রেয়সী অতি সর্ব্বরসশাস্ত্র ॥

অথ বর-দ্বিতীয় মণ্ডল।

অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল পুন কহি।
গাইয়া অভীষ্টবর প্রেমভক্তি চাহি ॥
পূর্ব্ব হৈতে ইঁহা সভার সৌভাগ্যাদি গুণ।
প্রেম সৌন্দর্য্যের চতুরাই কিছু ন্যূন ॥
তাহে দুই বর্গ হয় অসমা সমস্নেহা।
নিত্য আর সাধন সিদ্ধা চিদানন্দদেহা ॥
নিত্য সিদ্ধা দশকোটি গণ যে প্রধানা।
অসংখ্য সাধনসিদ্ধা নাহিক গণনা ॥
যতেক সাধনসিদ্ধা প্রায় যে অসমা।
প্যারী প্রিয় কৃষ্ণ কোটি প্রাণের উপমা ॥

অষ্ট যে পরম শ্রেষ্ঠ সখীর অনুগা।
সকল সুন্দরী কৃষ্ণরসের পগগা ॥
তার মধ্যে বহু যূথ আদি ভেদ হয়।
বহুযূথেশ্বরী তার সংখ্যা কে করয় ॥
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাতে যে শুনিল।
শ্রীরূপ করুণা করি ভুবি প্রকাশিল ॥
তাঁর উপদেশমতে সেই মত গাই।
তাহা বিনে ভাল মন্দ কিছু জানি নাই ॥

তত্র যূথেশ্বরী।

সুমুখী ধনিষ্ঠা কলহংসী কলাপিনী।
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা হরিণী ॥
কুঞ্জরী চপলা শুভাননা কুরঙ্গাক্ষী।
সুসঙ্গিতা সুরভি মণ্ডলী পঙ্কজাক্ষী।
সৌরসেনী সুমন্দিরা রামিলা চন্দ্রিকা।
রসালিকা তিলকিনী চন্দ্রতিলকা ॥
সুগন্ধিকা মণিকুণ্ডলা মদনমোহিনী।
সুমধ্যা কামনাগরী সর্ব্বগুণখনি ॥
কাবেরী নাগবেলিকা কন্দর্পসুন্দরী।
সুকেশী চারুকবরী প্রেমমঞ্জরী ॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা কামলতিকা।
বিচিত্রাঙ্গী কলকণ্ঠী মঞ্জুকেশিকা ॥
সুভদ্রা মদনালসা কমলা হাবহীরা।
মধুরেন্দিরা শশিকলা হারকণ্ঠীবরা ॥
মহাহীরা মনোহরা বিচিত্রলেখিকা।
মধুরেক্ষণা তনুমধ্যা রঙ্গবাটিকা ॥
মধুস্যন্দা গুণচূড়া বহুগুণযুতা।
বরাঙ্গদা তুঙ্গভদ্রা আদি সুসঙ্গতা ॥
রসতুঙ্গা আদি আর যতেক গোপিনী।
সকলের শ্রেষ্ঠা মান্যা রাধাঠাকুরাণী ॥
সকলেই সেবাপরা আনন্দ-কৌতুকে।
কারে কোন্ আজ্ঞা হয় কর্ণ পাতি থাকে ॥
কেহ বেশরচনাতে কেহ বীণাবাদ্য।
কেহ নৃত্য করেন যে সকল রসে সিদ্ধ ॥
সকলেই সর্ব্বকর্ম্ম যদ্যপি জানেন।
তথাপিহ একে একে নিযুক্ত থাকেন ॥
কেহ বা নিয়মে নহে উপস্থিতমতে।
সকলি করেন সদা থাকেন পার্শ্বেতে ॥
বরস্তা ইঁহারা পাছে কহিব দাসিকা।
ইঁহারাও অষ্টসখার মানেতে অধিকা ॥

* শ্রীমন্মথ—পাঠান্তর

পরমশ্রেষ্ঠ প্রধানা যে ললিতা সুন্দরী।
অনুগতা তাঁহার সর্ব্বে সভার আগরি॥
তেঁহ সর্ব্বগুণধাম সভার আরাধ্যা।
সকলের শ্রেষ্ঠা তেঁহ সকলেই ব্যাখ্যা॥
মালাকার রজক নাপিত কন্যা-আদি।
বৃন্দাবনে অধ্যক্ষ যে উচ্চনীচাবধি॥
সকলের অধ্যক্ষ বনদেবীগণ যত।
শ্রীমতী ললিতাদেবী সভার সম্মত॥
সেহ দেবীগণ হয় তাঁর আজ্ঞাকারী।
রাধাকৃষ্ণ সমিহ করেন যাঁরে হেরি॥
যাঁর ভয়ে প্যারীজীউ মান নাহি করে।
করিলেও কভু ভয়ে তেজিতে না পারে॥
ললিতা সুবুদ্ধি তাঁর পরামর্শ বিনা।
জল নাহি খান যথা তাঁহার অধীনা॥
যে সব সুন্দরী কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন।
তাঁহারা বিশেষগুণে বিদগ্ধা হয়েন॥
মানের পুষ্টিতা যে করেন পক্ষপাতে।
কৃষ্ণের ভর্ৎসনা-আদি করেন সাক্ষাতে॥
সন্ধিও করিতে নানাকৌশলেতে পটু।
কখন প্রণয়বাক্য কভু কহে চাটু॥
পুষ্পমণ্ডন শয্যা আদি রচনায়।
ইঙ্গিতে করেন কার্য্য বুঝিয়া আশয়॥
রত্নলেখা রতিকলা দুই সহচরী।
ললিতার অতিপ্রিয় গুণে বশীকরী॥
সকলের শ্রীচরণ মস্তকে ধরিয়া।
বর মাগি তোমা সভার দাসীর লাগিয়া॥

অথ শিল্পনিপুণা।

বাক্যের চাতুর্য্যরসে কৃষ্ণে পরাভব।
স্বজনে শ্রীরাধিকার মানের উদ্ভব॥
ইত্যাদি করিয়া শিল্প-নৈপুণ্য যতেক।
প্যারীজীর পক্ষপাতী হয়েন অনেক॥
পিণ্ডকেলি বিতণ্ডিতা-আদি পুণ্ডরিকা।
সিতাখণ্ডী চারুচণ্ডী সখী সুদণ্ডিকা॥
অকুণ্ঠিতা কলাকণ্ঠী রামঠি মঠিকা।*
কৃষ্ণসুখজনক রসরঙ্গেতে অধিকা॥

পিণ্ডকেলি।

তত্র পিণ্ডকেলি তাম্রবরণ বসন।
পিক-অণ্ডবর্ণ সদা শেলের-বচন॥

* শ্রেষ্ঠিকা—পাঠান্তর।

ছলে অপরাধী করি কৃষ্ণে লজ্জা দেন।
প্যারীজীর পক্ষ হৈয়া মানাদি বাড়ান॥

বিতণ্ডিকা।

বিতণ্ডিকা হরিৎ-বর্ণ হরিৎ-বস্ত্র হয়ে।
মিলিয়া যে সর্ব্ব সখা সুবলাদিচয়ে॥
বিতণ্ডা করিয়া কৃষ্ণেরে করি অপরাধী।
প্রিয়সখীর জয় করে হল্লোধ্বয় সাধি॥

পুণ্ডরীকা।

পুণ্ডরীকা অজ-বস্ত্র পদ্মের বরণ।
অপরাধী-ছলে কৃষ্ণে করয়ে তর্জ্জন॥

সিতাখণ্ডী।

সিতাখণ্ডী এঁহার পূর্ব্বনাম আছে গোরী।
সিতাখণ্ডী নাম কৃষ্ণ রাখে ভঙ্গি করি॥
মিষ্টবাক্যে ভর্ৎসে তাতে মধুর কটুত্ব।
তাহে সিতাখণ্ডী মিছরির খড়া অর্থ॥
গউর বরণ পীতবরণ বসন।
কৃষ্ণ আনন্দিত তাঁর শুনিয়া ভর্ৎসন।

চারুচণ্ডী।

চারুচণ্ডী সিতাখণ্ডীর অনুজা ভগিনী।
ভৃঙ্গবর্ণ তড়িৎ-বস্ত্র ক্রোধান্বিত বাণী॥
যেহেতুক চারুচণ্ডী নাম কৃষ্ণ কহে।
সেই ক্রোধভঙ্গিবাক্যে কৃষ্ণমন মোহে॥

সুদণ্ডিকা।

সুদণ্ডিকা শিরীষবর্ণ কুরণ্টক-বাস।
উজ্জ্বল বাক্যের অর্থ অনুজ্জ্বল ভাষ॥

কলাকণ্ঠী।

কলাকণ্ঠী ক্ষীরোদকবরণ বসন।
সুন্দরী বিদগ্ধা কুলী-পুষ্পের বরণ॥
শ্রীরাধিকা-আগমনে সমাদর করি।
অনুব্রজি আসিয়া বসান করে ধরি॥
প্যারীজীর পক্ষপাত বাক্যের চাতুরী।
চাটুবাক্য কহেন নয়নভঙ্গী করি॥

রামঠী।

রামঠী ললিতাজীর ধাত্রীমাতার কন্যা।
গৌরবর্ণ অশোকবসন রূপে ধন্যা॥
কৃষ্ণ যে চতুর তাঁর পর চতুরাই।
তর্জ্জনে কম্পায়মান করেন তথাই॥

মঠিকা ।

মঠিকা যে পিণ্ডপুষ্পরুচি বস্ত্র পাণ্ডু ।
কৃষ্ণবাক্যে ছল ধরি ঝকড়িতে টণ্ডু ॥
শঠতা করিয়া বহু কবি অপরাধী ।
প্রিয়সখীচরণে ধয়ান নিরবধি ॥

অথ দূতী ।

মান-আদি-কলহকরণে রত দূতী ।
সখীগণ সহিত সখ্যতা-নর্ম্ম রতি ॥
পেটরী বারুড়ী ঠাবী কোটরা কেটরা ।
কলিটিপ্পনী নাম রজকের দারা ॥
মারুণ্ডা মোরটা চূড়া চুণ্ডরী গোণ্ডিকা ।
পিণ্ডকেলি আদি সদা-নিকটবর্ত্তিকা ॥

পেটরী ।

তত্র যে পেটরী বৃদ্ধা গুর্জ্জরী জাত্যংশে
মৃণালের বর্ণ জটা চত্বর সর্ব্বাংশে ॥

বারুড়ী ও ঠাবী ।

বারুড়ী গারুড়ী বেণী ঠাবী কুঠারীর ।
ভগ্নী তপস্বিনী কাত্যায়নীব্রতা ধীর ॥

কোটরা ও কলিটিপ্পনী ।

কোটরা সুপক্ককেশ জাতি আভীরিণী ।
কলিটিপ্পনী অতিবৃদ্ধা জাতি রজকিনী ॥

মারুণ্ডা ।

মারুণ্ডা মুণ্ডিতশিরা পাণ্ডুর বরণ ।
কপালে লোলিত মাংস লগুড় ধারণ ॥

মোরটা ও চুণ্ডরা ।

মোরটা জাবালি জাতি কাশপুষ্পকেশ ।
চুণ্ডরী ব্রাহ্মণ-কন্যা তপস্বি বিশেষ ॥
স্তুতি করেন কৃষ্ণচন্দ্র মাল্যপ্রকরণে ।
রসের প্রসঙ্গে কিছু সলজ্জ বদনে ॥

গোণ্ডিকা ।

গোণ্ডিকা সুবৃদ্ধা পাণ্ডুবর্ণ শিরে কেশ ।
দূত্যকর্ম্মে পটু রসপ্রসঙ্গে বিশেষ ॥

অথ সন্ধিদূতী ।

অথ দূতী সন্ধি-আদি-করণে পারগা ।
দুর্জ্জয় মানের ভঞ্জনাদিতে অগ্রগা ॥

মাধবের পরিবারে মমতা অধিক ।
স্নেহক্রমে বহু দেন সুপারিতোষিক ॥
মানের সন্ধিতে সুচতুরা বুদ্ধিমান্ ।
উভয়ে মিলায় রাখি উভয়ের মান ॥
কলহান্তরিতা দশা যবে শ্রীরাধার ।
তাঁর পক্ষ যদ্যপি ইঙ্গিতে ললিতার ॥
কৃষ্ণপক্ষ হইয়া কহেন চাটু উক্তি ।
কেন পুন না করে হয়ে মানেতে বিরাক্ত ॥
হিতকারী শ্রীললিতা হিত মন্ত্রণাতে ।
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ নাহি হয় যাতে ॥
সন্ধিকরণে দূতী উভয়ের প্রিয় ।
যাহা সভাব চরিত্র শ্রবণ সুখোদয় ॥
বাস্রবী শিবদা দুহুঁ পরমসুন্দরী ।
সোমবংশজাতা বহু জানেন চাতুরী ॥
পৌরবী সুপ্রসাদা যে শান্তা তপস্বিনী ।
শান্তিদা কান্তিদা দুই ব্রাহ্মণনন্দিনী ॥
শ্রীনারদপ্রসাদে এ সার ব্রজে বাস ।
রাধাকৃষ্ণের সেবা দূতকর্ম্মেতে সুযশ ॥

অথ শিল্পপুষ্পমণ্ডন ।

এবে কহি শিল্পপুষ্পমণ্ডন যতেক ।
যথা কৃষ্ণ স্মরণীয় তথা পরতেক ॥
নানাপুষ্পে নানা অলঙ্কার শয্যা-আদি ।
যাহার কীর্ত্তন যে সংসার মহৌষধি ॥
কিরীট কুণ্ডল আর নানা কর্ণভূষা ।
কেশবন্ধ ডোরি ললাটিকা তমনাশা ॥
গ্রৈবেয়ক অঙ্গদ কটক কঞ্চলিকা ।
ঝাম্পাদি হংসক রত্ন হইতে অধিকা ॥
কিশোর কিশোরী দোঁহে ভূষণে ভূষিত ।
রতন হইতে দোঁহাকার মনোনীত ॥

অথ সখা ।

ব্রজের বালকগণ গোপের নন্দন ।
তাঁ-সভার গুণ কিছু করিব কীর্ত্তন ॥
শ্রীরামকৃষ্ণের সখা অতি প্রিয়তম ।
দোঁহাতে পিরীতি রূপে গুণে দুহুঁ সম ॥
দুহুঁসনে সদা হাতাহাতি কোলাকোলি ।
সহাস্য কৌতুকরসে অঙ্গ হেলাহেলি ॥

খেলা রসে পণ করি কান্ধে চড়াচড়ি।
মল্লযুদ্ধ করি যায় ভূমে গড়াগড়ি॥
পক্ষছায়া আগে ছুঞিবারে রড়ারড়ি।
ফুল তুলি পরস্পর লৈয়া কাড়াকাড়ি॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ ছুঞিবারে সবে ছুটি ধায়।
মুঞি আগে ছুঞিনু বলি সবাই কহয়॥
এইমত অনন্ত কৌতুক লীলা করে।
সহস্রবদনে নাহি কহিবারে পারে॥
কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণের পার্ষদগণ হয়।
বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু ব্রজশিশুচয়॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভাবান্তর হয়।
মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শুদ্ধ প্রেমময়॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়।
তটস্থ হইয়া বহু স্তবন করয়॥
ব্রজবাসী আবাল বনিতা যত জন।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি করয়ে গণন॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের সখার চরিত্র।
কিঞ্চিৎ কহিব লাগি আপন পবিত্র।
অনন্ত অর্ব্বুদ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ।
অনন্ত নাহিক পারে করিতে গণন॥
শ্রীরূপ-গোস্বামী যাহা প্রকাশিলা ক্ষিতি।
তাহাই কীর্ত্তন করি তরিতে দুর্গতি॥
যাহার কীর্ত্তনে ভবসংসারের ক্ষয়।
সেহ তুচ্ছফল কৃষ্ণে প্রেম উপজয়॥
সেই বটে কিন্তু যে বিচারে তর্ক হয়।
কৃষ্ণপ্রেম কারণ সখাগণেরে বুঝায়॥
কার্য্য কারণ আর সাধন আশ্রয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-সখা দুই প্রেমের বিষয়॥
দোঁহার কীর্ত্তনে দোঁহে প্রেম উপজয়।
যেই কৃষ্ণ সেই সখা প্রেমফলময়॥
ব্রজের উপান্ত সর্ব্ব পশু পক্ষ আদি।
ভাবে তরতম মাত্র নাহিক বিবাদী॥
তার সাক্ষী ব্রজ-আনুগত্য শ্রেষ্ঠকল্প।
অতএব ব্রজপুরে কেহ নহে অল্প॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণবৎ পিতৃ-আদি মিত্র।
প্রকটাপ্রকট তবে জন্মবাদ মাত্র॥

অথ সখা চারিপ্রকার।

সুহৃৎসখা সখা প্রিয়সখা নর্ম্মসখা।
অনেক মণ্ডলী তার নাহি লেখাজোখা॥

তত্র সুহৃৎসখা।

সুহৃৎসখা গোভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র॥
ভদ্রবর্দ্ধন কুলবীর মণ্ডলীভদ্র॥
যক্ষেন্দ্রভট মহাভীম আদি দিব্যশক্তি।
জ্যেষ্ঠকল্প এঁহারা যে বলবান্ অতি॥
কংসভয়ে মাতা-পিতা এঁহাদিগের হস্তে।
অর্পণ করেন কৃষ্ণে রক্ষার নিমিত্তে॥

তত্র সখা।

বিজয় বিশাল দেবপ্রস্থ মণিবন্ধ।
বৃষভ আর বরূথপ ওজস্বী মকরন্দ॥
করন্দম মন্দর কুসুমাপীড় কন্দ।
চন্দন কলিঙ্গ কুলিক সখাবৃন্দ॥
এঁহারা কনিষ্ঠকল্প সেবাতে আগ্রহ।
কৃষ্ণসুখে সুখী সদা কর্ম্মে আজ্ঞাবহ॥

তত্র প্রিয়সখা।

কৃষ্ণসখা স্তোককৃষ্ণ কিঙ্কিণী সুদাম।
অংশু ভদ্রসেন আর বসুদাম দাম॥
বিলাসী বিটঙ্ক কলবিঙ্ক পুণ্ডরীক।
সুদামাদি শ্রীদাম যে প্রণয় অধিক॥
এঁহারা কৃষ্ণেরে খেলা-যুদ্ধে সুখ দেন।
অতএব পীঠমর্দ্দ হয় যে আখ্যান॥
সর্ব্বসখামধ্যে ভদ্রসেন সেনাপতি।
সর্ব্বাধ্যক্ষ খেলারসে সবে করে স্তুতি॥
স্তোককৃষ্ণ যথানাম রূপের নিধান।
গুণগণ-স্বভাবাদি কৃষ্ণের সমান॥
বিজয় নামেতে যেঁহ তাঁর বিবরণ।
শুনিতে শ্রবণসুখ অপূর্ব্বকথন॥
শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা নামেতে।
কিবা আর্ত্তি কিবা স্নেহ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণেতে॥
রক্ষক কৃষ্ণের যে যদ্যপি লক্ষ্য হয়।
তথাপিহ মনের প্রতীত না জন্মায়॥
বলবান্ পুত্রকামে তপস্যা করয়ে।
বনে কৃষ্ণে রক্ষা করিবার যে আশয়ে॥
তাহাতে জন্মিলা পুত্র বিজয় নামেতে।
কৃষ্ণরক্ষাহেতু নিয়োজিলা নিজসুতে॥
দেহ গেহ পুত্র ধন যতেক উত্তম।
কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্যমাত্র নাহি কিছু কাম॥

তত্র প্রিয়নর্ম্মসখা।

সুবল অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব সনন্দন।
বসন্ত উজ্জ্বল কোকিলাদি যত জন॥
বিদগ্ধ চতুর সুরসজ্ঞ প্রেমবান্।
তার মধ্যে বিশেষ-সুহৃৎ সনন্দন॥
উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তিমান রসোজ্জ্বল।
বিলাসিশেখর কৃষ্ণ যে রসে বিহ্বল॥
অন্য যে অনঙ্গ সে অরূপ প্রাকৃতিক।
ব্রজে কাম উজ্জ্বল নির্গুণ রূপধৃক্॥
নর্ম্মসখা বিদূষক হয় হাস্যকারী।
পুষ্পাগ ভারতী বন্ধ কড়ার-আদি করি।
গন্ধবেদ শ্রীমধুমঙ্গল বুদ্ধিমান।
রহস্থানে থাকেন যে তাহে বিট আখ্যান॥
কৃষ্ণ যবে থাকেন প্রেয়সীগণসনে।
তথায় যাইতে পারে নর্ম্ম-সখাগণে॥
বিশেষ রহস্যকারী বিদূষকদল।
তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধুমঙ্গল॥
প্রেয়সীসম্বন্ধে নানারসের কথনে।
কৃষ্ণে সুখ দেন বহু রঙ্গের বচনে॥

অথ চেট।

বিবিধ সেবক হয়ে সেবাপরায়ণ।
সখা কিন্তু দাস-অভিমানী কথোজন॥
ভঙ্গুর ভৃঙ্গার-আদি সান্ধিক গ্রহিলা।
দাস-অভিমানে সেবে সখ্যখেলালীলা॥
শুদ্ধ দাস্যভাবে হয়ে রক্তক পত্রক।
পত্রী মধুকণ্ঠ আর তালিক পালিক॥
মধুব্রত মানা মাধু আর মালাধর।
গুণের সাগর রূপে দৃষ্ট মনোহর॥
শৃঙ্গ বেণু যষ্টি পাশ ইঁহারা রাখেন॥
যথা কৃষ্ণ যান তথা সহিত থাকেন
কুঞ্জক্রীড়া আদি যবে নিশিতে গমন।
অনুযোগ করে রহে উৎকণ্ঠিত-মন॥
আজ্ঞাক্রমে সখাগণে আনিয়া ঘটান।
গৈরিক কুসুম গুঞ্জা সদাই যোগান॥
আর অল্পবয়সে কথোগুলি দাসগণ।
কলারস-আলাপেতে আনন্দ জন্মান॥
সদা পার্শ্বে স্থিতি অতি বিদগ্ধ বঞ্জল।
পল্লব জলদ ফুর কোমল কোলম॥

গৃহে সদা সেবারত আর দাসাবলী।
সুবিশাল বিলাস রসাল রসশালী॥
গুবাকাদি তাম্বুল রচনে বিলক্ষণে।
পয়োদ বারিদ নীর সংস্কার কারণে॥
প্রেমকন্দ মহাগন্ধ মরন্দ সৈরিন্ধ্র।
মধুকন্দলাদি যে ভৃঙ্গারধর সান্দ্র॥
সুমনা কুসুম কাশ পুষ্পহাস হার।
আদি গন্ধ অঙ্গবাস পুষ্প-অলঙ্কার॥
মাল্যাদিরচন আর সৌগন্ধ লেপন।
শ্রীঅঙ্গে সুবেশকার্য্যে অতি বিলক্ষণ॥
ব্রজে কৃষ্ণদাসগণ মধুর চরিত।
নব নব বয় কৃষ্ণ সেবার উচিত॥
দেখিতে সুন্দর নানা ভূষণে ভূষিত।
সদা প্রেমানন্দে মগ্ন চাহে কৃষ্ণহিত॥
কৃষ্ণসুখে সুখী মাত্র অনন্য ভাবনা।
নিজসুখে বিরাগ শ্রীকৃষ্ণসুখ বিনা॥
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কর্ম্মের কৌশলে।
মনোবৃত্তি বুঝি কার্য্য করে কুতূহলে॥
ভৃত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিত স্নেহে বন্ধুসম।
সর্ব্বক্ষণ প্রেমসেবা নাহিক বিরাম॥
জগন্মাতা শ্রীযশোদা শ্রীমতী রোহিণী।
হেরিয়া আনন্দ মনে জুড়ায় পরাণী॥
সন্তুষ্ট সতত পুত্রবৎ স্নেহ করে।
তাঁহারাও ঠাকুরাণীগণে ভক্তি ধরে॥
মাতাগণ অতি ভালবাসে তা সভারে।
প্রধান প্রধান যাঁহারাও যূথবরে॥
তাঁহা সবার নাম কিছু সঙ্কীর্ত্তন করি।
শ্রীচরণে ঐকান্তিক মতি যে বিচারি॥
যে কোন সুকৃতি জন্মে জন্মে থাকে মোর।
তাঁহাদিগের শ্রীচরণে মতি হয় ভোর॥
রক্তক পত্রক পত্রী মধুকণ্ঠ মোদা।
মধুব্রত সুবিলাস রসাল শারদা॥
প্রেমকন্দ মরন্দ আনন্দ চন্দ্রহাস।
পয়োদ বকুল রসদান সুপ্রকাশ॥
ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণদাস বহুতর।
শত শত সেবাপর আনন্দ অন্তর॥
অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্যরূপ।
সর্ব্বারাধ্য সাধ্য সিদ্ধ-পূজ্যগণ-ভূপ॥
তাঁ সভার চরণ অনুগা ভক্তিমতে।
যে সুকৃতি ভজে ব্রজরাগাত্মিকা-মতে॥

সেই ব্রজে কৃষ্ণ পায় ব্রজবাসিমতে।
অন্যথা না পায় শতকল্প যে ভজিতে॥
কদাচ না পায় ভজিলেহ কৃষ্ণ ব্রজে।
এই ত সিদ্ধান্ত হয় সাধুর সমাজে॥
অতএব কৃষ্ণদাস ভজ করি ব্রত।
রাগানুগা ভক্তিমার্গে হও অনুগত॥
কৃষ্ণসুখে যাঁর মতি হয়ে ত উল্লাস।
তাঁর শ্রীচরণরজ মাগে কৃষ্ণদাস॥

অথ নাপিত।

কর্পূর সুগন্ধ যক্ষ কুমুদ মরন্দ।
আদি কেশ সংস্কারে দিয়া নানাগন্ধ॥
শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দন আর দর্পণ অর্পণ।
কর্ণকণ্ডুয়ন করে নাপিতের গণ॥

ভাণ্ডারী।

স্বচ্ছ আর শীতল প্রগুণ-আদি করি।
খাদ্য আর রত্নাদিক ভাণ্ডারে-ভাণ্ডারী॥
পীঠ আদি দানে ভক্ষ্যস্থানাদি করণে।
কমল বিমল আদি পটু সুরচনে॥

অথ দাসীগণ।

ধনিষ্ঠা চন্দনকলা গুণমালা শোভা।
রতিপ্রভা ইন্দুপ্রভা ভরণী আর রম্ভা॥
ইত্যাদি এঁহারা পরিচারিকা গৃহের।
ক্ষীর আবর্ত্তনে গৃহমার্জ্জনে সোসর॥
কুরঙ্গী ভৃঙ্গারি-আদি সুলম্বা লম্বিকা।
চরকর্ম্মে সুচতুর ধীমান অধিকা॥
নানা বেশে নানা-স্থলে সদাই বেড়ান।
সুন্দরী যুবতীগণে করেন সন্ধান॥
দূতীচর্য্যামতে বামা স্বভাব যে আর।
তুঙ্গ বাগ্দুক মনোরমা নীতি সার॥
কেলি-কলহেতে বিশারদা ইত্যাদিকে।
যাহাতে কৃষ্ণের প্রীত জন্ময়ে অধিকে॥
কুঞ্জসংস্কারে বৃন্দা বৃন্দারিকা মেনা।
সুবলা ইত্যাদি করি অভিজ্ঞা নিপুণা॥
তার মধ্যে বৃন্দাদেবী সর্ব্ববরীয়সী।
রাধাকৃষ্ণ-মনোনীত সর্ব্বসমঞ্জসী॥
বীরানামে শ্রেষ্ঠা দূতী সুখ্যাতা পূজিতা।
তপস্বিনী বনে বাস ব্রাহ্মণদুহিতা॥

অথ দীপিকা।

মশাল ধারণে সদা তিমির নিশাতে।
দাণ্ডাইয়া রহে গৃহে গত্তায়াত পথে॥
শোভন দীপন নাম আদি বহুজন।
কৃষ্ণ-আগে চলে সবে সভাতে গমন।

বন্দী।

বন্দী বিচিত্ররাব আর মধুরাব।
পার্শ্বে স্তুতি করে দুহুঁ প্রেমানন্দভাব॥

নর্ত্তক।

চন্দ্রহাস ইন্দুহাস চন্দ্রমুখ-আদি।
সভাতে করয়ে নৃত্য রাত্রে নিরবধি॥

বাদ্যকার।

মৃদঙ্গ শারঙ্গ সুধানাদ সুধাকর।
আদি বহু গুণবন্ত আদি মিষ্টকর॥
কলাবন্ত আদি গুণসাগর বীণাবাদ্যে।
চিত্ত মন হরণ করয়ে যার নাদে॥

গায়ক।

রসজ্ঞ তালজ্ঞ সর্ব্বপ্রবন্ধে নিপুণ।
কৃষ্ণমনোহারী তার কি কহিব গুণ॥
কলকণ্ঠ সুকণ্ঠ যে সুধাকণ্ঠ আদি।
গায়ক সুধীর যে উগারে সুধানদী॥
তালধারী ভারত সারদা সরদাদি।
করে তাল ধরে বাদ্য জিনি মন যদি॥

সূচি-কর্ম্মা।

সৌচিক রৌচিক-আদি সিঞ্চে কঞ্চুকাদি।
এঁহারা নিপুণ অতি সূচি-কর্ম্মে সুধী॥

রজক।

রজক সুমুখ আর দুর্ল্লভ-রঞ্জন।
ইত্যাদি পারগ ধৌত করিতে বসন॥

হড্ডিক ও স্বর্ণকার।

হড্ডি পুঞ্জপুঞ্জ ভাগ্যরাশি দুঁহু নাম।
স্বর্ণকার রঞ্জণ টঙ্কন গুণধাম॥
প্রতিদিন নূতন ভূষণ কৃষ্ণ লাগি।
বনান অপূর্ব্ব যে সহজে অনুরাগী॥

কুমার।

কুমার মন্থনী বৃহদ্বর্ত্তন নির্ম্মাণ।
করেন পবন আর কর্ম্মঠ অভিধান॥

ছুতার।

ছুতার মন্থানদণ্ড খট্টাদি নির্ম্মাণ।
করেন অপূর্ব্ব বর্দ্ধকা বর্দ্ধমান॥

চিত্রকর।

চিত্রকর সুচিত্র বিচিত্র ছুঁহুজন।
যাহার তুলনা নাহি এ তিন ভুবন॥

শিল্পকার-বিশেষ।

শিকা মন্থনের রজ্জু পেটারিকা আদি।
ধানাইতে কারব কণ্ডোল-আদি সুধী॥

গাবী।

কৃষ্ণের সুপ্রিয় গাবী পিশঙ্গী ধূমলা।
গঙ্গা হংসী মণিক বংশী আর পিঙ্গলা॥
আদি করি বহু হয় উত্তম গোধন।
কৃষ্ণ না দেখিলে নাহি ধরয়ে জীবন॥

কুক্কুর, হংস প্রভৃতি।

কুক্কুর দুই যে ব্যাঘ্র ভ্রমর আখ্যান।
রাজহংস হয়ে এক কলস্বন নাম॥
শিখী তাণ্ডবী নাম শুক বিচক্ষণ।
বৃন্দাবন মহোদ্যান সুখের নিধান॥

বৃন্দাবন-ধাম।

বৃন্দাবনধামের যে অপার মহিমা।
কহিব পশ্চাৎ কিছু যথা বুদ্ধি সীমা॥
ক্রীড়াগিরিরাজ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন স্থলী।
নীলমণ্ডপিকা ঘট্টকন্দর মণিকন্দলী॥
তাহার মহিমা ত্রিভুবনে কে বাখানে।
কোটিশতাংশের অংশ বেদে নাহি জানে॥
যাহার স্মরণ নাম দর্শনের আশ।
কৃতমাত্র হয় প্রেম ভব যায় নাশ॥
মানসগঙ্গার ঘাট নাম যে পারঙ্গ।
সুবিলাসা তরা নাম তরণী সুরঙ্গ॥
নন্দীশ্বর নাম শৈল সুবর্ণ আলয়।
ইন্দিরাবিলাসে সদা সর্ব্বসুখময়॥

নন্দরাজগৃহ মাতা যশোদা গৃহিণী।
পাতিয়াছে সংসার লইয়া গুণমণি॥
চবুতারা মণ্ডপ পাণ্ডুবর্ণ শৈলাসন।
বর উজ্জ্বল নাম আমোদবর্দ্ধন॥
সরোবর পাবন-ক্রীড়াকুঞ্জ-পুঞ্জ তট।
ভাণ্ডীর ন্যগ্রোধরাজ নাম বৃহদ্বটু॥
কালিদহে কদম্ব কদম্বরাট নাম।
মণির কুট্টিমা তীর্থ কুঞ্জ কুঞ্জধাম॥
অনঙ্গরঙ্গভু নাম পুলিন মহত।
অতুল যমুনাগুণ নাম মহাতীর্থ॥
খেলাতীর্থ নাম যমুনার ঘাট তথা।
পরমশ্রেষ্ঠ সখী সঙ্গে সদা ক্রীড়া যথা॥
পদ্মাদি ব্যজন মধুমারুত আখ্যান।
শরদিন্দু নামে যে মুকুর বিলক্ষণ॥
লীলাপদ্ম প্রফুল্লিত হস্তপদ্মে সদা।
সুচিত্রকোরক নাম গেণ্ডুক সুখদা॥
দুই দিকে স্বর্ণবদ্ধ ধনুক চিত্রিত।
বিলাস-কার্ম্মুক নাম রত্নমুষ্টিযুত॥
মন্দ্রঘোষ নাম যে বিশালমুখ বংশী।
ভুবনমোহিনী রাধা হৃন্মীন-বঁড়শী॥
তেঁহ দ্বিতীয় নাম মহানন্দা রবতি।
ছয়রন্ধ্র বেণু নাম মদনঝঙ্কৃতি॥
মুরলী সরলা নাম যাহার ধ্বনিতে।
পিক মূক হইয়া থাকয়ে সুকণ্ঠীতে॥
গৌরী গুর্জ্জরী দুই রাগে অতি প্রীত।
রাধানাম জপ রাধারূপ মনোনীত॥
দণ্ড মণ্ডন নাম বীণা তরঙ্গিণী।
পাশ দুহ দোহনী যে অমৃতদোহনী॥
ভুজে রক্ষাবন্ধ মাতা যশোদার অর্পিত।
নবরত্ন নাম নানারত্নেতে খচিত॥
অঙ্গদা রঙ্গদা নাম কঙ্কণ চঙ্কণ।
মুদ্রা রত্নমুখী পীতবসন নিগম॥
কিঙ্কিণী ঝঙ্কার নাম হার তারামণি।
মঞ্জীর হংসগঞ্জন হেরি ভুলয়ে কামিনী॥
মণিমালা তড়িৎপ্রভা নিষ্ক যে মোহন।
রাধারূপ কৃষ্ণ তাহে হৃদয়ে ধারণ॥
নাগপত্নীদত্ত যে কৌস্তুভমণি নাম।
নিত্যসিদ্ধ মহারত্ন যেঁহ জীবধাম॥
মকর কুণ্ডলনাম রতিরাগ-রতি।
অধিদেব যাহা হেরি মাতয়ে যুবতী॥

রত্নপারা নাম হয় কিরীট সুন্দর।
চামরডামরি নাম চুড়া মনোহর॥
শিখণ্ড-মুকুট নবরত্ন বিভূষন।
গুঞ্জাহার নাগবল্লী নাম সুমোহন॥
তিলক মোহন নাম বনমালা নামে।
পত্রপুষ্পময়ী সদা বক্ষঃস্থলে রমে॥
পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা বৈজয়ন্তী নাম।
বক্ষঃস্থলে শোভে সদা রাধা-মনোধাম।
জন্মতিথি ভাদ্রকৃষ্ণা-অষ্টমী রজনী।
নিশাকর উদিত স-প্রেয়সী-রোহিণী॥

অথ শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধীয় বিশেষ।

বন্ধুমণ্ডন আর রতনমণ্ডন।
মাতা-পিতা-আদি যত শ্রীরাধার গণ॥
কীর্ত্তন করিব কিছু সংক্ষেপে যে হয়।
বাহুল্য করিতে অতি পুস্তক বাড়য়॥
চন্দ্রাবলীর সখী হয় অসংখ্য গণন।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণের সমান॥
পদ্মা শ্যামা শৈব্যা ভদ্রা পালি চন্দ্রশালী।
বিচিত্রা মঙ্গলা লীলা বিমলা গোপালী॥
তরলাক্ষী মনোরমা কন্দর্পমঞ্জরী।
কুমুদা কৈরবী তারা শরদাক্ষী শারী॥
শারদা মঞ্জুভাষিণী শঙ্করী কুঙ্কুমা।
কৃষ্ণ শিবা তারাবলি ইত্যাদিক রামা॥
আর কত শত তারা না হয় গণনা।
সর্ব্বগুণময়ী যূথে যূথে বরাঙ্গনা॥
মুখ্যা লক্ষ সংখ্যা যূথ কৃষ্ণের প্রেয়সী।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা রূপসী॥
পালি-আদি করি যত যত মুখ্যা হন।
সর্ব্বমধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী যে প্রধান॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠতমোত্তমা।
যাঁর রূপগুণচর্য্যা নাহিক উপমা॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী মধ্যে হেন নাহি আর।
দুই তনু এক প্রাণ প্রেমেতে সোসর॥
প্রাণের অধিক কৃষ্ণ যাঁহারে মানয়।
কি আশ্চর্য্য কি মহিমা বেদে না জানয়॥
অসমান অন-ঊর্দ্ধ মাধুর্য্য বৈদগ্ধ।
সহচরী অগণন যোগ্যমতি স্নিগ্ধ॥

ভানুসখা বৃষভানু রাজার নন্দিনী।
রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা কীর্ত্তিদা জননী॥
শ্রীমদ্‌বৃষভানু মহারাজ শিরোমণি।
শ্রীমতী কীর্ত্তিদা সুচরিতা মহারাণী॥
ইঁহাদিগের গুণকর্ম্ম কহিতে না জানি।
যাঁর সুতা শ্রীরাধিকা রমণীশিরোমণি॥
রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একই স্বরূপ।
রূপে গুণে সম বিদগ্ধাতেই অনুপ॥
হেন রাধার পিতা মাতা তাঁহার কি কথা।
কৃষ্ণের জনক নন্দ মা যশোদা যথা॥
তাঁহার মহিমা কহিবারে কার সাধ্য।
সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনের আরাধ্য॥
রাধার গণ পূজ্যাপূজনক-সম্বন্ধে।
কৃপা কর রাখ মোরে চরণার বিন্দে॥
সূর্য্য-উপাসনা ছল কৃষ্ণসঙ্গ লাগি।
কৃষ্ণনাম মন্ত্রজপ স্বাভীষ্টসংসর্গী॥
পৌর্ণমাসী সোহাগে যে সৌভাগ্য সুবহে।
পিতামহ মহীভানু বিন্দু মাতামহো।
পিতামহী সুখদা মুখরা মাতৃমাতা॥
রত্নভানু সুভানু যে ভানুবাঙ্গভ্রাতা॥
শ্রীমতীর খুড়া দুই স্নেহে অনুপমা।
ভদ্রকীর্ত্তি মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র মামা॥
ভানুমুদ্রা নাম পিসী মাসী কীর্ত্তিমতি।
কুশ নাম পিশাকাশ নাম মাসীপতি॥
মাতুলা মেনকা মৌনা ধাত্রী আদি করি।
শ্রীদাম-পূর্ব্বজ-ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী॥
পরমশ্রেষ্ঠসখী যে ললিতা আদি করি।
পূর্ব্বে যে কথিত রূপ-গুণের মাধুরী॥
সর্ব্বগুণালঙ্কৃত যে সর্ব্বগুণাগ্রিমা।
প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী-আদি যিনি রমা॥
কামদা নাম ধাত্রেয়ী বৃদ্ধা পক চুল।
প্রেমে মগ্ন কন্যার চেষ্টায় অনুকূল॥
লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীরূপমঞ্জরী।
শ্রীগুণমঞ্জরী রতিমঞ্জরী সুন্দরী॥
শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাসমঞ্জরী।
এই ছয় গোসাঞিরূপ ধরে অবতরি॥
ভানুমতী অন্য নাম শ্রীরতিমঞ্জরী।
শ্রীরাগমঞ্জরী-আদি অনেক সুন্দরী॥
দাসীভাবসেবাপরা পরমকৌতুকী।
সমতা হইতে নাহি চাহে দাস্যে সুখী॥

নান্দীমুখী সিন্ধুমতি অন্তরঙ্গা দূতী।
মানরক্ষা-পূর্ব্বক সান্ধতে বুদ্ধিমতী॥
শ্যামলা মঙ্গলা আদি হন সুহৃৎপক্ষ।
চন্দ্রাবলী মুখ্যা তেঁহ হন প্রতিপক্ষ॥
কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী প্রভৃতি।
বিশাখা নির্ম্মিত গীতে হরে হরিমতি॥
প্রেমমতী নর্ম্মদা আর কুসুমপেশলা।
বীণাবাদ্য-আদি গানে বিশেষ কুশলা॥
নাপিতের কন্যা দুই সুগন্ধা নলিনী।
আলতা পরায় ধরি চরণ দুখানি॥
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ-কথার কৌতুকে।
নানা ছলবন্ধে যে কহিয়া দেয় মুখে॥
মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী দুই রজক কিশোরী।
পালিন্ধী চিত্রিণী নানাশিল্পচিত্রকরী॥
মান্ত্রিকী-তান্ত্রিকী দুই দৈবজ্ঞিনী হয়।
বয়োধিকা কাত্যায়নী-আদি দূতীচয়॥
ভাগ্যবতী মঞ্জুপুণ্যা হড্ডীর দুহিতা।
ভৃঙ্গীমল্লি মতল্লি দুই পুলিন্দ-বনিতা॥
কেহ কৃষ্ণপক্ষ কেহ শ্রীমতীরগণ।
প্রিয়তম হন সখ্যভাবেতে গণন॥
গর্গের নন্দিনী গার্গী-আদি ভৃত্যাম্বিকা।
পূজ্যা হন অনুকূল চেষ্টাতে অধিকা॥
সুবল উজ্জ্বল মধুমঙ্গল গন্ধর্ব্ব।
শ্রীমতীর প্রিয় নর্ম্মসখাগণ সর্ব্ব॥
মাধুর্য্যের ধুর্য্য শ্রীল গোপেন্দ্রনন্দন।
প্রিয় কোটি পরাণের না হয় সমান॥
কোটি মাতৃতুল্য স্নেহ কৃষ্ণময়ী মতি।
যতেক উত্তম সর্ব্ব কৃষ্ণের আরতি॥
পয়োদ রক্তক আদি কৃষ্ণদাসগণে।
যাতায়াত সদা কৃষ্ণপ্রেরিত কথনে॥
পিশঙ্গী মঞ্জুলা শৃঙ্গী বহুলা-আদয়।
গাবী আর বৎসতরী তুঙ্গী-আদি চয়॥
বৃদ্ধককুদ্মতী আর রঙ্গিনী হরিণী।
চারুচন্দ্রিকা নাম সুষ্ট চকোরিণী॥
ময়ূরী সুন্দরী নাম সারিকা সুবুধী।
ললিতা প্রাণের সখী গুণের অবধি॥
নিজ রাধাকুণ্ড কুণ্ডচরি মরালিকা।
তুণ্ডিকেরী নাম অতিসুন্দরী পুষ্টিকা॥
শাশুড়ী জটিলা নাম কুটিলা ননদ।
অভিমন্যু নাম পতি দেবের দুর্ম্মদ॥

স্মরমন্ত্রাখ্যান নাম তিলক নাসায়।
হরিমনোহর নাম হার যে হৃদয়॥
নাসায় নলকমুক্তা আন্দোলায়মান।
কৃষ্ণমনবিলাসে দোলিকা-নিধান॥
প্রভাকরী নাম তার বিম্বাধরে সখ্য।
পদক মদন নাম শোভিত সুবক্ষ॥
কৃষ্ণ-প্রতিবিম্ব তাহে অতি গুহ্যতম।
স্যমন্তক-পরিযায় তার অন্ত নাম॥
কিঙ্কিণী নূপুর বাজু আভরণ যত।
অলৌকিক অপ্রাকৃত কহা যায় কত॥
মেঘাম্বর নাম বস্ত্র সুধাংশু দর্পণ।
নিজমুখ দৃষ্টছলে কৃষ্ণদরশন॥
কাজর-শলাকা নাম নর্ম্মদা সোণার।
রতনচিরণী নাম স্বস্তিদা তাহার॥
কন্দর্পকুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা।
স্বর্ণমুখী তড়িৎবদ্ধ কুণ্ডল নামিকা॥
অসম অনূর্দ্ধ যার অপার মহিমা।
বেদ-বিধি-অগোচর না হয় বর্ণিমা॥
যতেক কহিল সর্ব্ব ত্রিগুণ অতীত।
শুদ্ধ চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত॥
হড্ডী যে কহিল ব্রজে তাহার চরণ।
আশ্রম করিয়া সেবে সেই ধন্যজন॥
বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী তপী দানশীল।
হড্ডীর সমান থাকু নহে এক তিল॥
ব্রজে সেব্য গুল্মলতা-আদি পশু পক্ষী।
ভাগবতে ব্রহ্মা উদ্ধব তাহে সাক্ষী॥
প্রাকৃত করিয়া সেই মানয়ে অধম।
তাহার দর্শনে পাপ দণ্ড করে যম॥
অতএব ভজ শ্রীব্রজের পরিকর।
বিচার করিয়া দেখ সকলের সার॥
নাভাজীর সূত্রের অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তারি।
কৃষ্ণদাস কহে ব্রজপুরের মাধুরী॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীমদ্ব্রজপরিকরগণ নাম-
গুণাদি-বর্ণনং-নবমমালা॥ ৯॥

দশম মালা।

চতুঃসম্প্রদায়-আচার্য্যগুণ-বর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

হরিভৃত্য বসত যে যে যঁহা তিন সো নিত প্রতি কাজ।
সপ্তদ্বীপমে দাস যে তে মেরে শিরতাজ॥
জম্বূ ঔর পলছি শাল্মলী বহুত রাজঋষি।
কুশ পবিত্র পুনি ক্রৌঞ্চ কৌন মহিমা জানে লিখি॥
শাক বিপুল বিসতার প্রসিদ্ধ নামি অতি পুহকর।
পরবত লোকালোক ঔকটাপূ কঞ্চন ধর॥

অস্যার্থঃ।

সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে যত ভক্তগণ।
সভার চরণ করি মস্তকে ধারণ॥
বহুভাগ্যে যদি পাই চরণের রজ।
মস্তকে ভূষণ করি করি শিরতাজ॥
জম্বূ প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক।
পুষ্কর সপ্তম দ্বীপ সীমা লোকালোক॥
মধ্য জম্বুদ্বীপ ভাগ হয় নয় বর্ষ।
তাহাতে ভারতবর্ষ পুণ্যের আদর্শ॥
এ সকল স্থলীমধ্যে যে যে হরিভক্ত।
অধিষ্ঠাতা ভগবানের যে যে অনুরক্ত॥
তা-সভার চরণ আর সেই সেই স্থান।
সুখাবহ সদাকাল পবিত্র বিধান॥

অথ বৈকুণ্ঠ-আবরণ অষ্ট উরগ।

অষ্ট উরগকুল বৈকুণ্ঠাবরণ।
হরি-পারিষদ হরিবৎ সুগণন॥
দ্বারপাল যথা জয়-বিজয়াদিগণ।
চিদানন্দঘনমূর্ত্তি প্রভুগতপ্রাণ॥
ইলাপত্র-মুখ অনন্ত অনন্তকীরতি।
পদ্মশঙ্খ অম্বু-কমল হরিধ্যানব্রতী॥
বাসুকি অজিন করকোটক তক্ষক।
সবে প্রভুসেবাপর বাসুকি পর্য্যন্ত॥
আগমাদিমতে অষ্ট হরি অংশ উপাস্ত।
অগর জানেন—তত্ত্ব বিশ্ব যার বশ্য॥

অথ সম্প্রদা-প্রণালী।

প্রথমাবতার চতুর্ব্বিংশতির মধ্যে।
হরির আবেশ রামানুজ আদি পদ্মে॥
বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য তথা নিম্বাদিত্য।
চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য বিদিত॥
কলিভব সুদুস্তরে জীব নিস্তারিতে।
ভগবান্ অংশে আবির্ভাব পৃথিবীতে॥
গুণের সাগর মহামহান্ত দয়াল।
পাণ্ডিত্যে অপার সুসিদ্ধান্ত মহীপাল॥
শ্রুতি মহাসিন্ধু মথি ভক্ত্যমৃত সার।
উদ্ধার করিলা দণ্ডে সুবুদ্ধি মন্দার॥
পরমত-বিরুদ্ধাংশ ছেদন করিয়া।
স্বমত যথার্থ স্থানে বিচার করিয়া॥
চারি সম্প্রদায় চারি মহান্ত স্বতন্ত্র।
শিষ্য অনুশিষ্য-ক্রমে দাতা বিষ্ণুমন্ত্র॥
শ্রীরুদ্র মাধ্বী আর সনক চতুর্থ।
এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মহত্ত্ব॥
বিনে সম্প্রদায়ী গুরু উপাসনা ব্যর্থ।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু না যায় অনর্থ॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তে চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥

কলিযুগে নিঃসংশয় চারিটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইবে।

তত্র চ—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥

সম্প্রদায়-বিহীন যে মন্ত্র, তাহাকে নিষ্ফল বলিয়া জানিবে।

কোন্ সম্প্রদায় কোন্ মহান্ত প্রকাশ।
তাহার বিশেষ শুন করিয়া বিশ্বাস॥

মাধ্বী-সম্প্রদায়-প্রণালী।

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

রমা-পদ্ধতি রামানুজ বিষ্ণুস্বামী ত্রিপুরারি।
নিম্বাদিত্য সনকাদি মধু কর গুরু মুখ চারি

অন্বয়ার্থঃ।

শ্রী-সম্প্রদায় গুরু শ্রীল-রামানুজ-স্বামী।
চতুর্ম্মুখ-সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য-নামী॥
বিষ্ণুস্বামী মহান্ত শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায়।
নিম্বাদিত্য চতুঃসন-সনক-সম্প্রদায়॥

প্রমাণং প্রমেয়রত্নাবল্যাম্—

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

শ্রীরামানুজকে, চতুর্ম্মুখ মাধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন নিম্বাদিত্যকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকার করেন।

শ্রীগুরুপরম্পরা।

তত্র স্বগুরুপরম্পরা, যথা:—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ।
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্॥
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, বেদব্যাস, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্ম, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র এবং তদীয় শিষ্য জগদ্গুরু ঈশ্বরপুরী অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ (পর্য্যায়ক্রমে গুরু ও তচ্ছিষ্যবৃন্দকে—কৃষ্ণের শিষ্য ব্রহ্মা ইত্যাদি-রূপে) সকলকে আমরা সম্যক্‌রূপে স্তুতি করি। আর, শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য সেই শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি কৃষ্ণপ্রেমদানে জগৎকে ত্রাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভজনা করি।

অন্বয়ার্থঃ।

মাধ্বী-সম্প্রদায় গুরুপরম্পরামতে।
প্রণালী পবিত্র গাথা প্রমাণসম্মতে॥
গাই নিজ-মতিকষ্ট প্রক্ষালন লাগি।
ভক্তভক্তিভাবে মিলে অন্য যোগে ত্যাগি॥

শ্রীকৃষ্ণস্য শিষ্য ব্রহ্মা দেবঋষি তস্য।
তাঁর শিষ্য বেদব্যাস কবির উপাস্য॥
তাঁর শিষ্য মধ্ব তস্য পদ্মনাভ তস্য।
নরহরি মহান্ শ্রীমাধব যাঁর শিষ্য॥
তস্য শিষ্য শ্রীঅক্ষোভ জয়তীর্থ তস্য।
জ্ঞানসিন্ধু সাধু দয়াসিন্ধু তস্য শিষ্য॥
বিদ্যানিধি তস্য তস্য রাজেন্দ্র মহান্।
তস্য জয়ধর্ম্ম স্নেহ পুরুষোত্তম জান॥
তস্য শিষ্য ব্রহ্মণ্য তস্য ব্যাসতীর্থ নাম।
ততো লক্ষ্মীপতি সাধূত্তম অভিরাম॥
তত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র গুণের সাগর।
যাঁর শিষ্য অঙ্গাকৃত্য অদ্বৈত ঈশ্বর॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ জগদ্গুরু ভক্তস্বরূপ।
জীবনিস্তারের হেতু প্রকটস্বরূপ॥
মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
যেঁহ কৃষ্ণ বলি সদা কান্দয়ে ফুকারি॥
তচ্ছিষ্য শ্রীদেবদেব চৈতন্য গোসাঞি।
মো-সভার উপায় যাঁহা বিনে আর নাই
প্রেমতরী দিয়া যেই তারিলা জগৎ।
বিচার না কৈলা ভালমন্দ সদসৎ॥
দুর্ল্লভ রতন বিলাইলা যারে তারে।
হেন দয়াময় আর কে আছে সংসারে॥
এ-হেন দয়ার নিধি তাঁরে না ভজিয়া।
কারে ভজিবে ভাই কি ধন লাগিয়া॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া ভাই করহ ফুৎকার।
তেঁহ বিনে ত্রিজগতে গতি নাহি আর॥
জগাই-মাধাই ত্রাণ জগতে শুনিয়া।
কৃষ্ণদাস রহে সেই পথ নিরখিয়া॥

অথ শ্রী-সম্প্রদায় প্রণালী।

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

সম্প্রদায়শিরোমণি সিন্ধুজা রচ্যো ভক্তিবিতান।

বিষক্‌সেন মুনিবর্য্য সপুন ষটকোপ পুনীতা।
বোপদেব ভাগবত লুপ্ত ধর্য্যো উনব নীতা॥
মঙ্গল মুনি শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ পরমযশ।
রামমিশ্র রসরাশি প্রগট পরতাপ পরাঙ্কুশ॥

যামুন মুনি রামানুজ তিমিরহরণ উদৈ তান।
সম্প্রদায় শিরোমণি সিন্ধুজা মূচ্যো ভক্তিবিতান॥

অন্বার্থঃ।

সিন্ধুকন্যা রমাঠাকুরাণী মূলাচার্য্য।
তাঁর কৃপাপাত্র বিষক্সেন মুনিবর্য্য॥
তত শ্রীমান্ শটকোপ তত বোপদেব।
লুপ্ত ভাগবত উদ্ধারি ঘুচাইল ক্ষোভ॥
তত শ্রীল শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ তত।
রামমিশ্র তত শ্রীযামুন মুনিব্রত॥
তাঁর শিষ্য রামানুজ-ভানু প্রকাশিয়া।
তিমির নাশিলা কৃপাদৃষ্টি-কর দিয়া॥
প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত-উদ্ধার-কারণ।
বোপদেব গোসাঞিঁর কহি বিবরণ॥
শ্রীল শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার।
ভগবৎ-আজ্ঞায় ব্রাহ্মণরূপধর॥
কলিকালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন।
করি ব্যাখ্যা করে মায়াবাদার্থ স্থাপন॥
কৃষ্ণভক্তি গোপন করিয়া দেবী দেবা।
উপাসনা প্রকাশিলা ত্রিবর্গের সেবা॥
সুরনামে কাশ্মীরাজ স্বভাবে অসুর।
তারে লওয়াইল তম ধর্ম্ম বামাচার॥
জীবহিংসা করে বহু তমের স্বভাবে।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নিন্দে মূঢ় তবে॥
দেশদেশান্তরে গ্রন্থ যথা যথা ছিল।
বলে আনি আনি সব গঙ্গায় ডারিল॥
ভাগবতহীন দেশ দেখি সাধুগণ।
কাতরে শ্রীভগবানে করয়ে স্তবন॥
প্রিয়পাত্র শ্রীল বোপদেব গোসাঞিরে।
হইল আকাশবাণী উপায় সুন্দরে॥
যত ভাগবত গ্রন্থ গঙ্গায় ডারিল।
যতন করিয়া তাহা জাহ্নবী রাখিল॥
কিছু হানি নাহি হয় উঠাও ডুবিয়া।
যথা শুষ্ক পূর্ব্ববৎ উঠিবে আসিয়া॥
এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে।
উঠাইলা গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে॥
বহু সম্মানিতা স্থানে স্থানে পাঠাইলা।
মুক্তাফল নামে গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা॥
অতএব ভাগবত-উদ্ধার-কারণ।
বোপদেব স্বামীর কহিল বিবরণ॥

শ্রীশঙ্কর ইহা শুনি অপরাধ মানি।
টীকা কৈলা ব্রহ্মসূত্রবৎ অর্থ জানি॥
আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর অভীষ্ট।
যামুন আচার্য্য যেঁহ মুনিব্রত শিষ্ট॥
তাঁহার মহিমা-গুণ জগতে প্রসিদ্ধ।
তাঁর মত সর্ব্বাচার্য্যমতে হয় সিদ্ধ॥
যামুনাচার্য্যস্তোত্র যাহার বর্ণন।
শ্রুতিসার অর্থ যাহা পরম প্রমাণ॥
সংক্ষেপে 'শ্রী' সম্প্রদায় প্রণালী কহিল।
পরে রামানুজ হৈতে বহু স্রোত হৈল॥
শ্রীল-রামানুজ-স্বামী ভুবনপাবন।
এবে কিছু গুণ তাঁর করিব বর্ণন॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

সহস্র-আস্য উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন কিয়ো॥

গোপুর হ্বৈ আরূঢ় উঁচস্বর মন্ত্র উচ্চারো।
সুতে নর পরে জাগি বহত্তরি শ্রবণ নি ধারো॥
তিন নেই গুরুদেব পদ্ধতি ভই ন্যারী ন্যারী।
কুরু তারক শিষ্য প্রথম ভক্তিবপু মঙ্গলকারী॥
কৃপণপাল করুণাসমুদ্র রামানুজসম নাহি বিয়ো।
সহস্র-আস্য উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন কিয়ো॥

অন্বার্থঃ।

শ্রীমান্ রামানুজস্বামী শেষ-অবতার।
কৃপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার॥
গুরুস্থানে মন্ত্রদীক্ষা-শিক্ষা-মাত্রে সিদ্ধ।
শ্যামলসুন্দর রূপ দেখে বস্তু সাধ্য॥
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাবিষ্ট হৈয়া।
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্তু না চিনিয়া॥
ভ্রময়ে সংসারে লোক পাপপুণ্যবশে।
বাসনা অবিদ্যা দুঃখসাগরেতে ভাসে॥
আজি সর্ব্বলোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া।
সম্মুখ দুয়ারে গিয়া দু'হস্তে তুলিয়া॥
নিজ সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উচ্চৈঃস্বর করি।
ফুকারিয়া কহে তিনবার সর্ব্বোপরি॥
গ্রামে বহুলোক মধ্যে বাহান্তর জন।
শিখিলা সে মন্ত্র যেই যেই ভাগ্যবান্॥
কণ্ঠস্থ করিয়া অতি গোপনে রাখিলা।
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা॥

তাহার তাহার শিষ্য-পরম্পরা হৈতে।
ভক্তিনিধি দুর্লভ ব্যাপিলা পৃথিবীতে॥
নিস্তার হইল লোক তাহার প্রভাবে।
অদ্যাপিহ মহাশয়ের যশ গায় সভে॥
নীলাচল গেলা জগন্নাথ দরশনে।
সহস্রেক শিষ্য সঙ্গে কুতূহল মনে॥
দরশন করি মন আনন্দ পাইল।
সেবক রন্ধুয়্যাগণের আচার না দেখিল॥
অনাচার করি জগন্নাথেরে সেবয়।
ক্ষোভিত হইয়া সব সেবক ছাড়য়॥
নিজশিষ্য সহ সাধু শুদ্ধাচার করি।
সেবন করয়ে তবে প্রেমানন্দে ভরি॥
স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রভুর তাহে নাহি সুখ।
পূর্ব্বের সেবক সেবায়ে পরম উৎসুক॥
স্বামী প্রতি কহে প্রভু বিরমহ তুমি।
পূর্ব্বমত সেবক সেবায় সুখী আমি॥
তথাচ না বিরমহে সেবানন্দে মগন।
প্রভু সনে হঠ করি করয়ে সেবন॥
জগন্নাথ প্রিয়ভক্তে কোপ নাহি করে।
গরুড়েরে আজ্ঞা দিলা রাখ লৈয়া দূরে॥
রাত্রিযোগে গরুড় সহস্রশিষ্য-সহে।
রাখে লৈয়া দূরদেশে পূর্ব্বে যথা রহে॥
নিশি অবসানে নিদ্রাভঙ্গে উঠি চাহে।
কোথা আইনু এ যে দেখি পুরুষোত্তম নহে॥
চকিত হইয়া সভে ভাবে মনে মনে।
বুঝিলাম ইহা জগন্নাথের গঠন॥
ভাল ভাল তাঁহার যাহাতে হয় সুখ।
সেই মোর সুখ তাহে নাহি কিছু দুখ॥
শ্রীসম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী।
শ্রুতির সদ্ভাষ্য যেঁহ প্রকাশে আপনি॥
তাঁর শ্রীচরণপদ্মে শরণ লইল।
মো-সবা জীবে যেন উপায় সৃজিল॥
শ্রুতির কুব্যাখ্যা মেঘে আচ্ছাদন ছিল।
রামানুজস্বামি-বাতে মেঘ উড়াইল॥
তবে শুদ্ধভক্তি-রবি উদয় করিয়া।
জগতের অন্ধকার দিলা খেদাড়িয়া॥
সকল প্রসঙ্গ মূল লেখা নাহি ব.গ্র।
যেহেতুক অতিশয় পুস্তক বাড়য়॥
যথাশক্তি বুদ্ধিসাধ্য ক্রমেতে বর্ণিব।
মূর্খ বলি কৃষ্ণদাসে ঘৃণা না করিব॥

অথ শ্রীরামানুজস্বামীর শিষ্য-প্রশিষ্যের প্রণালী।

শ্রীল রামানুজ-স্বামী বড় কৃপা কৈলা।
শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে জগৎ তারিলা।
তাহার পদ্ধতি শুন পরমমহত্ত্ব।
শ্রবণেমঙ্গল হয় পরমপবিত্র॥
প্রধান সেবক শ্রীল দেবাচার্য্য নাম।
তাঁর শিষ্য শ্রীরাঘবানন্দ গুণধাম॥
তাঁর শিষ্য হন শ্রীমান্ গুরু রামানন্দ।
ভুবনপাবন যেঁহ ভক্তপরানন্দ॥
অসংখ্য তাঁহার শিষ্য নাহিক অবধি।
তার মধ্যে কিছু কহি পবিত্রিতে বিধি॥
শ্রীঅনন্তানন্দ আর কবীর মহাশয়।
সুখানন্দ পদ্মাবতী মহিমা বিজয়॥
শ্রীনরহরি শ্রীমান্ পীপা ভবানন্দ।
রুইদাস আর ধনা-আদি শিষ্যবৃন্দ॥
বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিশ্বমঙ্গলস্বরূপ।
জীবত্রাণকারণ দ্বিতীয় রামরূপ॥
অনন্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক।
নির্ব্বৃতি পাইলা পাসরিলা দুঃখশোক॥
আর যোগানন্দ গয়েশ করমচন্দ্র।
অল্হ পৈহারী শুভ ভক্তের মহেন্দ্র॥
সারি রামদাস শ্রীরঙ্গ গুণাকর।
তাঁহার চরিত্র কিছু হয় চমৎকার॥
নরহরি শুভরবি উদিত হইয়া।
মুদিত ভকতি পদ্ম দিলা প্রকাশিয়া॥
ভকতি অপার সিন্ধু দুস্তর দুর্গম।
তাহাতে রচিল ভেলা করিয়া সুগম॥
অনায়াসে পার-তক গমন করিলা।
খেলাইয়া বাইচ-সুখ আস্বাদন কৈলা॥
প্রত্যেকে যে ইহা সভার গুণেতে বিস্তার।
কহিতে নারিল মাত্র কৈনু নমস্কার॥
শ্রীল রামানুজ স্বামী শিষ্যের সহিতে।
কৃষ্ণদাস শরণ লইতে চাহে চিতে॥

শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামীজী।

নিম্বাদিত্য এক দণ্ডী গৃহে নিমন্ত্রিলা।
দ্রব্য আয়োজন পাকে সন্ধ্যা আসি হৈলা॥

যতি শাস্ত্রবচন পড়িয়া কহে তবে।
রাত্রে ভিক্ষা দণ্ডীর নিষেধ বিধি রবে ॥
ইহা শুনি চিন্তি নিম্বাদিত্য মহাশয়।
নিজ ভক্তিবলে সাধু স্বজিলা উপায় ॥
আঙ্গিনায় আছয়ে বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ।
উদয় করিলা আসি বৃক্ষোপরি অর্ক ॥
কৃষ্ণভক্ত অনুরোধে সূর্য্যদেব ভাসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি ॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজস্থানে গেলা লইয়া সম্মতি ॥
তখন প্রহর নিশি প্রতীত হইলা।
যতির আশ্চর্য্যবোধ তখন জন্মিলা ॥
কৃষ্ণভক্ত নিম্বাদিত্য প্রভাব দেখিয়া।
চরণে পড়িলা যতি শরণ লইয়া ॥
সাধুসঙ্গ-মহিমা দেখয়ে অদভূত।
কৃষ্ণভক্ত হৈলা যতি ছাড়ি জ্ঞানমত ॥
তাঁহার চরণরজ মস্তকে ধারণা।
করিয়া কৃতার্থ হই পাই এক কণা ॥

চাতুরাচার্য্য-মহিমা-বর্ণন।

চারি সম্প্রদার চারি আচার্য্য মহান্ত।
বেদের স্বরূপ বেদনিধি বিজ্ঞ-অন্ত ॥
বিচারে পাণ্ডিত্যে যে অদ্বিতীয় অপার।
কুসিদ্ধান্তবাদি-পরাভবে খড়্গাধার ॥
চারিভক্ত চারি হয়ে দিগ্‌গজস্বরূপ।
ভক্তিভূমি দাবি রহে বিক্রমে অনুপ ॥
মহান্তের শক্তি কাটি খান খান কৈল।
শুদ্ধভক্তিমত ব্রহ্মা-অস্ত্র তেয়াগিল ॥
কাটিয়া দুষ্ট সিদ্ধান্ত বন্দুক খেলিল।
সচ্চিৎ-আনন্দরূপ রাজ্য হাত কৈল ॥
রাজ্য-সুখভোগ করি প্রজা বসাইল।
প্রজা সুখী হৈলা নৃপ জয় মানাইল ॥
প্রেমামৃত-শস্য প্রজা খায় মহানন্দে।
নির্ভয়ে বেড়ায় সদা নির্ব্বিঘ্ন নিঃসন্দে।

শ্রীলালাচার্য্য।

রামানুজস্বামীর জামাতা লালাচার্য্য।
তাঁহার চরিত্র কিছু শুনিতে আশ্চর্য্য ॥

পরম ভকতিবান্ বৈষ্ণবে পিরীতি।
গুরুতে একান্ত রতি বাক্যে ত প্রতীতি ॥
গুরু শিক্ষা দিলা বাপু বৈষ্ণবে সেবিবে।
বন্ধুবান্ধব গুরু বৈষ্ণবে জানিবে ॥
তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে।
দোষ গুণ বিচার তাহার না করিবে ॥
সহোদর ভ্রাতা যেন তাহারে দেখিবে।
তার হিতে রত হবে প্রণয় করিবে ॥
গুরুবাক্যে লালাচার্য্যের সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
বৈষ্ণবচরণে অসাধারণ মনোল্লাস ॥
দৈবযোগে একদিন নদীর পাথারে।
এক শব ভাসি যায় বৈষ্ণব আকারে ॥
গলায় তুলসী মালা তিলক নাসাতে।
দেখিয়া শ্রীলালাচার্য্য লাগিলা চিন্তিতে ॥
এই মোর ভাই হা হা কিরূপে মরিল।
ভাসিয়া যাইছে কেহ গতি না করিল ॥
ইহা কহি উঠাইয়া ধরি বক্ষঃস্থলে।
কান্দিতে লাগিলা সাধু হইয়া বিকলে ॥
লোকে বলে লালাচার্য্য কান্দ কি লাগিয়া।
হৃদয়ে ধরেছ কোথাকার শব লইয়া ॥
লালাচার্য্য কহে মোর ভাই মরিয়াছে।
নদীতে ভাসিয়া যাইতে পাইলাম কাছে ॥
লোক সব উপহাস করিয়া চলিলা ॥
লালাচার্য্য শব লইয়া গৃহেতে আইলা ॥
বিমান সাজাইয়া বহু বৈষ্ণব আনিলা।
নামসংকীর্ত্তন করি দাহ-আদি কৈলা ॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন বহু আয়োজন করি।
মহোৎসব করি নিমন্ত্রিলা স্বনগরী ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিজ কুটুম্ব আত্মীয়।
কেহো না আইল কহে জাত্যন্তর ভয় ॥
কোথাকার মড়া কোন্ জাত তারে আনি।
ভাই বলি দাহ আদি করিলা আপনি ॥
তার কার্য্যে নিমন্ত্রণ কর যে সজ্জনে।
নিন্দয়ে গ্রামের ভদ্রলোক জনে জনে ॥
বৈষ্ণবের গণ কেহ না আইসে তরাসে।
কি করিবে দশ ভদ্র-সমাজেতে বৈসে ॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা অন্তে কি জানিবে।
প্রাকৃতের ন্যায় করি লোকে মানে সবে ॥
অপরাধ কৈল বৈষ্ণবেরে উপেক্ষিল।
নিজঘরে তুলিয়া অনল ভেজাইল ॥

কেহ যদি না আইল লালাচার্য্য-গৃহে।
তাহার রহস্য শুন অপরূপ যাহে॥
বিবরণ গুরুস্থানে যাইয়া কহিল।
তেঁহ কহে দরিদ্র যে রত্ন হারাইল॥
বুঝিতে নারিল লোক ইহার মহিমা।
চিন্তা নাই কৃষ্ণচন্দ্র করিবেন সীমা॥
লালাচার্য্য ঘরে আসি দেখয়ে অদ্ভুত।
বৈষ্ণব আসিতে তেজঃপুঞ্জে যূথে যূথ।
আকাশে বিমান শত শত আইসে যায়।
বৈকুণ্ঠের পারিষদগণ আদি খায়॥
কেবা দেয় কেবা আনে কেবা পরিবেষে।
কত আইসে যায় খায় নাহি হয় দিশে॥
মহামহোৎসব করি সবে ঘরে গেলা।
ভদ্র অভিমানী লোক অদ্ভুত দেখিলা॥
আকাশে দেখয়ে স্বর্ণ রথ আইসে যায়।
চমকিয়া সব লোক আচার্য্যের পায়॥
যাইয়া চরণে পড়ি স্তবন করয়।
অপরাধ মো সভার ক্ষম মহাশয়॥
তেঁহ কহে ভাই কিছু অপরাধ নাই।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খাও যাইবে বালাই॥
বৈষ্ণব চরণরজ করহ বন্দন।
যাইবে যতেক দুঃখ পাইবে মোচন॥
এত শুনি বৈষ্ণবের শেষ যে আছিল।
দুই হস্তে খায় আর মাখিতে লাগিল॥
তৎক্ষণাৎ অভিমান দম্ভ দূরে গেলা।
আচার্য্য করিলা কৃপা বৈষ্ণব হইলা॥
ভক্তির কিরণে দেশ ঝলমল হৈল।
জগতে অমৃত-ফল আস্বাদন কৈল॥
সাধুসঙ্গফল ভুবি ভরিয়া ফলিল।
কৃষ্ণদাস অভাগার ভাগ্যে না মিলিল॥

ইতি শ্রীভক্তমালে চতুঃসম্প্রদায়-আচার্য্যগুণ বর্ণনং দশম মালা॥১০॥

একাদশ মালা।

—•—

শ্রীগুরুভক্ত-আদিভক্ত-গুণবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

আখ্যান গুরুভক্ত বৈষ্ণব।

গঙ্গাতীরে বাস বহু বৈষ্ণব কুটীরে।
তার মধ্যে এক গুরুভক্ত দৃঢ়তরে॥
কোন কার্য্যান্তরে গুরু গ্রামান্তরে যাইতে।
সেই শিষ্য সঙ্গ লৈল সেবা অনুগতে॥
গুরুদেব কহে তুমি সঙ্গে না যাইহ।
শিষ্য কহে বিচ্ছেদে ধরিতে নারি দেহ॥
শ্রীচরণ সেবা মোর একান্ত নিয়ম।
কেমতে রহিব তাতে করিয়া বিরাম॥
তেঁহ কহে মুনি অল্পদিনেতে আসিব।
গুরুর স্বরূপ এই জাহ্নবীরে সেব॥
ইহাতে হইবে তব গুরুর সেবন।
তাহাতে অন্যথা নাহি কহিনু প্রমাণ॥
ইহা শুনি শিষ্য মনে আনন্দ পাইল।
গুরুর স্বরূপ গঙ্গা বিশ্বাস হইল॥
গঙ্গার সেবায় তবে নিযুক্ত হইল।
নানামত সেবা ভক্তি করিতে লাগিল॥
জলে পাদস্পর্শ কভু ভ্রমে নাহি করে।
বিনে পান অন্য ক্রিয়া করে কূপনীরে॥
তা দেখিয়া অন্য যে বৈষ্ণব তথাকার।
ঈর্ষা করি কহে এ কি আবার তোমার॥
স্নান নাহি করো গঙ্গাজলে নাহি নাবো।
যত লোক করে তারা নরকে কি যাবো॥
ইহা কহি কেহ ভর্ৎসে কেহ উপহাসে।
তেঁহ তাহা নাহি শুনে গুরু-আজ্ঞাবশে॥
কথোক দিবসে গুরু আইলা আশ্রমে।
অন্য অন্য গুরুস্থানে কহে কথা ক্রমে॥
ক্রিয়ো গঙ্গাস্নান আদি পাদস্পর্শভয়ে।
এবং অন্য ক্রিয়া-আদি কিছুই না করে॥

নিন্দাছলে কহিলেন কিন্তু গুরু মনে।
সন্তুষ্ট হইয়া বাছে কিছুই না ভণে॥
সর্ব্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিলা।
এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতি গঙ্গা কৃপা কৈলা॥
আর ঞিহারা ইহ মর্ম্ম না জানিয়া।
ঈর্ষা করি নিন্দে কিন্তু দিব জানাইয়া॥
এত ভাবি গুরু সর্ব্বশিষ্য সমিভ্যারে।
গঙ্গাস্নানে গেলা কিছু গূঢ়ার্থ অন্তরে॥
শত শত শিষ্য দাণ্ডাইয়া রহে তীরে।
গুরু স্নান করে নাভি কণ্ঠ-মগ্ন নীরে॥
গঙ্গাসেবী সেই শিষ্যে আজ্ঞা কৈলা সাধু।
গামছা আনহ বাপু কহে মৃদু মৃদু॥
তাহা শুনি চিন্তাকুলি ইতি-উথি চায়।
পাদস্পর্শ কিরূপেতে করিব গঙ্গায়॥
বিশেষতঃ গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে।
সঙ্কটে পড়িলা সাধু উৎকণ্ঠিত মনে॥
গুরু-আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিল।
জলে পাদ অর্পিতেই কৌতুক হইল॥
গুরু-গঙ্গা-কৃপাবলে দেখে চমৎকার।
কমল প্রকাশে যথা দেয় পাদভার॥
যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়।
সেইখানে পদতলে কমল ফুটয়॥
প্রতি পাদ পদ্মোপরি ধরিয়া চলিলা।
গুরুহস্তে বস্ত্র দিয়া নেউটি আইলা॥
জলে নাহি পাদস্পর্শ হইল সাধুর।
বৈষ্ণবমণ্ডলী দেখে থাকিয়া অদূর॥
দেখি চমৎকার মুখে নাহি সরে বাণী।
এ কি অদ্ভুত এই সাধু কে না জানি॥
ঞিহার চরণে কত কৈছু অপরাধ।
নিন্দিছু বিদ্রূপ কৈছু করিছু বিবাদ॥
ঞেহাতে প্রভুর কৃপা যথোচিত হয়।
তাহার প্রমাণ এবে দেখিছু নিশ্চয়॥
এত কহি তাঁহার চরণ সবে ধরে।
অপরাধ ক্ষেমাইতে স্তুতি নতি করে।
সাধুর স্বভাব তেঁহ কুণ্ঠিত হইলা।
করযোড় করে অতি বিনয় করিয়া॥
গুরু অনুযোগ কৈল সবে শিষ্যগণে।
বিচার নাহিক কর নিজ অভিমানে॥
উত্তম মধ্যম নাহি চিনহ অত্তাপি।
আপনারে শ্রেষ্ঠ মান গুণ দোষ সঁপি॥
সেই সাধুগণ শ্রীচরণধূলিকণ।
মস্তকে ধারণ করি করিয়া যতন॥

শ্রীরঙ্গ বণিক্।

তৌসা নামে গ্রামে স্থিতি সরাপি ব্যবসা।
জাত্যংশে বণিক শ্রীরঙ্গ মহাযশা॥
তার এক ভৃত্য নিজ কর্ম্মের গতিকে।
মরিয়া হইলা দূত কৃতান্ত অন্তিকে॥
প্রেতাকার রূপ জীবে কর্ম্ম অনুযাই।
দেহপাত করাইয়া আকর্ষে সদাই॥
শ্রীরঙ্গের পুত্র প্রতি কুদৃষ্টি করিলা।
পুত্র দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলা॥
বালকেরে কহে মোর মুক্তির উপায়।
করহ নতুবা মুঞি মারিব তোমায়॥
বালক কিছু না কহে বুঝিতে না পারে।
এক দিন চক্ষুষ দেখিলা স্থানান্তরে॥
বলদ-বাহকগণ দ্রব্য লইয়া যায়।
সেই দূত এক বৃষে করিল আশ্রয়॥
অনেক-বাহক-মধ্য একে কখকলে।
শৃঙ্গ উৎপাটন করি মারে বক্ষঃস্থলে॥
মরিল বাহক যমালয়ে লৈয়া গেলা।
বালক চাক্ষুষ দেখি কম্পিত হইলা॥
হরির ভজন নাহি করে যেই জনে।
অই গতি হয় তার জনমে জনমে॥
একদিন দূত আসি পুন কহে তারে।
তোমার পিতারে কহি মুক্ত কর মোরে॥
নতুবা তোমারে আজি মারিব পরাণে।
ভয়েতে কম্পিত শিশু কহে নিজ জনে॥
আদ্যোপান্ত বিবরণ সকল কহিল।
ভাই বন্ধু মাতা শুনি চিন্তিত হইল॥
মাতা কহে সত্য হবে এ কথা প্রমাণ।
পুত্রের আকার ক্ষীণ দেখি আনচান॥
ইহা কহি মাতা তার কান্দিতে লাগিলা।
তার মধ্যে কোন শিষ্ট উপায় সৃজিলা॥
মাতাকে কহয়ে তুমি চিন্তা নাহি কর।
কোন বিঘ্ন নাহি হবে মোর কথা ধর॥
শ্রীরঙ্গ পরম সাধু বৈষ্ণব মহান্ত।
তাহার চরণামৃতে বিঘ্ন হবে শান্ত॥

বৈষ্ণবের পাদোদক ভুবনপাবন।
অতএব বিঘ্ন নাশে মঙ্গলকারণ॥
প্রেত মুক্তহেতু নিজ করে বিড়ম্বন।
তার মুক্তি হবে আর বাঁচিবে নন্দন॥
শ্রীরঙ্গের পাদোদক লইয়া শয্যায়।
শুইয়া থাকুক শিশু সতর্ক হৃদয়॥
যখন আসিবে প্রেত বিঘ্ন করিবারে।
পাদোদক যেন তার ডারে অঙ্গোপরে॥
পাদোদক-স্পর্শে প্রেত মুকতি হইবে।
দুই কার্য্য সিদ্ধ হবে সদর্থ মিলিবে॥
তাহা শুনি সব জন আনন্দ পাইল।
সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসা করিল॥
সেইমত আচরণে পাদোদক লৈয়্যা।
মুক্ত হৈল প্রেত, শিশু রহিল বাঁচিয়া॥
অতএব বৈষ্ণবচরণামৃত মহা।
মহিমা যে চমৎকার নাহি যায় কহা॥
মুক্তির কা কথা কৃষ্ণ-প্রেম উপজয়।
যার বিন্দু পানমাত্রে বেদে ফুকারয়॥
বিশেষ শ্রীরঙ্গ দেব ভাগবতোত্তম।
তাহাতে আশ্চর্য্য কত অতি সে সুগম॥
বৈষ্ণবের পাদোদকে প্রেত মুক্ত হৈল।
কৃষ্ণদাস ইহা শুনি ভরসা বান্ধিল॥

শ্রীকৃষ্ণদাস সাধু।

কলিযুগে কৃষ্ণদাস নির্ব্বেদ-অবধি।
পয়ঃপান কৈলা অন্ন তেজি নিরবধি॥
যার শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে সেই বিঘ্ন যায় দূরে॥
জীবন-মুকতি হয় হয় সর্ব্বসিদ্ধ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যোগ তপ শুদ্ধ॥
কৃষ্ণদাস মহামুনি জগতে বিখ্যাত।
তেজঃপুঞ্জ ঊর্দ্ধরেতা ভজনে উন্নত॥
যতেক ভকত বুদ্ধি পরম নির্ম্মল।
তাহা প্রকাশক দিবাকর সুশীতল॥
বড় বড় দেশপতি ভূলক রাজন।
পর্ব্বত কন্দরে তারে দিলা দরশন॥
বড় কৃপা কৈলা তারে ভক্তিশক্তি দিলা।
মহাভক্ত হৈলা হরিসেবায় মাতিলা॥

একদিন কৃষ্ণ-লাগি জিলেপি আনিতে।
নিজ শিশু একখানি নিল তাহা হৈতে॥
কৃষ্ণ-হেতু রাজার মনোজ্ঞ খাদ্য বস্তু।
অগ্রভাগ নিল বলি হইলা অসুস্থ॥
পুত্রের মস্তকচ্ছেদে উদ্যোগ হইল।
সাধু দয়া করি তারে আপনি বাঁধিলা॥
রাজার তনয় বড় ভক্তিমান হয়।
তাহার সদ্গুণ বড় সর্ব্বলোকে গায়॥
বৈষ্ণবের সেবা তার অপূর্ব্বকথন।
ভেকমাত্র দেখিলেই করয়ে স্তবন।
বৈষ্ণবের স্ত্রীগণের গরভ দেখিয়া।
গর্ভের বালকে স্তুতি করয়ে আর্দ্র হৈয়া॥
এই গর্ভে সন্তান যে মহাপূজ্যতম।
কৃষ্ণের ভকত হবে ভুবন-পাবন॥
স্ত্রীগণের পূজন-সম্মান বহু করে।
বৈষ্ণবী বৈষ্ণব-স্ত্রী বৈষ্ণব উদরে।
অতএব তাঁহার মহিমা সুবিমল।
ভুবনপাবন তাঁর শ্রীচরণ-জল॥
লালসা করহ তাঁর পদরজকণ।
বৈষ্ণবের ভক্ত যেই সেই সে সুজন॥

শ্রীকীল্হজী।

শ্রীমান্ কীল্হ আর অগর দুই ভাই।
মহা অনুভব পৃথিবীর রত্ন দুই॥
শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে সদা বাস।
মানসিংহ রাজা আইলা করিতে সম্ভাষ॥
কীল্হজীর নিকটে রাজা প্রণত কন্ধর।
পুছয়ে সুমিষ্ট বাক্যে নিজ-ইষ্টকর॥
হেনকালে কীল্হজী উঠিয়া হস্ত তুলি।
ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কহয়ে তালি তালি॥
রাজা তাহা দেখি কিছু চমৎকার হৈলা।
সাধুস্থানে পুনঃপুনঃ পুছিতে লাগিলা॥
রাজার আগ্রহে সাধু কহে বিবরিয়া।
মোর পিতা শ্রীসুমেরুনাম শুদ্ধহিয়া॥
গুজরাটদেশে থাকি কৃষ্ণেরে তুষিলা।
অভ দেহ ত্যাগি সাধু বৈকুণ্ঠে চলিলা॥
রতন-বিমানে অলৌকিক রূপ ধরি।
গেলা মোরে কহিলা সুকরসাম করি॥

খুঞ্জি উঠি সমাদরে সম্মান করিল।
রাজা শুনি সেই দিন লিখিয়া রাখিল॥
মাস দিন বার তিথি লিপি করি তথা।
পাঠাইলা গুজরাট সাধু ছিলা যথা॥
তত্ত্ব আনিলা সুমেরুর প্রাপ্তিকথা।
সেই দিন বার মিলে নহিল অন্যথা॥
আর শুন সাধু শ্রীকীল্হজীর চরিত্র।
কালের অধীন নহে মহিমা পবিত্র॥
হরিপূজাহেতুক পেটারি হৈতে ফুল।
লইতে তাহাতে ছিলা কাল তীক্ষ্ণ ব্যাল॥
অঙ্গুলিতে দংশন করিল করি রোষ।
মহাশয় মৃদু হাসি পাইলা সন্তোষ॥
সাধুর স্বভাব কিছু আশ্চর্য্যকথন।
কোপে সুখ জন্মে করিবারে আক্রমণ॥
এ কারণ পুনঃ পুনঃ সর্পে সুখ দিতে।
অঙ্গুলি কাটায় মহাশয় হর্ষচিতে॥
বিষ নাহি চড়ে হস্তে ক্ষত নাহি হয়।
সংসারগরল যাঁরে দেখিয়া পলায়॥
তাঁর পদধূলিমহৌষধি যদি পাই।
তবে এই ভব-বিষ-জ্বালাতে এড়াই॥

শ্রীঅগ্রদাসজী।

শ্রীল-অগ্রদাস সদা হরিসেবামত্ত।
তৈলধারা ন্যায় এক ক্ষণ নহে ব্যর্থ॥
সদাচার সাধুমার্গে যথা অনুকূল।
পরিপূর্ণ তাঁহে যাহে হরিভক্তি মূল॥
সিদ্ধ প্রেমযোগ সদা এক রস বহে।
নির্ম্মল রসনা সদা রাম রাম কহে॥
নয়ানে বহয়ে ধারা বরষার নীর।
নির্দ্দোষ সুধারা শুদ্ধভক্তিমতে ধীর॥
মহারাজ মানসিংহ দর্শনে আইলা।
ভৃত্যগণ সঙ্গে বহু সমৃদ্ধি ছাইলা॥
মহাশয় আশ্রমের কুটা-পত্র-আদি।
ঝাড়ু দিয়া টুকরি ভরিয়া স্থান শুধি॥
দূর গর্ত্তে ফেলায় লইয়া নিজমনে।
নিরপেক্ষ সাধু নাহি চাহে রাজা পানে॥
রাজার যে আগমনে সুখ নাহি পাইলা।
দূরে বৃক্ষতলে যাই বসিয়া রহিলা॥
রাজার সাহস নহে নিকট যাইতে।
হেনকালে শ্রীনাভাজী আইলা [illegible]॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি স-অশ্রু নয়ানে।
যোড়করে দণ্ডাইয়া রহে গুরুস্থানে॥
রাজা কিছু দূরে একা যাই ভূমে পড়ি।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম স্তব করে কর যোড়ি॥
আঁখিভঙ্গি করি দুই এক বাক্যদ্বারে।
সম্মান করিয়া নৃপে গেলা নিজঘরে॥
নিরপেক্ষস্বভাব সাধুর গুণ দেখ।
রাজ-অনুরোধে আশামাত্রেতে নাহিক॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরণাম।
হরির ভজন বিনু নাহি অন্য কাম।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

কলিযুগে ধর্ম্মপাল শঙ্কর-আচার্য্য।
অজ্ঞ অনীশ্বরবাদী বুদ্ধি যে কদর্য্য॥
উৎশৃঙ্খলা কুতার্কিক যে জন পাষণ্ড।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জনার গর্ব্ব কৈলা খণ্ড॥
বিমুখ সুমুখ কৈলা সৎমার্গে আনিয়া।
সদাচার প্রকাশিলা শক্তি সঞ্চারিয়া॥
ঈশ্বরাংশ শ্রীশঙ্কর ভুবি অবতরি।
হিত আর অহিত সৃজিলা স্বেচ্ছা করি।
তাঁহার বিশেষ কিছু কহি শুন সবে।
শ্রীল-রামানুজ-মধ্বাচার্য্য-মতভাবে॥
সর্ব্বাচার্য্যশিরোমণি শ্রীল-সনাতন।
শ্রীরূপ শ্রীজীব-আদি যে কৈলা বাখান॥
সকল আচার্য্যমত ঐক্যবাক্যমতে।
সিদ্ধান্ত কহিলা সত্তে শাস্ত্র-অভিমতে॥
শ্রীশঙ্কর শ্রীমদ-ভগবত-আজ্ঞাতে।
বিরুদ্ধ আগম সৃষ্টি কৈলা নানামতে॥
শঙ্কর-আচার্য্য নাম বিপ্ররূপ ধরি।
বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিলা ভঙ্গি করি॥
শ্রুতির তাৎপর্য্য অর্থ ভগবান্ শ্যাম।
প্রাপ্ত্যোপায় ভক্তিজ্ঞানপদার্থ উত্তম॥
জীব নিত্যদাস হয়ে তটস্থ-শকতি।
আপনা স্বরূপজ্ঞানে পাওয়ায় মুকতি॥
ইহা মুখ্য অর্থ তেজি গৌণার্থ স্থাপিলা।
লক্ষণা করিয়া নিরাকারবাদ কৈলা॥

শ্রীবিগ্রহ অনশ্বর নশ্বর কহিয়া।
কর্মজড়িত জীব তারে পঙ্কেতে পুতিয়া॥
চিদ্বোধোদয় ভক্ত তাহা আচ্ছাদিয়া।
শুষ্কজ্ঞান তমকূপে দিলা ফেলাইয়া॥
আর আর নানা মতে লোক বিড়ম্বিলা।
তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে কহিলা॥
আচার্য্য উত্তমগণে বিচার করিলা।
প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়া স্বমত স্থাপিলা॥
ভক্তিমার্গে সব লোক মুক্ত হৈয়া যায়।
ভগবানের সৃষ্টিলীলাখেলা নাহি হয়॥
এ কারণ হেনমতে লোকে বিড়ম্বয়।
ঈশ্বর করিলে জীবের সাধ্য কি আছয়॥
কিন্তু হরিভক্তে কেহ ভুলাইতে নারে।
মায়াবাদে কি করিবে স্বয়ং পরিহরে॥
বিগ্রহ-অনিত্যজ্ঞান পথে যেই যায়।
সেহ মূঢ় অধম নরকভাগী হয়॥
সভামধ্যে বৈসে যদি গলে হস্ত দিয়া।
বাহির করিয়া দিব তিরস্কার করিয়া॥
স্নান-আদি করি বিষ্ণুস্মরণ করিব।
পুন তার নাম মুখে নাহি উচ্চারিব॥
ইহার প্রমাণ ষট্‌সন্দর্ভে আছয়।
না করিলে ইহা সেই প্রত্যবায়ী হয়॥
নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান জ্ঞান যেহ।
হরিভক্তি-মিশ্র বিনে সিদ্ধ নহে সেহ॥
বৃথা পরিশ্রম হয় অর্থ না মিলয়।
শস্যের আশায় যেন আগড়া কুটয়॥

শ্রীভাগবতে দশমে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

হে বিভো! আপনার ভক্তিমার্গে কল্যাণস্রোত প্রবাহিত, (তৎপথপরিত্যাগে) কেবল জ্ঞানলাভার্থ মানুষ ক্লেশই পাইয়া থাকে। তাহারা যে কষ্টস্বীকার করে, তাহা স্থূলতুষাবঘাতীগণের ক্লেশের স্তায়।

তাহার তাৎপর্য্য ফল নির্ব্বাণমুকতি।
অপরাধী জনে হরে বিনা শুদ্ধভক্তি॥
ভক্তিরস-সুখসুধা আস্বাদ না জানি।
কাকে যেন নিম্বফল খায় সুখ মানি॥

ভকতে ভকতি বিনু চতুর্ব্বর্গফল।
দৃক্‌পাত না করে যেন প্রণালীর জল॥
প্রত্যক্ষে দেখহ আর শ্রুতিগণ কহে।
হরিভক্তি মুক্তিচতুষ্টয় নাহি চাহে॥
অতএব হেন রসে বঞ্চিত হইয়া।
মুক্তি চাহে ভবে মাত্র বাঁচে পলাইয়া॥
ভক্তগণ বিঘ্নের মস্তকে দিয়া পাদ।
প্রেম যে পরমস্বাদু করয়ে আস্বাদ॥
সহস্র করিলে ইহা মূঢ় নাহি বুঝে।
উট যেন সাজিকাঁটা খাইবারে সুজে॥
অতএব শ্রীশঙ্কর লোক বিড়ম্বিয়া।
স্বয়ং হরিভক্তিরসে মগন হইলা॥
পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমেতে মগনে।
শুদ্ধভক্তি প্রকাশিলা বৈষ্ণবের স্থানে॥
মত্ত হৈলা কৃষ্ণলীলারস-আস্বাদনে।
কিন্তু নাহি জানে আদিরস-প্রকরণে॥
বিরক্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ না বুঝায়।
রস জানিবারে প্রবেশয় পরকায়॥
কোন স্থানে এক রাজা তার মৃত্যু হৈল।
শুনি নিজদেহ এক গৃহেতে স্থাপিল॥
শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ;
রাজ-মৃত্যুদেহে মুঞি প্রবেশ করহ॥
রাণীগণসঙ্গে রসবিহার করিয়া।
জানিব রসের রীত স্বতঃ আস্বাদিয়া॥
রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে।
রাধাকৃষ্ণরসতত্ত্ব জানিব আদরে॥
মোহমুদ্গর নামে বৈরাগী প্রধান।
গোলোক রচনা করি দিলা শিষ্যস্থান॥
যদি মুঞি রাজ্যসুখে হই মুগ্ধাশয়।
এই সব শ্লোক তবে শুনাবে আমায়॥
মোর এই দেহ কেহ নষ্ট করিবারে।
যদি চাহে তবে শীঘ্র জানাবে আমারে॥
এত কহি রাজ-মৃত্যুদেহে যাই পৈশে।
মরিয়া বাঁচিল রাজা সবে কহে হর্ষে॥
রাজরূপে কথোদিন রাণীগণ সনে।
নানারস বিলসয় বিশেষ কারণে॥
বড় রাণী সুচতুরা বুঝিলা অন্তরে।
এ তো কভু রাজা নহে স্বভাববিচারে॥
মরিয়া বাঁচয়ে এ তো না হয় সম্ভবে।
বুঝি কোন সিদ্ধ প্রবেশিলা এই শবে॥

ইহা অনুমান করি গোপনীয়মতে।
নিজলোকে কহে রাণী প্রফুল্লিত-চিতে॥
এই সহরেতে যথা থাকে মৃত্যুদেহ।
শীঘ্র যাই সেই সব জ্বালাইয়া দেহ॥
এত শুনি ভৃত্যগণ খুঁজিতে খুঁজিতে॥
দেখে এক গৃহে এক শব বস্ত্রাবৃতে॥
বিপ্রগণে রক্ষা করে দেখি ভৃত্যগণ।
দাহ করিবারে সবে করে আকর্ষণ॥
ভাবিত হইয়া আস্তে ব্যস্তে শিষ্যগণ।
উর্দ্ধশ্বাসে যায় যথা রাজার সদন॥
বৃত্তান্ত বিস্তার করি প্রকাশ করিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কহি বিপ্র অন্তঃপুরে গিয়া॥
রাজরূপ আচার্য্য শুনিয়া বিবরণ।
ব্যস্তসমস্ত হৈয়া ছাড়ে সেই তন॥
চক্ষের নিমিষে সাধু পূর্ব্ব-নিজদেহে।
প্রবেশিয়া চলি গেলা শিষ্যগণ সহে॥
আর কিছু শুন শঙ্করাচার্য্যের চরিত।
মানসিংহ রাজার করিলা যথা হিত॥
অদ্বৈত মায়াবাদী সেই সেবরা-আখ্যান।
ভক্তিমার্গে রাজে মোহ জন্মাবার কারণ॥
রাজার নিকটে আসি নিজ মত কহে।
আপন মহিমা সিদ্ধি-আদি প্রকাশয়ে॥
অদ্বৈতবাদ ভক্তি প্রতি অকুশল পথ।
রাজারে লওয়ায় চালাইতে নিজ মত॥
হেনকালে আইলা শ্রীশঙ্কর আচার্য্য।
মহাশূর পণ্ডিত গম্ভীর সর্ব্ব আর্য্য॥
রাজা বহুমান করি উচ্চে বসাইলা।
সেবরা দেখিয়া চিত্তে কুণ্ঠিত হইলা॥
অট্টালিকাছাদোপরি বসি রাজা সহ।
বিচারে সেবরা সহ হইল কলহ॥
সেবরা কোপেতে এক মায়া সৃষ্টি করি
রাজারে মারিতে চাহে অভিচারকরি॥
দেখিতে দেখিতে মহাসমুদ্র উথলি।
অতিবেগগামি জলতরঙ্গ উছলি॥
ডুবাইয়া লোকালয় গ্রামাদি চত্বর।
অট্টালিকা-উপর আইলা ভয়ঙ্কর॥
সেই জলে এক তরি ভাসিয়া আইলা।
সেবরা রাজারে তাহে চড়িতে কহিলা॥
ভয়েতে কম্পিত রাজা চড়িবারে ধায়।
আচার্য্য সুবিজ্ঞ হাত ধরিয়া রাখয়॥

কৃত্রিম নৌকা হয় এই মায়াময় জল।
নাহি চড় মহারাজ না হও চঞ্চল॥
অরিমধ্যে সেবরার গণেরে চড়াও।
এখনি বুঝিবে তত্ত্ব নাহিক ডরাও॥
এত শুনি সেবরাগণেরে ধরি ধরি।
নৌকায় চড়ায় তা সভারে দ্রুত করি॥
নৌকা তো যথার্থ নহে মায়া মাত্র হয়।
চড়াইতে উচ্চ হৈতে তলাতে পড়য়॥
উচ্চ অট্টালিকা হৈতে পড়ি পড়ি মরে।
রাজা স্তব করি আচার্য্যের পদ ধরে॥
আচার্য্যের উপদেশে রাজা তত্ত্ব জানি।
বৈষ্ণব করিলা সর্ব্ব-রাজ্যের পরাণী॥
আচার্য্য ভ্রমিয়া সর্ব্বলোক নিস্তারিল।
বিমুখ যতেক ছিল সুমুখ হইল॥
তাঁহার চরণে মোর এই নিবেদন।
ভক্ত্যমৃত-পরিবেষে মোরে না এড়ান॥

শ্রীবামদেবজী।

বামদেব নাম সাধু ছাপি-কর্ম্ম করি।
কালগুজরান করে কৃষ্ণে মন ধরি॥
বাল্যেতে বিধবা একে কন্যামুখ চাই।
অন্তরে সুখ ত কিছু মনে উপজাই॥
শ্রীবিগ্রহ সেবা পরিচর্য্যা করিবারে।
নিয়োজিল ভক্তিতত্ত্ব শিখাইয়া তারে॥
সেবা-পরিচর্য্যা-আদি করিতে করিতে।
কৃপালেশ হৈল হরি চাহে বর দিতে॥
অল্পবুদ্ধি-মুগ্ধা কন্যা দেখিয়া অন্যেরে।
মনে সাধ হৈল একটি পুত্র হইবারে॥
প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ বর দিলা।
বিনা পুরুষের সঙ্গ গর্ভিণী হইলা॥
বিধবার গর্ভ দেখি লোকে কাণাকাণি।
বামদেব লজ্জায় না মুখে সরে বাণী॥
বহু খেদান্বিতা হৈয়া ঠাকুরের স্থানে।
করযোড়ে কহে কর লজ্জা-নিবারণে॥
নিদ্রাকালে ঠাকুর কহিলা তারে তবে।
তব কন্যা দুষ্টা নহে লজ্জা নাহি পাবে॥
মোর বরে তোমার কন্যার হইল গর্ভ।
মোর আজ্ঞা তব যশ না হইবে খর্ব্ব॥

কালেতে কন্যার গর্ভে পুত্র জনমিল।
নামদেব নাম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত হৈল॥
বাল্যাবস্থাকালে তার কৃষ্ণাবেশ হৈল।
প্রেমানন্দরত্নমালা গলায় পড়িল॥
অন্যান্য বালক অন্য বাল্যচেষ্টা করে।
নামদেব কৃষ্ণসেবা ক্রীড়ায় বিহরে॥
মাতামহ-স্থানে পুনঃ পুন কান্দে কহে।
মুঞি কৃষ্ণ সেবিব নিযুক্ত কর মোহে॥
বামদেব কহে তুমি শিশুমতি হও।
বড় হৈলে করিহ এখন যোগ্য নও॥
একদিন বামদেব কোন কার্য্যান্তরে।
গ্রামান্তরে গেলা কহি শিশু দৌহিত্রেরে॥
দুই তিন দিন মুঞি পশ্চাতে আসিবে।
ঠাকুরের সেবা পূজা দুগ্ধ খাওয়াইবে॥
শিশু আনন্দিত মনে সদাচার হইয়া।
পূজা করে দুই সের দুগ্ধ আনাইয়া॥
নিজহস্তে আউটাইতে আনন্দে আপনা।
নিজদেহ পাসরিলা হৈয়া অন্তর্মনা॥
মাতা কহে বাপু দুগ্ধ হইল উত্তরে।
শিশু কহে এত শীঘ্র আউটে কি করে॥
মিছরির গুঁড়া দিয়া পবিত্র পাত্রেতে।
জুড়াইয়া আনিলা ঠাকুরেরে খাওয়াতে॥
সম্মুখে রাখিয়া কহে দুগ্ধ খাও হরি।
শ্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কৃপা করি॥
নতুবা তুলিয়া মুঞি ধরি শ্রীবদনে।
মৃদু হাস্য করো দুগ্ধ নাহি খাও কেনে॥
বুঝি মুঞি হেথায় থাকিতে না খাইবে।
এত কহি উঠিয়া বাহিরে গিয়া ভাবে॥
আমার সম্মুখে নাহি খাইলা মাধব।
মোর সনে পরিচয় নাহি এই ভাব॥
এতক্ষণে বুঝি খাইলা উঁকি মারে দ্বারে।
দেখে নাহি খান মনে হইল ফাঁফরে॥
বুঝিকিছু বিঘ্ন আছে দুগ্ধের মধ্যেতে।
এত চিন্তি অন্য দুগ্ধ আনে খাওয়াইতে॥
হঠ করি একান্ত খাইতে পুনঃ পুন।
কহয়ে না খাও কেনে করি প্রাণপণ॥
দাদার নিকটে খাও মুঞি হৈনু দুখী।
মরিব তোমার আগে গলে দিয়া ফাঁসি॥
নতুবা খাইব বিষ গলে ছুরি দিব।
প্রাণিহত্যাপাপ আজি তোমারে লাগিব॥

এত কহি ছুরি এক লইয়া হৃদয়ে।
মারিতেই হরি রাম হস্তেতে ধরয়ে॥
দক্ষিণ হস্তেতে দুগ্ধপাত্র উঠাইয়া।
বদনে দিলেন মন্দ মধুর হাসিয়া॥
নামদেব মহানন্দ সাগরে ভাসিল।
অবশিষ্ট কিছু দাদার লাগিয়া রাখিল॥
এইমত দুই তিন দিন নামদেবে।
করয়ে হরির সেবা মনের উৎসবে॥
দুই তিন দিন বাদে বামদেব আসি।
পুছিল সেবার বার্ত্তা দৌহিত্রে সম্ভাষি॥
নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া।
প্রসাদ রাখ্যাছি ধর্যা তোমার লাগিয়া॥
পাত্রেতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দেখি বামদেব।
তুমি দুগ্ধ খাইলে কহে করিয়া আক্ষেপ॥
বালক কহয়ে দাদা তোমার শপথ।
ঠাকুর খাইলা মোরে দেহ অপবাদ॥
চমৎকিত হইয়া যে কহয়ে বালকে।
কেমতে ঠাকুর খাইলা দেখাহ আমাকে।
বিগ্রহ কি হস্তে তুলি লোকে দেখাইয়ে।
ভোজন করয়ে কোথা কভু না দেখিয়ে॥
শিশু কহে হেন কেন কহ অনুচিত।
আমার সাক্ষাতে তুলি খায় নিত নিত॥
প্রথমে কি মনে ভাবি না খাইলা হরি।
মরিব কহিনু মুঞি লইয়া কাটারি॥
তবে মোর হাত ধরি হাসিতে হাসিতে।
দুগ্ধ পান কৈল মোর আনন্দিত চিতে॥
বামদেব কহে মোরে দেখাইতে পার।
শিশু বলে দেখাইব কি সন্দেহ কর॥
পরদিন শিশু দুগ্ধ ঠাকুরের আগে।
রাখিয়া খাইতে কহে বামদেব-সঙ্গে॥
দাদা কহে তুঞি খাইলি ঠাকুর না খায়।
দেখুক সাক্ষাতে তবে সন্দেহ ঘুচয়॥
না খাইলা যদি পুন মরিবারে চাহে।
কান্দয়ে বালক দুনয়নে ধারা বহে॥
আস্তেব্যস্তে ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র লৈয়া।
খাইতে লাগিলা পুন হাসিয়া হাসিয়া॥
দরশনে বামদেব যে অপেক্ষা ছিল।
নামদেব-সুসঙ্গে তাহাও পূর্ণ হৈল॥
দেখি চমৎকার বালকের পদ ধরি।
নতি স্তুতি কৈলা বহু আপনা ধিক্কারি॥

আর কিছু শুন নামদেবের কথন।
সুপবিত্র গাথা হয় ভুবনপাবন ॥
ক্রমেতে বর্দ্ধিত হয় যেন চন্দ্রকলা।
অলৌকিক প্রকটন করে নানা লীলা ॥
পরম্পরা ম্লেচ্ছরাজা পাৎশাহ শুনিঞা।
তলব করিয়া নামদেবে গেলা লঞা ॥
রাজা কহে তোমার জহুরা লোকে কহে।
কেরামত কিছু আজি দেখাইবে মোহে ॥
নামদেব কহে যদি থাকে কেরামত।
তবে কেন ছিপিবৃত্তে করি দিনপাত ॥
যত্ন কৈলা রাজা বহু বর্গ না মানিলা।
বন্দিখানায় তবে কয়েদ রাখিলা ॥
দুই চারি দিনে পুনর্ব্বার রাজা কহে।
তথাচ রাজার মতে সাধু বর্গ নহে ॥
কৃষ্ণভক্ত আপনার মহিমা-প্রকাশ।
কদাচ না করে মাত্র দৈন্যময় ভাষ ॥
দৈবাৎ সেখানে এক মৃতক বাছুরে।
দেখিয়া কহেন রাজা পুন সাধুবরে ॥
গরু তোমার পূজ্য হয় শাস্ত্র অনুসারে।
এই গাবি বৎস লাগি কান্দিয়া ফুকারে ॥
তাপিত ইহার দুঃখ মোচন করহ।
এ গাবীর মৃত বৎস বাঁচাইয়া দেহ ॥
ইহা শুনি নামদেব তুড়ি দিয়া কহে।
উঠ বৎস মাতা তব কান্দয়ে বিরহে ॥
কথা-মাত্র বাছুর উঠিয়া দুগ্ধ খায়।
রাজা চমকিত চিত্তে অনিমিখে চায় ॥
স্তুতি নতি করি গ্রাম ধন দিতে চাহে।
কিছু কার্য্য নাহি মোর নামদেব কহে ॥
রাজা কহে অপরাধ মার্জ্জনা করিবে।
প্রভুস্থানে হৈতে মোরে সম্ভাষিয়া লবে ॥
হেনকালে বহুমূল্য পালঙ্ক বিছানা।
রাজাস্থানে লইয়া আইল কোন জনা ॥
বহুমূল্য চমৎকৃত দেখিয়া রাজন।
নামদেবে ভেট করিবারে হইল মন ॥
অনেক যতনে তাঁর সম্মতি করিয়া।
দিলা লোক সব বহিয়া যাইতে লইয়া ॥
তেঁহ কহে কিবা কাজ বাহক মনুষ্যে।
মুঞি মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে ॥
ইহা কহি মাথায় উঠাইয়া লৈয়া যায়।
কিবা করে কোথা যায় রাজার সংশয় ॥
ইসারা করিয়া লোক পাঠায় পশ্চাতে।
দেখে কতদূরে এক বিস্তার নদীতে ॥
টান মারি ফেলাইয়া চলে সাধুবরে।
লোক আসি শীঘ্রগতি কহয়ে রাজারে ॥
পুন নামদেবে রাজা ডাকিয়া আনিলা।
কৌতুকে মিনতি করি কহিতে লাগিল ॥
হেন বহুমূল্য দ্রব্য নদীতে ডারিলে
তেঁহ কহে কিবা দ্রব্য কিবা তাহে ফল ॥
প্রয়োজন থাকে চ [illegible] ঠ [illegible]।
রাজা সঙ্গে লোক [illegible] কৌতুক করিয়া ॥
সেই ঘাট শুদ্ধ [illegible] সেই আবরণ।
জলে হৈতে তুলি দিয়া করিলা [illegible] ॥
সবে চমকিত হৈল না সরয়ে বাণী।
আর কিছু শুন তাঁর অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
গ্রামে এক বণিক্ তুলদান কর্ম্ম করে।
রজত কাঞ্চন দিলা সুপাত্র বিচারি ॥
সুজন সুপাত্র সাধু জানি নামদেবে।
দান দিবার হেতু বোলাইলা তাঁরে তবে ॥
বার বার আবাহন করে নাহি যায়।
বহুযত্নে গেলা সাধু তারিতে তাহায় ॥
বণিক্ কহয়ে মোরে অনুগ্রহ করি।
কিছু স্বর্ণ আদি লও কৃপাদৃষ্টে হেরি ॥
সাধু পরদুঃখে দুঃখী ভাবয়ে অন্তরে।
এই মূর্খ কর্ম্ম করি শ্লাঘা মনে করে ॥
হরিভক্তিহীন এই মর্ম্ম নাহি জানে।
ইহারে বুঝাতে হৈল করিয়া যতনে ॥
তুলসীর এক পত্রে কৃষ্ণনাম লিখি।
বিনয়ে কহয়ে সাধু বণিকে নিরখি ॥
এই তুলসীর সম যদি হেম-দান।
দেহ তবে লব কহ মোর বিদ্যমান ॥
ইহা বিনু নাহি লব কহিনু যে সত্য।
বণিক্ কহয়ে তবে এ কথা আপত্ত ॥*
তুলসীর সম স্বর্ণ রতি দুই হবে।
তাহা যে লইয়া তব কি কার্য্য হইবে ॥
পুন সাধু কহে ইথে যে কার্য্য হউক।
ইহা বিনে যে কহিবে তাহে মোর দুখ ॥
এত শুনি মৃদুহাসি বণিক্ কহয়।
ভাল তাহি দিব তব মনস্থ যে হয় ॥

---

* "অকথ্য"—পাঠান্তর।

এত কহি তরাজুর এক দিগে পত্র।
আর দিকে স্বর্ণ দিলা রতি দুই মাত্র॥
তাহে না হইল আর দিলা দুই রতি।
দিলা ক্রমে ক্রমে সের পাঁচ মৃত্মতি॥
তবু না বুঝয়ে যত ছিল চড়াইলা।
ভাবয়ে বণিক্ মুঞি প্রতিশ্রুত হৈলা॥
না পূরিয়া দিলে মোর অধোগতি হবে।
স্ত্রীগণের অলঙ্কার খুলে আ'ন তবে॥
তাহাতেও নহে তবে পড়সীর স্থানে।
অলঙ্কার মাগি আনে করজ বিধানে॥
তাহে যদি না পূরিল তবে শ্রান্ত হৈয়া।
কাঁদয়ে সাধুর স্থানে বিনতি করিয়া॥
পুরাইতে না পারিনু তুলসীর সম।
ইহার কারণ কি না বুঝি মরম॥
নামদেব কহে শুন ইহার মরম।
ত্রিজগতে নাহি ভাই কৃষ্ণনাম সম॥
বড় বড় কর্ম্ম করে বড় অভিমানে।
কৃষ্ণনাম-সিন্ধু-বিন্দু না হয় সমানে॥
প্রজ্বলিত মহা-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-অংশ।
পৃথিবীর এক রেণু তাহার শতাংশ॥
তার কোটি কোটি অংশ তার তুল্য নহে।
কৃষ্ণনাম-আগে ধর্ম্ম বেদে যত কহে॥
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর যত দেখ ধর্ম্ম।
সকলি অনর্থমাত্র শ্রুতিগণের মর্ম্ম॥
ভক্তিফল দিতে নারে সংসার না যায়
পুনঃপুন তাপত্রয়ে যাতনা ভুঞ্জয়॥
হরিভক্তি না জন্মায় সেই ধর্ম্ম ব্যর্থ।
ভক্তিমিশ্র বিনে সেই ধর্ম্মে নাহি অর্থ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

যাহা ধর্ম্ম নামে প্রথিত, সেই ধর্ম্মে যদি হরিকথায় আসক্তি না জন্মে, তবে তাহা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও সে অনুষ্ঠান বৃথা শ্রম মাত্র।

যে ধর্ম্মে সংসার পুনঃপুন উপজায়।
সেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম মানিয়া শ্রুতি গায়॥
বিষম অনিত্যরস তাহাতে লুভিয়া।*
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥

কৃষ্ণ প্রভু জীব নিত্যদাস তাহা ভুলি।
নানা কর্ম্ম তপ করে অন্যে স্বামী বলি॥
গুণের অধীন জীব যার যে প্রকৃতি।
তেমতি স্বভাবে ফিরে রজ-তম-মতি॥
বহুভাগ্যে যদি হয় সাধুর সঙ্গতি।
বুঝয়ে যথার্থ তবে ঘুচয়ে দুর্ম্মতি॥
কৃষ্ণে রতি-মতি হয় ডর যায় ক্ষয়।
ধন্য ধন্য করে লোকে দেব পিতৃচয়॥
সর্ব্বগুণালয় হয় দেবপূজনীয়।
সর্ব্বলোক-পাবন সর্ব্বমন-রমণীয়॥
অতএব সর্ব্বধর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া।
ভজ ভাই কৃষ্ণপদ একান্ত করিয়া॥
হরিনাম হার করি গলায় পরহ।
আন বোল গণ্ডগোল সুদূরে তেজহ॥
কৃষ্ণনাম মহিমার যৎকিঞ্চ দেখিলা।
পাঁচ মোন সোণা দিলা সমান নহিলা॥
পাঁচ মন কিবা কথা ব্রহ্মাণ্ড চড়াইলে।
সমান না হয় নাম কোট্যংশের তুলে॥
এত শুনি বণিকের মন ফিরি গেলা।
সাধুর চরণে পড়ি কাকুবাদ কৈলা॥
বৈষ্ণব হইলা তেঁহ ছাড়ি অন্য ধর্ম্ম।
ক্ষণমাত্র সাধুর সঙ্গের দেখ মর্ম্ম॥
আর শুন অপূর্ব্ব সুরমণীয় কথা।
মল্লনাথ-ঠাকুরের মন্দির ফিরে যথা॥
প্রদোষ আরতি-দরশনে সাধু যায়।
প্রতিদিন একপদ কীর্ত্তন শুনায়॥
একদিন লোক ভিড় অধিক দেখিয়া।
জুতাজোড় কোমরে বান্ধিল বস্ত্র দিয়া॥
সৌত ব্রাহ্মণগণ পূজারি সেবকে।
কোমরেতে জুতা বান্ধা দেখিয়া প্রত্যক্ষে॥
ক্রোধ করি নামদেবে গলাধাক্কা দিয়া।
নামাইয়া দিলা বহু দুর্ব্বাক্য করিয়া।
ক্রোধ না করিল সাধু কিছু না কহিলা।
নামিয়া ঠাকুর-আগে কহিতে লাগিলা॥
মারিলেও আমারে যে করিলে সে ভালো।
গান কিছু শুনি মোর চিত্তে করে আলো॥
ইহা কহি মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া।
হাঁটুগাড়ি পদ ধরি গায়েন বসিয়া॥
ঠাকুর মন্দির সহ ফিরিয়া সেই দিগে।
সাধু বসি গুণগান করয়ে যে ভাগে॥

* তাহাতে ভুলিয়া—পাঠান্তর।

আইলা যতেক লোক পূজারি সহিতে।
আশ্চর্য্য হেরিয়া যে কহে চমকিতে॥
ভক্ত অনুরোধে ফিরে জ নিয়া পূজারি।
পড়িল কাতরে নামদেব পদ ধরি॥
অপরাধ কৈনু বহু ধাক্কাধুক্কি দিনু।
তোমার শ্রীভাব হেন আগে না জানিনু॥
বহু স্তুতি-নতি করি সেবন করিল।
ঠাকুরের স্থানে পরিহার জানাইল॥
অতএব ভকতবৎসল হয়ে হরি।
অদ্যাপিহ সেই শ্রীমন্দির আছে ফিরি॥
আর এক চমৎকার কিঞ্চিৎ আভাস।
কহি যে শুনহ সবে করিয়া বিশ্বাস॥
একাদশী-ব্রতনিষ্ঠা সাধু নিরন্তর।
না খায় না খাওয়ায় না কহে খাইবার॥
এক একাদশীদিনে ছলিয়া শ্রীহরি।
সাধুগৃহে আসিলা বিপ্ররূপ ধরি॥
বড় ক্ষুধা বলি বিপ্র খইবারে চাহে।
অদ্য একাদশী হয় নামদেব কহে॥
বিপ্র বলে তোর কি তা মুঞি অন্ন খাব।
নামদেব কহে মুঞি দিতে তো নারিব॥
আজি মোর গৃহে রহ কালি খাওয়াইব।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যতেক মাগিব॥
তথাচ ব্রাহ্মণ চাহে দুজনা ঝগড়া।
মরিল ব্রাহ্মণ পদ পসারিয়া পড়ে॥
আশপাশ লোক নামদেবে আসি বলে।
কি কাজ করিলে কহে ব্রাহ্মণ বধিলে॥
উপবাসী মৈল বিপ্র খাইতে না দিলে।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে নাহি ডরাইলে॥
তেঁহ কহে মহাপাপ হয় কি করিব।
শ্রীহরিবাসর মুঞি কেমনে লঙ্ঘিব॥
মরিল ব্রাহ্মণ বরং আমিহ মরিব।
একাদশী লঙ্ঘনাপরাধে না বাঁচিব॥
এত কহি কাষ্ঠ আনি চিতা সাজাইয়া।
শব সহ উঠিলা যে মরিতে পুড়িয়া॥
অগ্নিতে যাইতে শব হাসিয়া উঠয়।
মরা বাঁচে দেখি লোকে চমৎকার হয়॥
গোপনে কহয়ে নামদেব-ভক্তস্থানে।
ছলিতে আইনু মুঞি না হই ব্রাহ্মণে॥
একাদশী ব্রতনিষ্ঠা তোমা পরখিতে।
তব এই হঞা মুঞি আইনু পিরীতে॥

সাধু ইহা শুনি চমকিয়া সাধুপদে ধরে।
উপবাসী কালি আছি চল মোর ঘরে॥
ঘরে আনি নানামতে ভোজন করাইয়া।
নাচয়ে আনন্দে সাধু পুলক হইয়া॥
অতঃপর আর শুন অপূর্ব্ব বারতা।
হরি নিজহস্তে ঘর ছাইলেন যথা॥
গৃহদাহ হৈল তার দৈবের ঘটনে।
গৃহদ্রব্য মানুষে বাহির করি আনে॥
সাধু পুন লই তাহা অগ্নিমধ্যে ডারে।
অগ্নি নিভাইতে সব লোক মানা করে॥
প্রভুর ইচ্ছায় অগ্নি ঘর পোড়াইছে।
কৌতুক দেখিয়া তাঁর আনন্দ হৈতেছে॥
না নিভাও অগ্নি প্রভুর সুখভঙ্গ হবে।
পুনরপি তেঁহ ঘর বানাইয়া দিবে॥
এতেক চরিত্র হরিভক্তের দেখিয়া।
নিভাইল ছলে অগ্নি আপনি আসিয়া॥
সাধু কহে পোড়াইয়া স্বয়ং নিভাইলা।
এ কৌতুকে কিবা গুণ কি সুখ পাইলা॥
যে করিলে ভাল হৈল এখনে আমার।
উপায় করিয়া দেহ মাথা রাখিবার॥
প্রভু কহে পুন বানাইয়া দেই ঘর।
তেঁহ কহে না করিলে কে বানাবে আর॥
এত কহি নিজহস্তে ঘর বান্ধে হরি।
যোগাইয়া দেয় সাধু কাষ্ঠ খড় দড়ি॥
ছাপ্পর ছাইয়া হরি অতি মনোরম।
খড় তুলি দেয় সাধু হেরয়ে বদন॥
ঐশ্বর্য্যভকত সাধু ইষ্টনিষ্ঠময়।
হরি সর্ব্বকর্ত্তা কারণনিষ্ঠ হয়॥
লোকে কহে নামদেবে কে ঘর ছাইল।
কি সুন্দর ছান হেন কভু না দেখিল॥
হেন কারিগর কেবা মোরা তারে আনি।
ছাওয়াইব চাল তার ঘর কোথা শুনি॥
সাধু কহে তাঁর ঘর যদ্যপি জানিবে।
দেখিবে তাঁহারে যদি চাল ছাওয়াইবে॥
সাধুসঙ্গ কর কর স্মরণ মনন।
তাঁর জনে ভক্তি কর শ্রবণ কীর্ত্তন॥
বিশেষ বুঝিয়া লোক হরিভক্ত হয়।
হেন সাধুসঙ্গে কিবা অলভ্য আছয়॥
অতএব নামদেব সাধুর প্রসঙ্গ।
ভক্তসঙ্গে হরির যেমত রসরঙ্গ॥

কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র কহিল মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যার নাহি পায় সীমা॥
সেই প্রভু সেই প্রিয়ভক্তের সহিতে।
সেবযোগ্য হইতে চাহে কৃষ্ণদাস চিতে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগুরুভক্ত-আদি-ভক্ত-গুণ-বর্ণনং একাদশ-মালা॥১১॥

দ্বাদশ মালা।

শ্রীজয়দেব-আদি-ভক্তগুণ বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

শ্রীজয়দেব গোস্বামী।

এবে কহি শ্রীল-জয়দেবের চরিত্র।
শ্রবণ-সুখদ আর পরম পবিত্র॥
কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম-সাগর হইতে।
শ্রীমান্ জয়দেব দ্বিজ হইল বিদিতে॥
শ্রীল-পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া।
বন্ধুত্ব করিলা অন্য পূর্ণচন্দ্র পায়্যা॥
উভয় প্রণয়রসে ভেট দোঁহে করে।
পুরুষোত্তম চন্দ্র দিলা স্রাবত্ব সাদরে॥
জয়দেব চন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত।
বর্ণিয়া করিলা ভেট কারলা মোহিত॥
দুই চন্দ্র উদয় করিলা ত্রিভুবনে।
দুরিত-তিমির নাশ কৈল আলোকনে॥
তাহার জ্যোৎস্নার কিছু মহিমা শুনহ।
যথাশক্তি কিছু কহি পবিত্রিতে দেহ॥
জয়দেব মহাশয় মহান্ মানুষ।
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বৃক্ষতলে বাস॥
অগাধ পাণ্ডিত্য হয় অতুল-ভক্তিমান্।
শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভুর কৃপার ভাজন॥
কাঁথা করোয়া মাত্র অন্য সঙ্গ হীন।
বিরক্ত উদার জিতেন্দ্রিয় দম্ভ ক্ষীণ॥
পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ যে অপত্যবিহীন।
সেবিলা শ্রীজগন্নাথে হইয়া সুদীন॥
প্রার্থনা করিলা দ্বিজ সন্তান কারণ।
প্রতিজ্ঞা করিলা হেতু প্রভুর তোষণ॥
কন্যা কিম্বা পুত্র যাহা প্রথমে জন্মিবে।
দাসী কিংবা দাস মতে চরণে সেবিবে॥
কতেক দিবসে এক কন্যা জনমিল।
কর্ম্মযোগকাল যবে বয়স হইল॥
জগন্নাথ আগে দাসী করিয়া সঁপিলা।
প্রভু অঙ্গীকার করি বিপ্রে আজ্ঞা দিলা॥
লইনু তোমার কন্যা হৈল মোর দাসী।
কিন্তু এক দাস মোর বিরক্ত উদাসী॥
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে।
তাঁহারে লইয়া কন্যা সঁপহ ত্বরিতে॥
তেঁহ মোর দাস এব কন্যা হবে দাসী।
অতএব তাহে মুঞি পাব সুখরাশি॥
এতেক আদেশ বিপ্র পাইলা তৎক্ষণে।
যথা জয়দেব সাধু গেলা সেই স্থানে॥
যাইয়া কহয়ে বিপ্র জগন্নাথ আজ্ঞা।
কন্যা প্রতিগ্রহ কর না কর প্রতিজ্ঞা॥
সাধু শুনি চমকিত হইয়া কহয়।
হেন আজ্ঞা কবে প্রভু কি বিচার হয়॥
তাহাতে অনেক সাজে মোরে অসম্ভব।
হেন আজ্ঞা পালিবারে নাহি পারি সব॥
কৃপা নহে এ তো মোরে অকৃপার হেতু।
বিড়ম্বনমাত্র এই নিগ্রহের সেতু॥
কন্যা লয়্যা যাও তুমি মোর কাজ নাই।
বরঞ্চ তাঁহার দেশ ছাড়িয়া পলাই॥
বিপ্র কহে আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিবে।
সাধু বলে না পারিব পুনঃ না কহিবে॥
পরস্পর দুজনেতে বাক্য হঠ হৈল।
ব্রাহ্মণ বিরক্ত হৈয়া উঠিয়া চলিল॥
কন্যারে কহিলা তুমি বসিয়া থাকহ।
ইঁহ যে তোমার স্বামী নিশ্চয় জানিহ॥
পদ্মাবতী নামে কন্যা পদ্মিনী সমান।
বসিয়া রহিল সেই সাধু-সন্নিধান॥
সাধু কহে যাহ তুমি হেথা কাজ নাই।
কান্দিয়া কহয়ে কন্যা করুণা জানাই॥

পিতা সমর্পিলা আর জগন্নাথ-আজ্ঞা।
তুমি যে আমার স্বামী এ মোর প্রতিজ্ঞা॥
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব॥
এত শুনি জয়দেব বিচার করয়।
জগন্নাথ ইচ্ছা কভু অন্যথা না হয়॥
যে হয় সে হউক অঙ্গী করিতে হইল।
বুঝিলাম মায়াফাঁস গলায় লাগিল॥
জগন্নাথ জগতের কর্ত্তা বিভু হয়।
তেঁহ যে করিবে তাহে কি আছে উপায়॥
ইহা ভাবি তাঁরে অঙ্গীকার করি কহে।
তবে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া রহ তাহে॥
ঝোপড়া বান্ধিয়া এক সেবা প্রকাশিলা।
শ্রীরাধামাধব নাম ঠাকুরের হৈল॥
তাঁর পরিচর্য্যায় পদ্মাবে নিয়োজিলা।
রাধামাধবের দাসী করিয়া সঁপিলা॥
পদ্মার মহিমা কেবা কহিবে অবধি।
যথা দেব তথা দেবী নিরমিলা বিধি॥
জগন্নাথ বিচার করিয়া সমর্পিলা।
স্বামীর সমান প্রেম সমান সুশীলা॥
শ্রীরাধামাধব-রূপ দেখিয়া নয়নে।
অন্তরে স্ফুরিলা কিছু কহিতে বর্ণনে॥
শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ সর্গ দ্বাদশ বর্ণিল।
অপূর্ব্ব সুচমৎকার রূপ ভুবন ভরিল॥
অদ্যাবধি জগন্নাথ ত্রিসন্ধ্যা এই গীত।
না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার নিত॥
কি কব মহিমা তাঁর শ্রীহস্তে আপনে।
লিখিলা পুস্তকে হরি মান-প্রকরণে॥
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্বকথন।
পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লিখিলা যেমন॥
খণ্ডিতা মধুররস বর্ণন করিতে।
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার পড়ে চরণেতে॥
প্রসিদ্ধ আছয়ে ইহা ত্রিজগতে গায়।
কবিরাজ মনে কিছু হইল সংশয়॥
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে এতেক লাঞ্ছনা।
কেমতে বর্ণিব বলি হৈল দুঃখমনা॥
পুস্তক রাখিয়া সাধু স্নান করিবারে।
গমন করিলা তবে সাগরের নীরে॥
হেথা কৃষ্ণচন্দ্র জয়দেব-রূপ ধরি।
লিখিতে আইলা পদ্মা পুছে থেকি থেরি॥
এইমাত্র স্নানে গেলা ফিরি কেন আইলা।
তেঁহ কহে বার্ত্তা এক মনে পড়ি গেলা॥
শীঘ্র লিখিয়া রাখি পুন স্নানে যাই।
এত কহি গ্রন্থ লিখে রসের মাধাই॥
"দেহি পদপল্লবমুদারম্" ইতি।
লিখিয়া চলিলা হরি অতিদ্রুতগতি॥
পদ্মার সন্দেহ মনে কহিবারে নারে।
হেনকালে জয়দেব আইলেন ঘরে॥
চমকিত হইয়া কহয়ে পদ্মাবতী।
এই তুমি গ্রন্থ লিখি গেলে শীঘ্রগতি॥
পুন দেখি স্নান করি আইলা এইক্ষণে।
ইহার কারণ কি সন্দেহ মোর মনে॥
ক্ষণমাত্র দেখি পুন সমুদ্রগমন।
স্নান করি পুন অর্দ্ধ ক্রোশ আগমন॥
লিখিলা যে সেই কেবা কেবা হও তুমি।
ভ্রমিছে আমার মতি কেবা মোর স্বামী॥
বুদ্ধিমান্ জয়দেব বুঝিল অন্তরে।
ইথে কিছু গূঢ়কথা আছয়ে ভিতরে॥
অতি শীঘ্র গ্রন্থ খুলি দেখে মহামতি।
অপ্রাকৃত সদক্ষর ঝলকিছে জ্যোতি॥
হৃদয়ে রাখিয়া গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ বলে।
দেখি পদ দেহি পদ কণ্ঠে না উগলে॥
নয়নে গলয়ে ধারা পুলক কম্পন।
প্রেমাবেশে ধরে গিয়া পদ্মার চরণ॥
তুমি ধন্য ধন্য তব সফল জীবন।
মোর ভাগ্যে না হইল হেন দরশন॥
সেই সত্য স্বামী তব নয়নগোচর।
হইল ফলিল তব জন্মতরুবর॥
সেই গীতগোবিন্দ ব্যাপিল ত্রিভুবনে।
ক্ষেত্রবাসী রাজার উপজে কিছু মনে॥
শ্রীগীতগোবিন্দ নামে বর্ণিয়া আপনে।
কহিলা অমাত্যগণে প্রচার কারণে॥
সভাসদ পণ্ডিতাদি চমকি কহয়।
জয়দেবকৃত গ্রন্থ প্রভুপ্রিয় হয়॥
সুমিষ্ট বর্ণন তেঁহ না হয় কুত্রাপি।
অতএব এহ লোকে না চলিব ব্যাপি॥
ইহা শুনি রাজা শ্রীমন্দিরে প্রভুস্থানে।
দুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষা কারণে॥
কবিরাজ কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইলা।
নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভু চরণে ফেলিলা॥

তাহাতে রাজার চিত্তে অভিমান হৈয়া।
বুড়িয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া॥
রাজা নিজভক্ত পুন দয়া উপজিল।
না মর তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল।
জয়দেবকৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তব কৃত বাঁর শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥
জগন্নাথ-কৃপামৃত পাইয়া রাজন।
আনন্দ উল্লাসে সাধু হইলা মগন॥
শ্রীমান্ কবিরাজ সাধুর মহিমা।
আর কিছু শুন সবে সৌভাগ্যের সীমা॥
সাধু নিজ কুটীরের ছাপর ছাইতে।
রৌদ্রে শ্রান্তি দেখি হরি দুঃখ পায় চিতে॥
ত্বরায় হইব বলি পদ্মাবতী ভণে।
গিরো ফুড়ি দেন গৃহে থাকিয়া আপনে॥
কার্য্যান্তর হৈতে পদ্মাবতী আইলা দূরে।
দেখিয়া সাধুর কিছু সংশয় অন্তরে॥
ছাপর হইতে তবে জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
এই গিরো ফুড়ি দিলা পুন দেখি দূরে॥
পদ্মা কহে আমি নাহি গিরো ফুড়ি দেই।
সাধু নাম্বি দেখে গৃহে কোথা কেহ নাই॥
রাধামাধবের হস্তে দেখে ঝুলমালা।
বুঝিয়া সাধুর মনে অতি দুঃখ হৈলা॥
হেন সুকুমার অঙ্গ ননীর পুতলি।
এত শ্রম কেন কৈলে আহা যাও বলি॥
আর একদিন জয়দেব রূপ ধরি।
পদ্মাহস্তপাক অন্ন খাইলা ছল করি॥
অতএব কত রঙ্গ কতেক কহিব।
কবিরাজ সৌভাগ্যের তুলনা কি দিব॥
কবিরাজরাজের এক লীলা কহি আর।
অপূর্ব্ব কথন হয় লোকে চমৎকার॥
ঠাকুরসেবার হেতু আনিবারে অর্থে।
দেশান্তর হইতে আনিতে দৈবে পথে॥
দস্যুতে ঘেরিয়া অর্থ সব কাড়ি নিল।
মারিবার উদযোগে সাধু দস্যুরে কহিল॥
অর্থ তো লইলে ভাই কি কাজ মারিয়া।
দস্যু কহে ধরাইয়া দিবে গ্রামে গিয়া॥
কেহ বলে নাহি মার হস্তপদ কাটি।
কূপেতে ডারিয়া দেহ কিবা হটাহটি॥
এত কহি হস্তপদ কাটি কূপে ডারি।
চলি গেল দস্যুগণ নিজ ঘরাঘরি॥

সাধুর বেদনা ক্ষোভ কিছুমাত্র নাহি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মুখে কূপ অবগাহি॥
দুই তিন দিনে এক রাজা মৃগয়াতে।
যাইতে দেখয়ে এক নর রহে তাহে॥
সূর্য্যের কিরণ সম অঙ্গের কিরণে।
যতনে তুলিয়া নমস্করে কায়মনে॥
হস্তপদ-বিবরণ পুছয়ে রাজন।
তেঁই কহে কৃষ্ণ-ইচ্ছা ইহার কারণ॥
রাজা ভক্তিভাবেতে শিবিকা চড়াইয়া।
নিজগৃহে গেলা শীঘ্র সাধুরে লইয়া॥
সুন্দর স্থানেতে রাখি জিজ্ঞাসে তাঁহারে।
কিছু অভিলাষ হয় আজ্ঞা কর মোরে॥
তেঁহ কহে অভিলাষ বৈষ্ণবসেবন।
উদযোগ করহ এইমাত্র মোর মনে॥
আরম্ভিলা বৈষ্ণবসেবন সুপিরীতে।
চব্য-চোষ্য-আদি যে সমগ্রী বিবিমতে॥
শত শত বৈষ্ণব ভুঞ্জয়ে দিনে দিনে।
আনন্দ বাড়িল বৈষ্ণবের দরশনে॥
দুষ্টভাবে সেই দস্যুগণ ভেক ধরি।
আইল রাজার গৃহে কপট আচরি॥
কবিরাজ দেখে সেই দস্যু ছদ্মরূপে।
আইল দুষ্টতা কারি প্রতারিতে ভূপে॥
আগমনমাত্রে বহু সমাদর কৈলা।
শুশ্রূষাকারণে বহু রাজারে কহিলা॥
এই যে বৈষ্ণবগণে সেবন করিবে।
অন্য হৈতে অধিক পরিচর্য্যা-প্রীতিভাবে॥
রাজা স্বতঃ পরতঃ সেবয়ে নানামতে।
তাহারা কম্পিত ভয় স্থির নহে চিতে॥
যার হস্তপদ কাটি কূপে দিনু ডারি।
সেই দেখি রাজগৃহে হয় অধিকারী॥
বুঝি ছল করিয়া রাখিল মো-সবারে।
শালে দেয় কবে কিংবা গরদানে মারে॥
খাইয়া শুইয়া কিছু সুখ নাহি মনে।
প্রতিদিন কহে মোরা যাই অন্যস্থানে॥
রাজা কহে বাবাজীর অনুমতি বিনে।
যাইবারে তোমা সবা কহিব কেমনে॥
পলাইয়া যাইবার যুকতি করয়ে।
দ্বারে দরোয়ান ভয়ে ছাড়িয়া না দেয়ে॥
ভাবিয়া আকুল ভূপে বিনতি করয়।
ভয়ে বাবাজীর স্থানে কেহ নাহি যায়॥

যাইবার আগ্রহ বুঝিয়া রাজা মনে।
অনুমতি লাগি কহে বাবাজীর স্থানে॥
বাবাজী কহিলা ঐ বৈষ্ণবগণেরে।
বহু অর্থ দেহ লোক দেহ বহিবারে॥
আজ্ঞাক্রমে রাজা বহু অর্থ সঙ্গে লোক।
বিদায় করিয়া দিলা প্রণয়পূর্ব্বক॥
ধনলোভে হর্ষমতি কথোদূর গিয়া।
লোকগণে কহে যাহ তোমরা ফিরিয়া॥
তাহারা কহয়ে নৃপতির আজ্ঞা নাই॥
সে যাহা হউক পুছি তোমা সবা ঠাঁই॥
অনেক বৈষ্ণব আইসে বাবাজীর স্থান।
তোমাদিগে এতেক করিলা কেন মান॥
কহে তবে দুষ্টেরা স্বভাব অনুসারে।
বৈষ্ণব-অপরাধ ফলে সেই তেপান্তরে॥
বহুমান কৈল তার কারণ শুনহ।
যে হেতুক বাবাজীর অঙ্গহীন দেহ॥
এক রাজগৃহে মোরা চাকর আছিল।
আমিহ প্রধান তথা জমাদার ছিল॥
কোন অপরাধে রাজা মারিতে কহিল॥
গোপনেতে হস্তপদ কাটি ছাড়ি দিল॥
হেথা আসি ছল করি মহান্ত হইল।
পাছে মোরা ভুর ভাঙ্গি ভয়েতে কাঁপিল॥
আর হেতু পূর্ব্ব-প্রাণরক্ষা কৈনু মোরা।
সে কারণ ধন দিলা খোসামদ পারা॥
শুনি রাজভৃত্যগণ প্রসন্ন নহিলা।
ইতরের ন্যায় বাক্যে ক্ষোভিতা হইলা॥
হেনকালে পৃথিবী ফাটিয়া দস্যুগণে।
মৃত্তিকাভিতরে নিঞা দাবে ক্রোধমনে॥
রাজভৃত্যগণ দেখি অবাক্ হইল।
সাধুদ্বেষী এই দুষ্ট মনে বিচারিল॥
নহে আচম্বিতে হেন দণ্ড হবে কেনে।
প্রকৃতি ইহার বুঝিলাম সম্ভাষণে॥
অর্থসহ বিশেষ রাজার স্থানে গিয়া।
কহিলা সে লোকগণ আশ্চর্য্য মানিঞা॥
রাজা বাবাজীর স্থানে পুছয়ে যতন।
তেঁহ আদ্যোপান্ত সব কহে বিবরণে॥
দস্যু হয়ে মোর হস্ত-পদ অই কাটে।
সাধুবেশ ধরিয়া আইলা সটেপটে॥
রাজা পুন পুছে সমাদর কৈলে কেনে।
অর্থ বা অনেক দিলে কিসের কারণে॥

সাধু কহে সভার অন্তরে সুখদান।
অর্থ বা সম্মানে এই কর্ত্তব্যবিধান॥
বিশেষে দুষ্টের প্রতি অদেয় কর্ত্তব্য।
সঞ্চিতার্থ হৈলে পরহিংসা না করিব॥
কহিতে কহিতে হস্তপদ পূর্ব্ববৎ।
হৈল সাধু অসাধুর এই দুই পথ॥
সাধুর ঘরণী নাম পদ্মাবতী সতী।
রাজা শুনি আনাইলা আপন বসতি॥
নৃপতির রাণী তার ভাই মরিয়াছে।
ঘরণী তাহার সহগমন গিয়াছে॥
শুনিয়া কান্দয়ে রাণী পদ্মা কহে তবে।
সহমৃতা হই অতিদূর প্রেমভাবে॥
প্রিয়াধীন প্রাণ প্রিয়হীন ক্ষণমাত্র।
বাহিরায় নহে যদি কোন্ প্রেমপাত্র॥
সে কথা রাণীর মনে জাগিয়া রহিল।
পরখিতে কিছু তার উপায় সৃজিল॥
জয়দেবঠাকুর আর রাজা দুইজনে।
বাগিচাতে থাকে কৃষ্ণকথা-আলাপনে॥
রাজা গৃহে আইলে রাণী চরণে পড়িয়া।
পদ্মার প্রেমোক্তিকথা বিশেষ জানায়্যা॥
কহে গোসাঞির মিথ্যা মৃত্যুসমাচার।
পাঠাইয়া দেহ গিয়া তাঁহার গোচর॥
স্ত্রীর স্বভাব পুনঃপুন কহে তবে।
রাজা কহে অনোচিত অপরাধ হবে॥
রাজা কহে যাহা জান কর যেবা হয়।
আমি নাহি জানি তব মনে যেবা লয়॥
মিথ্যা করি গোসাঞির মৃত্যুসমাচার।
রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোকদ্বার।
শুনি মাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তাঁর।
রাণী অপরুদ্ধ হৈয়া করে হাহাকার॥
ভয়ে কম্পমান নৃপে দিলা সমাচার।
রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরস্কার॥
গোসাঞির চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোসাঞি কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে
মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্র কৃষ্ণনামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণসঞ্চার॥
এত কহি সাধু যাই তাঁহার নিকটে।
কৃষ্ণ কহ বলিতেই চমকিয়া উঠে॥
প্রাকৃতিক স্ত্রী যেমন সামান্য পুরুষে।
স্বামিবুদ্ধি করি হয় আসক্ত কুরসে॥

পাছে বুঝ পদ্মাবতীর তেমতি আশয়।
স্বামিসম্বন্ধ যাতে কৃষ্ণপ্রেমময়॥
কৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বামী বন্ধু কৃষ্ণভক্ত।
অতএব স্বামিপ্রেম ব্যক্তি অপ্রাকৃত॥
কিছুদিন ব্রজে সাধু রাজারে কহিয়া।
পুন শ্রীপুরুষে তম গেলা হৃষ্ট হিয়া॥
তাঁর মুখপদ্মমধু শ্রীগীতগোবিন্দে।
ত্রিজগৎ মত্ত হৈল যেই রসানন্দে॥
মধুর সঙ্গীত শুনি দেবনারীগণ।
পুলকে ফুৎকার করে পালটি নয়ন॥
সাধু কি পাষণ্ডী কিবা বিষয়ী পামর।
শুনিঞা না দ্রবে হেন নাহি চরাচর॥
মালীর দুহিতা এক বার্ত্তাকুর ক্ষেতে।
বার্ত্তাকু উঠায় আর গায় আনন্দিতে॥
জগন্নাথ নিজলীলা বিশেষ-আখ্যান।
শুনিঞা মগন চেষ্টা প্রেয়সীর গুণ॥
মালিনীর পশ্চাতে শুনিতে ধাবমান।
কোমল শ্রীপাদপদ্মে ফুটে শিলাকণ॥
কণ্টকে ছিণ্ডিল শ্রীঅঙ্গের মিহিবস্ত্র।
উড়নিতে বিন্ধি রহে কণ্টকিত পত্র॥
মন্দিরে আইলা যবে ছিন্নভিন্ন বেশ।
দ্বার খুলি পাণ্ডাগণ ভাবয়ে অশেষ॥
বস্ত্র মাল্য অলঙ্কার অঙ্গে ছিণ্ডিয়াছে।
বার্ত্তাকুর কাঁটা বস্ত্রে বিন্ধি রহিয়াছে॥
রাজা আসি চমৎকৃতে করয়ে স্তবন।
কোথা গিয়াছিলে প্রভু অলভ্য কি ধনে॥
ত্রৈলোক্যে তোমার ক্রীড়াভাণ্ডে কিবা নাই।
কি কারণে কোথা যাও আহা বলি যাই॥
আহা মরি শ্রীচরণে কত না বেদনা।
পাইলে কোথায় কেবা কৈল কদর্থনা॥
এ তোমার ভৃত্য প্রভু সম্মুখে থাকিতে।
আজ্ঞা না করিলা কেনে কি কাজ যাইতে॥
আজ্ঞা কর আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য আনি।
ব্রহ্মা-আদি দেবতা বশ্যকী বেদবাণী॥
ধরিয়া আনিয়া ক্ষণে দেহ শ্রীচরণে।
ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণিত করি সুমেরুর সনে॥
শ্রীচরণকমলের বালাইর সনে।
ফুক দিয়া ব্রহ্মাণ্ডে উড়াই গগনে॥
কারণ-অর্ণব[illegible]বারিতে ভরিয়া।
সুকোমল শ্রীচরণ দেই ধোয়াইয়া॥
আহা এ কি কেনে কোথা কিসের লাগিয়া।
গিয়াছিলে কি অভাবে চরণে হাঁটিয়া॥
কাতর অন্তরে রাজা নয়নের জলে।
ভাসিয়া কহিলা যবে হইয়া বিকলে॥
প্রত্যাদেশ করিয়া দয়াল জগন্নাথ।
বিশেষ কহিলা তবে নৃপতির সাথ॥
মালীর দুহিতা নিজ বার্ত্তাকুর ক্ষেতে।
পড়ে গীতগোবিন্দ মুঞি গেলাম শুনিতে॥
ধাইতে পশ্চাতে বার্ত্তাকুর কাঁটা লাগে।
তুষ্ট হইনু বড় তাঁরে স্থান মোর আগে॥
শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ যেখানে যে করে।
অবশ্য সেখানে মুঞি যাই শুনিবারে॥
চমৎকার ভাবে রাজা মালিনীর আগে।
শিবিকা পাঠায়্যা আনে বহু অনুরাগে॥
জগন্নাথ সম্মুখে সে পরম আনন্দে।
গাইল গোবিন্দগীত পরম প্রবন্ধে॥
অদ্যাপিহ তাহার সন্তান প্রভু আগে।
শ্রীগীতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাভাগে॥
শ্রীগীতগোবিন্দ শুনিবারে প্রভু ধায়।
শুনি রাজা নগরেতে ঢেঁরিয়া ফিরায়॥
কুৎসিত-স্থানেতে কিংবা গমন সময়।
পাঠ করিবারে সেই দণ্ড অই হয়॥
যবন মোগল এক তাহা তো শুনিঞা।
জগন্নাথ আইসে তাহে উৎসুক হইয়া॥
ঘোড় চড়ি যায় গীত-গোবিন্দ পড়ায়।
জগন্নাথ শুনিবারে পাছে পাছে ধায়॥
চারিপাশে চাহে সেই মোগল সুমনা।
জগন্নাথ কোথা আইসে করয়ে তর্কণা॥
দেখিবারে না পাইয়া ভাবয়ে অন্তরে।
যবন বলিয়া বুঝি উপেক্ষিলা মোরে॥
হেনকালে দেখি আগে শ্যামলসুন্দর।
মূর্চ্ছিত হইয়া প'ড় হইয়া অথর॥
যবন চণ্ডাল বিপ্র হরি না বিচারে।
যেই ভজে সেই পায় গুণের সাগরে॥
শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বৃন্দাবন যাইতে।
অন্তরে আবেশ হৈল ঠাকুর-সহিতে॥
ঠাকুর কিশোর রূপ স্থূল অঙ্গ ভারি।
কেমনে লইয়া যাব উপায় কি করি॥
এতেক ভাবিতে রাধামাধব কহিল।
চিন্তা কি আমারে লয়্যা বৃন্দাবন চল॥

ঝুলির ভিতর করি লইয়া যাইবে।
ছোটরূপ হব কিছু ভার না লাগিবে॥
ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কবিরাজ।
বৃন্দাবন গেলেন ঠাকুর ঝুলিমাঝ॥
বৃন্দাবনধাম দেখি পুলক হইলা।
কেশীঘাট-সন্নিধানে আনন্দে রহিলা॥
কোন মহাজন রাধামাধবে হেরিয়া।
আর্দ্র হইয়া দিলা মন্দির বানাইয়া॥
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে।
ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে॥
অদ্যাবধি তথা ঘাটিনাম রম্যস্থানে।
বিরাজ করয়ে চাঁদ ঝলকে বদনে॥
পরমসুন্দর রূপ ভুবনমোহন।
বিজুরি চমকে যেন অঙ্গের কিরণ॥
অতএব শ্রীল-জয়দেব কবিরাজ।
যাঁর গুণ কীর্ত্তি যে প্রানন্দ জগমাঝ।
অসাধারণ গুণ সাধু অপার মহিমে।
যাঁর স্নান অনুরোধে গঙ্গা আইলা গ্রামে॥
কেন্দুবিল্ব হৈতে গঙ্গা হয় আঠার ক্রোশ।
প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে বারমাস॥
একদিন সাধু কোন কারণ-অধীনে।
যাইতে না পারি ক্ষোভে ভাবয়ে মউনে॥
হেনকালে গঙ্গাদেবী কল্লোল করিয়া।
সাধুর আশ্রম যথা কেন্দুলি আসিয়া॥
জয়দেব কহে গঙ্গা কর আসি স্নান।
তোমার পরশ লাগি আইনু তব স্থান॥
সর্ব্বতীর্থমধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে।
মহিমা কে কবে শিব শিরে ধরে যাথে॥
হেন গঙ্গা কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ-পরশনে।
সৌভাগ্য গণয়ে আর ধন্য করি মানে॥
ইহার প্রমাণ বহুশাস্ত্রেতে বাখানে।
প্রচরদ্রূপ সর্ব্বলোকে অজ্ঞে নাহি জানে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে —

ভবদ্বিধা ভগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো!
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥

হে বিভো! আপনাদের ন্যায় ভাগবতবৃন্দই স্বয়ং তীর্থভূত। অন্তরস্থিত গদাধরের দ্বারা আপনারা তীর্থ-সমূহের তীর্থত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমি তাঁর চরণ অন্তরে ধরিয়া।
আশা করি আছি হৃদিপাত্র পসারিয়া॥
তাঁর পানশেষ প্রেম-অমৃতের কণা।
কৃষ্ণদাস প্রাপ্তিহেতু করয়ে কামনা॥

শ্রীঅর্জ্জুন-মিশ্র।

শ্রীমান্ অর্জ্জুন মিশ্র ভাগবত সাধু।
শ্রীপুরুষোত্তমে বাস সমিত্যারে বধূ॥
পণ্ডিত গম্ভীর মহা উদার চরিত্র।
নির্ম্মৎসর শাস্ত শিষ্ট তদগত চিত॥
ভিক্ষা উপজীব্য মাত্র সর্ব্বত্র উদাস।
শ্রীমদ্‌গীতা-ভাগবতে সদাই বিলাস॥
গীতা উপনিষদের টীকা বিস্তারিতে।
"যোগক্ষেমং বহাম্যহং" শ্লোক বিচারিতে॥
মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে।
যোগ ক্ষেম বহিয়া যে অনন্য-ভক্তেরে॥
আপনি যোগান কেন সম্ভব না হয়।
পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয়॥
লেখনীতে আঁচড়িয়া পাঠান্তর স্থাপে।
গীতা ভাগবত দেহ সাক্ষাৎস্বরূপে॥
গীতাপাঠ কাটাতে অক্ষরে আঁচড়িতে।
রামকৃষ্ণ-অঙ্গ ক্ষত হয় সেই ঘাতে॥
জানাইতে তাহারে করিলা কিছু ভঙ্গি।
আচম্বিতে বাত বৃষ্টি হয়ে উত্তরঙ্গী॥
ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র থাকে উপবাসে।
পরদিনে গেলা পুন ভিক্ষা অভিলাষে॥
হেথা দুই ভাই জগন্নাথ বলরাম।
ব্রাহ্মণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম॥
দু'জনার স্কন্ধে দুই প্রসাদের ভার।
রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার॥
লইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইলা।
ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা॥
এতেক প্রসাদ তেঁহ পাইলেন কোথা।
তোমাদিগের স্কন্ধে দিতে মনে নৈল ব্যথা॥
সে যাহা হউক তোমাদিগের অঙ্গে রক্ত যায়।
কান্দিতেছ মারিল কে হেন বুঝি পায়॥
তাঁহারা কহেন মিশ্রঠাকুর মারিল।
তেঁহ কহে অসম্ভব মনে না লইল॥

শ্রীমিশ্রঠাকুর কারু নাহি দেন পীড়া।
ব্রাহ্মণবালক থাকু নাহি হিংসে কীড়া॥
তাহা'ত তোমরা হেন সুন্দর কিশোর।
হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্যু-চোর॥
সুকোমল অঙ্গ সুকুমার আহা মরি।
কেমন নির্দ্দয় সেই দয়া নৈল হেরি॥
পুন শিশুকহে মাতা সত্য যে কহিনু।
মিশ্র মারিয়াছে ক্ষত হইয়াছে তনু॥
পুনঃ পুন শুনি ঠাকুরাণী মনে নৈল।
তবে বল বাপু আহা কি দিয়া মারিল॥
কেন বা মারিল হেন কুমতি হই ।
এ হেন সোণার অঙ্গে আঘাত রি॥
তাঁহারা কহেন মোরা কিছু াহি কহি।
সন্নিকটে ছিনু মাত্র দে খণ্ড এহি॥
লৌহার কণ্টক তীক্ষ্ণ তাহা আঘাতে।
আঁচড়িলা অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষাতে॥
এত শুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া।
পড়িয়া রহিলা ভূমে আক্রোশ করিয়া॥
শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইলা ঘরে।
ভিক্ষা নাহি মিলে বাত-বরিষণ-তরে॥
আসিতে আসিতে ঠাকুরাণী কহে তবে।
শুন দেখি এমন হইলে তুমি কবে॥
এ-হেন কুমতি তব কি লাগি হইলা।
আহা মরি দুটী শিশু মারিয়া ডারিলা॥
এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধারা।
পণ্ডিত হইয়া তার ফল এই পারা॥
এত শুনি বিপ্রসাধু আশ্চর্য্য মানিয়া।
আকাশ পাতাল ভাবে চমকিত হৈয়া॥
কহে আর কে আইল কাহারে মারিনু।
আমি তো কাহারে কভু হিংসা না করিনু॥
কোথা হৈতে আইলা শিশু বিবরণ কহ।
বৃথা কেন রোষ করি করহ কলহ॥
ঠাকুরাণী কহে মহাপ্রসাদের ভার।
জানো নাহি স্কন্ধে দিয়া পাঠাইলে যার॥
মিশ্র কহে আমি তো না প্রসাদ পাঠাই।
পাঠাইল প্রসাদ কেবা সে বালক বা কই॥
তবে ঠাকুরাণী পুন চমকিয়া কহে।
কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে॥
অপূর্ব্ব-স্বরূপ দুটী গৌরী-কৃষ্ণ-বর্ণ।
অতি-সুকুমার অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ॥
স্কন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্তধারা।
কান্দিতে কান্দিতে আইলা যেন পুতুলাহারা॥
কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইলা।
লোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আঁচড়িলা॥
পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র মরম বুঝিয়া।
গীতাপাঠ কাটা হেতু অ ব কৈলা॥
বুঝিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া ড়িলা।
কহে তবে সত্য আমি অ আঁচড়িলা॥
ঠাকুরাণী চমকিয়া পুছে ধীরে ধীরে।
কারণ কি ইহার বিবরিয়া কহ মোরে॥
ঠাকুর ক ন আরে গীতা-ভাগবত।
জগন্না নিজদেহ হয় তো সাক্ষাৎ॥
সে তা পাঠ ছাটি তাহে আঁচড়িল।
অতএব জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বাজিল॥
"বহামাহং পাঠে মুঞি বক্সা করি ।
তাহার উদাহরণ স্কন্ধে বাহ দেখাইল॥
জগন্নাথ বলরাম আইলা গৃহেতে।
তুমি ধন্য দেখিলা নহে আমার ভাগ্যেতে॥
ব্রাহ্মণীরে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া।
প্রেমাবেশে হর্ষ-ভরে তটস্থ হইয়া
বহামহং বহাম্যহং লেখে পুনঃপুন
অপরাধ ক্ষেমাইতে করয়ে স্তব
অদ্যাপিহ শ্রীঅর্জ্জুনমিশ্রের গীতাটীকা।
পণ্ডিতের মান্য হয় গৌরবের অধিকা॥
'বহামহং বহামাহং' তিনবার হয়।
অর্জ্জুনমিশ্রের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায়
অতএব সিদ্ধান্ত অনন্য যেই ভজে।
যোগক্ষেম দেন বহি আপনার ভুজে॥
অর্জ্জুনমিশ্রের ভাগ্য কিবা অনুপাম।
ছলে কৃপা কৈলা জগন্নাথ বলরাম॥
সেই মিশ্রঠাকুর-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ।
কৃপা লাগি কৃষ্ণদাস করয়ে প্রার্থন॥

শ্রীশ্রীধরস্বামী।

শ্রীল শ্রীধরস্বামী জগতে বিদিত।
শ্রীমদ্ভাগবতটীকা কৈলা বিস্তারিত॥
শ্রীনৃসিংহদরশন সাক্ষাতে করিলা।
টীকা মধ্যে মধ্যে গুণ-অমৃত বর্ণিলা॥

কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক্ পৃথক্।
মূঢ়জনে নাহি বুঝে মানে করি এক ॥
স্বামী তারে পৃথক্ করিয়া ব্যক্ত কৈলা।
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি ব খানিলা ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান আদি হরিভক্তিগন্ধ বিনে।
বিফল উদ্যমমাত্র প্রসিদ্ধ ভুবনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো।

হে বিভো! ভবদীয় ভক্তিপথে কল্যাণ-স্রোত প্রবাহিত।

ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বি বিজয় ভূষণ।
ভক্তিমুখ নিরীখয়ে কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি-মিশ্র ভক্তি যদি হয়।
ব্যভিচারী কহে শাস্ত্রে নাহি প্রশংসয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি
র্যেপ্রায়শোঽজিত! জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

যাঁহারা জ্ঞানের প্রয়াস বিসর্জন পূর্ব্বক সাধুমুখ-বিনির্গত শ্রুতি-অনুগত ভবদীয় প্রসঙ্গেই কায়মনো-বাক্যে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে জীবনধারণ করেন, ত্রিভুবনের অজিত হইলেও, আপনি, তাঁহাদিগের নিকট পরাজিত।

শুদ্ধভক্তি একমাত্র অনন্যশরণ।
অতএব নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ হন ॥
অনন্য করিয়া ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে গ
দুরাচার হইলেও সে সাধুমধ্যে হয় ॥

শ্রীগীতায়াম্—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত আমার ভজনা করে, অতি দুরাচার হইলেও সে সাধুমধ্যে গণ্য।

ইহাতে বুঝহ অনন্য বিনে ভক্তি।
শুদ্ধ অধিকারী নহে কহে বেদ-পংক্তি ॥
হরিভক্তি-আশ্রিত অন্য দেব-আদি পূজে।
ভক্তিতত্ত্বরস সেই জন নাহি বুঝে ॥

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্ত-আদি যে তে
যে যে অধিকারী করিবেন সেইমতে ॥
হরিভক্তি জীবের যে কর্ত্তব্য তাৎপর্য্য।
কর্ম্ম জ্ঞান নহে দেহধারণের বর্য্য ॥
শাঙ্কর বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণাব্যাখ্যান।
দূষিয়া স্থাপিলা শুদ্ধমত বিলক্ষণ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ প্রচার করিলা।
যত যত বিরুদ্ধার্থ বিচারে খণ্ডিলা ॥
শুদ্ধমত সাধুর সম্মত সত্য-মার্গ।
নির্ণিলা নিরাসি মত মতবাদিবর্গ ॥
কাশীপুরে দণ্ডী যত মতবাদিগণ।
হঠ করি বিচার করিলা বহুজন ॥
পরাভব করি স্বামী দিলা ওলাহন।
তথাচ না মানে পূর্ব্বসংস্কার কারণ ॥
উভয়সম্মতিমতে প্রতিজ্ঞা করয়।
মাধব যে অঙ্গীকরে সেই সিদ্ধ হয় ॥
টীকা নিঞা শ্রীবেণীমাধব শ্রীচরণে।
ধরিতেই প্রভু কৈলা হৃদয়ে ধারণে ॥
স্বামী দেখে প্রভু হস্তে ধরিয়া তুলিলা।
অন্যে দেখে যেন হৃদে উড়িয়া লাগিলা ॥
অতএব জয় জয় শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাবার্থদীপিকা টীকা সাধু সাধুমত ॥
জয় শ্রী শ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন।
ভাগবত উপদেশে তারে জগজ্জন ॥
তাঁহার বৈরাগ্যকথা আদ্য বিবরণ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণরসায়ন ॥
শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীর কৃপায়।
নৃসিংহ অকলঙ্কশশী হৃদয়ে উদয় ॥
মহাভাগবতোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর।
বৈরাগ্য জন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির ॥
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণগর্ভবতী।
তেজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি ॥
হেনকালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।
কাল প্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া ॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে ॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জেঠী-ডিম্ব।
চালে হৈতে পড়ি গেলা বিনা অবলম্ব ॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হৈতে বাচ্ছা নিকলিয়া।
পাইল সন্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া ॥

সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল॥
এতেক ভাবিয়া তেজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্যলোকেতে পালিল॥
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হইলা।
ভট্টি-নামে রামলীলা-সাহিত্য বর্ণিলা॥
শ্রীধরস্বামী শ্রীচরণ গুণ গাই।
শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচরণে মতি চাই॥

শ্রীবিল্বমঙ্গল মহাশয়।

শ্রীমান্ বিল্বমঙ্গলঠাকুরের বলিহারি।
সাধু চূড়ামণি পরাকাষ্ঠা-প্রেম-ভোরি॥
অপূর্ব্ব অদ্ভুত চমৎকার সুমঙ্গল।
অলৌকিক রীতি সুচরিত সুনির্ম্মল॥
কৃষ্ণহস্ত ধরি যেঁহ জোরাবরি কৈলা।
পুন নেত্র ভরি রূপসাগর দেখিলা॥
তাঁর সুচরিত্র-সাগরের এক কণা।
গাইব পবিত্র লাগি দুর্ম্মতি আপনা॥
দক্ষিণদেশেতে কৃষ্ণবেণা নামে নদী।
তাহার নিকট গ্রামে প্রায় কর্ম্মবাদী॥
তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নাম বিপ্র।
লম্পট-স্বভাব ধর্ম্ম-অংশে অতিক্ষিপ্র॥
নদীপারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি।
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস-রজনী॥
একদিন বিপ্রের পতৃশ্রাদ্ধ মৃতাতিথি।
বেশ্যা কহে নদীপার না আসিহ ইথি॥
সারাদিন রহে ঘরে উদ্বিগ্নমানস।
দ্বিতীয়প্রহর রাত্রে হইল অবশ॥
বৃষ্টিবরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত।
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাঘাত॥
নদীপার যাইতে নাহি নৌকা নাহি ভেলা।
কাম-তরণিতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা॥
কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে।
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল আগে॥
আনহত কাষ্ঠবুদ্ধ্যে মুদ্দর ধরিয়া।
সড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া॥
সে অনুধাবন নাহি কষ্টে পার হৈয়া।
বেশ্যার বাটীর চৌদিকে ফিরে ধাইয়া॥

প্রাচীরের গর্ত্তে এক সর্প মুখ দিয়া।
রহরে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত হইয়া॥
দ্বার না পাইয়া দীর্ঘরজ্জু বুদ্ধি করি।
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপরি॥
ভিতরে উপর হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে।
শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হুড়বড়ে॥
বাহির হইয়া আসি প্রদীপ লইয়া।
দেখে বিল্বমঙ্গল হয় আঙ্গিনায় পড়িয়া॥
পড়িয়া চূর্ণিত দেহ উঠিতে না পারে।
ধরাধরি করিয়া আনিলা সবে ঘরে॥
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ ক্লেদ দেখিয়া পুছয়ে।
যেরূপে আইলা গিয়া প্রত্যক্ষে দেখায়ে॥
স্নান আদি করাইয়া বসাইলা গৃহে।
বিশেষ ভর্ৎসন করি বেশ্যা বহু কহে॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ তব হেন দুষ্বুদ্ধি।
হেন কর্ম্মে যার মতি তার এই সিদ্ধি॥
যেন তম মদ যাতে শব কালসর্প।
না চিনিলে অধীন হইয়া কামদর্প॥
আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পৃশ্য নিন্দিত।
তাহে তুমি বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনোচিত॥
এ হেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার
তবে কি না হইত চতুর্ব্বর্গ সেবা যার॥
চিন্তামণিবেশ্যার যোগ্য স্বামণি বাক্য।
শুনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হল সৌখ্য॥
আগমন ক্লেশ আর ভর্ৎসনা বিশেষে।
ভাবিয়া বিবেক হৈল সুদৃঢ় মানসে॥
রাত্রি কৃষ্ণলীলাগানে প্রভাত হইল।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল॥
স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম।
তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র লৈলা অভিরাম॥
একভাবে বৎসরেক গুরুর সেবন।
করিয়া পাইলা রত্ন শুদ্ধপ্রেমধন॥
অলৌকিক প্রেমভক্তি পাইয়া হৃদয়।
মদপানে যেন মত্ত দিবানিশি যায়॥
কৃষ্ণ দরশনে মন-উৎকণ্ঠা হইল।
হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল॥
বৃন্দাবনে যাইবার হইল আশয়।
দিগ্বিদিগ নাহি অনুরাগে ধায়॥

কথোক দিবসে এক গ্রামে উত্তরিয়া।
সরোবরতীরে বৃক্ষতলেতে বসিয়া॥
প্রেমাবেশে অন্তর্মনা দুই চারি দিন।
বসিয়া রহিয়া তথা আত্মস্ফূর্ত্তিহীন॥
গ্রামস্থ প্রবীণ লোক দেখিয়া সুপাত্র।
ভক্তিভাবে প্রশংসয় ছল ছল নেত্র॥
সরোবরে স্নান করে বহু নরনারী।
সুন্দরী যুবতী এক বণিকের স্ত্রী॥
দৈবাৎ তাহার পানে দৃষ্টিপাত হৈল।
হেন যে সাধুর মন ঈষৎ টলিল॥
আপন অন্তর-রীত বুঝিয়া আপনে।
উপায় সৃজিলা কিছু শান্তির কারণে॥
স্নান করি সেই নারী যে দিকে চলিলা।
সাধু তার পাছে পাছে গমন করিলা॥
বধূ নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলা।
সাধু তার গৃহদ্বারে ব'সয়া রহিলা॥
হেন কালে সেই স্ত্রীর স্বামী সমাগত।
দ্বারে সাধু বসি দেখি হইলা চকিত॥
বহু স্তব করি কহে করযোড় করি।
কিবা আজ্ঞা হয় কহ করি শিরে ধরি॥
সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ।
তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ॥
বণিকচরিত্র কিছু অলৌকিক হয়।
বৈষ্ণবপিরীতিকাযে স্বীকার করয়॥
অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া।
আনিয়া রমণী নিজ সুবেশ করিয়া॥
নির্জ্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা।
আপাদমস্তক সাধু সব নিরখিলা॥
চক্ষু সম্বোধন করি তত্ত্ব বিচারিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজমন বুঝাইয়া॥
আরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়ে ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ॥
রক্ত-মাস-ক্লেদ-বিষ্ঠা-মূত্রময় দেহ।
ত্বক্-আচ্ছাদন মাত্র দরশ-সুবহ॥
নির্ঘৃণ তোমার মতি এ হেন কদর্য্য।
লালসা করহ যাতে নিন্দিত-অভুজ্য॥
ধিক্ ধিক্ আরে দুষ্ট অসৎ ইন্দ্রিয়।
ক্ষম বিড়ম্বন মোরে না কর অসুয়॥
এই তো ইহার তত্ত্ব জানিলে এখন।
পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ।
এতেক বিচারি যুবতীর স্থানে কহে।
তীক্ষ্ণ দুটি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে॥
আজ্ঞা মানি সূচ দুটী যাইয়া আনিলা।
সাধু নিজচক্ষে তাঁরে বিন্ধিতে কহিলা॥
পুনঃপুন আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিন্ধে।
বণিক্ দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে॥
আজ্ঞাক্রমে পুন সেই সরোবরতীরে।
হস্ত ধরি লইয়া রাখিলা ধীরে ধীরে॥
কৃষ্ণভজনের বাধা করিতে প্রবর্ত্ত।
যেহেতু ইন্দ্রিয় নষ্ট কৈলা দৃঢ় ব্রত॥
কৃষ্ণ-দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে।
অনুরাগচক্ষু যার কি করে নয়নে॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রূপ-গুণ-মধু মাতি।
ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি।
মাতোয়ার প্রায় থরথর করি চলে।
বর্ণয়ে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে॥
যে গীত-অমৃতে ত্রিভুবন পুলকিত।
কৃষ্ণকর্ণামৃত নাম অদ্য'পিহ স্থিত॥
বৃন্দাবনে গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে।
বসি কৃষ্ণপ্রাপ্তি আশা গুঞ্জরার ঘাটে॥
ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
বিল্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া॥
রৌদ্রে কেনে বসি ভাব ভুকে কেনে রহ।
ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ॥
তেঁহ কহে অন্ধ মুঞি দেখিতে না পাই।
কে তুমি স্বরূপে কহ তবে আমি যাই॥
কৃষ্ণ কহে গ্রামী গোপশিশু হই মুঞি।
মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাঞি॥
শ্রীঅঙ্গ-সদ্গন্ধে আর সুমিষ্ট বচনে।
সাধু অনুভাবে তত্ত্ব জানি গেলা মনে॥
আনন্দ উৎকণ্ঠা আর হিয়া গুরুগুরি।
সাপটিয়া ধরিব যে মনে আশা করি॥
কহে তব হাত ধরি বৃক্ষছায় লহ।
অন্ন আনিয়াছি কোথা খাই তবে দেহ॥
কৃষ্ণ দূরে থাকি বামহস্ত বাড়াইয়া।
তর্জ্জনী ধরিতে কহে মুচকি হাসিয়া॥
আহা মরি সেই ভঙ্গী সেই মন্দহাসি।
ধিক্ ধিক্ কোটিচন্দ্রে কোটি সুধারাশি॥
ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি।
হের আইস কোথা হস্ত নাহি পাই আমি॥

পুন কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গী করি।
সাপটিয়া ধরে সাধু অতিক্রত করি॥
সুদারিদ্র যেন স্পর্শমণি পথে পায়।
মরিলে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ আয়॥
বহুকাল ক্ষুধার্ত পাইয়া সুধারাশি।
যেমত আনন্দ পায় তেমত পরশি॥
কৃষ্ণ কহে ছাড় মোরে মুঞি ঘরে যাই।
কি কারণে ধর তুমি কহ মোরে তাই॥
তেঁহ কহে হেন হস্ত ছাড়িতে কি পারি॥
বান্ধিয়া রাখিব আমি হৃদয়-মাঝারি।
বহুদুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন।
পাইয়াছি যদি বা ছাড়িব কি কারণ॥
পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখন।
তুমি সে কেমন কভু না দেখি এমন॥
নিজনাহি হানি পরদুঃখ বিমোচন।
দরশন দিয়া মাত্র তাহে না করণ॥
তথাপিহ কৃষ্ণ করে হাত টানাটানি।
চোরা যেন নাহি মানে ধর্মের কাহিনী॥
সাধু যদি শক্ত করি শ্রীহস্ত ধরিলা।
আহা মরি বালে বল শঠতা করিলা॥
বেদনা সাগর বলি সাধু চমকিলা।
যে হেতুক হস্ত শ্লথ পাই পলাইলা॥
ফাঁফর হইয়া সাধু কহিতে লাগিলা।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাত ছুড়ি গেলা॥
হৃদয় হইতে যদি পারহ যাইতে।
তবে তো প্রণিয়ে মুঞি পৌরুষ তোমাতে॥

তদুক্তশ্লোকঃ—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুত।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি মদীয় হস্ত ছিনাইয়া যাইতেছ, হাতে আর বিচিত্র কি? মদীয় হৃদয় হইতে বাহিরে যাইতে পার, তবেই তোমার পৌরুষ দিতে পারি।

তবে সেহে কৃষ্ণ পুন কহে নিজ রঙ্গে।
ছায়াতে আইস এই মোর সাথে সাথে॥

কৃষ্ণ দূরে দূরে যায়, সাধু পাছে পাছে ধায়,
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে।
চুম্বকমণির সাথে, লৌহ স্বাভাবিক রীতে,
যেন ধায় যায় তেন সঙ্গে॥

বসাইয়া বৃক্ষতলা, দুগ্ধ অন্ন আনি দিলা,
তেঁহ কহে কভু না খাইব।
যদি মোরে একবার, দেখাও রূপের ভার,
তবে যাহা কহ সে করিব॥
কৃষ্ণ কহে কি দেখিবে, দেখিলে বা কি হইবে,
গোপশিশু কভু দেখি নাই।
সাধু কহে কিবা কহ, না বুঝিয়া প্রলপহ,
গোপসনে কার্য্য যে সদাই॥
হাসিয়া নিকটে যায়, পুন কৃষ্ণ পিছে ধায়,
আনন্দে কৌতুক ভক্তসনে।
নানান কৌতুক-রসে খেলয়ে পরমোল্লাসে,
সাধু হৃদি হয়ে বিদারণে॥
সম্মুখে বাঞ্ছিত নিধি, দেখিতে না পায় সুধী,
চক্ষু অন্ধ মনে ধকধক।
আন্ধার ঘরেতে যেন, কালসর্প হয় তেন,
উৎকণ্ঠিত আশা সকলকি॥
কহে ওহে কৃষ্ণ ধৃষ্ট, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর * শ্রেষ্ঠ,
দয়া নাহি তিল আধ তোমা।
দরশনমাত্রে যদি বক্ষা পায় কত নিধি, †
গত প্রাণ দেহে হয় সমা॥
তাহে তব কিবা খেতি, কিবা লাগে কিবা বেথি,
কিবা হাস চাঞ্চল্য প্রকাশ।
পুন কহে ওহে নাথ, করি বহু প্রণিপাত,
উপায় কি তাহা মোহে ভাষ॥
মোর নিন্দাবাক্য শুনি, রুষ্ট হৈলে হেন মানি,
তবে এত স্তুতি করি শুন।
এত কহি স্তব পুন, করয়ে উন্মত্ত যেন,
প্রলাপয়ে ধায় উঠি ঘন॥
কৃষ্ণচন্দ্র মৃদু হাসি, প্রণীর আনন্দরাশি,
কৌতুকী হইয়া পুন কহে।
কালো-রূপ কি দেখিবে, তাহে বা কি সুখ পাবে,
বরমাগ সুখৈশ্বর্য্য যাহে॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল কহে, কি দয়া ভুলাবে মোহে,
কি ধন তোমার আর আছে।
ভুক্তি মুক্তি যেবা হয়, ভক্তির যে চেড়ী বয়,
পদ সেবি ফিরে পাছে পাছে॥

* "কপট"—পাঠান্তর।
† "বিধি"—পাঠান্তর।

হেন ভক্তি ঠাকুরাণী; প্রেমধন রত্ন-মণি, (১)
অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া।
মোহৃদয়-সিংহাসনে, বৈসে চেরীগণসনে,
অতএব ভুলাবে কি দিয়া॥
যদি মোরে কৃপা কর, দান কর এই বর,
মোর দুটী চক্ষুদান দিয়া।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হৈয়া, বদনে মুরলী দিয়া,
সম্মুখে দাণ্ডাও দেখা দিয়া॥ (২)
তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় করাম্বুজ,
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা।
অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিব্য চক্ষু হৈল তেঁই,
কৃষ্ণরূপ পানের পিয়ালা॥
সম্মুখে রূপের রাশি, নিন্দিয়া অসংখ্য শশী,
হেরি অচেতন পড়ে ভূমে।
পুলকাশ্রু আদি করি, অষ্ট অনুভব ভরি,
উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে॥
এইরূপ দরশনে, নানাগুণ বরণনে,
পরম আনন্দে দিন যায়।
কৃষ্ণ নিজ ভুক্ত শেষে, (৩) দুগ্ধ অন্ন স্নেহাবেশে,
দোনা ভরি নিতানি যোগায়॥
দৈবযোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেশ্যা নামা,
কৃষ্ণকৃপা তাহার উপরি।
সকল করিয়া দূরে, কৃষ্ণপ্রেমাবেশভরে,
আসি মিলে বৃন্দাবনপুরী॥
স্ব বরাগ্য অনুরাগে, শ্রীবিল্বমঙ্গল আগে,
আসিয়া মিলিলা চমকিতে।
শ্রীবিল্বমঙ্গল তবে, রত্নদর্শী (৪) গুরুভাবে,
প্রণমিলা বহু ভক্তিরীতে॥
কৃষ্ণদত্ত অন্নদোনা, মিষ্টান্ন প্রকার নানা,
খাইতে দিলেন যত্ন করি।
চিন্তামণি কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাঁই,
নাহি আইনু অন্ন হেথা হেরি॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা পরি, তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী,
জগৎ শুধিতে পার হেলে।
শরণ লইনু মুঞি, আর কিছু নাহি চাঞি,
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে॥

এত কহি চিন্তামণি, কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী,
প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া।
শ্রীবিল্বমঙ্গল সাধু, হেরি তার প্রেমসিন্ধু,
আনন্দে মগন হৈল হিয়া॥
আশ্বাসময় বহু বেরি, কৃষ্ণকৃপা তোমা পরি,
অবশ্য দিবেন দরশন।
এত কহি কৃষ্ণস্থানে, সটেপটে শ্রীচরণে,
ধরিয়া করিলা চদৃ পণ॥
চিন্তামণি অধিকারী, ভক্ত অনুরোধ ভারি,
দুই জনে দিল দরশন
আহা কি আশ্চর্য্য কথা, প্রফুল্ল সৌভাগ্যলতা,
দুজনার একই সমান॥
সেই দোঁহাকার পদ, ছাড়িয়া বিষয়মদ,
সেবন করিব প্রেমাবেশে।
হেন দশা কবে হবে, কবে বিধি পুরাইবে,
মনে মানস কর কৃষ্ণদাসে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীজয়দেব আদি-ভক্তগুণ-
বর্ণনং দ্বাদশ-মালা॥১২॥

ত্রয়োদশ মালা।

শ্রীভাবুকব্রাহ্মণাদিভক্তচরিত্রবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ।

গোকুলেতে স্থিতি বিপ্র ভাবুক আখ্যান।
বাল্যভাবে উপাসক * হয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
শুদ্ধমাধুর্য্য বাৎসল্যভাবে সেবে।
অনন্য ভকতি মতি ভজে এক ভাবে॥

---

(১) "প্রেম-রত্ন মণি"—পাঠান্তর।
(২) "দেখাইয়া"—পাঠান্তর।
(৩) "ভুক্তিশেষে"—পাঠান্তর।
(৪) "বয়োদর্শী"—পাঠান্তর।

* "বাল্য-উপাসক হয়ে"—পাঠান্তর।

অপুত্রক বিপ্র পুত্রভাবে ভজে হরি।
সদাই মানসপথে স্নেহাবেশ করি॥
ভজিতেই ভাবসিদ্ধি বিপ্রের হইল।
বাল্যরূপ পুত্রভাবে সাক্ষাৎ হইল॥
আকাশের চান্দ যেন করেতে পাইলা।
আনন্দসাগরে বিপ্র মগন হইলা॥
প্রেমেতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শিথিল হইয়া।
শুদ্ধমাধুর্য্য ব্রজানুগা-ভব পাইয়া॥
লালন পালন করে পুত্র করি জ্ঞান।
ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন॥
নানা অলঙ্কার বস্ত্র মাল্য পরাইয়া।
সুবেশ করয়ে নাসায় তিলক রচিয়া॥
চুম্ব আলিঙ্গন করে নাচায় কাচায়।
স্নেহানন্দসিন্ধু বিপ্র দেহে না আমায়॥
যেখানে যে দ্রব্য ভাল দেখয়ে সম্মুখে।
গোপাল কারণ আনি যত্ন করি রাখে॥
নাটিম ঝুম-ঝুমি গেণ্ডু ভাঁটা রাজাকড়ি।
কন্তা-বয়ু মৃত্তিকার ভাঁড় হাঁড়িকুঁড়ি॥
খেলনা খেলিতে দেয় আনন্দিত মনে।
কোলে করি নাচায় অশ্রু বহয়ে নয়ানে॥
দিবানিশি নাহি জানে গোপাল পাইয়ে।
কোটি ব্রহ্মানন্দ যার সমান না হয়ে॥
রাত্রে ক্রোড়ে করি বিপ্র করয়ে শয়ন।
হাত চাপড়িয়া অঙ্গে নিদ্রা করায়েন॥
একদিন রাত্রি ঘরে বিড়াল ডাকয়ে।
গোপাল নিদ্রা না যায় চমকি উঠয়ে॥
ক্ষণে ক্ষণে বিপ্রের গলা চাপিয়া ধরয়ে।
কেনে কেনে বলি সাধু বক্ষঃস্থলে ধরে॥
গোপাল কান্দিয়া কহে মোরে ভয় করে।
অই যে কি ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে॥
কোলের ভিতরে দাবি ব্রাহ্মণ কহয়।
না না না না ভয় নাই বিড়াল ডাকয়॥
পুনর্ব্বার আর দিন ঐমত ভরিল।
ভরসা-বচনে তেঁহ লালন করিল॥
একদিন দ্বিজে কিবা দুর্দ্দৈব ঘটিল।
ঐশ্বর্য্যভাব আসি উদয় হইল॥
মনে মনে ভাবে বিপ্র এ কি অদভুত।
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ ঈশ্বর অচ্যুত॥
দেবের দেবতা বিষ্ণু কালের যে কাল।
ভয়ের যে ভয় হয়ে যমের করাল॥
বিড়ালের ডাকে কিহে। ভয় পায় কেনে।
মুগ্ধ-বালক-প্রায় কান্দে কি কারণে॥
এতেক ভাবিয়া বাল্যভাব দূরে গেলা।
ঐশ্বর্য্যভাবেতে স্তুতি করিতে লাগিলা।
ভাবান্তর বুঝি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা॥
হাহাকার করি বিপ্র ভূমেতে পড়িলা।
নিধিহারা রঙ্ক যেন মণীহারা ফণী।
শিরে করাঘাত করি উচ্চ করি ধ্বনি॥
দৈববাণী হৈল তবে ব্রাহ্মণের প্রতি।
এতে তব হৈল অন্য ভাবান্তর মতি॥
অতএব পুন দেখা না পাবে এ দেহে।
দেহ-অন্তে পাবে মোরে নাহিক সন্দেহে॥
দৈববাণী শুনি তবে স্থির হৈল মন।
সেই দিন নিরখিয়া রহিল ব্রাহ্মণ॥
অতএব ঐশ্বর্য্যভাবে কৃষ্ণ নাহি পাই।
এই দেহে উৎকট মাধুর্য্য পাইল যেই॥
পুন ভাবান্তরে পুন অন্তর্দ্ধান কৈলা।
দেহান্তে স্বমতে সাধু ব্রজে কৃষ্ণ পাইলা॥
ঐশ্বর্য্য ভাবেতে অন্যধাম প্রাপ্তি হয়।
মাধুর্য্যভাবেতে ব্রজপুরে কৃষ্ণ পায়॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি রস।
ব্রজে উপাসনা রতি কৃষ্ণ তাহে বশ॥
কেবল যে বিধিমার্গে ভজয়ে কৃষ্ণেরে।
মহিষীত্ব প্রাপ্ত হয় দ্বারকাদিপুরে॥

যামলে—

রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স কদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥

বিবিধমার্গের অনুসরণে সুন্দরীর ন্যায় রতিবাসনা করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনিই কেবল দ্বারকাদি পুরে কদাচিৎ মহিষীত্ব লাভ করেন।

প্রিয়-আত্ম-পিতৃ-সখ্য-গুরু-দৈব-মিত্র।
সুহৃদ-ইষ্ট-পতি-ভ্রাতৃ-শ্রেষ্ঠ আদি পুত্র॥
কোনো ভাবে চিন্তে যেই সেই হয়ে মুক্ত।
প্রাপ্তির বিশেষ ধাম যথা ভাবযুক্ত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥

হে শান্তরূপে! যাঁহারা মদ্গত-জীবন, তাঁহারা কদাচও ক্ষোভপ্রাপ্ত হন না; আমি যাঁহাদিগের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ ও ইষ্টদেব, আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও বধ করিতে পারে না।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

ইহসংসারে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও পিতৃবৎ যাঁহারা শ্রীহরির চিন্তা করেন, সেই উদ্যুক্তগণকে প্রণাম করি।

ভাবুক-ব্রাহ্মণ-সাধু-চরিত্র বর্ণিল।
আনুষঙ্গ্য রতি স্থূল কিঞ্চিৎ কহিল॥

শ্রীসুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ।

সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র সুন্দর প্রকৃতি।
শ্রীবিগ্রহসেবা তাহে শুদ্ধ মতি-রতি॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-আদি নানান প্রকারে।
পরম যতনে ভোগ লাগায় ঠাকুরে॥
ঠাকুরেরে কহে চুপ করি কেনে রহ।
হস্তে করি তুলি কেনে বদনে না দেহ॥
প্রতিদিন কহে সাধু ঠাকুর না শুনে।
আর দিন বিপ্র কিছু কহে ক্রোধমনে॥
নিত্য নিত্য এতেক করিয়া পাক করি।
দেখাইয়া নাহি খাও করিয়া চাতুরী॥
লবণ কি অলবণ স্বাদু কি বিস্বাদ।
কিছুই না কহ করি মোর সনে বাদ॥
অতএব আজি খাইতে না দিব তোমারে।
পাক করি আজি খাওয়াইব যে শিবারে॥
তোমার সাক্ষাতে তুমি চাহিয়া থাকিবে।
ক্ষুধায় কাতর হইয়া তখন বুঝিবে॥
এত কহি পাক করি ঠাকুর নিকটে।
আনিয়া কহয়ে মিছা করিয়া কপটে॥
ধমকায় ঠাকুরেরে কপট করিয়া।
কোনমতে খান যদি তরাস পাইয়া॥
তোমারে না দিব এই শিবারে খাওয়াই।
নতুবা তুলিয়া খাও বলিহারি যাই॥
তথাপি না খাইলা যদি সক্রোধ হইয়া।
কহে এই দেখ শিবায় দেই খাওয়াইয়া॥
গন্ধ তব নাকে নাহি প্রবেশিতে দিব।
নাসিকার রন্ধ্রে তুলা দিয়া বুজাইব॥
এত কহি ছুটিয়া যাইয়া তুলা আনি।
দুই নাসারন্ধ্রে চাপি ধরয়ে অমনি॥
ভকত-চরিত্র দেখি দয়াল শ্রীহরি।
হাসিয়া উঠিলা তবে কৌতুক নেহারি॥
আমি এই খাই অন্য কারে নাহি দিহ।
অন্নাদি সামগ্র মোর নিকটে আনহ॥
ভকত ব্রাহ্মণ কৃতকৃতার্থ মানিঞা।
ঠাকুর-সম্মুখে অন্ন দিলেন আনিঞা॥
হাসিয়া হাসিয়া কর-কমলে আপন।
খাইতে লাগিলা বিপ্র হেরিয়া মগন॥
প্রেমানন্দ-সাগরেতে মগন হইয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় দু'বাহু তুলিয়া॥
স্মরণাদি শ্রীচরণ সেবয়ে আনন্দে।
পরমসুখেতে কাল যায় সদানন্দে॥
তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি।
দৃঢ়তর মূঢ় অন্ধকার হৈতে তরি॥

শ্রীমৌনী রাজপুত্র।

জন্মিয়া অবধি এক রাজার তনয়।
বাক্য নাহি কহে জড়ভরতের প্রায়॥
কৃষ্ণচরণারবিন্দে মনের সংযোগ।
জাতিস্মর হয়ে নাহি বুঝে কোন লোক
এক পুত্র রাজার তাহাতে মৌনব্রত।
খেদান্বিত উপায় চেষ্টয়ে কতমত॥
একদিন সৈন্যসামন্তগণ সহে।
মৃগয়াতে পাঠাইলা যদি বাক্য কহে॥
বনে গিয়া এক জমাদার অস্ত্রধারী।
চোট হানে এক মৃগ গর্ভিণী উপরি॥

উদর ফাটিয়া বাচ্ছা-সহ মৃগ মরে।
রাজপুত্র দয়ার্দ্র হইয়া হা হা করে॥
কহে হা হা কিবা দোষে ইহারা মারিলা।
জমাদার বাক্য শুনি মুচকি হাসিলা॥
গৃহে আসি আনন্দিতে রাজারে কহিলা।
রাজা শুনি হর্ষচিত্তে পুত্র বোলাইলা॥
রাজা পুনঃপুনঃ পুছে কিছু নাহি কহে।
জমাদার প্রতি রাজা কোপদৃষ্টে চাহে॥
হাঁ রে মিথ্যাবাদি মোরে মিথ্যা শুনাইলি।
ভয় না মানিলি বুঝি বিদ্রূপ করিলি॥
যত্তপি বালক বাক্য কহিল তখন।
তবে কেনে জিজ্ঞাসিলে না কহে এখন॥
তবে রাজা জমাদারের মস্তকচ্ছেদনে।
আজ্ঞা দিলা ক্রোধাবশে ভৃত্যবর্গগণে॥
জমাদার ভাবে এ তো বড়ই বিপদ।
রাজপুত্র-স্থানে বহু করে কাকুবাদ॥
বাক্য কহ মহারাজ মোর প্রাণ রাখ।
পর-উপকার লাগি একবার ভাখ॥
অনেক প্রকার জমাদার স্তুতি কৈল।
অল্পাক্ষরে কিছু রাজকুমার কহিল॥
বোলাতোমুয়া এই শব্দ উচ্চারিয়া।
পুন মৌনে রহে হেঁট মস্তক করিয়া॥
রাজা আহ্লাদিত-হিয়া লজ্জিত হইয়া।
জমাদারে পুরস্কার করয়ে তুষিয়া॥
পুত্রেরে কহয়ে বাপু কি কহিলে কহ।
কহিলে তো বাক্য তবে কেনে মৌনে রহ॥
বহু যত্ন কৈল রাজা তবু না কহিল।
সভাসদগণে প্রশ্ন করিয়া পুছিল॥
বোলাতোমুয়া এই শব্দ যে কহিল।
ইহার কি অর্থ সবে বিচারিয়া বল॥
বিচারিয়া কহে সবে নৃপতির আগে।
বোলাতোমুয়া ইথে বহু অর্থ লাগে॥
সামান্যত জন্মে রজগুণ আদি জন্মে।
পরনিন্দা আদি ছলে উপজয়ে তমে॥
রাজস্থলে বাক্যদ্বারে দণ্ড অর্হ হয়।
মিথ্যাবাক্য আদি ক্রমে নরকেতে যায়॥
গুরু বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয়।
সর্ব্বনাশ [illegible] ধর্ম্ম যায় ক্ষয়॥
অতএব [illegible] মৌন যেই হয়।
[illegible] ইহার আশয়॥

রাজা কহে কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া মউন।
তাহার প্রশংসা কিবা কিবা তার গুণ॥
সভাসদ কহে তাহা না বুঝয়ে মূঢ়।
অভিমানী তপস্বী বুঝয়ে অতিগূঢ়॥
মৌন যে কর্ত্তব্য বটে অন্য অন্য কথা।
কৃষ্ণকথা বক্তব্য অবশ্য যথা তথা॥
শৌনকাদি মুনিগণ দেখ মৌনব্রত।
কিন্তু কৃষ্ণকথার সময় উনমত॥
রাজা কহে মোর পুত্র সাধুর লক্ষণ।
তবে কৃষ্ণকথা বিনে থাকে কেনে মৌন॥
সভাসদ কহে ইহার কারণ আছয়।
অনুভব করি ইহো জাতিস্মর হয়॥
জন্মান্তরে ভজন বিষয়ে দাগা পাইল।
সেই ভয়ে নৈষ্ঠিক মউন পণ কৈল॥
আর কিছু কহি যে ইহার অনুমান।
শুদ্ধ বিষয়ীর সনে সদা অবস্থান॥
সদংশে কহিতে বাক্য নিষ্ঠা নাহি থাকে।
অসদংশে কহিবারে মতি নাহি রোখে॥
এ কারণে অন্তর বৈরাগ্য মৌনে রহে।
ভক্তিরত্ন হারাই হারাই জ্ঞান যাহে॥
তেঁহ মো-পাপীর ভাগ্যে বাক্য কহে যবে।
চরণে ধরিয়া রত্ন কিছু মাগি তবে॥

শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

বর্দ্ধমান পশ্চিমে মানকর নামে গ্রাম।
তথায়ে অনেক বৈসে তার্কিক ব্রাহ্মণ॥
বিষ্ণুভক্তিহীন ত্যক্তনিজধর্ম্ম শাক্ত।
বৈষ্ণবের দ্বেষ্টা সদা বিষয়ানুরক্ত॥
হরিদাস নামে এক বৈষ্ণব মহান্।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক গৃহস্থের স্থান॥
বৈষ্ণবের সেবক জানিয়া উত্তরিলা।
ভকতিপূর্ব্বকে গৃহী আতিথ্য করিলা॥
তার্কিক ব্রাহ্মণগণ দুই চারি তথা।
আসিয়া বসিলা কহে নানা গর্ব্বকথা॥
নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান আর ভক্তি।
বিচারপ্রসঙ্গে বিপ্র কহে কটু উক্তি॥
বিপ্রগণ পরাভব হইয়া না হয়।
বিতণ্ডা করিয়া মাত্র কলহ করয়॥

বৈষ্ণবেরে কটু কথা যতেক কহিল।
সাধু তাহে কিছুমাত্র ক্ষোভ না করিল॥
অবোধ ব্রাহ্মণগণ দুষ্কৃতিচরিত।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিন্দে অনোচিত॥
তখন বৈষ্ণবচিত্তে ক্রোধ উপজিল।
ক্রোধাবেশে উঠি এক হুঙ্কার করিল॥
তাহাতে আশ্চর্য্য শুন যে ফল ফলিল।
ব্রাহ্মণগণের দশা যেমত হইল॥
নিন্দা করিবার কালে যে ভঙ্গিতে ছিলা।
হাত মুখ নাড়ি যথা শির কাঁপাইলা॥
হুঙ্কার মাত্রেতে সেই ভঙ্গিতে রহিলা।
সাধু স্বেচ্ছাময় অন্তস্তর উঠি গেলা॥
বাক্য নাহি কহে বিপ্র ঘরে নাহি যায়।
অন্যে কেহ জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেয়॥
পিতা মাতা আসি হেরি কান্দিতে লাগিলা।
শিষ্টলোক তথা যেই যেই বসি ছিলা॥
তাঁহারা যে বিবরণ সকলি কহিলা।
বৈষ্ণবের অপমান অনেক করিলা॥
সেই অপরাধে এই প্রকার হইল।
তাঁহা বিনা ইহা সভার না হইবে ভাল॥
তবে সেই বৈষ্ণবের তলাস লইতে।
গ্রামে গ্রামে গেলা সব ব্রাহ্মণগণেতে॥
কোন স্থানে গিয়া লাগ পাইয়া বৈষ্ণবে।
চরণে ধরিয়া তুষ্ট কৈলা বহু স্তবে॥
ব্রহ্মহত্যা হয় তার উপায় কি কহ।
বৈষ্ণব কহয়ে আছে উপায় করহ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-শ্রীচরণে।
শরণ লহগা গিয়া নিষ্কপট মনে॥
সম্প্রতি গ্রামে যে তালপুখরিয়ে।
তাহার তলেতে এক বৈষ্ণব আছয়ে॥
তাঁহার চরণামৃত লইয়া খাওয়াও।
এখনি যে ভাল হবে উদ্বিগ্ন না হও॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে সে যে ডোমজাতি হয়।
কর্ণে হস্ত দিয়া পুন বৈষ্ণব কহয়॥
তোমরা তো বিজ্ঞ হও শাস্ত্র দেখিয়াছ।
তবে কেন হেন বেদ-বিরুদ্ধ কহিছ॥
চণ্ডাল হইয়া যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হৈতে শ্রেষ্ঠ বেদে কয়॥
ইহার প্রমাণ সাধু অনেক কহিল।
বিপ্রগণ শুনি তাহা কিঞ্চিৎ বুঝিল॥
সাধু দরশন ফল ফলে দেখ ক্রমে।
সেই বাক্য তোলাপাড়া করি চিত্ত-ভ্রমে॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে।
তৎক্ষণাৎ রতি হৈল সাধু কৃপাবলে॥
তথা হৈতে আসি তালপুষ্করিণীর পাড়ে।
দাণ্ডাইয়া যুক্তি করে তালবৃক্ষ আড়ে॥
কেহ বলে গুপ্তে উহার পাদ ধোয়াইয়া।
আনহ তুরিতে মোরা থাকি দাণ্ডাইয়া॥
কেহ বলে এ কি কথা ভয় কারে কর।
আমি তো ঐ পথে যাব কারে নাহি ডর॥
এত কহি সেই বৈষ্ণবের চরণামৃত।
অপরাধিগণে আনি দিলা সবে দ্রুত॥
তৎক্ষণাৎ উপদ্রব শান্তি যে হইল।
বৈষ্ণব-মহিমা দেখি চমৎকার হৈল॥
সেই হইতে গ্রামশুদ্ধ বৈষ্ণব হইল।
শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দ্বে শরণ লইল॥
ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিল॥
বৈষ্ণবচরণামৃত একান্ত করিল॥
মহামহোৎসবঘটা হইতে লাগিল।
প্রভুর কৃপায় এক তরঙ্গ উঠিল॥
তথা শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীর শাখা।
জীবন নামেতে যাঁর গুণে নাই লেখা॥
তাঁর গুণ কর্ম্ম যশ পশ্চাতে বর্ণিব।
তাঁর পরিবার অই গ্রামে হৈলা সব॥
অতএব সাধুসঙ্গ-ফলের মহিমা।
প্রত্যক্ষ দেখহ শাস্ত্রে করে যে গরিমা॥
নিগ্রহ করিতে সাধু অনুগ্রহ করে।
এমন দয়ার নিধি বৈষ্ণবঠাকুরে॥
না জানি কেমন অপরাধ মোর হয়।
ঘৃণা করি মোর প্রতি কেহ না হেরয়॥
হরিদাস ঠাকুর সেই ব্রাহ্মণসজ্জন।
কৃপা কর মোরে মুঞি লইনু শরণ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী।

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী পৃথিবীর রত্ন।
কলির জীবের হিতে কৈলা বহু যত্ন॥
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অমৃতসাগর।
তাহা মথি উদ্ধারিলা সুধা পরাৎপর॥

বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী পরম পদার্থ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহি অর্থ ॥
নিষ্কাম নির্ম্মোহ প্রেমানন্দ-কারাগার।
শ্রীমান্ পুরী গোসাঞি মহাগুণের সাগর ॥
কাশীপুরে বাস মাত্র ভক্তিপরায়ণ।
ভুক্তি মুক্তি আদি কিছু না করে গণন ॥
পুরুষোত্তমে জগন্নাথ হয়ে মহারঙ্গী।
স্নেহ করি পুরী প্রতি কৈলা এক ভঙ্গী ॥
সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা।
ব্যঙ্গে কিছু পুরী প্রতি কহিতে কহিলা ॥
কাশীতে আছয়ে পুরী তাঁরে গিয়া কহ।
ভুক্তি মুক্তি আশে বুঝি তথায় আছহ ॥
মুঞি বনচারী মোর কি অর্থ আছয়।
দেখিতে বাসনা করি যদি মত লয় ॥
এইত কৃপাবাক্য যাইয়া কহিলা।
শুনিয়া আনন্দে পুরী কহিতে লাগিলা ॥
ভুক্তি দূরে রহু যেই মুক্তি-চতুষ্টয়।
কোটি বৈকুণ্ঠের সুখ যতেক বিষয় ॥
যে হৈতে শুনিল নাম জগন্নাথ কৃষ্ণ।
সেই হৈতে জগতে না মানি কিছু ইষ্ট ॥
তেঁহ কে তাঁহার তত্ত্ব কিছু না জানিনু।
কিন্তু এই নাম রত্ন হৃদয়ে পরিনু ॥
কে জানে সে কাশী গয়া কে জানে মথুরা।
এই নামরত্নমালা গলে কৈনু হারা ॥
ত্রিজগতে যেই রত্ন সবে করে লোভ।
পাছে হারা হই সদা মনে হয় ক্ষোভ ॥
যেখানে সেখানে বুলি গলায় গাঁথিয়া।
তেঁহ যদি বোলাইলা দেখিব যাইয়া ॥
তেঁহ বনচারী সত্য কি ধন আছয়।
যে ধন চাহিব তাহা ধরেছি হৃদয় ॥
আপনা মহৎ পদ যে ছিল তাঁহার।
বন্ধক রাখিল তাহা কাছে গোপিকার ॥
তবে রূপরাশি এক অক্ষয় অব্যয়।
যে আছে তাহার এই দেখিব আশয় ॥
কৃপা করি তেঁহ যদি বোলাইলা মোরে।
শ্রীঅঙ্গের মালা এক পাঠান আমারে ॥
তবে জানি তাঁর পূর্ণ কৃপা মোরে হয়।
শ্রীচরণ পাব ইহা ভরসা জন্ময় ॥
এ সব কাহিনী লোক যাইয়া কহিল।
শ্রীঅঙ্গের রত্নমালা দিয়া পাঠাইল ॥
প্রভু এক রত্নমালা পুরীর স্থানেতে।
চাহি পাঠাইলা পুন নিজ-অভিমতে ॥
মর্ম্ম বুঝি পুরী ভক্তিরত্নাবলী হার।
লইয়া চলিলা হৃদে আনন্দ অপার ॥
পুরুষোত্তম গিয়া পুরী দেখি শ্রীচরণ।
প্রেমানন্দে পরমানন্দ পাইলা অনুপম ॥
রত্নাবলী গ্রন্থ ভেট দিয়া প্রভু-আগে।
পাঠ করি শুনাইলা বহু অনুরাগে ॥
পুরী প্রতি প্রভুর যে কৃপামৃতসিন্ধু।
জগ ভরি হয় যদি তার এক বিন্দু ॥
সব ধন্য হয় তবে তাপত্রয়ং যায়।
শুদ্ধ পরমানন্দ-প্রেমেতে ভাসায় ॥
বুঝি কভু তাঁর বিষ্ঠা কৃমি না জন্মিনু।
যে হেতুক হেন রত্নে বঞ্চিত হইনু ॥
দন্তে তৃণ করি পুরী গোসাঞির আগে।
কৃষ্ণদাস দীনহীন কৃপাদৃষ্টি মাগে ॥

শ্রীজ্ঞানদেবজী।

বণিক্ জাত্যংশে জন্ম শ্রীলজ্ঞানদেব।
ভক্তিবলে বশ কৈলা সেহ কৃষ্ণদেব ॥
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বেদ পড়য়ে পড়ায়।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গ্রামে ভর্ৎসন করয় ॥
শূদ্র হইয়াও বেদ কবহ পঠন।
তোর গৃহে কেহ নাহি করিব ভোজন ॥
এত কহি গ্রামে লোক কুটুম্ব বারণ।
করি দেওয়াইল কেহ না করে গ্রহণ ॥
সাধুর তাহাতে মাত্র কিছু খেদ নাঞি।
খেদ যে নির্ব্বোধ লোকে তত্ত্ব বুঝে নাঞি ॥
হরিদাসগণে অন-অধিকার কিসে।
বুঝাইতে হৈল নহে মরিবেক রিষে ॥
এতেক ভাবিয়া এক ভঞিষের গলে।
তুলসীর মালা আর তিলক দিলা ভালে ॥
গ্রামেতে লইয়া তারে ফিরায় পথে পথে।
শ্রুতিপাঠ করে ভৈঁস স্বয়ং পাড়ে সাথে ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ গ্রামের যতেক।
চমৎকার হৈল সভার জন্মিল বিবেক ॥
জ্ঞানদেব-চরণে আসিয়া সবে পড়ে।
অপরাধ লাগিয়া কম্পায়মান ডরে ॥

জ্ঞানদেব নম্রভাবে কহে মৃদুস্বরে।
নিবেদন করি কৃপা কর মোর তরে॥
হরির ভকত-চিহ্ন ভেকমাত্র হয়।
তাহা প্রতি কোপ নাহি কর মহাশয়॥
সর্ব্ব-অধিকারী সেই নাহিক সন্দেহ।
হরিভক্তিহীন বিপ্র সর্ব্বানর্হ সেহ॥
অতএব হরিভক্তি সর্ব্বচূড়ামণি।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা গুণ যাহার বাখানি॥
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমুখে যে আপনি কহিলা।
ভুবনপাবনী গীতা তুমি প্রকাশিলা॥
"অপি চেৎ সুদুরাচারো" ইত্যাদি।
"বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে" ইত্যাদি॥
অতএব হরিভক্ত পূজ্যেতে প্রবীণ।
যদ্যপিহ হয় সর্ব্ব 'সদাচার' হীন॥
বেদে অধিকার সর্ব্বযজ্ঞে অধিকার।
"যন্নামধেয়" শ্লোকে বিশেষ প্রচার॥
সারাৎসার হরিভক্তি বিপ্র কি চণ্ডাল।
এই নিষ্ঠা মোর হৃদে রহু জন্মকাল॥

শ্রীত্রিলোচনজী।

বণিক্‌কুলেতে জন্ম ত্রিলোচন নাম।
অনন্তভকতি কৃষ্ণচরণে নিষ্কাম॥
দয়ার্দ্র হৃদয় সদা বিষয়-বিরত।
বৈষ্ণব সেবন যাঁর ঐকান্তিক ব্রত॥
একস্ত্রী মাত্র ঘরে টহলিয়া নাঞি।
সেবাকার্য্য নাহি চলে উদ্বিগ্ন সদাই॥
ভকতবৎসল হরি উদ্বেগ দেখিয়া।
ছদ্মরূপে স্বয়ং আইসে হৈয়া টহলিয়া॥
অতি কৃশ মলিন মলিন ছিণ্ডা বস্ত্র।
নাহিক দ্বিতীয় বস্ত্র নাহি জলপাত্র॥
দ্বারে আসি বসি রহে কাঙ্গালের ন্যায়।
ত্রিলোচন সাধু তাঁরে দেখিয়া পুছয়॥
কে তুমি বসিয়া হেথা কি তব আশ্রয়।
ভিক্ষা যদি লহ আইস আমার আলয়॥
তেঁহ কহে কাঙ্গাল মুঞি নাহি পিতা মাতা
টহল বলয়ে যদি করি তবে তথা॥
অন্তর্যামী নাম মোর মোরে সবে জানে।
যার যে কর্ম্মের সনে মোরে ডাকি ভণে॥
চারি বর্ণ আশ্রমীর যার যে আশয়।
বুঝিয়া করিতে পারি যে কর্ম্মে লাগয়॥
ত্রিলোচন কহে তবে বেতন কি লবে।
তেঁহ কহে যত খাইতে পারি তাহা দিবে॥
কিন্তু কেহ মন্দ বাক্য কহিলে না রব।
তৎক্ষণাৎ উঠি যথা মনে লয় যাব॥
সাধু বলে ভাল ভাল মোর ঘরে রহ।
কেহ না কহিবে কিছু তোমারে দুঃসহ॥
বৈষ্ণব-সেবায় তারে নিযুক্ত করিল।
স্ত্রীর নিকটেতে হাত যুড়িয়া কহিল॥
লোকটী রাখিনু ইহায় প্রণয়ে রাখিবে।
সাবধান কোন মন্দ কথা না কহিবে॥
সে যে টহলিয়া সে তো প্রাকৃতিক নহে।
দেখিতে পুলকে দেহ পরম উৎসাহে॥
সাধু কিছু চিত্ত মর্ম্ম ভাবিয়া না পায়।
ইহারে দেখিতে কেনে অন্তর দ্রবয়॥
বস্তুশক্তি এমতি যাহার যে গুণ।
স্বাভাবিক প্রকাশয় অধিক বা ন্যূন॥
এইরূপে তের মাস ব্যতীত হইল।
একদিন স্ত্রী তাঁর পড়সীতে গেল॥
পড়সীর স্ত্রীর স্থানে কহে নিন্দা করি।
টহলিয়া রাখিল যে গো তারে আমি হারি॥
কত যে খাইতে পারে তার সীমা নাই।
তাহারে সকলি দিয়া আপনি না খাই॥
এইরূপে যবে তেঁহ অনেক কহিল।
দৈবাৎ টহলিয়া তাঁহা সকলি শুনিল॥
শুনিঞা তৎক্ষণাৎ বিভু অন্তর্দ্ধান হইল।
সাধু শোকাকুলি হঞা মূর্চ্ছিয়া পড়িল॥
তিনদিন উপবাস কিছু না খাইল।
আকাশবাণীতে প্রভু বৃত্তান্ত কহিল॥
টহলিয়া হই মুঞি ভক্ত-টহলিয়া।
ভক্তগণের টহল করি যে মুঞি গিয়া॥
তুমি যে করহ সেবা কিবা আস্বাদনে।
তাহা না হইল মোর জানিতে কারণে॥
বড়ই আস্বাদ বটে করিয়া জানিনু।
তোমার চরিত্রে বড় পিরীতি পাইনু॥
আমারে যে ভজে মাত্র তারে নাহি ভজি।
যে মোর ভকতে ভজে তারে নাহি তেজি॥
এত শুনি সাধু চিত্তে চমৎকার হৈল।
দুঃখিত হইয়া কিছু কহিতে লাগিল॥

মোরে কৃপা করিবে যদ্যপি মনে ছিলা।
তবে কেনে এমন করিয়া কদর্থিলা॥
ত্রৈলোক্য তোমার দাস দাসরূপে আইলে।
এ তো কৃপা নহে তব বঞ্চনা করিলে॥
সে যা হউ একবার দয়া করি মোরে।
দরশন দেহ যদি এ তব কিঙ্করে॥
তবে জানি তোমার করুণা ভৃত্য প্রতি।
তেঁহ কহে তোমার হৃদয়ে বসি নিতি॥
যখন ভাবিবে মোরে হৃদয়ে দেখিবে।
দেহান্তে আমারে তুমি নিশ্চয় পাইবে॥
অতএব বৈষ্ণব-সেবার যে মহিমা।
প্রকাশ হৈল ত্রিলোচনে যার সীমা॥
ত্রিলোচন-শ্রীচরণে শরণ লইয়া।
কৃষ্ণদাস মাগে বৈষ্ণবেতে ভক্তিধিয়া॥

শ্রীবল্লভাচার্য্য।

বল্লভ আচার্য্য নাম মহান্ পণ্ডিত।
গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত॥
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া।
স্থানে স্থানে স্বামীর টীকার দোষ দিয়া॥
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ স্থানে গেলা শুনাইতে।
আপন পৌরুষ মানি লাগিলা কহিতে॥
শ্রীধর স্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু।
তাহা দূষি সদর্থ স্থাপিনু মুঞি পহু॥
ইহা শুনি প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া॥
কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়।
ভ্রষ্টা করিয়া তাহার বেদেতে কহয়॥
এত শুনি আচার্য্য যে লজ্জিত হইয়া।
গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিল বসিয়া॥
প্রভু মোরে উপেক্ষা করিলা বলি মনে।
অভিমান করিয়া রহিলা সেই দিনে॥
সাধুর স্বভাব দ্বিজ বিচারিলা মনে।
ভাগবতটীকা কৈনু দম্ভের কারণে।
বিশেষত অন্তের উপরে দোষ দিনু।
কেবল আপন মাত্র গর্ব্ব প্রকাশিনু॥
প্রভু অন্তর্যামী মোর অন্তর জানিঞা।
খর্ব্ব করিবারে কহে ভঙ্গি উঠাইয়া॥
এত ভাবি দৈন্যভাবে প্রভুস্থানে গেলা।
শ্রীচরণে ধরি বহু মিনতি করিলা॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু আশ্বাস করিলা।
স্বতন্তর প্রভু এক লীলা প্রকাশিলা॥
আচার্য্যেরে লক্ষ্য করি সভার শাসন।
জানাইলা স্বামীর যে টীকা অনিন্দন॥
আচার্য্যের টীকা যেই অংশগ্রহ মত।
এক কর্ম্মে বহু কর্ম্ম সাধয়ে অদ্ভুত॥
আচার্য্য করিলা বহু জনের নিস্তার॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার॥
তাঁহার সন্তান গোকুলিয়া যে গোসাঞি।
উপাসনা বাৎসল্যেতে হেন আর নাঞি॥

শ্রীভক্তদাস রাজার।

ভক্তদাস নাম মহারাজ শুদ্ধমতি।
শ্রীরামচন্দ্রেতে অসাধারণ পিরীতি॥
এক বিপ্রস্থানে সদা রামায়ণ শুনে।
রাজার বিশেষ প্রেম বিপ্র ভাল জানে॥
সর্ব্ব লীলা-কথা কহে যথা স্রোত বহে।
সীতার হরণ কথা বিপ্র নাহি কহে॥
দৈবাৎ ব্রাহ্মণ কিছু পীড়িত হইল।
অন্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিতে লাগিল॥
রাজার প্রেমের তেঁহ স্বভাব না জানে।
উপস্থিত হৈল সীতাহরণ-আখ্যানে॥
রাবণ হরণ করি সীতা লৈয়া গেল।
শুনিতেই নৃপচিত্তে ক্রোধ উপজিল॥
নেজা তলোয়ার করি ঘোড়াতে চড়িয়া।
মার মার করিয়া ধাইল লম্ফ দিয়া॥
ক্রোধাবেশে ঘোড়া সহ সমুদ্রে পড়িল।
মৃত্যু না হইল প্রেমামৃতে রক্ষা কৈল॥
হরির চরণে যার প্রণয় সঞ্চরে।
কাল যে পালায় ভয়ে মৃত্যু ভাগে ডরে॥
সমুদ্র তথায় পূজা সম্মান-করিল।
রাজা ক্রোধে বলে রাবণিয়া কোথা বল॥
হেনকালে দয়াল শ্রীরামচন্দ্র আসি।
কোটি চন্দ্র জিনি সহ জানকী প্রেয়সী
মহাভাগ্যবান্ মহারাজার সম্মুখে।
দাণ্ডাইল ঝুকি হাসিয়া চন্দ্রমুখে॥

তথাচ সংবিৎ নাহি করে মার মায়।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধরিলেন কর॥
রাবণিয়া যেটারে যে বধিয়া জানকী।
আনিনু এখনি এই দেখ চন্দ্রমুখী॥
তখন চেতন পাইয়া সম্মুখে দেখয়।
চমৎকার-ত্রৈলোক্যমোহন রূপ হয়॥
অনিমিখে চাহি মনে বিতর্ক করয়।
এ কি অপরূপ রূপ চমৎকার হয়॥
নব-কাদম্বিনী সহ স্থির-সৌদামিনী।
কিংবা মত্ত-অলি সহ বিকচ নলিনী॥
কিংবা নীলকণ্ঠ সহ সোণার ভ্রমরী।
অথবা অঞ্জনপুঞ্জে হেমের গাগরি॥
নবঘনে উদিত বা শরদচন্দ্রিকা।
নবীন তমালে কিংবা স্বর্ণের লতিকা॥
এতেক শুনিয়া গলদশ্রুধারা বহে।
শতবার মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়য়॥
রামচন্দ্র কহেন যে বাঞ্ছা থাকে কহ।
ত্রৈলোক্যে সকলি দিব যাহা তুমি চাহ॥
তেঁহ কহে কি চাহিব তোমার অধিক।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহে ধিক্ ধিক্॥
এইরূপ রত্নযুগ আমার হৃদয়।
সদা ঝকমক করে করিয়া উদয়॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় মগ্ন যেন অনন্ত বিষয়।
থাকে নিরন্তর এই প্রার্থনা যে হয়।
প্রভু কহে তথাস্তু যে তাহাই হইবে।
এখন রাজত্ব কর পিছে মোরে পাবে॥
তবে কৃপা করি হরি নিজধাম গেলা।
পূর্ণমনোরথ রাজা গৃহেতে আইলা॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি যে প্রণতি।
যে সৌভাগ্য লাগি ব্রহ্মা শিব আছে ব্রতী

লীলা অনুকরণ।

শ্রীপুরুষোত্তম করে লীলানুকরণ।
নৃসিংহ হইল কেহ কেহ দৈত্যগণ॥
যে অনুকরণ যেই করে সেই সেই।
আবেশ অন্তরে হয় তার সাক্ষী এই॥
নৃসিংহ হইল যেহ হিরণ্যকশিপে।
উরূপরি নখে সত্য বিদারিল সত্যরূপে॥

হাহাকার করি সবে চমকিত হৈল।
যে মরিল তার পিতা আসিয়া ঘেরিল॥
তেঁহ কহে ছলে মোর পুত্রেরে মারিল।
কেহ কহে তা না হবে আবেশে বধিল॥
পিতা রাজা-স্থানে গিয়া নিবেদন কৈল।
রাজা চমকিত হৈয়া সবা বোলাইল॥
বৃত্তান্ত শুনিঞা রাজা মনে বিচারয়।
নরের নখেতে নর ফাড়া নাহি যায়॥
এ কথায় ইহার যে প্রতীত না হবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে লোকেতে বুঝিবে॥
তাহাবে কহিলা তুমি হও দশরথ।
যে মারিল তারে কহে হও রামবৎ॥
রাম বনে পাঠাইয়া দশরথ যথা।
প্রাণ তেয়াগিল কর অনুকরণ তথা॥
সেই অনুকরণ করিতে মাত্র সেই।
প্রাণ তেয়াগিল সত্য দশরথ যেই॥
অতএব কৃষ্ণ-রাম আদি বেশ করি।
লীলানুকরণ করে যে যে বেশ ধরি।
তাহ তে অবজ্ঞা কেহ কদাচ না কর॥
ভগবত-জ্ঞানে তাতে শ্রদ্ধা অনুসর।
তার সাক্ষী দেখ পূর্ব্বাপর বৃন্দাবনে।
রাসলীলা করে ব্রজবাসি-আদি গণে॥
রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া সেই যে বালকে।
পরমভকতি করি পূজে সব লোকে॥
তাহার অধরামৃত চরণামৃত লৈয়া।
কাড়াকাড়ি করি খায় পদার্থ ভাবিয়া॥
অতএব ঈশ্বর-আবেশ তাহে জানি।
ভকতি উচিত হয় ইষ্টসম মানি॥
লীলা-অনুকরণ অনাদিসিদ্ধ হয়।
অনিরুদ্ধ কৈলা উষা হরণ-সময়॥
গন্ধর্ব্বনর্ত্তনে দ্বারকায় কৃষ্ণচন্দ্র।
যাহা দেখি রসাবেশে হৈলা গৌর-ইন্দ্র॥
কিন্তু ভক্তজনের করয়ে রসাভাস।
কেহ কেহ যদি তারে করিবে উল্লাস॥

শ্রীরতিবন্ত বাই।

রতিবন্ত নামে এক বাই পুরুষোত্তমে।
বাল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি রমে॥

গ্রামেতে কোথাও শ্রীভাগবতপাঠ হয়।
তার পুত্র শ্রবণ করিতে নিত্য যায়॥
যেই যেই আখ্যান শুনয়ে তথা বসি।
সেই সেই কথা মাতাস্থানে কহে আসি॥
আনন্দিত হইয়া শুনয়ে পুত্রস্থানে।
আন দিন উদূখল বন্ধন আখ্যানে॥
শুনিয়া আসিয়া মাতা-নিকটে কহিতে।
মাতা তাহা শুনি নাবে প্রাণ ধরিতে॥
হা হা হেন সুকুমার কমলনয়নে।
কেমনে বান্ধিল রাণী দয়া নৈল মনে॥
ইহা কহি অচেতন হইয়া পড়িলা।
পড়িতেই অমনি প্রাণ ছুটি গেলা॥
হা হা কিবা ভাব কিবা প্রেম কিবা স্নেহ
বন্ধন করিলা শুনি তেজিলেন দেহ॥
হায় হায় হেন কবে সুদিন হইবে।
তাঁর পদরজে মতি কবে মোর হবে॥
তাঁহার চরণরজস্পর্শ অধিকার।
হেন সাধনে কবে হইবে আমার॥
কে হেন দয়াল আছে এই ত্রিভুবনে।
জানিলে শরণ লই তাঁহার চরণে॥
প্রাণ নিকাশিয়া দেই যদি তেঁহ চায়।
যদি পাই সেই প্রেমসিন্ধুর এক কণ॥
হৃদয়-মাণিক হরে যাহাবে ধরিনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
সাধ্যে উপায়-সম যে আশ্রয় কৈনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
নারায়ণ-কৃপাবলে যে পদ পাইনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
সর্ব্ববেদসার যেই শাস্ত্রে যে শুনিনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
জাহ্নবীর পশ্চিমদিশাতে মণিহার।
তাহার মধ্যে যে শোভে গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥
নিবেদন তাঁর পদে দন্তে তৃণ ধরি।
যদি কৃপা করে সেই শ্রীচৈতন্য হরি॥
তবে এই সুদৃঢ় দুর্ম্মতি-সিন্ধু পার।
হই নহে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥
তেঁহ যদি কৃপা করি কটাক্ষ করয়।
তবে কৃষ্ণদাস দীন কৃতকৃত্য হয়॥

শ্রীপুরুষোত্তমবাসী মহারাজ।

শ্রীপুরুষোত্তমে রাজা পুরুষোত্তম ভক্ত।
একান্তনৈষ্ঠিক শ্রীচরণে অনুরক্ত॥
তাঁহার সৌভাগ্য কিছু কহা নাহি যায়।
যাঁর ছিন্নহস্ত সোনা শ্রীঅঙ্গে পরয়॥
রাজার একান্ত-ভক্তিনিষ্ঠা বিবরণ।
বিস্তারি কহি যে শুন অপূর্ব্ব কথন॥
এক দিন রাজা পাশক্রীড়াতে আছয়।
পাণ্ডা মহাপ্রসাদ হস্তে আইলা তথায়॥
মহাপ্রসাদ দিয়া নৃপে আশীর্ব্বাদ কৈল।
অন্যমনস্ক রাজা বাম হস্তেতে নিল॥
পশ্চাৎ জানিয়া কৈল জিহ্বায় দংশন।
হা হা মুঞি কি কাজ করিল অলক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ বস্তু যে মহাপ্রসাদ।
বামহস্তে লৈনু কৈনু বড়ই প্রমাদ॥
এই অপরাধ জন্য এই দুই হস্ত।
ছেদন করিতে হয় অবশ্য প্রশস্ত॥
এত ভাবি নিজভৃত্য জল্লাদগণেরে।
নিজহস্ত কাটিবারে কহে বারে বারে॥
যোড়হস্ত করিয়া তাহারা যায় দূরে।
ভৃত্য কি প্রভুর হস্ত কাটিবারে পারে॥
কেহ যদি না কাটিল কৈল কিছু যুক্তি।
কহে মোহ ঘরে এক প্রেত আইসে নিতি॥
গবাক্ষের দ্বারে হস্ত বাড়ায় বাহিরে।
কি জানি কি কর্ম্ম কিছু নাহি বুঝিবারে॥
এইমত সিপাইগণেরে বুঝাইয়া।
খড়্গহস্তে সেইখানে রাখে নিয়োজিয়া॥
যখন বাড়াবে হস্ত কাটিয়া ডারিবে।
তবে মোর প্রেত হৈতে বিঘ্ন দূরে যাবে॥
এতেক কহিয়া রাজা শয়ন করিল।
মধ্যরাত্রে উঠি তথা হাত বাড়াইল॥
রাজার কহন্ত-মতে প্রেতজ্ঞান করি।
রাজার যে বাম হস্ত কাটে চোট মারি॥
দয়াল শ্রীজগন্নাথ রাজার চরিত্র।
দৃঢ়নিষ্ঠা ভক্তি রতি আশয় পবিত্র॥
জানিঞা দয়ার্দ্র হিয়া কহে ভৃত্যগণে।
রাজার যে ছিন্নহস্ত আনহ যতনে॥
আমার বাগিচামধ্যে গাড়িয়া রাখহ।
প্রতিদিন তাহে জল সেচন করহ॥

প্রভুর যে আজ্ঞা সেইমত আচরিল।
সেই হস্ত সোনা নামে বৃক্ষ উপজিল॥
অপূর্ব্ব সৌরভ তার সুন্দর-দর্শন।
পবিত্র সুসেবা যে শ্রীঅঙ্গ-আভরণ॥
অতি প্রিয়তম করে আপনি ভোটন।
অদ্যাপি বার্ষিক-যাত্রা দমন-ভঞ্জন॥
রাজার যেমন হস্ত হইল তেমতি।
বিভু কৃপা কৈলে তার কিসে অনির্বৃত্তি॥
সেই মহারাজার দাসের অনুদাস।
কৃষ্ণদাস জন্মে জন্মে করে অভিলাষ॥

শ্রীকরমা বাই।

মাড়োয়াড় দেশীয় শ্রীজগন্নাথভক্ত।
করমা বাই নামেতে জগতে আছে ব্যক্ত॥
যাহার খিচুড়ি হরি খাইয়া পিরীতে।
করমা-বাই খিচুড়ি যে অদ্যাপি বিদিতে॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্বকথন।
হরিভক্তসাধুগণ-শ্রবণরঞ্জন॥
বাইজী প্রভাতে উঠি না ধুইয়া মুখ।
খিচরায় পাক করে মনে বড় সুখ॥
আদরক মরিচ হিং বহু ঘৃত দিয়া।
রন্ধন করয়ে অন্ন অমৃত জিনিয়া॥
চুলা চৌকা নাহি দিয়া সেইখানে ঢালি।
ভোগ লাগাইয়া বাই আনন্দ-আকুলি॥
জগন্নাথ আসি তাহা করেন ভোজন।
তেন তৃপ্ত আর কোন দ্রব্যে নাহি হন॥
একদিন এক সাধু বৈরাগী আসিয়া।
অতিথি হইলা শুদ্ধ চরিত্র জানিঞা॥
রতিপ্রেম-সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দেখিলা।
কিন্তু এক রীত দেখি কিছু ক্ষোভ হৈলা॥
স্নানাদি না করি পাক করি ভোগ দেয়।
ইহাতে তো কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত না জন্মায়॥
এত ভাবি বাইজীকে কহে কিছু নীত।
আচারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা যে উচিত॥
প্রাতে চুলা চৌকা মুখ প্রক্ষালন স্নান।
করিয়া পাকাদি করি কৃষ্ণে নিবেদন॥
করহ নতুবা অপরাধ যে জনম।
ভজনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত নাহি হয়॥

এত শুনি করমা-বাই-জীউ ঠাকুরাণী।
কহয়ে যেরূপ আজ্ঞা করিলা আপনি॥
সেইমত আচার করিয়া ভোগ দিব।
স্ত্রীজাতি মুঞি না জানি কি মত করিব॥
পরদিন সেইমত আচার করিল।
ভোগ লাগাইতে দুই প্রহর চড়িল॥
অধিক বেলাতে জগন্নাথ খাওয়াইল।
মনক্ষোভ হৈল সুখ না জন্মিল চিত॥
খিচুড়ি খাইতে জগন্নাথ আসি বৈসে।
হেথা শ্রীমন্দিরে ভোগ লক্ষ্মী পরিবেশে॥
আচমন না করিয়া তড়িঘড়ি গিয়া।
মন্দিরে বসিলা প্রভু ভোজন লাগিয়া॥
হস্তে মুখে খিচুড়ি যে লাগিয়াছে দেখি।
সেবকগণেতে তবে কহয়ে চমকি॥
কহ প্রভু কোথায় খিচুড়ি খাইলে গিয়া।
কোন্ ভাগ্যবান্ গৃহে চরণ অর্পিয়া॥
সফল করিলে কার মানবজনমে।
বুঝিলাম সেই ধন্য এ তিন ভুবনে॥
তবে প্রভু আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে।
নিত্য মুঞি যাই করমা বাইর সদনে॥
অপূর্ব্ব খিচুড়ি করি প্রণয় পূর্ব্বক।
খাওয়ায় আমারে তাহে বড় পাই সুখ॥
নিত্য খাওয়াইত মোরে সকাল করিয়া।
অমুক বৈরাগী গিয়া সুযুকতি দিয়া॥
নীত শিখাইল তারে আচার করিতে।
সে হেতু বাড়য়ে বেলা দুঃখ পাই তাতে॥
বেলা হৈলে ক্ষুধা লাগে দ্বিতীয় এখানে।
প্রস্তুত সময় যাইতে হয় সেইখানে॥
সেখানে সুস্বাদু আর বাইয়ের পিরীতে।
ছাড়িতে না পারি হয় একান্ত যাইতে॥
সেথা হেথা ছুটাছুটি না পারি করিতে।
অতএব তার কাজ নাহি আচারেতে॥
পূর্ব্বেতে যেমন করি ভোগ লাগাইত।
তেমতি করিয়া করে তাহে মুঞি প্রীত॥
আহা কি আশ্চর্য্য দেখ কৃষ্ণ যার প্রীত।
তাহার মহিমা বেদ-বিধি-অবিদিত॥
কোটিগঙ্গাতুল্য সেই সুপবিত্র হয়।
তার সাক্ষী দেখ যে জগন্নাথ কহয়॥
অপেক্ষা না কৈল শুচি পিরীতি পাইল।
যেহেতুক পিরীতিপূর্ব্বক খাওয়াইল॥

অতএব পিরীতি যাহার দেহে হয়।
বেদবিধিবিচারকিঙ্কর সেই নয়॥
প্রভুর আদেশ শুনি তাঁর হইল।
বাইজীর স্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল॥
বাইজী শুনিঞা মহা আনন্দে ভাসিল।
বিকার সাত্ত্বিক অষ্ট শরীর হইল॥
পূর্ব্ববৎ প্রাতে উঠি খেচরান্ন করি।
জগন্নাথে ভোগ দেয় প্রেমানন্দে ভরি॥
আচার করিতে যে বৈরাগী যুক্তি দিলা।
বিশেষ বৃত্তান্ত শুনি ভয়েতে কাঁপিলা॥
ভুঞ্জিতে বাইজীস্থানে গমন করিয়া।
দণ্ডবৎ করি কহে দুহস্ত যুড়িয়া॥
তোমার মহিমা আর প্রভুর আশয়।
আমি কি জানিব ছার কিসে কিবা হয়॥
তোমারে কহিনু মুঞি আচার করিতে।
তাহাতে পাইয়া দুঃখ ক্রোধ হৈল চিতে॥
অতএব আচয়ে তোমার যে নিয়ম।
সেইমত কর তাহে না কর হেলন॥
সেই যে করমা বাই নামে অদ্যাপিহ।
খিচুড়ি লাগিয়ে ভোগ স্বর্ণথালী দেহ॥
হে কে শ্রীকরমা বাই কৃপাদৃষ্টি কর।
কলিভবমগ্ন জীবের উপায় বিস্তার॥
শ্রীচরণ শিরে ধর আপন গুণেতে।
অযোগ্য হইব তবে বিচার করিতে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীভাবুকব্রাহ্মণাদি-ভক্ত
চরিত্রবর্ণনং ত্রয়োদশ-মালা॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ মালা।

—•—

শ্রীশিলাপিল্লাসেবিরাজকন্যাদি চরিত্র বর্ণন।

শ্রীশিলাপিল্লাসেবিকন্যাদ্বয়।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
বিষ্ণুকাঞ্চি[illegible] দ্রবিড়-আশয়।
এক রাজা আর এক অধিকার হয়॥
দোঁহাকার এক গুরু নিকট আলয়।
দুই কন্যা দোঁহাকার চমৎকার হয়॥
তাহা দোঁহার গুণ কিছু কীর্ত্তন করিব।
দুর্ম্মতি-কালসর্প-বিষ আপনা ঝাড়িব॥
দুই কন্যা সখ্যভাব অলপ বয়স।
গুরুগৃহে থাকিতেই সদাই আবেশ॥
একদিন খেলিতে খেলিতে গেলা তথা।
বসিলেক গিয়া গুরু পূজা করে যথা॥
আচার্য্যব্রাহ্মণঘরে অনেক ঠাকুর।
শালগ্রামনামা চক্র শ্রীমূর্ত্তি প্রচুর॥
দুয়ারে বসিয়া দুটী কন্যা জিজ্ঞাসয়।
ইঁনি বা কে উনি বা কে পূজিলে কি হয়॥
গোসাঞি শুনিয়া তাহা হাসিতে হাসিতে।
ঠাকুরতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব লাগিলা কহিতে॥
সাধু কৃপা কিংবা পূর্ব্বের সংস্কারে।
যতেক কহিলা গোসাঞি পশিল অন্তরে॥
কহে মোদিগের দুটী ঠাকুরকে দেহ।
মোরা সেবা করিব কোন্ দুটী দিবে কহ॥
গোসাঞি কহেন কেন বাক্য নাহি কহ।
এখন বালক বড় হইলে করিহ॥
মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া দিব বিধিমতে।
ঠাকুরসেবার যোগ্য হইবে যাহাতে॥
মন্ত্রগ্রহণের কথা যবে সে শুনিল।
মন্ত্র মন্ত্র করি পুন তাহাই ধরিল॥
ঠাকুর মন্ত্রের লাগি কাঁদিতে লাগিলা।
গোসাঞি সে এক মহা আপদে পড়িলা॥
আজি ঘরে যাও কালি দিব যে কহিয়া।
ভোক দিয়া পাঠাইলা সান্ত্বনা করিয়া॥
গোসাঞি অন্তরে কিছু করিলা যুকতি।
শিলাপুত্র দুটী আনি রাখিলেন তথি॥
কুঙ্কুম-চন্দন-পুষ্প-তুলসী-ভূষিত।
করিয়া রাখিলা তথা ঠাকুর সহিত॥
পরদিন দুই কন্যা আইলা তথায়।
ঠাকুর দেহ মন্ত্র দেহ বলিয়া কান্দয়॥
গোসাঞি কহেন দিব ঠাকুর আর মন্ত্র।
আইসহ কেন কান্দ লও হও শান্ত॥
এত কহি সেই দুই শিলাপুত্র দিলা।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে কহিলা॥
নামামৃত শ্রবণমাত্রেতে মগ্ন হৈল।
আর কিছু নয় সেই বালিকার ভেল॥

শিলাপুত্র নাহি জানে ঠাকুর জানিঞা।
গদগদ ভাব হৈল হৃদয়ে ধরিয়া॥
জিজ্ঞাসয় ঞিহার কি নাম গোসাঞি।
শিলাপিল্লা নাম কৃষ্ণচন্দ্র যে সে এই॥
শিলাপিল্লা শিলাপুত্র একুই যে অর্থ।
বালকে ভুলায় ঠাকুর বলি অযথার্থ॥
বালক স্বভাব হয় তর্ক নাহি মনে।
সুদৃঢ় বিশ্বাস হৈল গুরুর বচনে॥
দুই জন দুই শিলা লইয়া সেবয়।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র হৃদয়ে জপয়॥
সেবয়ে সদাই জ্ঞান করি নিজ ইষ্ট।
ক্রমে ক্রমে হৈল তাহে বিপরীত বর্দ্ধিষ্ঠ॥
অন্য কর্ম্ম আহার নিদ্রাদি দেহ চেষ্টা।
সব দূরে গেল হৈল ভক্তমধ্যে শ্রেষ্ঠা॥
শিলপিল্লা প্রাণধন শিলাপিল্লা রত্ন।
অন্য কথা নাহি অন্য ধনে নাহি যত্ন॥
রাজার কন্যার স্বামী গৃহে লইবারে।
সদা লোক পাঠায় না চাহে যাইবারে॥
পুনর্ব্বার স্বামী তার আপনি আসিয়া।
অনেক যতন করি চলিলা লইয়া॥
পেটারিতে ভরি প্রিয় শিলপিল্লা লৈল।
বক্ষঃস্থলে করি তুলি আরোহণ কৈল॥
স্বামী তার কহে কিছু দূরেতে যাইয়া।
বৃথাই কেনে বা মর পাথর পুজিয়া॥
ভুলাইয়া গোসাঞি পাথর আনি দিল।
আমার বচন শুন টান মারি ফেল॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহে সে কথা না শুনে।
বজ্রাঘাততুল্য সেই বাক্য করি মানে॥
জোরাবরি স্বামী তার পেটারি সহিতে।
টান মারি ফেলি দিল পুষ্করণীজলেতে॥
হাহাকার করি তেঁহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
শিলাপিল্লা শিলাপিল্লা করিয়া ফুকারে॥
স্বামী তার মূঢ়মতি মর্ম্ম নাহি জানে।
লইয়া চলিয়া গেলা আপন ভবনে॥
তথায় যাইয়া কন্যা অন্ন নাহি খায়।
শিলাপিল্লা বলিয়া মাত্র রোদন করয়॥
শাশুড়ী ননদ আর পড়ুসী যতেক।
আসিয়া বেড়িল আর ইতর শতেক॥
সকলেই কহে বধূ এত শোকাকুল।
হইয়া কান্দয়ে কেনে পড়িয়া আথালি॥

শিলাপিল্লা বলিয়া ডাকে ইহার কি অর্থ।
দাসীগণ কহে আদ্যোপান্ত যে যথার্থ॥
শিলাপিল্লা ঠাকুর যে ঞিহার প্রাণসম।
পতি জলে ডারি দিলা বুঝিয়া বিষম॥
এত শুনি তার সাত পুত্ত্রেরে ডাকিয়া।
বহু অনুযোগ কৈলা আক্রোশ করিয়া॥
লোক পাঠাইল সেই পুষ্করণী যথায়।
খুঁজিয়া পেটারি সহ তুলিয়া আনয়॥
বধূর নিকটে দিলা পেটারি লইয়া।
আঁকু পাঁকু করি হৃদে ধরয়ে উঠিয়া॥
দরিদ্রের হারাধন যেমন মিলয়।
মৃতদেহমধ্যে যেন পুন প্রাণ পায়॥
তেমতি আনন্দ হিয়া সেবাদি করিল।
তাহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল॥
সেই শিলা হৈতে কৃষ্ণ দরশন দিল।
নিষ্ঠা যে সভার মুগ কাঁচে সোণা হৈল॥
কৃষ্ণনাম আকর্ষণী হৃদয়ে পশিল।
পিরীতি যে বশীকার তাহে বশ হৈল॥
পুন জমিদারের কন্যার কথা শুন।
আইমনি শিলাপিল্লা প্রতি পিরীত যে ঘন॥
দুই ভ্রাতা তাঁর দুই গ্রামেতে বৈসয়।
অপ্রণয় সদাই লড়াই যুদ্ধ হয়॥
যুদ্ধে বড় ভ্রাতা ছোট ভ্রাতার ঘর-দ্বার।
লুঠিয়া লইয়া গেলা যে ছিল তাঁহার॥
তাহার সহিত শিলাপিল্লা ঠাকুর লঞা গেলা।
ঠাকুর বলিয়া শ্রীমন্দিরেতে রাখিলা॥
হেথা কন্যা শোকাকুলি শিলাপিল্লা লাগিয়া।
উচ্চৈঃস্বর করি কান্দে ভূমে লোটাইয়া॥
অন্য লোকে কহে বৃথা কান্দ কেনে মাতা।
তোমার ত ভাই সে না যাহ কেনে তথা॥
তথায় যাইয়া শিলাপিল্লা থাকে যথা।
যাইয়া আনিবে ইথে কি আছে অন্যথা॥
এতেক শুনিঞা বড়-ভ্রাতা-গৃহে গিয়া।
কান্দিয়া পড়িল তথা আছাড় খাইয়া॥
তটস্থ হইলা সবে জিজ্ঞাসা করয়।
কেনে কান্দ বলি আসি ধরিয়া উঠায়॥
তেঁহ কহে মোর দেহ হৈতে প্রাণ নিলা।
শিলাপিল্লা রত্ন ধন কাড়িয়া আনিলা॥
বিশেষ জানিঞা সবে কহয়ে তাহারে।
বাছিয়া লহগা চল ঠাকুর-মন্দিরে॥

মন্দিরে যাইবামাত্র শিলাপিল্লা আপনি।
হৃদয়ে আসিয়া লাগে তার গুণগণি ॥
তাহার নিষ্ঠাতে কৃষ্ণ সেইরূপ হৈলা।
পিরীতে তাহারে রিঝি আপনার সঁপিলা ॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
কৃষ্ণদাস মাগে এক বিন্দু যে তাহার ॥

শ্রীভক্তনিষ্ঠ রাজা।

ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজা বিজ্ঞতম।
বৈষ্ণবে একান্ত রতি নাহি যার সম ॥
বৈষ্ণবের ভেক ধরি দুই চারি চোর।
চুরির সন্ধানে গেলা রাজার গোচর ॥
ভক্তিভাবে রাজা পাদ প্রক্ষালন করি।
সেবা করি বসাইলা পর্য্যঙ্ক উপরি ॥
অন্দরে লইয়া রাণীগণে আজ্ঞা দিল।
চরণ সেবন করি শুশ্রূষা করিল ॥
রাত্রি যবে গৃহবাসী সবে নিদ্রা গেলা।
উঠিয়া রাণীর তবে গলে ছুরি দিলা ॥
মারিয়া রাণীর অঙ্গের গহনা লইয়া।
চলিয়া যে দস্যুগণ আনন্দিত হিয়া ॥
যাইতে যে পথ না পায় ধর্ম্মের এই কর্ম্ম।
সারারাত্রি ফিরি বুলে নাহি বুঝে মর্ম্ম ॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখি দাস-দাসীগণ।
রাণীর মরণ আর দস্যুর করণ ॥
হাহাকার করি দস্যুগণেরে ধরিয়া।
রাজার নিকটে গেল বন্ধন করিয়া ॥
রাজা দেখি হাহাকার করিয়া কহয়।
বৈষ্ণবেরে বান্ধে এ কি সর্ব্বনাশ হয় ॥
ভৃত্যগণ কহে মহারাজ নিবেদন।
বৈষ্ণব না হয় এই হয় দস্যুগণ ॥
রাণীরে মারিয়া বস্ত্র অলঙ্কার লইল।
চোরগণ বৈষ্ণবের ভেক ধরি আইল ॥
তথাপিহ রাজা কহে আরে ছাড় ছাড়।
মূর্খগুলা কহে বৈষ্ণবেরে চোরভাড় ॥
রাণীর কর্ম্মেতে ছিল নিজ দোষে মৈলা।
না বুঝিয়া তোমরা বৈষ্ণবে দুঃখ দিলা ॥
ক্রিয়া-সভায় পাদোদক লইয়া খাওয়াও।
এখনি বাঁচিবে রাণী মোর বাক্য লও ॥
এত কহি পাদোদক লৈয়া মুখে দিতে।
বাঁচিয়া উঠিল রাণী চাহে চারিভিতে ॥
বৈষ্ণবগণেরে রাজা বহুধন দিয়া।
বিদায় করিল স্তব করিয়া তুষিয়া ॥
দস্যুগণ তাহা দেখি বিবেক হইল।
বৈষ্ণবের ভেকমাত্র আমরা করিল ॥
তাহার মহিমা এই দেখিনু সাক্ষাতে ॥
মৃতক জীবন পাইল চরণ-ধউতে ॥
এতেক ভাবিয়া তারা বৈষ্ণব হইল।
সাধুসঙ্গ-লাভ মাত্র সেই রঙ্গ পাইল ॥
রাজার আশ্চর্য্য দেখ বৈষ্ণবে বিশ্বাস।
কে বুঝিবে মর্ম্ম যাথে হরির বিলাস ॥
সেই রাজা সেই দস্যুগণের চরণ।
ধূলিকণ কৃষ্ণদাস করয়ে প্রার্থন ॥

অন্য ভক্তনিষ্ঠ রাজা।

হরিভক্ত এক মহারাজা ভক্তসেবী।
উদারচরিত্র যে শাস্ত্রজ্ঞ মহাকবি ॥
দৃঢ়ব্রত ভক্তিমার্গে বৈষ্ণবে পিরীতি।
এক ভক্তরাজ আসি হইলা অতিথি ॥
পাদ ধৌত আদি করি আসন ভূষণ।
ভোজন করায়া কৈল অনেক স্তবন ॥
বৈষ্ণবের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজন।
রাণীর সহিতে হৈল প্রণয়ে মগন ॥
বৈষ্ণব বিদায় হইয়া চাহে যাইবারে।
কিছুকাল রহ রাজা কহে বারে বারে ॥
এইমত বৎসরেক বৈষ্ণব রহিলা।
পুন আর নাহি রহে কোমর বান্ধিলা ॥
রাজা প্রাণ তেজিবারে উদ্যুক্ত হইলা।
রাণী উৎকণ্ঠায় এক যুক্তি ঠাহরিলা ॥
অনেক বিনতি করি কহিলা বৈষ্ণবে।
আজ দিন রহ কালি সকালে যাইবে ॥
বহু উপরোধে সাধু সেদিন রহিলা।
রাত্রে নিজপুত্রে রাণী বিষ খাওয়াইলা ॥
মরিল নন্দন প্রাতে কান্দিয়া উঠিলা।
অন্তঃপুরে রোদনের ধ্বনি উথলিলা ॥
প্রাতে সাধু চলিবারে উদ্যোগ করিতে
দাসী গিয়া কহে কিছু রাণীর প্রেরিতে।

মহাশয় রাজার যে পুত্রটী মরিল।
কান্দিয়া আকুল রাণী এই দশা হৈল॥
দুই চারি দিবস থাকিলে ভাল হয়।
স্বতন্তর ইচ্ছা তব যেবা মনে লয়॥
বৈষ্ণব ভাবেন মনে এতেক প্রণয়।
বিপদসময় যাওয়া উচিত না হয়॥
বিবেচনা করি পুন কোমর খুলিলা।
রাজা রাণী মনে মহা আনন্দিত হৈলা॥
অন্তঃপুরে গেলা রাজা সান্ত্বনা করিতে।
দেখে গিয়া রাণী বসিয়াছে আনন্দিতে॥
সাধু কহে এ তো তব আহ্লাদের কাল।
নহে যে তথাপি দেখি আনন্দ উথাল॥
হর্ষে তবে কহে রাণী সব বিবরণ।
বিষ খাওয়াইনু পুত্রে তোমারি কারণ॥
পাদোদক দেহ পুত্র বাঁচিবে এখনি।
কৃপা করি দিন কথো থাকহ আপনি॥
পাদোদক লইয়া বালকে যবে দিলা।
নিদ্রাভঙ্গ হইতে যেন চমকি উঠিলা॥
বিশেষ শুনিঞা আর বিশ্বাস দেখিয়া।
সাধুর আশ্চর্য্য হৈল চমকিত হিয়া॥
বিচার করি[illegible]মনে এ হেন সৎসঙ্গ।
সদাই যাহা[illegible]মে কৃষ্ণকথারঙ্গ॥
ইহা ছাড়ি অধিক কি লাভে কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব॥
রাণীরে কহেন তব এ হেন সদ্গুণ।
পুত্রে বিষ খাওয়াইলা বৈষ্ণবকারণ॥
বৈষ্ণব চরণ মৃতে এতেক বিশ্বাস।
শ্রীকৃষ্ণচরণ তব অন্তরে বিলাস॥
তোমা হেন সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব॥
শুনিতে শুনিতে রাণী আনন্দসাগরে।
মগ্ন যে বৈষ্ণব থাকিবেন শুনি ঘরে॥
রাজন বৃত্তান্ত সব বিশেষ শুনিয়া।
রাণীরে প্রশংসে বহু গদগদ হিয়া॥
বৈষ্ণব থাকিল বলি উৎসাহ হইল॥
খয়রাত করিল নহবত বসাইল॥
অতএব কি আশ্চর্য্য বৈষ্ণব পিরীতি।
কিবা সুচরিত্র নিষ্ঠা কিবা ভক্তিরীতি॥
আমরা অভাগ্যবন্ত জন্ম অকারণ।
শিশ্নোদরপরা মাত্র বৃথাই জীবন॥

হে হে মহারাজ-রাজ হে হে মহারাণী।
এ দুর্গন্ধ জনে অবলম্ব দেহ পাণি॥
তবে সে নিস্তার পাই নহে কদাচন।
সাগরে ডুবিয়া মরে কিঙ্কর যে তব॥

শ্রীমামা-ভাগিনা-দ্বয়।

মাতুল ভাগিনা দুই অদ্ভুতচরিত্র।
দোঁহে কৃষ্ণভক্ত সম দোঁহে দোঁহা-প্রীত॥
দক্ষিণদেশেতে রঙ্গনাথ নাম হরি।
জানয়ে সবাই যে প্রসিদ্ধ জগ ভরি॥
তাঁহার মন্দির না দেখিয়া দুঃখ মনে।
হইল একান্ত রাগ মন্দির-কারণে॥
ভ্রমণ করিয়া কোথাও সুযোগ না বনে।
সন্ধান করিলা এক ভাবিয়া দুই জনে॥
সেবরা-গণের সেবা পরশমণির।
সূর্য্যের আকৃতি যেন কিরণ শরীর॥
যদ্যপি সেবরা-সঙ্গ নহে যে কর্ত্তব্য।
তথাচ রাগের ধর্ম্ম মানে করি লভ্য॥
কপটে সেবক গিয়া হৈল সেবরার।
পর্শমণি-মূর্ত্তি করি চুরির বিচার॥
পরামর্শ করি দোঁহে সেবরা নিকটে।
সেবক হইলা গিয়া করিয়া কপটে॥
সেবরা অবেদবাদী যদ্যপি অগ্রাহ্য।
সেবক হইলা তাহে যদ্যপি অপূজ্য॥
চুরিবৃত্তি যদ্যপিহ অধর্ম্মের কর্ম্ম।
এ সকল যদ্যপিহ বিপর্য্যয়-ধর্ম্ম॥
তথাপিহ শ্রীকৃষ্ণেতে দৃঢ় অনুরাগে।
কৃষ্ণসুখ হেতু লঞা যায় অন্তমার্গে॥
কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।
না থাকে বিচার মাত্র কৃষ্ণসুখ লভ্য॥
কৃষ্ণের যাহাতে সুখ এই মাত্র জানে।
রাগের স্বভাব লোকধর্ম্ম নাহি মানে॥
ইহার সিদ্ধান্ত যে কহয়ে ভাগবতে।
তদর্থে যে পাপ সেহ ধর্ম্মের নিমিত্তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে॥

আমার জন্য কৃত পাপও ধর্ম্ম বলিয়া কল্পিত হয়।

কথোক দিবস থাকি সেবরার স্থানে।
মণিমূর্ত্তিচুরির সদা করয়ে সন্ধানে॥
কোনমতে অবকাশকাল নাহি পায়।
মন্দির-উপরে এক যুগল আছয়॥
উপরে চড়িয়া গিয়া কলস খসায়।
তাহাতে হইল পথ লইতে উপায়॥
মন্দির-ভিতরে মামা পরশ লইল।
ভাগিনা উপরে চড়ি রজ্জু ডারি দিল॥
রজ্জু ধরি উঠি সেই কলস ঢুকরে।
বগলে লাগিয়া গেল দুই দিকে না সরে॥
ভাগিনার হাতে সেই পর্শমণি দিয়া।
কহয়ে আমার লও মস্তক কাটিয়া॥
নতুবা প্রভাতে মোরে দেখিয়া চিনিবে।
অভিলাষ মনের যে কর্ম্ম না হইবে॥
তুমি শীঘ্র যাই কর রঙ্গনাথালয়।
সুন্দর করিয়া বানাইবে সুখময়॥
ভাগিনা কহয়ে তব মস্তকচ্ছেদন।
তেঁহ কহে মোর কভু নাহি সরে মন॥
কেমতে করিব মোর মাথা মুক্তি কাটিবারে।
কহিতেছি তাহে তব কি দুঃখ অন্তরে॥
তবে শির কাটি তার ভাগিনা লইলা।
বানাইতে মন্দির রঙ্গনাথেরে চলিলা॥
যাইয়া তথায় দেখে মামা রহিয়াছে।
মন্দির বানানে কারখানা লাগিয়াছে॥
এত অনুরাগ যার শ্রীকৃষ্ণচরণে।
তার কি মরণ আছে এ তিন ভুবনে॥
মামা আর ভাগিনাতে কোলাকুলি করি।
মুচকি হাসয়ে দোঁহে সঙরি সঙরি॥
শ্রীমন্দির বনিলা যে অতিশয় স্থুল।
অদ্যাপিহ হয় যার নাহি সমতুল।
তাঁহার চরণে করি প্রণতি বিস্তর।
মহামোহরোগের যাহাতে প্রতিকার॥

মহারাজ হংসপ্রসঙ্গ।

দেহে কুষ্টব্যাধি এক রাজার হইল।
এক চিকিৎসক আসি রাজারে কহিল॥
ঔষধ করিব রাজহংসপিত্ত দিয়া।
মানস-সরোবর হৈতে আনহ ধরিয়া॥
ব্যাধগণে রাজা আজ্ঞা দিল হংস লাগি।
ব্যাধে দেখি অন্যত্র উড়িয়া যায় ভাগি॥
না পাইয়া ব্যাধগণ খেদিত হইল।
কেহ এক উপায় যুকতি কহি দিল॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি পুন যাহ সবে।
ধরিতে পারিবে হংস উড়িয়া না যাবে॥
এত শুনি বৈষ্ণবের ভেক সবে কৈল।
বৈষ্ণব দেখিয়া হংস নাহি পলাইল॥
মানসরোবর-হংস অপ্রাকৃতিময়।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস তার স্বাভাবিক হয়।
অবিশ্বাসী কর্ম্ম কৈল দুষ্ট ব্যাধগণ।
ধরিয়া লইয়া গেল রাজার সদন॥
বৈষ্ণবের বেশ ব্যাধগণের দেখিয়া।
অন্ত্যোপান্ত সব রাজা বৃত্তান্ত শুনিঞা॥
আপনা ধিক্কার করি ক্ষোভিত হইলা।
বৈদ্য হংস নাহি ছাড়ে বধে প্রবর্ত্তিলা॥
রাজার বিবেক হৈল ভগবানের দয়া।
হংস ছাড়াইতে প্রভু কৈলা কিছু মায়া॥
উপযুক্ত এক বৈদ্য তাহার হৃদয়।
প্রেরণ করিলা গেলা রাজার সভায়॥
ঔষধাদি দিয়া ব্যাধি শীঘ্র ভাল কৈলা।
পিঞ্জিরা হইতে হংস ছাড়া[illegible]লা॥
ব্যাধগণ বৈষ্ণবের ভেকমাত্র কৈল।
ভেকের মহিমা দেখ দ্রব্য প্রসবিল॥
ব্যাধগণের মন তখন নির্ম্মল হইল।
আপনা-আপনি কিছু বিচার করিল॥
ভেকমাত্র কৈনু মোরা বৈষ্ণব আভাস।
তাহাতেই হৈল পশুপক্ষীর বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবের না জানি কেমন মহিমা॥
চল ভাই নীচকর্ম্মে সব দেহ ক্ষেমা।
কার ঘর কার দ্বার কেবা কার হয়।
ছাড়ি সব চল করি কৃষ্ণের আশ্রয়॥
এতেক বিচার করি বৈষ্ণব হইল।
সর্ব্বত্যাগ করি বৃন্দাবনবাস কৈল॥
অতএব এই দেখ ভেকের মহিমা।
স্পর্শমাত্র কৃষ্ণে রতি হইল নিষ্কামা॥
সেই যে নিষ্কাম ভক্ত তাঁহার মহিমা।
ব্রহ্মা শিব আদি হায় নাহি পায় সীমা॥
সেই ব্যাধ হউ মোর প্রাণের কারণ।
মস্তকে আমার ধরু অভয়চরণ॥

শ্রীমীননাথ গোরখনাথ।

মীননাথের শিষ্য গোরখনাথ নাম।
দোঁহেই সাধনসিদ্ধ দোঁহেই নিষ্কাম॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক রাজার সদনে।
অতিথি হইলা রাজা করিলা সম্মানে॥
নাস্তিক বিষয়ী মত্ত হিংসা ব্যবহার।
স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ হয় তো রাজার॥
মীননাথ সাধু স্বাভাবিক সদাচার।
দেখিয়ে উপজে দয়া দুর্গতি রাজার॥
গোরখনাথেরে কহে কিছুকাল থাকি।
অবৈষ্ণব রাজা ইহ মূঢ়প্রায় দেখি॥
হিতচেষ্টা করি কিছু যদি কৃষ্ণভক্তি।
লওয়াইতে পারি কোনরূপে দিয়ে শক্তি॥
গোরখনাথ কহে এই অবৈষ্ণব-স্থান।
এতক্ষণ নাহি রহা এই তো বিধান॥
পুনঃপুন গোর্খনাথ বারণ করিলা।
কদাচ না শুনে মীননাথ রহি গেলা॥
রাজার সহিত মিলি বড় হৈল মেলা।
বহু অর্থ দিলা রাজা করে পাশাখেলা॥
বিধি-বিড়ম্বনা দেখ এক হৈতে আর।
হইল মায়ার [illegible] উল্টা ব্যবহার॥
বিষয় কুসঙ্গ যে এমতি বলবন্ত।
হেন যে পরমসাধু ভুলিলা যথার্থ॥
রাজার সহিত রাজবয়রী হইলা।
রাজা নিজ কন্যা তারে বরণ করিলা॥
গোর্খনাথ বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলা॥
ছাড়াইতে না পারিয়া পলাইয়া গেলা।
ইথি-উথি বেড়ায় যে ভ্রমণ করিয়া।
অন্তরে অধিক দুঃখ গুরুর লাগিয়া॥
কথোক দিবসে রাজা কাল প্রাপ্ত হৈল।
মীননাথ রাজসিংহাসনেতে বসিল॥
রাজ্যে মত্ত হৈলা এক পুত্র জন্মিল।
গোর্খনাথ ভ্রমণ করিয়া তথা আইল॥
দ্বারিগণ ভিতরে যাইতে নাহি দেয়।
যাইতে না পায়্যা কিছু সৃজিলা উপায়॥
দরোজা-সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া।
চেৎমছন্দ গোর্খা আয়া ইহাই বলিয়া॥
নাচিতে লাগিলা হোথা মীননাথ শুনি।
পরে সমুঝিলা যে গোরখনাথবাণী॥
ডাকিয়া লইলা গোর্খনাথ প্রণমিলা।
সেবাতে আপন নিজ অন্দরে রাখিলা॥
গোর্খনাথ ব্যাকুল গুরুর চেষ্টা দেখি।
সদাই চিন্তয়ে একক্ষণ নহে সুখী॥
গুরুরে তো নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে।
জিজ্ঞাসার ছলে কিছু লাগিলা কহিতে॥
পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে।
হয় কি না হয় কহি তোমার গোচরে॥
যত্তপিহ না হয় শিখাও ভালমতে।
এত বলি সব তত্ত্ব লাগিলা কহিতে॥
সাঙ্খ্যতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব আদি।
সদা-সর্ব্বক্ষণ যে কহয়ে নিরবধি॥
সর্ব্ব-সংস্কার ক্রমে শুনিতে শুনিতে।
নির্ম্মল হইল চিত্ত লাগিলা কহিতে॥
আরে গোর্খা কি করিনু কি বিষ খাইনু।
আপনার মুণ্ডেতে অনল জ্বালি দিনু॥
ধিক্ ধিক্ মোরে এবে কি করিব কহ।
গোর্খনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ॥
তেঁহ কহে কিঞ্চিৎ সম্বল সঙ্গে লই।
গোর্খনাথ কহে প্রভু কিছু কাজ নাই॥
তথাপি লইল কিছু পুঁটুলি বাঁধিয়ে।
গোর্খনাথ মনে মনে দেখিয়া হাসয়ে॥
নিকশিলা দোঁহে গৃহে কেহ না জানিল।
বহুদূর গিয়া গোর্খনাথ নিবেদিল॥
অর্থের পঁটুলি প্রভু দেহ মোর মাথে।
বেদনা হইবে ভারি দ্রব্য তব হাথে॥
এত কহি মাথে করি লইল পুঁটুলি।
দেখে তাহে হীরামণি মুক্তা নরি নরি॥
মনে ভাবে এই শত্রু ইথে কিবা কাম।
যোগভ্রষ্টকারী ইহ স্বভাব বিষম॥
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় গুরু-অগোচরে।
এক এক লয়ে আর ঝোড়েঝাড়ে ডারে॥
মীননাথ দেখে পুন ফিরিতে চাহিতে।
দ্রব্য টান মারিয়া ফেলায় চারিভিতে॥
হায়ে গোর্খা কি করিলি এ হেন পদার্থ।
আমি বুঝি এ তো মাত্র কেবল অনর্থ॥
অতি তুচ্ছ দ্রব্য এত প্রস্তাব করিতে।
ইহা হৈতে উত্তম নিকশে যতমতে॥
মীননাথ কহে গোর্খা প্রলাপ কি কহ।
মণি মুক্তা করে তব প্রস্রাবের সহ॥

গোর্ধনাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে।
এত কহি প্রস্রাব করয়ে ধীরে ধীরে॥
মণিমুক্তা আদি কত ঝরিতে লাগিল।
মীননাথ দেখি আপনারে ধিক্ দিল॥
পরমরতন কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ ছাড়ি।
অতিতুচ্ছ রাজ্যপদ অন্ধকূপে পড়ি॥
মৃত্তিকাবিকার যে প্রকৃত মণিরত্ন।
মায়ার অধীন হৈয়া কৈনু তাহে যত্ন॥
আরে গোর্খ! তুমি মোরে উদ্ধার করিলি।
শিষ্য হৈয়া গুরুবৎ কার্য্য যে করিলি॥
তখন অজ্ঞান গেল নির্ম্মল হইল।
পূর্ব্ববৎ দোঁহে পরমানন্দ যে পাইল॥
অতএব গুরুতো সভার হয় ত্রাতা।
শিষ্যও কখনো হয় গুরুর যোগ্যতা॥
ইহাতে বুঝিয়া ভাই সাবধান হও।
কুসঙ্গ যে কালসর্প সদাই ডরাও॥
অন্য সর্প দংশিলে যে মন্ত্রে নিবারয়।
কুসঙ্গ সর্পের দংশে অবশ্য মরয়॥
দন্তে তৃণ করি নিবেদয়ে কৃষ্ণদাস।
অবৈষ্ণব সঙ্গে যেন নাহি হয় বাস॥

মহাজন সদাব্রতী।

মহাজন সদাব্রতী ভক্ত অগ্রগণ্য।
বৈষ্ণব-পিরীতি-রীতে এক-ধন্য ধন্য॥
কৃষ্ণ তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবার হেতু মায়া।
করিয়া আইলা রূপ বৈষ্ণব হইয়া॥
বৈষ্ণব পাইয়া মহাজন সদাব্রতী।
আনন্দ-কৌতুকে সেবা করি করে স্তুতি॥
কথোক দিবস তাঁর গৃহেতে রহিলা।
ভক্তি বুঝিবারে প্রভু কৈলা এক লীলা॥
পুত্র তাঁর অতিশিশু ভূষণে ভূষিত।
নির্জ্জনে লইয়া গেলা বধের উচিত॥
যাড় মুচরিয়া তারে মারিয়া ডারিলা।
ধূলা কাঁটা কুটা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলা॥
দুই-প্রহর তক শিশু না আইলা ঘরে।
খুঁজিয়া না পায় মাতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
দাসী গিয়া কহে সেই বৈষ্ণব-নিকটে।
তুমি যে লইয়া গেলা দেখিয়াছি বটে॥
বরঞ্চ গহনা লও শিশু আনি দেহ।
বৈষ্ণব কহয়ে মোর নাম নাহি কহ॥
মনোবৃত্তি প্রকাশ-করণে বাঞ্ছা হয়।
তথাপিহ ভঙ্গি করি দাসীরে কহয়॥
যদি দেখিয়াছ তুমি না কহিও কথা।
মরিয়াছি আমি বটে কি করিব ত্রাতা॥
গহনাগুলিন যে বরঞ্চ তুমি লহ।
মোর নাম প্রকাশ করিয়া নাহি কহ॥
দাসী কহে রাখিলে যে কোথায় মারিয়া।
তেঁহ কহে চল যাই দেই দেখাইয়া॥
এত কহি তথা গিয়া ধূলামাটী ডারি।
উঠাইয়া দিলা সব ভঙ্গ-ভঙ্গি করি॥
দাসী মৃতবালক আনিল কোলে করি।
তুফান উঠাইল সেই বৈষ্ণব উপরি॥
মহাজন আসি দাসীমুখেতে শুনিল।
বৈষ্ণবের কর্ম্ম ইহা প্রতীত না হৈল॥
বৈষ্ণবের ক্ষুদ্র পাপে প্রবৃত্তি না হয়।
এ তো না সম্ভবে যাতে দয়ালু হৃদয়॥
দাসী কহে নিজমুখে কবুল হইল।
তেঁহ কহে সেহ কোন কারণে কহিল॥
দয়াল বৈষ্ণবচিত্ত পরের কি জানি।
দুঃখ হয়ে বলি দোষ মানয়ে আনি॥
এত কহি বৈষ্ণবের পাদোদক আনি।
বালকের মুখে দিতে বাঁচিল অমনি॥
মহাজন সদাব্রতী স্ত্রীর সহিতে।
চরণে পড়িয়া কান্দে ভয় মানি চিতে॥
দাসী মোর কটুবাক্য তোমারে কহিল।
ভৃত্য বলি আপনার বড় কৃপা হৈল॥
কন্যা এক আছে মোর বিবাহের যোগ্যা।
চরণে সঁপিতে চাহি যদি হয় আজ্ঞা॥
সদাব্রতী মহাজনে বড় তুষ্ট হৈলা।
কন্যা যে বিবাহ করি এক লীলা কৈলা॥
অতএব কত প্রীত দেখহ বৈষ্ণবে।
অলৌকিক ভাব যাহা লোকে না সম্ভবে॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
আমা সভার এ জন্মের ফল এই সার॥

শ্রীভুবন চৌহান।

ভুবন চৌহান নাম রাজার জমাদার।
কৃষ্ণে নিয়োজিত মন গুণের সাগর॥
কর্ম্মেতে কুশল রাজা অতি প্রীত করে।
মৃগয়া করিতে গেলা রাজার সম্মিভ্যারে॥
বনে এক হরিণী যে পূর্ণগর্ভবতী।
হঠাৎকার তলোয়ার হানে তাহা প্রতি॥
বাচ্ছাসহ কাটিয়া পাড়য়ে ভূমিতলে।
দেখি উপজিল দয়া কর হানে ভালে॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুঞি কি কর্ম্ম করিনু।
আপনার স্কন্ধে চোট কেনে নাহি দিনু॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিল।
তার প্রতিকূল আচরণ এই হৈল॥
হেন ধর্ম্ম আমার যে ধর্ম্ম কভু নহে।
আজি হৈতে তলোয়ার না ধরিব দেহে॥
চাকুরী ছাড়িলে যে গুজরান না চলিবে।
জীবিকা নহিলে কিসে স্ত্রীপুত্র বাঁচিবে।
অতএব স্বর্ণমুষ্ট খাপ বানাইয়া॥
কাষ্ঠের তলোয়ার করি গোপন করিয়া।
তার মধ্যে রাখি যেন না জানয়ে কেহ।
হিংসা না করিব [illegible] যাবত এ দেহ॥
এত ভাবি কাষ্ঠের তলোয়ার হাতে রাখে।
বিপক্ষ তাহার মধ্যে কেহ তাহা দেখে॥
রাজার নিকট গিয়া ঠগপনা করি।
কহয়ে সে চৌহানের খাপের ভিতরি॥
কাষ্ঠের তলোয়ার হয় বাহে মাত্র ভাণ।
রাজা না প্রত্যয় যায় নাহি দেয় কাণ॥
পুনঃপুন প্রতিদিন যদি সে কহয়।
পরখের হেতু কিছু কৌশল করয়॥
একদিন ফিরিতে চলিলা বাগিচাতে।
পাত্রমিত্র আর চৌহানেরে নিল সাথে॥
বাগিচার পুষ্করণীর তীরেতে বসিয়া।
রাজা কহে সভাকারে হাসিয়া হাসিয়া॥
কেমন তলোয়ার কার দেখাও খুলিয়া।
ক্রমেতে দেখায় সভে বাহির করিয়া॥
ভুবন চৌহান ভাবে হায় কি করিব।
কাষ্ঠের তলোয়ার যে কেমনে নিকশিব।
রুটি যাবে আর যে লজ্জার সীমা নাঞি।
এ বিপদ হৈতে যদি রাখেন গোসাঞি॥
মনে ভাবে হে কৃষ্ণ হে লজ্জানিবারণ।
এবার রাখহ প্রভু তোমার শরণ॥
এত ভাবি খাপে হৈতে নিকাশে তলোয়ার।
কাষ্ঠ ঘুচি হৈল যেন হীরার বিকার॥
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব অংশেতে জিনিঞা।
বিজুরী চমকে যেন চৌদিক ব্যাপিয়া॥
সবে প্রশংসয় নৃপের সংশয় মিটিল।
চুকুলি যে কৈল তারে বধিতে কহিল॥
সাধুর স্বভাব চৌহানের দয়া হৈল।
দাণ্ডাইয়া রাজা আগে নিবেদন কৈল॥
উহার না দোষ যে না মোর কিছু গুণ।
সকলের মূল মাত্র বিভুর করুণ॥
আদ্যোপান্ত সব বিবরণ নিবেদিল।
রাজা শুনি চৌহানের প্রতি তুষ্ট হৈল॥
রোজিনা যে ছিল তাহা দ্বিগুণ করিয়া।
বন্ধান করিয়া দিল অনেক তুষিয়া॥
ঘরে বসি থাক কৃষ্ণ ভজন করহ।
আমার যে কর্ম্ম যুদ্ধবিগ্রহে না যাহ॥
কৃষ্ণকৃপা যারে তার কিসে অনিবৃত্তি।
তাহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ নতি॥

শ্রীরূপ-চতুর্ভুজ-ঠাকুর পূজারি।

রূপ-চতুর্ভুজ-ঠাকুর দক্ষিণ মুলুকে।
জগতে প্রসিদ্ধ হয় জানে সর্ব্বলোকে॥
পূজারি ঠাকুর সাধু মহা-অনুভব।
ঠাকুর তাঁহার বশীভূত যে সম্ভব॥
রাজা রজপুত রাণা-খ্যাতি পুরুষাক্রান্তে।
ঠাকুরদর্শনে রাজা আইলা সন্ধ্যা-অন্তে॥
ভোগ লাগি শয়নে আছয়ে সে সময়।
দরশন নহিল রাজন চলি যায়॥
এইকালে পূজারিজী শ্রীঅঙ্গ লইতে।
পুষ্প হার আনি দিল রাজার গলেতে॥
দৈবাৎ মালাতে এক পাকাচুলছিল।
রাজা তাহা দৃষ্টমাত্রে অগ্নিসম হৈল॥
রাজা ক্রোধে কহে আরে ব্যাধ দুরাচার।
নখ-কেশ বলি তব নাহিক বিচার॥
পাকাচুল পুষ্পহারে আইল কেমতে।
হঠাৎ পূজারি কহে শ্রীমস্তক হৈতে॥

কহিয়া ভাবয়ে অসম্ভব কি কহিনু।
পুন ভাবে সেই সত্য কহিনু কহিনু॥
রাজা পুন গালি পাড়ে ক্রোধায় কবয়।
হায়ে ধৃষ্ট শ্রীঅঙ্গে কি পাকাচুল হয়॥
পুনশ্চ পূজারি কহে হাঁ হাঁ মহারাজ।
পক চুল শ্রীমস্তকে করয়ে বিরাজ॥
ক্রোধে রাজা কহে পুন পারিবি দেখাইতে।
তেঁহ কহে যে আজ্ঞা দেখাব দিবসেতে॥
রাজা কহে যদি কল্য পার দেখাইতে।
নতুবা করিব দূর করিয়া উগিতে॥
এত কহি রাজা চলি গেলা নিজ গৃহে।
পূজারি উদ্বিগ্নমনা চিত্ত স্থির নহে॥
মোর দণ্ড করুক তাহাব নাহি দায়।
পাছে মোর প্রভুর যে সেবাতে ছুটায়॥
এতো ভাবি ঠাকুরের চরণে ধরিয়া।
কাকুবাদ কয়ে বহু স্তবন করিয়া॥
তোমার চরণ প্রভু শরণ আমার।
অপরাধ ক্ষমা করি রাখহ এবার॥
আমার ভকতি নাহি তুমি ত দয়াল।
ভৃত্যের রক্ষার হেতু ধর শ্বেতবাল॥
এত কাকু উক্তি যদি করিল ভকত।
তৎক্ষণে মস্তকে চুল নিকশিল শ্বেত॥
বিপ্র সাধু সারানিশি গুণগান করি।
প্রেমানন্দনীরে ভাসে আপনা পাসরি॥
প্রাতে রাজা কোপে পদাতিক পাঠাইল।
বিপ্রেরে আনহ মোরে পরিহাস কৈল॥
ঠাকুরের শিরে কহে পাকাচুল হয়।
এইমত মিথ্যা কহি মোরে বিড়ম্বয়॥
পদাতিক আসি কহে ত্বরিতে চলহ।
পূজারি কহেন মহারাজে গিয়া কহ॥
শ্বেতকেশ প্রভু শিরে হয় কি না হয়।
আসিয়া দেখুন তবে কি ফল যাওয়ায়॥
পদাতিক গিয়া নৃপে নিবেদন কৈলা।
রাজা নিয়মিতমতে দরশনে গেলা॥
যাইয়া দেখয়ে চন্দ্রবদন উজ্জ্বল।
আর এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পকবাল॥
অপ্রাকৃত রূপ সেই অপ্রাকৃত বাল।
কাঁচা-পাকা চুলে তাঁর সকলি নেহাল॥
সুন্দর যে হয় তাঁর সকলি সুন্দর।
মৃত্তিকাও মাখিলে সে হয় মনোহর॥
দেখিয়া রাজার চমৎকার হৈল চিত্তে।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে॥
দেখিতে দেখিতে যে কুতর্ক উঠে মনে।
বুঝি এ কৃত্রিম চুল করিল ব্রাহ্মণে॥
এত ভাবি নিকটে যাইয়া একগাছি।
ধরিয়া টানিল রাজা মুচকি মুচকি॥
টানিতেই রক্তধারা বহিয়া পড়িল।
ভয়ে চমকিয়া রাজা পাছুতে হটিল॥
তখন বিপ্রের পায় পড়িয়া মিনতি।
করিল রাজন বহু দণ্ডবৎ স্তুতি॥
কিন্তু সেই হৈতে রাজা রাজার সন্তানে।
আজ্ঞা নাহি ঠাকুরের গিয়া দরশনে॥
যেই দরশনে যায় তৎক্ষণেতে মরে।
অদ্যাবধি দরশনে নাহি যায় ডরে॥
অতএব ভক্ত অনুরোধ করি হরি।
অলৌকিক প্রকট করয়ে রূপ ধরি॥
সেই যে পূজারি তাঁর চরণে শরণ।
লইবারে ধায় কৃষ্ণদাস দীনজন॥

শ্রীকমধ্বজ।

চারি ভাই হয় রাণা রাজার চাকর।
তার মধ্যে হয় এক কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কমধ্বজ নাম তাঁর কৃষ্ণ-অনুরাগে।
রাজকর্ম্মে নাহি যায় বিষয়-বিরাগে।
গ্রামের নিকটে বন তাহে কৈল বাস।
ঘরে আসি অন্ন খাইয়া যায় এক গ্রাস॥
অন্য ভাইগণ বহু তিরস্কার করে।
কে এত রোজগার করি খাওয়াইবে তোরে॥
চাকুরি ছাড়িয়া কর বনে বসি ধ্যান।
মরিলে সদ্গতি মোরা করিব কখন॥
এত যদি ভ্রাতাগণ কহিল নিষ্ঠুর।
তেঁহ তবে কহে কিছু করিয়া মধুর॥
তোমরা চাকুরি কর মুঞি না বেকার।
যেঁহ সকলের ভর্ত্তা চাকর তাঁহার॥
তোমার ভরসা নাহি করি খাইবারে।
অভাব কিসের আছে তাঁহার সরকারে।
মরিলে কি গতি ভাই তোমরা করিবে।
ত্রিভুবনে গতি যেই সেই করি লবে॥

এতেক কহিয়া সেই সঙ্গ ছাড়ি দিলা।
বনে বসি রামনাম জপিতে লাগিলা॥
ভর্ত্তা যেঁহ তেঁহ কোন ছলেতে আহার।
প্রতিদিন সেই বনে যোগান তাহার॥
কথোক দিবসে কালপ্রাপ্ত যবে হৈল।
শ্রীল-হনূমান্ আসি শেষ গতি কৈল॥
ভকতের প্রতিজ্ঞা যে তাহাই হইল।
প্রকারে সে কপিরাজ লোকে ব্যক্ত কৈল
শ্রীরামচরণে যার এতেক নৈষ্ঠিক।
দয়াল প্রভুর প্রতি যার এতাদৃক্॥
তাঁহার চরণে দাস জন্মে জন্মে হই।
কৃষ্ণদাস অভাগার আর গতি নাই॥

শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল।

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি।
অনির্ব্বচনীয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণেতে মতি॥
ভক্তি-অঙ্গ-যাজনে যে সুদৃঢ় নিয়ম।
পাষাণের রেখ যেন নাহি বেশী কম॥
শ্যামলসুন্দর-নাম-শ্রীবিগ্রহসেবা।
তাহাতে প্রসন্ন নাহি হয় দেবীদেবা॥
দশদণ্ড-বেলা তক তাঁহার সেবায়।
নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ়নিয়ম হয়॥
রাজ্যধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়।
তথাপিহ সেবা-সমে ফিরে না তাকায়॥
প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিঞা।
সেই অবকাশকালে আইলা হানা দিয়া॥
রাজার হুকুম বিনে সৈন্য আদি-গণ।
যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ॥
ক্রমে ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপুগণ।
তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন॥
মাতা তাঁর আসি কহে করি উচ্চধ্বনি।
উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি॥
সর্ব্বস্ব লইল আর সর্ব্বনাশ হৈল।
তথাপি তোমার কিছু ভ্রূক্ষেপ নহিল॥
জয়মল কহে মাতা কেন দুঃখ ভাব।
যেই দিল সেই লয় তাহে কি করিব॥
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে।
অতএব আমা-সভার উদ্যমে কি করে॥
শ্যামলসুন্দর দেখো ঘোড়ায় চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে গেলা অস্ত্র ধরিয়া॥
একাই ভক্তের রিপুসৈন্যগণ মারি।
আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন দেওয়ারি॥
সেবাসমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে।
ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে নাকে॥
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল।
ঠাকুরের মন্দিরে বা কে আনি বান্ধিল॥
সবে কহে কে চড়িল কে আনি বান্ধিল।
আমরা নাহিক জানি কখন আনিল॥
সংশয় লইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে।
সৈন্যসামন্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে॥
যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্রুর যত সৈন্য।
রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন॥
প্রধান যে রাজা সেই শেষমাত্র আছে।
বিস্ময় হইয়া ঞিহ কারণ কি পুছে॥
হেনকালে অই প্রতিযোগী যেই রাজা।
গলবস্ত্র হইয়া লইয়া বহু পূজা॥
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে।
নিবেদন করে কিছু করি যোড়হাতে॥
কি কহিব যুদ্ধ তব এক যে সিপাই।
পরম আশ্চর্য্য সেই ত্রৈলোক্যবিজই॥
অর্থ নাহি চাহি মুঞি রাজ্য নাহি চাহোঁ।
বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব লহো॥
শ্যামল সিপাই যেই লড়িতে আইল।
তোমা সনে প্রীত কি ভাব বিবরিয়া বল॥
সৈন্য যে মরিল মোর তারে মুঞি পারি।
দরশনমাত্রে মোর চিত্ত নিল হরি॥
জয়মল বুঝিল এই শ্যামলাজীর কর্ম্ম।
প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহ মর্ম্ম॥
জয়মলের চরণে ধরিয়া স্তব করে।
যাহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা হৈল তারে॥
তাঁহা সভার শ্রীচরণে শরণ আমার।
শ্যামল সিপাই যেন করে অঙ্গীকার॥

শ্রীগোয়াল

এক যে গোয়াল হরিভক্ত মতি ধীর।
গো ভজিস রাখে কিন্তু স্বভাব গম্ভীর॥

বনে পশু ছাড়ি দিয়া নির্জ্জনে বসিয়া।
কৃষ্ণনাম করে সদা আনন্দিত হিয়া॥
দৈবাৎ ভক্রিস এক চোরেতে লইলা।
ভক্রিস না মিলে ঘরে মাতা জিজ্ঞাসিলা॥
মাতার ভয়েতে কহে দিলা ব্রাহ্মণেরে।
ঘৃতাদি ভোজন করি পুন দিবে ফিরে॥
ভক্রিস যে নৈল চোর দীপান্বিতাদিনে।
সেই যে ভক্রিস সাজাইয়া সুভূষণে॥
কুলাচারমতে সেই উৎসব করিল।
চরিতে চরিতে কিছু দূরবন গেল॥
ভক্তের ভক্রিস কৃষ্ণচন্দ্র যে জানিয়া।
রাখালের বেশ ধরি আনে চালাইয়া॥
গোয়াল ভক্তের গৃহ আপনি আনিল।
বহু অলঙ্কার সহ গোয়াল পাইল॥
ভক্তের করিতে হিত সদাই ফিরয়।
অতএব ভক্তপদ সভার আশ্রয়॥

শ্রীনিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ।

হরিপাল বিপ্র-পুত্র নিষ্কিঞ্চন নাম।
বৈষ্ণবসেবনব্রতমাত্র অনুপাম॥
বৃত্তি জীবিকা অর্থ যতেক আছিল।
বৈষ্ণবসেবায় সর্ব্ব অর্থ ফুরাইল॥
ঐকান্তিক অনুরাগ বৈষ্ণবসেবায়।
না পাইয়া করিতে অন্তরে দুঃখ পায়॥
উৎকণ্ঠাতে দস্যুবৃত্তি করিয়া আনয়।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দিগবিদিগ না চায়॥
দিন দুই তিন কোথাও কিছু না পায়।
বড়ই খেদিত হৈল ইথি উথি ধায়॥
হেথায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠা হইয়া।
শীঘ্রগতি ভক্তস্থানে চলিলা ধাইয়া॥
রুক্মিণী সুন্দরী বস্ত্র-অঞ্চল ধরিল।
এত ত্বরা কোথায় যাইবে মোরে বল॥
কৃষ্ণচন্দ্র কহে এক ভক্ত বোলাইল।
ঠাকুরাণী বলে তবে মোরে লয়ে চল॥
সুন্দর সুন্দরী দোঁহে ছদ্মরূপ ধরি।
ভূষণে ভূষিতা যথা প্রাকৃত নাগরী॥
হেথা নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বনে বসিয়াছে।
তথা দিয়া চলি যায় দোঁহে আগে পাছে॥

দূরে হৈতে দেখি সাধু নিকটে আসিয়া।
রুক্মিণীদেবীর হস্ত কহয়ে ধরিয়া॥
অঙ্গ-আভরণ মোরে কিছু দিয়া যাও।
নতুবা কাড়িয়া লব যদি নাহি দেও॥
কৌতুক দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্র পলাইলা।
কিঞ্চিৎ দূরেতে গিয়া চাহিয়া রহিলা॥
দেবী মনে ভাবে এ ত বড়ই উৎপাত।
গহনা মাগয়ে নাহি ছাড়ি দেয় হাত॥
আঁখি ছল ছল করে ডাকিয়ে কহয়।
কৃষ্ণ কোথা গেল মোরে ছাড়িয়ে না দেয়॥
কৃষ্ণ আরো দূরে যান কৌতুক করিয়া।
দেবী উচ্চস্বর করি ডাকে ফুকারিয়া॥
কৃষ্ণ নাহি শুনে নাহি ফিরিয়া তাকান।
দেবী গালি পাড়িতে লাগিল করি মান॥
আইনু এমন দুষ্ট ধৃষ্ট সমিভ্যারে।
পলাইল দস্যুহস্তে ডালিয়া আমারে॥
কঙ্কণ দুগাছি সাধু খুলিয়া লইল।
অঙ্গুলীর রত্নাঙ্গুরী খুলিতে লাগিল॥
ফাঁফর হইয়া দেবী কিছু নাহি কয়।
কৃষ্ণচন্দ্র যে দিকে সেই দিগ নিরখয়॥
আঙ্গুল মুচড়ি যে অঙ্গুরী খুলি নিলা।
তবে কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তথা আইলা॥
ক্রোধ করি দেবী কহে আর তোমা সনে।
কোথাও না যাব আমি যাইবে যেখানে॥
অলঙ্কার কাড়ি নিল তুমি পলাইলে।
কাপুরুষপ্রায় রক্ষা করিতে নারিলে॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবি বৃত্তান্ত ইহার।
দস্যু নহে ইহ প্রিয়ভক্ত যে আমার॥
আমার ভক্তের ভক্ত বড় অধিকারী।
অনুরাগ বিশিষ্ট সেবার্থে করে চুরি॥
দেবী কহে চুরি সে যে-অধর্ম্মের কর্ম্ম।
কৃষ্ণ কহে ইহার আছয়ে কিছু মর্ম্ম॥
মো-বিষয়ে অনুরাগ যাহার জন্ময়।
মোর সেবা-অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম না দেখয়॥
আনুষঙ্গ তাহাতে যে পাপকর্ম্ম হয়।
পরম ধর্ম্মের জন্ম হিত উপজয়॥

প্রমাণম্—

মন্নিমিত্তে কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে॥

আমার জন্য কৃত পাপও ধর্ম্ম বলিয়া কল্পিত হয়।

অতএব বৈষ্ণবসেবার্থে ইহ ব্যস্ত।
আমার সুখদ সেই যতেক সমস্ত॥
বৈষ্ণব না সেবি মাত্র আমারে সেবয়।
মোর ভক্ত মধ্যে সেই কভু নাহি হয়॥
বৈষ্ণবের সেবা অনুরাগে কৈল চুরি।
পাপ সেহ নহে প্রীত জন্মিল আমারি॥

আদিপুরাণে—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ মে জনাঃ॥

হে পার্থ! যাঁহারা কেবল মদীয় ভক্ত, তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণ্য নহেন।

এত শুনি দেবী মনে আনন্দ পাইয়া।
নিষ্কিঞ্চন-পানে চাহে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া॥
চন্দ্ররূপ ছাড়ি তবে স্বরূপ প্রকাশি।
চতুর্ভুজরূপে সহ রুক্মিণী প্রেয়সী॥
সম্মুখে প্রকাশ হৈলা দোঁহে নিষ্কিঞ্চনের।
কোটি ইন্দু নিন্দ কান্তি নখে চরণের॥
অলৌকিক চিন্ময় পরমানন্দ রূপ।
হঠাৎকার দৃষ্টিপথে হইল অনুপ॥
হেরি প্রেমানন্দে মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়।
অষ্ট যে সাত্ত্বিক ভাব হইল উদয়॥
একবার পড়ে আর বার উঠি হেরে।
দণ্ডবৎ নতি স্তুতি বারবার করে॥
কৃষ্ণ নিজ প্রিয়ভক্তে আত্মসাৎ কৈল।
বৈষ্ণবসেবন-কল্পলতিকা ফলিল॥
অতএব ওরে মন বিবেক ভজহ।
বৈষ্ণবচরণে রতি একান্ত করহ॥
নিষ্কিঞ্চন সাধু-পদে প্রার্থনা যে করো।
কিছু উপকার কৃষ্ণদাসেরে বিচারো॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীশিলাপিল্লাসেবি-রাজকন্যাদি-চরিত্রবর্ণনং চতুর্দ্দশ-মালা॥ ১৪॥

পঞ্চদশ মালা।

—*—

ছোট-বিপ্র-বড়-বিপ্র-আদি-ভক্তচরিত্রবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

শ্রীছোট-বিপ্র ও বড়-বিপ্র।

বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট।
কৃষ্ণভক্ত সদাচার মতি শান্ত শিষ্ট॥
পরামর্শ করি দোঁহে তীর্থভ্রমণে গেলা।
অনেক দিবস তীর্থভ্রমণ করিলা॥
ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের সেবা যে করিল।
তাহাতেই বড় বিপ্র সন্তোষ হইল॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে বৃন্দাবনে গেলা।
গোপালদর্শন করি আনন্দ পাইলা॥
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে প্রসন্ন হইয়া।
কহে কিছু তাঁহা প্রতি গদগদ হিয়া॥
তুমি মোর উপকার অনেক করিলে।
সেবায় আমারে ঋণী করিয়া রাখিলে॥
ইহার যে প্রত্যুপকার যদি না করিব।
ঋণগ্রস্ত থাকি আমি কৃতঘ্নতা পাব॥
অতএব গৃহে মোর কন্যা যে আছয়।
তোমারে বিবাহ দিব কহিনু নিশ্চয়॥
ছোট বিপ্র বলে তুমি কুলবন্ত হও।
মোরে কন্যা দিবে অসম্ভব কেনে কও॥
তেঁহ কহে মোর নাহি কুলের তাৎপর্য্য।
ধর্ম্মরক্ষা হয় যাথে সেই মোর কার্য্য॥
তবে ছোট বিপ্র কহে গোপাল প্রমাণে।
যদি কহ তবে সে প্রতীত হয় মনে॥
গোপালেরে সাক্ষী তবে উভয়ে করিলা।
কথোক দিবসে নিজগৃহে চলি গেলা॥
ছোট বিপ্র কহে তবে কন্যা দিয়া দেহ।
বড় বিপ্র কহে অবশ্যই দিব রহ॥

নিজ পুত্র-পরিবারে বিশেষ কহিল।
ধর্ম্মপ্রতিশ্রুত আছি কন্যা দিতে হৈল॥
পুত্র কহে এ কেমনে হৈলে প্রতিশ্রুত।
অপাত্রেতে কন্যা দিবে অতি অনোচিত॥
আমরা কুলীন তেঁহ নীচ আত্য অংশে।
লোক নিন্দা করিবেক কুল যাবে বংশে॥
তেঁহ কহে কি করিব সত্য যে করিনু।
পুত্র কহে দোষ নাহি কহ না কহিনু॥
তবে যদি কন্যা দেহ করিনু নিশ্চয়।
বিষ খাব কিংবা ছুরি মারিব হৃদয়॥
বিপদে পড়িলা বিপ্র দুই বিপরীত।
ভাবিয়া না পায় কিছু হইয়া দুঃখিত॥
ছোট বিপ্র আসি যবে প্রসঙ্গ করয়ে।
পুত্র মারিবারে ধায় কটু-কথা কয়ে॥
মোর পিতা একা তাঁরে ভাঙ্গ খাওয়াইয়া।
অর্থ লুটি নিলা আর চাতুরী করিয়া॥
কহে কন্যা দিবে মোরে মিথ্যা উঠাইল।
সাক্ষী কেহ হয় ইহা জানে যে কহিল॥
ছোট বিপ্র কয় হয় নয় সাক্ষী আছে।
প্রতিজ্ঞা করহ পঞ্চ-ভদ্রলোক কাছে।
তবে সাক্ষী আনি বোলাইয়া যে কহাই।
পুন যদি অন্যায় না কর তবে যাই॥
তেঁহো কহে সাক্ষী তব কোথায় আছয়।
ছোট বিপ্র কহে ইহা গোপাল জানয়॥
বৃন্দাবননাথ যোগপীঠে বিরাজয়।
সবে কহে হয় হয় তেঁহ যদি কয়॥
মনে ভাবে প্রতিমা কি চলিয়া আসিবে।
অসম্ভব এই কথা গোপাল কহিবে॥
তবে তত্র পঞ্চ লোক প্রমাণ করিয়া।
ছোট বিপ্র গেলা ব্রজে গোপাল লাগিয়া॥
তেঁহ কি প্রতিমা বলি জানয়ে গোপালে।
সাক্ষী হৈল অবশ্য আসিবে মোর বোলে॥
দোঁহাতে জানয়ে দোঁহাকার মনোবৃত্তি।
প্রাকৃতিক-বুদ্ধি যার করয়ে আপত্তি॥
এত যে আগ্রহ নহে বিহারের লাগি।
বড় বিপ্র পাছে হয় অধর্ম্মের ভাগী॥
সাধুর স্বভাব পরপীড়ায় পীড়িত।
অতএব ছোট বিপ্র উৎকণ্ঠিত-চিত॥
হেথা বড় বিপ্র অতি কাতর হইয়া।
গোপালেরে স্তুতি করে বিনতি করিয়া॥

তোমার কিঙ্কর মুঞি তুমি রক্ষা কর।
পরিবার বাঁচে আর অসত্যে নিস্তার॥
সাক্ষী আসিয়া প্রভু দেহ কৃপা করি।
তোমার যে এই যশ রবে জগ ভরি॥
হেথা ছোট বিপ্র শ্রীমন্ বৃন্দাবনে গিয়া।
গোপালে যতন করে সাক্ষীর লাগিয়া॥
গোপাল কহেন মুঞি প্রতিমা হইয়া।
কেমনে যাইব পথে চরণে চলিয়া॥
বিপ্র কহে নাহি পার চলিতে চরণে।
প্রতিমা হইয়া তবে কথা কহ কেনে॥
হাসিয়া গোপাল তবে কহেন ব্রাহ্মণে।
তবে চল যাই সাক্ষী দিতে তব সনে॥
এক সের অন্ন মোরে ভোগ লাগাইবে।
পিছে পিছে যাব তব ফিরে না চাহিবে॥
যেইখানে ফিরিয়া চাহিবে আমা-পানে।
আর আমি নাহি যাব থাকিব সেইখানে॥
বিপ্র কহে যাও কি না জানিব কেমনে।
প্রভু কহে সে ভাবনা কেন ভাব মনে॥
আমি যে যাইব পথে সদা তব সনে।
নূপুরের ধ্বনি মোর শুনিবে শ্রবণে॥
ভাল ভাল বলি বিপ্র অগ্রসর হৈল।
গোপাল তাঁহার কিছু পাছুতে চলিল॥
গ্রামের নিকটে আসি নূপুর-ছিদ্রিরে।
বালি সান্ধাইয়া আর রব নাহি করে॥
ব্রাহ্মণের মনে কিছু সন্দেহ হইল।
গোপাল না আইসে বলি ফিরিয়া চাহিল॥
হাসিয়া গোপাল সেইখানে রহি গেলা।
গ্রামে গিয়া ছোট বিপ্র সভারে কহিলা॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে দেখিতে আইলা।
তার মধ্যে উপযুক্ত যে যে লোক ছিলা॥
সাক্ষীর স্বরূপ তাহাদিগেরে কহিলা।
আকাশবাণীর ন্যায় শুনিতে পাইলা॥
বড় বিপ্র নিজ কন্যা ছোট বিপ্রে দিবে।
এ কথা যথার্থ হয় সবাই জানিবে॥
তবে বড় বিপ্র অতি আনন্দিত হৈলা।
ছোট বিপ্রে নিজ কন্যা বরণ করিলা॥
মহামহোৎসব হৈল গোপাল লইয়া।
রাজা দিলা সুন্দর মন্দির বানাইয়া॥
কথোক দিবস হরি তথাই আছিলা।
পরে শ্রীপুরুষোত্তম পুরীতে রহিলা॥

একদিন জগন্নাথ সেবকে কহয়।
মোর ভোগসামগ্রী যে যত্তেক আইসয়॥
গোপালের সম্মুখ হইয়া আসিতে।
সকল গোপাল খায় না পাই পাইতে॥
শ্রীমান্ জগন্নাথ যদি এতেক কহিলা।
স্বতন্তরে গোপালের পুরী বানাইলা॥
সত্যবাদী গোপাল সত্যবাদী নামে গ্রামে
গোপালের আপনার গ্রাম নিজ নামে॥
গ্রাম ভূমি-আদি বাগবাগিচা পাটন।
বেশ ভূষা ভোগ জগন্নাথের যেমন॥
সাক্ষীগোপাল বলি জগতে বিখ্যাত।
পরমসুন্দর রূপ ত্রৈলোক্যের নাথ॥
অতএব ছোট বিপ্র বড় বিপ্র আর।
আপনি কৃতার্থ হৈল তারিল সংসার॥
ব্রজ হৈতে যতনে আনিল ব্রজনাথ।
নিস্তার করিলা লোক যথা ভগীরথ॥
তাঁ দোঁহার শ্রীচরণে কোটি নমস্কার।
যাঁহার প্রসাদে লোক পাইল নিস্তার॥

শ্রীক্ষেত্ররাজরাণী।

ক্ষেত্রবাসী রাজার প্রেয়সী পাটরাণী।
গোপালের দরশনে আইলা আপনি॥
গোপালের সৌন্দর্য্যাদি-সৌষ্ঠব দেখিয়া।
পুলক হইল মহা-আনন্দিত হিয়া॥
সর্ব্বাঙ্গে সকল ভূষা সুন্দর দেখিল।
নাসায় নোলক না দেখিয়া দুঃখ হৈল॥
আহা মরি এমন নাসায় নাহি মতি।
কিবা শোভা হৈত তবে সহ ওষ্ঠ-জ্যোতি॥
আপনার নাসিকাতে বৃহতী মুকুতা।
মনে মনে সাধ করে হইয়া ব্যগ্রতা॥
গোপালের নাকে ছিদ্র যদিহ থাকিত।
তবে এই মুক্তা নাসাতলে পরাইত॥
দরশন করি রাণী গৃহে চলি গেলা।
নিশিতে রাণীরে গিয়া আদেশ করিলা॥
মাতা মোর শিশুকালে নাক বিন্ধাইয়া।
মুক্তা পরাইয়াছিল যতন করাইয়া॥
সেই ছিদ্র অভাবধি আছে মোর নাসে।
মুকুতা পরিতে মোর মনের উল্লাসে॥
তোমার নাসায় অই বৃহতী মুকুতা।
পরিতে যে হয় সাধ পাছে পাও ব্যথা॥
প্রাতঃকাল উঠি রাণী ভাবে মনে মনে।
কি স্বপ্ন দেখিনু বলি কান্দয় সঘনে॥
আমার মনের কথা গোপাল জানিল॥
মুকুতা পরিতে সাধ করিয়া কহিল॥
তৎক্ষণাৎ সেই মুক্তা নাসা হইতে খুলি।
সমস্ত সম্ভার করি গেলা তথা চলি॥
গোপাল-নিকটে গিয়া কহয়ে কান্দিয়া।
মাতা তোমার নাসাতলে ছিদ্র কি করিয়া॥
মুক্তা পরাইয়াছিলা যতন করিয়ে।
সেই ছিদ্র অদ্যাপি কি আছয়ে নাসায়ে॥
আহা মরি এবে বেনে নাকে মুক্তা নাঞি।
মুকুতা পরিতে সাধ হৈল মোর ঠাঞি॥
কেমন তোমার মাতা ভূষা পরাইল।
হেন নাসিকাতে একটি মুক্তা না জুড়িল॥
আর যে কহিল তোমার নাসার মুকুতা।
পরিতে বাসনা ভয়ে পাছে পাও ব্যথা॥
কোন বা সামগ্রী হয় তুমি-হেন চান্দ।
তোমারে পরাতে কেবা নাহি করে সাধ॥
প্রাণসহ সর্ব্বস্ব তোমারে দেই যদি।
তথাচ নাহিক পাই সুখের অবধি।
মোর মন জানি তুমি চাহিল মুকুতা।
আর কহ মুক্তা দিয়া পাছে পাও ব্যথা॥
তবে মুক্তা সুন্দর নাসায় পরাইয়া।
মহামহোৎসব কৈল ভুবন ভরিয়া॥
অদ্যাপি রাণীর মুক্তা বলিয়া খেয়াতি।
গোপাল পরেন নাকে কোন কোন তিথি॥
গোপালের বহুলীলা কহা নাহি যায়।
মুক্তা পরিবার এক হইল উদয়॥
মনোবৃত্তি জানিঞা রাণীর মনস্কাম।
পূর্ণ কৈল কৈল এক লীলা অভিরাম॥
রাণীর বাৎসল্যপ্রেমে আনন্দ পাইয়া।
পরিল নাসায় মুক্তা আপনি চাহিয়া॥
প্রেমের অধীন মাত্র মুক্তায় কি করে।
কোটি কোটি লক্ষ্মী যার পদসেবা করে॥
রাণী জগন্মাতা তাঁর শ্রীচরণধূলি।
ভুবনপাবন মুঞি যাও বলি হারি॥
জগতের মধ্যে সর্ব্বফলের যে ফল।
কৃষ্ণদাস আশা করে হইতে নেহাল॥

শ্রীরামদাস সাধু।

দ্বারকা-নিকট স্থিতি রামদাস নাম।
মহা-অনুভব সাধু সর্ব্বগুণধাম॥
একাদশীব্রতপরা পরমনৈষ্ঠিক।
শ্রীমান্ রণছোড় জীব প্রিয়তম অধিক॥
আজন্মভরিয়া একাদশীর নিশিতে।
মন্দিরে রণছোড়জীর গুণকীর্ত্তনেতে॥
জাগরণ করে কিবা বর্ষা কিবা শীত।
বৃদ্ধাবস্থা হইল বয়স হইল অশীত॥
ব্যামোহ দেখিয়া ঠাকুরের হইল দয়া।
রামদাসে কহে থাক গৃহেতে বসিয়া॥
আমি সেইখানে যাব আমারে লইয়া।
আপন গৃহেতে রাখ শুশ্রূষা করিয়া॥
রামদাস কহে তুমি রাজরাজেশ্বর।
বড় নাম বড় খ্যাতি বড় অধিকার॥
আমার গৃহেতে তুমি কেমনে যাইবে।
তোমার সেবকগণ যাইতে কেন দিবে॥
ঠাকুর কহেন মুঞি লুকাইয়া যাব।
আমি যদি যাই কেবা রাখিতে পারিব॥
মন্দির পশ্চাতে এই খিড়কি-দুয়ারে।
গাড়ী একখানি রাখ চড়ি যাইবারে॥
সময় বুঝিয়া মোর তাহে চড়াইয়া।
নিশিযোগে যাবে তবে আমারে লইয়া॥
রামদাস-চিত্তে মহা আনন্দ জন্মিল।
নিশিযোগে গাড়ী আনে কথাই রাখিল॥
নির্জ্জন হইতে তাঁর গউন না সহিল।
অমনি ঠাকুর নিজে গাড়ী চাপাইল॥
গাড়ী হাঁকাইয়া যে কতক দূরে গেলা।
পূজারি মন্দিরে আসি প্রবেশ করিলা॥
ঠাকুর না দেখি পূজারি চৌদিকেতে চাহে।
ঠাকুর কোথায় গেলা সুর করি কহে॥
কেহ আসি কহে এক বৈরাগী লইয়া।
যাইতেছে দেখিলাম গাড়ী চড়াইয়া॥
ধাইল পূজারিগণ মার মার করি।
তবে রামদাস ভাবে উপায় কি করি॥
ঠাকুর কহেন মোরে পুষ্কণার নীরে।
শীঘ্র রাখহ লৈয়া জলের ভিতরে॥
জলে লৈয়া রাখে সাধু ঠাকুরের বোলে।
দূরে হৈতে দেখে তাহা পূজারি সকলে॥
ধাইয়া যাইয়া রামদাসের শরীরে।
শূলের আঘাত কৈল রক্ত পড়ে ধারে॥
বাউনী পুষ্কণা হৈতে ঠাকুর তুলিল।
দেখে অঙ্গে রক্তধারা পড়িতে লাগিল॥
তটস্থ হইয়া যবে বিচার করিল।
ভক্তের শরীরে শূল আঘাত করিল॥
অভেদ ভক্তের সহ কৃষ্ণের যে দেহ।
তাহার প্রমাণ এই সাক্ষাতে দেখহ॥
ইহাতে যে অপরাধ হইল প্রচুর।
হা হা কি করিনু কর্ম্ম হইয়া অসুর॥
অতএব যুক্তি কৈল সবাই মিলিয়ে।
ঠাকুর লইয়া যাক্ যথা স্বেচ্ছা হয়ে॥
এ সাহস বৈষ্ণবের না হয় কখন।
ইহাতে যে অঙ্গীকার ঠাকুরের বিনে॥
পরিহার করি রামদাসে কিছু বল।
যথায় ঠাকুর যান সেইখানে চল॥
কাকুবাদ করি রাজা চরণে পড়িব।
তাহা ত যে আজ্ঞা হয় তাহাই করিব॥
এতেক যুকতি করি সাধুরে কহয়।
অপরাধ মো-সভার ক্ষম মহাশয়॥
ঠাকুর লইয়া চল যথা তব স্বেচ্ছা।
বুঝিলাম এ সকল ঠাকুরের ইচ্ছা॥
তোমা সহ পরামর্শ হইল পূর্ব্বেতে।
নতুবা যে এ সাহস নহে তোমা হৈতে॥
ভাল ভাল বুঝিলাম তুমি অন্তরঙ্গ।
এবে মোরা বুঝিলাম হই বহিরঙ্গ॥
না হইবে কেনে পূর্ব্বস্বভাব আছয়।
অক্রুর পাইয়া ব্রজবাসীরে ছাড়য়॥
কি করিব মো সভার ভাগ্যেতে করয়।
স্বতন্ত্র হৈলে আর সকলি সাজয়॥
যতেক পূজারিগণ খেদোক্তি কহিল।
রামদাস মনে তাহা কিছু না ভাবিল॥
ঠাকুর আসিবে এই উৎসাহ সে হৈল।
অক্রুর যেমন ব্রজে ফিরি না চাহিল॥
ঠাকুর লইয়া সাধু গৃহে যবে গেলা।
পূজারি সকলে বহু কাকুবাদ কৈলা॥
ঠাকুর কহেন মুঞি তবে যাইতে পারি।
রামদাসে স্বর্ণ দেহ মো-সমান করি॥
এতো শুনি ধাইয়া চলিল সবে ঘরে।
যার ঘরে যত ছিল স্বর্ণ আনি আরে॥

কাটার চড়ায় যে ঠাকুর আর সোণা।
ঠাকুর যে কত ভারি না হল তুলনা ॥
ঠাকুরের চারিগুণ সোণা চড়াইল।
তথাপি ঠাকুর পলা নাহিক উঠিল ॥
বুঝিয়া পূজারিগণ না যাবার মত।
নিরাশা হইয়া চলে শিরে হানি যাত ॥
পুন স্পষ্ট কহিলা তোমরা ঘরে যাহ।
বিজয়-মুরতি গিয়া প্রকাশ করহ ॥
তথা আবির্ভাব মোর সদাই আছয়।
অভেদ বিজয়রূপে জানিহ নিশ্চয় ॥
আজ্ঞামতে মন্দিরে বিজয়মূর্ত্তি স্থাপি।
আনন্দে করয়ে সেবা করে বিশ্ব ব্যাপী ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই এক লীলা।
ভকতবৎসল হরি লোকে জানাইলা ॥
অহে রামদাস ঠাকুর মহাশয়।
দয়ার পরম যোগ্য আমি দুরাশয় ॥
"সাধবো দীনবৎসলা," বলি বেদে ফুকারয়।
তাহা শুনি কৃষ্ণদাস লইল আশ্রয় ॥

শ্রীজম্বুস্বামী।

জম্বু নামে স্বামী বাস হয়ে অন্তর্ব্বেদ।
বৈষ্ণব সেবয়ে কৃষ্ণে করিয়া অভেদ ॥
চাস করে সন্ত-সাধু সেবার লাগিয়ে।
একখানি হাল দুটি বলদ আছয়ে ॥
একদিন গরু ক্ষেতে লোকে নিয়া গেল।
ক্ষেতে হৈতে দুটি গরু চোরেতে লইল ॥
দয়াল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের লাগিয়া।
সেইমত দুটী গরু ক্ষেতে রাখে নিঞা ॥
চোর তাহা দেখি মনে মনে ভাবে এ কি।
সেই গরু মোর ঘরে হৈতে আনিল কি ॥
বার দুই আনাগোনা করিয়া দেখয়।
সে নহে তেমনি গরু ক্ষেতে হাল বয় ॥
চোর তবে জম্বু-স্বামীর প্রভাব জানিল।
স্বামীর নিকটে গিয়া প্রসন্ন হইল ॥
স্বামী তারে শিষ্য করি ভক্তি শিক্ষা দিল।
চোরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহ ভগবত হৈল ॥
চোর সেহ তারে যদি সাধুকৃপা হৈল।
মো-সভার কি দুর্দ্দৈব ছায়া না স্পর্শিল ॥

শ্রীনন্দদাস সাধু।

নন্দদাস নাম সাধু বরেলিতে বাস।
বৈষ্ণবসেবাতে তাঁর অতি অভিলাষ ॥
নিন্দুক পাষণ্ডিগণ সদা দ্বেষ করে।
তার মধ্যে এক বিপ্র অহিত আচরে ॥
দৈবাৎ তাহার এক বাছুর মরিল।
নন্দদাসগৃহে লুকাইয়া ডারি দিল ॥
লোকে জনরব করি কহিতে লাগিল।
নন্দদাস গোহত্যা করিল মো দেখিল ॥
ভদ্রলোকগণ নন্দদাসের গৃহেতে।
জড় হৈল বহু লোক শুনিঞা দেখিতে ॥
দেখে মরা বৎস পড়ি আছে আঙ্গিনাতে।
সন্দেহ করিয়া তারে পুছয়ে জানিতে ॥
নন্দদাস মহাশয় ভাবেতে বুঝিল।
নিন্দুক লোকেতে এই তুফান করিল ॥
ভদ্রলোকে পুছে বৎস কেমনে মরিল।
সাধু কহে বাছুর মরিল কে কহিল ॥
শয়ন করিয়া আছে নিদ্রার আবেশে।
কহ উঠাইয়া দেই যাউ নিজ বাসে ॥
এতেক কহিয়া দুই তিন তুড়ি দিয়া।
কহে বৎস উঠি যাও দুগ্ধ পিও গিয়া ॥
বাছুর উঠিয়া লম্ফ মারিয়া ছুটিল।
যত লোক দেখি সব চমৎকার হৈল ॥
সবে সেই ব্রাহ্মণেরে ধিৎকার করিল।
মৃত বৎস ডারি দিয়া সাধুরে নিন্দিল ॥
ইদানীন্ত দেখি বহু এমত পাষণ্ড।
অকারণ ঈর্ষয়ে বৈষ্ণবে করে দ্বন্দ্ব ॥
ইহাতেও বুঝি হেন পূর্ব্বেও আছিল।
সর্ব্বকাল প্রেম-বৃষ্টি ভগবান্ কৈল।
নন্দদাসচরণে এ দীন নিবেদয়।
হেন-জনা-সঙ্গ যেন কভু নাহি হয় ॥

শ্রীঅহ্লজী।

অহ্ল নামে সাধু পথে দৈবাৎ যাইতে।
আম্র পাকিয়াছে দেখে রাজার বাগিচাতে ॥
বাসনা হইল যদি কিছু আম্র পাই।
কৃষ্ণচন্দ্র-তৃপ্তিহেতু বৈষ্ণবে খাওয়াই ॥
মালীর নিকটে গিয়া যাচিঞা করিলা।
তিরস্কার করি মালী আম্র নাহি দিলা ॥

সাধুর একান্ত ইচ্ছা বৈষ্ণবে খাওয়াতে।
যতেক বৃক্ষের আম্র পড়িল ভূমিতে ॥
বৈষ্ণব ডাকিয়া সাধু খাওয়ায় যতনে।
মালী ছুটাছুটি গিয়া কহে রাজস্থানে ॥
অহলজীর মহিমা পূর্ব্বেতে রাজা জানে।
মালীরে কহয়ে আম্র নাহি দিলে কেনে ॥
আপনি আসিয়া রাজা চরণে পড়িল।
আম্রভোগেতে মহামহোৎসব হৈল ॥
সেই মহোৎসবের অধরামৃত-কণা।
অমর হইবা হেতু করহ বাসনা ॥

শ্রীবারমুখী।

বেশ্যা এক হয় অতি ধনাঢ্যা সুন্দরী।
পুষ্করিণী বাগিচা বেড় ভৃত্য সহচরী ॥
অনেক বৈষ্ণবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উত্তরিলা একদিন তার বাগিচাতে ॥
জলে স্থলে স্থান অতি পরিষ্কার দেখিয়া।
তৃপ্ত হৈল সাধুগণ সুচ্ছায়া পাইয়া ॥
বারমুখী নিজগৃহ বালাখানা হৈতে।
ঝরকাতে উঁকি মারি লাগিলা দেখিতে ॥
অহো কি আশ্চার্য্য যার নাহিক উপমা।
বৈষ্ণবদর্শনের যে কি-তক মহিমা ॥
দেখিতে দেখিতে তার মন ফিরি গেলা।
আপনার দোষ যত চিন্তিতে লাগিলা ॥
কুকর্ম্ম করিয়া আমি অর্থ জমাইনু।
ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিনু।
তথাপিহ আর অর্থ পথ নিরখিয়া।
নিজদেহ পণ করি রত্নে সাজাইয়া ॥
ছি ছি মোরে ধিক্ ধিক্ যে অর্থ লাগিয়া।
পাপপথে সদা ফিরি একান্ত করিয়া ॥
সে অর্থে ক্রিহ সব থুৎকার করিয়া।
স্বজন-বান্ধব বাম-চরণে ঠেলিয়া ॥
পরমপদার্থ সর্ব্বলোকের সম্মত।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্ম হইল আশ্রিত ॥
অতএব ছি ছি মুঞি তেজি এই অর্থে।
দেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থে ॥
এতেক চিন্তিয়া বেশ্যা অমনি উঠিল।
থাল ভরি এক-থাল মোহর লইল ॥

গৃহ হইতে নিকলিয়া যথা সাধুগণ।
চলিলেন ধীরে ধীরে মহান্তের স্থান ॥
পরমসুন্দরী রত্নভূষণে ভূষিত।
ঝমকিয়া চলিল কামীর মনোনীত ॥
দূরে হইতে সাধুগণ দেখিয়া চমকে।
দেবী কি অপ্সরা ক্রিহ রূপে যে ঝলকে ॥
নিকটে যাইয়া বেশ্যা গদগদ স্বরে।
কহে মো-পাপীরে গোসাঞি কর অঙ্গীকারে ॥
বহু অর্থ আছে মোর ভাণ্ডার ভরিয়া।
শ্যামলসুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া ॥
মহান্ত কহেন মাতা কে তুমি কি নাম।
কাহার ঘরণী তুমি কোথা ঘর গ্রাম ॥
তেঁহ নিজ পরিচয় দিবার কারণে।
লজ্জা-ভয়ে রহে হেঁট করিয়া বয়ানে ॥
মহান্ত কহেন মাতা নির্ভয়েতে কহ।
তোমার মঙ্গল যে করিবে যুক্তি সহ ॥
তবে নিজ পরিচয় যথার্থ কহিল।
মহান্ত কহেন তবে হউক ভাল ভাল ॥
কৃষ্ণে যদি মতি তব এতাদৃশী হয়।
তবে তো কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি তাহায় ॥
এক পরামর্শ আমি কহিয়ে তোমারে।
তোমার মানস পূর্ণ হইবে অদূরে ॥
মোহরের থালি রঙ্গনাথেরে চরণে।
রাখিয়া শরণ লও গিয়া কায়-মনে ॥
অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে।
বারমুখী বুঝিলা উপেক্ষা কৈলা মোরে ॥
কান্দিতে কান্দিতে মোহরের থালি নিঞা।
চলিলেন আপনারে ধিক্কার করিয়া ॥
রঙ্গনাথ-ঠাকুর-সম্মুখে থালি রাখি।
কান্দয়ে বিলাপ করি বদন নিরখি ॥
বেশ্যা বলি সে দ্রব্য পূজারি না লইল।
চূড়া বানাইয়া দেহ পশ্চাৎ কহিল ॥
ঘরেতে যাইয়া বহু অর্থব্যয় করি।
নানা রত্ন হার মণি মুক্তা আদি ঝুরি ॥
যেখানে যে গহনা সাজয়ে রঙ্গনাথে।
বানাইয়া লইয়া গেলেন করি মাথে ॥
পূজারি কহেন পুন বেশ্যার সামগ্রী।
কভু নাহি হয় ইহা ঠাকুরের যোগ্য ॥
ইহা শুনি তার মুখ ম্লান যে হইল।
অশ্রুধারা দুনয়নে পড়িতে লাগিল ॥

ঘরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল।
ছাড়িব এ পাপ প্রাণ প্রতিজ্ঞা করিল॥
দয়াল হরি নাহি বাছে উত্তম অধম।
যেই প্রীতি করে সেই হয় প্রিয়তম॥
পূজারিরে আদেশ করয়ে ক্রোধ করি।
শীঘ্র বারমুখীরে আনহ স্তুতি করি॥
বারমুখী নিজহস্তে পরাবে গহনা।
তুমি তারে শিষ্য কর না করিহ ঘৃণা॥
পূজারি কাঁপিয়া ডরে তখনি চলিলা।
মিনতি করিয়া গিয়া ডাকিয়া আনিলা॥
তার নিজহস্তে অলংকার পরাইয়া।
সেবক করিলা মন্ত্র উপদেশ দিয়া॥
বারমুখী ঠাকুরাণী আনন্দ-সাগরে।
প্রেমামৃত-মদপান করিয়া সাঁতারে॥
সর্ব্বস্ব লোটায়্যা কৈল মহামহোৎসব॥
বিষ তেজি পান কৈল কমল আসব॥
অতএব ব্রাহ্মণ কিবা চণ্ডাল দুরাচার।
কৃষ্ণের সরকারে নাহি জাতির বিচার॥
যেই ভজে সেই হয় দেবতার শ্রেষ্ঠ।
ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে কহিল যথেষ্ট॥
অতএব বারমুখী ধনী জগন্মাতা।
তার পদরজকণ ত্রিভুবনত্রাতা॥
এক কণা পাই যদি মো হেন অধমে।
তবে তো এড়াই এই সংসার-বিষমে॥

রাজা ভক্তপ্রিয়।

এক মহারাজ হয় জগতে প্রসিদ্ধ।
বৈষ্ণবেতে প্রীত যার সম নাহি ঊর্দ্ধ॥
ডোম ভাঁড়গণ করি বৈষ্ণবের বেশ।
সুন্দর সাজিয়া যথা নাহি রাগোদ্দেশ॥
রাজার সভায় আসি ফুৎকার ছাড়য়।
সঙ্কীর্ত্তন করে কেহ নাচে কেহ গায়॥
রাজার হইল তাহে দেখি প্রেমাবেশ।
যদ্যপি জানয়ে রাজা তার সবিশেষ॥
কভু দণ্ডবৎ কভু আলিঙ্গন করে।
কভু তাহা সভায় চরণে গিয়া ধরে॥
থালি ভরি মোহর আনিয়া তথা দিল।
ভাঁড়গণ নিজ স্বার্থে কৃতার্থ হইল॥
কৃত্রিম জানিঞাও রাজা প্রেমাবিষ্ট হৈল।
ভাঁড়গণ ভাবে মোরা ভাল কাচ কৈল॥
অতেব কৃত্রিম বৈষ্ণবেহ নমস্কার।
রাজার তো পাদরজ জগতের সার॥

হরিভক্ত রাণী।

এক রাজা হয় যে অন্তর-হরিভক্ত।
গোপনে রাখয়ে কোনমতে নহে ব্যক্ত॥
রাণী তাঁর পরমবৈষ্ণবী মহাভক্ত।
ভক্তি না দেখিয়া রাজার অন্তর উত্যক্ত॥
সদাই করয়ে খেদ হা হা কি দুর্দ্দৈব।
স্বামী মোর হরিভক্তিবিহীন অশিব॥
স্বামীরে বুঝায় তেঁহ কিছু না করয়।
উদাসীন-ভাব কিন্তু মনে প্রশংসয়॥
একদিন রাজন দৈবাৎ নিদ্রাকালে।
অলস তেজিতে মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
রাণী তাহা শুনিয়া পরমানন্দ হৈল।
দানাদি করিল নহবত বসাইল॥
রাণীর উৎসাহ দেখি রাজা জিজ্ঞাসিল।
আজি তব মঙ্গলের বিষয় কি হৈল॥
প্রফুল্লবদনে রাণী রাজারে কহিল।
আজি তব মুখে কৃষ্ণ নাম নিকশিল॥
তটস্থ হইয়া রাজা পুন জিজ্ঞাসয়।
তবে তবে কিমতে কি নাম নিকশয়॥
পুন রাণী কহে যবে আলস তেজিলা।
ঘুমের ঘোরেতে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিলা॥
হাহাকার করি রাজা ভূমেতে পড়িল।
হিয়া হৈতে রতন কিবা মোর বাহিরিল॥
ইহা কহি তৎক্ষণাতে পরাণ তেজিল।
এ কি এ কি বলি রাণী কান্দিয়া উঠিল॥
হা হা মুঞি এত দিন ইহা না বুঝিল।
স্বামী মোর হেন মহা-অনুভব ছিল॥
হৃদয়পুটিকা-মধ্যে ছিল কৃষ্ণনাম।
এতদিন ইহা মুঞি নাহি জানলাম॥
বাহিরিল বলি প্রাণ ছাড়ি দিল ভূপ।
এই এক মহান্তের ভাব অনুরূপ॥
তাহা না বুঝিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
ছাড়ি গেল মোর মুখে অনল জালিয়া॥

শিরে করাঘাত হানি রাণী বিলাপয় ।
কেবল যে স্বামী বলি রাণী না কান্দয় ॥
হেন কৃষ্ণভক্ত স্বামী বঞ্চিত হইনু ।
হেন যে গুণের নিধি আগে না বুঝিনু ॥
এই ভাবে বিলাপ করিয়া রাণী কান্দে ।
দোঁহাকার গুণে কৃষ্ণ পড়ি গেলা ফান্দে ॥
দরশন দিয়া সুধাময়-দৃষ্টি দিয়া ।
বাঁচিয়া উঠিল রাজা আনন্দ পাইয়া ॥
সম্মুখে দেখয়ে দোঁহে নবঘনশ্যাম ।
বাঞ্ছিত রতন নিধি মিলে অভিরাম ॥
প্রেমানন্দে যত্ন করি রত্নসিংহাসনে ।
বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে ॥
কালেতে শ্রীধামে গিয়া হৈলা অনুচর ।
তাঁহা দোঁহার শ্রীচরণে কোটী নমস্কার ॥

শ্রীগুরুনিষ্ঠ সাধু ।

গুরুনিষ্ঠ এক ব্যক্তি মহা-অনুভব ।
গুরু প্রাণ ধন মান সর্ব্বস্ব বৈভব ॥
গুরুর সেবায় কৃষ্ণকৃপাতে পর্য্যন্ত ।
সর্ব্বদেব প্রীত সদ্‌গুণের নাহি অন্ত ॥
গুরুর কর্ম্মেতে কোন গ্রামান্তরে গেলা ।
পীড়িত হইয়া তথা কালপ্রাপ্ত হৈলা ॥
মরিবার পূর্ব্বক্ষণে আত্মীয় লোকেরে ।
সভারে সম্পদ দিয়া কহে বারে বারে ॥
আমি মৈলে আমায় না পোড়াইহ দেহ ।
গুরুর নিকটে শব লইয়া যাইহ ॥
প্রাপ্তি হৈল তাঁহার যে বাক্য-অনুসারে ।
লইয়া আইলা শব গুরু যথাকারে ॥
লোকস্থলে গুরু সব বৃত্তান্ত শুনিলা ।
ইহার কারণ কিবা বিচার করিলা ॥
এক হেতু গুরু শব যত্তপি দেখয়ে ।
সর্ব্বপাপ নাশ হয় সদগতিকে পায়ে ॥
তা না হবে আর কিছু থাকিবে আশয় ।
মোর বাক্যে ছিল অতি বিশ্বস্তহৃদয় ॥
অতএব মোর বাক্যে জীবন আশয় ।
শব মোর নিকটেতে আনিতে কহয় ॥
এতেক বিচার করি আচার্য্য কহিলা ।
উঠ বাপু, কেন মৃত্যু শয়ন করিলা ॥

কহিবামাত্রেতে উঠি প্রণমস্কার কৈলা ।
নিদ্রায় হইতে যেন জাগিয়া উঠিলা ॥
অতএব গুরু ইষ্ট গুরু বন্ধু হন ।
গুরু হৈতে মিলে কৃষ্ণ মিলে প্রেমধন ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেই যাহা চায় ।
গুরুর চরণ-ধ্যানে সকলি মিলয় ॥
গুরুভক্তি বিনে যদি শতযুগ ধ্যায় ।
প্রেম কাম নাহি মিলে সব ব্যর্থ হয় ॥
গুরুনিষ্ঠ-তাহার চরণ করি ধ্যান ।
শ্রীগুরুচরণে যেন থাকে মোর মন ॥

কবীরজীর জন্ম পূর্ব্ব যবনের ঘরে ।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাহার উপরে ॥
কি জানি কি পূর্ব্বে তাঁর সুকৃতি আছিল ।
হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দয়া উপজিল ॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাত্র সার ।
অনন্ত-চিন্তায় দিবানিশি করে পার ॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হৈল তাঁহাতে ।
কৃপাবাক্য কহে প্রভু আকাশবাণীতে ॥
রামানন্দস্থানে মন্ত্রদীক্ষা কর গিয়ে ।
অচিরাতে পাবে মোরে তাঁহায় আশ্রয়ে ॥
শুনিঞা আকাশবাণী চিন্তয়ে কবীর ।
মোরে কৃপা করিবেন কেনে তেঁহ ধীর ॥
যবন অস্পৃশ্য বুঝি আমার বদন ।
হেরিতে নিষেধ তাঁর বেদের বচন ॥
এতেক চিন্তিয়া কিছু বিচার করিল ।
কোন ছলে মন্ত্রদীক্ষা উপায় সৃজিল ॥
গুরু রামানন্দ-স্বামী প্রত্যুষে উঠিয়া ।
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে গিয়া ॥
অতিভোরে কিছু অন্ধকার আছে যবে ।
ঘাটের নীচেতে গিয়া শুতি রহে তবে ॥
গুরু রামানন্দ স্নানে আইলা সেইকালে ।
অজ্ঞাতে চরণ তাঁর অঙ্গেতে অর্পিলে ॥
তটস্থ হইয়া স্বামী রাম কহ বলে ।
প্রবেশ করিল কবীরের কর্ণ মূলে ॥
সেই রামনাম মহামন্ত্র যে জানিঞা ।
হৃদয়-সম্পুটে রাখে গোপন করিয়া ॥

পূর্ব্বকর্ম্ম জাতি-পাঁতি সকল ছাড়িয়া।
তিলক তুলসীমালা ধারণ করিয়া॥
সদা সেই মন্ত্র জপ দিবানিশি করে।
মাতা পিতা বন্ধুগণ করে তিরস্কারে॥
আপন ইমান ছাড়ি লৈলি হিন্দুধর্ম্ম।
কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর্ম্ম॥
তেঁহ কহে গুরু মোর রামানন্দ-স্বামী।
দীক্ষা দিলা তেঁহ মোরে তাঁর দাস আমি॥
এত শুনি মাতা তাঁর কোপিত হইয়া।
গেলা স্বামী বৈসে যথা-তথায় ধাইয়া॥
স্বামীকে কহয়ে তুমি আমার ছাওয়ালে।
শিষ্য যে করিয়া খাঁটা দিলে জাতিকুলে॥
তাহারে কহেন স্বামী করি মৃদু হাস্য।
কেটা সে নাহিক জানি, নাহি করি শিষ্য॥
সে তো চলি গেল কবীর দণ্ডবতে আইল।
তাঁরে কহে আমি তোমার শিষ্য কবে কৈল॥
কবীর কহেন প্রভু অমুক দিবসে।
কৃপা যে করিলে মোর চমক-আবেশে॥
কলিভব-নিস্তারের এক মহামন্ত্র।
দূর্ব্বাদলশ্যামরূপের শুদ্ধ প্রেমযন্ত্র॥
স্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তান্ত।
কবীরের প্রতি প্রীত জন্মিল একান্ত॥
আনুষঙ্গ রামনাম মোর মুখে শুনি।
দীক্ষা-নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত্র করি জানি।
এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
আলিঙ্গন কৈলা তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া॥
তুমি মোর যবন নহ বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ।
যাথে রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ॥
পুন স্বামী তাঁরে কণ্ঠি তিলক যে দিল।
শুদ্ধ জানি বৈষ্ণবের পঙ্গতে লইল॥
যদি বল যবন কেমতে হৈল গ্রাহ্য।
ত্রৈলোক্যপাবন রামনাম মহাবীর্য্য॥
হাড়ি ডোম যবন কি ম্লেচ্ছ কেহ হয়।
যেই লয়ে হয়ে অই কৃষ্ণের বিষয়॥
দানগ্রহণের পাত্র অবশ্য সে জন।
বিধি-লিঙ্গ-লক্ষণে শ্রীগরুড় কহন॥
শ্রীমদ্ভাগবতেতে কহে অত্যাস-লক্ষণে।
সর্ব্বলক্ষণেতে কহে বিচার প্রমাণে॥
অতএব সত্য সত্য বেদের বচন।
হরিভক্ত যবন যে ত্রৈলোক্যপাবন॥
সহস্র সহস্র ইথে বেদের প্রমাণ।
দুই এক কহি মাত্র মূঢ়-প্রবোধন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে এবং কচিৎ যাঁহাকে বন্দন ও স্মরণ করিলে, চণ্ডালও সদ্য সোমযজ্ঞকারী বলিয়া কল্পিত হয়, সেই ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে কিরূপে পবিত্র হওয়া যায়, তাহা আর কি বলিব?

তত্র চ—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি ন কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

দ্বাদশগুণসম্পন্ন অথচ পদ্মনাভ শ্রীহরির চরণ-কমলে বিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ,— যে চণ্ডাল স্বীয় কার্য্য-অর্থ-কায়মনপ্রাণ ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে। সেই চণ্ডালই স্বীয় কুল পবিত্র করিয়া থাকে, কিন্তু গর্ব্বী বিপ্র পারে না।

গারুড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

যে ম্লেচ্ছে অষ্টবিধা ভক্তি বিদ্যমান, সে ম্লেচ্ছও বিপ্রশ্রেষ্ঠ,মুনি ও শ্রীযুক্ত। সে যতি এবং সে পণ্ডিত। যাহা শ্রীহরিকে দেয় তাহাকেই দিবে এবং যাহা (শ্রীহরির নিকট হইতে) গ্রহণীয়, তাহা সেই ম্লেচ্ছের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। সেই ম্লেচ্ছও শ্রীহরির ন্যায় বন্দ্য।

স্মৃতিঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ। ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালকেও কোন-রূপে স্মরণ, সম্ভাষণ ও পূজা করিলে পবিত্র করিয়া থাকেন।

মন্ত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্॥

সহস্র মন্ত্রযাজী অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তবিৎ এবং কোটি সর্ব্ববেদান্তজ্ঞ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ; আবার একজন একান্ত কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হইতেও শ্রেষ্ঠ। ঐকান্তিক ভক্তি-নিষ্ঠ ব্যক্তিরা পরম পদ প্রাপ্ত হন।

যদি কহ উত্তম অধিকারী প্রতি কহে।
প্রমাণ দেখহ তার তাহাও যে নহে॥
পরের যে শ্লোক দেখ প্রমাণ ইহার।
বুঝিবে সুবোধ যেই করিয়া বিচার॥
বিষ্ণুভক্ত-সহস্রেক তুল্য একজন।
একান্ত-ভকতিবান্ যে বৈষ্ণব হন॥
অতএব সামান্যতঃ ভক্তির যাজনে।
কোটি বিজ্ঞ বিপ্র হৈতে উত্তম যবনে॥
সেই মহা-পূজ্য এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ।
সেই বুঝে সেই জানে ভকতিসন্ধান॥
বেদপারগত সর্ব্বশাস্ত্র অর্থ বেত্ত।
কিন্তু হরিভক্ত নহে অগ্রাহ্য অমেধ্য॥
উদ্যমবিফল সেই পুরুষ অধম।
জগতে নিন্দিত আর নাহি তার সম॥

তত্র—

অন্তঃ গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

সমগ্র বেদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াও, সর্ব্ববিধ শাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও, সর্ব্বেশ্বর ভগবানে যিনি ভক্ত নহেন, তিনি পুরুষাধম।

বেদশাস্ত্র-অপঠিত সর্ব্বধর্ম্মহীন॥
কিন্তু হরিভক্ত সে কিছুতে নহে হীন॥
সন্ধ্যাদিবন্দনা সর্ব্বযজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্ম।
সকলি করিল সেই ধন্য তার জন্ম॥

তত্র—

অনধীতবেদশাস্ত্রোঽপি অ-কৃতাধ্বর ইত্যপি।
যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণৌ তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ॥

বেদশাস্ত্র পাঠ না করিয়াও এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান না করিয়াও, যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহার দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মই সমাহিত হয়।

এতেক প্রমাণ দিয়া কহিবা কারণ।
অজ্ঞে বুঝাইতে নহে কিছু প্রয়োজন॥
অতেব কবীর জাতি ভুবনপাবন।
প্রসিদ্ধ আছয়ে তাহা জানে জগজন॥
তাঁহার মহিমা চমৎকার আরো শুন।
যাহার আওয়াসে রামচন্দ্র আইল পুন॥
মাতার ভর্ৎসনে সাধু জীবিকা কারণ।
তাঁত বুনে হয়ে মাত্র দিননির্ব্বাহন॥
নলি যে চালায় দুই হাতে তালে তালে।
জয় রাম শ্রীরাঘো রাম সীতারাম বলে॥
একদিন একখানি কাপড় বুনিঞা।
হাটের কিনারে গিয়া রহে দাণ্ডাইয়া॥
বৈষ্ণব আসিয়া এক বস্ত্রখানি মাগে।
তেঁহ কহে ফাড়িয়া যে লহ অর্দ্ধভাগে॥
বৈষ্ণব কহেন মোর সব-খানি বিনে।
কার্য্য না চলিবে দেহ যদি মনে মানে॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু সবখানি দিল।
ঘরে অন্ন নাহি তেঁহ লুকাঞা রহিল॥
ঘরে গেলে মাতা আদি করিবে ভর্ৎসন।
শূন্যে এক গৃহে বসি গান রামগুণ॥
হেথা দয়াময় রামচন্দ্র তাহা জানি।
কবীরের রূপ ধরি আইলা আপনি॥
বলদে বলদে নানা সামগ্রী আনিঞা।
ঘর ভরি উঠায় আর দেয় বিলাইয়া॥
মাতা কহে এতেক সামগ্রী কোথা হৈতে।
আনিলি ডাকাতি করে কৈলি বুঝি পথে॥
ক্ষণেক বেয়াজে ঘরে চলিলা কবীর।
অন্তর্দ্ধান কৈলা তবে ছদ্ম রঘুবীর॥
ঘরে গিয়া দেখে মহামহোৎসব হয়।
কত আইসে কত যায় কত খায় লয়॥
দেখিয়া বুঝিলা মনে এ কর্ম্ম প্রভুর।
নহে এত দ্রব্য কেবা আনিল প্রচুর॥
বৈষ্ণব সজ্জনে সাধু বিলাতে লাগিল।
ব্রাহ্মণগণের মনে অসূয়া জন্মিল॥
কহে আরে বেটা জোলা তিলকধারিগণে।
অর্থ বিলাইলি কিছু না দিলি ব্রাহ্মণে॥

না দিবি তো আজি মোরা মারিব তোমারে।
কবীর বিনয় করি কহে সভাকারে॥
ঘরে তো নাহিক কিছু চেষ্টা করি গিয়া।
যদি কিছু পাই দিব বাঁটোয়া করিয়া॥
এত কহি হাটে শূন্যগৃহে গিয়া রহে।
ভয়ে নাহি গৃহে আইসে রাম রাম কহে॥
পুন বহু ধন হরি আনে রূপান্তরে।
কবীর পাঠায় বলি আনি দিল ঘরে॥
কবীর আসিয়া মর্ম্ম বুঝিল অন্তরে।
অদৈন্ত করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা না ছাড়য়।
বৈষ্ণব সহিতে যথা দেবে দৈত্যে হয়॥
এদানি বিপ্রের রীতে অনুভব হৈল।
পূর্ব্বেও বৈষ্ণবে দ্বেষ এমতি আছিল॥
কবীরের প্রতি ঈর্ষা করি বিপ্রগণ।
জনা চারি করে নিজ মস্তকমুণ্ডন॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি গ্রামে গ্রামে গিয়া॥
আইলা ব্রাহ্মণগণ নেওতা করিয়া॥
সহস্রেক বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া।
কবীরের গৃহে মহোৎসব যে কহিয়া॥
কবীরের গৃহে আসি সবে জমা হৈল।
বৃত্তান্ত শুনিঞা সাধু চিন্তিত হইল॥
পূর্ব্ব যত সামগ্রী লইয়া প্রভু আইসে।
সব সমাধান কৈল কবীরের বেশে॥
উপায় না দেখি একস্থানে গিয়া বৈসে।
তেঁহ আসি মিলি সুখসাগরেতে ভাসে॥
সিদ্ধ বলি লোকে বড় জনরব হৈল।
আকারগোপনহেতু এক ছল কৈল॥
এক স্ত্রী বেশ্যা যে তাহার হাত ধরি।
নগরে লোকেরে দেখাইয়া বুলে ফিরি॥
সাধুলোক তা দেখি অন্তরে পায় ব্যথা।
অসাধুর হর্ষ চিত্তে লাভ-অংশে যথা॥
তাঁহার অন্তরে কিছু বিকার তো নাহি।
অবজ্ঞা করয়ে লোকে ভ্রষ্ট হৈল কহি॥
একদিন কবীর সেই বেশ্যার সহিতে।
রাজার সভাতে গেলা করোঁয়া বাঁহাতে॥
রাজা দেখি পূর্ব্ববৎ ভক্তি নাহি কৈল।
দণ্ডবৎ না করিল আসন না দিল॥
হরিভক্ত ছাপাইলে ছাপা নাহি যায়।
মৃগমদগন্ধ যথা বস্ত্রে না লুকায়॥

সভা হৈতে ফিরে সাধু যাইবার কালে।
তটস্থ হইয়া করোঁয়ার জল ঢালে॥
রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপজিল।
অবজ্ঞা করিনু হেতু কি জানি কি কৈল॥
একান্ত করিয়া রাজা পুছে বার বার।
বুঝি কিছু অনিষ্ট যে করিল আমার॥
সাধু কহে না না তব অনিষ্ট না করি।
রাজা কহে তবে কেনে ছিরিকাইলে বারি॥
সাধু কহে শ্রীমন্দির শ্রীলপুরুষোত্তমে।
আগুন পড়িয়াছিল কোন কার্য্যক্রমে॥
ভিড়েতে সেবকগণ পদ দিতেছিল।
চরণ পুড়িবে বলি জল ঢালি দিল॥
রাজা তাহা শুনি সেই দিন বার তিথি।
লিখিয়া পাঠায় ক্ষেত্রে লাগিয়া প্রতীতি॥
লোকদ্বারে রাজা তার জানিলেন তথ্য।
অগ্নি পড়্যাছিল বটে নিভাইল সত্য॥
তখন রাজার মনে ভয় জনমিল।
ভ্রষ্ট বলি বৈষ্ণবের অবজ্ঞা করিল॥
হা হা ছি ছি ধিক্ ধিক্ কি কর্ম্ম করিনু।
না বুঝিয়া কেন হেন বিষ পান কৈনু॥
রাজা রাণী দোঁহে অতি আর্ত্তনাদ করি।
উপায় চিন্তয়ে অপরাধে কিসে তরি॥
দুস্ত্যজ বৃহত্তমান রাজ-অহঙ্কার।
অনায়াসে তেজিল বৈষ্ণবে করি ডর॥
রাণীর সহিতে রাজা দন্তে তৃণ করি।
গলায়ে কুড়ালি শিরে তৃণবোঝা ধরি॥
চলিল রাজন যথা সাধু আছে বসি।
অভিমান লজ্জা তেজি সহিত রূপসী॥
অহো কি সৌভাগ্য রাজার বলিহারি যাই।
ধন্য ধন্য মরি তার লইয়া বালাই॥
বৈষ্ণবেতে এত অনুরাগ যার হয়।
ত্রিভুবনে তাহার তুলনা নাহি রয়॥
যাইয়া দম্পতী শ্রীমন্ কবীর-চরণে।
পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে দু'নয়নে॥
অপরাধ ক্ষেম মোরে কর অঙ্গীকার।
না বুঝিয়া অবজ্ঞা করিনু মুঞি ছার॥
কবীর কহেন তুমি রাজরাজেশ্বর।
হেন কদর্থ না কেনে করিলা স্বীকার॥
আমি নীচ ক্ষুদ্র যে লক্ষোর মধ্যে নহি।
মোরে এত ভক্তিরীতি কর কিবা কহি॥

আমার নিকটে তব অপরাধ কিবা।
মোরে তুমি অপমান কবে করিলে বা ॥
গৃহে যাও মহারাজ ভাল হৈবে তব।
রামচন্দ্রে মতি কর সাধু গিয়া সেব ॥
প্রসন্ন দেখিয়া আর উপদেশ পায়্যা।
গৃহে গেলা সাধুর করুণারত্ন লয়্যা ॥
সেই হৈতে রাজা প্রেমানন্দপদ পাইল।
রঘুনাথের কৃপা হৈতে সংসার ঘুচিল ॥
পুনশ্চ ব্রাহ্মণগণ ঈরষা করিয়া।
পাৎশার নিকটে গিয়া কহে বাদ দিয়া ॥
কবীর নামেতে এক হয় মোছলমান।
গুণ জ্ঞান জানে কার্য্য করয়ে বেথান ॥
বহু বেটী লোকের বাহির করি আনে।
হাত ধরি ফিরে গ্রামে লজ্জা নাহি মানে ॥
ইমান ছাড়িয়া ভজে হিন্দুর ধরম।
কোথা হৈতে অর্থ আনে না বুঝি মরম ॥
পাৎশা শুনিঞা তবে তলব করিল।
সম্মুখে তাহারে খাড়া করিয়া রাখিল ॥
কাজী কহে পাৎশারে সেলাম কর রে।
তেঁহ কহে সেলাম-যোগ্য নাহিক সংসারে ॥
একা রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত।
আর যত দেখ সব সকলি অসৎ ॥
তাহা শুনি পাৎশা কোপে অগ্নি হেন জ্বলে।
এইক্ষণে বধ কর ভৃত্যগণে বলে ॥
চরণে শিকলি দিয়া নদীতে ডারিল।
সবে কহে নদীজলে ডুবিয়া মরিল ॥
ক্ষণমধ্যে দেখে তীরে দাণ্ডাইয়া সাধু।
বিতর্ক করয়ে বুঝি জানে কিছু যাদু ॥
অগ্নিতে ডারিল পুন তোপেতে ধরিল।
ভক্তির প্রভাবে যত সব ব্যর্থ হৈল ॥
বিস্ময় হইয়া রাজা বিচার করিল।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র নিশ্চয় জানিল ॥
বহু স্তুতিনতি করি সম্মান করিল।
পদানত হৈয়া অপরাধ ক্ষেমাইল ॥
পুনর্ব্বার মায়াদেবী মোহিনী রূপেতে।
বিভূষন করিয়া আইলা ভুলাইতে ॥
সাধু তাহা দেখিয়াও দৃকপাত না কৈলা।
হরির ভকত স্থানে হারি মানি গেলা ॥
তবে চতুর্ভুজ-রূপে প্রভু দেখা দিলা।
যতেক উদ্যম তবে সকল হইলা ॥
পরম আনন্দে কত দিবস ব্যতীতে।
প্রভুর নিকটে যাইবার হৈল চিতে ॥
পাটনা অঞ্চলে এক হয় রম্য স্থান।
তথাই রহিয়া সাধু করিলা পয়াণ ॥
বস্ত্র-আবরণ অঙ্গে করিয়া শুইল।
ঐমনি বৈকুণ্ঠধাম গমন করিল ॥
হিন্দু আর মোছলমান দুই পক্ষে মেলি।
কলহ হইল বোলাবুলি ঠেলাঠেলি ॥
কবর দিবার হেতু মোছলমান কহে।
হিন্দু তাহা নাহি মানে জ্বালাইতে চাহে ॥
কেহ আসি কহে ভাই কলহ কি কর।
শব কোথা আগে তার মূল হে বিচার ॥
ঝোপড়ার মধ্যে গিয়া শব যে না দেখি।
আবরণ বস্ত্রখানি আছে মাত্র সাখী ॥
তখন সবাই মনে বিস্ময় হইলা।
জানিল দেহের সহ বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥
আবরণ বস্ত্রখানি দেখে উঠাইয়ে।
কথোগুলি পুষ্প আর তুলসী আছয়ে ॥
গোরাবরি মোছলমান পুষ্পগুলি লৈয়া।
কবর দিলেক তাহে উৎসাহ করিয়া ॥
হিন্দু যে বৈষ্ণবগণ তুলসী পাইয়া।
সমাধি করিলা নিজ মত আরোপিয়া ॥
মহামহোৎসব করি সঙ্কীর্ত্তন কৈল।
যে ধ্বনিতে দশদিগ পবিত্র হইল ॥
শ্রীল-কবীর মহাশয়ের সুযশ।
ভুবনপাবন যাহা অদ্যাপি প্রকাশ ॥
তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি।
কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণভকতি মাধুরী ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ছোটবিপ্র-বড়বিপ্র-আদি
ভক্তচরিত্রবর্ণনং পঞ্চদশ-মালা ॥

ষোড়শ মালা।

— * —

শ্রীরুইদাস-আদি ভক্তচরিত্রবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

গুরু রামানন্দ-শিষ্য এক ব্রহ্মচারী।
গুরুর প্রেরিত আনে মুষ্টিভিক্ষা করি॥
পাক আদি করে তেঁহ ভোগ দেন গুরু।
টহলেতে আজ্ঞাবহ সদা রহে ভীরু॥
মুষ্টিভিক্ষা করিতে যখন বিপ্র যান।
প্রতিদিন কহে তাঁরে এক মহাজন॥
চুটকি না কর সিধা লহ মোর স্থানে।
লইতে না পারে বিপ্র গুরু আজ্ঞা বিনে॥
একদিন ঝড় বৃষ্টি দুর্দ্দিন দেখিয়া।
চুটকি না লৈল তথা সিধা লৈল গিয়া॥
পাক আদি করি বিপ্র প্রস্তুত করিলা।
গুরু রামানন্দ ভোগ লাগাইতে গেলা॥
ভোগ লাগাইতে ইষ্ট ধ্যানে নাহি আইসে।
ভোগসামগ্রী মনে ভাল নাহি বাসে॥
শিষ্য প্রতি জিজ্ঞাসেন ভিক্ষা কোথা কৈলে।
তেঁহ কহে এক বণিকের স্থানে মিলে॥
রামানন্দ স্বামী কহে বিষয়ীর স্থানে।
নাহি কর স্থূল ভিক্ষা মুষ্টিভিক্ষা বিনে॥
পূর্ব্বে যে তোমারে তে কহিনু বারেবার।
আপন স্বধর্ম্ম মুষ্টিভিক্ষা বিনু আর॥
যতেক যাচিঞা সব অনাচার হয়ে।
বিষয়ীর অন্নে মন মলিন করয়ে॥
অতএব মোর বাক্য যেমন লঙ্ঘিলে।
জন্ম গিয়া লহ অচিরাৎ নীচ কুলে॥
স্বামীর শাপেতে বিপ্র মুচির কুলেতে।
জনমিল গিয়া তবে সে দেহ পাতিতে॥

সদ্গুরু আশ্রয় আর সৎসঙ্গ হইতে।
গুরুর সেবার বলে না হৈল বিস্মৃতে॥
জন্মমাত্র হরিভক্তি উদয় হইল।
জাতিস্মর হইয়া সংক্ষণে জন্মিল॥
জনমিয়া গুরুতে বিচ্ছেদ সঙরিয়া।
দুগ্ধ নাহি খায় শিশু আকুল কাঁদিয়া॥
মাতা পিতা নানা মতে চেষ্টা সন্ধি করে।
কোনমতে দুগ্ধপান করাইতে নারে॥
উপায় চিন্তিয়া গেলা স্বামীর চরণ।
কাকুবাদ করি কহে পুত্রের কারণ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ স্বামী শুনিতেই।
স্ফূর্ত্তি হৈল নিজ শিষ্য জনমিল সেই॥
ভাবিয়া স্বামীর মনে দুঃখ উপজিল।
হাহা কেন হেন পাত্রে অভিশাপ দিল॥
সম্প্রতি দুগ্ধ না খায় আমার বিচ্ছেদে।
মুঞি কৈনু অকর্ম্ম মানিয়া নিজমদে॥
অতেব বিহিত মোর হৈল করতে।
এতেক ভাবিয়া কহে চামারের সাথে॥
কোথায় তোমার বালকে কৈল।
চিন্তা নাই আমি গিয়া করে দিব ভাল॥
চামার কুণ্ঠিত হইয়া যোড় হস্তে কহে।
আপনে আমার ঘর যাবা যোগ্য নহে॥
স্বামী কহে ইথে মোর লাঘব কিবা।
পর-উপকার যেই সেই হরিসেবা॥
এতেক কহিয়া চলি গেলা তার ঘরে।
স্বামীরে দেখিয়া শিশু চকিত নেহারে॥
তৃষিত চাতকে যেন জলধারা মিলে।
দারিদ্র রতন হেন পাথ হারাইলে॥
দুনয়ানে বহে ধারা না পারে কহতে।
গুমরিয়া রহে নারে দুঃখ নিবেদিতে॥
স্বামী তার ভাব বুঝি অন্তরে কান্দয়।
শিরে হস্ত দিয়া বহু আশ্বাস করয়॥
চিন্তা না কারহ হরি করিবেন দয়া।
অবশ্য যে দিবেন অভয় পদছায়া॥
এত কহি কর্ণে মহামন্ত্র যে অর্পিলা।
কৃতার্থ করিয়া স্বামী নিজবাসে গেলা॥
ক্রমে ক্রমে সাধু যত হয়ে গো বর্দ্ধিষ্ঠ।
চন্দ্রবৎ ভক্তি তথা প্রকাশে প্রকৃষ্ট॥
দুই জুড়ি জুতা প্রতিদিন বনাইয়া।
এক জুড় দেন তিনি বৈষ্ণব দেখিয়া॥

এক জুড়ি বেচি করে দেহ নির্ব্বাহন।
বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বানাইয়া দেন ॥
এইমত কতক দিবস গত হৈল।
কুটুম্ব হইতে ভিন্ন স্থান এক কৈল ॥
ঝোপড়া বান্ধিয়া এক শালগ্রাম আনি।
তাহাতে রাখিয়া সেবা করয়ে আপনি ॥
রুইদাস বলি নাম লোকেতে কহয়।
হরির কৃপার পাত্র কেহ না জানয় ॥
কষ্টে-সৃষ্টে জীবিকা চলয়ে কোনমতে।
কোন দিন উপবাস হয় না মিলাতে ॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কেলেশ দেখিয়া।
ছদ্মরূপে আইলা এক স্পর্শমণি নিঞা ॥
রুইদাসে কহে কেনে কড়কা করহ।
স্পর্শমণি আনিয়াছি এই ধন লহ।
তেঁহ কহে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
প্রভু কহে আমি তব ইষ্ট রঘুবর ॥
পুন কহে তুমি যদি রঘুবর হও।
তবে কেনে নিজ রূপ নাহিক দেখাও ॥
প্রভু কহে দেখাইব বে মণি লও।
তেঁহ কহে পাথর আনিঞা কি ভুলাও ॥
প্রভু কহে এ পাথর লৌহে ছোঁইলে।
তৎক্ষণেতে স্বর্ণ হয় বহু অর্থ মিলে ॥
এত কহি চামকাটা রাম্পি ছোঁয়াইল।
দেখিতে দেখিতে রাম্পি সোণার হইল।
তেঁহ তাহা দেখি ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া।
কহেন এ করিলে কি দলে বিগাড়িয়া ॥
দিন গুজরান মোর ইহা হৈতে হয়।
তুমি তা করিয়া সোণা কৈলে অপচয় ॥
কে তুমি করিতে আইলে মোরে বিড়ম্বন।
আজ নাঞি মোর তুমি নিঞা যাও ধন ॥
প্রভু কহে স্বর্ণ হৈল অপচয় কহ।
তেঁহ কহে কাজ নাঞি তুমি নিঞা যাহ ॥
অর্থে মোর অপচয় সদাই হইবে।
রজগুণ বৃদ্ধি হৈলে সর্ব্বনাশ হবে ॥
তথাচ যতন করি প্রভু গছাইলা।
রুইদাস নিঞা চালে গুঁজিয়া রাখিলা ॥
প্রেমানন্দ-রসে যেই মগন আছয়।
প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ভায় ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাদশ সিদ্ধি।
দৃক্‌পাত না করে যাথে ভক্তি তুচ্ছ বুদ্ধি ॥

সে কি বস্তুজ্ঞান করে পরশ-রতন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন ॥
কথোক দিবস পরে পুন প্রভু আইলা।
পুছেন ভক্তের স্পর্শমণি কি করিলা ॥
তেঁহ কহে তব সে পাথর আর বাপ।
চালে ঘুসি রাখিয়াছি ঘাসগুলা ঝাঁপি ॥
বাহির করিয়া কহে এই নিঞা যাহ।
ওগুলা না আন এথা অন্য কারে দেহ ॥
প্রভু পুন কহে এই দুঃখে কেনে মর।
যৎকিঞ্চিৎ কিছু দেই তাহি অঙ্গীকার ॥
তোমার যে ঠাকুর তাঁর আসনের তলে।
পাঁচটি মোহর পাছে নিতানি সকালে ॥
তেঁহ কহে না না মোর তাকে কাজ নাঞি
মোহর পাথর নিঞা দেহ অন্য ঠাঁঞি ॥
তবে প্রভু গেলা ঠাকুরের শয্যাতলে।
পাঁচটি মোহর আছে দেখয়ে সকালে ॥
দেখিয়া বড়ই মনে বেজাব মানিল।
কহয়ে বড়ই মো জঞ্জাল হইল ॥
টান মারি ডারি দিল মনে ক্রোধ করি।
পুন প্রভু আইলা তাহার কর্ম্ম হেরি ॥
ভকতবৎসল হরি ভক্তদুঃখ হেরি।
পুনঃপুন আইসন না রহিতে পারি ॥
পুন আসি কহে তাঁর দুটি হাত ধরি।
একটি নেহারা মোর রাখ অঙ্গীকারি ॥
স্পর্শমণি না লইলে না লইলে ভাল।
পাচটি মোহর নিতি লবে মোরে বল।
সাধু বলে কে তুমি স্বরূপ কহ মোরে ॥
এতেক যতন কেনে কর মোর তরে।
তেঁহ কহে আমি তব রামচন্দ্র হই।
তব দুঃখ দেখিয়া অন্তরে দুঃখ পাই ॥
পুন সাধু কহে যদি মোর প্রভু হও।
স্বরূপ দেখাইয়া মোর প্রতীত করাও ॥
তবে হরি একবার নিজমূর্ত্তি ধরি।
দেখা দিয়া ভক্তে গেলা অন্তর্দ্ধান করি ॥
বজ্রাতের ন্যায় সাধু একবার হেরি।
স্থাবরের ন্যায় রহে অনিমিখ করি ॥
চমৎকার চিত্ত জ্ঞানহত প্রায় রহে।
ক্ষণেকে সংবিৎ পাই ইথি-উথি চাহে ॥
পুন দেখিবারে না পাইয়া চিত্ত ভ্রমে।
ঘুরিয়া বুলয়ে তাপ উঠয়ে মরমে ॥

উচ্চস্বরে কান্দে আহা কি দেখিনু মরি।
হেন রূপ আর কি আছয়ে জগভরি॥
পীতাম্বর নবঘন-শ্যামল সুন্দর।
কি দেখিল অপরূপ সুন্দর অধর॥
একবার কি দেখিনু আর দেখি নাঞি।
কি দোষ করিনু মুঞি বিধাতার ঠাঞি॥
দিয়া ধন হৃদি হৈতে কাড়িয়া লইল।
এহেন রতন পাঞা বঞ্চিত হইল॥
পুনঃপুন কহে মোরে মুঞি তোর প্রভু।
প্রতায় না কৈনু মুঞি নাবুঝিনু তবু॥
তখন এমত যদি বুঝিতাম মনে।
ছাড়িয়া নাহিক দিতাম ধরিয়া চরণে॥
স্পর্শমণি আদি দিতে চাহিলেন মোরে
বাক্যের হেলন তাঁর কৈনু বারে বারে॥
বুঝি সেই অপরাধে বঞ্চনা করিলা।
নহে কেনে দেখা দিয়া পুন লুকাইলা॥
এতেক বিলাপ করি সংবরণ কৈল।
আজ্ঞা হৈল অর্থ লৈতে বিচার করিল॥
তবে সেই পঞ্চস্বর্ণ অঙ্গীকার কৈল।
স্বর্ণ নিঞা কি করিব মনে বিচারিল॥
ঠাকুর-মন্দির আর সেবার শৃঙ্খলা।
করিলা হইলা বহু বৈষ্ণবের মেলা॥
সদা গান নৃত্য বাদ্য যাত্রা মহোৎসব।
কৃষ্ণকথা বিনে আর নাহি অন্য রব॥
স্বয়ং শ্রীল-রামচন্দ্র ভোজন করয়।
যাথে স্থান দেখি মন্ত্র চমৎকার হয়॥
ঝালি নামে এক রাণী দীক্ষা নাহি হয়।
গুরুপরীক্ষার চেষ্টা সদাই করয়॥
কাশীর নিকটে রুইদাস ভাগবত।
গুরু-রামানন্দ-শিষ্য পরমমহৎ॥
দরশনে গেলা রাণী শুদ্ধভক্তিভাবে।
দরশনমাত্রেই রাণীর চিত্ত দ্রবে॥
সেবক হইতে মনে শ্রদ্ধা জনমিল।
তার্কিক ব্রাহ্মণগণ বারণ করিল॥
মুচির সন্তান-স্থানে দীক্ষা বে করিবে।
লোকে ধর্ম্মে বিরুদ্ধ এ কেমতে হইবে॥
পণ্ডিতম্মন্য বুদ্ধ রাণী কহে বিপ্রগণে।
কি কহিলে বিপরীত মুচির সন্তানে॥
আজন্ম তোমার করি ব্রহ্ম অনুষ্ঠান।
কহ দেখি নিজ প্রাণের কি কৈলে বিধান॥

স্বধর্ম্ম যাজন কর অধর্ম্মের ভয়ে।
না হয় অধিক হয়ে স্বর্গের বিষয়॥
অনিত্য সে তাহাও যে সুসিদ্ধ দুর্লভ।
বড় ফল করি মানো কৈবল্য অভব।
সেহ মুক্তি ভক্তি ধর্ম্ম হরির ভকত।
সাক্ষাতে আইসে নাহি করে দৃক্‌পাত॥
নীচ যে কহিল অতি অনোচিত সেহ।
শাস্ত্র দূরে থাক্ যুক্তি করিয়া বুঝহ॥
পরাৎপর জগতের পরম ঈশ্বর।
যে চরণে গঙ্গা হৈল ত্রৈলোক্যের সার॥
তাঁর শ্রীচরণ যে হৃদয়ে ধরয়।
তাঁরে নীচ কহিলেই অপরাধ হয়॥
ব্রাহ্মণ পবিত্রজাতি হইয়া কি পায়।
নীচজাতি হরিভক্তে কি না লভ্য হয়॥
স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্মমৃত্যু হয়।
পুনর্ব্বার নীচজাতিকুলেতে জন্ময়॥
নীচজাতি হরিভক্ত পুন না জন্ময়।
ব্রহ্মার প্রার্থনা যাহা হেন পদ পায়॥
অপূর্ণ ভজনে যদি জনমিতে হয়।
উত্তম জনম পাঞা সাধুমার্গ পায়॥

শ্রীগীতায়াম্—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টো২ভিজায়তে।

যোগভ্রষ্ট জন শুচিভাবাপন্ন শ্রীমান্‌দিগের গৃহে জন্মধারণ করেন।

অতএব হরিভক্ত চণ্ডাল যে হয়।
ভুবনপাবন সেহ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
বেদশাস্ত্রে এ প্রমাণ অনুভব সর্ব্বে।
সাধারণ নাহি কয়ে যাহার প্রভাবে॥
রজ আর তমের যে এমতি প্রভাব।
দেখিয়াও প্রত্যক্ষ না হয় অনুভাব॥
এত কহি রাণী গিয়া রুইদাস-স্থানে।
শরণ লইয়া মন্ত্র করিলা গ্রহণে॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা অচিরাৎ কৈল।
অনেক জন্মের ভাগ্যে ফল যে ফলিল॥
রাণীরে ব্রাহ্মণ কিছু কহিবারে নারে।
পরস্পর সব বিপ্র কাণাকাণি করে॥
একদিন ঝালি রাণী গুরু রুইদাসে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজ বাসে।

কথোপুলি ত্র স্বণ করিলা নিমন্ত্রণ।
একপংক্ত বসাইলা কারতে ভোজন॥
বিপ্রগণ তাহে দেখি উসমুসি করে।
মুচি সহ কেমতে বসিব একত্তরে॥
রুইদাস পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে।
সেখানেও দেখি রুইদাস বসি পাশে॥
পুনর্ব্বার তথা হইতে দূর গিয়া বৈসে।
পুন দেখে রুইদাস বসাছে পাশে॥
এইমত পরস্পর সবাই দেখয়ে।
বিব্রত হইয়া পরস্পর যে কহয়ে॥
এ কি হৈল পাপ আজি মুচির সহতে॥
একপংক্তি বসি বুঝ হইল খাইতে॥
এমতি তমের ধর্ম্ম বুঝিয়া না বুঝে।
অলৌকক দেখিয়া তথাপি নাহি রিঝে॥
বিভু নিজভক্তের মহিমা প্রকাশিতে।
নানা খেলা করে অজ্ঞে না পারে বুঝিতে॥
রাণী সেই রঙ্গ দেখি মুচকিয়া হাসে।
অভিমানী বিপ্রগণ না জানে বিশেষে॥
ভোজন করিয়া সবে উঠিলেন পরে।
স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া সাধুবরে॥
চামর ব্যজন রাণী করে নিজ করে।
বিপ্রগণ আরো কিছু চমৎকার হেরে॥
রুইদাস অঙ্গে তেজ ঝলমল করে।
স্বর্ণযজ্ঞোপবীত শোভে বামস্কন্ধপরে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ চমৎকার হৈল।
উঠিয়া চলিল কিন্তু আদর না কৈল॥
কাশীবাসী বিপ্রগণ জ্ঞানমার্গী হয়।
বৈষ্ণব যে সেব্য তার মর্ম্ম না জানয়॥
শ্রীমন্ রুইদাস শ্রীমতী রাণীজীর।
চরণ ভরসা কৃষ্ণদাস নারকীর॥

শ্রীপিপাজীর।

গাঙ্গরৌণের রাজা নাম পিপা হয় শাক্ত।
দেবীর প্রতিমা পুজে অতি অনুরক্ত॥
দৈবাৎ বৈষ্ণব এক অতিথি হইয়া
কেলা কারি যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য দিলা॥
রন্ধন করিয়া সাধু খাইয়া রাহেলা।
রাজা শাক্ত কৃষ্ণভক্তিবিহীন জানিলা॥
ক্ষোভিত হইয়া কিছু মনোরথ করে।
রাজা যদি হরিভক্ত হয় দেবীবরে॥
তবে এই রাজ্যধন মানব জনম।
সফল যে হয় নহে কেবল ভরম॥
দেবীর কৃপার পাত্র সহজে রাজন।
বিশেষ সাধুর কৃপা পরম কারণ॥
শঙ্কিনী যোগিনী সহ নিশীথে ভবানী।
ভয়ঙ্কররূপ ধরি যাইয়া আপনি॥
নিদ্রাকালে রাজার বসিয়া বক্ষঃস্থলে।
হুঙ্কার করিয়া কিছু ক্রোধাবেশে বলে॥
হঁ রে মূঢ় সাধু করি মান আপনারে।
অবজ্ঞা করিলে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবেরে॥
প্রাতঃকালে উঠি তার সম্মান করিব।
স্তবন করিয়া অপরাধ মানাইবে॥
যুক্তি যে কহিবে তেঁহ তাহাই করিবে।
সর্ব্বসিদ্ধ সেই যাথে কল্যাণ হইবে॥
স্বপন দেখিয়া রাজা ভয়েতে কাতর।
কি দেখিনু বলিয়া চিন্তয়ে গচুত্তর॥
প্রাতে উঠি গিয়া সেই বৈষ্ণব-চরণ।
অষ্টাঙ্গ হইয়া সব কহে বিবরণে॥
চরণ ধরিয়া কহে কি আজ্ঞা করহ।
অপরাধ ক্ষেম আর কি করি হে বলহ।
যে আজ্ঞা কহ তাহা করি শিরে ধরি।
বুঝিলাম বৈষ্ণবের মহিমা যে ভারি॥
বৈষ্ণব কহেন রাজা তুমি ভাগ্যমান।
এতাদৃশ দেবী যে তোমাবে কৃপাবান্॥
আমি যে মানস কৈনু তাহাতে সম্মতি।
হইয়া কবিলা আজ্ঞা দিয়া অনুমতি॥
বড় কৃপা কৈল দেবী কৃষ্ণভক্তি দিল।
জগতের সার অর্থ বিতরণ কৈল॥
অতএব মহারাজ মোর মন কথা।
কৃষ্ণভক্ত হও যাবে তাপত্রয় ব্যথা॥
কৃষ্ণপ্রেমসুখোল্লাস আস্বাদ করহ।
সুধাপান কর আর বন্ধন ছুটাহ॥
ইহার অধিক নহে রাজ্য ধর্ম্ম অর্থ।
আর যত দেখ হয় সকল অনর্থ॥
এতেক শুনিঞা রাজা ভাবিতে লাগিলা।
দেবীর আশয় এই সিদ্ধান্ত বুঝিলা॥
বৈষ্ণবেরে কহে রাজা কর্ত্তব্য হইল।
তথাচ দেবীরে কিছু নিবেদিতে গেলা॥

তবে রাজা দেবীরে কহয়ে স্তুতি করি।
এবে বুঝিলাম যে নিতান্ত সেব্য হরি॥
তাহাতে বুঝিনু মোরে বড় কৃপা কৈলে।
সারাৎসার যেই অর্থ সেই ধন দিলে॥
রাজ্য ধন পাইয়া যে মানিলাম অর্থ।
এবে বুঝিলাম সেই সকলি অনর্থ॥
অতএব সারধন দিতে ইচ্ছা কৈলা।
আশ্রয় করি যে কোথা তাহা না কহিলা॥
গুরুপদ আশ্রয় করিব কোথা গিয়া।
তাহা আজ্ঞা কর মোরে করুণা করিয়া॥
এতেক শুনিঞা দেবী আদেশ করয়ে।
গুরু-রামানন্দ পদ করহ আশ্রয়ে॥
কাশীতে শ্রীরামানন্দ-নিকটে চলিলা।
শিষ্যগণ নিকটে যাইতে নাহি দিলা॥
অবৈষ্ণব পিপা রাজা পূর্ব্বেতে জানয়।
অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয়॥
বাহিরে রহিয়া রাজা যোড়হাত করি।
বিনয় করয়ে বহু দন্তে তৃণ ধরি।
দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কহিল।
শরণ লইনু বলি কান্দিতে লাগিল॥
তবে স্বামী নিশ্চয় জানিঞা মনোবৃত্তি।
আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল অতি॥
তারকব্রহ্ম রামনাম উপদেশ দিয়া।
বড় কৃপা কৈলা তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
অভিমান তেজি রাজা কথোক দিবস।
সেবা কৈলা গুরুর করিয়া অভিলাষ॥
গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন।
বৎসরেক কৈল হরি-ভক্তির সাধন॥
বিষয় তেজিয়া বনে করিতে গমন।
হরি-অনুরাগে দৃঢ়তর হৈল মন॥
বিবেচনা করি কিছু অন্তরে চিন্তিলা।
স্ত্রীগণের হিত করিবারে বিচারিলা॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে ইহা সভার মতি হয়।
অবশ্য আমার ইহা করিতে জুয়ায়॥
এতেক চিন্তিয়া স্বামী-রামানন্দ-স্থানে।
পাত্রী পাঠাইলা এই অস্ফুট বচনে॥
একবার হেথা পদার্পণ যদি হয়।
নিবেদন করিব বিশেষ সুবিষয়॥
পাইয়া রাজার পত্রী স্বামী চলি আইলা।
রুইদাস আদি শিষ্য সঙ্গে করি মেলা॥

সম্যক্ প্রকারে রাজা পূজিলা স্বামীরে।
দীক্ষা করাইলা রাণীগণ সভাকারে॥
রাজ্য তেয়াগিয়া রাজা বৈরাগ্য করিয়া।
যাইবারে চাহে গুরুস্থানে নিবেদিয়া॥
স্বামী তাহে পরমসন্তোষ চিত্তে হৈলা।
এইক্ষণে শুভ বলি অনুমতি দিলা॥
রাজ্য তেজি বৈরাগ্য করিয়া রাজা চলে।
যাইবার কালে সাত রাণী আসি মিলে॥
মোরা সমিভ্যারে যাব সবে মেলি বলে।
বিঘ্ন এক উপস্থিত পড়িল জঞ্জালে॥
নাহি ছাড়ে কেহ রাজা আপদে পড়িলা।
স্বামীজী-স্ত্রীগণেরে অনেক বুঝাইলা॥
না মানিলা যদি তবে রাজা কিছু কহে।
যে জন আসিতে যোগ্য হবে মোর সহে॥
অলঙ্কার-বস্ত্র-আদি দূরে তেয়াগিয়া।
নগ্নবেশে-সভা-মধ্যে আসিব ফিরিয়া॥
কহিবামাত্রেতে সীতা নাম ছোট রাণী।
টান মারি ফেলি দিলা হার হীরা-মণি॥
হাত যোড় করি কহে উলঙ্গ হইতে।
অপরাধ হবে এই গুরুর সাক্ষাতে॥
এত কহি ছিণ্ড এক কম্বল ফাড়িয়া।
পরিয়া লইল জরি-বস্ত্র তেয়াগিয়া॥
রাজা চমকিয়া স্বামী-মুখ-পানে চাহে।
ইহারে সঙ্গেতে লহ গুরুদেব কহে॥
হরি-অনুরাগী যেই সেই গ্রাহ্য হয়।
যদি বল রমণীর সঙ্গ না জুয়ায়॥
উভয়ের রীত রাগ যদ্যপি জন্ময়।
দৈহিক সম্বন্ধে অভিমান নাহি রয়॥
তবে যে পুরুষ-স্ত্রী ভেদ কি রহিল।
সবাই সমান তাহে হরি ভক্তি হৈল॥
ভক্তিপক্ষে বন্ধুসম অবশ্য সে গ্রাহ্য।
রাগপক্ষে রিপুতুল্য যাহে যায় ধৈর্য্য॥
পিপাজীর রাণীর অধিকার অনুরাগ।
উভয় সখানরীতি বিষয়ি বিরাগ॥
উপযুক্ত বুঝি স্বামী অনুমতি দিলা।
অযোগ্য কোথায় যাবে স্বামী কৃপা কৈলা॥
তাহে বিশেষত হরিভক্তের আশ্রয়।
শ্রীমদ্ভাগবতে কহে করিয়া নিশ্চয়॥

টীকা শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণ—

ভক্তস্য-আশ্রমনিয়মাভাবস্তু বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥

যেহেতু ভক্তের আশ্রমের নিয়মাভাব উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমান্ রামানন্দ হন দ্বিতীয় শ্রীরাম।
তাঁর কৃপাকটাক্ষেতে পূরে সর্ব্বকাম ॥
তাহে তাঁর পূর্ণকৃপা তাহে কি সংশয়।
দুর্ঘটঘটন যাঁর কটাক্ষেতে হয় ॥
জগতে যে না মিলয় সর্ব্বধর্ম্ম করি।
সর্ব্বদেব সেবি মহাতপস্যা আচরি ॥
হেন যে দুর্লভ হরিভক্তি যেই দাতা।
তাঁহার কৃপায় রাগনিবৃত্তি কা কথা ॥
রাগনিবর্ত্তন আদি ভক্ত অঙ্গ নহে।
তথাচ নিবর্ত্ত চাহি বাধা জন্মে যাহে ॥
আরো আছে তাৎপর্য্য ঐকান্তিক মতে।
রাগোদ্দেশ নাহি থাকে একান্তী ভকতে ॥
যেমন জ্ঞানীর মতে বৈরাগ্য প্রধান।
ভক্তিমার্গে যেমন অবশ্য নাহি হন ॥
তথাচ ভক্তির গুণ এমতি স্বভাব।
আপনি জন্ময়ে আসি সুনির্ব্বিঘ্ন ভাব ॥
অতঃপর পিপাজীর নানা লীলাকর্ম্ম।
সকল না কহা যায় কিছু কহি কর্ম্ম ॥
সীতা সঙ্গে চলে রাজ্য-ভোগ তেয়াগিয়া।
মৃত্তিকায় করোয়া ছিণ্ডা কম্বল উড়াইয়া ॥
বদনে শ্রীরামনাম ভিক্ষাটন করি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকানগরী ॥
নিত্য শ্রীদ্বারকাধামে নিত্য লীলা হয়।
মনেতে প্রতীত আছে দেখিতে না পায় ॥
না দেখিয়া মনে কিছু দুঃখ উপজিল।
আশপাশ লোকে সাধু পুছিতে লাগিল ॥
এইখানে দ্বারকাপুরী কৃষ্ণ বিরাজয়।
দেখিতে না পাই কেনে গেলেন কোথায় ॥
হাসিয়া কহয়ে লোক এবে কি দেখিবে।
কলিকালে এখন দেখিতে কোথা পাবে ॥
লীলা-অন্তে সপ্তরাত্রিপরে দ্বারাবতী।
সাগরে ডুবিলা কৃষ্ণ বিরাজয় তথি ॥
এত শুনি উৎকণ্ঠাতে সীতার সহিতে।
দরশন হেতু ঝাঁপ দিলা সাগরেতে ॥

টাবুটুবু করিয়া ডুবিয়া রহে দাঁহে।
হোথা শ্রীরুক্মিণীদেবী কৃষ্ণসনে কহে ॥
কেমন নির্দ্দয় তুমি দয়ালেশ নাই
এ কলঙ্ক তোমার জগতে রবে ছাই ॥
ভক্ত দুটী ডুবিয়া মরয়ে সিন্ধু-জলে।
কৃপা করি দোঁহারে আনহ নিজস্থলে ॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে কহিয়া আনাইলা।
যুগল মোহনরূপ দরশন দিলা ॥
হেরিয়া পরমানন্দ পাইল দুজনে।
চাতক যেমন হর্ষে মেঘ-বরিষণে ॥
করিয়া অমৃতপান কতেক দিবস।
রহিল যে তথায় পাইয়া সেবারস ॥
কৃষ্ণ কহে যাও দোঁহে আমার আজ্ঞাতে।
দ্বারকা প্রকাশ গিয়া কর উপরেতে ॥
নিত্যধাম-দ্বারকা-বিনাশ কভু নহে।
তবে যে সমুদ্রে মগ্ন যাহা লোকে কহে ॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার।
লোকে জানাইতে কৈনু লীলার প্রকার ॥
সমুদ্রের স্থানে কিছু স্থান মাগি লৈনু।
অসুর-মারণ হেতু এ লীলা করিনু ॥
অসুর বুঝিবে কৃষ্ণ পলাইয়া গেল।
সাগরের স্থানে গিয়া শরণ লইল ॥
নতুবা যে নিত্যধাম উপরে অদ্যাপি।
আছয়ে নাহিক ক্ষয় সদা চিদ্রূপী ॥
তথায় সদাই মুঞি পরিবার সনে।
লীলা অপ্রকটে থাকি সবে নাহি জানে ॥
ভক্তজন জানে মোর সদা নিত্যলীলা।
অসুর স্বভাবে কহে সবে মরি গেলা ॥
অসুরমোহের হেতু যদুবংশক্ষয়।
লীলা কৈনু যাথে বুঝে প্রাকৃতের ন্যায় ॥
সেই ইন্দ্রজালবৎ যথার্থ না হয়।
ছলে দেবগণে পাঠাইলা স্বস্থালয় ॥
সমুদ্রের ভিতরে যে এখন দেখহ।
সমুদ্রেরে কৃপা করি থাকি যে জানিহ ॥
যেহেতুক সর্ব্বতীর্থময় যে সাগর।
যাথে স্নান-আদি হয় সর্ব্বসিদ্ধিকর ॥
অতএব দোঁহে যাইয়া দ্বারকায়।
মহিমা প্রকাশ কর স্থানের প্রচার ॥
যথা যেই লীলা তার স্থান নির্দ্দেশিয়া।
আমার চিন্ময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ॥

সেবার শৃঙ্খলা কর মুঞি ভোগ করি॥
বিরাজ করিব যে প্রতিমারূপ ধরি।
লোকের নিস্তারহেতু ইহা কর গিয়া।
দেহ অন্তে মোরে পুন পাইবে আসিয়া॥
এতেক শুনিয়া সাধু চমকিত হৈল।
হা হা মূঢ় লোকে বলে যদুবংশ মৈল॥
চিদানন্দময় নিত্যসেবার কারণ।
তা-সভার ক্ষয় কোথা কোথায় মরণ॥
বুঝিল ম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিঞা।
বিরুদ্ধার্থ করে লোক পণ্ডিত মানিঞা॥
আপনিহ নাশ পায় লোকেরে ডুবায়।
ইহকাল পরকাল দুই যায় ক্ষয়॥
এতেক ভাবিয়া স্তম্ভপ্রায় দোঁহে রহে।
ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণ গরুড়েরে কহে॥
গরুড় তৎক্ষণে দোঁহে শ্রীপুর হইতে।
উপরে উঠাঞা দিলা সমুদ্র-বেলাতে
বিচ্ছেদে বিমর্ষ দোঁহে চারি পানে চাহে।
সে রূপ না দেখি পুন বিকল বিরহে॥
দ্বারকা প্রকাশ কৈল আজ্ঞা অনুসারে।
যেখানে যে লীলাস্থান সব ব্যক্ত করে॥
রণছোড়জী টীকমজী দুই শ্রীবিগ্রহ।
স্বয়ম্ভুব আসি তাহে কৈল অনুগ্রহ॥
নির্ম্মাণ করিয়া পুরী ঠাকুর প্রকাশি।
সেবায় মজিল মন দোঁহ দিবানিশি॥
মুদ্রা বিনে নাহি হয় ভক্তের অধিকারী।
তপ্তমুদ্রা ব্যবস্থিল স্থাননিয়ম করি॥
কতেক দিবস পরে সেবক স্থাপিয়া।
বেড়ান নানান তীর্থ ভ্রমণ করিয়া॥
একদিন এক অতি গভীর বনেতে।
বিকরাল ব্যাঘ্র এক আইসে খাইতে॥
তাহার ললাটেতে ধরি তিলক নাসায়।
আর তুলসীর মালা কণ্ঠেতে পরায়।
কৃষ্ণনাম মন্ত্র কর্ণে উপদেশ দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্র বনেতে চলিল॥
পরহিতকারী সাধু সভারে সমান।
সভারে নিস্তারে নর পশু নাহি জ্ঞান॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা শ্রীবৃন্দাবন।
যথা পেবপ্মারি-গৃহে শ্রীধর ব্রাহ্মণ॥
সর্ব্বস্ব ক্ষেপণ করে বৈষ্ণব-সেবায়।
বৈষ্ণবের প্রীতি তাঁর অসাধার হয়॥

পিপাজী সীতার সহ অতিথি হইল।
শ্রীধর পাইয়া বহু সমাদর কৈল॥
পদ ধোয় ইহা স্তব করি বসাইল।
ঘরে কিছু নাহি বিপ্র ভাবিতে লাগিল॥
স্ত্রী কহে মোর পরিধেয় লেঞা বস্ত্র।
বেচিয়া আনহ খাদ্যদ্রব্য পাকপাত্র॥
এত কহি উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র দিয়া।
গোধূমের কুঠি-মধ্যে রহিল বসিয়া॥
এতাদৃশ অনুরাগ বৈষ্ণব-সেবাতে।
উলঙ্গ হইয়া দিলা বসন বেচিতে॥
শ্রীধর সে বস্ত্র লঞা বাজারে বেচিয়া।
সামগ্রী আনিলা কিনি বৈষ্ণব লাগিয়া॥
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া।
পিপা আর সীতা দোঁহায় আনিল ডাকিয়া॥
পিপা কহে সবে মেলি একত্রে বসিব।
প্রসাদের আস্বাদন একত্র করিব॥
তাঁহাদের আগ্রহেতে শ্রীধর বসিলা।
তাঁহার ঘরণী লাগি অপেক্ষা করিলা॥
সভ গৃহমধ্যে তাঁরে ডাকিতে যাইয়া।
দেখয়ে ডোলের মধ্যে উলঙ্গ বসিয়া॥
হাতে ধরি উঠাইয়া জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
উলঙ্গ বসিয়া কেনে হেতু কহ মোরে॥
ঘরে কিছু নাহি তাহে বসন বেচিয়া।
সামগ্রী আনিল তথা কহে বিবরিয়া।
সীতা চমৎকার হইয়া আলিঙ্গন কৈল।
বৈষ্ণবে এতেক প্রীত কোথা না দেখিল॥
ধন্য ধন্য করি সীতা প্রশংসা করিল।
মো হেন জনার হেন রতি না জন্মিল॥
এতেক কহিয়া নিজ অঙ্গবস্ত্র ফাড়ি।
পরাইয়া দিল যেন তেন্ত কটি বেড়ি॥
ভোজন করিয়া সীতা পরামর্শ কৈলা।
হেন ব্যক্তি ঘরে প্রভু কিছুই না দিলা॥
মুঞি কিছু ইহার বিহিত চেষ্টা করি।
এত কহি বাহিরিলা অনুরাগে ভরি॥
বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে।
হাব ভাব কটাক্ষ করয়ে কত ভাগে॥
বণিক ডাকিয়া নিজস্থানে বসাইলা।
চৌদিকে অনেক লোক আসিয়া ঘেরিলা॥
হাস্য কৌতুক করি সবে মুগ্ধ কৈলা।
তণ্ডুল গোধূম বহু সবে মিলি দিলা॥

স্ত্রীর স্বাভিযোগের যে এমতি বিক্রম।
ব্রজলোক ভ্রষ্ট নহে তবু কৈল ভ্রম॥
ঠাকুরাণীর অনুরাগ বৈষ্ণবে এমতি।
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম নাহি দেখয়ে সুমতি।
কৃষ্ণের জনেরে পাপ নাহিক ঘটয়।
পাপপুণ্য দুই কাছে আসিতে নারয়॥
শ্রীধরের গৃহে সেই গোধূমাদি যত।
রাশি করিলেন আনি হৈয়া আনন্দিত॥
ইহার বিস্তার আর অনেক আছয়।
সংক্ষেপে কহিল মাত্র স্থূল যে আশয়॥
একদিন সীতা যমুনায় স্নানে গেল।
তীরে বৃক্ষতলে স্বর্ণভাণ্ড নিরখিল॥
রাত্রে পিপাজীর স্থানে কহিতে লাগিলা।
প্রাতে যমুনায় স্নানে মুঞি যবে গেলা॥
স্বর্ণমুদ্রা একভাণ্ড যমুনার তীরে।
দেখিনু আনিতে কহ শ্রীধর বিপ্রেরে॥
দৈবাৎ চোর চুরি করিতে আসিয়া।
সে বৃত্তান্ত শুনে সব আড়ালে থাকিয়া॥
শুনিঞা অমনি চোর ছুটিয়া চলিল।
সেইখানে গিয়া সেই ভাণ্ড উঠাইলা।
দেখে তার মধ্যে এক কালসর্প হয়।
তেমতি ঢাকনা দিয়া লইয়া চলয়॥
ক্রোধ করি সেই ভাণ্ড তথায় আনিঞা।
সীতাজীর অঙ্গে পরি দিল ফেলাইয়া॥
ঝণৎকার করি স্বর্ণমোহর পড়িল।
সর্পেতে দংশিল বলি চোর চলি গেল॥
ভক্ত যে করিল বাঞ্ছা প্রভু পূরাইল।
ছল করি মোহরের ভাণ্ড আনি দিল॥
ঠাকুরাণী তাহা নিঞা শ্রীধরকে দিল।
বৈষ্ণব-সবার হেতু আনন্দ জন্মিল॥
শ্রীধরের বৈষ্ণব সেবার যে উল্লাস।
দেখি পিপাজীর মনে হৈল অভিলাষ॥
এক নদীতীরে টোটা বান্ধি কৈল স্থান।
রাজা এক করি দিল সেবার সন্ধান॥
সীতামাতা উল্লাসেতে করেন রন্ধন।
ভোজন করান আইসে যায় সাধুগণ॥
একদিন সামগ্রী যে ছিল ফুরাইল।
হেনকালে কতকগুলি বৈষ্ণব আইল॥
চিন্তায় গমন সাধু কি করি উপায়।
ভিক্ষা করিবারে ঠাকুরাণী বাহিরায়॥
নদীতে অল্প জল পারেতে যাইয়া।
বাজারে ভিক্ষার লাগি বেড়ান ফিরিয়া॥
এক যে বণিক্ তারে সুন্দরী দেখিয়া।
স্বাভিযোগে করে দুষ্ট আঁখি মঠকিয়া॥
মাতা কহে গৃহে মোর আইলা অতিথি।
সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু নাহি স্থিতি॥
সেবা-উপযুক্ত যে সামগ্রী দেহ মোরে।
যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে॥
তাহা শুনি অনেক সামগ্রী তাঁরে দিয়া।
সন্ধ্যা-অন্তে আসিহ কহিল দুষ্টহিয়া॥
ঠাকুরাণী হৃষ্টমনে সাধুসেবা কৈলা।
পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা॥
তেঁহ পূর্ব্বাপর সব বৃত্তান্ত কহিল।
ভাল ভাল বলি সাধু প্রশংসা করিল॥
সন্ধ্যাকালে পিপাজী কহেন সীতাজীরে।
সত্যে বদ্ধ হৈলে তথা হয় যাইবারে॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী হয় সৌন্দর্য্য-যৌবন।
নিজসুখহেতু বৃথা করয়ে ক্ষেপন॥
ধন্য তুমি তোমার যে যৌবন সফল।
বৈষ্ণবার্থে বেচিল যা হইল বিফল॥
অতএব শীঘ্র করি যাহ তুমি তথা।
প্রতিশ্রুত হইলে বণিকস্থানে যথা॥
যে আজ্ঞা বলিয়া সীতা চলয়ে তথায়।
সাধু দেখে নদীজলে বসন তিতয়॥
উঠাইয়া আপনি যে পার করে দিলা।
বণিকের গৃহে গিয়া উপনীত হৈলা॥
সত্যবাদী নির্ম্মৎসর তা দেখহ দুরূহ।
বৈষ্ণবেতে অনুরাগ ভক্তির প্রবাহ॥
আশ্চর্য্য কথন এই অলৌকিক হয়।
অনুরাগে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না জানয়॥
তবে ঠাকুরাণী বণিকের ঘরে গিয়া।
এক ভিতে বসি রহে মন কৃষ্ণে দিয়া॥
বণিক্ চাহয়ে অঙ্গস্পর্শ করিবারে।
আগুনের উল্কা যেন লাগয়ে শরীরে॥
নিকটে যাইতে নারে পোড়য়ে শরীর।
দূরে পলাইলা মূঢ় হইয়া অস্থির॥
তখন বুঝিল এ তো প্রাকৃতিক নহে।
ঘৃণা হৈল আপনা ধিৎকার করি কহে॥
ছি ছি মোরে ধিক্ ধিক্ কি কর্ম্ম করিনু।
হেন জনে হেন কর্ম্মে আশয় করিনু॥

আর্ত্তনাদ করে তাঁর চরণে পড়িয়া।
অনেক মিনতি কৈল কাতর হইয়া॥
জগন্মাতা তুমি মোর লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
অপরাধ ক্ষেম মোরে মূঢ় অজ্ঞ জানি॥
চল মাতা গৃহে তব রাখি গিয়া আসি।
কৃপা ক'রি খোল মোর নরকের ফাঁসি॥
তবে মাতা চলি গেলা আপন আশ্রমে।
বণিক্ যাইয়া তথা পড়য়ে সম্ভ্রমে॥
সাধুর চরণ ধরি কাকুবাদ কৈল।
সদাই প্রসন্ন তেঁহ আশ্বাস করিল॥
বৈষ্ণবসেবার যত সামগ্রী লাগয়।
নিতি নিতি ব'ণক্ লইয়া তথা যায়॥
পিপাজীর লীলাকথা অনেক রহিল।
সংক্ষেপে বর্ণিল যে সকল না জানিল॥
ইহার শ্রবণে হরি-ভক্তিতে আগ্রহ।
অবশ্য অবশ্য জন্মে নাহিক সন্দেহ॥
মূঢ়জন শুনে যদি প্রবৃত্ত জনমে।
হরিভক্তি মহাদেবী তার হৃদে রমে॥
অতএব যার বাঞ্ছা হরিভ'ক্তধনে।
ভক্তমাল পুনঃপুন শুনহ শ্রবণে॥
হে হে শ্রীমান্ পিপাজীউ সীতাঠাকুরাণী।
কৃষ্ণদাসে কর কৃপা দাসমধ্যে গণি॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীরুইদাস-আদি-ভক্ত
চরিত্রবর্ণনং ষোড়শ মালা॥ ১৬॥

সপ্তদশ মালা।

গোবিন্দ কবিরাজ-আদি-ভক্তচরিত্র বর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
অন্যদেব-উপাসনা ছাড়ি বহু জন।
আশ্রয় করিয়া ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
এমত অসংখ্য জন সকল কহিতে।
না পারিয়া কিছু কহি প্রসঙ্গক্রমেতে॥

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বুধুরি।
উপাসনা মহামায়া শক্তি শ্রীশঙ্করী॥
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে।
প্রতিমারূপেতে এক মূর্ত্তিতে বিরাজে॥
একদিন এক বিপ্র বৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইলা তাঁর মত না জানিঞা॥
সমাদর করি বিপ্রে স্নান করাইলা।
দেবীগৃহে সন্ধ্যাপূজা করিতে কহিলা॥
দেবীমণ্ডপে বিপ্র যাইয়া দেখয়।
মুক্তকেশী এক কালীমূর্ত্তি বিরাজয়॥
তাঁহার সেবায় যে নৈবেদ্য পুষ্প-আদি।
কতেক প্রকার তার নাহিক অবধি॥
সেই গৃহমধ্যে এক শালগ্রাম দেখি।
পূজা-আদি কৈল তাঁর হৈয়া বড় সুখী॥
সামগ্রী পুষ্পাদি দেখি আনন্দ জন্মিল।
সব দ্রব্য শালগ্রামে সমর্পণ কৈল॥
পূজা-আদি করি দ্বিজ রন্ধনেতে গেলা।
দেবীর পূজারি পূজা করিতে আইলা।
নিত্য নিয়মিত পূজা করিল ব্রাহ্মণ।
সেই যে প্রসাদ সব কৈল নিবেদন॥
ব্রাহ্মণ নাহিক জানে প্রসাদ বলিয়া।
কিন্তু দেবী তুষ্ট হৈলা প্রসাদ পাইয়া॥
রাত্রে দেবী গোবিন্দেরে কহে কুতূহলে।
আজি কিছু তুমি মোরে নাহি খাওয়াইলে॥
তোমার যে নিয়মিত কিছু না খাইনু।
আজি মুঞি মহাপ্রসাদ বিষ্ণুর পাইনু॥
গোবিন্দ কহেন মাতা কোথায় পাইলে।
দেবী কহে মোর ঘরে যতেক আনিলে॥
যে কিছু সামগ্রী অই অতিথি ব্রাহ্মণ।
সকলি শ্রীশালগ্রামে কৈল নিবেদন॥
পূজারি আসিয়া সেই প্রসাদ যতেক।
মোরে নিবেদন কৈল সামগ্রী প্রত্যেক॥
গোবিন্দ কহেন মাতা তুমি ত ঈশ্বরী।
তোমার ঈশ্বর কে বা বুঝিতে না পারি॥
তুমি কার প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হৈলে।
সংশয় ছেদন মোর কর কি কহিলে॥
দেবী কহেন গোবিন্দ মূলতত্ত্ব নাহি জানো।
আপনারে পণ্ডিত করিয়া মাত্র মানো॥

পরম-ঈশ্বর যেই পরাৎপর হরি।
নির্গুণ পরমব্রহ্ম সর্ব্ব-অধিকারী॥
নিরাকার ব্রহ্মের যে পরম আশ্রয়।
সুন্দরবিগ্রহ সৎ-চিদানন্দ-ময়॥
তাঁহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয়।
চিৎ-শক্তি জীবশক্তি মায়া এই হয়॥
চিন্ময়স্বরূপশক্তি জীব যে তটস্থা।
মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বিকারী অবস্থা॥
সেই যে স্বরূপশক্তি চিৎশক্তির বৃত্তি।
হ্লাদিনী সন্ধিনী আর সংবিৎ শকতি॥
হ্লাদিনীস্বরূপা তাঁর প্রেয়সীর গণ।
সন্ধিনীর বৃত্তি মাতা পিতা বন্ধু হন॥
বসন ভূষণ গৃহ আদি বৃন্দ ধাম।
খাদ্যসামগ্রী-আদি যশ লীলাকাম॥
সংবিৎ শক্তির বৃত্তি কৃষ্ণভক্তিজ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞান-আদি যত তার পরিজন॥
জীব যে তটস্থা শক্তি কৃষ্ণের নিত্যদাস।
শক্তির বিশেষ হেতু তাঁহার আভাস॥
তেঁহ স্বতঃসিদ্ধ জীব তাঁহার অধীন।
অতএব দাস হইয়া সিদ্ধান্ত প্রবীণ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ত্রিগুণ-আত্মিকা।
স্বাভাবিক জড় হন বিকারি-অস্তিকা॥
প্রভু ভগবানের ঈক্ষণে শক্তি হয়।
নানাবস্তু জন্মে তাহে ব্রহ্মাণ্ড রচয়॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর এমতি শকতি।
ভুলাইলা আব্রহ্ম যে সভাকার মতি॥
অনিত্যেতে নিত্যবুদ্ধি সংসাররচন।
সদাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন॥
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার পঞ্চ মহাভুত।
পঞ্চতন্মাত্র আদি চরাচর যত॥
যত দেখ সকলি প্রাকৃত মায়ামই।
এমতি শকতি তাঁর ত্রিভুবনজই॥
হেন মায়ামহিমা যে মন-অগোচর।
যোগমায়া যেহ তাঁর কোটাংশের কর॥
যোগমায়া স্বরূপশকতি ঠাকুরাণী।
তাঁর দাসী অভিমান করয়ে আপনি॥
সেই মায়াশক্তি হয় আমার অংশিনী।
বুঝি যার অংশ তোমায় কহিনু বাখানি।
অতএব সেই যে স্বরূপশক্তি যেঁহ।
শক্তিবান্ সহিত অভেদ হন তেঁহ॥

তত্ত্ববিবরণ তোমায় কহিলাম সার।
অতএব বুঝ কৃষ্ণ প্রভু যে আমার॥
তাঁহার অধরামৃত পূজ্যতম মোর।
ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার॥
শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বাস।
বিমলা-রূপেতে মাত্র প্রসাদের আশে॥
গোবিন্দ এতেক শুনি মৌনেতে রহয়।
ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায়॥

পাদ্মে তথা স্কান্দে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন দ্বারা সকল দেবতাকে অর্চ্চনা করিবে এবং তাহা পিতৃদিগকে দিবে, তাহাই অনন্ত বলিয়া কল্পিত হয়।

ভগবতী যে কহিলা সব সত্য হয়।
বিষ্ণুর প্রসাদ অন্য দেবতা বাঞ্ছয়॥
শাস্ত্রের সহিত দেখ একবাক্য হৈল।
সভার প্রতীত হেতু প্রমাণ যে দিল॥
বিষ্ণুর প্রসাদ যেই অন্যদেবে দেয়।
অসংখ্য অনন্ত ফল তাহাতে জন্মায়॥
গোবিন্দের মনে কিছু উদ্বেগ জন্মিয়া।
কতেক দিবস যায় ভাবিলা গণিঞা॥
দৈবাৎ শরীর হৈল গৃহিণী অস্বাস্থ্য।
মরণসময় আসি হৈল উপনীত॥
কণ্ঠাগত প্রাণমাত্র শ্বাস উর্দ্ধ বহে।
কাতর হইয়া ইষ্টদেবী প্রতি কহে॥
এই ত আমার হৈল অবশেষ কাল।
কৃপাবলোকনে ছিণ্ড সংসারের জাল॥
আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার।
গোবিন্দ শরণ লও হইবে নিস্তার॥
জিজ্ঞাসে তাহাতে গুরু বসি সেই স্থানে।
তেঁহ কহে গতি নাই নারায়ণ বিনে॥
এতেক শুনিল যবে দোঁহার বচন।
কি হবে বলিয়া তবে করয়ে রোদন॥
কে আছে আমার অব কাহার শরণ।
আমি হেন দুরাচারে কে করয়ে ত্রাণ॥
দেবী যে কহিল পূর্ব্বে তাহা না বুঝিনু।
না ভজিয়া কৃষ্ণপদ আপনা খাইনু॥

ভাই মোর রামচন্দ্র সুবিচার কৈল।
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম আশ্রয় করিল ॥
সেহ মোরে পূর্ব্বে পুনঃপুন যুক্তি দিল।
তাহা না শুনিয়া পুন ভৎ'সন করিল ॥
আচার্য্যপ্রভুর পদ সে কৈল আশ্রয়।
এবে বুঝি ভাল কৈল সাধু সেই হয় ॥
এতেক চিন্তিয়া নিজ উপায় সৃজিল।
রামচন্দ্রে মোর দুঃখ লিখিতে হইল ॥
শ্রীল-শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য্য ঠাকুর।
তাঁহা বিনে আমার উপায় দেখি দূর ॥
এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ মনে।
শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা রামচন্দ্রস্থানে ॥
পত্রীতে লিখিল সেই যত বিবরণ।
ভেয়ের-সাহায্য ভাই করহ এখন ॥
না বুঝিয়া তব বাক্য করিনু হেলন।
এবে বুঝিলাম সেই বাক্যে প্রয়োজন ॥
আমার আসন্নকাল যদি দয়া কর।
এ সময় যদি আসি একবার হের ॥
আমার উদ্ধার যদি বিচার করহ।
প্রভুরে যতনে যদি আনিতে পারহ ॥
তবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া।
পবিত্র হইয়া যাই সংসার তরিয়া ॥
যত অপরাধ মোর এবে ক্ষমা কর।
এ সময় মোর কিছু উপকার কর ॥
অনেক কাকুতি করি পত্রেতে লিখিল।
রাতি বিরাতি চারি লোক পাঠাইল ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে লোক সব ছুটিয়া যাইয়া।
রামচন্দ্র কবিরাজে পত্রী দিল গিয়া ॥
পত্রী পাঠ করি সাধু উল্লাসিত হৈল।
আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা ॥
প্রভু তুমি মোদিগের কুলের দেবতা।
তোমা বিনা কেহ নাহি মো-সভার ত্রাতা ॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল।
কাতর হইয়া মোরে পত্রী পাঠাইল ॥
কৃপা করি একবার যদি যান তথা।
তবে আমা-সভার ঘুচয়ে মনোব্যথা ॥
আসন্ন সময় তার গৌণ নাহি আর।
কৃতার্থ করিতে মনে যে হয় বিচার ॥
প্রভু কহে চল তবে এইক্ষণে যাব।
অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ তার মঙ্গল করিব ॥

এত কহি প্রভু তবে করিলা গমন।
রামচন্দ্র চলে সাথে আনন্দিত-মন ॥
কবিরাজ-গৃহে গিয়া উত্তরিল প্রভু।
এমন দয়াল আর না হইবে কভু ॥
গোবিন্দ শুনিয়া যথা তথায় যাইয়া।
নিরখয়ে কৃপাদৃষ্টি দয়ার্দ্র হইয়া ॥
গোবিন্দের শক্তি নাহি প্রণাম করয়ে।
কৃচ্ছে দুটী হাত মাত্র শিরেতে উঠায়ে ॥
গদ গদ স্বরে কিছু স্তবন করয়।
দু'নয়নে ধারা বহে বুক বাহি যায় ॥
এবে আমারে প্রভু যদি রক্ষা কর।
তবে জানি পতিত-পাবন-নাম ধর ॥
ত্রিজগতে কেহ নাহি মোর রক্ষাকর্ত্তা।
একা তোমা বিনে আর নাহি কেহ ভর্ত্তা।
এ আসন্নকালে মারে নিস্তারক হও।
পতিতপাবন খ্যাতি জগতে বাড়াও ॥
এতেক করুণা শুনি প্রভু দয়াময়।
আশ্বাস করিয়া কিছু কহেন তাহায় ॥
অচিরাৎ কৃষ্ণ কৃপা তোমারে করিবে।
সর্ব্ববিঘ্ন দূরে যাবে মঙ্গল হইবে ॥
এত কহি হরিনাম মহামন্ত্র দিলা।
স্নেহ করি শ্রীচরণ মস্তকে অর্পিলা ॥
তৎক্ষণাৎ তার সর্ব্বরোগশান্তি হৈল।
স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিয়া বসিল ॥
প্রভুর সেবার নানা আয়োজন করি।
মহামহোৎসব কৈল মঙ্গল আচরি ॥
পরদিনে গোবিন্দেব প্রভুর আজ্ঞায়।
স্নান করাইয়া নূতন বসন পরায় ॥
প্রভু রাধাকৃষ্ণমন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা।
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি গগনে উঠিলা ॥
নানাবাদ্য মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন হৈল।
গ্রামের যতেক লোক দেখিতে আইল ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব ভজন প্রক্রিয়া।
সকলি কহিলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া ॥
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিঞা।
শ্রীচরণে গোবিন্দ পড়য়ে লুটাইয়া ॥
উঠিয়া গোবিন্দ এক পদ যে বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥

তথাহি পদম্—

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
মনুষ্য দুর্লভ দেহ, সৎসঙ্গে সেবহ,
হরিপদ নিত্য রে॥
শীত আতপ, বাত বরীখত,
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বৃথায় সেবিনু, কৃপণ দুরুজন,
চপল সুখলব লাগি রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীগণ, আত্ম-নিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥

পদ শুনি প্রভুর নয়নে বহে বারি।
আলিঙ্গন কৈলা গোবিন্দেরে হৃদে ধরি॥
প্রভু ভৃত্য দোঁহে কান্দে প্রেমানন্দরসে।
রামচন্দ্র দেখি নাচে আনন্দ-উল্লাসে॥
প্রভু চলি গেলা তবে আপন স্বধাম।
শ্রীগোবিন্দদাসঠাকুর হৈল নাম॥
তাঁহার মহিমাগুণ কে কহিতে পারে।
সর্ব্বলোকে গায় যশ প্রসিদ্ধ সংসারে॥
কৃষ্ণকৃপা-পাত্র যাহা ব্রহ্মার দুর্লভ।
মহান্ত-স্বভাব স্নিগ্ধ মহানুভব॥
নানারূপ পদ পদাবলী প্রকাশিলা।
প্রভুর চরণস্পর্শে সর্ব্বাংশ ফলিলা॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ।
দোঁহে দোঁহা তুলনা কেবল প্রেমানন্দ॥
কিঞ্চিৎ কহিব আগে নাহি যার সীমা।
রামচন্দ্র-গুণগান করিয়া গরিমা॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভু পদ স্মরণ করিয়া।
তাঁর ভক্তগুণ গাই কৃপা আকাঙ্ক্ষিয়া॥

শ্রীচান্দরায়।

রাজমহলেতে স্থিতি চান্দরায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যুবৃত্তি কাম॥
বিশ লক্ষ মুদ্রা যার কর নাহি দেয়।
নবাব-আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না আঁটয়॥
দেশে দেশে দস্যুপনা করিয়া লুটয়।
ঘাটে মাঠে পথে লোক ভয়ে না চলয়॥
পরের রমণী আনি বলাৎকার করে।
কে কোথা সুন্দরী খুঁজি ফিরে ঘরে ঘরে॥
শক্তিমন্ত্র-উপাসক দুর্গোৎসব করি।
প্রজাদণ্ড করি লয় পূজা ছল করি॥
ছগেল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো-ব্রাহ্মণ-আদি বধ করিতে না ডরে॥
কত যে করয়ে পাপ সীমা নাহি হয়।
চিত্রগুপ্ত লিখিবারে নাহিক পারয়॥
পাপের শরীরে হয় প্রেতের যে ভোগ।
ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় করিয়া হইল রোগ॥
মহাবাই প্রচণ্ড হইয়া জ্ঞান-হত।
হইল উন্মাদপ্রায় প্রলপয়ে কত॥
ভাই যে সন্তোষ-রায় উদ্বিগ্ন হইয়া।
নানা তৈল ঔষধ করয়ে বৈদ্য দিয়া॥
ওঝা কত শত আসি মন্ত্রেতে ঝাড়য়।
কিছুতেই তাহার সোয়াস্ত নাহি হয়॥
এক দিন এক সাধু বৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইয়া আসি গেলেন ফিরিয়া॥
বাটীর বাহিরে কোন লোকেরে কহিল।
বৈষ্ণব আশ্রয় বিনে না হইবে ভাল॥
সে কথা লোকেতে আসি রায়রে কহিলা।
দৈবাৎ তথায় এক গণক আইলা॥
সেই খড়ি পাতি গণি ঐমত কহিলা।
কৃষ্ণকৃপাবলে বাক্য হৃদয়ে গাঁথিলা॥
দুই বাক্য ঐক্য হৈতে রায়ের হৃদয়।
গণিল সে কথা বুঝি তার ভাগ্যোদয়॥
পরামর্শ স্থির কৈল শ্রীকৃষ্ণভজন।
জন্মান্তরে কি সুকৃতি আছিল কল্যাণ॥
গড়ের-হাট নাম স্থানে তাঁহা বাস হয়।
শ্রীল-নরোত্তম যে ঠাকুর মহাশয়।
তাঁহার মহিমা যে সন্তোস রায় জানে।
শীঘ্রগতি চলি গেলা তাঁহার চরণে॥
নানাদ্রব্য ভেট শ্রীচরণ আগে রাখি।
চরণে পড়িল রায় ঝরে দুনী আঁখি॥
কৃপা কর মহাশয় লইনু শরণ।
মো-সবায় আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ॥

শ্রীকৃষ্ণভজনে মোরা নিশ্চয় করিনু।
কায়মনে তোমার চরণে বিকাইনু॥
একবার মোর গৃহে চরণ অর্পিয়া।
আম'-সবার সবংশে আইস উদ্ধারিয়া॥
এত শুনি শ্রীমান্ ঠাকুর মহাশয়।
হরিষ বিষাদ দুই জন্মিল হৃদয়॥
এ হেন পাপীর হেন মতি কি হইব।
মন্তপ ইহার বাটী কেমতে যাইব॥
আশ্বাস করিয়া বাসস্থান দিয়া তারে।
গেলেন ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে॥
এ সব বৃত্তান্ত নিবেদন কৈল তথা।
রাত্রে পড়ি রহিলেন দ্বারে দিয়া মাথা॥
নিদ্রাকালে প্রভু কহে শুন নরোত্তম।
পর উপকার যেই সেই সে উত্তম॥
অতএব শীঘ্র যাহ ইথে কি বিচার।
লোকের নিস্তার এই শ্রেষ্ঠ সদাচার॥
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দ জন্মিল।
রায়ের সহিত তার গৃহেতে চলিল॥
রায়ের বাটীতে মঙ্গলাচরণ কৈল।
দ্বারে ঘট পাতি নহবৎ বসাইল॥
ঠাকুরের আগমন হইবামাত্রেতে।
শঙ্খধ্বনি করে হুলুহুলু স্ত্রীলোকেতে॥
ঠাকুরের পদার্পণ গৃহে হবামাত্র।
চান্দরায় নির্ব্যাধি হইলা সুপবিত্র॥
পরিবার সহ আসি চরণে পড়িল।
ক্ষিতি লোটাইয়া কৃতকৃতার্থ মানিল॥
চান্দরায় কহে প্রভু অস্বাস্থ্যে বিকল।
তব আগমনমাত্রে হইল নির্ম্মল॥
হেন পদ ছাড়ি হায় হায় কি করিনু।
কেবল পাপের কূপে পড়িয়া মজিনু॥
আমা-সম পাতকী এ ত্রিভুবনে নাঞি।
লক্ষ অংশে নাহি হবে জগাই মাধাই॥
অতএব কৃপা করি আমারে উদ্ধার।
চান্দরায় ত্রাতা করি এই নাম ধর॥
কাকুবাদ শুনি ঠাকুরের দয়া হইল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া আশ্বাস করিল॥
হরিনাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র।
দীক্ষা দিয়া শিখাইলা ভক্তিমার্গতন্ত্র॥
শুদ্ধমাধুর্য্যভক্তি প্রসন্ন হইয়া।
দীক্ষা দিলা ঠাকুর যে স্বচ্ছন্দ জানিঞা॥

কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ।
সদাচারময় বাক্য সাধনবিশেষ॥
শুন বাপু চান্দরায় এই মোর বাক্য।
এ কথা যে রাখিবে হৃদয়ে করি সৌখ্য॥
পরের অনিষ্ট কভু কায়মনোবাক্যে।
কোনো জীবে নাহি করো কিবা পশুপক্ষে॥
বিবেচনা করি দেখ আপনার দেহে।
ক্ষুদ্র যে কণ্টক বিন্ধে তাহাও না সহে॥
তেমতিহ জানিবে যে অন্যের শরীরে।
অলপ দুঃখেতে হয় কাতর অন্তরে॥
ধন-জন-সুহৃদাদি-বিয়োগ তেমতি।
আপনার সমান জানিবে অন্য প্রতি॥
প্রাণিবধ পশুহিংসা নির্দ্দয়ের কায।
অতি নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ॥
আসুরিক ধর্ম্ম সেই তামসের মধ্যে।
কখন সে শ্রেয় নহে পর-পরিচ্ছেদে॥
বিচার করিয়া দেখ ইহা বড় বিপর্য্যয়।
এমন কোথাও বা যে হইতে পারয়॥
পরের মস্তক কাটি আপন মঙ্গল।
কভু নাহি হয় হয় নরকেতে স্থল॥
আত্যন্তিক শ্রেয় মাত্র হরি ভক্তি বিনে।
হয় নাহি হবার নহে কভু কোন জনে॥
অতএব পরদুঃখ নিজদুঃখ মানি।
সবারে করিবে দয়া পুত্রবৎ জানি॥
অধর্ম্মে না কর মতি কায়বাক্যমনে।
সদাচারে বিরোধী অধর্ম্ম আচরণে॥
অন্তর মলিন হয় রজ-তম-মর্ম্মে॥
বুদ্ধিনাশ যায় তার ভক্তি কোথা রমে॥
পুণ্য যে বাধানে লোক তাহা না কর্ত্তব্য।
ভক্তি-ব্যভিচার হয় অনন্যতা খর্ব্ব॥
পতিব্রতা স্বামী প্রতি একনিষ্ঠ যথা।
কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে অনন্যতা তথা॥
ঐকান্তিক নহে শাস্ত্রে কহয়ে বিচিত্র।
অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই হেয় মত॥

মনঃশিক্ষায়াম্—

নধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিকৃতনিরুক্তং কিল কুরু।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু॥

শ্রুতিকুলনিরুক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনঃসংযোগ না করিয়া, ব্রজধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা কর।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেত স সত্তমঃ॥

মৎকর্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়াও, মদাদিষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্মের দোষগুণ বিদিত হইয়াও, সম্যক্‌রূপে স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যিনি আমার ভজনা করেন, তিনিই সত্তম।

চান্দরায় কহে প্রভু তোমার চরণ।
আশ্রয় করিনু যবে শুদ্ধ হৈল মন॥
অধর্ম্ম সে দূরে রহু অন্য যে ধরম।
এবে জ্ঞান হইতেছে অধর্ম্মের সম॥
এক কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি অনর্থ।
এবে বুঝিলাম প্রভু যত সব ব্যর্থ॥
হেন মহাপাপী মুঞি মূঢ় দুরাচার।
হেন মোহ গেল মোর এ কর্ম্ম তোমার॥
তবে গোষ্ঠীবর্গেতে সন্তোষরায় আদি।
প্রভুর আশ্রয় কৈল বালক অবধি॥
বিদায় হইয়া তবে চলিলেন গৃহে।
বিরলে কহিলা কিছু চান্দরায় সহে॥
এক কথা কহি তব হিতের কারণ।
দেবস্ব ব্রহ্মস্ব আর রাজস্ব হরণ॥
কদাচ না করিবে এ তিন পাপ সব।
রাজস্বহরণে বাপু সদাই বিরম॥
তবে নৌকা আনিঞা ঠাকুরে চড়াইয়া।
বহু অর্থ বস্ত্র অলঙ্কার সমর্পিয়া॥
ঠাকুরের সহিত সন্তোষরায় গিয়া।
গৃহে পঁহুছিয়া আইলা বিদায় হইয়া॥
প্রভুর আজ্ঞায় রাজকর বুঝি দিল।
সেই হইতে শিষ্ট শান্ত সুস্বভাব হৈল।
শ্রীমান্ ঠাকুরমহাশয়ের চরণ।
পরশমণির সহ না করি তুলন॥
তুলনা করিতে যার স্থান কোথা নাঞি।
অতএব হায় হায় বলিহারি যাই॥
যাঁর স্পর্শমাত্র হে পাপী চান্দরায়।
ভুবনপাবন হৈল মহান্ আশয়॥
ঠাকুরমহাশয়ের শ্রীচরণ করি আশ।
তাঁহার ভক্তের গুণ গায় কৃষ্ণদাস॥
অন্য উপাসনা তেজি কৃষ্ণাশ্রিত হয়।
ইদানীন্ত পুণ্য চরিত্রে চরিত্র॥

শ্রীভাইয়া দেবকীনন্দন রায়।

দেবকীনন্দন নাম ভাইয়া করি বাখানি।
নিবাস জামালপুর আঢ্য মহাধনী॥
কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে।
শক্তি-উপাসক হয়ে ভজে বামাচারে॥
প্রথম-সংসারে এক পুত্র জনমিল।
পুত্রটি রহিল স্ত্রীর বিয়োগ হইল॥
যমুনার তীরে ঘর নির্ম্মানি যমুনা।
স্নান আদি করে সদা সন্ধ্যাদি বন্দনা॥
হস্তী যে বৃহৎ এক বৃহৎ দশন।
দশন উপরে করি চৌকীর আসন॥
জলে দাঁড় করাইলা তাহাতে বসিয়া।
দেবী পূজা করে এক বড়াই করিয়া॥
রক্তচন্দনের ফোঁটা সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া।
মহাভৈরবের ন্যায় আকার হইয়া॥
রক্তচন্দন জবাপুষ্প তাম্র শঙ্খ।
পূজায় বসিয়া করিদস্ত পরিষঙ্ক॥
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল তার শুন কথা।
বিধির ঘটনা এক আশ্চর্য্য বারতা॥
ভাইয়ার সুকৃতি বহু পূর্ব্বের আছিল।
কিংবা হঠাৎকার কোন সাধু কৃপা হৈল॥
বিবাহ করিল এক বৈষ্ণবের কন্যা।
বাপ-ঘরে থাকি দীক্ষা করি হৈল ধন্যা॥
শ্রীআচার্য্য-প্রভুর ঘরের হয়ে শিষ্য।
ভক্তিমতে জ্ঞানবান্ দৃঢ় সুরহস্য॥
লিখন পঠন জানে গ্রন্থের বিচার।
সুন্দর ভকতিমতে বোধ অধিকার॥
সদাচারমত সাধুসঙ্গে অভিলাষ।
সদাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মনের বিলাস॥
বিবাহের পরে যবে নববধ্বাগমনে।
ব্যবহারমতে আইলা স্বামীর ভবনে॥
আসিয়া দেখয়ে সব বিপর্য্যয় ভাব।
তমোগুণময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব॥
হুম হুম করি চলে দেখিতে করাল।
রক্তচন্দন অঙ্গে জবাপুষ্পমাল॥

কাটা ছেঁড়া মদ্যমাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনীচক্রেতে বসি করয়ে আহার।
এতেক দেখিয়া কন্যা চমকিয়া চায়।
এই বুঝি হয় মোর শ্বশুর আলয়॥
আহা বিধি হেন বিড়ম্বন কেনে কৈল।
কি দোষ আমারে হেন পঙ্কেতে ডারিল।
পিতামাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া।
অবলা আমারে দিল কূপেতে ডারিয়া॥
কোন্ অপরাধে কৃষ্ণ হইয়া নির্দ্দয়।
কিংবা কোন সাধুর করিনু অপচয়॥
বিলাপ করিয়া কান্দি ভূমে গড়ি যায়।
এখন আমার তবে কি হবে উপায়॥
এ সঙ্গে এ ভোজনেতে কভু না রহিব।
কৃষ্ণভক্তি হেন ধন হঠাতে হারাব॥
মনুষ্য দুর্লভ হেন জনম পাইয়ে।
সদ্গুরুচরণ পাইনু পিতার আশ্রয়ে॥
কৃষ্ণভক্তিনিধি পাব সাধ কৈনু চিতে।
আমার করমে শিরে হৈল বজ্রাঘাতে॥
সমুদ্রে ডুবিনু রত্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া।
রত্ন হাতে নাহি আইল মরিনু ডুবিয়া॥
হায় হায় কি করিব কি হবে উপায়।
দাসীরে কহয়ে তুঞি বিষ লয়ে আয়॥
বিষ পান করি আজি পরাণ ত্যজিব।
কিংবা জলে প্রবেশিয়া ডুবিয়া মরিব॥
দাসী কান্দি কহে বিষ খাইয়া মরিবে।
আত্মঘাতী হইয়া কি নরকে যাইবে॥
তেঁহ কহে সত্য বটে এ কথা নিশ্চয়।
আত্মঘাতীরে কৃষ্ণ না হয় সদয়॥
তবে কি আমার গতি হইবে এখন।
পলাইতে পথ নাই অবলাজনম॥
উপায় আছয়ে এইমাত্র দেখি তবে।
অনাহার করিয়া শরীর ত্যজি তবে॥
এতেক ভাবিয়া ভূমে কান্দি পড়ি যায়।
হেন সাধুজনে কভু বিঘ্ন কি জন্ময়॥
কৃষ্ণ যার একনাথ তার কোথা বিঘ্ন।
বিঘ্নের মস্তকে পাদ দিয়া রহে মগ্ন॥
ভোজন করিতে ডাকে শাশুড়ী ননদে।
কিছু নাহি কহে মাত্র ফুকরিয়া কান্দে॥
পড়সীর নারীগণ আসিয়া মিলয়।
সবে কহে মায়েরে না দেখিয়া কান্দয়॥

ভুখিয়া কহয়ে শাশ খাও আইস মাতা।
কেহ না জানে তার মরমে ব্যথা॥
এইমত দুই দিন উপবাসে গেল।
অনেক সাধিল কিছু আহার না কৈল॥
তবে তাঁর শাশুড়ী ননদ পুন কহে।
কি তোমার ইচ্ছা কহ তাহি করি নহে॥
তবে ধীরে ধীরে কহে যদি খাইতে কহ।
একমুষ্টি চাউল একটী একপাত্র দেহ॥
জল মোর এই দাসী যাইয়া আনিব।
আপন হস্তেতে পাক করিয়া খাইব॥
নহিলে না খাব প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়।
প্রাণপণ যাথে কৈনু তাথে কারে ভয়॥
এত শুনি নারীগুলা হাসিয়া কহয়।
কেন গো ইহারা কিছু হাড়ি ডোম নয়॥
অন্ন নাহি খাবে ঘর করিবে কেমনে।
এ তো বড় তষ্টি দেখি অসঙ্গত মেনে॥
কেহ কহে আগো উনি বৈষ্ণবের ঝি।
না খাবে শাক্তের অন্ন এই হবে বুঝি॥
ইহা কহি হাসিয়া নিন্দয়ে নারীগুলা।
শাশুড়ী ননদ বহু তিরস্কার কৈলা॥
তষ্টি কৈল প্রাণত্যাগ সেহ তো না ভাল।
হাঁড়ী চাউল-আদি আনি যথাযোগ্য দিল॥
স্বপাক করিয়া কন্যা কৃষ্ণে নিবেদিয়া।
খাইল কিঞ্চিৎ প্রাণধারণ লাগিয়া॥
প্রতিদিন এইমত কতদিন যায়।
বৈষ্ণব হইতে সদা স্বামীরে কহয়॥
সোয়ামী শুনিঞা তাহা ভর্ৎসন করয়ে।
তুঞি মোর গুরু হৈলি কহিয়া কহয়ে॥
তথাচ নাহিক চুকে পুনঃপুন কহে।
নাহি শুনে ভাইয়া মুখ হেঁট করি রহে॥
কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের দেখ গুণ।
ক্রমে ক্রমে তার কিছু তম হৈল ন্যূন॥
স্ত্রীর ভজন-রীত-চরিত্র দেখিয়া।
মনে প্রশংসয়ে কিছু দ্রবীভূত হিয়া॥
কথোক দিবস পরে পুত্রটী মরিল।
শোকেতে কাতর ভাইয়া আকুল হইল॥
স্ত্রী কহে কান্দ কেনে কি করিবে আর।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ যেই এই গতি তার॥
শোক রোগ জন্ম মৃত্যু সদাই তাহার।
কৃষ্ণের কিঙ্কর যে সে ভবনিধি পার॥

দুঃখের সময় বিনে যথার্থ না বুঝে।
কৃষ্ণে নাহি গছে মন শুনিলে না রিঝে॥
তথন ভাইয়ার কিছু চিত্ত নরমিল।
স্ত্রীর বচন কিছু মনে বিচারিল॥
তারে কহে তুমি অনুযোগ যে করহ।
তোমার মনস্থ কিবা কি করিতে কহ॥
তেঁহ কহে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ।
নতুবা যে ব্যর্থ এই অর্থ আর দেহ॥
ভাইয়া কহে যে আশ্রয় করিয়াছি আমি।
স্ত্রী কহে মর্ম্ম তার নাহি জান তুমি॥
গণেশ পার্ব্বতী শিব ব্রহ্মার ভজন।
বহুজন্ম কৈলে কৃষ্ণে অধিকারী হন॥
কৃষ্ণ বিনে সংসারতারণে কার শক্তি।
কদাচ না হয় ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্র-উক্তি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং,
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ,
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥ ৭॥

যিনি বিস্ময়ের অতীত, যিনি আত্মলাভেই পূর্ণকাম, যিনি প্রশান্ত ও সমভাববিশিষ্ট, তাঁহাকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অপরের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হয়, সে মূর্খ সারমেয়পুচ্ছধারণে মহাসাগর পার হইতে বাসনা করে।

অতএব হরি ভজ সর্ব্বসিদ্ধ হবে।
দেবীও তাহাতে অতি সন্তোষ হইবে॥
ভাইয়া কহে ভাল তবে বিচার করিয়া।
কর্ত্তব্য যে হয় তাহা করিব বুঝিয়া॥
স্ত্রী কহে তবে যদি করহ বিচার।
ব্রাহ্মণপণ্ডিতস্থানে না পাইবে সার॥
গোসাঞি মোহান্ত আর শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব।
লইয়া বিচারো পাবে সিদ্ধান্ত আসব॥
তবে ভাইয়া সব গোসাঞি মহান্ত লইয়া।
বিচার করিল বহু আগ্রহ করিয়া॥
তাহাতে সিদ্ধান্ত স্থির প্রতীত হইল।
কৃষ্ণ ভজিবারে মনে সার নিরূপিল॥
পরিহার হৈল শ্রীমান্ আচার্য্য প্রভুর।
আশ্রয় করিল মালিহাটির ঠাকুর॥

আপনার পরিজন যে কেহ আছিল।
সকল সহিত হরি-আশ্রয় করিল॥
শুদ্ধসত্ত্ব সদাচার পরমপবিত্র।
আশ্রয়মাত্রেতে হৈল মহাযোগ্যপাত্র॥
যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন।
মহাভাগবত হৈল অনন্যশরণ॥
গরিপার বাটী সেবা প্রকাশ করিল।
নন্দদুলাল নাম তাহার হইল॥
সেবার শৃঙ্খলা আর বৈষ্ণব-সেবন।
প্রেমানন্দে করে সেই আশ্চর্য্যকথন॥
অদ্যাপি বিরাজমান ঠাকুর তথায়।
সুঠাম দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মায়॥
তবে শুন ভাইয়া মহাশয়ের চরিত্র।
আশ্চর্য্যকথন সেই পরম পবিত্র॥
চমৎকার দেখ হরিভক্তির মহিমা।
ভইয়ার জন্মিল তাহে বৈরাগ্যের সীমা॥
ঠাকুর সেবার আর স্ত্রীর কারণ।
গ্রাম ভূমি রাখি আর কৈল বিতরণ॥
দৌলত লোটাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে।
বৃন্দাবন গেলা কৃষ্ণ অনুরাগ-ভাবে॥
যমুনার তীরে বসি কৃষ্ণনাম করে।
অযাচকবৃত্তি মাত্র রহে অনাহারে॥
কথোক দিবসে কৃষ্ণচরণ পাইলা।
বুঝা নাহি যায় কৃষ্ণভক্তির কি লীলা॥
যে স্ত্রীর সঙ্গেতে মহামোহ উপজয়।
সেই স্ত্রী হৈতে হৈল ভক্তির উদয়॥
অন্য আশ্রয় জীবহিংসা তেয়াগিয়া।
ভাগবত হৈল কৃষ্ণময় হৈল হিয়া॥
সেই ঠাকুরাণীর গুণ কতেক কহিব।
কহিতে তাঁহার গুণ সীমা না হইব॥
বহুকাল প্রকট থাকিয়া বৃদ্ধ হইল।
দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বায় বর্ত্তিল॥
আঁখে প্রেমধারা বহে গঙ্গাস্রোতপ্রায়।
দুটি আঁখি বাহি দিবারজনী বহয়॥
অপ্রকট সময় শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া।
নামের সহিত গেলা স্বধামে চলিয়া॥
তাঁহার চরণে যদি শরণ লইতে।
কোন জন্মে কভু পাই কোনো ভাগ্য হৈতে।
তবে এই সংসারের যাতনা জানাই।
পরমরতন কৃষ্ণপ্রেমভক্তি পাই॥

তাঁহা দোঁহার চরণসেবন অনুরাগে ॥
অনুক্ষণ কৃষ্ণদাস অভাগিয়া মাগে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ-আদি-
ভক্তচরিত্রবর্ণনং সপ্তদশ-মালা ॥১৭॥

অষ্টাদশ মালা।

শ্রীরাজা-রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের চরিত্র বর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীরাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়।

পদ্মাপারের রাজা পুঁটিয়া রাজধানী।
রবীন্দ্রনারায়ণ নাম বুদ্ধিমান ধনী ॥
ভাটপাড়ার ভটাচার্য্যদিগের সেবক।
শক্তি শিববক্তি-মহামায়া-উপাসক ॥
দুর্গামূর্ত্তিপ্রতিমা গৃহেতে সেবা হয়।
বামাচারমত পঞ্চ-মকার করয় ॥
পরে তার যে অবস্থা শুন তার কথা।
কর্ণপেয় চমৎকার আশ্চর্য্য বারতা ॥
শ্রীপাট মাল্যাটি শ্রীমান্ আচার্য্যসন্তান।
পদ্মাপার পাঠাইলা বৈষ্ণব দু'জন ॥
বিলাত সাধিতে আর কোন প্রয়োজন।
তার মধ্যে পণ্ডিত হয়েন একজন ॥
কতেক দিবসে নিজ কার্য্য উদ্ধারিয়া।
ফিরিয়া আইসে দোঁহে একত্রে মিলিয়া ॥
পুঁটিয়া মোকামে আসি সন্ধ্যাকাল হৈল।
রজনীযাপনহেতু রাজগৃহে গেল ॥
অতিথি জানিঞা তবে রাজভৃত্যগণ।
থাকিবার স্থান দিলা বসিতে আসন ॥
দুইদণ্ড রাত্রিপরে দুই থালী ভরি।
নানান মিষ্টান্ন আর সামগ্রী লুচি পুরী ॥
কালীর প্রসাদ এক বিপ্র আনি দিল।
কোথাকার দ্রব্য বলি বৈষ্ণব পুছিল ॥
বিপ্র কহে বৈকালীর কালীর প্রসাদ।
বৈষ্ণব কহেন হয় ব্যবস্থা বিবাদ ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনে আমরা না খাই।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ইহা জানয়ে সবাই ॥
অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহা শুনিঞা কোপিল।
বৈষ্ণবেরে বিপ্র বহু ভর্ৎসনা করিল ॥
কালীর প্রসাদ যেমন না খাইলি তুঞি।
ইহার সাজাই কালী দিব তোরে মুঞি ॥
বৈষ্ণব কহেন ভাল ভাল সাজা দিহ।
আজি যাহ মহাশয় যে হয় করিহ ॥
তবে বিপ্র দ্রুত গিয়া রাজারে কহিল।
রাজা তাহা শুনি কোপে অগ্নিসম হৈল ॥
দুয়ারী লোকেরে তবে কহিল কহিতে।
প্রাতে দুই বৈরাগীকে না দেহ যাইতে ॥
প্রভাতে বৈষ্ণব চলি যাইবার কালে।
রাজার হুকুম নাঞি যাইতে দ্বারী বলে ॥
বৈষ্ণব বুঝিলা সেই প্রসাদ কারণ।
রাজা তুমি ক্রোধে কৈল এই প্রকরণ ॥
ভাল ভাল থেদি নাঞি দেখি কি করয়।
আমিহ করিব ইহার বিহিত যে হয় ॥
পণ্ডিত বৈষ্ণব যে সাধনে তেজীয়ান্।
তাহাতে গোস্বামীদিগের যেমত প্রধান ॥
রায়রে মহারাজ শ্রীনন্দকুমার।
কালদণ্ডসম রুদ্রপ্রতাপ তাঁহার ॥
রাজা-রাজোড়া যত যাহার অধীন।
চাহে রাখে চাহে মারে চাহে লহে ছিন ॥
শ্রীপাটমালিহাটির যে দাস তেঁহ হয়।
যেহেতুক রাজারে বৈষ্ণব না ডরায় ॥
দারোয়ান যদি নাহি দিলেন যাইতে।
বসিয়া রহিলা কোনো ক্ষোভ নাহি চিতে ॥
কথোক্ষণে রাজা তবে বাহিরে আইলা।
বৈষ্ণব দোঁহারে লোক দিয়া ডাকাইলা ॥
ডাকিয়া কহয়ে হাঁরে বৈরাগী বেটারা।
কালীর প্রসাদ নাকি না খাইস্ তোরা ॥
বৈষ্ণব কহেন মহারাজ ঘটে সত্য।
কর্ত্তব্য যে বৈষ্ণবের এই ধর্ম্ম নিত্য ॥
অন্যদেবপূজা আদি প্রসাদভোজন।
অকর্ত্তব্য ইহা হয় শাস্ত্রনিরূপণ ॥

সাত্ত্বিক দুই দোষ প্রসাদ-ভোজন।
বৈষ্ণবতা যায় আর দেবস্ব হরণ।
বিশেষ ব্রাহ্মণপর অধিক নিষেধে।
চান্দ্রায়ণ করিবারে হয় কহে বেদে॥
ইহা শুনি রাজা কটু ক হয়া কহয়।
হাঁরে মূঢ় বৈরাগী এ কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
রাজা যদি কটু কথা কহিতে লাগিলা।
তবে কিছু বৈষ্ণব তাহারে শুনাইলা॥
থাক থাক মহারাজ পচাল না পাড়।
ভাল না হইবে ইথে কহিলাম দড়॥
ভয় কি দেখাও তুমি হেন জমিদার।
শত শত রাজা নন্দকুমারের সেবাপর॥
তাহার ঠাকুরবাটীর ভৃত্য আমি।
আমারেহ মানে বহু রাজা যথা তুমি॥
এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল।
অন্তঃকরণেতে কিছু ভয় উপজিল॥
তখন শিথিল হৈয়া বিনয়পূর্ব্বক।
জিজ্ঞাসে শাস্ত্রীয় কথা হইয়া সম্মুখ॥
আপনি করিলে যেই কথোপকথন।
তাহার ব্যবস্থা কহ কোথায় প্রমাণ॥
বৈষ্ণব কহেন মহারাজ যদি শুন।
বিশেষে ইহার ক্রম কহি তবে পুন॥
ইহার প্রমাণ ভাগবত শাস্ত্র হয়।
অন্যান্য শাস্ত্রেরও বহু নিষেধ আছয়॥
হরিভক্তি-বিলাসেতে সিদ্ধান্ত করিলা।
অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ তাঁহা দিলা॥
স্মার্ত্তবাগীশের মত তোমা সভাকার।
তাহার সিদ্ধান্ত এই করহ বিচার॥
বৈষ্ণব হইয়া নিজ দেবের প্রসাদ।
না খাইব যাথে নিজ ধর্ম্ম যায় বাদ॥

স্কান্দে—

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

বিষ্ণুর নৈবেদ্যকেই দেব, ঋষি ও সিদ্ধবৃন্দ পবিত্র বিবেচনা করেন। অপরাপর দেবতার নৈবেদ্য ভোজনে চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান করিবে।

রাজার যে ক্রোধ-অংশ যত দূরে গেলা।
বৈষ্ণবের বাক্য কিছু লইতে লাগিলা॥
সাধুর সঙ্গেতে দেখ কি রঙ্গপ্রভাব।
আছিল কি রাজা পরে উঠে কোন্ ভাব॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

কৃষ্ণভুক্তেন ভোক্তব্যং নান্যনির্ম্মাল্যমেব চ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভুক্ত বস্তুই ভক্ষণ করিবে, অন্যের নির্ম্মাল্য ভোক্তব্য নহে।

অন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং ভক্ষ্যপেয়াদিকং দ্বিজঃ।
সাত্ত্বতৈস্তু ন তদ্গ্রাহ্যং সুরাতুল্যো ন সংশয়ঃ॥

অন্য দেবতাগণের ভক্ষ্যপেয়াদি নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য এবং মদ্যসদৃশ সন্দেহ নাই।

নৈবেদ্যগ্রহণস্পর্শদর্শনং ভক্ষণং তথা।
দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ॥

হে বিপ্র! সুধী বৈষ্ণববৃন্দ অপরাপর দেবতাগণের পেয়, নৈবেদ্য গ্রহণ, স্পর্শন, দর্শন ও ভক্ষণ করিবেন না।

নাশ্নীয়াদন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং বৈষ্ণবঃ সদা।
নান্যস্যোপাসনা কার্য্যা প্রাণাঃ কণ্ঠগতা যদি॥

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও, বৈষ্ণববৃন্দ অন্য দেবতাগণের উপাসনা কিংবা তাঁহাদিগের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবেন না।

দেবতান্তরস্য নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
ন কার্ষ্ণানাং ভক্ষণীয়মগ্রাহ্যং মুনিপুঙ্গব॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অন্য দেবতার নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল, কৃষ্ণভক্তবৃন্দের ভক্ষনীয় নহে উহা অগ্রাহ্য।

যদভক্ষ্যং দেব নির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
তদ্ভুঙ্‌ক্তে যদি মূঢ়াত্মা তৎসর্ব্বং সুরয়া সমম্॥

দেবতাগণের ভক্ষ্য যে নির্ম্মাল্য, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যদি কোন মূঢ়াত্মা ভক্ষণ করে, তৎসমস্ত মদ্যের তুল্য।

প্রাণত্যাগং বরং কুর্য্যাৎ কালকূটাদিভোজনৈঃ।
তথাপি দেবতোচ্ছিষ্টভোজনন্তু ন বৈষ্ণবঃ॥

কালকূটাদি ভক্ষণে বরং প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি বৈষ্ণববৃন্দ দেবতাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না।

রাজা কহে অন্যদেবপ্রসাদ খাইলে।
দেবত্ব হরণ হয় ইহা যে কহিলে॥
বিষ্ণুর প্রসাদে সেই দোষ নাহি হয়।
সাধু কহে নাহি হয় দেবের আজ্ঞায়॥
দেবতার মধ্যে তাঁরে না হয় গণনা।
সর্ব্বময় যেঁহ বস্তু নাহি যাঁহা বিনা॥
সর্ব্বেশ্বর যেঁহ নাহি নিজ পরকীয়।
তাঁহার উচ্ছিষ্ট যে অবশ্য গ্রহণীয়॥
বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন-বস্ত্র-আদি যত।
আসন ভূষণ গৃহ দেহ অভিমত॥
ব্যবহার অবশ্যকর্ত্তব্য শাস্ত্রে কহে।
বিষ্ণুর নিবেদিত বিনে কিছু গ্রাহ্য নহে॥
গ্রহণ করিলে তাহে অপরাধ হয়।
ভক্তি না স্ফুরয়ে আর নরকে বৈসয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥

তোমার উপযোগী মাল্য-গন্ধ-বস্ত্র-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া, উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা, তোমার মায়াকে জয় করিতে পারি।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালং বিচারয়েৎ॥

শুষ্ক, পর্য্যুষিত অথবা দূরদেশ হইতে আনীত হইলেও প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেই ভোক্তব্য, তাহাতে কখন কালবিচার করিবে না।

অপরাধা যথা—

শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণম্।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্॥

শক্তি বিদ্যমানেও গৌণ উপচারে পূজা, অনিবেদিত দ্রব্যভোজন এবং যথাকালজাত ফলাদি ভগবানকে প্রদান না করা,—অপরাধ বলিয়া গণনীয়।

আর কহি মহারাজ নিগূঢ় যে কথা।
হরি বিনা উপায় নাহিক যাহা যথা॥
প্রেমভক্তিসুখদ যে কহিব পশ্চাতে।
আত্যন্তিক শ্রেয় নাহি কহি শুন যাতে॥
মুক্তিদাতৃত্বশক্তি আর কারু নাই।
ত্রিবর্গ যে দাতা আর জানিহ সবাই॥
হরির অধীন সব আব্রহ্ম স্থাবর।
হরি সভাকার প্রভু সকলি কিঙ্কর॥
নানার্থগতিক শাস্ত্র লোক বিড়ম্বিতে।
কহয়ে লোকেতে তাহা না পারে বুঝিতে॥
কাল্পনিক শাস্ত্র কথোগুলি প্রকাশিল।
তম-গুণী লোক তাহে প্রামাণ্য করিল॥
মহামায়া তুমি যারে কহিছ ঈশ্বরী।
ত্রিগুণ-আত্মিকা তেঁহ হরির কিঙ্করী॥
রজ-তমঃ-বিষয় যে দেন সভাকার।
যে বিষয়মোহমদে ভুলিছে সংসার॥
অতএব মহারাজ হরি বিনা গতি।
ত্রিজগতে নাহি আর কোন যে সুকতি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা,
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

সত্ত্ব, রজ, তমঃ প্রকৃতির এই গুণত্রয়সমন্বিত এক পরমপুরুষ যদিও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই সংজ্ঞাত্রয়ে এই সংসার ধারণ করেন; তথাপি মনুষ্যের পক্ষে সত্ত্বস্বরূপ বাসুদেবই শ্রেয়োজনক সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্গীতায়াম্—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়! যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

হে কুন্তিনন্দন! যাহার অপরাপর দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের ভজনা করে, তাহারাও আমারই ভক্ত সত্য; তবে তাহাদিগের ভজনা বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং,
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ,
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥

যিনি বিস্ময়ের অতীত, যিনি আত্মলাভেই পূর্ণকাম, যিনি প্রশান্ত ও সমভাববিশিষ্ট, তাঁহাকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অপরের প্রার্থী হয়, সে

মূঢ় কুকুর-লাঙ্গুল-ধারণে মহা-সাগরপার হইতে ইচ্ছা করে।

প্রথমে স্কন্ধে—

মুমুক্ষু বা ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

মুমুক্ষুগণ, ঘোররূপী ভূতপতিদিগকে ত্যাগ করিয়া, এবং অপরাপর দেবতার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হইয়া নারায়ণের শান্ত মূর্ত্তির ভজনা করেন।

বহুশাস্ত্রে অনেক তো আছয়ে প্রমাণ।
গীতা ভাগবত দুই হয় যে প্রধান॥
তাহার প্রমাণ এই কহিল নিশ্চয়।
তবে যে যতেক শুন আগমাদিচয়॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন বিবরিয়া কহি।
এ সব কারণ কেহ আজ্ঞ বুঝে নাহি॥
শ্রীমান্ ভগবান্ আজ্ঞা দিলা মহাদেবে।
কল্পিত আগম করি মোহ কর জীবে॥
আমাতে বিমুখ যাহা দেখি লোক হয়।
তাহে মোর তোষ যাথে সৃষ্টিবৃদ্ধি হয়॥
তবে মহাদেব সৃষ্টি করিলা আগম।
দেখাইলা ফল আশ্যতীত মনোরম॥
সহজে লোকের রজ-তমের স্বভাব।
তাহাতে দেখিল শাস্ত্র সেই-অনুভব॥
সেই পথে গমন করিয়া লোক রিঝে।
হরি যে পরম গতি তাহা নাহি বুঝে॥

পাদ্মে—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

কল্পিত আগম সৃষ্টি করিয়া মৎপ্রতি জনগণকে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর; তাহাতে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন থাকিবে।

প্রকৃতিখণ্ডেতে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।
ভগবান্ কহিলা ঐমত পঞ্চাননে॥
তোমার শক্তির আরাধনা-আদি মন্ত্র।
আমারে গোপন করি কর নানা তন্ত্র॥
সংসারমোচন কাহা হৈতে নাহি হয়।
তার এক ইতিহাস শুন মহাশয়॥
পদ্মপুরাণেতে ইহা প্রচুররূপ হয়।
কাশীতে যে হৈল রামনামের উদয়॥
শ্রীমান্ কাশীনাথের যে ভক্ত কথোগুলি।
তুষ্ট কৈল মহাদেবে ভজি সবে মেলি॥
বর মাগিল ফল সংসারমুকতি।
দেব কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি॥
পুনঃপুন তারা নাহি চাহে মুক্তি বিনে।
মহাদেব বিচার করিলা কিছু মনে॥
হরির ধেয়ান করি প্রসন্ন করিলা।
নিজভক্তগণহেতু মুকতি প্রার্থিলা॥
ভগবান্ নিজ ব্রহ্ম রাম নাম দিলা।
কাশীর রতন এই হইল কহিলা॥
কাশীপুরে যার দেহপতন হইবে।
তৎকালীন এই নাম তার কর্ণে দিবে॥
নিশ্চয় হইবে মুক্তি নাহিক সন্দেহ।
বৈকুণ্ঠ পাইবে সেই নিজগুণ সহ॥
গদগদভাবে মহাদেব রামনাম।
পাইয়া ধারণ কৈলা কণ্ঠে অবিরাম॥
কাশীতে মরয়ে যেই পশু কীট নর।
রামনাম দিয়া তারে করেন উদ্ধার॥
প্রসিদ্ধ এ প্রকরণ জগতে জানয়।
অতএব হরি বিনে নাহিক উপায়॥
অন্য শাস্ত্রে যদি কোথাও অন্যদেব হৈতে।
মুক্তিফল কহে তাহা না তাও প্রতীতে॥
রজ-তম-শাস্ত্র বিনে সাত্ত্বিকে না কহে।
লোকবিড়ম্বনহেতু যথার্থ সে নহে॥
যদি কহ অযথার্থ শাস্ত্রেরে কহিলে।
তাহার কারণ শুন শাস্ত্রেতেই বলে॥
পরোক্ষবাদ যে শব্দশাস্ত্রেতে কহয়।
হরি তুষ্ট তাহে ষট্সন্দর্ভে বলয়॥
সন্দর্ভশব্দের অর্থ গূঢ়ার্থ প্রকাশ।
অতএব সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তনির্য্যাস॥
তাহাতে যে সিদ্ধান্ত কহিল তাহা শুন।
যাহা হৈতে অধিক বিচার নাহি পুন॥
শাস্ত্রের স্বভাব সাতে বিচার করিল।
সর্ব্বশাস্ত্রে ঐক্য করি সমাধান কৈল॥
এক শব্দে আর অর্থ নানার্থে কহয়।
রোচকার্থে শব্দান্তর লোকে না বুঝয়॥
কোথাও লক্ষণা-গৌণ আদি শব্দে কহে।
লোকে আর বুঝে শাস্ত্রে ঐক্য না করয়ে॥

না বুঝিয়া কহে শাস্ত্রে নানা মতে কহে।
সব এক-ঐক্য নানা মত কভু নহে॥
নানা মত শাস্ত্রে কভু ব্যভিচার নহে।
তাহা হৈলে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা হবে॥
তবে যে বিরোধ-মত-কল্পিত আগম।
তামসিক সেই শুন তাহার মরম॥
যথা যথা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের যে বিরোধী।
তামস করিয়া তাহা জানিবে যে সুধী॥
সন্দর্ভে যে ইহার বিচার কৈল শুন।
যাথে মনে সন্দেহ না হইবেক পুন॥
দশধা-প্রমাণ-মধ্যে চারি যে প্রধান।
প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য শব্দ আর অনুমান॥
তার মধ্যে অনুমান প্রত্যক্ষ যে দুই।
ব্যভিচার দেখি তাতে সুপ্রতীত নাই॥
জল-বরিষণ-অন্তে ধূমদরশন।
মায়ামুণ্ড দরশনে করয়ে ক্রন্দন॥
শব্দমাত্র শাস্ত্রে যে নাহিক ব্যভিচার।
ঐতিহ্য যে সাধুপরম্পরা সেহ সার॥
তবে বাদী কহে শাস্ত্রে ব্যভিচার হয়।
তুমি কহ একবাক্য এ বড় সংশয়॥
নানা মত নানা বিধি নানা শাস্ত্রে দেখি।
আচার্য্য কহেন যার নাহি সূক্ষ্ম আঁখি॥
সেই দেখ নানা মত বিচারিতে নারে।
ব্যভিচার বলি নানা বিধান আচরে॥
কিন্তু যে ইহার শুন সিদ্ধান্তনিদান।
মূলশ্রুতিবিচার যে ইহার প্রমাণ॥
সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে ব্যভিচার যথা।
তামস করিয়া সেই জানিহ যে তথা॥
সদাচারবিপর্য্যয় মকরাদি যত।
হাড়মাল জটা ভস্ম বিকুতে বিরত॥
বিষ্ণু তেজি উপাসনা দেবতা-অন্তর।
একাদশী জন্মাষ্টমী আর মতান্তর॥
অন্যদেব-উপাসক-স্থানে বিষ্ণুমন্ত্র।
দীক্ষা শিক্ষা করেন পূজন তন্ত্র-যন্ত্র॥
ক্লেশ-অবতার আর ঈশ্বর নিঃশক্তি।
মায়াবাদমত যাহা নিন্দনীয় অতি।
বিষ্ণুর বিগ্রহ ধাম কর্ম্ম পারিপদ।
সগুণ কহয়ে যাথে বড়ই প্রমাদ॥
সেই শাস্ত্র না শুনিবে কর্ণে দিবে হাথ।
যে অহা আদরে নাহি বৈস তার সাথ॥

ভগবত-আজ্ঞায় শিব বিপ্ররূপ ধরি।
বেদার্থ কল্পিত কৈল মায়াবাদ করি॥
শাঙ্করি ভাষ্য যে তাহা অজ্ঞে প্রশংসয়।
এ বৃত্তান্ত স্বয়ং শিব গৌরীরে কহয়॥

পাদ্মে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া কথিত। হে দেবি! ব্রাহ্মণমূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক কলিযুগে মৎকর্ত্তৃক উহা বিহিত হইয়াছে।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে বিরোধি যতেক।
অসুর মোহের হেতু কহে পরতেক॥
মনুষ্যেই দৈবাসুর দুইমত জন্মে।
কৃষ্ণভক্ত দেব-অংশে অন্য অন্যে রমে॥

পাদ্মে—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্
দৈবো হ্যাসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈবো
হ্যাসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

ইহলোকে দৈবী ও আসুরী দুইরূপ প্রাণি-সৃষ্টি; দৈবী সৃষ্টি বিষ্ণুভক্তগণ এবং আসুর সৃষ্টি তদ্বিপরীতগণ।

তামস-পুরাণ ছয় ইহা যদি কহ।
তামস যে কহে তার কারণ শুনহ॥
তামস কল্পেতে তার উদ্ভব হইল।
যে হেতু তামস মত কিছু সঞ্চারিল॥
সেই সেই মত তাহা গ্রাহ্য নাহি হয়।
অসুর মোহের হেতু জানিহ নিশ্চয়॥
নতুবা পুরাণ শুদ্ধ তামস না হয়।
যে হয় তামসমত তাহি গ্রাহ্য নয়॥
অতএব আগম পুরাণ-শ্রুতি মতে।
নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জানহ জগতে॥
বেদের সিদ্ধান্ত এই কৃষ্ণে ভক্তি কর।
আর যত ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিহর॥
সংসারমোচন যাহা হৈতে নাহি হয়।
সেই গুরু ইষ্টদেব বন্ধু কেহ নয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ,
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ,
ন মোচয়েদ্‌যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

তিনি গুরু নহেন, স্বজন নহেন, পিতা নহেন, জননী নহেন, দেবতা নহেন, পতি নহেন—যিনি মৃত্যু হইতে মোচন করিতে না পারেন।

ইহাতে দৃষ্টান্ত দেখ প্রত্যক্ষ আছয়।
পূর্ব্বে সাধুগণ হেন সকলি তেজয় ॥
হরিভক্তি প্রতিকূল গুরু বলিরাজ।
উপেক্ষা করিয়া সাধু সাধে নিজকাজ ॥

পাদ্মে—

বামনায় মহীদানে বলিঃ পরমবৈষ্ণবঃ।
লঙ্ঘয়িত্বা গুরোরুক্তং ত্যাগ এব বিধীয়তে ॥

গুরুবাক্য লঙ্ঘনে বামনদেবকে পৃথিবীদান করিয়া বলিরাজ পরমবৈষ্ণব হওয়াতে ত্যাগেরই বিধান হইতেছে।

স্বজন তেজিলা মহারাজ বিভীষণ।
উপেক্ষিলা বন্ধুবর্গ ভাই যে রাবণ ॥
পিতা ত্যাগ কৈলা ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ।
যেহেতুক ভক্তিপথে করিল বিবাদ ॥
শ্রীমান্ ভরত নিজ কৈকেয়ী মাতারে।
ত্যাগ করি মস্তক চাহিলা কাটিবারে ॥
দেবতা ত্যজিলা শ্রীমান্ বশিষ্ঠ দেবর্ষি।
কোনকালে ছিলা তেঁহ শক্তির উপাসী ॥
মহামায়া স্থানে তেঁহ চাহিলেন মুক্তি।
তেঁহ কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি ॥
সংসার-মোচনহেতু এক হরিভক্তি।
তাহা বিনু কাহার নাহিক সেই শক্তি ॥
এত শুনি তাঁহারে তেজিয়া দ্বিজমণি।
বিচারিয়া হরিপদে লইল শরণি।
পতি-পুত্র-আদি ত্যাগ কৈল বহুজন।
কৃষ্ণভক্তি অনুকূল সেই বন্ধুজন ॥

আগমে—

বিষ্ণুভক্তিং বিনা রাজন্! যো চান্যমুপদিশতি।
আত্মনা সহিতং তত্র পিতরং নরকং নয়েৎ ॥

হে রাজন্। বিষ্ণুভক্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নরাধমগণ কিছুই দেখিতে পায় না; তাহারা আপনাদের সহিত পিতৃকুলও নরকগামী করে।

রাজা কহে তবে কেন ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
সকলি সমান কহে বিষ্ণুর সহিত ॥
সাধু কহে তারা তত্ত্ব না বুঝিয়া কহে।
বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর তাঁর সম কেহ নহে ॥
তাঁহার বিভূতি ব্রহ্ম-রুদ্র আদি করি।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহরি ॥
ব্রহ্মা মায়াধীন রুদ্র ঈষৎ আবৃত।
নির্গুণ শ্রীহরি সর্ব্বশাস্ত্রের সম্মত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥

শিব শক্তি-সমন্বিত এবং ত্রিবিধগুণসম্পন্ন শ্রীহরি নির্গুণ, দৃশ্যমান, প্রকৃতির অতীত পুরুষ।

বিষ্ণুসহ অন্য দেব যে করে সমান।
পাষণ্ডীর মধ্যে সেই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

পাদ্মে

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি সুরবৃন্দকে নারায়ণের সহিত তুল্যভাবে দর্শন করে, সে ব্যক্তি পাষণ্ড সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু বিনে শিব যে পৃথক্ না মন্তব।
বিষ্ণুর অংশাংশ করি মানিতে কর্ত্তব্য ॥
অথবা হরির ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
বৈষ্ণবের মধ্যে যে নাহিক যাঁহা-সম ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা ॥
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥

গঙ্গা যেমন নদীসমূহের, নারায়ণ যেমন দেবতাদিগের এবং শম্ভু যেমন বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই গ্রন্থ (শ্রীমদ্ভাগবত) তদ্রূপ পুরাণের মধ্যে প্রথিত।

অতএব সর্ব্বধর্ম্ম তেজি হরি ভজ।
সংসার নিগূঢ় দৃঢ় চরণের ত্যাজ ॥

শ্রীমদ্গীতায়াম্—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমার সর্ব্বপাপ দূর করিব, শোক করিও না।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্॥
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥

মৎকর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়াও, মদাদিষ্ট ধর্ম্মের দোষ গুণ বিদিত হইয়াও, সম্যক্‌রূপে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমার ভজনা করেন তিনিই সত্তম্।

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কৃষ্ণৈকং শরণং ব্রজ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও, যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোহথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ক বাহভদ্রমভূদমুষ্য কিং,
কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

যদি কেহ স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগে শ্রীহরির পাদপদ্ম-ভজনায় অসিদ্ধ অবস্থায় পতিত হয়, তবে তাহার অভদ্রম্-হেতুই বা কি অশুভ হয়; আর যাহারা শ্রীহরির ভজনা করেন না, মাত্র স্বধর্ম্ম হইতেই বা তাঁহাদের কি অর্থলাভ হয়?

সর্ব্বধর্ম্ম-পদে কৃষ্ণভক্তির ইতর।
কর্ম্ম যোগ জ্ঞান অন্ত উপাসনা আর॥
পরিত্যজ্য পদে যত কৃত যে সাকল্যে।
তেজিয়া ভজহ হরি পারে সর্ব্বকলে॥
ক্তি যে প্রত্যয় করি ত্যাগের অন্তর।
কৃত না হইলে নহে ত্যাগের বিচার॥
সর্ব্বধর্ম্মদোষগুণ বিচার করহ।
সকল তেজিয়া হরিচরণ ভজহ॥

শান্ত মতি যায় সেই কারে না ভজয়ে।
হরির কলাকে ভজে অন্তরে তেজিয়ে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

মুমুক্ষুবৃন্দ ঘোররূপী ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া অবিদ্বেষভাবে নারায়ণের শান্তমূর্ত্তির উপাসনা করে।

যে-তক জীবের মোহ বুদ্ধির ব্যত্যয়।
আছয়ে সে-তক নাহি বুঝয়ে নিশ্চয়॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যবে নির্ব্বেদ জন্ময়।
শ্রোতব্য যে শ্রুত সকলি তেজয়॥
শ্রোতব্য যে যত ধর্ম্মশাস্ত্র অভিমত।
শ্রুত যাহা কৃত গুরু উপদেশ যত॥
কৃত করণীয় যত সকলি তেজিয়া।
তখন শ্রীকৃষ্ণ ভজে নির্ব্বেদ পাইয়া॥
কৃষ্ণ-উপদেষ্টা গুরু আশ্রয় করিয়া।
কৃষ্ণভক্তি পরাৎপরমহত্ত্ব জানিঞা॥
চক্ষুষ্মান্ হয় তবে দেখিবারে পায়।
পরমনির্বৃত্তি তবে তখন জন্ময়॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহারণ্য লঙ্ঘন করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোহবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥

মৎপ্রতি কামনাবিশিষ্ট অবলাগণের সহিত রতিক্রীড়ায় আমি উপপতিস্বরূপ প্রতীয়মান হইলেও তাহারা আমাকে পরব্রহ্মরূপেই লাভ করিয়াছিল, এবং তাহাদিগের সঙ্গলাভে অপর শতসহস্র-ব্যক্তিও আমাকে সেইভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥

মামেকমেকশরণমাত্মানঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥

সেই হেতু হে উদ্ধব! তুমি প্রবৃত্ত, নিবৃত্ত, শ্রুত, শ্রোতব্য, বিধি ও নিষেধ সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের আত্মা একমাত্র আমারই শরণ লও, আমার সর্ব্বাত্মভাবের দ্বারা তুমি নিশ্চয় অকুতোভয় হইবে।

অষ্টমস্কন্ধের শেষে রাজা সত্যব্রত।
মৎস্যদেব প্রতি সাধু কহে এইমত॥
অন্য উপদেষ্টা উপদেশ-আদি ত্যাজ্য।
টীকাতে বাখানে চক্রবর্ত্তী যে আচার্য্য॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

শৈবশাক্তগাণপত্যসৌরস্তু দেবপূজকম্।
গোবিন্দশরণং পশ্চাদ্ভবেদ্যদি স বৈষ্ণবঃ॥

শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর এবং দেবপূজক জনার্দ্দনের শরণাপন্ন হন, পশ্চাৎ তাঁহারাও বৈষ্ণব হন।

শাক্তাস্তু বৈষ্ণবো ভূত্বা দুর্গেত ত্রায়ণে হরে।

শাক্তই বৈষ্ণব হইয়া শ্রীহরি কর্ত্তৃক ত্রাণ প্রাপ্ত হন।

অতএব অন্য ছাড়ি হরির আশ্রয়।
অবশ্যকর্ত্তব্য ইহা নাহিক সংশয়॥
কর্ম্ম জ্ঞান দুই যে তাহাতে নাহি শ্রেয়।
সেই মাত্র কেবল জীবের ভ্রমময়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

দানে নহে, তপস্যায় নহে, শৌচে নহে, ব্রতাদিতে নহে, কেবল নির্ম্মল ভক্তিতেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন, অন্য সমস্তই বিড়ম্বনা।

অতএব কর্ম্ম কভু নাহি হয় শ্রেয়।
সংসার ভ্রমণমাত্র তাহাতে নিশ্চয়॥
হরিভক্তি মিশ্র বিনে সেই সিদ্ধ নহে॥
প্রসিদ্ধ ব্যবস্থা ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
কেবল যে জ্ঞান হরিভাবেতে বর্জ্জিত।
তাহাতেও শ্রেয়ঃ নাহি বিশেষে অনহিত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

হে বিভো! ভবদীয় ভক্তিমার্গে কল্যাণ স্রোত প্রবাহিত, যাহারা কেবল জ্ঞানমার্গানুসারী, তাহারা ক্লেশই পাইয়া থাকে; স্থূলতুষাবঘাতীরা যেমন বৃহত্তর দর্শনে আগড়ায় অবঘাত করে, তাহারাও সেইরূপ বৃথা ক্লেশ পায়।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে পদ্মপলাশলোচন। আর যাহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধির অভাব, অথচ যাহারা বিমুক্ত্যভিমানী, অতি কষ্টে পরমপদে আরোহণ করিয়াও, আপনার পার্ষদগণের প্রতি অনাদর বশতঃ তাহারা পতিত হয়।

শুদ্ধভক্তি বিনে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
জ্ঞান-কর্ম্ম-আদি তেজি ভজন যে শ্রেয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

উদারমতি ব্যক্তি কামনাশূন্য, সর্ব্বকামনাবিশিষ্ট, মোক্ষাভিলাষী হইয়াও তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরম পুরুষেরই ভজনা করেন।

তীব্রভক্তি পদে জ্ঞানকর্ম্ম-অনাবৃত।
টীকাকার-চক্রবর্ত্তী-আচার্য্য-সম্মত॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষিতাহীন, জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত নহে, অথচ শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে অনুকূল অনুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি।

জ্ঞানমিশ্রা ভকতি যে আশ্রয় করয়।
নির্ব্বাণের হেতু কিন্তু কৃষ্ণ নাহি পায়॥

ভক্তিহীন জ্ঞান কর্ম্ম বিফল কেবল।
অধঃপতনমাত্র হয় তার ফল ॥
নিষ্কাম যে কর্ম্ম করে বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ।
তাহার যে ফল তাহা শুনহ যথার্থ ॥
অন্তরশুদ্ধির প্রতি কারণ সে হয়।
মনঃশুদ্ধি হৈলে তাহে বৈরাগ্য জন্ময় ॥
সেই যে বৈরাগ্য শুদ্ধ জ্ঞানের কারণ।
ভক্তি প্রতি কভু কর্ম্ম কারণ না হন ॥
কর্ম্মার্পণ ভক্তি যে কেচিৎ মতে কন।
পরম্পরারূপে কষ্টে মুক্তি প্রতি হন ॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহা হৈতে না মিলয়।
বিনে সাধুসঙ্গ আর নাহিক উপায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥

হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার-ত্রাণের আর উপায় নাই; আমি সাধুগণেরই পরম আশ্রয় ॥

জ্ঞান-কর্ম্ম ত্যজি ভজে অনন্যভাবেতে।
প্রশংসা তাহার সেই পায় ব্রজনাথে ॥
সদাচারহীন যদি দুরাচার হয়।
কৃষ্ণপ্রিয় সেই সাধু করি মানি তায় ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

যে ব্যক্তি একান্তমনে আমার ভজনা করে, সুদুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া জ্ঞাত হইবে; কেন না, সে মৎপ্রতি একান্তচিত্ত।

কৃষ্ণভক্ত চতুর্ব্বর্গ নাহিক মাগয়।
মুমুক্ষু যে কৃষ্ণভক্তিযোগ্য নাহি হয় ॥
নিষ্কাম অনন্য শুদ্ধমাধুর্য্য ভকতি।
এইমাত্র কার যার ফল প্রেমরতি ॥
অষ্ট অষ্ট যোগ-ধর্ম্ম সিদ্ধি অষ্টাদশ।
শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধি হয় প্রেমরস ॥
অন্য অন্য যোগ-ধর্ম্মে সিদ্ধি ধর্ম্ম অর্থ কাম।
শ্রীকৃষ্ণভজনে মিলে ব্রজ প্রেমধাম ॥
প্রাকৃত যে সিদ্ধি ভক্ত দৃক্‌পাত না করে।
মুক্তিচতুষ্টয়নাম নাহি লয় ডরে ॥

প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ মাত্র চাহে।
দিলেও যে না লয় অনর্থ মানে তাহে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

সমান লোকে বাস, সমান ঐশ্বর্য্য, সমীপাবস্থান, সমান রূপ এবং সর্ব্ববিষয়ে সমত্ব প্রদান করিলেও মদীয় ভক্তবৃন্দ আমার সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন না।

কৃষ্ণ যে আনন্দময় তাঁহার ভকত ॥
সেহ মগ্ন সদা তার তুচ্ছ ত্রিজগৎ ॥
অতএব মহারাজ সদা ভজ হরি।
পরাৎপর পরম-ব্রহ্ম সভার উপরি ॥
সচ্চিৎ আনন্দময় শ্যামলবিগ্রহ।
স্বরূপ শকতি ধাম পরিকর সহ ॥
বেদের তাৎপর্য্য শ্যামলসুন্দরভজন।
আর যত কহে সেই ত্রিবর্গসাধন ॥
পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন।
বার বার ভজ গোপীনাথের চরণ ॥

শ্রীমধুসূদনাচার্য্যস্য ভাষ্যে—

চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং,
ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্।
বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো,
হরিং বারংবারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ ॥

শ্রুতিবাণী যাঁহাকে চিদানন্দরূপ জলদশ্যামলকান্তি বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, ব্রজাঙ্গনাদিগের যিনি কণ্ঠহার-স্বরূপ; আত্মসংযমীগণের যিনি ভবসাগরের একমাত্র কর্ণধার, যিনি ভূভার হরণার্থ যুগে যুগে নানা অবতাররূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, হে হিতব্রতানুষ্ঠাতৃগণ, তোমরা সেই শ্রীহরিকে বার বার ভজনা কর।

বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাৎ অরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাৎ অরবিন্দ নেত্রাৎ,
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

বংশীবিভূষিতহস্ত, জলদকান্তি, পীতবাস, অরুণবিম্বাধরোষ্ঠ, পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখ, কমললোচন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোনও পরমতত্ত্বই আমি জানি না।

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, আদি ও অনাদি, গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণকারণ।

কৃষ্ণের চিন্ময় রূপ মায়িক করিয়া।
যে অধম কহে সেই জন মন্দধিয়া॥
তার মুখদরশনে মহাপাপ জন্মে।
সে জনার অধিকার নাহি কোন কর্ম্মে॥
তার স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করিতে জুয়ায়।
শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য রামানুজ স্বামী কয়॥
বস্ত্রের সহিত জলে পড়ি স্নান করি।
স্মরণ করিব উঠি নাম বিষ্ণু হরি॥
মায়াবাদ-ভাষ্য-কল্পনার্থ মধ্বাচার্য্য॥
দূষিলা শতেক-মতে মত শঙ্করাচার্য্য।
শত দোষ দিয়া শতদূষণী নামেতে।
গ্রন্থপূর প্রকাশিলা প্রসিদ্ধ জগতে॥
কুসঙ্গ সদাই ত্যাগ সৎসঙ্গকরণ।
নিতান্ত শ্রেয়াংশ এই বেদের বচন॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে যাহার নাহি রতি।
নিন্দুক পাষণ্ড সে বিরোধী ভক্তি প্রতি॥
বিষয়-আসক্ত অবৈষ্ণব স্ত্রিয়-বিট।
সে সকল জানিবে যে সংসারের কীট।
তার সঙ্গ না করিব সদা সাবধান।
আপনা রাখিতে এই পরমবিধান॥
কর্ম্মী জ্ঞানী নানাদেবসেবী যেই নর।
তার সঙ্গ বিশেষতঃ সদা নিন্দস্কর॥

কাত্যায়নসংহিতায়াম্—

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্।

পঞ্জরভিতরে নিরন্তর অগ্নিশিখায় অবস্থানও বরং সহ্য হয়, তথাপি শ্রীহরির চিন্তায় বিমুখব্যক্তির সংসর্গজনিত পীড়া সহ্য হয় না।

বিষ্ণুরহস্যে চ—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাম্।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্॥

সর্প, ব্যাঘ্র ও জলৌকার আলিঙ্গনও বরং শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান করি, কিন্তু নানাদেবৈকসেবী শল্যযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও ভাল বলিয়া জ্ঞান করি না।

সবার অন্নজল গ্রহণ নিন্দিত।
বৈষ্ণবের অন্ন খাইতে হয় যে উচিত॥
অভাবে কিঞ্চিৎ জল মাগিয়া খাইব।
শাক্তাদির অন্ন ত্যাগ অবশ্য করিব॥

পাদ্মে—

প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবাদন্নং তদভাবে জলং পিবেৎ।
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েচ্চৈব শাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ॥

বৈষ্ণবের সকাশ হইতে অন্ন প্রার্থনা করিবে, তদভাবে জল মাত্র পান করিবে; বৈষ্ণব সর্ব্বথা প্রকবেই শাক্তাদির সঙ্গ ত্যাগ করিবেন।

ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ।
নান্নং লভেত শাক্তানাং শৈবাদীনাঞ্চ বেশ্মনি॥

শাক্তাদির দ্রব্য অপবিত্র, তাহা প্রার্থনা করা অনুচিত। শাক্ত ও শৈবগণের অন্ন কখনও গ্রহণ করিবে না।

বিশেষতঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাদোদক।
পরমপদার্থ সেই কহিব কি-তক॥
তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়।
যাতে চতুর্ব্বর্গ মিলে কৃষ্ণভক্তি হয়॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণহেতুনা।
পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্॥

বৈষ্ণবে কন্যাসম্প্রদান পরম নির্ব্বাণের কারণ; বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনও পরমনির্ব্বাণের হেতু।

শ্রীভাগবতে—

উচ্ছিষ্টলেপ নমুমোদিতো দ্বিজৈঃ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-সেবন ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত।

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

শ্রীবিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকম্।
সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং ন হি॥

শ্রীবিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের পাদোদক সর্ব্বতীর্থময় ও পবিত্র; তাহা পান করিয়া আচমন করিতে নাই।

নীচ উচ্চ জাতি বলি নাহি বিচারিব।
জাতিবুদ্ধি করিলে নরকে যায় ধ্রুব॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

ভগবদ্ভক্ত শূদ্র, ব্যাধ বা চণ্ডালকে যে ব্যক্তি সামান্য জাতির ন্যায় দেখে, সে নরকগামী হয় সন্দেহ নাই॥

বৈষ্ণবের পূজা বিষ্ণুসহিত সমান।
অবশ্যকর্ত্তব্য এই বেদের বিধান॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥

এই প্রকারে কৃষ্ণাত্মনাথ মনুষ্যের সহিত সৌহার্দ্দ এবং জড় ও চেতন উভয়ত্রী এবং মনুষ্যদিগের সাধুগণের ও মহৎগণের পরিচর্য্যা করিবে।

যে জনার গৃহে নাহি বৈষ্ণব-সেবন।
সেই গৃহ হয় তার শ্মশানসমান॥
পণ্ডিত সমান সেই গাধার সমান॥
কুক্কুরের তুল্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জন॥

পাদ্মে—

যদাগারেঽকৃষ্ণসেবা কার্য্যাসেবা তথৈব চ।
শ্মশানতুল্যং তদ্গৃহং স এব শ্বপচাধমঃ॥

যাহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের সেবা না হয়, তাহার গৃহ শ্মশানসদৃশ, এবং সে ব্যক্তি চণ্ডালাধম।

তস্মান্দিরং চিতাতুল্যং তদ্দর্শনং খরোপমম্॥
শুনতুল্যং তদাস্যং যঃ কার্য্যং কৃষ্ণবহির্ম্মুখঃ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তদিগের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ, তাহার গৃহ চিতাসদৃশ, তাহার পরিসর গর্দ্দভতুল্য এবং তাহার বদন কুক্কুরতুল্য।

বৈষ্ণব-সেবন বিনে কৃষ্ণভক্ত নহে।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে শ্রীঅর্জ্জুনেরে কহে॥

আদিপুরাণে—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ॥

যে পার্থ! মদীয় কেবল আমার ভক্ত, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে।

প্রাতঃকালে করে বৈষ্ণবের নামগান।
ভাগবতোত্তম সেই কৃষ্ণের সমান॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে॥

হে বলিরাজ। প্রত্যহ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবগুণানুকীর্ত্তন করেন, এই কলিযুগে তাঁহারা কৃষ্ণতুল্য ও ভাগবত।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমা অপার।
শুন মহারাজ এক ইতিহাস তার॥
কিছুদূর আচার্য্য প্রভুর গৃহ হৈতে।
একঘর কামার আছয়ে সে গ্রামেতে॥
প্রভুর বাটীতে এক বিড়াল আছয়ে।
রোঙা বলি সবে তারে কৌতুকে ডাকয়ে॥
প্রভুগৃহে বৈষ্ণবের ভোজনের শেষে।
উচ্ছিষ্ট খাইল গিয়া সভার বিশেষে॥
বিড়ালস্বভাব যে সভাব গৃহে যায়॥
কামারের গৃহে গেল খাইয়া হেথায়॥
দৈবাৎ তাহার মুখে এক কণা ছিল;
কামারের বধূর অন্নেতে মুখ দিল॥
সেই কণা মুখ হৈতে অন্নে রহি গেলা।
না জানি অন্নের সহ বধূ তা খাইলা॥
খাইতে মাত্র সে কৃষ্ণ-উন্মাদ হইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে।
ভূত ঘাড়ে চাপিল কামারগুলা বলে॥
ওঝা আনি ঝাড়াও কতেক তুক করে।
কান্দয়ে সগোষ্ঠী বুক চাপড়িয়া মরে॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু সিদ্ধপুরুষ বলিয়া।
ইতর লোকের মুখে কামার শুনিঞা॥
কান্দিয়া পড়িল গিয়া ধরি প্রভুর পায়।
রক্ষা কর প্রভু মোর বধূটী মরয়॥
প্রভু কহে কহ তার কি ব্যাধি হইল।
কামার কহয়ে ভূত ঘাড়েতে চাপিল॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে।
দুই চক্ষে জল পড়ে ঘর ভেসে চলে॥

সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্য প্রভু বুঝিলেন মনে।
এ দশা হইল বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের গুণে॥
কামারকে কহেন প্রভু আরে মূর্খ শুন।
ভূত নহে কৃষ্ণপ্রেম হৈল বড় গুণ।
কামার কান্দিয়া কহে তাহে কাজ নাই।
ভাল যাথে হয় প্রভু করহ তাহাই॥
হাসিয়া কহেন তবে প্রভু কামারেরে।
ইহার ঔষধ তবে কহিয়ে তোমারে॥
যজমানিঞা এক বিপ্র ব্রাহ্মণের ঘরে।
একমুষ্টি অন্ন আনি খাওয়াও তাহারে॥
ইহা শুনি কামার গলে বস্ত্র জড়াইয়া।
দণ্ডবৎ করি হর্ষে চলিল ধাইয়া॥
অনেক যজমান যার হেন বিপ্র জানি।
একমুষ্টি অন্ন মাগি খাওয়াইল আনি॥
খাওয়াইবা মাত্র বধূ পূর্ব্ববৎ হইল।
হরিভক্তি উড়ে গেল আপনা নিন্দিল॥
অতএব বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের যে মহিমা।
এমতি জানিবে যার নাহিক উপমা॥
যদি কহ এমত যে দেখিতে নাহি পাই।
তাহা শুন যেহেতু তৎক্ষণে ফলে নাঞি॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধ যাহার প্রচুর।
তার ফল প্রাপ্ত হইতে হয় বহুদূর॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত খাইতে খাইতে।
অপরাধ ক্ষয় পায় প্রকাশে পশ্চাতে॥
বৈষ্ণবনিকটে অপরাধ তীক্ষ্ণবিষে।
সর্ব্বনাশ হয় নরকেতে বাস শেষে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

মহজ্জনের অতিক্রমকারী ব্যক্তির আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, দেবাদি লোক, বাঞ্ছনীয় বস্তু এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিনষ্ট হয়।

অপরাধে সাবধান যেই সুখী হয়।
অতিশীঘ্র কৃষ্ণে তার প্রেম উপজয়॥
রাজা কহে যজমানিঞা ব্রাহ্মণের অন্নে।
হরিভক্তি নাশ যায় কহ কি কারণে॥
সাধু কহে বিপ্র যজমানের যজিয়া।
নানাদেব-প্রসাদ শ্রাদ্ধ-আদি অন্ন লৈয়া॥
পাক-আদি করি খায় যাথে ভক্তি যায়।
যেহেতু বৈষ্ণবে তাহা কভু নাহি খায়॥
সেবা-অপরাধ নামাপরাধ কহি শুন।
যেহেতুক সাধন করিলে পুনঃপুন॥
প্রেম নাহি জন্মে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নাহি হয়।
নহে এক কৃষ্ণনামে প্রেম উপজয়॥
নাম-অপরাধে নাম গ্রহণেতে যায়।
সেবা-অপরাধ নরে নরক ভুঞ্জয়॥
তবে যদি বল তার উপায় কি নাই।
উপায় অছয়ে কিন্তু অতিকৃচ্ছ্র তাই॥
একান্ত জিহ্বায় যার সদা নাম বৈসে।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষেমেন তবে সে॥
কোটি কোটি মহাপাপ নামাভাসে যায়।
অপরাধমাত্র ভক্তিবাধাকে জন্মায়॥
সেবা অপরাধ কহি শুনহ প্রথমে।
সদা সাবধান ইথে না জন্ময়ে প্রেমে॥

সেবা-অপরাধ।

ভগবত-শাস্ত্রেতে করিয়া অনাদর।
অন্য অন্য শাস্ত্র-শ্রবণাদিতে আদর॥
ভগবত-বিগ্রহ অগ্রে তাম্বূল চর্ব্বণ।
এরণ্ডপত্রেতে পুষ্প রাখিয়া অর্চ্চন॥
আসুরকালেতে পূজা পীঠে তথা ভূমে।
বসিয়া পূজন নাহি করিবেক ভ্রমে॥
নামকালে বামহস্তে স্পর্শ না করিবে।
পর্য্যুষিত যাচিত বা পুষ্পে না পূজিবে॥
পূজাকালে নিষ্ঠীবন নিজগর্ব্ব প্রকাশন।
না করিবে অর্দ্ধচন্দ্র-তিলক-ধারণ॥
পাদধৌত বিনে নাহি মন্দিরে গমন।
না করিবে অবৈষ্ণবপক নিবেদন॥
কাপালিক কিংবা অবৈষ্ণব দরশন।
না করিবে পূজাকালে হবে সাবধান॥
নখাম্বু-জলেতে স্নান নাহিক করিবে।
ঘর্ম্মাক্ত দেহেতে তথা পূজা না করিবে॥
রাজান্নভক্ষণ অন্ধকারে হরিস্পর্শ।
বিধি বিনে ভোজন পানীয় দান অর্শ॥
বাদ্য বিনে শ্রীমন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন।
কুক্কুরদৃষ্ট ভক্ষণীয়সামগ্রী অর্পণ॥

পূজাকালে মৌনভঙ্গ অন্যবাক্যব্যয়।
বিড়্মূত্রত্যাগ তৎকালীন না জুয়ায়॥
গন্ধ-মাল্যাদিক দান-পূর্ব্বে ধূপদান।
অনহ পুষ্পেতে পূজা অদন্তধাবন।
স্ত্রীসঙ্গ করিয়া দেহসংস্কারাদি বিনে॥
রজঃস্বলা স্ত্রীর স্পর্শ সামগ্রী অর্চ্চনে॥
মৃতকস্পর্শ যে তথা সামগ্রী অদেয়।
রক্ত নীল মলিন অধৌত পরকীয়॥
বস্ত্র-পরিধানে পূজাদিক না করিবে।
পূজাকালে মৃতকশরীর না হেরিবে॥
অধিক-উদ্বেগ-কালে অর্চ্চনকারণ।
পূজাকালে নহে আপন-মরুৎ-মোচন॥
ক্রোধ কর‍্যা আর শ্মশান হৈতে আগমন।
কুসুম্ভ পিণাক যুক করিয়া ভোজন॥
তৈলাভ্যঙ্গ শরীরেতে অর্চ্চনকারণ।
হরির স্পর্শ হরির কর্ম্ম পাতক বহন॥
যানে চড়ি কিম্বা পদে পাতুকা সহিত।
গমন ভগবত-গৃহে না হয় উচিত॥
উৎসব অদর্শন অপ্রণাম তদগ্রত।
উচ্ছিষ্টে বা অশৌচে বা বন্দনাদি কৃত॥
একহস্তে প্রণাম বামে রাখি প্রদক্ষিণ।
পাদ প্রসারণ অগ্রে পর্য্যঙ্ক বন্ধন॥
শয়ন ভোজন মিথ্যাভাষা উচ্চভাষা।
রোদনাদি অগ্রে যুদ্ধ অন্যজন মৃষা॥
নিগ্রহানুগ্রহ নরে ক্রুরভাষণ।
কম্বলাবরণ পর নিন্দিত স্তবন॥
অশ্লীলভাষণ অধোবায়ু বিমে ক্ষণ।
মুখ্যকাল ত্যজি শক্তে পূজাদিক গৌণ॥
ভোজনপানাদি পর্ব ঔষধসেবন॥
যৎকিঞ্চ অনিবেদিতমাত্রেতে ভক্ষণ॥
যে কালে যে ফল মূল-আদি অনর্পণ।
আযুক্তাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনাদিক প্রদান॥
পশ্চাৎ করিয়া বৈসে অন্যের বদন।
তদগ্রেতে ইহা না করিব কদাচন॥
গুরুর অগ্রেতে শিষ্য মৌনে না থাকিব।
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিব॥
নিজযশ কথন অন্যদেবতানিন্দন।
বত্রিশ অপরাধ এই শাস্ত্রের বচন॥

অথ নামাপরাধ।

সেবা অপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন।
নামাপরাধেতে ধ্রুব নরকে গমন॥
তবে যদি একান্ত শরণ লয় নামে।
তবে ক্ষমা হৈতে পারে কভু কালক্রমে

অপরাধ যথা।

বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক ঈশজ্ঞান।
গুরুদেবে মানে যথা মনুষ্যসমান॥
বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র-আগম-নিন্দন।
নামে অর্থবাদ আর কুব্যাখ্যাকরণ॥
নামবলে পাপকর্ম্মে করয়ে প্রবৃত্তি।
নাম ন্যূন জ্ঞানে অন্যশুভকর্ম্মে মতি॥
অশ্রদ্ধালু জনে করে নাম উপদেশ।
নামের মাহাত্ম্য শুনি না করে বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবের নিন্দা-আদি কিঞ্চিৎ-করণ।
নামে দশ অপরাধ এই বিবরণ॥
নামে ভগবানে হয় একই সমান।
তথাপিহ শীঘ্র নাম করে ফলদান॥
এই দশ নাম-অপরাধের কারণ।
নাম কৃপা করি নাহি দেন প্রেমধন॥
অতএব অপরাধে হও সাবধান।
হরির নামেতে শীঘ্র লহগা শরণ॥
নাম মন্ত্রে অভেদ জানিয়া জপ ভাই।
কলিকালে বিশেষতঃ আর গতি নাই॥
"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব" যে ইত্যাদি করিয়া।
অনেক প্রমাণ হয় জগত ভরিয়া॥
কৃষ্ণদাসের মাত্র এই গতি এক হয়।
নাম বিনা আর কিছু নাহিক উপায়॥

অথ চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি।

গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা শিক্ষা সৎমার্গে গমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
দেহরক্ষামাত্র ত্যাগ অন্য অভিলাষ॥
একাদশী ব্রত ধাত্রী অশ্বত্থ-সেবন।
বিপ্র-গো-বৈষ্ণব অপরাধ বর্জ্জন॥

অবৈষ্ণব সঙ্গ আর বহুশিষ্য ত্যাগ।
বহুশাস্ত্র ব্যাখ্যা আনিলাভেতে বিরাগ ॥
অন্তরের অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব।
শোক মোহ-ক্রোধাদির বশ না হইব ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব-গুরু নিন্দা না শুনিব।
গ্রাম্য কথা প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দিব ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পূজা স্মরণ বন্দন।
পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন ॥
নৃত্যগীত দণ্ডবৎ নতি অভ্যুত্থান।
অনুব্রজ্যা ভগবানের গৃহেতে গমন ॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্ত্তন।
ধূপ মালা গন্ধ আদি প্রসাদ সেবন ॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
প্রিয়বস্তুদান ধ্যান তদীয় সেবন ॥
তদীয় যে যে চারি হয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তি অঙ্গ
তুলসী-সেবন-আদি বৈষ্ণব সেবা-সঙ্গ ॥
মথুরামণ্ডলে বাস শ্রীমদ্ভাগবত।
শ্রবণ কর্ত্তব্য সহ সজাতীয় সত ॥

রসামৃতসিন্ধৌ—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥

রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদন এবং সমবাসনাপরায়ণ, আপনা অপেক্ষা প্রধান, স্নমূর্ত্তি সাধুসঙ্গ ভজনের অঙ্গ।

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মযাত্রামহোৎসব একান্ত শরণ ॥
কার্ত্তিকেয়ব্রত দৃঢ়নিয়ম কর্ত্তব্য।
যতেক কহিল সারাৎসার হয় সর্ব্ব ॥
তার মধ্যে বিশেষ মহিমা পাঁচ অঙ্গে।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে যার অতি-অল্প সঙ্গে ॥
সাধুসঙ্গ শ্রীল-ভাগবত-আস্বাদন।
মথুরামণ্ডলে বাস নামসঙ্কীর্ত্তন ॥
শ্রীমূর্ত্তিসেবন শ্রদ্ধা-পিরীতি পূর্ব্বক।
পঞ্চ সহ চতুঃষষ্টি ত্রৈলোক্য-তারক।
চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে নব অঙ্গ শ্রেষ্ঠ।
নব অঙ্গ আস্বাদন অধিক সুমিষ্ট ॥

যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভাগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

বিষ্ণুর নাম-গুণ-শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তদীয় পাদ-সেবন, পূজা, বন্দনা, দাস্য, তাঁহাতে সখ্য ও আত্ম-নিবেদন,—এই নবলক্ষণা ভক্তি পুরুষ কর্ত্তৃক যদি একমাত্র ভগবান্ হরিতে অর্পিত হয়, তাহাই উত্তম অনুশীলন।

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন ॥
আশ্রয় করিয়া এই নববিধা ভক্তি।
শ্রীকৃষ্ণে শরণ লও পরম যুকতি ॥
কৃষ্ণ বিনে গতি নাই এ তিন জগতে।
বেদবিধি সর্ব্বশাস্ত্র সাধুর সম্মতে ॥

শ্রীধরস্বামিপাদানাম্—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা-
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈ-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥

তপস্যার তাপেই সন্তপ্ত হউন, গিরি হইতেই পতিত হউন, তীর্থাদিই পর্যটন করুন, আগমাদিই অধ্যয়ন করুন, যাগ-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করুন। অথবা তর্কাশ্রয়ে বিবাদই করুন, শ্রীহরির সাহায্য ভিন্ন কেহ মৃত্যুমুখ হইতে ত্রাণ পাইতে পারেন না।

নানা সিদ্ধি-ঋদ্ধ্যাদি তাবৎ চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেমগন্ধ হৃদয়ে বৈশে যার ॥

মহাজনস্তু—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং,
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥

যাবৎ মধুসূদনের বশীকরণে সিদ্ধৌষধিস্বরূপ প্রেমের গন্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, তাবৎ সিদ্ধিসমূহের দ্বারা সুসমৃদ্ধি বা বিজয়িতা, সত্যধর্ম্মাদি সমান এবং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ চমৎকৃত করিতে পারে।

গুণের সাগর হরি রূপের অবধি।
লীলারসময় প্রেমানন্দ রসনিধি॥
তাঁহারে না ভজি আর কাহারে ভজিবে।
যাহারে ভজিয়া আর কি ধন পাইবে॥
প্রেমরত্নধন রাখ হৃদয়ে ভরিয়া।
কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া।
এ হেন রতনধন তাহা তেয়াগিয়া॥
কাহারে ভজিয়া আর কি ধন লাগিয়া॥
ভজ ভজ কিশোরকিশোরী সুখময়।
ইহার অধিক আর কি ধন আছয়॥
প্রেমের সম্পুটে ভরি রাখহ দোঁহায়।
ইহার অধিক ধন আর কি আছয়॥
দেহ গেহ জীবনের আশা তেয়াগিয়া।
প্রাণ কর পণ সেই ধনের লাগিয়া॥
'দয়াল শ্রীকৃষ্ণ' একবার যেই কহে।
'প্রপন্নোঽস্মি তব' কায় মন-বাক্যে সহে॥
তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে প্রতিজ্ঞা করিল।
বড়ই ভরসা নিজভক্তগণে দিল॥

শ্রীরামায়ণে—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

"তোমারই হইলাম" বলিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, আমি নিরন্তর তাহাকে অভয় প্রদান করি; ইহা আমার ব্রত।

শ্রীমদ্ভগীতায়াম্—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

আমার মায়া—দৈবী, গুণময়ী, দুর্জ্জয়; যাঁহারা আমার শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন।

দুর্জ্জয় দুরন্ত মায়া দুষ্করতরণ।
হরির আশ্রয়মাত্রে করয়ে লঙ্ঘন॥
এমন দয়াল ত্রিজগতে নাহি আন।
পুতনারে দিলা যেই মাতৃগতিদান॥

শ্রীমদ্ভাগবতে-

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং,
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

অসাধ্বী পূতনা কালকূটপূর্ণ স্তনপান করাইয়া যাঁহাকে বধ করিতে গিয়াও ধাত্রীযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, তিনি ব্যতীত এমন দয়ালু কে আছে—যাঁহার শরণ গ্রহণ করিব?

তাহাতে যে দেখহ বড়ই চমৎকার।
নীচ-উচ্চ-জাতিভেদ না করে বিচার॥
যেই ভজে সেই পায় চণ্ডাল কি যবনে।
সর্ব্বে অধিকারী হয় শ্রীকৃষ্ণ ভজনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরকঙ্কা যবনা: শকাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক যবন ও শকাদি জাতিগণ ও অপরাপর পাপিগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধিলাভ করে, সেই প্রভাবান্বিত বিষ্ণুকে নমস্কার॥

নীরব হইয়া রাজা শুনিতে শুনিতে।
নয়ানে গলয়ে ধারা চমকিত চিতে॥
গদগদভাবে বৈষ্ণব পদ ধরি।
লোটাইয়া কান্দে রাজা ফুকারি ফুকারি॥
বৈষ্ণব হৃদয়ে লঞা আলিঙ্গন করি।
দোঁহে গলাগলি কান্দে সঙরি সঙরি॥
তবে রাজা সংবরণ করিয়া বৈষ্ণবে।
করযোড়ে করে স্তুতি গদগদভাবে॥
বুঝিলাম আমার উদ্ধারহেতু হরি।
তোমা পাঠাইলা ভবসাগরের তরী॥
আমি মূঢ় না ভজিয়া করিনু উপেক্ষা।
তুমি দয়াময় না ছাড়িয়া কৈলে রক্ষা॥
সাধুর স্বভাব হয় দয়ালু হৃদয়।
দীনহীন জনপ্রতি সদাই সদয়॥
অপরাধ যত সব ক্ষম মহাশয়।
এবে মোর গতি ভাব করহ উপায়॥

শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিব।
একান্ত করিনু পণ এবে না ভুলিব ॥
বৈষ্ণব কহেন তব পরম উপায়।
কহি তবে শুন যাথে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
শ্রীপাট মালিহাটী শ্রীমান্ আচার্য্য সন্তান ॥
তাঁ-সবার পদাশ্রয় পরমকল্যাণ ॥
সৎ-সম্প্রদা নিত্যসিদ্ধ তেঁই সব হন।
আবির্ভাব মাত্র লোকনিস্তার কারণ ॥
শ্রীচৈতন্যের নিত্যপারিষদ ঐহো সব।
আশ্রয় করিলে সব হবে অনুভব ॥
গুরুপদ আশ্রয় কর্ত্তব্য সম্প্রদায়।
সম্প্রদাবিহীন দীক্ষা নিষ্ফলতা হয় ॥
শ্রীমাধ্বী রুদ্র সনক হয় চারি ব্যূহ।
বৈষ্ণবসম্প্রদা কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তিবহ ॥

পাদ্মে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।

কলিযুগে নিশ্চিত চারিটী ধর্ম্মসম্প্রদায় হইবে।

অন্যত্র—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ ॥

সম্প্রদায়শূন্য যে মন্ত্র, তাহা বিফল।

ভক্তি অধিকারী নহে সম্প্রদায়ী-বিনে।
সম্প্রদায়ী বিনে যত দেখহ ভুবনে ॥
কৃষ্ণনিষ্ঠ কেহ নহে ব্যভিচারী হয়।
কর্ম্ম জ্ঞান বিনে ভক্তিমর্ম্ম না বুঝয় ॥
অন্য উপাসক স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে।
বিপর্য্যয় হয় সেই সংসার না তরে ॥

পাদ্মে তথা নারদপঞ্চরাত্রে হরিভক্তিবিলাসোক্তম্—
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ॥

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরকগামী হইতে হয়।

সম্প্রদা সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর যে প্রসিদ্ধ।
যোগে জ্ঞান ভক্তিমূর্ত্তে সাধুশাস্ত্রে সিদ্ধ ॥
শ্রুতিপ্রবর্ত্তক ভাগবতপ্রবর্ত্তক।
যতিপ্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক ॥
ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বমতের সম্প্রদা।
সর্ব্বত্র প্রকট হয় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা ॥
শ্রীধরগোস্বামী ভাগবতের টীকায়।
সম্প্রদায় অনুরোধ করিয়া লিখিয় ॥
সম্প্রদায়রক্ষাহেতু আচার্য্যের প্রতি।
স্থানে স্থানে হয়ে শিষ্যকরণের বিধি ॥
শ্রীমান্ মাধ্বাচার্য্য স্বামী ভাষ্যে স্থানে স্থানে।
সম্প্রদায়-অনুরোধ করিয়া বাখানে ॥
অন্যপরে কা কথা যে ব্রাহ্মণভোজন।
সম্প্রদায়ী বিপ্রে করাইব যে বিধান ॥
অতএব যার যেই নিজ সম্প্রদায়।
দীক্ষা আদি করিব শ্রুতির বিধি হয় ॥
ব্যত্যয় হইলে সেই কাজে না কুলায়।
পরিশ্রমমাত্র হিতে বিপরীত হয় ॥
মহারাজ জয়সিংহ শ্রীবৃন্দাবনে।
ঠাকুর ছিনিয়া লৈলা অসম্প্রদায়-স্থানে ॥
এ সকল বিবরণ বিশেষ বিস্তার।
মনেতে আগ্রহ যদি হয় জানিবার ॥
জয়সিংহ রাজার সংগ্রহগ্রন্থ শূর।
জয়সিংহ নাম গ্রন্থ অতি সুমধুর ॥
প্রাচীন আর গ্রন্থ ভক্তিসিদ্ধান্তদীপকা।
দেখিলে সন্দেহ যাবে অন্তর কহকা ॥
বৈষ্ণবের উপদেশ পাইয়া রাজন।
আশ্রয় করিলা শ্রীমান্ আচার্য্যসন্তান ॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্ররত্ন পাইয়া রাজার।
মন ডুবি গেল হৈল ভক্তি চমৎকার ॥
যে চরণস্পর্শে হৈল তাহে কি আশ্চর্য্য।
কত কত মূঢ় যাথে হৈল মুনিবর্য্য ॥
অচিরাতে হৈল রাজা মহাভাগবত।
গোবিন্দবিগ্রহসেবা কৈল নিজমত ॥
এতেক যে রাজকর্ম্ম তথাচ যে মতি।
এক তিল শ্রীচরণে নাহক বিরতি ॥

যথা—

ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতাঃ,
পুত্থাপুত্থবিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি।
সঙ্গীতবাদ্যলয়তালবশং গতাপি,
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব ॥

মুকুন্দনিবিষ্টচেতা ধীর ব্যক্তি, পুত্থানুপুত্থ বিষয়-কার্য্য-পরিদর্শনে নিরত থাকিয়াও মোহ প্রাপ্ত হন না। যেমন নর্ত্তকী সঙ্গীত বাদ্যলয়তালবশে নিযুক্ত থাকিয়াও মস্তকস্থ কুম্ভপরিরক্ষণে মতি স্থির রাখিয়া থাকে।

যে দেশে পণ্ডিত বিপ্র অবৈষ্ণব হন।
রাজা অবৈষ্ণব আর অনর্থকারণ ॥
সে দেশ পাষণ্ডী হয় দানবসমান।
কৃষ্ণভক্তি নাহি রয় যাহাতে কল্যাণ ॥
যে দেশে বৈষ্ণব রাজা প্রজার সৌভাগ্য।
নতুবা পাষণ্ডী হয় পাইয়া কুমার্গ ॥

পাদ্মে—

যদ্রাজ্যে ন নৃপঃ কার্ষ্ণো বিদ্বান্ বিপ্রস্তথৈব চ।
তত্র পাষণ্ডিনো লোকা ভবন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥

যে রাজ্যে রাজা কৃষ্ণভক্ত এবং ব্রাহ্মণ বিদ্বান না হন, সে রাজ্যে লোক পাষণ্ডী হয় সন্দেহ নাই।

যদ্দেশে বৈষ্ণবো রাজা শাস্ত্রভূতস্সুরস্তথা।
স দেশঃ পরমশ্লাঘ্যঃ প্রজাশ্চ সুখিনোত্তমাঃ ॥

যে দেশে নৃপতি বিষ্ণুভক্ত হন এবং দেবতা শাস্ত্র-ভূত সেই দেশ পরম শ্লাঘ্য এবং তত্রত্য প্রজাবৃন্দ পরম সুখী।

কতেক দিবস পরে বৃন্দাবন গেলা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের সেবা সম্মান করিলা ॥
জয়পুরে গোবিন্দের পোষাক যে দিলা।
রাজা তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংসিলা ॥
অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে যশ অতিশয়।
ঘোষয়ে সকল লোক বালবৃদ্ধচয় ॥
পরে ব্রজভূমে দয়া করিলেন তাঁরে।
সফল হইল শুভ আশাতরুবরে ॥
তাঁহার চরণযুগে করি এই আশ।
কৃষ্ণদাসের ইথে যেন না হয়ে নৈরাশ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীরাজা-রবীন্দ্রনারায়ণ-চরিত্রবর্ণনং নাম অষ্টাদশ-মালা ॥১৮॥

ঊনবিংশ মালা।

—*—

শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-আদিগুণবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর।

বুধুরি নিবাস রামচন্দ্র কবিরাজ।
শাস্ত্রজ্ঞ প্রশংসনীয় পণ্ডিত-সমাজ ॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভু নিজগৃহের সম্মুখে।
দুই চারি ভক্ত সহ কৃষ্ণকথাসুখে ॥
বৃক্ষতলাতে বসি আছেন ঠাকুর।
বিভা করি রামচন্দ্র যান নিজপুর ॥
প্রভুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে।
শিবিকা রাখিলা সেই বৃক্ষের তলাতে ॥
বহু লোকজন নানা বাদ্যকর যত।
বিশ্রাম করিতে বৈসে সকল-সহিত ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গউরবরণ।
সুদৃশ্য সৌন্দর্য্য যথা জিনিঞা মদন ॥
প্রভুর নিকট হয়ে শিবিকায়ে বসি।
প্রভু হেরি নিজগণে কহে হাসি হাসি ॥
এই যে পুরুষ হেনে সৌন্দর্য্য যে হয়।
কৃষ্ণদাস হয় যদি তবে সে শোভয় ॥
পুন কিছু খেদ-উক্তি কহেন ঠাকুর।
হা হা কি আশ্চর্য্য এই ভব মায়াপুর ॥
যে স্ত্রীর সঙ্গ হয় নরক-দুয়ার।
সে স্ত্রীর লাগি লোক করে হাহাকার ॥
মহামহোৎসব করি মঙ্গল আচরে।
শুদ্ধ অমঙ্গলে মঙ্গলাচরণ করে ॥
স্ত্রীসঙ্গে মহামত্ত আসক্ত হইয়া।
কৃষ্ণ না ভজিয়া বুলে সংসার ভ্রমিয়া ॥
একেলা আছিল পুন দুইজন হৈল।
সন্তান জন্মিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥

ভরণপোষণহেতু নানা ব্যবসায়।
নানাদুঃখে ফিরিয়া তাহাতে কাল যায়।
কভু অপমান কভু রাজদণ্ড হয়॥
সুখের লাগিয়া ফিরে দুঃখে কাল যায়।
ধনলোভে নানাপাপ সঞ্চয় করিয়া।
সংসার ভ্রমণে আর নরক ভুঞ্জিয়া।
এই দেখ বিবাহের এতেক উৎসাহ।
অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ॥
গলে ফাঁসি দিল মায়া তাহা না বুঝিয়া।
মঙ্গলাচরণ করে কৌতুক করিয়া॥
অমঙ্গলে শুভজ্ঞান সদাই করিয়া।
উৎসাহ করয়ে জীব কৃতার্থ মানিয়া॥
কন্যা সম্প্রদানকালে বরণ অঙ্গুরী।
অঙ্গুলীতে পরাইয়া দেয় কর ধরি॥
অঙ্গুরী সে নহে মায়া অধিকার ছাড়ি।
যায় পাছে দিল তার হাতে হাতকড়ি॥
বর-কন্যা করে দোঁহে মাল্য যে বদল।
মাল্য সেই নহে গলে দিল দৃঢ় জেল॥
শুভদৃষ্টি করে করি বস্ত্র আবরণ।
শুভ নহে সেই হয়ে পিশাচী ঈক্ষণ॥
হস্তে হস্ত সঁপে সেই মায়া অধিকারী।
রাক্ষসী মহাসল দিল নিজ অনুচরী॥
মায়া নিজ অধিকার করিয়া জীবেরে।
নানা বাদ্যোদ্যম করি মঙ্গল আচরে॥
শিবিকায় বসি রামচন্দ্র সব শুনি।
ঘৃণায় ধিৎকার করে আপনা আপনি॥
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বিবেক জন্মিল।
ঘরে গেলা কিন্তু মনে উৎসাহ না হৈল॥
দুই তিন দিন পরে কারে না কহিয়া।
প্রভুর নিকটে গেলা মনে বিচারিয়া॥
কান্দিয়া শ্রীআচার্য্য যে প্রভুর চরণে।
পড়িয়া কহেন কিছু কাতর বচনে॥
প্রভু মোরে কৃপা কর লইনু শরণ।
বিষয়-কুসঙ্গে মোর জড়িত জীবন॥
অধম দুর্মতি মো দুঃশীল পাপাচার।
আমারে করহ দয়া ঘুচুক সংসার॥
এতেক কাকুতি তবে শুনি দয়াময়।
দয়া উপজিল তুলি লইল হৃদয়॥
প্রভু কহে চিন্তা নাহি কৃষ্ণ কৃপাময়।
অবশ্য করিব দয়া নাহিক সংশয়॥

তবে প্রভু তার সহ আলাপ করিতে।
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন চিতে॥
শাস্ত্রীয় বিচার প্রভু অনেক করিলা।
রামচন্দ্র তাহাতে সুপ্রতিপন্ন হৈলা॥
তুষ্ট হৈয়া প্রভু মনে করিয়া বিচার।
যোগ্যপাত্র বটে ভক্তিশাস্ত্র পড়াবার॥
এতেক ভাবিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দিলা শক্তি সঞ্চারিয়া॥
তৎক্ষণাৎ প্রেমানন্দে ভাসি মহাশয়।
ভাগবতশ্রেষ্ঠ হৈল মহান্ আশয়॥
প্রভু অতি প্রীত হৈলা নিজ আত্মাতুল্য।
রামচন্দ্র জানে যেন রতন অমূল্য॥
গুরুভক্ত এমন জগতে নাহি কোথা।
পরম আশ্চর্য্য তার শুন এক কথা॥
একদিন প্রভু রাত্রে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
আঙ্গিনায় ফিরিতেছেন রামচন্দ্র সঙ্গে॥
এক যে খড়ের বড় আছে আঙ্গিনায়।
প্রভু কহে রামচন্দ্র সর্প বুঝি হয়॥
খড়-বড় বলি রামচন্দ্র তা জানেন।
প্রভুর আজ্ঞায় তাহা সর্পই দেখেন॥
কহে বটে বটে প্রভু বড় সর্প হয়।
পুন প্রভু কহে নাহি খড়-বড় হয়॥
সর্প ঘুচি পুন রামচন্দ্র দেখে বড়।
অর্জ্জুন যেমন পক্ষিচক্ষে মারে শর॥
আর এক কহি শুন অপূর্ব্ব কথনে।
শ্রীরাধার কুণ্ডল খুঁজি দিলেন যেমনে॥
একদিন প্রভু বৈসেন স্মরণ-মননে।
দেখে জলকেলি কৃষ্ণ করেন গোপীগনে॥
আপনি নিত্য নিজ গোপীদেহে মেলি।
আনন্দে দেখয়ে রাধাকৃষ্ণ-জলকেলি॥
হেনকালে শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল।
খসিয়া পড়িল জলে হেরিয়া বিকল॥
আর আর সখীগণে খুঁজিয়া না পাইলা।
প্রভু তবে খুঁজিবারে যমুনা নামিলা॥
খুঁজিতে খুঁজিতে হেথা সপ্ত রাত্রি গেলা।
বাহ্য নাহি একাসনে বসিয়া রহিলা॥
শ্রীমতী-গৌরাঙ্গপ্রিয়া-ঠাকুরাণী-আদি।
কান্দিয়া আকুল চক্ষে বহে জলনদী॥
ভক্তবৃন্দ শতেক বীরহাম্বীর রাজন।
ব্যস্তসমস্ত সবে করয়ে ক্রন্দন॥

সাত দিন রাত্রি ধ্যানভঙ্গ না হইলা।
সভে কহে প্রভু বুঝি লীলা সংবরিলা॥
কান্দিয়া কহেন ঠাকুরাণী সবা-স্থানে।
প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাল জানে॥
অতি প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ।
শীঘ্র তাঁহাকে ডাক নাহি কর ব্যাজ॥
এইকালে রামচন্দ্র আসি উপনীত।
তাঁহারে দেখিয়া সবে হৈলা হরষিত॥
তেঁহ কহে ব্যস্ত সবে হেতু কি ইহার।
সবে কহে প্রভুর আদ্যন্ত ব্যবহার॥
রামচন্দ্র অষ্টাঙ্গ করিয়া প্রভুপদে।
বুঝিয়া যে অন্তর্বৃত্তি ভাসয়ে আনন্দে॥
প্রভুর নিকটে বস্ত্র-আবৃত হইয়া।
ধ্যানস্থ হইলা বসি সমাধি করিয়া॥
দেখেন যে প্রভু তবে যমুনার জলে।
শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল খুঁজি বুলে॥
আপনিহ নিজ সিদ্ধদেহ আরোপিয়া।
প্রভু-সখীরূপা-সঙ্গে বেড়ান খুঁজিয়া॥
খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদ্মপত্রতলে।
পাইলেন সেই কৃষ্ণপ্রিয় যে কুণ্ডলে॥
দুই সখী কোলাকুলি পাইয়া আনন্দে।
পরাইলা গিয়া শ্রীমতীর গণ্ডচন্দ্রে॥
প্রসন্ন হইয়া প্যারি তাম্বুলচর্ব্বিত।
দোঁহা-হস্তে দিলেন হইয়া আনন্দিত॥
চর্ব্বিত তাম্বুল সেই দোঁহে হস্তে করি॥
এ দেহেতে স্ফূর্ত্তি হৈলে চমৎকারী॥
বাহ্য হৈল দোঁহাকার তাম্বুলসহিত।
চারিদিকে ভক্তবৃন্দ দেখি চমকিত॥
তাম্বুলের সৌরভেতে আমোদ করিল।
সকলেই প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইল॥
তাম্বুল বাটিয়া সভাকারে প্রভু দিল।
প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইল॥
ত্রিজগতে পরমদুর্লভ যে অমৃত।
যে অমৃত লাগিয়া ব্রহ্মা আদি ধরে ব্রত॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর শুভ চরণ-আশ্রয়।
অনায়াসে হৈল সভাকার শুভোদয়॥
অতএব শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ।
আচার্য্য প্রভুর প্রিয় ভক্তরাজ-রাজ॥
রামচন্দ্র-কবিরাজ-ঠাকুরের উক্তি।
অপূর্ব্ব শুনহ এক সুসিদ্ধান্ত যুক্তি॥

রামচন্দ্র কবিরাজ গঙ্গাস্নানে যান।
স্নান-পূজা করিয়া চলিয়া আইসেন॥
একত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেই গঙ্গাঘাটে।
স্নান করি শিবপূজা করে বসি তটে॥
কবিরাজে তাঁহারা কহেন ক্রোধমনে।
পূজা কর শিবপূজা না'হ কর কেনে॥
কবিরাজ কহেন শ্রীকৃষ্ণ বিনে আর।
কাহারে না পূজি এই হয় সদাচার॥
অনন্যভাবেতে কৃষ্ণ ভজিতে উচিত।
গীতা ভাগবতে ইহা আছয়ে বিদিত॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ মর্ম্ম না বুঝিয়া।
রুষ্টভাবে কহে পুন হাত চালাইয়া॥
তোমার যে কৃষ্ণ শিব-আরাধনা করে।
শিব-আরাধনা নাহি করি সেব কারে॥
মহাতম-স্বভাব ব্রাহ্মণগণে হেরি।
কবিরাজ কহে কিছু যোড়হাত করি॥
মহাশয় শুন কিছু নিবেদন করি।
আমি মূর্খ শাস্ত্র কিছু বিচারিতে নারি॥
স্বাভাবিক এক ক্রম দেখি বিচারিনু।
উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ জান শরণ লইনু॥
এতেক কহিয়া চারি শ্লোক পাঠ কৈলা।
ব্রাহ্মণগণেরা শুনি মউন হইলা॥

শ্লোক—

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ম।
তথা সমতয়াস্তু বা বিধিহরাদি মূর্ত্তিত্রয়ম্॥
বিলোক্য ভববেধযোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমম্।
প্রণম্য শিরসা হি তৌ বয়মুপেন্দ্রদাস্যং শ্রিতাঃ॥
প্রহ্লাদ-ধ্রুব-রাবণানুজ-বলি-ব্যাসাম্বরীষাদয়-
স্তে বৈবিষ্ণুপরায়ণা বিধিভবপ্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ।
যেঽহস্তে রাবণ বাণ পৌণ্ড্রক-বৃকাঃ
ক্রোধান্ধকান্তা অমী, যদ্ভক্তা
ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥

শিবই বৈষ্ণব হউন আর বিষ্ণুই শৈব হউন, কিংবা বিধি, বিষ্ণু, শিব তিনটি মূর্ত্তিই এক হউন, আমরা শিব এবং ব্রহ্মাকে নত মস্তকে নমস্কার করিয়া এবং উঁহাদের ভক্তগণের মধ্যে ক্রম দেখিয়া বিষ্ণুরই দাসত্ব আশ্রয় করিলাম। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, রামানুজ, বলি, ব্যাস এবং অম্বরিষ প্রভৃতি সকলেই বিষ্ণুভক্ত সুতরাং অপরাপর সকল দেবতারই প্রীতিপাত্র এবং জগতের

শ্রীপ্রভুরূপে অর্চ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক, ক্রৌঞ্চ এবং অন্ধকাদি, ব্রহ্মা ও শিবের ভক্ত হইলেও তাঁহাদেরই প্রিয় ছিলেন না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও প্রীতিপাত্র নহেন। তজ্জন্য তাঁহারা নিখিল জগতের প্রতি বৈরাচরণ করিয়াছিলেন।

শ্লোকার্থ।

শিব বিষ্ণু ভজু কিংবা বিষ্ণু শৈব হন।
কিংবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হন বা সমান॥
আমি নাহি জানি কিন্তু ইহাঁ সভাকার।
ভক্তের যে ক্রম দেখি করিনু বিচার॥
বিষ্ণু ভজনীয় বলি লইনু শরণ।
ভক্তের যে ক্রম তার শুন বিবরণ॥
হরির ভকত ধ্রুব ব্যাস বিভীষণ।
প্রহ্লাদাম্বরীষ বলি আদি যত জন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সভাকার প্রিয়তম।
সর্ব্বদেবতার মান্য শ্রীরমাপ সম॥
সর্ব্বগুণালয় সর্ব্বজনহিতকারি।
মঙ্গলস্বরূপ ভবসাগরের তরী॥
ব্রহ্মা শিব ভক্ত বাণ রাবণ পৌণ্ড্রক।
বৃকাসুর আদি করি নরক ক্রৌঞ্চক॥
কেহ যুদ্ধ চাহে নিজ ইষ্টদেব সনে।
কেহ নিজবল হইতে তুচ্ছ করি মানে॥
কেহ শিরে হস্ত দিয়া ভস্ম করি যায়ে।
ত্রিলোক ভ্রমায় নিজ ইষ্টদেবতারে॥
কেহ ত কৈলাস প্রভু হইতে চাহিল।
কেহ অনোচিত বাক্য গৌরীকে কহিল॥
কি আশ্চর্য্য যার ভক্ত তার নহে প্রিয়।
দমন করিলা বিষ্ণু করিয়া অপ্রীয়॥
জগতের বৈরী সর্ব্বজনবিঘ্নকারী।
ইহা দেখি আশ্রয় করিনু মুই হরি॥
অতএব হরি বিনে না দেখি উপায়।
মুকতি যে দূরে থাক্ ভয় নাহি যায়॥
হরির ভকত মুক্তি পর্য্যন্ত না চাহে।
কেবল প্রভুর প্রেমানন্দে ভাসি রহে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

নিগ্রন্থ্যয়, বিধি-নিষেধাতীত, আত্মারাম মুনিবৃন্দ শ্রীহরির এই প্রকার গুণ দেখিয়া তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের সাগর।
রসিক ভকত যাঁহা-সম নাহি আর॥
তাঁর শ্রীচরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
বড় আশা কৃষ্ণদাস আছয়ে করিয়া॥

শ্রীজগন্নাথ মাধবদাস।

জগন্নাথ মাধব দাস কৃষ্ণ-অনুরাগে।
অর্থ দারা পুত্র গৃহ সকলি তেয়াগে॥
নীলগিরিধামে সিন্ধুতীরে বাস কৈল।
একন্ত হইয়া সুখবাঞ্ছা তেয়াগিল॥
ভিক্ষা নাহি করে অযাচকবৃত্তি কৈল।
তিনদিন উপবাসে অমনি রহিল॥
দয়ালু শ্রীজগন্নাথ উৎকণ্ঠা হইয়া।
লক্ষ্মীরে পাঠান প্রভু যতন করিয়া॥
রাত্রে শয়নের কালে সোণার থালীতে।
নিত্য নিলাগয়ে ভোগ আছে নিয়মিতে॥
সেই অন্নথালী হাতে ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
গেলেন লইয়া মাধবদাসের কোঠরি॥
ঝলমল অঙ্গে নানা মণি-আভরণ।
ঝম্‌ঝম্ শব্দ তাহে কর্ণরসায়ন॥
বিদ্যুতের ন্যায় সাধু দেখি চমকিত।
থালী রাখি ঠাকুরাণী হৈলা অন্তর্হিত॥
ক্ষণেক ভাবিয়া সাধু স্থির কৈল মন।
বুঝিলাম ইহ জগন্নাথের করণ॥
স্বর্ণথালী প্রসাদ শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
আনিলেন কৃপা করি উপবাসী জানি॥
ভাবাবেশে সাধু মহাপ্রসাদ পাইয়া।
থালীখানি বাহিরেতে রাখিলা ধুইয়া॥
হেথা প্রাতঃকালে স্বর্ণথালি না পাইয়া।
পাণ্ডাগণ চতুর্দ্দিকে না পায় খুঁজিয়া॥
পরস্পর চোর বলি কলহ করিয়া।
মাধবদাসের স্থানে পাইল যাইয়া।
এই চোর কেমতে আনিল চুরি করি।
ইহা কহি বান্ধি আনে বেত্রাঘাত করি॥
সাধু চুপ করি রহে কিছু না কয়।
যতেক নিগ্রহ প্রভু পিঠ পাতি সয়॥

আদেশ করিয়া প্রভু সেবকগণেরে।
উঁহারে যে মারিল সে লাগিল আমারে॥
মোর পিঠ ফুলিয়া রহিল বেত্রাঘাতে।
থালী পাঠাইনু মুঞি অন্নের সহিতে॥
পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিলা জগন্নাথ।
শুনি হাহাকার করি শিরে হানে হাত॥
হেন প্রিয়পাত্রে যত নিগ্রহ করিনু।
জগন্নাথ বাজিল যে ইহা না জানিনু॥
পরিহার করিল অনেক সাধু-স্থানে।
নিন্দা আর স্তুতি তাঁর একুই সমানে॥
সেই হৈতে মাধবদাসের যে প্রভাব।
প্রকাশ হইল কৈল লোকে অনুভব॥
মাধবদাসের পীড়া হইল আমাশয়।
বালুর উপর গিয়া পড়িয়া রহয়॥
জল আনিবার শক্তি নাহিক শরীরে।
জগন্নাথ দেখি দুঃখ হইল অন্তরে॥
ছদ্মরূপে জলপাত্র লইয়া আপনি।
জল উঠাইয়া দেন দয়াল গুণমণি॥
মাধব কহেন তুমি কে বট আপনি।
কাঙ্গালের এত দয়া কিবা স্বার্থ মানি॥
তেঁহ কহে অন্য নহে মুই জগন্নাথ।
দুঃখ দেখি আইনু তব ধোয়াইতে হাত॥
মাধব কহেন তব এ ত অনোচিত।
হেন কর্ম্ম কেনে কর যাহাতে অনীত।
রত্নসিংহাসনে বৈস দেবনরে সেবে।
কত রাজা দ্বারে খাড়া রহে ভৃত্যভাবে॥
আমি নীচ কাঙ্গাল যে আমারে সেবিতে।
কেমতে আইলা নিজ ঈশ ধোয়াইতে॥
লোকে শুনি পরিহাস ইহাতে করিবে।
লক্ষ্মীঠাকুরাণী যে এখনি লজ্জা দিবে॥
জগন্নাথ কহে নিন্দা লজ্জা হয় হব।
তথাপি তোমার দুঃখ দেখিতে নারিব॥
সাধু কহে নিন্দা কেনে স্বীকার করহ।
পীড়াই আমার নহে ভাল করি দেহ॥
পীড়াশান্তি সাধুর যে তাৎপর্য্য নহে।
পাছে জগন্নাথে কেহ নিন্দাবাক্য কহে॥
এই ভয়ে সাধুর প্রেমের রীত হয়।
শুদ্ধ মাধুর্য্য তাঁর নিকাম ভাবাশয়॥
পুরীর ভিতরে একদিন মাধোদাস।
রাত্রিযোগে রহে শীতকাল মাঘমাস॥
শীত লাগে বুঝিয়া স্নেহেতে জগন্নাথ।
অঙ্গ হৈতে উঠাইয়া দিলা সকলাত॥
প্রাতঃকালে দেখে সবে মাধবের গায়।
সকলাত বহুমূল্য শ্রীঅঙ্গের হয়॥
বুঝিল সবাই জগন্নাথ পরাইল।
ভয়ে পাণ্ডাগণ কেহ কিছু না কহিল॥
উঠিয়া দেখয়ে গায়ে অপূর্ব্ব বসন।
টান মারি ফেলিয়া না কৈলা বস্ত্র.জ্ঞান॥
যদি বল কেহ অপ্রাকৃত সে বসন।
টান মারি ফেলি দিলা হইল কেমন॥
শুদ্ধমাধুর্য্য ভাব প্রেমাকারাকার।
হেন দশা যার সে বিচার কোথা তার॥
মাধোদাস-জগন্নাথে শুদ্ধ সখ্যভাব।
সমতা কৌতুক সদা যাতে অনুভাব॥
একদিন বড়ই কৌতুক হৈল শুন।
জগন্নাথ মাধোদাসে কহে পুনঃপুন॥
সত্যবাদী গোপালের বাগে চল যাই।
চুরি করি দুজনে কাঁঠাল গিয়া খাই॥
মাধব কহেন ভাই আমি তো না যাব।
যাইতে হয় তুমি যাও মানা না করিব॥
স্বাভাবিক স্বভাব মাধব সাধুত্তম॥
উহাঁরে আইসে বহু রকম সকম॥
মাধব একান্ত নাহি যাইতে চাহিলা।
চল চল বলি তাঁরে ধরি নিয়া গেলা॥
সলাপ মারিয়া দোহে বাগিচাতে গেলা।
বড় এক সুপক্ক কাঁটাল নামাইলা॥
খাইবার উদ্‌যোগ করিতে দুইজনে।
চোর আইল বাগানে জানিল মালিগণে॥
ধর ধর করি সবে ছুটিয়া চলিল।
তাহা শুনি জগন্নাথ আগে পলাইল॥
মাধব উদাররীত বসিয়া রহিলা।
তাঁরে গিয়া মালিগণ ধরিয়া বান্ধিলা।
মালিগণ তাঁহার মহিমা নাহি জানে।
কাঁটাল সহিত তাঁরে পাকড়িয়া আনে॥
তেঁহ কহে মুই চোর কভু নহি ভাই।
চোর যে তাঁহারে চল দেখাইয়া দেই॥
জগন্নাথ জোরাবরি আনিল আমারে।
দেখাইয়া দেই চল বান্ধি আনি তাঁরে॥
সঙ্গেতে আনিয়া মোরে শঠতা করিয়া।
আপনি পলায়া গেল মোরে বান্ধাইয়া॥

ধৃষ্ট শঠের কর্ম্ম দেখ দেখি ভাই।
আপনি হইল সাধু আমারে বান্ধাই॥
দেখাইয়া দিই চল আনহ বান্ধিয়া।
কাঁটালের দাম লহ তাঁহারে ধরিয়া॥
প্রতীত না হয় যদি তবে দেখিয়া।
পলাইতে তাঁর বস্ত্র রহিল পড়িয়া॥
কাঁটাঝোড়ে পীতাম্বর বসন পাইবে।
জগন্নাথ চোর কি না প্রতীত হইবে॥
মালিগণ কহে এ কি প্রলাপ কহয়।
চুরি করি চোর জগন্নাথেরে দেখায়॥
প্রাতে পাণ্ডাগণ সবে আসিয়া দেখিয়া।
হাহাকার করি দিলা বন্ধন খুলিয়া॥
সাধুস্থানে পুনর্ব্বার বৃত্তান্ত শুনিয়া।
চমকিত হৈলা সবে আশ্চর্য্য মানিয়া॥
শ্রীঅঙ্গের উত্তরীয় বস্ত্র কিছু দূরে।
পড়ি গেলা পলাইয়া যাইতে সত্বরে॥
উঠাইয়া নিয়া আসি পুলক অন্তরে।
অনেক কাঁঠাল নারিকেল ভারে ভারে॥
পাঠাইয়া দিল জগন্নাথের নিকটে।
তৎক্ষণাৎ এ কৌতুক গ্রামে গ্রামে রটে॥
ক্রোধান্বিত হইয়া মাধব শীঘ্র গিয়া।
জগন্নাথে কহে বহু ভৎর্সনা করিয়া॥
হীরা চোয়া ধৃষ্ট দুষ্ট শঠ লম্পটিয়া।
তুই চুরি করি আইলি মোরে বান্ধাইয়া॥
চোরা যে স্বভাব তোর আছে পূর্ব্ব হৈতে।
ননীচোর বলি খ্যাতি আছয়ে জগতে॥
নারীচোর মনচোর প্রসিদ্ধ যে হয়।
কাঁঠাল তস্কর বলি আর হৈল তায়।
হায় হায় কি সহজ সুমাধুর্য্য ভাব।
গাঢ়প্রেম যথা তথা এই মিষ্ট স্তব॥
গালি নহে সেই বেদস্তুতি হৈতে শ্রেষ্ঠ।
বেদস্তুতি আপনারে মানয়ে কনিষ্ঠ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥
এতেক ভৎর্সন শুনি হাসে জগন্নাথ।
আনন্দে মগন হরি উলসিত গাত।"
কতক দিবস পরে মনে কিছু হৈল।
বৃন্দাবন দরশনে উৎকণ্ঠা জন্মিল॥

শ্রীমান্ জগন্নাথ-আজ্ঞা লইয়া চলিলা।
পথে নিজশিষ্য এক স্ত্রীর গৃহে গেলা॥
ভকতিপূর্ব্বক নারী বহু সেবা কৈলা।
পরে তথা হইতে উঠি গমন করিলা॥
জগন্নাথ সুকুমার চলে সাধুসনে।
পাছে পাছে চলে সদা তেঁহ নাহি জানে॥
উঠিয়া যাওন কালে নারী তা দেখিলা।
অপূর্ব্ব বালক দেখি চমৎকার হৈলা॥
গুরুকে পুছয়ে আহা হেন সুকুমার।
কোথা হৈতে আনিলে এ ছাওয়াল কাহার॥
আহা মরি হেন রূপ হেন সুকুমার।
হাঁটাইয়া কেমনে আনিলে সমিভ্যার॥
মাধব শুনিয়া কিছু চমকিত হৈলা।
অন্তরে বুঝিয়া কিছু বাক্য না কহিলা॥
চলিয়া গেলেন পথে লয়ে কৃষ্ণনাম।
কতদিনে উত্তরিলা বৃন্দাবন-ধাম॥
বৃন্দাবন-দরশনে ভাসে প্রেমানন্দে।
হাসে গায় নাচে সাধু ভূমে পড়ি কান্দে॥
সর্ব্বলীলাস্থান মদনমোহন গোবিন্দ।
দরশন করিয়া বাড়য়ে প্রেমানন্দ॥
শ্রীল-নিধুবনে শ্রীমান্ বঙ্কবিহারী।
হেরিয়া মোহিত হৈল রূপের মাধুরী॥
বিরক্ত শ্রী-স্বামি-হরিদাস সেবা করে।
কত বা প্রণয় আর কত বা আদরে॥
হেরিয়া মাধবদাস চমকিত হৈলা।
প্রেমানন্দে মগ্ন সাধু নাচিতে লাগিলা॥
কতক্ষণ নৃত্য গীত আদি তথা করি।
যমুনার তীরে গেলা প্রেমাব্ধি সংবরি॥
কিছুই না মিলে সাধু রহে উপবাসী।
পরদিন যমুনার তীরে আছে বসি॥
কতগুলি চনাভাজা কেহ আনি দিলা।
বঙ্কবিহারীকে তাহা ভোগ লাগাইলা॥
প্রসাদ পাইয়া তাঁহা বসিয়া আছেন।
কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গান করিছেন॥
হোথা নিধুবনে বঙ্কবিহারীর ভোগ।
স্বামী হরিদাস কৈল নানা উপযোগ॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন ব্যঞ্জনাদি কত।
দশরগুমধ্যেতে প্রস্তুত হৈল যত॥
সম্মুখে বিহারীজীর ধরিলেন আনি।
ক্ষুধায় মুদিয়া দিলা যেমন নিতানি॥

নিয়মিত দুই দণ্ড ভোজন করয়ে।
তবে দ্বার খুলি গিয়া আচমনী দেন॥
ভোজন করিলেন পরে শ্রীহস্তপরশে।
পরিপূর্ণ হয় পুন সবাই দরশে॥
কিন্তু নিতি ভোজনের চিহ্ন কিছু থাকে।
আর কেহ নাহি বুঝে স্বামী মাত্র দেখে॥
সেদিন না দেখি তাহা মনে হৈল দ্বিধা।
বড়ই উদ্বিগ্ন চিত্তে জনমিল বাধা॥
করযোড় করিয়া বিহারীজীর আগে।
পুছেন শ্রীহরিদাস অতি অনুরাগে॥
কেনে আজি নাহি খাও কি বিঘ্ন হইল।
বিহারী কহেন মোর ক্ষুধা না জন্মিল॥
জগন্নাথী মাধোদাস যমুনার তীরে।
খাওয়াইলা চনাভাজা অপূর্ব্ব আমারে॥
তাহাতে ভরিল পেট ক্ষুধা নাহি লেশ।
উদরস্পন্দন তাতে হইল বিশেষ॥
এত শুনি স্বামী তবে মুচকী হাসিলা।
বাহিরে আইলা আর কিছু না কহিলা॥
হরিষ বিষাদ মনে দুই উপজল।
চনা খাইল বলি তাহে বিষাদ জন্মিল॥
হর্ষ হৈল দেখিতে কেমন ভক্ত সেই।
না খাওয়াইয়া তৃপ্ত জন্মাইল যেই॥
অন্তরে আনন্দ বাহেতে ক্রোধের ন্যায়।
চেলাগণে স্বামী তবে ডাকিয়া কহয়॥
ধীরসমীরে মাধবদাস যে কে বটে।
ধেয়ান করয়ে বসি যমুনার তটে॥
শীঘ্র আনহ তারে বিহারী কহিল।
চনা খাওয়াইয়া তেঁহ পেট ফুলাইল॥
এত শুনি চেলাগণ ধাইয়া চলয়।
সাধুরে যাইয়া সবে ঘেরিয়া পুছয়॥
জগন্নাথী মাধোদাস কার নাম হয়।
তেঁহ কহে মাধোদাস মুই হয় হয়॥
চেলাগণ কহে তবে এখনি উঠহ।
আজ্ঞা শ্রীবিহারীজীর শীঘ্র চলহ॥
এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দিত-হিয়া।
পুলক হইল অঙ্গ চলিল ধাইয়া॥
নিধুবনে গিয়া হেরি মধুর মূরতি।
প্রেমানন্দসাগরে ভাসয়ে মহামতি॥
হরিদাস-স্বামী বহু সম্মান করিয়া।
বসাইলা সম্মুখেতে আনন্দিত হিয়া॥
অনিমিখে আপাদমস্তক নিরখয়।
এই যে মহানুভাব ইহাঁর হৃদয়॥
কৃষ্ণ নিরন্তর বাস করয়ে নিতান্ত।
কৃষ্ণ বশীভূত হন ইহাঁর একান্ত॥
এতেক ভাবিয়া সাধু মুচকি হাসিয়া।
কহেন শ্রীমাধোদাসে শ্লেষ করিয়া॥
চনা খাওয়াইয়া তুমি পেট ফুলাইলে।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কিছু খাইতে না দিলে॥
পীড়া জন্মাইলা দেহে উদ্গার উঠিছে।
অই দেখ মিষ্টান্নাদি পড়িয়া রহিছে॥
সেই চনা-ভাজাতে বা না জানি কতেক।
আস্বাদ আছিলা যাতে বিপরীত এতেক
তোমার গুণেতে চনা অমৃত হইল।
এতেক মিষ্টান্ন দ্রব্য যেহেতু তেজিল॥
শুনিতে শুনিতে তবে শ্রীমাধোদাসে।
ফ্যাল ফ্যাল করি চাহে অদ্ভুত রসে॥
একবার নিরখয়ে শ্রীবিহারিজীর পানে।
আরবার নিরখয়ে স্বামিজী-বদনে॥
চনা-ভোগ দিল প্রাতে স্মরণ হইল।
সেই অনুসারে সাধু চিন্তিতে লাগিল॥
বুঝিলা যে সেই চনা খাইয়া বিহারী।
প্রকাশ করিয়া কহে হৈল পেট ভারী॥
শুনিয়া কাহিনী সাধু মূর্চ্ছাগত হৈল।
আপনারে ধিক্কার যে করিতে লাগিল॥
ধিক্ ধিক্ মোরে চেন কমলবদনে।
চনা খাওয়াইনু কিছু দয়া নৈল মনে॥
খীর-সর-ননী যেই মুখে না রোচয়।
সে বদনে চনা খাওয়াইতে কি জুয়ায়॥
দরদর ধরা বহি পড়ে দুনয়নে।
হরিদাস-ঠাকুর প্রশংসেন মনে মনে॥
এই যে মহান্ত ইহো বড় অধিকারী।
ইহাঁর সমান নাহি দেখি জগ ভরি॥
পুলক হইয়া স্বামী আলিঙ্গন করি।
দোঁহে প্রেমানন্দে কান্দে দোঁহে কণ্ঠ ধরি॥
তবে স্বামী তাঁরে রাখি দিন দুই তিন।
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করে রাত্রিদিন॥
শ্রীমান্ মাধবদাস তথা হৈতে গিয়া।
শ্রীমন্-ভাণ্ডীর বট দর্শন করিয়া॥
ভাণ্ডীরবনেতে এক উচ্চ টিলা হয়।
তাহার উপরে ... আছয়॥

তথায় আছয়ে এক ব্রহ্মচারী-বেশে।
নিকৃষ্ট স্বভাব নাহি জানে ভক্তিলেশে ॥
তণ্ডুল গোধূম ঘৃত গুড় চিনি আদি।
ঘর ভরা আছয়ে যেমন রাখে মুদি ॥
অতিথি বৈষ্ণবে এক রতি নাহি দেয়।
চাহিলে মারিতে ধায় আপনি না খায় ॥
দড়ীর শিকলি সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া।
উপর হইতে উঠায় পুন টানিয়া ॥
সেই টিলাতলে সাধু রহিলা পড়িয়া।
কৃষ্ণনামপ্রেমরসে পুলকিত হিয়া ॥
উপর হইতে সেই ব্যক্তি ফুকারয়।
কে রে বেটা উঠিয়া যা না রহ এথায় ॥
পুনঃপুন গালি যদি পাড়িতে লাগিলা।
সর্ব্বজ্ঞ মাধব তার স্বভাব বুঝিলা ॥
সাধুর স্বভাব হয় দয়ার সাগর।
প্রতিজ্ঞা একান্ত যার পর-উপকার ॥
মনেতে চিন্তিলা এই মূঢ় অভাজন।
ইহার মঙ্গল কিছু করিব সৃজন।
এত ভাবি হঠাৎকার চড়িলা উপরে ॥
দেখে নানাসামগ্রী আছয়ে থরে থরে।
তারে প্রীতবাক্যে সাধু বুঝাইতে চাহে।
নাহি শুনে তাহ গালি পাড়ি যাইতে কহে ॥
দেখিলেন সাধু পাত্র নহে বুঝাবার।
বিচারিলা আর কিছু উপায় তাহার ॥
টিলা হৈতে নামিয়া চলিল মহাশয়।
যতেক সামগ্রী তার ঘরেতে আছয় ॥
কীড়াময় হইল সব ব্যাপে ঘরদ্বার।
হেরিয়া কান্দয়ে সেই করিয়া ফুৎকার ॥
ধাইয়া যাইয়া পড়ে সাধুর চরণে।
মহাশয় মোর সর্ব্বনাশ কৈলে কেনে ॥
খাইতে আমার ঘরে কিছুই না পাইলে।
বুঝি সেই কোপে সব কীড়া পাড়াইলে ॥
আইল ফিরিয়া পুন ভাল করগিয়ে।
অর্দ্ধেক তোমারে দিব কহিনু নিশ্চয়ে ॥
মহাশয় শুনি তাহা মুচকি হাসয়।
বিনয় করিয়া পুন তাহাকে কহয় ॥
ভাল হবে তবে যদি শুন মোর কথা।
সেঁহ কহে অবশ্য যে নাহিক অন্যথা ॥
সাধু কহে তুমি নিজে হও একমাত্র।
নাহি তব পিতা মাতা নাহি কন্যা-পুত্র ॥
সঞ্চয় করহ তুমি কাহার লাগিয়া।
অতিথি বৈষ্ণবে কেনে না দেও বাটিয়া ॥
বৃথা কেন কালক্ষেপ বসিয়া করহ।
শ্রীকৃষ্ণের চরণ কেনে নাহিক ভজহ ॥
সাংখ্য আধ্যাত্মিক যোগ-আদি শুনাইলা।
শ্রীকৃষ্ণভজনতত্ত্ব পশ্চাতে কহিলা ॥
প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইয়া ভক্তিতত্ত্ব।
পশ্চাতে কহিলা যাতে পরম মহত্ত্ব ॥
যদ্যপি বৈরাগ্য ভক্তি-অঙ্গ নাহি হয়।
তথাপিহ ঈষৎ উপযোগিতা সহ য় ॥
যে হেতুক প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইলা।
পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে পশিলা ॥
শুনিতে শুনিতে তার মন ফিরি গেল।
সাধুসঙ্গ-কল্পবৃক্ষ তৎক্ষণে ফলিল ॥
সেইক্ষণে জন্মিল শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগ।
তদগতমানস হৈল সব করি ত্যাগ ॥
মহাজন যে কহিল ইহার প্রমাণ।
তাহা কহি শুন ইথে কর অবধান ॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
তবে শ্রীমাধবদাস শ্রীবৃন্দাবন।
পুন চলে নীলাচলচন্দ্রের চরণ ॥
কতোক দূরেতে তার আছে এক শিষ্য।
কৃষ্ণপরায়ণ সেই পরমরহস্য ॥
সেই গ্রামে গিয়া পরম্পরা লোকদ্বারে।
শুনিয়া তাহার যশ আনন্দ অন্তরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবানন্দে কাল যায়।
রাত্রে সব বৈষ্ণব গিয়া তথাই মিলয় ॥
হরিসঙ্কীর্ত্তন নৃত্য গীত গ্রন্থপাঠে।
প্রতিদিন এইমত করি নিশি কাটে ॥
এতেক শুনিয়া সাধু তাহা দেখিবারে।
উৎসাহ হইল কিন্তু মনেতে বিচারে ॥
প্রকাশ রূপেতে গেলে আমারে লইয়া।
উৎসব করিবে নানা সে সব ছাড়িয়া ॥
অতএব মুই কোন ছদ্মভাব করি।
যাইয়া তাহার গৃহে সে আনন্দ হেরি ॥
এতেক চিন্তিয়া সাধু গেলা সন্ধ্যা অন্তে।
যে সময় সঙ্কীর্ত্তন করে সব সন্তে ॥
কিছুদূরে আঙ্গিনাতে বসি মহাশয়।
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরঙ্গ আনন্দে শুনয় ॥

সে সব সুরঙ্গ দেখি লোভ জনমিল।
প্রতিদিন শুনিবার উপায় সৃজিল॥
সঙ্কীর্ত্তন বিরামেতে বিশ্রামের কালে।
নিজ সেই শিষ্য-স্থানে গিয়া কিছু বলে॥
কাঙ্গাল হই যে মুই কেহ মোর নাই।
পেটের নিমিত্ত মাত্র ফিরিয়া বেড়াই॥
আপনে যদ্যপি রাখ তবে থাকি হেথা।
কিছুই না চাহি মাত্র চাহি পেটভাতা॥
গরুর সেবায় মোরে নিযুক্ত করহ।
অনুগ্রহ করি মোরে যদ্যপি রাখহ॥
তেঁহ বলে ভাল ভাল তবেত থাকহ।
কেবল যে পেটভাতে যদ্যপিহ রহ॥
তবে তারে গো-সেবায় অন্য যে মহলে।
নিযুক্ত করিয়া তবে রাখে কুতূহলে॥
মহা-অনুভব সিদ্ধ শ্রীমাধবদাস।
ছদ্মরূপে শিষ্যগৃহে করি অপ্রকাশ॥
রহিলেন ভক্তিরঙ্গ দেখিবার আশে।
যাহা শুনি সাধুগণের হৃদয় উল্লসে॥
হা হা কিবা আর্ত্তি তাঁর বলি হারি যাই।
না জানিয়া কৃষ্ণরস কেমনি বা সেই॥
তাঁহার যে শিষ্য সেই কেমনি বা হয়।
যাহার সদ্গুণেতে মজিলা মহাশয়॥
মো-সভার সে গুণের বিন্দু না স্পর্শিল।
ধিৎকার এ দেহে কেন বিধি সিরজিল॥
হায় হায় ধিক্ ধিক্ ছিছি থুথু থুথু।
আমা-হেন মহাপাতকীর মুখে গু॥
বরঞ্চ যে পশুজন্ম আমা হৈতে ভাল।
কে মোর পাষাণ দিয়া হিয়া নিরমিল॥
পশু যে অজ্ঞান কিন্তু অপরাধহীন।
কৃষ্ণনাম শুনি বস্তুশক্ত্যে হয় ত্রাণ॥
অপর কী জানিয়া যে মো-হেন পশুরে।
প্রেমদান দূরে রহু সংসার না তরে॥
কিছু না বুঝিনু ভক্তি মর্ম্ম না জানিনু।
হেন যে সুধার সিন্ধু কণা না স্পর্শিনু॥
কেমন কঠিন করি কেমন বিধাতা।
নিরমিল এই দেহ সৃষ্টির অন্যথা॥
ইহার উপায় নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
এক দয়াময় মাত্র শ্রীচৈতন্য বিনে॥
তাঁহার অভয়পদ করিলাম সার।
তেঁহ বিনে নাহি দেখি এ দুঃখের পার॥
তেঁহ কি করিবে দয়া হেরি মুই ছার।
যে করুণ তাঁহার চরণে দিনু ভার॥
ভরসা করিনু তাঁর যে করে বিচার।
হইবে কপালে তবে যে থাকে আমার॥
তবে শ্রীমাধব দাস গো-সেবার ছলে।
একমাস রহি সেই কৌতুক নেহালে॥
আর এক শিষ্য তথা আইল মাধবের।
দুই পরমার্গ ভাই মিলে বের বের॥
দুই তিন দিন সাধু রহি তাঁর ঘরে।
একদিন গেলা সাধু গোহাল-দুয়ারে॥
দেখে গিয়া এক ব্যক্তি মুদিত নয়ান।
দর দর ধারা চক্ষে করয়ে ধেয়ান॥
কৃশাঙ্গ মলিন যেন কাঙ্গালের প্রায়।
অন্ধকার গোহালেতে বসিয়া ধেয়ায়॥
বিস্ময় হইয়া তথা পুছে কোন লোকে।
সে কহয়ে হেথায় রাখাল মিনসা থাকে॥
মনে ভাবে রাখালের হেন কি চরিত্র।
বাহ্য নাহি প্রেম-জলে পুরিত দুনেত্র॥
ঘনাইয়া ধীরে ধীরে নিকট যাইয়া।
মুখে নাহি সরে বাণী আকৃতি দেখিয়া॥
নিজগুরু শ্রীমাধবদাসের আকৃতি।
যেমন আকৃতি দেখে তেমন প্রকৃতি॥
অথচ রাখাল হেথা আছে গো সেবায়।
বড়ই হইল ভ্রম স্থির নাহি হয়॥
তটস্থ হইয়া গিয়া কহয়ে ভায়েরে।
হের আইস দেখ দেখি কে গোহালি-ঘরে॥
তেঁহ কহে কহ কেটা দেখিলে কাহারে।
বড় যে চঞ্চল তুমি কি হেতু কহ মোরে॥
তেঁহ কহে ভাল তাহা কহিব পশ্চাতে।
আগে নিরখহ আসি গোহালি ঘরেতে॥
চমকিত হইয়া ধাইয়া তথা গেলা।
দেখিয়া তাঁহারে গিয়া কাষ্ঠবৎ হৈলা॥
মুখে নাহি সরে বাণী মনে ধকধকি।
গুরু যে আমার এ কি চমৎকার দেখি॥
গোলমাল দেখি সব লোক জমা হৈল।
পরস্পর কি কি বলি ফুকার পড়িল॥
তবে সাধু নিজগুরু শ্রীমাধব দাস।
জানিয়া কহয়ে হা হা এ কি সর্ব্বনাশ॥
হেন ছদ্মরূপে কেনে করিলে এ কর্ম্ম।
ইহার কারণ কিছু নাহি জানি মর্ম্ম॥

এত কহি মহাশয়ের চরণ ধরিয়া।
ধাবিতেই বাহ্য হইল চাহে চমকিয়া॥
দেখে শিষ্যগণ কাছে বহু জনরব।
লজ্জিত হইয়া সাধু মুখে নাহি রব॥
শিষ্য চরণেতে পড়ি অষ্টাঙ্গ হইয়া।
কান্দে উচ্চনাদ করি ভূমে গড়ি দিয়া॥
কেনে প্রভু এত বিড়ম্বন কৈলে মোরে।
হেন কর্ম্ম কেনে কৈল কি তব অন্তরে॥
যদি ভৃত্য অপরাধী হয় শ্রীচরণে।
দণ্ড করি তবে কেনে না কৈলে শোধনে
অপরাধ ক্ষেম প্রভু কৃপাদৃষ্টে হের।
ঘরে আইস তব শ্রীচরণ ধৌত কর॥
তবে উঠি মহাশয় হৃদয়েতে ধরি।
অঙ্গে হস্ত বুলায় নয়নে বহে বারি॥
তব অপরাধ নাহি না করিহ খেদ।
ইহার কারণে শুন কহি তবে ভেদ॥
তুমি মোর অতিপ্রিয় গুণের সাগর।
ভুবনে নাহিক দেখি সমান তোমার॥
তোমার যে ভক্তিরস রঙ্গ দেখিবারে।
ছাপাইয়া আসিয়া রহিনু তব ঘরে॥
আমারে দেখিলে তুমি কুণ্ঠিত হইবে।
রসভঙ্গ হবে হেতু রহি ছন্নভাবে॥
তবে সাধু ঘরে লৈয়া শুশ্রূষা করিয়া।
প্রেমানন্দে মগ্ন হৈল নিজ পাসরিয়া॥
মহামহোৎসব কৈল মঙ্গলাচরণ।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কথন॥
কতক দিবস সাধু থাকিয়া তথায়।
চলিলেন জগন্নাথ ধরিয়া হৃদয়॥
কথক দূরেতে আর এক শিষ্য হয়।
বণিক্ সে জাত্যংশে বাণিজ্যব্যবসায়॥
বণিক্ শ্রীপুরুষোত্তম যবে গিয়াছিল।
মোর গৃহে যাবে বলি প্রার্থনা করিল॥
তাহে অঙ্গীকার কৈল সেই অনুসারে।
বণিকের গৃহে গেলা কৃপা করি তারে॥
গৃহে গিয়া দেখেন বণিক্ নাহি ঘরে।
তাঁর স্ত্রী সম্মান করিলা সাধুবরে॥
পদ ধোয়াইয়া দিলা বসিতে আসন।
ব্যস্তসমস্ত হৈল ভোজন কারণ॥
এক বিপ্র অন্তরঙ্গ কোঠরি উপরে।
পাকের উদ্যোগে আছে আপনার তরে॥
স্ত্রী গিয়া বিনয় করিয়া বিপ্রে কহে।
অতিথি বৈষ্ণব এক আইলা মোর গৃহে॥
একমুষ্টি তণ্ডুল দিই তোমার হাণ্ডিতে।
দু'জনার হবে তাঁরে না হবে রান্ধিতে॥
এতেক কহিতে বিপ্র রাগত হইয়া।
কহেন তোমার হেন কে আছে রহুয়া॥
আমি ত নারিব তুমি তাঁহারে রান্ধাও।
নহে চাহ এ সব সামগ্রী নিয়া যাও॥
তাহা শুনি স্ত্রী ভয়ে নামিয়া আইল।
সে সব বৃত্তান্ত সাধু শুনিতে পাইল॥
মাধবের শিষ্য হন সেই যে ব্রাহ্মণ।
গুরু আসিয়াছেন বলি না জানে তখন॥
বণিকের স্ত্রী তবে দুগ্ধাদি আনিয়া।
সাধুরে ভোজন করাইল আউটিয়া॥
সাধু দুগ্ধ পান করি উঠিয়া চলিল।
ধাইতে বণিক্ সহ পথে দেখা হৈল॥
বণিক্ চরণে ধরি পুনশ্চ আনিলা।
বড় ভক্তিভাব করি গৃহে বসাইলা॥
তখন যে সেই বিপ্র নামিয়া আসিয়া।
দণ্ডবৎ কৈল নিজ অভীষ্ট জানিয়া॥
সাধু কহে তব মুখ মুই না দেখিব।
মোর আগে রহ যদি হেথা না রহিব॥
বণিকের স্ত্রী এক বৈষ্ণবের অর্থে।
এক মুষ্টি তণ্ডুল তোমার পাকপাত্রে॥
চাহিল দিবারে তুমি তাহা না পারিলে।
উপেক্ষা করিলে আর রাগত হইলে॥
আমি ইহা নাহি কহি স্বার্থে আপনার।
বৈষ্ণবের প্রতি তব এই ব্যবহার॥
বুঝিনু বৈষ্ণব তুমি বহির্মুখ হও।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে কভু অধিকারী নও॥
তবে বিপ্র কাকুবাদ করিতে লাগিলা।
কাতর দেখিয়া সাধু প্রসন্ন হইলা॥
শাসন করিয়া শিষ্যে শোধন করিলা।
দয়ার্দ্র হইলা কিছু কোপ না রহিলা॥
তবে শ্রীমাধবদাস তথা হৈতে গিয়া।
পূর্ব্বাশ্রমে গেলা মাতা দর্শন লাগিয়া॥
পরিক্রমা করি কৈল দণ্ডবৎ নতি।
মাতা অঙ্গে হস্ত দিয়া স্নেহ কৈলা অতি॥
মাতাও ভজনানন্দ ভাগবতোত্তম।
পূর্ব্বাশ্রমে আইলা বলি মানিলা বিষম॥

অনুরোধ করি পুত্রে ভৎর্সন করিলা।
এখানে আসিতে তব উচিত না ছিলা॥
স্ত্রী, পুত্র, গৃহ তব পূর্ব্বের আছয়।
হঠাৎ জন্মিবে মোহ কি তাহে বিস্ময়॥
অতএব শীঘ্র বাপু স্থানান্তর যাহ।
পুন একক্ষণ এই স্থানে নাহি রহ॥
মাতার যে উপদেশ প্রশংসা করিয়া।
দণ্ডবৎ করি মাত্র গেলেন চলিয়া॥
পুরুষোত্তম শ্রীমান্ জগন্নাথ স্থানে।
যাইয়া দর্শন করি ভাসে প্রেম-বানে॥
জগন্নাথ তাঁহে দেখি হৈলা আনন্দিত।
পূর্ব্ব যে সখ্যতাভাব হইল উদিত॥
শ্রীমান্‌মাধবদাসের গুণগান।
গাইয়া মাগয়ে কৃষ্ণদাস শ্রীচরণ॥

শ্রীসূরদাস।

শ্রীল-সুরদাস সাধু জগতে বিখ্যাত।
পরম-রসিক কৃষ্ণ-নিষ্ঠ দৃঢ়-ব্রত॥
তাহার কবিত্ব শুনি হেন কে আছয়।
অন্তর-পুলক-ভাবে শির না চালয়॥
মহা-অনুভব হয় বিরক্ত মহাপ্রেমী।
শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎ বাস বৃন্দাবনভূমি॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি যেহ উপেক্ষা করিল।
চারি মুক্তি আদি চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিল॥
শিষ্য অনুশিষ্য ক্রমে জগৎ তারিল।
যার নাম-ভেলা লোকে আশ্রয় করিল॥
শ্রীমান্ সুরদাস সাধু ত্রিজগৎশূর।
জগতের আরাধ্য মনুষ্য-সুরাসুর॥

শ্রীকেশবভট্ট।

শ্রীকেশবভট্ট শান্ত শিষ্ট কৃষ্ণভক্ত।
সিদ্ধ শকতিবান্ পরম-বিরক্ত॥
মোছলমান সদা চেষ্টা হিন্দুর ধরমে।
মথুরায় কৈল বাসা তীর্থ যে বিশ্রামে॥
যেই হিন্দু আনে যায় জোরাবরি করি।
মোছলমানগণ ভ্রষ্ট করে ধরি ধরি॥
শ্রীমান্ ভট্টজীউ দেখি বড়ই অনর্থ।
আপনি চলিয়া গেলা শ্রীবিশ্রাম তীর্থ॥
ভট্টজীর উপরে যতেক মোছলমান।
উদ্যুক্ত হইল সবে করিতে আক্রমণ॥
সেইকালে ভট্টজীউ হুঙ্কার করিল।
যতেক যবনগণ পঙ্গপ্রায় হৈল॥
অঙ্গেতে বিষের জ্বালা হইতে লাগিলা।
ছটফট্ করি সব মৃত্যুবৎ হৈলা॥
প্রধান যে পীর তেঁহ দেখি সভায় গতি।
ভট্টজীর চরণে পড়িয়া কৈল নতি॥
তবে মহাশয় তারে প্রসন্ন হইয়া।
সভাকারে সুস্থ কৈল কৃপাদৃষ্টি দিয়া॥
সেই হৈতে দৌরাত্ম্য না করে মোছলমান।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া লোক তীর্থে করে স্নান॥
কেশব ভট্টের গুণ কহা নাহি যায়।
কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র কহিল ইহায়॥

শ্রীহরিব্যাস নাম পরমমহান্ত।
যার গুণগান কহি নাহি হয় অন্ত॥
দেবী মহামায়া যাঁরে গৌরব করিয়া।
কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা কৈল যাঁর স্থানে গিয়া॥
গ্রামশুদ্ধ যত লোক দেবীর শাসনে।
বৈষ্ণব হইল দীক্ষা কৈল যাঁর স্থানে॥
তাঁহার বিশেষ কিছু কহিব বিস্তারি।
ইথে অবিশ্বাস নাহি কর হেলা করি॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বজ্ঞ নিস্পৃহ।
নাভাজী কহিল যাহা অতি সত্যবহ॥
চটথাবল নাম এক গ্রাম হয়।
ভ্রমিয়া শ্রীহরিব্যাস গেলেন তথায়॥
এক বাগিচায় দেবী-মণ্ডপ আছয়।
সেইখানে গিয়া সাধু বিশ্রাম করয়॥
হেনকালে গ্রামী কোন ইতর যে লোকে।
ছাগ বলিদান কৈল দেবীর সম্মুখে॥
দেখিয়া শ্রীহরিব্যাস চমকিত হৈলা।
জীব-হিংসা দেখি বড় কাতর হইলা॥
রুষ্ট হইয়া কিছু তবে দেবীরে কহয়।
এ যে কর্ম্ম তোমার উচিত কভু নয়॥

এ ত ইতরের কর্ম্ম নির্দ্দয় যে হয়।
জগন্মাতা বলি সবে তোমারে পূজয়॥
জগন্মাতা কেমতে হইতে চাহ তুমি।
বিষদৃষ্টি না করে যে সভাকার স্বামী॥
তোমারে দেখি যে কার অনুগ্রহ কর।
কার মাথা কাটিয়া রকত-পান কর॥
এতেক শুনিয়া দেবী লজ্জিত হইলা।
সাধু দুঃখ ভাবিয়া অন্যত্র উঠি গেলা॥
উপবাস করি সাধু রহিলা পড়িয়া।
দেবীর উচিত আজি করিব বলিয়া॥
দেবী জমিদারের কন্যার রূপ ধরি।
রন্ধনের সামগ্রী তণ্ডুল আদি করি॥
লইয়া গেলেন যথা সাধু আছে পড়ি।
রন্ধন করিয়া খাও কহে হাত জুড়ি॥
শরণ লইনু মোরে কর অনুগ্রহ।
কৃপা করি মোরে কৃষ্ণ-মন্ত্র-দীক্ষা দেহ॥
তাহার অমৃত বাক্য আর সুচরিতে।
পরিতোষ হৈল সাধু তুষ্ট হৈল চিতে॥
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া রসুই করিয়া।
ভোজন করিলা অন্ন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া॥
রাত্রে দেবী গ্রামে ভয়ঙ্কর রূপ ধরি।
গিয়া উপদ্রব করে হুহুঙ্কার করি॥
কাহারে ধরিয়া আছাড়য়ে ভূমিতল।
কাহারে চাপড় চড় কাহারে মারে কীল॥
কার ঘড় ভাঙ্গি পাড়ে কার হাড়িকুড়ি।
স্তুতি নতি কররে সবেই হাত যুড়ি॥
কে তুমি কি আজ্ঞা কর কহ তাহা করি।
ক্ষেম অপরাধ কেনে মার অবিচারি॥
তবে দেবী কহে যদি পারণে বাঁচিব।
মোর আজ্ঞা মত প্রাতে সবাই করিবে॥
সবে কহে যেই আজ্ঞা অবশ্য পালিব।
প্রাতঃকালে সেই আজ্ঞা আপনি করিব॥
তবে কহে মুই দেবী গ্রামের তোমার।
মুই তুষ্ট হব ভাল হবে সভাকার॥
বাগিচার অই যে বৈষ্ণব উত্তরিল।
মুই তার স্থানে কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা কৈল॥
তাঁর স্থানে গ্রামের সহিত সবে গিয়া।
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কর উৎসব করিয়া॥
সবেই বৈষ্ণব হও শ্রীকৃষ্ণ ভজহ।
মুই যাঁর দাসী মোর ইষ্টদেব সেঁহ॥

এইপ্রকারে ঈশ্বরতত্ত্ব সবকে কহিল।
অজ্ঞ বিজ্ঞ সভাকার শ্রদ্ধা উপজিল॥
আর কহে দেবী আজি হৈতে যেই জনে।
জীবহিংসা করিবেক আমার সদনে॥
তাহার উচিত ফল তৎক্ষণাৎ দিব।
পরিবার সহ তারে সবংশে মারিব॥
দেবীর আজ্ঞা সবে নিশ্চয় করিলা।
দেবী যথা সাধু বসি তথা চলি গেলা॥
যোড়হস্ত করি কিছু কহিতে লাগিলা।
মুই তব স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈলা॥
মোর অপরাধ কিছু না লইবে আর।
জীবহিংসা আর নাহি হবে গৃহে মোর॥
কল্য এই গ্রামশুদ্ধ বৈষ্ণব হইবে।
তোমার চরণ আসি আশ্রয় করিবে॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিব্যাস অনুভব কৈলা।
দেবীর বাক্যেতে অতি সন্তুষ্ট হইলা॥
দেবীর সম্মান করি তথা বসাইয়া।
কৃষ্ণকথারসে নিশি পোহায় জাগিয়া॥
প্রাতঃকালে গ্রামের বাল বৃদ্ধ বনিতে।
সাধুর নিকটে গেলা কৃষ্ণমন্ত্র লৈতে॥
দীক্ষা করি গ্রামশুদ্ধ হইল বৈষ্ণব।
হুলাহুলি পড়ি গেল মহাকলরব॥
তুলসীর মালা কণ্ঠে ললাট তিলক।
দেখিতে সুন্দর দেশ করিল আলোক॥
সাক্ষাৎ কি ভক্তিদেবী মূর্ত্তিমান্ হৈল।
অথবা বৈকুণ্ঠ আসি আবির্ভাব হৈল॥
মহামহোৎসব চটথাবল নগরে।
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা হৈল ঘরে ঘরে॥
ইথে যদি কেহ কর কুতর্ক বিশেষ।
দেবী বৈষ্ণবের স্থানে কৈল উপদেশ॥
ইথে কি বিস্ময় এ তো সুসম্ভব হয়।
কৃষ্ণভক্ত দেবত গণের পূজ্য হয়॥
কৃষ্ণভক্তসমান দেবতাগণ নহে।
ইহার সন্দেহ কিবা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥

যথা—

বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃ শক্রো ভবেদ্ যদি।
ন কেঽপি সমতাং যান্তি কৃষ্ণভক্তস্য নারদ॥

হে নারদ! নিখিল দেবগণের কথা কহিব কি, স্বয়ং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রও যদি পুনরায় প্রাদুর্ভূত হন, কৃষ্ণভক্তের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

সে বিচার দূরে রহ সাক্ষাৎ দেখহ।
কৃষ্ণের স্বরূপ হন বৈষ্ণব-বিগ্রহ॥
চৌষট্টি-ভজন-অঙ্গ-মধ্যে উক্ত সেবা।
পরমরহস্য আর ছাড়ি দেবী-দেবা॥
কৃষ্ণের সেবন হৈতে অধিক বৈষ্ণবে।
সাধুশাস্ত্রমতসিদ্ধ সেবন করিবে॥

তথা—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা॥

মদীয় ভক্তই অধিক পূজার যোগ্য।
অতএব বৈষ্ণব কৃষ্ণের মূর্ত্তি হয়।
নর সুর সর্ব্বারাধ্য ইথে কি বিস্ময়॥
ছোট বড় বৈষ্ণবের সেবা আরাধনে।
সর্ব্বফল পাই আর সংসার-মোচনে॥
সেহ ফল অল্প কৃষ্ণপ্রেমভক্তি মিলে।
এ ফল মিলয়ে কোন দেবতা পূজিলে॥
কৃষ্ণভক্তি দূরে থাকু সংসার না যায়।
ত্রিবর্গের ফল-সাধ্য দেবগণ হয়॥
দেবগণ মুক্ত নহে যে মুক্তি প্রার্থয়ে।
হরিভক্তি সেই মুক্তি বিষবৎ দেখয়ে॥
স্বভাবে জীবন্মুক্ত মুক্তি না চাহিয়ে।
শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ কহে দিলেও না লয়ে॥

শ্রীভাগবতে—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

সমান লোকে বাস, সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য লাভ করিলেও মদীয় ভক্ত জন মৎসেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন না।

অতএব দেবগণ হৈতে হরিভক্ত।
শ্রেষ্ঠতম পরাৎপর সার দেব-উক্ত॥
হরিভক্তগণে যেই সামান্য গণয়।
নিজ গলে ছুরি দিল কে রাখিবে তায়॥
হরিদাস-ঠাকুরের মায়া প্রণময়।
চৈতন্যচরিতামৃতে প্রসিদ্ধ আছয়॥
অতএব সংশয় ইহাতে কিছু নাই।
বৈষ্ণব পরমপূজ্য সভাকার ঠাঁই॥
শ্রীল-হরিদাস প্রভু পতিতপাবন।
তাঁনি কৃষ্ণদাস চাহে চরণে শরণ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ-আদি-গুণবর্ণনং উনবিংশ-মালা॥ ১৯॥

বিংশ মালা।

—*—

ত্রিপুরদাস আদি-ভক্তগুণবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ॥

শ্রীত্রিপুরদাস।

শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস নামেতে কায়স্থ।
একান্ত শ্রীনাথজীর পদে মন ন্যস্ত॥
মোগলের পাৎশা-সরকারে ধনবান্।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব-অর্থে সকলি লোটান॥
শীতকাল হৈলে গোবর্দ্ধনে নাথজীর।
জড়াও অনেক বস্ত্র দেন ভক্ত ধীর॥
সাল টু বনাত রেজাই নানামত।
প্রতিদিন নূতন পরান অভিমত॥
কতদিন পরে সেই ত্রিপুর কায়স্থ।
ধনশূন্য হইয়া হইল অসমর্থ॥
কিছুমাত্র নাহি অর্থ খাইতে না পান।
তথাচ জড়াও নাথজীর অঙ্গে দেন॥
পরে এক বৎসর যে শীতের সময়।
কিছুই সঙ্গতি নাই ভাবেন উপায়॥
গৃহে গিয়া নিজঘরে চৌদিক্ নেহারে।
কিছু না দেখিয়া সাধু ফাঁফর অন্তরে॥
পিতলের দোয়াতি একটীমাত্র ছিল।
তাহাই লইয়া হস্তে বাজারে চলিল॥
একটী যে মুদ্রা তাহা বেচিয়া পাইল।
তাহে একখানি মোটা বসন কিনিল॥
কিঞ্চিৎ কুসুমি রং করিয়া তাহাতে।
লইয়া চলিল সাধু কান্দিতে কান্দিতে॥
সুকুমার সুন্দর শ্রীনাথজী আমার।
কেমনে এমন বস্ত্র অঙ্গে দিব তার॥
লজ্জিত হইয়া বস্ত্রখানি নিয়া দিলা।
ঠাকুরের ভাণ্ডারী তা লইয়া রাখিলা॥

আর আর বড় বড় মনুষ্য অনেক।
জাড়াও আনিয়া দিছে সালাদি যতেক॥
তাহায় বেটন করি বান্ধিয়া রাখিল।
ভাল ভাল বস্ত্র নাথজীকে পরাইল।
সেবাইত যে গোসাঞি তাঁরে নাথজী কহিল।
মোর অঙ্গে শীতনিবারণ নাহি হৈল॥
তা শুনি গোসাঞি সাল পাগুরি যতেক।
পরাইল শ্রীঅঙ্গেতে যতেক কতেক॥
তথাচ না যায় শীত পুনরপি কহে।
শতবস্ত্র দিলে শীত নিবারণ নহে॥
ত্রিপুর দাসের বস্ত্র আনি দেহ কহে।
তাহা বিনে মোর শীত নিবারণ নহে॥
এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি চিন্তিয়া।
ভাণ্ডার-গোমস্তা স্থানে গেলেন ধাইয়া॥
যাইয়া কহেন এ বৎসর ঠাকুরের।
জাড়াও না পঁহুছে কি ত্রিপুরদাসের॥
ত্রিপুরদাসের বস্ত্র বিনে নাথজীর।
শীত নিবারণ নহে হইলা অস্থির॥
গোমস্তা শুনিয়া ভাণ্ডারীরে জিজ্ঞাসিলা।
ভাণ্ডারী কহেন এক মোটা বস্ত্র দিলা॥
লজ্জায় তোমার স্থানে নাহি লেখাইল।
আমি তাহা অন্ত বস্ত্রে বেটন করিল॥
শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস প্রিয়ভক্ত হয়।
মহামহিমা যে তার সবাই জানয়॥
দন্তে জিহ্বা কাটি তবে গোমস্তা কহয়।
হা হা কি করিয়াছ কর্ম্ম অনোচিত হয়॥
শীঘ্র লইয়া আইস তাহাতেই কাম।
সেই সে সকল-সার সেই অনুপাম॥
মোটা যে বসন সেই জগতে উৎকৃষ্ট।
সাল পাগুরি হৈতে সেই অতিশ্রেষ্ঠ।
শ্রদ্ধায় বিনাট সিজে দিয়া ভক্তিধাগা।
প্রেমরসে কষায়িত অনুরাগে রাঙ্গা॥
নয়নজলেতে ধোয়া উৎকণ্ঠা-আতপে।
শুষ্ক হইল যার কিরণের তাপে॥
এক সেই বস্ত্র আর গোপীস্তনদ্বয়ে।
তাহা বিনে শীতনিবারণ নাহি হয়ে॥
তবে সেই বস্ত্রখানি আনিয়া ঝাড়িয়া।
নাথজীর শ্রীঅঙ্গে দিলেন উড়াইয়া॥
তখন যতেক শীত নিবারণ হৈল।
মহামহোৎসব আলোচনা কৈল॥

সেই যে ত্রিপুরদাসের অনুদাস।
জন্মে জন্মে হৈতে কৃষ্ণদাস করে আশ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস মহানুভব।

শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস সাধু মহা-অনুভব।
প্রেমানন্দে সদা মগ্ন উদার স্বভাব॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যরসে সদাই মগন।
কৃষ্ণগুণগান বিনে নাহিক কথন॥
নৃত্য-গান-রসে কৃষ্ণ বশীভূত হৈল।
ভক্তবাৎসল্য হরি আপনা সঁপিল॥
একদিন দেখে সাধু দিল্লীর বাজারে।
অপূর্ব্ব জিলাপি করি রাখে থরে থরে॥
দেখিয়া উৎসাহ হৈল এ হেন সামগ্রী।
বৃথা অন্তে খাবে এ ত নাথজীর যোগ্য॥
এতেক চিন্তিয়া কারে কিছু না কহিয়া।
দোকানে যাইয়া মনে মনে ভোগ দিলা॥
থালীর সহিতে সেই জিলাপির রাশি।
তৎক্ষণাত গোবর্দ্ধনে পঁহুছিল আসি॥
নাথজী খাইয়া তাহা অতিতৃপ্তি হৈল।
হেথা দোকানদার কহে জিলাপি কি হৈল
চমকিত হইয়া ভাবয়ে সবে মেলি।
নাথজী খাইল বলি সাধু কুতূহলী॥
দোকানদারেরে কহে চিন্তা না করিহ।
নাথজীর স্থানে থালী জিলাপির সহ॥
গোবর্দ্ধনে গেল তথা ঠাকুর খাইল।
থালী শূন্য আন গিয়া বিশেষ কহিল॥
এতেক শুনিয়া তবে হালোয়াইগণ।
উৎসাহ করিল অতি আনন্দিত মন॥
দিল্লী আর গোবর্দ্ধনে পাঁচদিনের পথ।
হালুই আইল তথা চড়ি মনোরথ॥
নানান সামগ্রী অতি উত্তম উত্তম।
করিয়া লইয়া আইল করি বাস্তোত্তম॥
নাথজীর ভোগ দিয়া নিজ থালী লৈয়া।
চলিয়া গেলেন সবে আনন্দিত হিয়া॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
শ্রীকৃষ্ণে ভকতি মাগে কৃষ্ণদাস ছার॥

শ্রীবিঠ্ঠলদাস।

মথুরানিবাসী শ্রীবিঠ্ঠলদাস নাম।
বালা রাজার পুরোহিত ভক্ত অভিরাম॥
কৃষ্ণেতে আটকি চিত্ত সর্ব্বারম্ভত্যাগী।
সদাই বিরলে থাকে প্রেমরসরাগী॥
রাজা তাহা শুনি নিজ-পুরোহিত-রীত।
দেখিতে করিলা বাঞ্ছা ভিজি গেল চিত॥
একদিন একাদশী-জাগরণ রাত্রে।
ডাকিয়া আনিলা সেই প্রেমী মহাপাত্রে॥
দোমহলা ছাতের উপরে রাজা বৈসে।
অনেক বৈষ্ণব তথা জাগরণে আইসে॥
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী কীর্ত্তন নর্ত্তন।
করিতে লাগিলা মেলি বৈষ্ণবের গণ॥
শ্রীমান্ বিঠ্ঠলদাস শুনিতে শুনিতে।
প্রেমানন্দে অচেতন নাহিক সংবিতে॥
কতক রাত্রের পরে উঠি বাহ্যহীন।
নাচিতে লাগিল মাত্র প্রেমের অধীন॥
কোথায় পড়য়ে পদ কাহার উপরে।
স্মৃতিমাত্র নাহি ভাসে আনন্দ সাগরে॥
হুঙ্কার উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে।
ছাতের উপর হৈতে পড়িলা ভূমিতে *॥
কৃষ্ণের করুণা কিছুমাত্র না লাগিল।
রাজা-আদি হাহাকার করিয়া উঠিল॥
শীঘ্র আসি নামি সবে ধরিয়া দেখয়।
কিঞ্চিৎ বেদনা দেহে নাহিক লাগয়॥
যতন করিয়া রাজা গৃহে পাঠাইল।
নিত্যানি খরচ যে বন্ধান করি দিল॥
সাধু গৃহ ছাড়ি ঘাটঘরাতে রহিলা।
মাতার আগ্রহে শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা॥
গোবিন্দ-আজ্ঞাতে পুন গৃহেতে যাইয়া।
দিবস যাপন করে বৈষ্ণব সেবিয়া॥
কতক দিবসে এক পুত্র জনমিল।
রঙ্গিরায় বলি নামকরণ করিল॥
অষ্টাদশ বর্ষ যবে বয়স হইল।
পিতার সমান কৃষ্ণে ভক্তি উপজিল॥
দৈবাধীন মৃত্তিকাভিতরে কিছু ধন।
আর এক শ্রীবিগ্রহ অতিসুগঠন॥
পাইয়া আনন্দে সেবা করিলা প্রকাশ।
পিতা তাহা দেখি অতি হইল উল্লাস॥
পিতা পুত্রে সেবা নৃত্য-গীত প্রেমে করি।
আনন্দে কাটায় কাল দিবস শর্ব্বরী॥
রাজার তনয়া রঙ্গিরায়ের চরিত।
দেখিয়া অন্তরে বড় হৈল শ্রদ্ধান্বিত॥
কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা তাঁর স্থানেতে করিল।
তাহাতে পরম প্রেমভকতি জন্মিল॥
বিঠ্ঠলের ঘরে এক নটিনী আইল।
ঠাকুরের গৃহে গান আরম্ভ করিল॥
রাসলীলা গান করে মধুর স্বরেতে।
বিঠ্ঠল শুনিয়া প্রেমে নারে সংবরিতে॥
ঘরে যত অলঙ্কার অর্থ বস্ত্র ছিল।
সকল আনিয়া নটিনীর আগে দিল॥
শেষে আর কোথাতে কিছু যদি না পাইল।
রঙ্গিরায়-পুত্রের হাত ধরি সমর্পিল॥
নটিনী তাঁহার হাত ধরি বসাইল।
গান-অন্তে হস্ত ধরি লইয়া চলিল॥
তখন বিঠ্ঠলদাস কহে নটিনীরে।
বহু অর্থ দেই লহ পুত্র দেহ মোরে॥
রঙ্গিরায় কহে পিতা অনোচিত হয়।
কৃষ্ণের সম্বন্ধে দান করেছ আমায়॥
এখন উচিত নহে পুন লইবারে।
বিঠ্ঠল শুনিয়া লজ্জা পাইল অন্তরে॥
নটী রঙ্গিরায়ে লৈয়া পুত্রভাব করি।
লইয়া চলয়ে তবে আপন নগরী॥
হেনকালে রাজকন্যা বৃত্তান্ত শুনিয়া।
তৎক্ষণাৎ গুরুগৃহে আইল ধাইয়া॥
কহে নটিনী-আগে বিনয় করিয়া।
গুরু মোর ভিক্ষা দেহ করুণা করিয়া॥
নটী কহে তবে দিব ইহার সমান।
স্বর্ণ যদি দেও তুলে করিয়া প্রমাণ॥
রাজকন্যা কহে ধিক্ স্বর্ণ কিবা কহ।
সরবস অর্থ গৃহ প্রাণ চাহ লহ॥
রাজার কন্যার ভাব-ভকতি দেখিয়া।
পুলক হইয়া নটী কহয়ে বুঝিয়া॥
কিছু নাহি চাহি মুই গুরু তব লহ।
সুখে থাক মোর বাছা ঘরে চলি যাহ॥
তথাচ যে রাজকন্যা নিজ অঙ্গ হৈতে।
সর্ব্ব অলঙ্কার খুলি দিল সুচরিতে॥

---

* পাঠান্তর।

শুরুকে লইয়া নিজগৃহে চলি গেল।
পিতার স্থানেতে দিতে বিশ্বাস নহিল॥
পুন কোন দিন কারে দিবে প্রেমাবেশে।
প্রাণধন প্রভু মম হারাইব শেষে॥
অপূর্ব্ব মন্দিরে রাখি সেবা আরম্ভিল।
অলৌকিক কেহ কভু কেন না দেখিল॥
পূজা গন্ধ মাল্য অলঙ্কার বস্ত্র দান।
ত্রিসন্ধ্যা আরতি পাদসেবন স্তবন॥
বিবিধ সেবন করি দিবস যাপন।
ইথে কি বিচিত্র পাইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
শুরুরূপ-কৃষ্ণ ভজনের যে মহত্ত্ব
বেদ-বিধি কহিতে না পারে তার তত্ত্ব॥
শুরুর চরণ ভজি কৃষ্ণচন্দ্র পাই।
শুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজিলে পাই নাই॥
অতএব রাজকন্যা ধন্য ধন্য হয়।
কৃষ্ণভজনের তত্ত্ব সেই সে জানয়॥
শ্রীমান্ বিঠ্ঠলদাস আর রজিরায়।
আর রাজকন্যা শুভমতি মহাশয়॥
সভাকার শ্রীচরণে করিয়া বিনতি।
কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণ-চরণে ভকতি॥

শ্রীনারায়ণ-ভট্ট।

শ্রীমান্‌নারায়ণ-ভট্ট বড় অধিকারী।
যাঁহার আশ্রয় শ্রীল-বলদেব হরি॥
শ্রীমান্ বৃন্দাবনে উঁচাগ্রামে হয় বাস।
দাউজীর সেবারসে বড়ই উল্লাস॥
নিরীহ নিশ্চেষ্ট মহাবিরক্ত উদার।
সর্ব্বগুণাকর সদাচার-ব্যবহার॥
পর্ব্বত উপরে স্থিতি নিতি শত শত।
বৈষ্ণবসেবনে হয় লেখা নাহি কত॥
নানান সামগ্রী পরিপূর্ণ যে ভাণ্ডারে।
কোথা হৈতে আইসে কেহ কহিতে না পারে॥
অপ্রকটসময় হইল যবে আসি।
এক ধনী অজ্ঞ কহে নিকটেতে বসি॥
শেষকাল হৈল এবে প্রয়াগ চলহ।
তীর্থরাজ ত্রিবেণীর আশ্রয় করহ॥
এতেক শুনিয়া সাধু দুঃখ পাইল মনে।
ব্রজ ছাড়ি আশ্রয় করিতে কহে আনে॥

শ্রীবৃন্দাবনধামের যে মহিমা না জানে।
নাহি জানাইলে নাহি জানে অজ্ঞজনে॥
আমি ত শ্রীব্রজধামের অনুচর হই
অজ্ঞ যে লোকের কিছু হিত করি মুই॥
এতেক ভাবিয়া শ্রীপ্রয়াগ তীর্থরাজে।
স্মরণ করিল সেই অজ্ঞের সমাজে॥
স্মরণ করিবামাত্র প্রকট হইল।
মহাকোলাহল করি তরঙ্গ চলিল॥
শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন ধারা।
তিন বর্ণে সুন্দর বহয়ে বেণী পারা॥
সর্ব্বতীর্থ মথুরামণ্ডলে করে বাস।
হরিভক্ত অনুরোধে হইল প্রকাশ॥
পর্ব্বত উপর হৈতে দেখি অজ্ঞগণ।
পুছয়ে সাধুরে তবে করিয়া যতন॥
এ কি আচম্বিতে দেখি নদীর প্রবাহ।
তিন বর্ণ অপূর্ব্ব যে শোভা এ কি কহ॥
ভট্টজী কহেন শুন এই ব্রজধাম।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহ হন সর্ব্ব-অভিরাম॥
যতেক তীর্থের তীর্থ সভার উপাস্য।
সর্ব্বতীর্থ শ্রীল-মথুরার করে দাস্য॥
তুমি কহ বৃন্দাবন ছাড়িয়া প্রয়াগ।
যাইতে আমারে ইহা বড়ই বিরাগ॥
এতেক শুনিয়া সেই ধনী মহাজন।
অপরাধ মানি তাঁর ধরিল চরণ॥
আমি অজ্ঞ মূঢ় মূর্খ ইহা জানি নাই।
এবে বুঝিলাম শিখিলাম তব ঠাঁই॥
অপরাধ ক্ষেম মোর লইনু শরণ।
প্রসন্ন হইয়া সাধু কৈল আশ্বাসন॥
অদ্যাপিহ উঁচাগ্রামে পর্ব্বতের তলে।
নির খাল আছয়ে প্রয়াগ লোকে বলে॥
হরিভক্তজনের অনুরোধ কে না করে।
হরি নিজভক্তপদরজ বাঞ্ছা করে॥
ইহার অধিক আর কি আছে মহিমা।
শ্রীমন্-ভাগবতে কহে মহিমার সীমা॥
শ্রীল-নারায়ণ-ভট্ট-মহান্ত চরণ।
কৃপা-আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণদাস অজ্ঞজন॥

পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন।

(মূল হিন্দী।)

শ্রীব্রজবল্লভ বল্লভ সুদুর্লভ সুখ নৈনা নদিয়ে।
কলিভবসংসারের তারণকারণ।
তরণী সৃজিলা বিধি রূপ-সনাতন॥
সর্ব্ববেদশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিলা।
অমৃত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি উদ্ধারিলা॥
মীমাংসক মায়াবাদী অসুর বঞ্চিয়া।
কৃষ্ণভক্ত দেবে দিলা অমৃত বাঁটিয়া॥
শ্রীল-রূপ-সনাতন-কৃত যত গ্রন্থ।
নাভাজী দেখিয়া হৈল চমৎকার বস্ত॥
সুমিষ্ট সুছন্দ সে বিচিত্র অলঙ্কার।
পরমপাণ্ডিত্য সিদ্ধান্ত বেদসার॥
শব্দে নানা অর্থ অথচ এক ভাব।
পরম প্রসাদগুণ বড়ই প্রভাব॥
নন্দগ্রামে একদিন শ্রীল-সনাতন।
শ্রীরূপের স্থানে গেলা করিতে মিলন॥
শ্রীরূপগোস্বামী করি দণ্ডবৎ নতি।
আসন আদি অর্পিয়া সম্মান কৈলা অতি॥
ভোজন কারণ দুগ্ধ শর্করাদি আনি।
পরমান্ন আদি পাক করিলা আপনি॥
সনাতন কিছু কিছু আভাস দেখেন।
শ্রীমতী কিশোরজীউ টহল করেন॥
দেখিয়া নয়নে প্রেমধারা বহি যায়।
না কহে কাহারে কিছু বসিয়া দেখয়॥
শ্রীরূপ রন্ধন করি যুগলকিশোরে।
ক্ষীরভোগ লাগাইলা পুলক অন্তরে॥
কিশোর কিশোরী দোঁহে ভোজন করেন।
তাহাও সনাতন আভাসে দেখেন॥
ভোজন করিয়া যবে দোঁহে চলি গেলা।
শ্রীরূপের কণ্ঠ ধরি কান্দিতে লাগিলা॥
তুমি ধন্য ধন্য তব বলি হারি যাই।
শ্যাম-শ্যামায় খাওয়াইলে করিয়া রসুই॥
কিন্তু এক দেখিয়া যে দুঃখ হৈল মনে।
টহল করিলা প্যারী তোমার রন্ধনে॥
তুমি যেনে কভু যে রন্ধন না করিহ।
সুকুমারী প্যারীজীকে দুঃখ নাহি দিহ॥
তবে সেই প্রসাদ যে গোস্বামী পাইয়া।
কুটীরে চলিয়া গেলা প্রেমানন্দ হিয়া॥
অবশেষে শ্রীল-রূপগোস্বামী পাইলা।
স্বাদু আস্বাদন করি আপনা ভুলিলা॥
যে প্রসাদকণায় মহাদেব মত্ত হৈল।
যে প্রসাদ লাগিয়া পার্ব্বতী তপ কৈল।
যে প্রসাদ লাগি পুরুষোত্তম শ্রীবিমলা।
অদ্যাপি করেন বাস অতি কুতুহলা॥
হেন যে প্রসাদ শ্রীল-রূপ সনাতন।
অনায়াসে নিতি পান হেরে শ্রীবদন॥
অতএব গোসাঞি শ্রীরূপ-সনাতন।
সম নাহি গণি ব্রহ্মা আদি দেবগণ॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
যাহা শুনি সাধুগণ না ধরে পরাণী॥
শ্রীরূপ গোসাঞি শ্রীমন্ রাধিকার রূপ।
বর্ণন করিলা সে যে অতি অপরূপ॥
বেণীর তুলনা দিলা ফণীর সহিতে।
শ্রীসনাতনের তাহে দুঃখ হইল চিতে॥
বিষধর সহ সুধা-ধরের তুলনা।
না ভাইল মনে তাতে পাইল বেদনা॥
ফণীর স্বরূপ বেণী আকৃতির অংশে।
শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি নহে রসাভাসে॥
সনাতনে জানাইতে কৈলা এক লীলা।
ছলে শ্রীমতীর বেণী তাঁরে দেখাইলা॥
একদিন রাধাকুণ্ডতীরে বৃক্ষডালে।
ঝুলনায় প্যারীরে লইয়া কৃষ্ণ ঝুলে॥
কিছু দূরে হৈতে শ্রীমান্ সনাতন দেখে।
প্যারীর বেণী যেন ফণী লকলকে॥
কৃষ্ণসর্পাকৃতি বেণী দেখি সনাতন।
তখন প্রশংসে তবে রূপের বর্ণন॥
অন্য ফণিদর্শনে উপজে মনে ভয়।
সে ফণিদর্শনে হৈল আনন্দ উদয়॥
প্রেমানন্দে জাড্য হৈল বিবর্ণ শরীর।
সর্পাঘাতে যেন হয় বিবর্ণ অস্থির॥
হেন বুঝি বেণী ফণী দংশন করিল।
গরল-আকৃতে দেহে অমৃতে ব্যাপিল॥
প্রেমামৃতে-ব্যাপি দেহে শ্রীল-সনাতন।
ভূমে পড়ি গড়ি যায় নাহিক চেতন॥
প্যারী-পীতাম্বর হেরি আনন্দে ভাসিলা।
চকিতমাত্রেতে দেখা দিয়া দোঁহে গেলা॥
শ্রীল-সনাতনের মহাপ্রভাব শুনিয়া।
আকবর পাৎশা আইলা দর্শন লাগিয়া॥
যোড়হস্তে রাজা দাণ্ডাইয়া তার আগে।
বাক্য শুনিবারে প্রশ্ন করেন অনুরাগে॥
সনাতন রাজদর্শন নিন্দা মানি।
হেঁট-মাথে রহিলা না কহে কিছু বাণী॥

পুন আকবর সাহা কৃষ্ণভক্ত সঙরিয়া।
আলাপ করিলা তবে সম্মান করিয়া॥
রাজা বহু স্তুতি নতি করিয়া চলিলা।
যাওনকালেতে রাজা কহিতে লাগিলা॥
গোসাঞি তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা যে থাকে।
ব্যক্ত করিয়া তাহা কহ ত আমাকে॥
যে আজ্ঞা করহ তাহা জাহের করিব।
যাহা চাবে তাহা দিব ব্যর্থ না হইব॥
সনাতন কহেন আকাঙ্ক্ষা কিছু নাহি।
পুন রাজা কহে পুন কহে নহি নহি॥
একান্ত যত্তপি রাজা পুনঃপুন কহে।
তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
অর্থ ত তোমার স্থানে কিছু নাহি চাহি।
এক যে বাসনা তবে যদি শুন কহি॥
এই যে যমুনাতীর তোমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্পস্থান হয়॥
এই স্থানটুকি মোর বান্ধাইয়া দেহ।
আর কিছু মুই তব স্থানে নাহি চাহ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ডাকি ভৃত্যগণে।
দাণ্ডাইয়া দাণ্ডাইয়া দেখেন সেইখানে॥
দেখে নানা মণি মুক্তা পরশ রতনে।
যমুনার তীর বান্ধা কতেক ভাঙ্গনে॥
মনোহর অলৌকিক পরমমোহন।
যাহা হেরি মোহ যায় ব্রহ্মা-আদি গণ॥
শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল।
দেখিতে দেখিতে তেন আর না দেখিল॥
বিচার করিল মনে এই বৃন্দাবন।
স্বরূপ যে হয়ে এই পরমমোহন॥
আমি কিছু সনাতনে দিতে যে চাহিল।
তাহারি উত্তর মোরে ছল করি দিল॥
তুমি কিবা দিবে মুই পাইল যে ধন।
তার এক কণার কোটি কোটির যে কণ॥
তোমা-হেন লক্ষকোটি রাজার যে ধন।
অধিক নাহিক হবে না হবে সমান॥
এই ভাবে সনাতন যমুনার তীর।
বান্ধিতে কহিল এই আশায় গম্ভীর॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা মুচকি হাসিয়া।
গোসাঞির আগে কহে স্তবন করিয়া॥
এবে বুঝিলাম তুমি এক ত্রিজগতে।
মহা-আঢ্য ধনি জন নাহি তোমা হৈতে॥
ত্রিজগতনাথ যেই পরমদুর্লভ।
দুরারাধ্য যেঁহ তেঁহ তোমাতে সুলভ॥
অতএব তোমারে যে আমি দিব কি।
আমি যে পাৎশাহা অভিমান করেছি॥
এতেক কহিয়া তবে রাজা চলি গেল।
কিঞ্চিৎ মহিমা সনাতনের কহিল॥
শ্রীরূপ-সনাতন চরণের আশ।
জন্মে জন্মে দৃঢ় আশা করে কৃষ্ণদাস॥

শ্রীহরিবংশ গোস্বামী।

শ্রীমন্ হরিবংশ গোস্বামী-চরিত্র।
জগতে ব্যাপিত হয় পরমপবিত্র॥
শ্রীমন্ গোপাল ভট্টজীর শিষ্য তেঁহ।
মহাভক্তিবান্ তেঁহ রাধাকৃষ্ণ প্রেমবহ॥
এক একাদশীদিনে তাম্বুল প্রসাদি।
খাইলা বলিয়া গুরু কৈলা অপরাধী॥
অন্তরে গোসাঞি রুষ্ট নাহি ত হইলা।
বাহ্যে লোকশিক্ষা হেতু শাসন করিলা॥
হরিবংশ গোসাঞির শিষ্য অনুক্রমে।
এবে রাধাবল্লভি গোসাঞি ব্রজধামে॥
শ্রীমন্ গোপাল ভট্ট শাসন করিল।
তাহাতে কিছুই মাত্র দোষ নাহি ছিল॥
আচার্য্য গোপালভট্ট তাহাতে প্রণালী।
ফিরাইলা কি হেতুক না জানি কি বলি॥
যেহেতুক অন্য অন্য সম্প্রদায় সনে।
ব্যবহার আহার পরমার্থে নাহি বনে॥
বিচ্ছেদ হইল এক-পতঙ্গ না হয়।
রাজা জয়সিংহ বহু বিচার করয়॥
সে সব কহাতে এবে ফল কিছু নাই।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ সভাকার ঠাঁই॥

শ্রীহরিদাস স্বামী।

শ্রীমন্ হরিদাস স্বামী প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীমন্ বঙ্কবিহারীর কৃপাপাত্র মতে॥
শ্রীমন্ বৃন্দাবনধামে নিধুবনে বাস।
বিরক্ত উদার প্রেমভক্তি রসরাস॥
শ্রীবঙ্কবিহারী কৃপা করিলে যেমনে।
আশ্চর্য্য কথন সেই শুনহ শ্রবণে॥
স্বতঃ প্রকাশিত চিদানন্দ শ্রীবিহারী।
নিধুবনে আছিলেন মৃত্তিকা ভিতরি॥

হরিদাস স্বামী প্রতি প্রত্যাদেশ কৈলা।
স্বামী যত্ন করি মাটী খুদি উঠাইলা॥
পরম সৌন্দর্য্য মণিময় অপ্রাকৃত।
ভুবনমোহন রূপ অতিচমৎ কৃত॥
অভিষেক করি সিংহাসনে বসাইয়া।
সেবায় নিযুক্ত হৈলা আনন্দিত হিয়া॥
অলঙ্কার বস্ত্র নানা সেবার সামিগ্র।
রাজা-রাজাড়া সব আনে করি ব্যগ্র॥
সেবার শৃঙ্খলা অতি সুন্দর হইলা।
স্বামী প্রেমানন্দে অই রসেতে মাতিলা॥
শিষ্য হইবারে এক ব্যক্তি নিবেদয়।
তার মধ্যে গুপ্ত এক স্পর্শমণি হয়॥
স্বামী সর্ব্বজ্ঞ তাহা জানিয়া কহয়।
এক স্পর্শমণি তব গাঁঠিতে আছয়॥
রজগুণ শক্তি তার তাহা ত থাকিতে।
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব না পশিবে চিতে॥
তাহা যদি দূর কর তবে যে কহিবে।
করিতে যে পারি যাতে কৃষ্ণভক্তি পাবে॥
নতুবা যাইয়া কর বিষয়সেবন।
গত'য়াত পুনঃপুন সংসারভ্রমণ॥
এতেক শুনিয়া সেই ব্যক্তি পুন কহে।
তবে হেন বস্তুতে কি কাজ রাখি মোহে॥
পুন সাধু কহে যদি আমার সাক্ষাতে।
যমুনার দূর জলে পারহ ডারিতে॥
তবে মোর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র আসি লও।
শ্রীমন্ বিহারীজীর টহঁলিয়া হও॥
তবে সেই ব্যক্তি স্পর্শমণিকে লইয়া।
যমুনায় টান মারি দিল ফেলাইয়া॥
দেখি হরিদাস স্বামী আলিঙ্গন করি।
কৃষ্ণদীক্ষা দিলা প্রশংসিয়া বেরি বেরি॥
সেবায় বিহারীজীর নিযুক্ত করিল।
অলৌকিক চমৎকার রঙ্গ চড়ি গেল॥
এক মহাজন যে বিহারীজীর তরে।
বহুমূল্য আতর পাঠায় লোকদ্বারে॥
স্বামী যে বালুকা পরি আছেন বসিয়া।
হেনকালে লোক দিল আতর লইয়া
তখন বিহারীজীউ শয়নে আছয়।
যার বদ্ধ অঙ্গে দিতে না হয় সময়॥
স্বামী হস্তে করি সেই আতরের শিশি।
ভূমে ডারি দিলা সব সেইখানে বসি॥
লোক কহে মহাশয় কি হেতু ইহায়।
হেন বস্তু ডারিলে উপরে বালুকায়॥
স্বামী কহে বিহারীর অঙ্গে পরাইনু।
বরঞ্চ দেখহ চল ঠাকুরের তনু॥
পাত্রে।খানের তবে সময় হইল।
লোকেরে যাইয়া তবে অঙ্গ দেখাইল॥
শ্রীঅঙ্গ বহিয়া সেই আতর পড়িছে।
সদ্গন্ধেতে দশদিক্ আমোদ করিছে॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সেই লোক চলি গেলা।
শ্রীকৃষ্ণভক্তের কেবা জানে কোন্ লীলা॥
শ্রীমন্ শ্রীহরিদাস-স্বামীর চরণ।
কৃপা লাগি কৃষ্ণদাস করয়ে বরণ॥

শ্রীহরিরাম ব্যাসজী।

শ্রীমন্ হরিরাম নাম ব্যাস গোস্বামী।
মহা-অনুভব ভক্তিবান্ মহাপ্রেমী॥
ঝরাপল্লা নাম দেশ তথায় নিবাস।
সর্ব্বত্যাগ করি যেঁহ ব্রজে কৈলা বাস॥
শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য।
শিষ্য শ্রীমাধব নাম শিষ্ট শান্ত ধীর।
তাঁর শিষ্য শ্রীস-হরিরাম যে গোসাঞি।
অতএব তাঁর বংশ মাধ্বী-সম্প্রদাই॥
শ্রীমন্ ব্যাস কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবন।
বিনে নাহি ভায় জ্ঞাতি-কুটুম্ব ভোজন।
একদিন গৃহে কোন বিবাহ-উৎসাহ।
ভাই ভাতিজায় করে পকান্ন সমূহ॥
মিষ্টান্নাদি সামগ্রী ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী।
আপনি হইল মনে পরামর্শ করি॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী সব ইতরে খাইবে।
বৈষ্ণবের যোগ্য যাতে কৃষ্ণ তৃপ্ত হবে॥
এতেক ভাবিয়া কারে কিছু না কহিয়া।
বৈষ্ণব নিমন্ত্রি সব দিল খাওয়াইয়া॥
ভ্রাতা-আদি-গণ গালি পাড়িয়া কহয়।
বিবাহের কার্য্য এবে কি হবে উপায়॥
তেঁহ কহে অনর্থক কেনে কর এত।
বৈষ্ণব খাওয়াও যাহ। সাধুর সম্মত॥
ব্যাসজীর চরিত্র যে অপূর্ব্বকথন।
পরম নৈষ্ঠিক নাহি যাহার সমান॥
একদিন মহোৎসব হৈল কোন স্থানে।
উচ্ছিষ্ট যে অন্ন নিয়া যায় হাড়িগণে॥
ব্যাসজীউ জিজ্ঞাসিলা সেই হাড়িগণে।
কোথায় পাইলি অন্ন ভোজ কোন্ স্থানে॥

হাড়িগণ কহে আজি অমুকের স্থানে।
মহোৎসব হইল খাইল সাধুগণে॥
তাহা শুনি ব্যাসজীউ আনন্দিত হৈল।
তাহা হৈতে একমুষ্টি লইয়া খাইল॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট এমতি গুণ তার।
খাইবামাত্রেতে হইল প্রেমের বিকার॥
জাতি-গোষ্ঠী তাহা দেখি কৈল প্রসংগ্রহ।
ব্যাসজীর তাহে কিছু না হৈল অসহ॥
ঠাকুরাণী সহ যবে বৃন্দাবন গেলা।
মহিমা দেখিয়া সবে চমৎকার হৈলা॥
সেই জাতি-গোষ্ঠী আদি চরণে পড়িলা।
প্রার্থনা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলা॥
গৃহ ছাড়ি সাধু বৃন্দাবনে কৈল বাস।
তথায় নর্ত্তকগণ করে লীলা রাস॥
নাচিতে নাচিতে রাধিকার যে নূপুর।
খসিয়া পড়িল ছিড়ি অঙ্গুলির ডোর॥
ব্যাসজী উঠিয়া ছিড়ি যজ্ঞ-উপবীত।
নূপুর বান্ধিয়া দিল গদগদ চিত॥
কহে সাধু আজি মোর এ যজ্ঞোপবীত।
সফল হইল কর্ম্মে লাগিল উচিত॥
তিন পুত্রে ব্যাসজীউ আপনার ধন।
বাঁটোয়ারা করিয়া দিবার হৈল মন॥
পুন বিচারিল অর্থ পাইয়া সবাই।
কৃষ্ণ না ভজিবে কেহ হইয়া বিষই॥
বৈরাগ্য জন্মায় কার শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।
পরামর্শ করি মনে চিন্তিল উপায়॥
এক বাট কৈল ধনে থাল-বাটী ঘর।
এক বাট ঠাকুর শ্রীকিশোরী কিশোর॥
এক বাটে মালা শ্যাম বন্ধনী তিলক।
তিন বাটে কৈল এক শুনিতে কৌতুক॥
শুলি বাঁট করি উঠাইলা তিন জন।
তিন জনে তিন বস্তু করিলা গ্রহণ॥
ব্যাসজীর স্ত্রী অতি পতিব্রতা সতী।
বৃন্দাবনে আইলেন লইবারে পতি।
ব্যাসজী তাঁহারে গৃহে যাইতে কহেন।
তেঁহ নাহি যান বনে পড়িয়া রহেন॥
তবে সাধু দূরে থাকি বৈষ্ণবসেবনে।
রাখিলেন নিজ স্ত্রী জ্ঞান নাহি মনে॥
একদিন ব্যাসজীউ বৈষ্ণবের সহ।
প্রসাদ পাইতে বৈসে করিতে উৎসাহ॥
ঠাকুরাণী দুগ্ধ পরিবেশন করিতে।
সরখানা কাড়ি দিল ব্যাসজীর পাতে॥
ব্যাসজী কহেন হা রে ছষ্টিনী কুমতি।
বড় সরখানা দিলে মোরে জানি প্রীতি॥
আজি হৈতে মুখ নাহি দেখিব তোমার।
এত কহি তাঁহারে করিল বেরেস্তর॥
সুবোধ সুশীলা তেঁহ পরামর্শ কৈল।
নিজ অলঙ্কার দশসহস্রের ছিল॥
লইয়া শ্রীব্যাসজীর নিকটে ধরিয়া।
করযোড়ে কহে কিছু মিনতি করিয়া॥
শ্রীমন্ কিশোরীজীর মন্দির যে নাই।
মন্দির বানাও এই গুলিকে ভাঙ্গাই॥
তাহার চরিত্র দেখি প্রসন্ন হইল।
তাহাতে কিশোরীজীর মন্দির বনিল॥
ব্যাসজীর প্রভাব কতেক কহা যায়।
যুগলের প্রেমানন্দে দিবানিশি যায়॥
হরিরাম ব্যাস আর শ্রীআনন্দঘন।
আর হরিদাস স্বামী এই তিন জন॥
মহা-অনুভব সিদ্ধ শুনিয়া পাতশা।
দেখিবারে মনে বড় হইল তিরিষা॥
লইয়া যাইতে রাজা এই তিন জনে।
যান পাঠাইয়া দিলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
ইহাঁরা যাইতে কেহ সম্মত নহিলা।
তথাপিহ একান্ত করিয়া নিয়া গেলা॥
তিনই বিরক্ত অবধূতবেশ হয়।
অর্দ্ধোন্মীলিত দৃষ্টি উন্মত্তের প্রায়॥
পাতশা লইয়া বহু সম্মান করিল।
নির্জ্জন পবিত্র স্থানে সভারে রাখিল॥
কৃষ্ণকথা পুছে রাজা সুসন্দর্ভমতে।
সাধুগণ অতি তুষ্ট হইলা তাহাতে॥
দুই তিন দিন থাকি উৎকণ্ঠিত হৈলা।
বৃন্দাবনে যাইবারে রাজারে কহিলা॥
রাজা কহে এতেক উৎকণ্ঠা কেনে হও।
কার কোন্ সেবা তোমা-সভাকার কও॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দিত হৈলা।
তিন দোঁহা তিন জনে প্রেমেতে পড়িলা॥
ব্যাসজীর সেবা সদা পিকদানি হাতে।
থাকেন যুগলপার্শ্বে রঙ্গ মহলেতে॥

(দোঁহা মূল হিন্দী।)

নবকুমার চক্রচূড়া নৃপতি সামন্তো।
শ্রীরাধিকা ভবন মন পটয়া॥

শেষ গৃহ আদি বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত।
সব লোক থানে তবন রাজধানী॥
মেঘ ছাপ্পান্ন কোটি রাগ সীঁচত যাঁহা।
মুক্তি চারো আঁহা ভরত পাণি॥
সূর্য শশী পাহরু পবন জল ইন্দ্রাণী।
চরণদাসী ভট্ট নিগমবাণী॥
ধর্ম্ম কোতোয়াল শুক সূত নারদ যাঁহা।
করত চরাচর সনকাদি জ্ঞানী॥
সত্ত্বগুণ পহরিয়া কাল বঁধুয়া যাঁহা।
দাঁড়ি এত কর্ম্ম কামরতি সুখ নিশানি॥
কনক মরকত ধর নিকুঞ্জ কুসুমিত মহল।
মধ্য কমনীয় স্রেনি আটানি॥
পলন বিহরত দোউ যাঁহা পৌছে কোউ।
শ্রীব্যাসনন্দন নিয়া পীকদানী॥
হরিদাস ঠাকুরের চামর সেবন।
আনন্দঘনের সেবা পাদসংবাহন॥
এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত হৈল।
কিছু ভাব উদয় হইয়া বিচারিল॥
ব্যাসজীকে অতিশীঘ্র কহিলা যাইতে।
সদা কার্য্য পীকদানির পীকাদি ডারিতে॥
আর দুই জনকে কহেন স্তুতি করি।
তোমরা চামর পদসেবা অধিকারী॥
তাহাতে কিঞ্চিৎ গৌন হৈলে ক্ষতি নাই।
কৃপা করি রহ দুই দিন এই ঠাঁই॥
ব্যাসজী চলিয়া গেলা তাঁহারা রহিলা।
দুই তিন দিন পরে তাঁহারাও গেলা॥
অতএব ব্যাসজীর অলৌকিক লীলা।
কিঞ্চিৎ কহিল সব কহিতে নারিলা॥

শ্রীঅলিভগবান্।

শ্রীল-আলি-ভগবান্ নাম বড় সাধু।
কৃষ্ণরসে মত্ত পান করে প্রেমমধু॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে মাতোয়ার-প্রায়।
বৃন্দাবন-দরশনে হইল আশয়॥
বৃন্দাবনে গেলা বহু কৃচ্ছে মহাশয়।
অশ্রুধারা অবিরাম দেখিতে না পায়॥
বৃন্দাবন গিয়া দেখে রতন-জড়িত।
ভূমি গৃহ বৃক্ষ স্তম্ভ যমুনার ভিত॥
কল্পবৃক্ষময় কল্পলতা সুশোভিত।
যেদিকে নেহারে হেরি হয় চমকিত॥
যমুনাপুলিনে দেখে শ্রীরাসমণ্ডল।
ত্রিজগমোহন শোভা পরম-বিরল॥
তথাই যাইবামাত্র স্ত্রীরূপ হইল।
গোপী-অভিমান হৈল সে দেহ ভুলিল॥
গোপীসহ রাধাকৃষ্ণ হেরিয়া মোহিত।
চারিপানে চাহে হয়ে চমকিত-চিত॥
গোপীগণ হাতে ধরি নিকটে আনিয়া।
হাস্য-পরিহাস করে প্রণয় ভরিয়া॥
রাসরসে কৃষ্ণ রসে হইল মগন।
ক্ষণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পান॥
বিরহে কাতর যে কতক দিন পরে।
সে দেহ ছাড়িয়া সেই রসে নৃত্য করে॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
সর্ব্বসিদ্ধি পাইল যেঁহ জিতিল সংসার॥

শ্রীরসিক মুরারী।

শ্রীমান্ রসিক মুরারি মহাভাগ।
সিদ্ধ মহান্ত কৃষ্ণে মহা-অনুরাগ॥
সহস্রেক চেলা সকলেই শক্তিবন্ত।
সকলেই ভক্তিবন্ত সকলেই শান্ত॥
ঠাকুর-সেবার আর বৈষ্ণব সেবার।
গ্রাম ভূমি আছে তার চেলার উপর॥
গোমস্তা-স্বরূপ এক চেলা গ্রামে থাকে।
শুদ্ধমতি গুরু-আজ্ঞা সাবধানে রাখে॥
দৈবাত্ত যে সেই গ্রাম রাজার আজ্ঞাতে।
অন্য কেহ আইলেক দখল করিতে॥
শিষ্য সেই সমাচার গুরুকে লিখিলা।
রসিক মুরারি ভাল বুঝিতে নারিলা॥
শিষ্যকে লিখিলা তেঁহ পত্রপাঠ হেথা।
চলিয়া আসিবে তুমি শুনিব কি কথা॥
ভোজন করিতে বসি ছিলা সেই চেলা।
হেনই সময়ে পত্র লোকে নিয়া দিলা॥
খাইতে খাইতে সেই লিখন পড়িয়া।
অমনি চলিল তবে অন্ন তেয়াগিয়া॥
আচমন নাহি করি সকড়া মুখেতে।
হস্তে বস্ত্র জড়াইয়া চলিল ত্বরিতে॥
গুরুর অগ্রেতে গিয়া দণ্ডবৎ করি।
দাণ্ডাইল সঙ্কোচিত চক্ষে বহে বারি॥
রসিক মুরারি-জীউ প্রসন্নবদনে।
পুছেন হস্তেতে বস্ত্র জড়াইলে কেনে॥

শিষ্য কহে পাঠমাত্র আসিতে লিখিলা।
ভোজন রাখিয়া অমনি চলি আইলা ॥
আচমন করিতে যে হইবে গউন।
একারণে আইনু হাতে লপটি বসন ॥
শিষ্যের এ রীত শুনি রসিক মুরারি।
প্রসন্ন হইয়া কহে যাও ত্বরা করি ॥
আচমন করিয়া আইস শীঘ্র করি।
তবে তারে বিশেষ পুছেন যে মুরারি ॥
গ্রামরোধ করিল রাজার লোক আসি।
বিশেষ কহিলা তবে গুরুস্থানে বসি ॥
রসিক মুরারি তবে সহস্রেক চেলা।
তাঁর সমিভ্যারে দিয়া আজ্ঞা করি দিলা ॥
রাজার যে লোক সব দূর করি দেহ।
গ্রাম গিয়া আপন দখল করি লহ ॥
তবে তেঁহ পরমার্থ-ভ্রাতাগণ সঙ্গে।
গিয়া রাজভৃত্য সব দূর কৈল রঙ্গে ॥
রাজা শুনি ক্রোধ করি ফৌজ পাঠাইলা।
এক মত্ত-হস্তী তার সমিভ্যারে দিলা ॥
ইহাদিগের প্রতাপে সে ফৌজ পলাইল।
মত্তহস্তী আক্রমণ করিয়া আইল ॥
গুরুভক্ত সেই শিষ্য হস্তীর শ্রবণে।
কৃষ্ণনাম দীক্ষা দিলা ধরিয়া তৎক্ষণে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হস্তী নাচিতে লাগিলা।
মাহুতেরে দূরে টান মারি ফেলি দিলা ॥
নাম গোপালদাস বলিয়া রাখিলা।
নাসে টীকা দিলা গলে তুলসীর মালা ॥
গ্রামে গ্রামে ফিরে হস্তী সবে প্রীতি করে।
শান্ত স্বভাব করি অনিষ্ট না করে ॥
রাজার লোকেতে যবে ধরিবারে যায়।
সে সব লোকেরে তবে মারিয়া ভাগায় ॥
রসিক মুরারি-জীর আশ্রমে যখন।
বৈষ্ণব ভোজন করে যায় সে তখন ॥
দুয়ারে পড়িয়া থাকে বৈষ্ণব খাইলে।
উচ্ছিষ্ট পত্রাদি নিয়া বাহিরে ডারিলে ॥
তাহাই খাইগা যায় আর নাহি চায়।
রসিক-মুরারি-জীউকৃপা করে তায় ॥
একদিন মহোৎসবে অনেক বৈষ্ণব।
প্রসাদ পাইতে বৈসে দেখিতে সৌষ্ঠব ॥
রসিক-মুরারি-জীউ শিষ্যে আজ্ঞা দিলা।
বৈষ্ণবের পাদোদক লইতে বলিলা ॥
তার মধ্যে একজনার অঙ্গে কুষ্ঠছিল।
তার পাদোদক ঘৃণা করি না লইল ॥
গুরু আগে আনি দিল তেঁহ পান করি।
না পাইল স্বাদ কহে শিষ্যপানে হেরি ॥
কেহ তথা কহে পাদোদক যে আনিল।
কুষ্ঠ অঙ্গে দেখি এক বৈষ্ণবের না নিল ॥
এতেক শুনিয়া সাধু শিষ্যেরে ভর্ৎসয়।
পাদোদক আন সেই বৈষ্ণব যথায় ॥
পুনর্ব্বার গিয়া তাঁর পাদোদক আনি।
দিলা তবে সাধু পান করিলা তখনি ॥
পঙ্গতের মধ্যে এক বৈষ্ণবের মতি।*
বাতিক স্বভাবে কিছু চঞ্চল প্রকৃতি ॥
খাইতে খাইতে কহে সবাই পাইল।
পঙ্গতের মধ্যে এক সাধু রহি গেলা ॥
আমার হস্তের এই সোঁটা না পাইলা।
সোঁটারে আমার সাধুমধ্যে না গণিলা ॥
অতএব শীঘ্র এক পানোড়া আনহ।
সে কথায় মন-যোগ না করিলা কেহ ॥
তবে ক্রোধ করি নিজ পাত্র উঠাইয়া।
উচ্ছিষ্ট অন্নের সহমারিল ফেলিয়া ॥
রসিক মুরারীজীর মুখে গিয়া লাগে।
সাধু মৃদু হাসি তাহা খায় অনুরাগে ॥
কহে মুই বৈষ্ণবের অধর-অমৃতে।
চেষ্টা না করিনু নাহি শ্রদ্ধা কৈনু চিতে ॥
বৈষ্ণব-গোসাঞি মোরে করুণা করিয়া।
অধর অমৃত দিল' মুখেতে ডারিয়া ॥
সাধুর স্বভাব দেখ কৃতার্থ মানিলা।
সেই বৈষ্ণবের বহু সম্মান করিলা ॥
শ্রীমান্-রসিক-বিহারি শ্রীচরণে।
কোটি পরণাম করি কৃষ্ণদাস ভণে ॥

শ্রীসধনা।

জাত্যংশে কসাই সে সধনা নাম হয়।
যাহার স্মরণে যায় অন্তর, কষায় ॥
কৃষ্ণগুণগান সদা বৈষ্ণবসেবক।
জাতিধর্ম্ম নাহি হয়ে জীবের হিংসক ॥
কিনিয়া আনিয়া মাংস বেচি গুজরান।
বাটখারা তার এক শালগ্রাম হন ॥
তেঁহ নাহি জানে কারে বলে শালগ্রাম।
বাটখারা বলি জানে পাথরের থুম ॥
পথের কিনারে বসি বিকি কিনি করে।
দৈবাত্ত বৈষ্ণব এক যাইতে তাহারে ॥

---

* পঙ্গতের—পাঠান্তর।

দাণ্ডাইয়া দেখিলা যে শালগ্রাম হয়।
মাংসের বাটখারা দেখি দুঃখ উপজয়॥
তথা হৈতে লইবার মনস্থ করিলা।
ধীরে ধীরে সধনারে কহিতে লাগিলা॥
এই যে পাথরখানি মোরে তুমি দেহ।
আর এক বাটখারা দেই তাহা লহ॥
এখানি ত দিতে নারি সধনা কহয়।
যতেক ওজন করি ইহাতেই হয়॥
সের-পোয়া-অদিক ওজন করি যত।
ইহার এমত গুণ পূরা হয় তত॥
বৈষ্ণব কহয়ে ভাই অবশ্য আমারে।
অই যে পাথরখানি দিতে হবে তোরে॥
বৈষ্ণবের একান্ত আগ্রহ দেখি দিলা!
তেঁহ নিজগৃহে লৈয়া অভিষেক কৈলা॥
চন্দন তুলসী পুষ্প আদি করি দিয়া॥
ভক্তিতে করিল. পূজা ভোগ লাগাইয়া॥
রাত্রিযোগে তারে কহে ঠাকুর স্বপনে।
তুমি কেনে আমারে যে আনিলে এখানে॥
সাধনার স্থানে মুঞি সুখ আছিলাম।
তার মুখে মোর গুণগান শুনিতাম॥
তাহাতে আমার বড় সুখ জনময়।
অতএব শীঘ্র নিয়া রাখহ তথায়॥
বৈষ্ণব চেতন পাই করয়ে বিচার।
কসাইর স্থানে যাইতে চাহে পুনর্ব্বার।
ইহাতেই বুঝি সেই বড় ভাগ্যবান্।
প্রাকৃত না হবে সেই ভক্তির নিধান॥
এতেক বিচারি তবে ঠাকুর লইয়া।
প্রাতঃকালে সধনার বাটী গিয়া দিয়া॥
নিরখিয়া তার সাধু অন্তর-বাহির।
অনুভব কৈলা এই মহান্ গম্ভীর॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁরে কহে।
এই বাটখারা তব প্রাকৃতিক নহে॥
শালগ্রাম ইহা তুমি ভজহ যাহারে।
সাক্ষাৎ সে ইহঁ কৃপা করিল তোমারে॥
আমি ছল করিয়া লইয়া গেনু ঘরে,
মোরে কৃপা নাহি কৈল সম্মত তোমারে॥
এতেক শুনিয়া সধনার চিত্ত দ্রবে।
প্রাণের অধিক মানি রাখিলেক তবে॥
গৃহে পরিবার কুলাচার তেয়াগিয়া।
ভিন্ন এক স্থানে রহে ঠাকুর লইয়া॥
ভিক্ষা করি ঠাকুরের সেবন করয়ে।
নাহি কোন ব্যবসা না যাচয়ে কোথারে॥

কতক দিবস পরে বাঞ্ছা হইল মনে।
শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথ-দরশনে॥
প্রেমাবেশে জগন্নাথ-দর্শনে চলিল।
সে-দেশীয় যাত্রী বহু পথেতে মিলিল॥
তণ্ডুল গোধূম সবে দেয় খাইবারে।
কসাই বলিয়া কেহ স্পর্শ নাহি করে॥
কতক দূরেতে গিয়া সঙ্গছাড়া হৈলা।
ভিক্ষা করিবারে এক গ্রামমধ্যে গেলা॥
সেই গ্রামে এক গৃহস্থের বধূ ভ্রষ্টা।
সধনা সুন্দর দেখি হৈল কামচেষ্টা॥
খাইবারে দিব বলি গৃহে লৈয়া গেলা।
দ্বাররোধ করি ভ্রষ্টাচার প্রকাশিলা॥
তেঁহ কহে মুই স্ত্রীর সঙ্গ নাহি করি।
বহু কহে মুই হৈনু নিশ্চয় তোমারি॥
বরঞ্চ স্বামীর মুই মস্তক কাটিয়া।
তোমার সাক্ষাতে আনি প্রত্যয় লাগিয়া॥
অন্তঘরে স্বামী তার নিদ্রিত আছিলা।
ছুটিয়া যাইয়া তার মস্তক কাটিলা॥
কাটা মুণ্ড আনিয়া সাধুর আগে ধরে।
কহয়ে তোমার হইনু থাক মোর ঘরে।
তাহাতেও যদ্যপি সম্মত না দেখিল।
ক্রোধে তবে ভ্রষ্টা এক তুফান করিল॥
চীৎকার করিয়া কহে ওহে পাড়াপড়সি॥
চোর ধরিয়াছি সবে আগুয়াও আসি॥
আমার স্বামীর এই মস্তক কাটিল।
ধন নিয়া যাইতে কপাট দ্বারে দিল॥
এতেক শুনিয়া পাড়ার লোক যে আইল।
হাকিম আসিয়া সধনারে নিয়া গেল॥
হাকিম পুছয়ে তুমি মানুষ মারিলে।
তেঁহ মনে ভাবে ইহা স্বীকার না কৈলে॥
কি জানি স্ত্রীটাকে পাছে নিয়া দেয় শূলে।
তারে ত বাঁচাই মোর যে থাকে কপালে॥
যে হয় সে হবে মুই স্বীকার করিব।
পর-উপকার ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য॥
এত ভাবি সাধু কহে আমি মারিয়াছি।
অর্থগুলি বটে মুই চুরি করিয়াছি॥
কৃষ্ণের ভক্তের কভু হিংসা নাহি হয়।
দেখহ যাহারি পাপ তাহারি ফলয়॥
হোথা সেই ভ্রষ্টা স্ত্রী দম্ভ প্রকাশিয়া।
নিজ-মত স্ত্রীগণেরে কহে ফুকারিয়া॥
পতির মাথা ত মুই স্বহস্তে কাটিল।
তথাপিহ দুষ্ট মোরে মুখ না চাহিল॥

তাহার উচিত সাজা দিনু ভাল-মতে।
এখন গর্দ্দান মারিবেক হাকিমেতে ॥
পরস্পর সেই কথা প্রচার হইয়া।
ধরিয়া লইয়া গেল হাকিম শুনিয়া ॥
সধনাকে সাধু জানি বিদায় করিল।
দুষ্ট যে রাঁড়ের সাজা উচিত করিল ॥
সধনা শ্রীকৃষ্ণ গুণ গাইতে গাইতে।
গিয়া উত্তরিল ফটকের নিকটেতে ॥
হোথা জগন্নাথ পাণ্ডাগণে আজ্ঞা দিলা।
সধনা নামেতে মোর ভক্ত এক আইলা ॥
পালকিতে চঢ়াইয়া আনহ তাহারে।
আজ্ঞামাত্র সবে গেলা তারে আনিবারে ॥
পালকিতে চঢ়াইয়া চামর করিয়া।
প্রভুর সম্মুখে তারে দিলেন আনিয়া ॥
প্রভুভৃত্য-দরশনে আনন্দ হইল।
সধনা শ্রীমুখ হেরি আপনা ভুলিল ॥
যাহারা কশাই বলি পথে ঘৃণা কৈল।
তাহারা দেখিয়া সবে চমকিত হৈল ॥
তখন তাহারা সেই সধনা-চরণ।
ধূলিপাদোদক শিরে ধরে করে পান ॥
সহস্র জন্মের পুণ্য দিয়া যদি মুই।
সে চরণরজ পাই তবে কিনে লই ॥
কৃষ্ণভক্তিসুধার সাগরে অবগাই।
তাপ পাপ জ্বালা মোহ সংসার এড়াই ॥

শ্রীকাশীশ্বর গোসাঞি।

শ্রীমন্ ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর শিষ্য।
প্রভুর সতীর্থ হন জগতে উপাস্য ॥
স্বভাব উদার অতি পণ্ডিত গম্ভীর।
নিরীহ নিশ্চেষ্ট মৌনী অতি সে সুধীর ॥
মহাপ্রেমভাব শ্রীমন্ বৃন্দাবনধামে।
বাতুলের প্রায় কৃষ্ণ অন্বেষণে ভ্রমে ॥
কভু উপবাস কভু শাক ফুল ফল।
কভু মাধুকুরী কভু পান মাত্র জল ॥
যমুনার তীরে পড়ি ডাকে উচ্চস্বরে।
হা হা রাধাকৃষ্ণ বলি সদাই ফুকারে ॥
যেই তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিল।
অনায়াসে রাধাকৃষ্ণচরণ পাইল ॥
বেণুকূপ-নিকটে যে সমাজ তাঁহার।
অদ্যাপি বিরাজমান কুঞ্জের ভিতর ॥
নিত্যসিদ্ধ হন দেহত্যাগ মাত্র হয়।
নানালীলা করি জীবে দেন ভক্তিবল ॥
তাঁহার চরণ ভক্তি রহুক সদাই।
আমা-সভার আশ্রয় যে আর কেহ নাই ॥

শ্রীখোজেজী।

খোজেজীউ মহাভাগবত হন সিদ্ধ।
বয়স অনেক কাল হইলেন বৃদ্ধ ॥
শিষ্যগণে কহে মোর কালপ্রাপ্ত হৈল।
বৈকুণ্ঠের দূত কোলে লইতে আইল ॥
চলিলাম মুই তবে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মন করি ॥
যে সময় শ্রীবৈকুণ্ঠপুরীতে যাইব।
সেইকালে এখানেতে ঘণ্টাবাদ্য হব ॥
ইহা কহি সাধু তবে দেহত্যাগ কৈল।
কিন্তু যে হেথায় ঘণ্টাবাদ্য না হইল ॥
না বাজিল জানি শিষ্যগণ চিন্তা করে।
কারণ কিছু কেহ বুঝিতে না পারে ॥
আর এক শিষ্য কোন দূরগ্রামে আছে।
সমাচার ইহাঁরা দিলেন তাঁর কাছে ॥
তেঁহ সিদ্ধ ভক্তিমাত্র দৃঢ়ভক্তিবান্।
চলিয়া আইলা শুনি গুরুর পয়াণ ॥
পরমার্থ ভ্রাতাগণ সম্মান করিলা।
গুরুর যে বাক্যে তাহা তাঁরে শুনাইলা ॥
বৈকুণ্ঠ যাইবামাত্র ঘণ্টাবাদ্য হবে।
শ্রীচরণ পাইলাম তাহাতে জানিবে ॥
কিন্তু তাহা না বাজিলা বড়ই সন্দেহ।
ইহার কারণ কিবা বিচারিয়া কহ ॥
ইহা শুনি তেঁহ কহে কারণ আছয়।
যাব যে বাসনা মনে ভোগ ইচ্ছা হয় ॥
কৃষ্ণ তাহা পূরাইয়া নিজধামে লয়।
ইহার প্রমাণ ধ্রুব আদি করি হয় ॥
স্বামী এই আম্রতলে দেহ তেজিয়াছে।
আম্রবৃক্ষে মিষ্ট আম্র পাকি রহিয়াছে ॥
দেহত্যাগকালে আম্র খাইতে হৈল মন।
আম্রভোগহেতু নহে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
আম্রভোগ করাইয়া কৃষ্ণ দয়াময়।
লইলেন তবে তাঁরে আপন আলয় ॥
ইহা কহি তবে ভ্রাতাগণেরে কহয়।
আম্রবৃক্ষে অই যে সুপক আম্র হয় ॥

আঁইটি পাড়িয়া আন বুঝিবে নিশ্চয়।
যে কারণে স্বামীজী বৈকুণ্ঠে নাহি যায়॥
তবে বৃক্ষে উঠি সেই আম্রটী আনিল।
অস্ত্রের দ্বারায় তাহা দোফাঁক করিল॥
ভিতর হইতে এক কীট নিকশিল।
নিকলিয়া মাত্র কীট দেহ ত্যাগ কৈল॥
দেহ তেজি দিব্যরূপ শ্যাম কলেবর।
চতুর্ভুজ বনমালা শঙ্খ-চক্রধর॥
হইয়া চলিলা স্বর্ণবিমানে চড়িয়া।
দেখিয়া হইলা সবে চমকিত হিয়া॥
ভোগ করাইয়া কৃষ্ণ লয় নিজধাম।
পাছে কেহ মনে কর প্রারব্ধাদি কাম॥
প্রারব্ধাদি কর্ম্ম সে ত প্রথমেতে যায়।
কৃষ্ণভক্তে বাধা জন্মাইতে না পারয়॥
এই যে সাধুর আম্র ভোগ যে করিল।
সুদামা বিপ্রের আর ধ্রুবে যথা হৈল॥
ভক্তে বুঝিবে কুতার্কিকে না বুঝিবে।
প্রারব্ধের ভোগ বলি কুতর্কে কহিবে॥
খোজেজীর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া।
বাসনা তেজিব চাহে কৃষ্ণদাস হিয়া॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ত্রিপুরদাস-আদি-ভক্ত-
গুণবর্ণনং বিংশ-মালা॥ ২০॥

একবিংশ মালা।

—:০:—

বাঁকা-রাকা-আদি-ভক্ত-গুণবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

শ্রীবাঁকা পতি রাকা স্ত্রী।

বাঁকা নামে পতি রাকা নামে স্ত্রিরী।
পাণ্ডুর পুরেতে বাস বড় অধিকারী॥
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অনন্যশরণ।
তৃণ কাষ্ঠ বেচি করে দিন গুজুরান॥
নারদ গোসাঞি তাহা অন্তরীক্ষ হৈতে।
কৃষ্ণের ভকত বলি দয়া হৈল চিতে॥

বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভগবানেরে কহেন।
তোমার হৃদয় প্রভু বড়ই কঠিন॥
তোমার একান্ত ভক্ত বাঁকা রাকা হয়ে।
কাষ্ঠ বেচি খায় তাহা পুরা না পড়য়ে॥
এত দুঃখ কেনে দেহ তোমার ভকতে।
ভগবান্ কহে মোর দোষ নাহি তাতে॥
আমি দিতে চাহি ধন সে না তাহা লয়।
ধনে পাছে মোরে ভুলে এই তার ভয়॥
সাক্ষাতে দেখহ মুই দেখাই তোমারে।
যবে বাঁকা রাকা যায় কাষ্ঠ আনিবারে॥
সেইকালে হরি এক স্বর্ণমুদ্রাথলি।
রাখিলেন বনের বাহিরে পথে ফেলি॥
বাঁকা আগে চলি গেল তাহা না দেখিল।
পশ্চাতে যাইতে রাকা দেখিতে পাইল॥
মোহরের তোড়া দেখি মনে মনে ভাবে।
স্বামী মোর জানিলে ত লইতে না দিবে॥
ধূলা মাটী চাপা দিয়া এখন ত রাখি।
পাছে কি বিচার করে তেঁহ তাহা দেখি॥
এত ভাবি ধূলা চাপা দিয়া রাখি গেলা।
দুই জনে দুই বোঝা কাষ্ঠ বান্ধি নিলা॥
ফিরিয়া আসিতে সেইখানে রাকা রহি।
স্বামীরে কহয়ে এক কথা শুন কহি॥
একথলি স্বর্ণমুদ্রা আছয়ে পড়িয়া।
আমি রাখয়াছি ধূল মাটী চাপা দিয়া॥
বাঁকা তাহা শুন কহে ভাল করিয়াছ।
তার উপরে ধূলা মাটী যে দিয়াছ॥
উহার পানেতে আর ফিরে না তাকাও।
হেথা হৈতে চলহ ত্বরায় পার হও॥
এত শুনি রাকা কিছু লজ্জিত হইয়া।
কাষ্ঠ নিয়ে চলে তার আশ তেয়াগিয়া॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীনারদ কহেন।
তব ভক্তচরিত্র যে না যায় কথন॥
তোমার যে প্রেমসুধারস আস্বাদিল।
তার মন প্রাকৃত-বিষয়-বাহ্য হৈল॥
পুন নাহি কহে তারে আটকিতে পারে?
প্রাকৃত-বিষয় দিয়া এ তিন সংসারে॥
তবে শ্রীনারদ সহ প্রভু চলি গেলা।
কৃষ্ণদাস মূঢ় পানে ফিরে না চাহিলা॥

শ্রীলড়ু ভক্ত

লড়ু নামে ভক্ত অতিশয় চমৎকার।
বাহ্যবৃত্তি নাহিক অন্তরে প্রেমাকার॥
প্রেমাবেশে অচেতন রাত্রে কোন স্থানে।
পড়িয়া আছেন যথা মত্ত মদপানে॥
অন্য গ্রামে চোরগণ দেবী পূজা করে।
নরপশু খুঁজি বুলে বলি দিবার তরে॥
সম্মুখে দেখয়ে সেই মহাভাগবতে।
নরপশু বলি নিয়া গেলা বলি দিতে॥
পশুতুল্য চোরগুলা না চিনিল তাঁরে।
কাটিবার উদ্‌যোগ দেবীর আগে করে॥
কৃষ্ণের ভকতে হিংসা করয়ে জানিয়া।
ক্রোধে নিকশিলা দেবী প্রতিমা ফাটিয়া॥
খড়্গ হাতে করি দেবী কাটি চোরগুলা।
মস্তক লইয়া হস্তে লুফিতে লাগিলা।
জড়ভরতের অনুরাগে চোরগণে।
মস্তক কাটিয় যথা করে ক্রীড়নে॥
তেমতি মস্তক নিয়া কন্দুক খেলিলা।
ভক্তরাজে সম্মান করিয়া পাঠাইলা॥
কৃষ্ণভক্ত পক্ষপাত যেই জন করে।
তাহার চরণে করি কোটি নমস্কারে॥

শ্রীসন্ত ভক্ত।

শ্রীল-সন্ত ভক্ত নাম পরম সুজন।
বৈষ্ণবসেবনমাত্র তাঁহার ভজন॥
কোথা হৈতে আইসে দ্রব্য কেহ নাহি জানে।
মাজিয়া আনিনু কহে গোপালকারণে॥
একদিন সন্ত ভক্ত বাজারে গিয়াছে।
আর কোন বৈষ্ণব গৃহেতে আসি পুছে॥
সাধু ঘরে দেখি নাই গিয়াছে কোথায়।
সাধুর ঘরণী কহে গিয়াছে চুলায়॥
এতেক শুনিয়া সে বৈষ্ণব ফিরি গেলা।
যাইতে পথে তার সনে দেখা হৈলা॥
সন্ত কহে কি কারণে ফরিয়া চলিলে।
বুঝি মোর গৃহেতে সম্মান না পাইলে॥
বৈষ্ণব কহেন তব গৃহেতে যাইয়ে।
পুছিলাম সন্ত ইহ গেলেন কোথায়ে॥
তোমার ঘরণী কহে গিয়াছে চুলায়।
শুনিয়া চলিনু মুই কি বলিব তায়॥
ইহা শুনি সন্ত তাঁর চরণে ধরিয়া।
গৃহে আনি সেবা কৈল ভকতি করিয়া॥
তৎক্ষণাৎ গৃহাশ্রম তেজিয়া চলিলা।
একান্ত হইয়া গিয়া বনেতে বসিলা॥
কালে কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব পাইলেন সাধু।
আস্বাদয় মহাশয় সেবানন্দ-মধু॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
বৈষ্ণবের পদে মতি রহুক আমার।

শ্রীত্রিলোক সোণার।

ত্রিলোক নামেতে এক স্বর্ণকার হয়।
একান্ত ভকতি তাঁর বৈষ্ণবসেবায়॥
রাজার কন্যার বিভা কারণ তাঁহারে।
সোণার কলস দুই দিল গড়িবারে॥
ওজন করিয়া সোণা ঘরে নিয় গেলা।
বৈষ্ণব সেবনে বড় উৎসাহ হইলা॥
সেই স্বর্ণ সমুদায় বিক্রয় করিয়া।
মহামহোৎসব কৈলা বৈষ্ণব লইয়া॥
এমতি উৎসাহ হৈল বৈষ্ণবসেবনে।
পশ্চাৎ কি হবে তাহা নাহি গণে মনে॥
হোথা বিবাহের তিন দিবস থাকিতে।
রাজদূত আইল স্বর্ণকলস লইতে॥
ত্রিলোক কহেন তাহা তৈয়ার না হয়।
তৈয়ার হইলে দিয়া আসিব তথায়॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা খর্ব্ব হইয়া তখন।
বশীভূত হইলেন বিক্রীত যেমন॥
মহারাজ শ্রীচৈতন্য সাধিল যেমনে।
কি আশ্চর্য্য কথা সেই সুখদ শ্রবণে॥
পণ্ডিত গম্ভীর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
যতেক পুরুষোত্তমে দণ্ডীর আচার্য্য॥
সভাসদ্ প্রধান শ্রীপ্রতাপরুদ্রের।
ব্যবস্থা প্রমাণ্য যাঁর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের॥
মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীমন্দিরে যবে গেলা।
প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলা॥
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অষ্ট সাত্ত্বিক দেখিয়া।
কোলে করি নিয়া গেলা বিস্মিত হইয়া॥
নিজগৃহে নিয়া তবে শুশ্রূষা করিয়া।
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহেন পুছিয়া॥
রূপ দেখি চমৎকার অলৌকিক প্রেম।
কেটা বাট কহ ইহ কোথা পূর্ব্বাশ্রম॥
পরিচয় দিয়া পরে কহেন আচার্য্য।
ইহ শ্রীমান্ ভগবান্ অবতারবর্য্য॥

তাহা শুনি ভট্টাচার্য্য উপহাস কৈল।
আচার্য্য পাইয়া ক্ষোভ প্রছড়ি করিল॥
অনেক বিচার কৈল সার্ব্বভৌম সনে।
ঈশ্বর করিয়া সার্ব্বভৌম নাহি মানে॥
তবে শ্রীআচার্য্য সার্ব্বভৌমেরে কহিল।
আমি এই ভিতে আঁক কাটিয়া রাখিল॥
প্রভুর করুণা যবে তোমারে হইবে।
তোমার বুদ্ধির মোহ যবে দূরে যাবে॥
তুমি ত তখন এই সিদ্ধান্ত করিবে।
এই মহাপুরুষের শরণ লইবে॥
ভট্টাচার্য কহেন ভাল ভাল তা পারিবে।
এখন স্বকার্য্যে যাহ পশ্চাতে শিখাবে।
ইহা কহি ভট্টাচার্য্য উড়াইয়া দিলা।
আচার্য তখন তবে কিছু না বলিলা॥
স্থূল স্থূল কহি কিছু সংক্ষেপ কথনে।
এ সকল লীলা প্রত্যক্ষ ত্রিভুবনে॥
যেমতে পাইল রাজা প্রভুর চরণ।
তাহার প্রসঙ্গে কহি এ সব কথন॥
তবে ভট্টাচার্য্য পুন কহয়ে প্রভুরে।
বেদান্ত শুনহ নাচ কাচ করি দূরে॥
প্রভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত।
হয় তাই কর কৃপা করি যে উচিত॥
মূর্খ মুই মোর নাহি দিগ-পাশ-জ্ঞান।
দয়া করি কর যাতে মোর পরিত্রাণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে।
ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে॥
এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত বাখানে।
সাতদিন ধরি প্রভু বসি মাত্র শুনে।
নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান।
মায়াবাদময় যাহা পাষণ্ডী বিধান॥
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য।
কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য॥
ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মৌন করি রহ।
বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ॥
প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ।
সকলি যে বিপর্য্যয় ব্যাখ্যান অনর্থ॥
সৎ-চিৎ-আনন্দময় রূপ ভগবান্।
অনন্ত স্বরূপশক্তি যোগময়া হন॥
জীব নিত্যদাস সেব্যসেবকসম্বন্ধ।
ইহার অন্যথা কর বড়ই এ ধন্দ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান।
লক্ষণা করিয়া সব কহ অবিধান॥
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনিত্য।
অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ॥
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে।
ভট্টাচার্য্য ইহা শুনি ক্রোধ হইল মনে॥
কহয় তুমি যে বড় আমারে শিখাও।
কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি কও॥
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি।
কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি আমি॥
তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল।
ষাইট-প্রকার তার সদর্থ করিল॥
শুনি ভট্টাচার্য তবে চমকিয়া কহে।
ইহা ত সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নহে॥
ভট্টাচার্য্য যে ছিল পাণ্ডিত্য-অভিমান।
গেল যদি তবে প্রভু হৈলা কৃপাবান্॥
আচম্বিতে ভট্টাচার্য্য দেখয়ে প্রভুরে।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে॥
এতেক শুনিয়া লোক যাইয়া কহিলা।
ত্রিলোক ভাগিয়া এক বনে লুকাইলা॥
বিবাহের পূর্ব্বদিন পুন লোক আইল।
লাগ না পাইয়া গিয়া রাজারে কহিল॥
রাজা শুনি নিজ ভৃত গণেরে কহয়ে।
স্বর্ণকারে বান্ধি আন যেখানে থাকয়ে॥
কৃষ্ণচন্দ্র দেখি নিজ ভক্তের উপর।
আপদ পড়িলা বলি হইলা কাতর॥
ভক্তবৎসল ভক্তরক্ষার কারণ।
দুই স্বর্ণকলস যে অপূর্ব্বগঠন॥
ত্রিলোকের রূপ ধরি আপনি লইয়া।
রাজার নিকট প্রভু আইলা ধাইয়া॥
রাজার সভায় নিয়া সম্মুখে রাখিলা।
রাজা সভাসদ সহ আনন্দ হইলা॥
সবাই প্রশংসে অতি সুগঠন হেরি।
পুনঃপুন দেখে রাজা নিজহস্তে ধরি॥
রাজা কহে এতেক গঠন হৈল কেনে।
তেঁহ কহে বনাইতে করি সুগঠনে॥
মার্জ্জন করিতে গেনু সুমিষ্ট জলেতে।
পলাইল বলি মোর খাইয়া গৃহেতে॥
যেরবার করি মহা-উৎপাত করিল।
যেজমত করি তার এই ফল হৈল॥
এতেক কহিয়া প্রভু ভজি উটাইলা।
ক্রোধ করিয়া চাহি পাঁচ পদ গেলা॥
ফিরাইয়া রাজা অতি লজ্জিত হইয়া।
নিজলোকে কহে ত্রিলোকের বাটী গিয়া॥

পদাতিকগণে শীঘ্র উঠাইয়া আন।
কোন উপদ্রব তথা নাহি করে যেন ॥
ত্রিলোক জ্ঞানেতে রাজা শিরোপা করিল।
বহু অর্থ দিয়া পুন তাহারে তুষিল ॥
প্রভু সেই অর্থ আদি ত্রিলোকের ঘরে।
লইয়া যাইয়া রাখি ধরি রূপান্তরে ॥
বনেতে ত্রিলোক যথা আছেন বসিয়া।
খাদ্যসামগ্রী নিয়া গেলেন চলিয়া ॥
সামগ্রী সম্মুখে দিয়া কহে দ্রুততর।
রাজা বহু অর্থ দিলা শীঘ্র যাহ ঘর ॥
সোণার কলস পাই অতি তুষ্ট হৈল।
শাল শিরোপা বহু পুরস্কার দিল।
কহিতে কহিতে হরি অন্তর্দ্ধান হৈল ॥
ত্রিলোক অন্তরে অনুমানেতে বুঝিল ॥
জানিলাম কৃষ্ণ এই মায়া প্রকটিল।
খাইয়া চলিল কিছু কারে না কহিল ॥
ঘরে গিয়া দেখে নানা দ্রব্য কতমত।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় আর হইল শত শত ॥
অর্থ পাইয়া সাধু করে কৃষ্ণ-সেবা।
প্রেমানন্দে রহে মগ্ন সদা রাত্রি দিবা ॥
সোণার কলস আনে যেই কারিগর।
তাহার সহিত যে ত্রিলোক স্বর্ণকার ॥
আমার হৃদয় রত্ন সেই দ্'জনার।
অভয় চরণ যাহা বিনে নাহি আর ॥

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজার।

শ্রীপুরুষোত্তমবাসী রাজা প্রতাপরুদ্র।
যাঁহার স্মরণে নাশে সকল অভদ্র ॥
প্রতাপ প্রচণ্ড যাঁর প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়তা।
অন্য ক্ষত্রিয়ে তাঁরে আগে মানে কাপুরুষতা ॥
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা যে দৃঢ়তর হয়।
তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা সাধি শালাঘা করয় ॥
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের যে প্রতিজ্ঞে।
যে প্রতিজ্ঞা ত্রিভুবনে প্রশংসয় বিজ্ঞে ॥
মুনি ঋষি তপস্বী বেধস ভব শেষ।
কোটি কল্প তপে যার না পায় উদ্দেশ ॥
তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রদ করি তাহা।
সাধিল আপন পণ নিজ সাধ্য যাহা ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র হরি।
তাঁহারে জিনিল তাঁর সনে হঠ করি ॥

গৌরচন্দ্র কহয়ে যে রাজদরশন।
কদাচ না করিব করিল দৃঢ় পণ ॥
মহারাজা কহে মুই অবশ্য মিলিব।
শ্রীচরণে দৃঢ় মন আত্ম সমর্পিব ॥
রাজ্যধন দেহ প্রাণ গণনা না কৈলা।
ধন্য মহারাজ সেই প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥
অভয় পরম নিধি শ্রীচরণপদ্ম।
জিনিয়া লইয়া হৃদে করিলেন বন্ধ ॥
শ্যামলসুন্দর বনমালা পীতবাস।
শ্রীবৎস কৌস্তভ স্বর্ণরেখা শ্রীনিবাস ॥
দেখি চমৎকার ভট্ট অনিমিষে চাহে।
প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত সংবিৎ নাহি দেহে ॥
দেখিতে দেখিতে আর সে রূপ না দেখে।
পূর্ণব্রহ্মরূপ পুন গৌরাঙ্গ নিরখে ॥
তখন যে গোপীনাথ আচার্য্যের বাক্য।
স্মরণ হইল তাহা হইল প্রত্যক্ষ ॥
পরম ভকতিভাবে যতন করিয়া।
রাখিল আপন গৃহে সেবা নিরূপিয়া ॥
শুদ্ধভাবেতে গিয়া কহে রাজস্থানে।
এক মহাপুরুষ আইলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
শ্রীচৈতন্য নামশ্রীকৃষ্ণের অবতার।
চতুর্ভুজ রূপ মোর হইল গোচর ॥
অনির্ব্বচনীয় সেই অলৌকিক রূপ।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া কান্তি পরম অনুপ ॥
রাজা শুনি চিত্তে কিছু আশ্চর্য্য মানিল।
অনেক বিতর্ক করি ভাবিতে লাগিল ॥
পুরুষোত্তমমধ্যে চতুর্ভুজ হয় সবে।
তার মধ্যে বিশেষ প্রকার কিছু হবে ॥
রাজা যদি এত মনে বিতর্ক করিলা।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি প্রভু তা জানিলা।
আরদিন ভট্টাচার্য্য দেখে আচম্বিতে।
ষড়্ভুজ প্রভু তিন অবতার মতে ॥
শ্যামবর্ণ দুই হস্ত মুরলিবদন।
দূর্ব্বাদলশ্যাম দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ।
হেমবর্ণ দুই হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হেরি জুড়ায় নয়ান ॥
ভট্টাচার্য্য দেখি পুন রাজারে কহিল।
অন্তঃপটে প্রভু নৃপে কৃপাবান্ হৈল ॥
রাজার জন্মিল মহা প্রেম-অনুরাগ।
চৈতন্য হইল রাগ সর্ব্বত্র বিরাগ ॥
শ্রীচৈতন্য ধ্যান জ্ঞান শ্রীচৈতন্য প্রাণ।
শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর নাহি জানে আন ॥

শিষ্টলোক পাঠায় শ্রীচৈতন্যচরণে।
একান্ত মিলিয়া চাহে লইতে শরণে॥
প্রভু তাহা নাহি শুনে উপেক্ষা করয়।
কহে সন্ন্যাসীর রাজভেট না জুয়ায়॥
তবে রাজা ভক্তবৃন্দগণের চরণে।
ধরিয়া পড়িল মিলিবারে প্রভুসনে॥
ভক্তগণ যোগ্যপাত্র জানিয়া রাজারে।
যোড় কর করি সবে কহয়ে প্রভুরে॥
রাজা তব চরণে শরণ লইবারে।
কাতর হইল একবার হের তারে॥
প্রভু কহে হেন বাক্য পুন না কহিবে।
পুন যদি কহ তবে হেথা না দেখিবে॥
সন্ন্যাসীর অনুচিত রাজদরশন।
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥
এত শুনি ভক্তবৃন্দ আর না কহিলা।
রাজা তাহা শুনি অতি খেদিত হইলা॥
আর্ত্তনাদ করি কহে তাপিত হইয়া।
আইলা প্রভু ত্রিভুবননিস্তার লাগিয়া॥
জগৎ তারিব একা প্রতাপ রুদ্র বিনে।
একান্ত যে এই কি প্রতিজ্ঞা কৈল মনে॥
শুনিলাম জগাই মাধাই তরাইল।
আমি ত পাতকী তবে কি দোষ করিল॥
তবে যদি উপেক্ষিলা কি কার্য্য বাঁচিয়া।
প্রাণ ত্যাগ করি তবে তাঁরে সঙরিয়া॥
রায় রামানন্দ তবে আশ্বাস করিয়া।
রাখয়ে রাজার প্রাণ মরিতে না দিয়া॥
পুনর্ব্বার ভক্তবৃন্দ প্রভুস্থানে কহে।
তোমা বিনে রাজা প্রাণ তেজিবারে চাহে॥
অন্তরে রাজার প্রতি প্রভু কৃপাবান্।
বাহে কিছু লোকশিক্ষা হেতু করে ভাণ॥
কপট করিয়া পুন কহে ভক্তগণে।
নারায়ণ বলি দুই হস্ত দিয়া কাণে॥
মহাবিষয়ী যে রাজা তাঁহার মিলনে।
পুন যদি কহ তবে না রব এখানে॥
ভয়ে ভক্তবৃন্দ তবে পুন না কহিল।
রাজার আগ্রহ দেখি চিন্তিত হইলা॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা নাহি করিব মিলন।
রাজার প্রতিজ্ঞা তবে ছাড়িব জীবন॥
তবে ভক্তবৃন্দ এক উপায় সৃজিলা।
রায় রামানন্দ নৃপে উপদেশ দিলা॥
প্রভু যবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিবে।
অর্দ্ধবাহ্য দশাভাব যখন জানিবে॥
সেইকালে রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক।
করিতে করিতে পাঠ যাইবে সম্মুখ॥
আনন্দে ধরিয়া প্রভু আলিঙ্গন দিবে।
কৃপা করিবেন তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে॥
ইহা শুনি রাজা বড় আনন্দিত কৈল।
সেই শুভকাল লক্ষ্য করিয়া রহিল॥
রথাগ্রে নর্ত্তন প্রভুর মহা চমৎকার।
প্রসিদ্ধ যে ধ্যান হৃদে আছে সবাকার॥
নর্ত্তনের পরে ভক্তবৃন্দের সহিতে।
বিশ্রাম করিলা জগন্নাথের বাগিচাতে॥
অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে।
অল্পে অল্পে রাজা গিয়া দাণ্ডাইলা পাশে॥
রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক পাঠ করি।
উচ্চ করি গায় তাহা শুনি গৌরহরি॥
প্রেমানন্দ-সুখে কহে কে তুমি হে বন্ধু।
কর্ণেতে ঢালিলে মোর সুধারসসিন্ধু॥

শ্লোক শ্রীগোপীগীতা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

কৃষ্ণকথা সন্তপ্ত জীবনে সুধা বর্ষণ করে। তত্ত্বদর্শী কবিবৃন্দ উহাকে পাপনাশকারী বলিয়া বর্ণন করেন। উহা শ্রবণ মঙ্গলময় ও শান্তিদায়ক। এই পৃথিবীতে যাঁহারা বিস্তারিতভাবে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ভূরিদা অর্থাৎ ভূরিপরিমাণে অমৃতদাতা।

এত কহি প্রেমাবেশে উঠিয়া রাজারে।
গাঢ় আলিঙ্গন করি দুনয়ান ঝুরে॥
দোঁহে ভূমে গড়ি কান্দে দৃঢ় আলিঙ্গনে।
আনন্দেতে জয় জয় করে ভক্তগণে॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু সংবিৎ পাইল।
উঠিয়া সম্ভ্রমে দেখে নৃপ আলিঙ্গিল॥
যদ্যপি রাজারে প্রভু দৃঢ় কৃপা কৈল।
ভক্তগণ শিক্ষা হেতু ভঙ্গি উঠাইল॥
ছি ছি বিষয়ীর সঙ্গ হইল আমার।
নারায়ণ নারায়ণ এ কি তিরস্কার॥
শ্রীমান্ প্রতাপরুদ্র মহারাজ ধীর।
যতেক ক্ষত্রিয়মধ্যে এক মহাবীর॥

যত দৃঢ়ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠ দৃঢ়ব্রত।
গৌরাঙ্গ জিতিল যাথে অদ্ভুত-চরিত্র॥
তুচ্ছ রাজাগণ গ্রাম জিতি করে শ্লাঘা।
চৈতন্যে নাহিক রতি অতি সে দুর্ভাগ্য॥
ধন্য ধন্য ধন্য রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র॥
যার পদরজে যায় সংসার অভদ্র॥
প্রভুর পার্ষদ হৈল প্রেমানন্দে ভাসে।
দেবগণ জয়শব্দ করয়ে আকাশে॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ স্থূল করিনু কীর্ত্তন।
আমার শকতি নহে বাহুল্যলিখন॥
তাঁহার শ্রীচরণরজের এক কণ।
আশা করি কৃষ্ণদাস করে নিরীক্ষণ॥

শ্রীগোবিন্দদাস গোস্বামী।

গোবর্দ্ধনগ্রামে বাস শ্রীগোবিন্দদাস।
নাথজী গোপাল গোবর্দ্ধনে যাঁর বাস॥
তাঁর সহ সখ্যভাব সদা কেলি করে।
শুদ্ধভাবাক্রান্ত যাথে ঐশ্বর্য্য না স্ফুরে॥
গোবিন্দদাসের দেখ সৌভাগ্যের সীমা।
চমৎকার-কারী যার নাহিক উপমা॥
অলপ বয়স হয় গোবিন্দদাসের।
পরিপাক সাধন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের॥
গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীনাথজীর সহ!
খেলাইতে যান মাঠে করিয়া উৎসাহ॥
একদিন দাণ্ডাগুলি খেলে দুই জনে।
গোবিন্দের দাণ্ডা হৈল নাথজীর সনে॥
খেলা ছাড়ি নাথজী আইলা পলাইয়া।
পাছু পাছু গোবিন্দ ধরিতে যায় ধায়া॥
নাথজী মন্দিরে গিয়া সিংহাসনোপরি!
দাণ্ডাইয়া নিজ গিরিধারি-ভঙ্গি করি॥
গোবিন্দ যাইয়া নাথজীর শিরোপরি।
তাকিয়া মারিল এক গুলি দম্ভ করি॥
পূজারি সেবকগণ তাহারা দেখিয়া।
সোরসার করি সবে আইল হাঁকিয়া॥
ধরিয়া তাহারে চড় চাপড় মারিয়া।
বাহির করিয়া দিলা গলে হাত দিয়া॥
ক্রোধ করি গোবিন্দ কহয়ে নাথজীরে।
মোর দাণ্ডা ভাঙ্গি গিয়া রহিল মন্দিরে॥
আর মোরে লোক দিয়া নিগ্রহ করিলি।
ভাল অরে দুষ্ট ছোঁড়া শিখাব যে কালি॥
ইহার সাজাই তোরে ভালমতে দিব।
সাজাই না দিয়ে তোরে জল না খাইব॥
এত কহি গোবিন্দ গৃহেতে নাহি গেল।
গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসিয়া রহিল॥
হেথায় নাথজীর ভোগ প্রস্তুত হইলা।
গোসাঞিরে নাথজীউ ক্রোধে জানাইলা॥
গোবিন্দ আমার সহ খেলিতে আইল।
নিগ্রহ করিয়া তারে নিকলিয়া দিল॥
যতেক মারিল মোর শরীরে বাজিল;
সব অঙ্গে অঙ্গে মোর বেদনা হইল॥
নিগ্রহ খাইয়া গিয়া গোবিন্দকুণ্ডের।
তীরে বসি আছে নাহি যায় নিজঘর॥
অন্ন জল নাহি খায় উপবাসী হয়।
আমি নাহি খাব সে না আইলে হেথায়॥
এতেক শুনিয়া যে চমক পড়ি গেলা।
পরস্পর সবে ব্যস্তসমস্ত হইলা॥
এত যে মহিমা গোবিন্দের জানি নাই।
হাহাকার করি মূর্চ্ছা হইলা গোসাঞি॥
গোবিন্দের তলাসে চলিলা সবে ধাই।
ঘরে বনে মাঠে খুঁজি কোথাও না পাই॥
গোবিন্দকুণ্ডের তীরে দেখে বসি আছে।
রাগান্বিত হাতে এক ছড়ি নাচাইছে॥
নিকটে যাইয়া কহে বিনতি করিয়া।
নাথজী তোমার স্থানে দিলা পাঠাইয়া॥
তোমা না দেখিয়া তেঁহ কিছু না খাইলা।
তুমি রুষ্ট হইলে বলি উপবাস কৈলা॥
গোবিন্দ কহয়ে আঁধি হইয়া পলাইল।
আর মোরে নিগ্রহ করিয়া নিকাশিল॥
তারে আমি এই ছড়ি দিয়া যে পিটিব।
যেমন সে তার আজি উচিত করিব॥
গোবিন্দের ভাব-ভক্তি তাঁহারা বুঝিয়া।
কহেন শ্রীনাথজীর আশয় জানিয়া॥
হারি মানি নাথজীউ তোমার নিকটে।
কহি পাঠাইল পুন খেলিবেক মাঠে॥
তাহা শুনি গোবিন্দ হর্ষ হইয়া কহয়।
হারি মানি নিজ তবে যাইব তথায়॥
ইহা কহি উঠিয়া চলিলা শ্রীমন্দিরে।
কটিতে লেঙ্গটি এক ধূলায় ধূসরে॥
হাতে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা খেলার সামগ্রী।
হাসিতে হাসিতে গিয়া নাথজীর অগ্র॥
টিটিকারি দিয়া কহে এখন কেমন।
হারি মানি মোর ঠাঁই বাঁচিলে যে ধন॥

মন্দিরে যাইয়া দেখে শ্রীমুখ মলিন।
না খাইল জানিয়া হৃদয়ে হইল ক্ষীণ॥
গোবিন্দ কহয়ে ভাই খাও নাহি কেনে।
বদন মলিন দেখি দগধে পরাণে।
মন্দিরে কপাট দিয়া দোঁহে বসি খায়।
হাসিতে খাসিতে মহা আনন্দ উদয়॥
তখন সকল লোক গোবিন্দদাসের।
মহিমা জানিয়া ধূলি লয় চরণের॥
এক দিন শ্রীগোবিন্দ শৌচ ফিরিতে।
বসিয়াছে মাঠে কিন্তু মন নাথজীতে॥
নাথজী দেখিয়া তারে মুচকি হাঁসিয়া।
আকন্দের ফলগুলা উঠাইয়া নিয়া॥
কোঁড়ছে করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে।
রঙ্গভঙ্গি করি যায় নাচিতে নাচিতে॥
মৃদু মৃদু স্বরে গান করিতে করিতে।
কভু গালবাদ্য কভু তুড়ি দিতে দিতে॥
হেলিয়া দুলিয়া নানা ভঙ্গি করি চলে।
নূপুর ঘুঙ্গুর বাজে চরণকমলে॥
ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ।
ঝন্‌মল করি বাজে কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
নাসায় নোলক দোলে যেন পূর্ণশশী।
গোবিন্দের সম্মুখে যাইয়া হাসি হাসি॥
কোঁড়ছ হইতে আকন্দের ফল নিয়া।
গোবিন্দের অঙ্গে মারে তাকিয়া তাকিয়া॥
রূপ দেখি শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দে চাহে।
বাহ্য বিস্মৃত সাধু জড়বত রহে॥
পুঃনপুন নাথজীউ মরিতে মরিতে।
বাহ্য হৈল গোবিন্দের উঠিল তুরিতে॥
জলশৌচ না করিয়া অমনি উঠিয়া।
নাথজীর পাছে পাছ চলয়ে ধাইয়া॥
আকন্দের ফল তুলি তুলি ফিকি মারে।
হাসি হাসি নাথজী ছুটিয়া যায় দূরে॥
হায় হায় সে রূপ সে হাস্য সে গমন।
সে ভঙ্গি সে রঙ্গি নাট সে চন্দ্রবদন॥
দেখি কি পরাণ কেহ ধরিবারে পারে।
গোপীর কি দোষ কেবা সংবরিতে পারে॥
আকাশে দেবতাগণ হেরে অনিমিখে।
দেবকন্যা গন্ধর্ব্বাদি-স্ত্রী লাখে লাখে॥
পলাইয়া গিয়া নিজমন্দিরে রহিলা।
গোবিন্দ গোবিন্দকুণ্ড তীরেতে বসিলা॥
মাতা তাঁর আসি বহু ভর্ৎসন করিয়া।
ঘরেতে লইয়া গেল ভোজন লইয়া॥

ভোজন করিতে বসি মনেতে পড়িল।
শৌচ করিয়া জলশৌচ না করিল॥
মাতারে কহয়ে মুই নাহি ছোঁচাইল।
মাতা তাহা শুনি পুন ভর্ৎসন করিল॥
অন্ন তেয়াগিয়া উঠি ছোঁচাইল গিয়া।
ভোজন না হৈল হোথা নাথজী জানিয়া॥
গোসাঞিরে আজ্ঞা দিলা গোবিন্দ লাগিয়া
প্রসাদসামগ্রী পাঠাও প্রচুর করিয়া॥
নানান সামগ্রী নানা প্রসাদ উপায়।
থালি ভরি গোবিন্দের গৃহেতে পাঠায়॥
গোবিন্দ কহয়ে হাসি মারি খাবার ভয়ে।
নাথজী আমার ডরে সামগ্রী পাঠায়ে॥
মাতা শুনি কহে দূর দূর দুষ্ট ছোঁড়া।
বিশেষ না বুঝে তেঁহ ব্রজোবাসী ভোরা॥
নাথজীর সহ নীজ পুত্রের যে সম্বন্ধ।
না বুঝি পুত্রের ভাব পড়ে গালি মন্দ॥
গোবিন্দ-চরিত্র হয়ে সুধার সদন।
সর্ব্ব-মন-রঞ্জন বিশেষ সাধুজন॥
গাইয়া তাঁহার আগে প্রেমের অঙ্কুর।
কৃষ্ণদাস মাগে এই কলির অঙ্কুর॥

শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী।

কৃষ্ণদাস নাম এক ব্রাহ্মণকুমার।
পঞ্চাল লাহোর দেশে উদ্ভব তাঁহার॥
বয়সে সপ্তমবর্ষ আচম্বিতে তাঁর।
গৌরাঙ্গ উদয় হৈল হৃদয়-মাঝার॥
গৌরাঙ্গ নাহিক দেখে নাম নাহি শুনে।
প্রভু কি ভঙ্গি কেউদয় হৈল মন॥
গৌড়দেশ আর যে দক্ষিণ উদ্ধারিলা।
পশ্চিম- উদ্ধার হেতু এক ভঙ্গি কৈলা॥
ভাগ্যবান অই বিপ্র-বালক-অন্তরে।
প্রকাশ হইয়া কৈলা উদাস তাহারে॥
নিত্যসিদ্ধ তেঁহ গৌরাঙ্গের অনুচর।
জন্মাইলা পশ্চিমে লোক করিতে উদ্ধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি কান্দেন বালক।
কিছু নাহি তায় চিত্তে করে ধকধক॥
গৃহ হৈতে বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে।
ধাইয়া চলিলা শ্রীচৈতন্য বলি ডাকে॥
দু'নয়ানে বহে ধারা উন্মত্তের ন্যায়।
ফল জল গব্য মাত্র আহার করয়॥

উপনীত হৈল আসি শ্রীবৃন্দাবন।
দরশন করিলা শ্রীমান-গোবর্দ্ধন॥
গোবর্দ্ধন- উপরে গোপাল-দরশন।
করিয়া হইলা শিশু আনন্দিত মন॥
শ্রীল-মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির সেবক।
গোপালের পূজারি দেখে অপূর্ব্ব বালক॥
গোপাল হেরিয়া যে নয়ান জলে ভাষে।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে প্রেমের আবেশে।
দেখিয়া আনন্দ হৈল পরম যতনে।
নিকটে রাখিয়া অতি প্রেমের বিধানে॥
সেবক হইলা শিশু পূজারি স্থানে।
উৎকণ্ঠা হইলা শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে॥
গৌড়েদেশ যাইবারে উৎখুটি হইলা।
সেইকালে গৌরাঙ্গ বৃন্দাবন আইলা॥
দরশন করি শ্রীগৌরাঙ্গ বলি কান্দে।
বামন যেমন হাতে পাইলেক চান্দে॥
শিশু কহে মোর হৃদে প্রবেশিলা যেই।
দেখিয়া জানিনু প্রভু তুমি হও সেই॥
শরণ লইনু প্রভু কৃপা কর মোরে।
নিজদাস বলিয়া করহ অঙ্গীকারে॥
মুচকি হাসিয়া প্রভু দয়ার্দ্র হইলা।
নিজকণ্ঠ হৈতে গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা॥
অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া বহু স্নেহ কৈলা।
গুঞ্জামালী বলিয়া আখ্যান তাঁর দিলা॥
সেই হইতে গুঞ্জামালী নাম তাঁর হইল।
গুঞ্জামালী বলি নাম ভুবনে ব্যাপিল॥
শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে।
পশ্চিমদেশেতে কর ভক্তির প্রচারে॥
পঞ্জাব লাহোর আর মুলতানাদি করি।
শাসন করগা কৃষ্ণভক্তি দান করি॥
তেঁহ কহে প্রভু মোর আছে কি শকতি॥
আমার শাসনে কেনে লইবে ভকতি॥
প্রভু কহে আমার বিভূতি তুমি হও।
মোর শক্ত্যে শাসন হইবে তুমি যাও॥
প্রথমে মুলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া।
লোক নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া॥
বড়ই প্রতাপ হৈল লোকে চমৎকার।
অলৌকিক দরশন আকার প্রকার॥
যারে কৃপা করে সেই কৃষ্ণভক্ত হয়।
শ্রীচৈতন্যপদে তাঁর মতি উপজয়॥
চৈতন্যে ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে।
প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে॥

পরম্পরা সম্প্রদায়ক্রমে সবলোক।
বৈষ্ণব হইল গেল সংসারের রোগ॥
তথা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বনয়ারি-চন্দ্র।
তাঁরে শিষ্য-করি ভক্তি দিলা প্রেমানন্দ॥
গাদির মহান্ত করি তাঁরে বসাইলা।
আপনি চলিলা পুন গুজরাট যাইয়া॥
সেবার শৃঙ্খলা তথা বড়ই করিলা।
শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ তথায় প্রকাশিলা॥
তথাকার লোক ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাহি জানে।
শিশ্নোদরপরায়ণ ধনী সব জনে॥
গুঞ্জামালী গোসাঞি দেখিয়া মূঢ়লোক।
দয়ার্দ্র হইয়া মনে পাইল অতি দুখ॥
কৃপা করি নিজ শক্তি ভক্তি প্রকাশিয়া।
উদ্ধারিলা সব লোক কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া॥
বৈষ্ণব হইল সবে বলে হরি হরি।
প্রেমানন্দে নাচয়ে যতেক নর নারী॥
প্রভুর যে গাদি বড় গৌড়ীয়া আখ্যান।
ছোট গৌড়ীয়ার তথা শুন বিবরণ॥
শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শাখা চক্রপাণি নাম।
পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি ধাম॥
প্রভুর প্রেরিতে গেলা পশ্চিম দিশাতে।
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥
গুজরাট গেলেন গুঞ্জামালি-নাম শুনি।
যাইয়া তাঁহার সঙ্গে হইল মেলানি॥
পরিচয় হইয়া মিলিয়া দুইজনে।
বহয়ে আনন্দধারা দোঁহার নয়নে॥
কতক-দিবস-পরে শ্রীল চক্রপাণি।
আর এক স্থানে সেবা প্রকাশে আপনি।
যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন।
শিষ্য প্রশিষ্য কৈলা ভক্তি-বিতরণ॥
অদ্বৈতপ্রভুর দয়া দিল বহুজন।
চৈতন্যের জয় বলি নাচে সর্ব্বজন॥
ছোট গৌড়িয়া বলি গাদির খেয়াতি।
আচার্য্যের গাদি সেই সবার সম্মতি॥
ছোট গৌড়িয়া আর বড় যে গৌড়ীয়া।
অদ্যাপিহ আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া॥
পরে গুঞ্জামালী গোসাঞি পঞ্জাবে আসিয়া।
ওলম্বা নামেতে গ্রাম তথায় বসিয়া॥
সেবা প্রকাশিলা বহু সেবক করিয়া।
জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া॥
জনার্দ্দন নামে বিপ্রকুলোদ্ভব শান্ত।
শিষ্য করি তাঁরে কৈলা গাদির মহান্ত॥

তেঁহ নিজ ছোট ভাই শ্যামজী গোসাঞিঃ।
তাঁহারে করিয়া শিষ্য গাদিতে বসাই॥
পঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিন্ধুনামে দেশ।
উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ॥
হিন্দু ত যতেক ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
মোছলমান যত ছিল হরিভক্ত হৈলা॥
গোসাঞিঃর সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া যবন।
দীক্ষাভাবে সেই নাম করিল গ্রহণ॥
হরিনাম জপে মালা-তিলক ধারণ।
যবনের আচার তেজিল সর্ব্বজন॥
বৈষ্ণব আচার করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অদ্যাবধি সেই রাজ্যে মোছলমানগণ॥
সেহ পূজ্যতম হয় শাস্ত্র অভিমতে।
কৃষ্ণভক্ত পবিত্র সন্দেহ নাহি ইথে॥

তথা হি—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে॥

যদি অষ্ট প্রকার ভক্তি ম্লেচ্ছে বিদ্যমান থাকে, সেও বৈষ্ণব হয়।

তার পরে পঞ্জাব মুলতান গুজুরাত।
সুরত-আদি দেশে প্রভু চৈতন্যভকত॥
ক্রমে ক্রমে দিগ সব শ্রীচৈতন্যদায়।
নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তানের শিষ্য হয়॥
কথক শ্রীপণ্ডিত গোস্বামি-পরিবার।
শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার হয়ে বহুতর॥
তবে গুঞ্জামালী সর্ব্ববিষয়ে তেজিয়া।
বৃন্দাবনে বাস কৈলা একাকী হইয়া॥
চৈতন্যপাদ গুঞ্জামালী মহামতি।
তাঁর শ্রীচরণে কৃষ্ণদাসের মুকতি॥

শ্রীমথুরাবাসি-বৈষ্ণবগণ।

আর যত মথুরামণ্ডলবাসী সাধু।
কতোকগুলিনেরে করি নামগানসাধু॥
রঘুনাথ গোপীনাথ রামদাস দাশু।
গুঞ্জামালী বিঠ্ঠল শ্রীরামানন্দ জসু॥
গোবিন্দ মুরলি সৌতি শ্রীযদুনন্দন।
হরি দাস মিশ্র আর মুকুন্দ ভগবান্॥
চতুর্ভুজ বিষ্ণুদাস আর রঘুনাথ।
মহা-অনুভব সব কৃষ্ণ যার নাথ॥

ইত্যাদি করিয়া বহু ব্রজের বৈষ্ণব।
কৃষ্ণদাস মাগে ইহাঁ-সবার কৃপালব॥

কলিযুগে ভক্তরাজ যত নারীগণ।
তার মধ্যে কতকগুলি করিব গণন॥
সীতাঝালী গঙ্গা আর উমা ভটিয়ানী।
সুমতি কুমারী গৌরী গণেশদেবরাণী॥
স্বলা লখা মানবতী শুচি সত্যভামা।
যমুনা কমলা মৃগা দেবী কোলী রামা॥
জুগো জেবা হীরা হরিচেড়ী আর দেবকী।
কৃষ্ণদাসশিরে পদ দিয়া কর সুখী॥

শ্রীগণেশদে রাণী।

ওড়ছো বলিয়া দেশ রাজা তথাকার।
মধুকর-সাহা নাম পাটরাণী তার॥
গণেশদে রাণী নাম সাধুসেবী হয়।
বৈষ্ণবের ভেক দেখি চরণে লুটায়॥
অবারি দুয়ার গৃহে বৈষ্ণব যাইতে।
আনন্দে লইয়া রাণী সেবে বিধিমতে॥
একদিন চোর এক বৈষ্ণবের বেশে।
অন্দরেতে গেলা চুরি করিবার আশে॥
রাণী দেখি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া।
অতি সমাদর কৈল সৌভাগ্য মানিয়া॥
নানামত সেবা কৈল গদগদ হিয়া।
চরণ সেবন কৈল ভকতি করিয়া॥
নির্জ্জন পাইয়া চোর নিজমূর্ত্তি ধরি।
কহে মোহরের থলি দেহ বাহির করি॥
আনন্দিত হৈয়া রাণী একথলি দিল।
আর দেহ বলি চোর রাগত হইল॥
আর দিব বলি রাণী সম্মত হইল।
তথাচ স্বভাব দুষ্ট দৌরাত্ম্য করিল॥
রাণীর উরুতে তীক্ষ্ণ কাটারি মারিয়া।
মোহরের তোড়া নিয়া গেল পলাইয়া॥
রক্ত বহি যায় অতি দুঃসহ বেদনা।
তথাপি প্রকাশ নাহি করিল সুমনা॥
বৈষ্ণবের নিন্দা পাছে করে লোকে শুনি।
এ কারণ প্রকাশ না করিলেক ধনী॥
পটি বান্ধি উরুতে মৌনেতে পড়ি রহে।
রাজা জিজ্ঞাসিলের রজোযোগ হয়ে রহে॥

দুই তিন দিন পরে পুন রাজা কহে।
কি হইল এ ত তব রজোযোগ নহে॥
পীড়া কিছু হৈল কিংবা কারণ কি কও।
পীড়া দেখি তব দেহে অথচ ছাপাও॥
তবে রাণী পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিল।
অপরাধ লাগি কোন বৈষ্ণবে মারিল॥
না বুঝিয়া পাছে লোক বৈষ্ণব নিন্দয়।
এ কারণে না কহিনু রাখিনু হৃদয়॥
এতেক শুনিয়া রাজা চমৎকার হৈল।
সাধু সাধু বলিয়া রাণীরে প্রশংসিল॥
এতেক বিশ্বাস তব বৈষ্ণবের প্রতি!
মুই না জানিনু মর্ম্ম মোর ধিক্ মতি॥
অতএব বৈষ্ণবের ভেক দেখি মাত্র।
আদর কর্ত্তব্য না বিচারি পাত্রাপাত্র॥
গণেশ-দের রাণী পাদধৌত পানি।
কৃষ্ণদাস বাঞ্ছয়ে পরম ত্রাতা জানি॥

লাখা নামে ভক্ত লোকে ডোমজাতি কহে!
কিন্তু দেব পিতৃ তাহে পুজিবারে চাহে॥
সাধু সম্বন্ধে তেঁহ ভুবন পাবন।
অন্তের সম্বন্ধে নীচজাতি অভাজন॥
নাভাজী কহেন মোর মাথার মুকুট।
বৈষ্ণবসেবনে যার ভকতি অটুট॥
আকাল সময়ে মালা তিলক ধারণ।
করিয়া আইসে যে ইতর যত জন॥
বৈষ্ণবের বেশ দেখি বৈষ্ণবসমান।
সেবা-পূজা করে নাহি করে হেয় জ্ঞান॥
তাহে পরিতোষ কৃষ্ণ ছদ্মরূপ ধরি।
বলদে বলদে বহু গম যব ভরি॥
আনিয়া ঢালিয়া দিলা আঙ্গিনার মাঝে।
দুগ্ধবতী দুটী গরু আনে দুগ্ধ-কাজে॥
আঙ্গিনাতে আনি প্রভু অন্তর্দ্ধান কৈল।
কে আনিল কে রাখিল কেহ না জানিল॥
রাত্রে স্বপ্নে কহে হরি লাখা ভকতেরে।
কুঠী ভরি রাখ গম গাই দুটি ঘরে॥
যত গম নিতি নিতি খরচ করিবে।
নাহি ফুরাইবে দুগ্ধ অইমত পাবে॥
এতেক শুনিয়া সাধু বড় হর্ষ হৈল।
বৈষ্ণবসেবার বড় ঘটা আরম্ভিল॥

তবে পুরুষে ত্তমে জগন্নাথ দেখিবারে।
প্রেমাবেশে উৎকণ্ঠিত হইল অন্তরে॥
মাড়োয়ার দেশ হৈতে অষ্টাঙ্গ করিয়া।
চলিলেন মহাশয় গদগদ হিয়া॥
বহুদিন পরে যবে নিকট হইলা।
জগন্নাথ তবে পাণ্ডাগণে আজ্ঞা দিলা॥
লাখা নামে ভক্ত এক আমার আসিছে।
যনে চড়াইয়া তারে আন মোর কাছে॥
আজ্ঞা পাইয়া তারে পালকিতে করি।
আনিয়া দিলেন তবে প্রভু বরাবরি॥
প্রভু ভৃত্য দরশনে আনন্দ হইল।
ভকতবৎসল হরি লোকেতে দেখিল॥
কতোক দিবস থাকি লাখাজী চলিলা।
পথে পথে এক দিন ভাবিতে লাগিলা॥
বিবাহের যোগ্য এক কন্যা ঘরে হয়।
ঘরে অর্থ কিছুমাত্র নাহিক সঞ্চয়।
বিবাহ কিমতে হবে নাহিক উপায়।
যাহা হয় হইবেক কৃষ্ণের ইচ্ছায়
ভক্তাধীন জগন্নাথ জানিয়া অন্তরে।
এক মহাজনে স্বপ্নে কহে মাড়োয়ারে॥
লাখা নামে ভক্ত মোর শীঘ্র তার ঘরে।
সহস্রেক মুদ্রা দিবে না চাহিবে পরে॥
মহাজন স্বপ্ন দেখি বিচার করিয়া।
লাখার ঘরণী-স্থানে টাকা দিলা নিয়া॥
কি হেতুক টাকা দিলে কহে ঠাকুরাণী।
তেঁহ কহে মুই কিছু হেতু নাহি জানি॥
শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথের আজ্ঞা হৈলা।
ইহ কহি মহাজন গৃহে চলি গেলা॥
কত দিবসে গৃহে লাখাজী আইলা।
টাকার প্রসঙ্গ শুনি চমকিত হৈলা॥
বিচার করিয়া সাধু অন্তরে বুঝিলা।
শ্রীমান্ জগন্নাথের হয় এ সকল লীলা॥
লাখাজীর শ্রীচরণ করিয়া ধেয়ান।
কৃষ্ণদাস কিছু তাঁর করে গুণগান॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ধাঁকা-রাঁকা-আদি-ভক্তগুণকথনং
একবিংশ-মালা॥ ২১॥

দ্বাবিংশ মালা।

—•—

নরসী-ভক্ত-আদি-গুণকথন

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

শ্রীনরসী ভক্ত।

জুনাগড় বাস হয় কৃষ্ণে ভক্তিমন্ত।
নরসী ভকত নাম সবার সুশান্ত॥
শক্তি নাহি করিবারে অর্থ উপার্জ্জন।
ভাই অপমানে করে ভরণ-পোষণ॥
নরসী যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একদিনে।
জল চাহে গিয়া 'নিজ ভাউজের স্থানে॥
বেজার হইয়া কহে ভাউজ মুখরা।
খাইতে আছহ মাত্র অতিথের পারা'॥
যোগ্যতা নাহিক কিছু আশিস করিয়া।
খাইতে অনেক আছে শিরে হস্ত দিয়া॥
এইমত ভর্ৎসন অনেক করিল।
বাহির করিয়া দিল জল নাহি দিল॥
ভাউজ এতেক যদি অপমান কৈল।
অভিমানে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল॥
প্রাণ তেয়াগিব বলি বনে প্রবেশিল।
ব্যাঘ্রে খাউক বলি সঙ্কল্প করিল॥
প্রবেশ করিল গিয়া বহুদূরবনে।
এক শিবালয় হয় তথা সুনির্জ্জনে॥
শিবের আলয়ে গিয়া পড়িয়া রহিল।
সাত দিন অনাহার কিছু না খাইল॥
আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া।
বর মাগ কহে নিজমূর্ত্তি প্রকাশিয়া॥
নরসী কহয়ে দণ্ডবৎ ভক্তি করি।
কি বর মাগিব মুই বুঝিতে না পারি॥
সর্ব্বোত্তম যাহা হয় তাহি মোরে দেহ।
আপনি সকল জান বিচার করহ॥
চিন্তিয়া দেখিলা দেব কৃষ্ণভক্তি বিনে।
সর্ব্বোত্তম কিছু নাই এ তিন ভুবনে॥
নরসীও বৈষ্ণব কৃষ্ণচরণ-আশ্রিত।
কৃষ্ণপ্রেমদান হয় ইহারে উচিত॥
কৃষ্ণপ্রেমদাতা মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্কর।
বড় কৃপা কৈলা দেব নরসী উপর॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিয়া তাহারে লইয়া।
বৃন্দাবন গেলা দেব হরষিত হৈয়া॥
যথা নিত্য রাসলীলা কৃষ্ণচন্দ্র করে।
ভক্তির প্রভাবে দোঁহে গোপীরূপ ধরে॥
গোপীরূপে শ্রীরাসমণ্ডলে যবে গেলা।
মুচকিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে লাগিলা॥
গোপীগণ ঠাঁরে ঠে'রে হাসিয়া কহয়।
কোথা হৈতে আইলা এ নূতন সখীদ্বয়॥
নরসী দেখিয়া শ্রীমান্ রাধাকৃষ্ণরূপ।
গোপীগণশোভা রাসমণ্ডল অনুপ॥
বিভোল হৈলা মুখে নাহি সরে বাণী।
গোপীগণ হাসেন ধরিয়া তাঁর পাণি॥
এইরূপে অনেক যে কৌতুক হইল।
ক্ষণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পাইল॥
হাহাকার করি মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়।
যাহা দেখিবার চাহে দেখিতে না পায়॥
সেই রূপ সদাই হৃদয়ে বদ্ধ হইল।
অন্য চেষ্টা বাসনা সকল দূরে গেল॥
পরে নিজ দেশে আসি গৃহে বসি থাকে।
পাগল বলিয়া উপহাস করে লোকে॥
এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে।
হুণ্ডি করিবারে গেলা মহাজন-স্থানে॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিদ্রূপ করিয়া।
নরসী ভকত স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া॥
উদার বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানে।
ছুটিতে ছুটিতে গেলা নরসীর স্থানে॥
তাহারে কহেন একশত টাকা মুহ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ
তেঁহ বলে ভাল ভাল শত টাকা দেহ॥
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেই লহ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্যামল সাহা নামে।
কহে যে ভুধর বড় শ্রীদ্বারকাধামে॥
যার হুণ্ডি চলে সর্ব্বদেশ বেয়াপিয়া।
যাবামাত্র টাকা পাবে হুণ্ডি সমর্পিয়া॥
উদার স্বভাব সাহজিক বৈষ্ণবের।
না বুঝে নরসীজীর কথা অন্তরের॥
প্রণাম করিয়া হুণ্ডি লইয়া চলিলা।
দ্বারকা যাইয়া কতদিনে উত্তরিলা॥

শ্যামল সাহা কে বলি সহরে খুঁজিল।
বেড়ায় বৈষ্ণব সব লোকে জিজ্ঞাসিয়া॥
সবে বলে শ্যামল সাহাকে জানি নাই।
হেনকালে সম্মুখেতে দেখে এক ঠাঁই॥
একজন একথলি টাকা কান্ধে করি।
আসিয়া কহয়ে বৈষ্ণবের বরাবরি॥
জুনাগড় হৈতে এক চিঠি আসিয়াছেন
মোর নামে নরসী এক হুণ্ডি লিখিয়াছে॥
তাহা শুনি হর্ষে তবে বৈষ্ণব কহেন।
হাজার টাকার হুণ্ডি মোরে দিয়াছেন॥
শ্যামল সাহা কি তবে হয় তব নাম।
তেঁই কহে হয় হয় আমার আখ্যান॥
হুণ্ডি লইয়া তবে টাকা গুণি দিল।
ভক্ত অনুরোধে বোঝা বহিয়া আনিল॥
শ্যামল সাহা যে কৃষ্ণ যথার্থ লিখিল।
বৈষ্ণব সরল তাহা কিছু না বুঝিল॥
আর এক বড়ই কৌতুক শুন কহি।
নরসীর সম যে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি॥
দুই কন্যা নরসীর তার একের পুত্রের।
বিবাহ দিবারে ইচ্ছা হইল মায়ের॥
পিতাকে কহয়ে মোর পুত্রের বিবাহ।
কন্যা ঠাহরিয়া তার উদ্যোগ করহ॥
তেঁহ কহে কৃষ্ণ দিবে আমি কি করিব।
জগতে যে করে সেই সম্পন্ন হইব॥
এত শুনি কন্যা তার আপনি উদ্যোগি।
হইয়া ঘটক ডাকি কহে কন্যা লাগি॥
ঘটক যাইয়া এক কন্যা স্থির কৈল।
সম্বন্ধ করিয়া বিভা লগ্ন স্থির হইল॥
তখন শুনিল সব কন্যাকর্ত্তাগণ।
নরসী কাঙ্গাল সদা করয়ে ভজন॥
তাহার দৌহিত্র তার অন্ন নাহি ঘরে।
ইহা শুনি সবে মেলি আর্ত্তনাদ করে॥
বিবাহের দুই এক দিন যবে রহে।
নরসীর তনয়া নিজ পিতা স্থানে কহে॥
বিবাহের উদ্যোগ করহ শীঘ্র তবে।
নরসী কহে যার ভার সেই বিভা দিবে॥
কন্যা তার চিত্তে অতি ভাবিত হইল।
লগ্নপত্র দিয়া গেল লজ্জান্বর হৈল॥
পিতা মনোযোগ না করিল কি হইবে।
ইহার সম্পন্ন তবে আর কে করিবে॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুঃখিত হইল।
বিবাহের দিন অতি কৌতুক জন্মিল॥

নরসী নিজ প্রিয়ভক্ত লজ্জা-নিবা-[illegible]।
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী সহ আইলা তথা॥
ছদ্মরূপে আসি বিবাহের আয়োজন।
করিলা সকলি সঙ্গে নিয়া বহুজন॥
সন্ধ্যাকালে হাতী ঘোড়া মশাল দীপক।
লইয়া আইল তথা যত মত লোক॥
কোথা হৈতে আইসে তারা কেহ না সমুঝে।
নরসী আনিল বলি সব লোকে বুঝে॥
বরসজ্জা বড়ই অতুল করি হরি।
নরসীকে কহে আইস ভাল বস্ত্র পরি॥
তেঁহ কহে ভাল বস্ত্র পরিলে কি হবে।
চলহ যাইব মোরে যথা নিয়া যাবে॥
ছিণ্ডা কটিবেড়া বস্ত্র করতাল হাতে।
উঠিয়া চলিলা নাম গাইতে গাইতে॥
কৃষ্ণ মুচকিয়া হাসে দেখিয়া দেখিয়া।
এক হস্তিপৃষ্ঠে তাঁকে দিলেন চড়াইয়া॥
হস্তী পর চড়ি করতাল বাজাইয়া।
হরে কৃষ্ণ হরিনাম চলিল গাইয়া॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অধ্যক্ষ হইয়া।
চলিলা সমৃদ্ধি করি বরের লইয়া॥
কন্যাকর্ত্তা-গৃহে গিয়া সবে পঁহুছিলা।
সমৃদ্ধি দেখিয়া তারা বিস্মিত হইলা॥
পূর্ব্বে যে দারিদ্র বলি উপহাস কৈল।
বরের সমৃদ্ধি দেখি চমক লাগিল॥
লোকজনে খাইতে দিবার নাহি যোত্র।
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল দেখিয়া বিচিত্র॥
বিবাহকালীন নরসী সভাতে বসিয়া।
নামগান করে করতাল বাজাইয়া॥
চারিদিকে ঘেরি লোক দেখিতে আইল।
বাউল দেখিয়া লোক হাসিতে লাগিল॥
ভকতবৎসল কৃষ্ণ যতন করিয়া।
এতেক করিল ভক্তযশের লাগিয়া॥
সেই ভক্ত যশ-আদি দৃক্‌পাত না করে।
তথাপিহ মহোৎসাহ কৃষ্ণের অন্তরে॥
পরদিন বর নিয়া ঘরেতে আইলা।
লোকজন কোথা গেল কেহ না জানিলা॥
আর এক নরসীর কাহিনী যে শুন।
ভক্তপক্ষপাত কৃষ্ণ করিলা যে পুন॥
নরসীর সেই কন্যা স্বামীগৃহে গেলা।
তাহারা দরিদ্র অতি অন্নের বিকলা॥
শ্বশুর শাশুড়ী কহে তোমার পিতারে।
কহিয়া পাঠাও কিছু উপকার করে॥

তাহা শুনি বার বার নিজ-পিতা-স্থানে।
মানুষ পাঠায় কিছু অর্থের কারণে॥
নরসী তাহা নাহি শুনে মনে নাহি ভায়।
পুনর্ব্বার বহু কান্দি কহিয়া পাঠায়॥
বরঞ্চ আমারে তেঁহ কিছু নাহি দেন।
একবার আসি মাত্র দেখা দিয়া যান॥
এতেক শুনিয়া সাধু কন্তার বাটীতে।
সেই ছিণ্ডাবস্ত্র বেশে করতাল হাতে॥
চলিলে পথে পথে কীর্ত্তন করিতে।
উত্তরিলা গিয়া তথা হরষিত-চিতে॥
বেহাই বেহানী তারা হাল যে দেখিয়া।
নিরাশা হইল অর্থ-আশা তেয়াগিয়া॥
অনাদর করি হাসি-বিদ্রূপ করিয়া।
বাসা দিল ভাঙ্গা এক চালাতে লইয়া॥
পুষ্প তুলসী নিয়া পূজাতে বসিল।
হেনকালে ঝড়-বৃষ্টি হইতে লাগিল॥
ভাঙ্গা ছাপরেতে জল পড়িতে লাগিল।
পুষ্প তুলসীগুলি ভাসিয়া চলিল॥
তবে সাধু হাত যুড়ি ইন্দ্রেরে কহয়।
কৃষ্ণপূজাদ্রব্য কেনে কর অপচয়॥
এতেক কহিতে জল নাহি পড়ে তথা।
চতুর্দ্দিকে বর্ষে মুষলের ধার যথা॥
বিহাই দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য মানিল।
কারণ কি তার কিছু বুঝিতে নারিল॥
তবে তাঁর কন্তা তার পাকের সামিগ্র।
যথাশক্তি আনি দিল হৈয়া অতি ব্যগ্র॥
পাক না করিয়া সাধু গব্য কিছু খাইল।
দুহিতা নিকটে বসি কহিতে লাগিল॥
শ্বশুর-শাশুড়ী-আদি ইহাঁরা দরিদ্র।
অন্ন না খাইতে জোড়ে সদাই অভদ্র॥
তুমি কিছু উপকার করিবে বলিয়ে।
শ্বশুর-শাশের মোর আছিল আশয়ে॥
তুমি যদি শূন্যহস্তে আইলে দেখিয়া।
মোরে উপহাস করে গঞ্জনা করিয়া॥
ইহা শুনি সাধু তবে কন্যারে কহয়।
শাশুড়ীরে ক' তুমি কি তেঁহ চাহয়॥
যাহা চাহে তাহা দিব নাহিক সংশয়।
আমার প্রভুর ঘরে কি বা না আছয়॥
এত শুনি কন্যা তবে কহে দ্রুত গিয়া।
শাশুড়ীর স্থানে তবে আনন্দিত হিয়া॥
পিতা মোর কহে যাহা চাহ তাহা দিব।
অতএব কহ তাঁর স্থানে কি চাহিব॥

শাশুড়ী এ কথা তুমি ক্রোধাবেশে কহ।
যাহা চাহ তাহা দিবে কল্পতরু নহে॥
কটিতে কেবল এক টেনামাত্র হেরি।
ছাই না পাথর দিবে বুঝিতে না পারি॥
পানিহারায় দিতে হবে দুইটা পাথর।
তাহা গিয়া চাহ তব পিতার গোচর॥
এত শুনি দুঃখ ভাবি ফিরিয়া আইল।
পিতার নিকটে সব বৃত্তান্ত কহিল॥
পিতা কহে মাতা তুমি দুঃখ না ভাবিহ।
দিয়া যাব আমি কিবা চাহি তাহা কহ॥
স্ত্রীর স্বভাব অন্য অন্য স্ত্রীর স্থানে।
শ্লাঘা হইবে বড় শ্রেষ্ঠ করি মানে॥
পিতা স্থানে কহে তবে পাড়ার যতেক।
স্ত্রীলোকেরে বস্ত্র দেহ প্রত্যেক প্রত্যেক॥
সাধু কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
পাথর যে চাহে শাশ তাহা আনি দিব॥
তবে সাধু শ্যামল-সাহার স্থানে কহে।
গাড়ী ভরি নানা বস্ত্র আইসে তার গৃহে॥
আর স্বর্ণময় এক আর রূপ্যময়।
দুইখানা পাথর যে আনিয়া ডারয়॥
গ্রামে গ্রামে পাড়া পাড়া প্রতি ঘরে ঘরে।
বহুমূল্য বস্ত্র বিলাইল সবাকারে॥
ঘরে তাঁর রহিল পাথর দুই খান।
সাধু তবে নিজস্থানে করিলা পয়াণ॥
কন্যা নিজ পিতার যে মহিমা দেখিয়া।
ভক্তিতে জন্মিল লোভ একান্ত হইয়া॥
শ্বশুর-আলয় ছাড়ি পিতৃগৃহে গেলা।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিব বলি তাঁহারে কহিলা॥
শ্বশুর-আলয় মুই কভু নাহি যাব।
তোমার চরণে থাকি ভজন করিব॥
তাঁর ছোট ভগ্নী তাঁর বিবাহ না হয়।
তেঁহ কহে আমার যে আই আশা হয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা এই বিভা না করিব।
শ্যামল-সাহারে মুই একান্ত ভজিব॥
সেই মোর পতি সেই বন্ধু যে বান্ধব।
মায়ার প্রভাব মাত্র অন্যে পতিভাব॥
এতেক বিচার করি বহিনী যে দুই।
হৃদয় উঘাড়ি কহে পিতার স্থানে যাই॥
পিতা শুনি বড় তুষ্ট হইল অন্তরে।
ভাল ভাল বলি প্রশংসয়ে দোঁহাকারে॥
দুই কন্যা তাম্বুরা লইয়া কৃষ্ণগুণ।
গান করে প্রেমানন্দে ভাসি তিন জন॥

গ্রামে গ্রামে বনে বনে নগরে বাজারে।
বাহ্য স্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণগান করি ফিরে॥
নগরিয়া লোক তার মর্ম্ম নাহি জানি।
নিন্দা করয়ে দুষ্ট বাক্য করে কাণাকাণি॥
জ্ঞাতি-কুটুম্ব নিমন্ত্রণ নাহি করে।
তাহাতেও ক্ষোভ কিছু নাহিক অন্তরে॥
সালজ নামেতে রাজা-স্থানে দুষ্ট গিয়া।
ঠকাম করিল দুষ্ট অপবাদ দিয়া।
রাজা পদাতিক দ্বারে তলব করিলা।
তিনজন গাইতে গাইতে চলি গেলা॥
ক্রোধাবেশে রাজা কিছু কহিবারে চাহে।
কটু নাহি আইসে মুখে মৌন করি রহে॥
তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া সঙ্কোচ হৈল চিতে।
স্তব-স্তোত্র করে রাজা করি যোড়হাতে॥
ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতি-সময় হইল।
তা সভারে রাজা দরশনে নিয়া গেল॥
তিনজনে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।
প্রেমাবেশে সাধুগণ উন্মত্ত হইল॥
রাজা পাত্র মিত্র আদি চৌদিকে বেড়িয়া।
গানেতে মগন হৈল প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
হেনকালে ঠাকুরের কণ্ঠেতে হইতে।
এক পুষ্পহার আসি নরসীর গলেতে॥
আচম্বিতে পড়িল যে সবেই দেখিল।
রাজার অন্তরে কিছু চমৎকার হৈল॥
ভকতি করিয়া রাজা পাদ ধোয়াইয়া।
নানা মিষ্ট-অন্ন তাঁহা সবা খাওয়াইয়া॥
অধর-অমৃত পাদোদক পান করি।
ঢেঁড়রা ফিরায়া দিল নগরী নগরী॥
নরসী সাধুর উপহাস যে করিব।
অপযশ কহি দুষ্ট করি যে মানিব॥
তার দণ্ড হবে ঘর-সর্ব্বস্ব লুটিয়া।
মস্তক মুণ্ডন করি দিব খেদাইয়া॥
তখন জানিল লোক নরসীর মহিমা।
দুই কন্যা আর তেঁহ নিষ্পাপের সীমা॥
তাঁ সবা-দর্শনে জগৎ পবিত্র হইল।
একা কৃষ্ণদাস মাত্র বঞ্চিত রহিল॥

শ্রীঅঙ্গদ ভক্ত।

রায়সেন গড় নামে দেশপতি রাজা।
তার জ্ঞাতি খুড়া হন যুদ্ধে মহাতেজা।
রাজার চাকর সেনাপতির প্রধান।
রাজা খুড়া বলি তারে করে বহুমান॥
অঙ্গদ তাহার নাম অতি মূঢ়মতি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানে নাহি কৃষ্ণে রতি॥
স্ত্রীবাধ্য হন তেঁহ অত্যন্ত স্ত্রীজিত।
কিন্তু তাঁর স্ত্রী হন শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিত॥
পরম বৈষ্ণব তেঁহ দৃঢ় ভক্তিমতী।
সুশীল সুশান্ত দান্ত সাধুর প্রকৃতি॥
স্বামীরে কহেন সদা কৃষ্ণ ভজিবারে।
মূঢ়ের স্বভাব তেঁহ গ্রাহ্য নাহি করে॥
একদিন স্ত্রীর গুরুদেব গৃহে আইলা।
অন্দরে লইয়া সতী সেবন করিলা॥
অঙ্গদ তাঁহার স্বামী তাহা ত দেখিয়া।
স্ত্রীকে কহয়ে কিছু ভর্ৎসন করিয়া॥
গৃহমধ্যে কেন পরপুরুষ আনিলে।
বুঝি নারী হইয়া যে স্বতন্ত্রা হইলে॥
ইহার কি ভাব কিছু বুঝিতে না পারি।
বুঝি ভ্রষ্টা হইলে ইহা অনুমান করি॥
এইমত রমণীরে ভর্ৎসনা করিল।
তাঁর গুরুকে কিছু দুর্ব্বাক্য কহিল॥
তাহা শুনি স্ত্রীর মনে দুঃখ উপজিল।
হায় হায় বিধি মোর হেন সঙ্গ দিল॥
নির্ব্বোধ সুমূঢ় স্বামী নাহি বুঝে ধর্ম্ম।
বুঝিলাম মোর ভাগ্যে বিধির এ কর্ম্ম॥
সহজে স্ত্রীলোক মুই নাহিক উপায়।
ইহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ-তেয়াগ জুয়ায়॥
এত ভাবি অনাহারে পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি নিশ্চয় জানিল॥
স্বামী তাঁর অঙ্গদ যে স্বভাবে স্ত্রীজিত।
মানিনী দেখিয়া তবে হৈল পদানত॥
কাতর হইয়া বহু সাধনা করিল।
কহে এবে তাহি যে করিব যাহা বল॥
নারী কহে তবে আমি পরাণ রাখিব।
অন্ন জল তবে আমি গ্রহণ করিব।
যদি মোর এক কথা করহ শ্রবণ।
যাহা বলি তাহা যদি করহ গ্রহণ॥
অঙ্গদ কহেন তুমি যে আজ্ঞা করিবে।
অবশ্য করিব তাহা অন্যথা না হবে॥
স্ত্রী কহে তবে তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজহ।
আমার গুরুর স্থানে দীক্ষা যে করহ॥
অঙ্গদ কহেন তাহা অবশ্য করিব।
মরিতেও কহ যদি তাহাও মরিব॥

অঙ্গদ কৃষ্ণভক্তির যে মর্ম্ম নাহি জানে।
নারীর সোহাগ হেতু করিবারে মানে॥
তবে সেই নারীর গুরুর স্থান হইতে।
মন্ত্রদীক্ষা কৈল স্ত্রীর অনুরোধ-মতে॥
নিমাত সম্প্রদা হন গুরু অপ্রাকৃত।
তাঁহার স্পর্শের গুণ দেখ চমৎকৃত॥
আশ্রয় মাত্রেতে তার চক্ষু খুলি গেল।
অজ্ঞানতিমির নাশি প্রকাশ হইল॥
ক্রমে ক্রমে মন যদি গছিল কৃষ্ণেতে।
স্বাদু বোধ হৈল যত্ন লাগিল হইতে॥
পরাৎপর পরম পদার্থ মহানিধি।
জানিয়া তাহাতে তবে ডুবে নিরবধি॥
কায়-মন বাক্যে তবে স্ত্রীরে প্রশংসে।
তোমা হৈতে মোর ভবদুর্গতি বিনাশে॥
তোমা হৈতে পাইনু মুই শ্রীকৃষ্ণে ভকতি।
তোমারে যে গুরু-সম মানিতে যুকতি॥
স্ত্রী কিবা পুত্র কিবা পশু কেনে নয়।
কৃষ্ণে মতি যাহা হৈতে সেই গুরু হয়॥
বিপ্র কিংবা ন্যাসী কিংবা শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

"পদ্যাবল্যাম্—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসমুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোক সুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়ানচপুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে,
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

যিনি স্থিরমনা সিদ্ধবৃন্দের আকর্ষণীশক্তি সদৃশ, যিনি অশেষপ্রকার পাপের মোচনকর্ত্তা, যিনি মূক ব্যতীত চণ্ডাল যাবৎ সকলের পক্ষেই সহজ-লভ্য, যিনি একমাত্র মোক্ষপ্রদ; কি দীক্ষা, কি দক্ষিণা, কি পুরশ্চরণ কিছুতেই যাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারে না, সেই শ্রীকৃষ্ণনাম-মূলক মন্ত্র একবার উচ্চারিত হইবামাত্রই ফলদাতা হয়।

কৃতার্থ মানিয়া রমণীরে প্রশংসয়।
কি আশ্চর্য্য দেখহ সদ্‌গুরুর আশ্রয়॥
দুর্ঘটঘটন সদ্‌গুরুর চরণ।
অদ্যাপিহ কর ইহা সাক্ষাতে দর্শন॥
অসম্প্রদায় উপদিষ্ট তার মতি গতি।
সম্প্রদায়নিষ্ঠ যেই তাহার প্রকৃতি॥
সুবোধ যে হয় সেই অনুভব করে।
বর্ব্বর যে তার কিছু না হয় গোচরে॥

তবে শ্রীঅঙ্গদ রাজবিষয় ছাড়িয়া।
শ্রীকৃষ্ণভজন করে গৃহেতে বসিয়া॥
রাজা বোলাইলা যুদ্ধে যাইতে হইবে।
তেঁহ কহে আমা হৈতে তাহা না চলিবে॥
বহু-জীব-হিংসা হয় যুদ্ধের আড়ম্বে।
অন্যেরে পাঠাও আমা হৈতে না হইবে॥
তথাচ না শুনি রাজা যুদ্ধে পাঠাইল।
কি করিবে রাজ-আজ্ঞা যাইতে হইল॥
যুদ্ধে গিয়া প্রতিযোগী রাজারে জিতিল।
রাজার পাগেতে বহুমূল্য হীরা ছিল॥
নির্ম্মল সুন্দর স্থূল সুদুর্লভ হীরে।
পাইয়া অঙ্গদসাধু অন্তরে বিচারে॥
এই যে অপূর্ব্ব দ্রব্য অন্যযোগ্য নহে।
পরাইব পুরুষোত্তমে জগন্নাথ-দেহে॥
এতেক ভাবিয়া হীরা যতনে রাখিল।
নিজপ্রভু রাজার নিকটে তবে আইল॥
লুটিয়া আনিল যত সব দ্রব্য দিল।
হীরাখানি নাহি দিল গোপনে রাখিল॥
পরে পরম্পরা রাজা হীরার কথন।
শুনিয়া অন্তরে কিছু হৈল ক্রোধমন॥
অঙ্গদের স্থানে হীরা মাগিল রাজন।
তেঁহ কহে নাহি দিব থাকিতে জীবন॥
অন্য কার যোগ্য নহে সে হীরা-রতন।
জগন্নাথ-অঙ্গে যোগ্য হইবে ভূষণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ক্রোধাবিষ্ট হৈল।
খুড়া বলি তখনে যে কিছু না কহিল॥
পুনঃপুন চাহিতে ও যদ্যপি না দিলা।
রাজা তার ঘর-দ্বার সকলি ঘেরিলা॥
সাধু য় একান্ত মনে জগন্নাথে দিব।
পরাণ তেজিতে হয় তাহাও তেজিব॥
এত ভাবি হীরাখানি বান্ধি পাগড়িতে।
কতগুলি সওয়ার লইল নিজ সাথে॥
পলাইয়া চলিল শ্রীপুরুষোত্তমপথে।
রাজা শুনি পাত্রে কহে ধরিয়া আনিতে॥
পাঁচশত সওয়ার পাত্র পাঠায় অমনি।
অঙ্গদ দুষ্টেরে ধরি আনহ এখনি॥
হীরাখানি যদি দেয় আপন ইচ্ছায়।
লইয়া আসিবে তবে ছাড়িয়া তাহায়॥
লড়িতে প্রবর্ত্ত দুষ্ট যদি হয় তবে।
হীরা যে লইবে তার মস্তক ছেদিবে॥
এতেক শুনিয়া সব সওয়ার চলিল।
কতদূরে লাগ পাই তাঁহারে ঘেরিল॥

তাঁরে কহে হীরা দেহ নতুবা তোমার।
মস্তক ছেদিব ইহা হুকুম রাজার॥
ফাঁফর হইয়া তেঁহ ভাবে মনে মনে।
ইহার যে উপায় কি করিব এখনে॥
এক পরামর্শ ঠাহরিল নিজ মনে।
সওয়ারগণেরে বলে বৈস এইখানে॥
এই পুষ্করিণীতে আমি স্নান করি।
পশ্চাতে তোমার হস্তে হীরা দিব ধরি॥
এত কহি স্নানপূজা করিয়া অঙ্গদ।
হীরা খুলি হস্তে লৈল ভাবিয়া বিপদ॥
ধ্যান করি জগন্নাথ চরণ-কমল।
স্তুতি করি কহে কিছু হইয়া বিকল॥
তোমার কারণে প্রভু হীরা রেখেছিনু।
দুর্ভাগা যে আমি পরাইতে না পারিনু॥
এ হেন সামগ্রী পরিবেক কোন ছার।
ইহা পরাইতে যোগ্য কপালে তোমার॥
তোমার উদ্দেশে এই জলে সমর্পিনু।
যে ইচ্ছা তোমার কর পদে নিবেদিনু॥
এত কহি অগাধ জলেতে দিল ডারি।
দেখিয়া সওয়ারগণ উঠে হাহা করি॥
পুনশ্চ সওয়ারগণ মনে হৃষ্ট হৈলা।
ভাল ভাল হীরা মো সবার হাতে আইলা॥
জলে হৈতে তলাসি এখনি উঠাইব।
যায় যাকু অঙ্গদের পিছে না করিব॥
অঙ্গদ শ্রীপুরুষোত্তমপথে চলি গেলা।
সওয়ারগণেতে হীরা তলাসে লাগিলা॥
নীর জল সেঁচাইয়া পঙ্ক উঠাইলা।
অনেক যতন কৈল হীরা না পাইলা॥
রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিলা।
উপায় না দেখি রাজা নিরস্ত হইলা॥
হোথা শ্রীপুরুষোত্তমে অঙ্গদ যাইয়া।
দেখে শ্রীবদনে হীরা শোভে ঝলকিয়া॥
পাণ্ডাগণ পরস্পর চমকিয়া বলে।
কোথা হৈতে আইল হীরা প্রভুর কপালে।
জগন্নাথ আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে।
কপালেতে হীরা মোর পরায় যে জনে॥
অঙ্গদ তাহার নাম ক্ষেত্রে মোর আইল।
তাহারে জানাও মুই হীরা যে পরিল॥
তবে পাণ্ডাগণ তাঁর তলাস করিয়া।
বহু সমাদর করি আনি সম্মানিয়া॥
জগন্নাথ-আজ্ঞা সেই হীরার বৃত্তান্ত।
কহিল তাঁহারে যে সকল অন্তোপান্ত॥
দরশন করাইল নিয়া শ্রীবদন।
হীরা ভালে শোভে দেখি উল্লসিত মন॥
প্রেমানন্দে গদগদ পুলকশরীর।
দয়াল প্রভুর গুণ দেখিয়া অস্থির॥
জগন্নাথ শ্রীবদনে মন্দ মন্দ হাস।
প্রভু ভৃত্য দোঁহাকার অন্তরে উল্লাস॥
সেই হীরা অদ্যাবধি কপালে শোভয়।
পর্ব্বে পর্ব্বে পরয়ে সতত না পরয়॥
সেই শ্রীঅঙ্গদের যে পদধূলিকণ।
বহুপুণ্যফলে যদি পাই সে রতন॥
তবে এই তাপত্রয় সংসার এড়াই।
কৃষ্ণভক্তি অমূল্যরতন-ধন পাই॥

শ্রীকরুরির রাজা শ্রীচতুর্ভুজ।

চতুর্ভুজ নাম করুরির মহারাজা।
মহাভাগবত দুই অংশে মহাতেজা॥
বৈষ্ণবসেবায় প্রীত কায় মন-বাক্যে।
গৃহে হৈতে চারি ক্রোশ তক চৌকি রাখে॥
বৈষ্ণব দেখিয়া মাত্র যতন করিয়া।
একান্ত বলিয়া আনে চরণে ধরিয়া।
সুবিধি শোধিরূপে করয়ে সেবন।
যাওন কালেতে তাঁরে দেয় বহুধন
এই ব্রত রাজার অন্যধর্ম্মেতে বিরত।
প্রতিদিন বৈষ্ণব আইসে শত শত॥
সব বৈষ্ণবের পাদোদক ভুক্তশেষে।
খাইয়া ভকতিপূর্ণ অশেষবিশেষে॥
আর এক কোন রাজা পশ্চিমদেশীয়।
এ সব বৃত্তান্ত শুনি জ্ঞান হৈল হেয়॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি যেই জন যায়।
তাহারে পূজয়ে আর উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জয়॥
জানিয়া শুনিয়া নাহি বৈষ্ণব সেবয়ে।
ভাঁড় এক পাঠাই মুই দেখি কি করয়ে॥
এত কহি ডোম এক ভাঁড় আনাইয়া;
পাঠাইল বৈষ্ণবের ভেক বানাইয়া॥
করুরির রাজার গৃহে উপনীত হৈল।
বৈষ্ণব দেখিয়া রাজা সমাদর কৈল॥
কৃত্রিম বৈষ্ণব ভাঁড় ডোমজাতি হয়।
অন্য রাজা তারে পাঠাইল অন্যায়॥
এ কথা শুনিয়া রাজা কোন পরম্পরা।
তথাচ ভকতি কৈলা করিয়া ত্বরা॥

বৈষ্ণবের ভেকমাত্র দেখিয়া ভকতি।
অবশ্য কর্ত্তব্য বিচারিলা মহামতি॥
বহু স্তুতি-নতি সেবা ভকতি করিল।
অর্থ দিয়া তাহার সন্তোষ জন্মাইল॥
ভাঁড় মনে ভাবে মুই ঠকাইয়া লৈনু।
রাজা মনে ভাবে মুই কৃতার্থ হইনু॥
ভাঁড় যে বৈষ্ণব তবে বিদায় মাগিল।
ভাল ভাল কহি রাজা বিশেষ কহিল॥
শুনিলাম অমুক যে রাজা কৃপা করি।
তোমা পাঠাইল মোরে পবিত্র বিচারি॥
তেঁহ বড় দয়ালু আমার হিতকারী।
তাঁরে এক দ্রব্য আমি দিব মূল্য ভারি॥
যতন করিয়া নিয়া দিবে তাঁর স্থানে।
পৌঁছ-সমাচার যেন পাঠায় এখানে॥
ইহা শুনি ভাঁড় কিছু কুণ্ঠিত হইল।
আমি যে কপট বুঝি রাজা তা জানিল॥
তবে রাজা সাঁচা এক জরির ফালিতে।
এককড়া কাণা কড়ি বান্ধিয়া তাহাতে॥
মোহর করিয়া দিলা যতন করিয়া।
ভাঁড়ের হস্তেতে দিলা চলিল লইয়া॥
সেই রাজা-স্থানে গিয়া কহিল হাসিয়া।
মোরে বহু ভক্তি কৈল বৈষ্ণব জানিয়া॥
তুমি মোরে পাঠাইলা জানিল কেমনে।
তোমারেও বহুস্তুতি কৈল কায়মনে॥
আর কি অপূর্ব্ব দ্রব্য তোমার কারণে।
মোর হস্তে দিয়া পাঠাইলেন যতনে॥
এত কহি জরির ফালির যে পুঁটলি।
রাজার হস্তেতে দিলা অতি শ্লাঘা করি॥
রাজা খুলি দেখে কাণা কড়ি এক কড়া।
সুন্দর জরির ফালি তাহাতেই মোড়া॥
দেখিয়া রাজন তবে ভাবে মনে মন।
পাঠাইল কাণা কড়ি কড়া কি কারণ॥
পাত্র মিত্র সভাসদ সভারে পুছিল।
আদ্যোপান্ত সব বিবরণ জানাইল॥
পূর্ব্বাপর শুনি সবে বিচার করিল।
তাহার সিদ্ধান্ত তবে নিশ্চয় কহিল॥
ভাঁড় যে বৈষ্ণবে তুমি পাঠাইলে তথা।
তারি উদাহরণ যে পাঠাইলা হেথা॥
ভাঁড় যে সে কাণাকড়ি ভেক যে সে জরি।
কাণাকড়ি লঘু কিন্তু জরি দীপ্ত করি॥

জরির আদর কাণাকড়ির কি মূল।
জরি-আচ্ছাদিত-হেতু জরি-সমতুল॥
অতএব পূজনীয় ভেক আচ্ছাদিত।
ভাঁড় পূজনীয় হৈল তাহার সহিত॥
ভেকের মহিমা-গুণ এমতি যে হয়।
চণ্ডাল হইলে তবে পূজিতে জুয়ায়॥
রাজা কহে ইহার প্রমাণ কোথা হয়।
সভাসদ কহে আদিপুরাণাদি কয়॥
চোর ভেক ধরি চুরি করিবারে গেল।
জানিয়াও রাজা তার সম্মান করিল॥
বিস্তার করিয়া সভাসদ শুনাইল।
প্রতীত হইয়া রাজা চমকিত হৈল॥
এত শুনি রাজা বহু প্রশংসা করিল।
আপনারে অপরাধী করিয়া মানিল॥
আপনি চলিল কক্করির রাজা-পাশ।
চরণে পড়িয়া ক্ষেমাইল নিজদোষ॥
দুই জনে মেলামেলি করি কৃষ্ণকথা।
কহিয়া আনন্দ হৈল দুই বন্ধু যথা॥
কক্করির রাজা এক প্রার্থনা করিয়া।
কহেন তাঁহার দুটী হস্তেতে ধরিয়া॥
শুনি এক পড়া 'শুয়া' আছয়ে তোমার।
কৃষ্ণগুণ গান করে অতি চমৎকার॥
পক্ষীটী আমারে যদি দেহ কৃপা করি।
তেঁহ কহে ক্ষেম মোরে তাহা ত না পারি॥
রাজ্য লও ধন লও প্রাণ দিতে পারি।
শুয়া যে আমার প্রিয় তাহা দিতে নারি॥
আমার সুসঙ্গ সেই উপদেশকর্ত্তা।
গুরু করি মানি তারে সেই মোর ত্রাতা॥
বিষয়-উন্মত্ত মুই যবে থাকি ভুলি।
চেতন করায় সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি॥
তাহার প্রসাদে মুই কৃষ্ণনাম শুনি।
স্মরণ করায় বুঝি মোরে মূঢ় জানি॥
তুলসীর মালা গলে তিলক শোভয়।
কৃষ্ণের অধরামৃত বিনে নাহি খায়॥
অপ্রাকৃত হয় সেই অসম্ভব গুণ।
কৃষ্ণভক্তিমতে তাঁর কিছু নাহি ন্যূন॥
কক্করির রাজা শুনি চমৎকার হৈল।
এতেক আসক্তি শুনি পুন না চাহিল॥
পুন সেই রাজা কহে গদগদভাবে।
তোমা হৈতে মোর এক রোগ গেল এবে॥

বৈষ্ণবেরে ছোট বড় করিয়া মানিত।
ভজন করয়ে কি না পরখ করিত॥
এবে মোর সে চণ্ডাল রোগ শান্তি হৈল॥
তোমার শরণমাত্রে পবিত্র হইল।
এবে মুই বৈষ্ণবেরে দেখি ভেক মাত্র॥
শরণ লইব পদে দেখিয়া পবিত্র।
রাজা কহে তোমার অপেক্ষা আছে কিবা।
যাতে গুরু করি মানি শুয়া কর সেবা॥
এতাদৃক মতি যদি শত জন্মে হয়।
তবে মুই ধন্য হই তোমার কৃপায়॥
তবে সেই রাজা নিজ গৃহে চলি গেলা।
করুরির রাজা বহু সওগাদ ধরিলা॥
করুরির রাজা চতুর্ভুজ নৃপমণি।
আর সেই অন্ত রাজা মহাভক্তিধনী॥
আর সেই শুয়াপক্ষী মহাপূজ্যতম।
কৃষ্ণদাস হৃদয়েতে করুন বিশ্রাম॥

শ্রীমীরাবাই।

মেরতা গ্রামেতে জন্ম মীরাবাই নাম।
রাণা যে রাজার বধূ গুণে অনুপাম॥
একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনন্যমানস।
প্রেমভক্তি চমৎকৃত কৃষ্ণ যাতে বশ॥
অন্য কথা অন্য চেষ্টা অন্য সঙ্গহীন।
কাম-ক্রোধ-লোভ আদি আপনা অধীন।
অন্দরে শ্রীমূর্ত্তি এক প্রকাশ করিয়া।
যতনে সেবন করে ভাবাবিষ্ট হিয়া॥
অষ্টকাল যখন সে সেবার নিয়ম।
পিরীতে করয়ে শুদ্ধ হৃদয় নিষ্কাম॥
বৈষ্ণব অবারি-দ্বার সদা আইসে যায়।
যথা কৃষ্ণসেবা তথা বৈষ্ণবসেবায়॥
নৃত্যগীত বাদ্য করে বৈষ্ণব সহিত।
কৃষ্ণরসরঙ্গে বাই সদা আনন্দিত॥
গানশক্তি অসম্ভব অমৃতনিন্দিত।
যাতে দ্রবীভূত হৈল শ্রীকৃষ্ণের চিত॥
বাইজীর গানশক্তি আক্‌বর শাহা।
পাতশা শুনিতে মনে করিল উৎসাহা॥
তানসেনে সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।
বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে॥
বৈষ্ণব জানিয়া বাই সমাদর কৈল।
গান শুনিবারে তবে পাতশা কহিল॥
ঠাকুরের আগে বাই গাইতে লাগিলা।
গান শুনি তানসেন আপনা নিন্দিলা॥
পাতশা শুনিয়া তবে চমৎকার হৈল।
প্রেমাবেশে দুইজনা অধৈর্য্য হইল॥
পাতশা চলিয়া গেলা তবে রাজা রাণা।
অন্দরে বৈষ্ণব যাওয়া করি দিল মানা॥
বধূ নষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।
ছুটিয়া কাটিতে গেলা তলোয়ার নিয়া॥
বাইজীর উপরে গিয়া তলোয়ার হানিল।
কাটিবার থাকু কাজ অঙ্গে না ফুটিল॥
বিষ-আদি খাওয়াইলা কিছুই না হয়।
হরির ভকতজনে বিঘ্ন কে করয়॥
বৈষ্ণব আসিতে যবে বারণ করিল।
বাইজী অন্তরে কিছু ক্ষোভিত হইল॥
গৃহ হৈতে নিকাশিলা গেলা বৃন্দাবন।
রাজা পাছে পাছে পাঠাইলা নিজজন॥
ধরিয়া আনিতে চাহে ছুঁইতে না পারে।
আগুনের শিখা যেন দেহ দগ্ধ করে॥
ফিরিয়া চলিল সবে যত পাছে আইল।
তখন চমকি রাজা মরম বুঝিল॥
অপরাধ মানি আর কিছু না কহিল।
কৃষ্ণপ্রিয় জন এই নিশ্চয় জানিল॥
বৃন্দাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন।
বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপ-গোস্বামী দরশন॥
কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কার দ্বারে।
দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে॥
গোসাঞি কহেন মুই করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ।
এ কথা শুনিয়া বাই ক্ষোভ পাই মনে।
পুন কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে॥
এতদিন শুনি নাই শ্রীল-বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥
পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদির অগম্য।
তেঁহ যে আইলা তাতে নাহি বুঝি মর্ম্ম॥
প্যারীজীর প্রিয়সখী ললিতা জানিলে।
কমনে রহিবে তেঁহ অন্তঃপুরস্থলে॥
এতেক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা।
শুনিয়া শ্রীরূপ কিছু লজ্জিত হইলা॥

কহিতে কহিলা পুন বাইজীর স্থানে।
কৃপা করি আসি যেন দেন দরশনে ॥
তবে বাই হৃষ্টমনে গোসাঞিঁর স্থানে।
যাইয়া অষ্টাঙ্গ করি পড়িলা চরণে ॥
পরমসুন্দরী বাই অলপ বয়সে।
গোপী-উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ
দুইজন পরস্পর কৃষ্ণকথা-রসে।
মগন হইল প্রেম-আনন্দ উল্লাসে ॥
বাইজীর কত গুণ কথা নাহি যায়।
কৃষ্ণদাস মাগে তাঁর চরণ সহায় ॥

শ্রীপৃথ্বীনাথ রাজা।

পৃথ্বীনাথ নাম রাজা গুরুভক্ত অতি।
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিলা সুপ্রসন্ন মতি ॥
গুরু নাহি লৈলা তারে পুন সমর্পিলা।
গুরু আজ্ঞা হেতু কষ্টে গ্রহণ করিলা ॥
গুরু শ্রীদ্বারকানাথ দর্শনে চলিলা।
তাঁহার সহিত রাজা গমন করিলা ॥
দৃঢ় ভক্তিভাবে করে গুরুর সেবন।
নীচসেবা করে তেজি রাজ-অভিমান ॥
গুরু সেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলা।
কতদূর যাইতে তাঁরে আদেশ করিলা ॥
পৃথ্বীনাথ রাজা তুমি ঘরে ফিরি যাহ।
ঘরেতে বসিয়া গিয়া মোর নাম লহ।
প্রসন্ন হইনু আমি তোমার উপর ॥
গৃহে বসি দরশন পাইবে আমার ॥
দ্বারকাদর্শন আর গোমতীতে স্নান।
দ্বারকা সম্বন্ধে তপ্তমুদ্রা যে ধারণ ॥
গৃহেতে বসিয়া গিয়া করহ স্বচ্ছন্দে।
গৃহেতে যাইব সব তোমার সম্বন্ধে ॥
স্বপন দেখিয়া রাজা চেতন পাইয়া।
অন্তরে বিচার করে তটস্থ হইয়া ॥
কৃষ্ণ মোরে আজ্ঞা দিলা গৃহেতে যাইতে।
কি করি ইহার কিছু না পারি বুঝিতে ॥
কৃষ্ণকৃপা হৈল যেই গুরুকৃপা হৈতে।
তাঁর সেবা ছাড়ি নাহি পারি গৃহে যাইতে ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পালন নাহি মোর দোষ।
গুরু-রূপে তেঁহ যদি থাকেন সন্তোষ ॥
অতএব গুরুসেবা ছাড়িতে নারিব।
নরকে যাইতে হয় বরঞ্চ যাইব ॥
এত ভাবি গুরুসেবা করিয়া চলিলা।
অন্তরে রহিলা কারে কিছু না কহিলা ॥
পুনর্ব্বার কৃষ্ণ কহে পৃথ্বিনাথ তুমি।
ঘরে ফিরি যাহ সুপ্রসন্ন হইনু আমি ॥
গুরু যে তোমার সে ত আমার মূরতি।
মোর বাক্য রাখ যাতে আমার পিরীতি ॥
পুনর্ব্বার স্বপন দেখিয়া বিচারয়।
পুন আজ্ঞা কৈল কৃষ্ণ কি করি উপায় ॥
গুরুর সাক্ষাতে তবে বিবরি কহিলা।
গুরু শুনি চমকিয়া কহিতে লাগিলা ॥
আহা মরি বাপু তব বলিহারি যাই।
তুমি ধন্য তোমার জগতে সম নাই ॥
কৃষ্ণকৃপামৃত এত তোমার উপর।
ঘরে যাহ বাপু সেই আজ্ঞা কর সার ॥
গুরু যদি উপদেশ এতেক কহিলা।
তবে মহারাজা ঘরে ফিরিয়া চলিলা ॥
গুরুর বিচ্ছেদে রাজা ক্ষোভিত হইল।
গুরুসেবা ছাড়ি চিত্ত প্রসন্ন নহিল ॥
দুই চারি দিন পাছে দেখে রাত্রিযোগে।
গোমতী পাবন-নদী আইলেন বেগে ॥
শ্রীদ্বারকানাথ শ্রীমান্ টীকম রণ ছোড়।
দুই যে ঠাকুর দেখে গৃহের ভিতর ॥
দ্বারকার অনুচর তপ্তমুদ্রা দিয়া।
বাহুমূলে রাজার বলিল ছাবা দিয়া ॥
বহু সাধু সন্ত আনি রাজা দেখাইল।
দেখিয়া সকলে নিজ কৃতার্থ মানিল ॥
আনন্দে গোমতী নদী স্নান সবে কৈল।
দ্বারকানাথের পদে প্রণাম করিল ॥
রাজার মহিমা দেখি আশ্চর্য্য মানিল।
স্তব-স্তোত্র করি বহু সৎকার করিল ॥
বৈদ্যনাথ দেবস্থানে এক অন্ধ নিজ।
চক্ষু লাগি কৈল বহু তপ ব্রত পূজ ॥
মহাদেব আজ্ঞা দিলা অমুক যে দেশে।
পৃথ্বীনাথ নাম এক সাধু রাজা বৈসে ॥
তাহার গামছ-বস্ত্রে আঁখি মুছ গিয়া।
চক্ষুষ্মান্ হবে সব শান্তিকে পাইয়া ॥
ব্রাহ্মণ যাইয়া তাঁর গামছা লইয়া।
চক্ষুষ্মান হৈল চক্ষু তাহাতে মুছিয়া ॥

কৃষ্ণের করুণা যারে তাহার মহিমা।
ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পায় সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে পারে কটাক্ষ-কিরণে।
তাহে কি আশ্চর্য্য কার অন্ধচক্ষুদানে॥
গুরুভক্তি বিনে কভু কৃষ্ণ নাহি পাই।
ইথে বুঝি আমা সবার অধিকার নাই॥
মহারাজ পৃথ্বীনাথ-চরণে পড়িয়া।
গুরুভক্তি মাগে কৃষ্ণদাস অভাগিয়া॥

শ্রীমধুকর সাহা।

গুড়ছো নামেতে গ্রাম মধুকর সাহা।
বৈষ্ণবে যে কত প্রীত নাহি যায় কহা॥
যথান স সারগ্রাহী মধুকরতুল্য।
অনন্যশরণ কৃষ্ণে ভক্তি যে অমূল্য॥
বৈষ্ণবের নামগান বৈষ্ণবস্মরণ।
ত্রিসন্ধ্যা বৈষ্ণব-পূজা-চরণ-সেবন॥
বিমুখক লোক যত পাষণ্ড নিন্দুক।
ভক্তের স্বভাবে তারা দেখি পায় দুখ॥
দ্বেষ করি তারা এক গাধার গলায়।
তুলসীর মালা দিয়া তিলক নাসায়।
মধুকর-সাহার গৃহে হাঁকাইয়া দিল।
মধুকর তাহা দেখি বিচার করিল॥
ভগবদ্ভক্তের ভেক ইহার যে হয়।
ইহ পূণ্য হয় পূজা করিতে জুয়ায়॥
ইহাকে অবজ্ঞা কৈলে অপরাধ হয়।
সাধকের ধর্ম্মহানি শাস্ত্রেতে কহয়॥
কৃষ্ণের ভকত ইহ মোর প্রভুর দাস।
মোর মিত্র কৃপা করি আইল মোর বাস॥
এত চিন্তি আদর করিয়া গৃহে আনি।
চরণ-ক্ষালন করি কহি মিষ্টবাণী॥
গন্ধ-পুষ্প-আদি দিয়া করিল পূজন
রন্ধন করিয় করাইলেন ভোজন॥
দণ্ডবৎ প্রণাম গদগদভাবে কৈল।
সেবন সম্মান করি বিদায় করিল॥
অতএব ধন্য ধন্য তাঁর মতি রীতি।
ধন্য যে স্বভাব তাঁর ধন্য কৃষ্ণে রতি॥
রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপ গোসাঞি।
বৈষ্ণবের মাহাত্ম্যেতে কহিল তাহাই॥

বৈষ্ণব দুর্ব্বর্ণ মতি সেহ পূজ্যতম॥
পশু-পক্ষ সেহ যদি লয় কৃষ্ণনাম॥
সেহ ত পরমপূজ্য দূরে থাকু সেহ।
গাধার শরীরে যদি ভেক দেখি কহু॥
দণ্ডবৎ প্রণাম সম্মান নাহি করে।
কেমন ভরসা তার কি সাহস করে॥
অপরাধে ভয় নাহি নরকে না ডরে।
কৃষ্ণভক্তিধনে বুঝি আকাঙ্ক্ষা না করে॥
সর্ব্ব অর্থে বহিষ্কৃত বুঝি হৈতে চাহে।
এই যে আশয়ে শ্রীল গোস্বামীজী কহে॥
অতএব বৈষ্ণবের সাধন ভজন।
বিচার কর্ত্তব্য নহে ভেক-দরশন॥
মাত্রেতে আদর পূজা সৎকার কর্ত্তব্য।
ইহাতে সন্দেহ নাহি অবশ্য সুসেব্য॥
অতএব মধুকর সাহা যে করিল।
ধন্য বটে আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মিলিল॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
কুমতি যাউক কৃষ্ণদাস অভাগার॥

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগমার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥
বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করীভাষ্যমতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশ যাতে॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টব্রহ্মেতে অভিন্ন॥
মায়াবাদী ঈশ্বরের স্বরূপশকতি।
যোগমায়া নাহি মানে ব্যতিক্রম মতি॥
ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে॥
বেদের তাৎপর্য্য অর্থ প্রেম যে পর্য্যন্ত।
কল্পিতার্থ বাদে তার নাহি জানে অন্ত॥

প্রমাণং তন্ত্রে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

মায়াবাদময় অসৎ শাস্ত্র বৌদ্ধ শাস্ত্র নামে কথিত। হে দেবি! কলিযুগে আমিই ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উহা প্রণয়ন করিয়াছি।

সেইকালে মহাপ্রভু প্রকট শ্রীক্ষেত্রে।
প্রচণ্ড প্রতাপ গুণ ব্যক্ত ত্রিজগতে॥
প্রভুর প্রেমভক্তি যেই অলৌকিক ক্রিয়া।
কাশীতে প্রকাশানন্দ বিশেষ শুনিয়া॥
প্রসন্ন না হৈল তাহে লোক প্রতারক।
ভাবকালি দেখি ভুলে ইতর যে লোক॥
এত কহি এক শ্লোক আপনি রচিয়া।
পাঠাইলা মহাপ্রভুর স্থানে লোক দিয়া॥

শ্লোকঃ—

যত্রাস্তে মণিকর্ণিকাঽমলসরঃস্বর্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা,
রত্নং তারকমক্ষরং তনুভৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
তস্মিন্নদ্ভুতধামনি স্মররিপোর্নির্ব্বাণমার্গে স্থিতে,
মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া
ধাবতি ইতি॥

যেখানে মণিকর্ণিকা, অমলসরোবর প্রভৃতি পুণ্য-তোয়া দীর্ঘিকা এবং স্বর্দীর্ঘিকা শোভমান; যেখানে শম্ভু স্বয়ং জীবগণকে "তারক"—এই দুর্লভ অক্ষর-রত্নদান করিতেছেন এবং যে স্থান মদনের ক্রীড়াভূমি নহে, মূর্খেরাই স্মররিপুর মুক্তিপথস্বরূপ এরূপ অদ্ভুত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশুবৎ প্রত্যাশায় মোহিনী মূর্ত্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া মরীচিকালোভে অন্যত্র ধাবিত হয়।

শ্লোক পড়িয়া প্রভু মুচকি হাসিলা।
তাহার উত্তর শ্লোক লিখি পাঠাইলা॥

শ্লোকঃ—

ঘর্ম্মাম্ভো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীরথী
কাশীনাং পতিরর্দ্ধমস্য ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ম্।
এতস্যৈব হি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে! শ্রীপাদ!
নির্ব্বাণদম্॥

যাঁহার ঘর্ম্মজল হইতে মণিকর্ণিকার উদ্ভব এবং যাঁহার চরণকমল হইতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর জন্ম; শম্ভু অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া যাঁহাকে ভজন করেন এবং শিব-নগরে যাঁহার তারক নাম জীবগণের নিস্তারকার্য্যে নিযুক্ত আছে, হে সখে শ্রীপাদ! তুমি সেই মোক্ষদায়ী শ্রীকৃষ্ণচরণকমল ভজন কর।

পুন এক শ্লোক তেঁহ লিখি পাঠাইলা।
প্রভু দেখি কম্প বলি আদর না কৈলা॥

শ্লোকঃ—

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা-
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব
মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহে যদি ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎ
সাগরম্॥

পরাশর, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ বায়ু, জল, বৃক্ষপর্ণ মাত্র ভক্ষণ করিয়াও স্ত্রীগণের যে কমনীয়-কান্তি মুখপদ্ম দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ছিলেন, দধি-ঘৃতশাল্যান্নভোজী মানবের যদি তদ্দর্শনে মোহাচ্ছন্ন হওয়া অসম্ভব হয়, তবে বিন্ধ্যপর্ব্বতেরও সাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব।

ভক্তবৃন্দ দেখি তার উত্তর লিখিলা।
শ্লোক লিখি পাঠাইল প্রভু না জানিলা॥

সিংহো বলী দ্বিরদশূকরমাংসভোগী,
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোগী,
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥

সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং হস্তী ও শূকরের মাংস ভোজন করিয়াও সংবৎসরে কেবলমাত্র একবার ইন্দ্রিয়সুখে রত হয়। কিন্তু শিলাখণ্ডভোজী পারাবত নিরন্তর রতিক্রিয়ায় রত থাকে, ইহার কারণ কি, বল দেখি?

তবে মহাপ্রভু যবে বৃন্দাবন গেলা।
প্রকাশানন্দের তবে মতি ফিরাইলা॥
কাশীপুরে প্রভু তবে থাকি দুই মাস।
যত বহির্ম্মুখ ছিল কৈল নিজ দাস॥
প্রকাশানন্দের সহ বিচার করিয়া।
মায়াবাদপাণ্ডিত্য দিলেন ঘুচাইয়া॥
করিত বেদান্ত-অর্থ তখন বুঝিলা।
প্রভুর আশ্চর্য্য তেজ দেখিতে পাইলা॥
শিষ্য সমিভ্যারে সব বৈষ্ণব হইল।
প্রভুর চরণতলে শরণ লইল॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিনু যেন শকতি আমার॥
কৃষ্ণসেবানন্দ ভক্তি প্রধান মানিল।
আর যে যতেক মত হেয় বুদ্ধি হৈল॥
সেই মুখে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন করি।
স্তুতি কৈল প্রভুর অভয়পদ ধরি॥
মূর্খ মুই সে বিচার স্তুতি যে করিল।
বুঝিতে না পারি তাহা বর্ণিতে নারিল॥
প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল।
প্রভুহ প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল॥
অতঃপর তাঁহার মহিমা কি পর্য্যন্ত।
মহা ভাগবত হৈলা পরম সুশান্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনে নাহি জানে আন।
চৈতন্য পরম-ধর্ম্ম চৈতন্য গেয়ান॥
চৈতন্য ভজন সদা চৈতন্য ধেয়ান।
চৈতন্য পরমতত্ত্ব করয়ে বাখান॥
চৈতন্য শয়নে দেখে চৈতন্য স্বপনে।
যে দিকে ফিরায় আঁখি শ্রীচৈতন্য মানে॥
ক্ষণে ক্ষণে কহে প্রভু বড় দয়াময়।
কুতার্কিক মুই মোর ঘুচাইলে সংশয়॥
বড় দয়াময় প্রভু বড় দয়াময়!
শুষ্ক তার্কিকে দিলে ভক্তির আশ্রয়॥
তবে অনুরাগে লীলা-গুণ যে প্রভুর।
বর্ণন করিলা এক গ্রন্থ মহাশূর॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাম সুমধুর।
মধুর বর্ণন চমৎকার রসপূর॥
আস্বাদে অমৃত আর শ্রবণে মঙ্গল।
শুনিয়াছে যেই সেই জানে তার বল॥
শুনিতে শুনিতে আর বাড়য়ে পিয়াস।*
প্রেমদাস করিয়া হৃদয়ে করে বাস॥
শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-গুণ।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু শোধিতে আপন॥
মূর্খ মুই বিস্তার করিতে নাহি জানি।
সাধ করে মনে বলি করি টানাটানি॥
শ্রীমান্ প্রকাশানন্দ নিত্যসিদ্ধ হন।
লীলা লাগি এই এক প্রভুর গঠন॥
যতেক শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরিবার।
শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ আরাধ্য সবার॥

* "উদাস"—পাঠান্তর।

তাঁহার চরণে মুই ।
বৈষ্ণবের স্থানে এই উদ্দেশ পাইনু॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব-চরণের কৃপা আশ।
করিয়া আছয়ে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীভক্তমালে নরলী-ভক্ত-আদি-গুণকথনং দ্বাবিংশ-মালা ॥২২॥

ত্রয়োবিংশ মালা

নিবাই-গ্রামীয় সাধু আদিভক্তগুণ বর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ।
জয় রূপসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ॥

নিবাই-গ্রামেতে কোন সাধু।

নিবাই-নামেতে গ্রামে একজন চোর।
আজন্ম করয়ে চুরি পাপাচারে ভোর॥
হাজার টাকার এক থলি চুরি করি।
আনিল কাহার তাতে তুল হৈল ভারি॥
প্রসিদ্ধ যে চোর যত ধরিয়া নিয়া যায়।
হাকিম তা-সভাকারে পরীক্ষা করায়॥
তাহা জানি সেই চোর চিন্তিত হইল।
কি করি উপায় বলি ভাবিতে লাগিল॥
আমারে ধরিয়া নিয়া পরীক্ষা করাবে।
ঠেকিলে গর্দ্দান লবে কিংবা শালে দিবে॥
সেই গ্রামে কোথাও হয় পুরাণের কথা।
দৈবাত শুনিতে সেই চোর গেল তথা॥
যাইয়া শুনয়ে কৃষ্ণমন্ত্রের গ্রহণ।
হইতেছে সেইক্ষণ মহিমাকথন॥
কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণমাত্রেতে পুনর্জন্ম।
হয় ক্ষয় পায় যত প্রারব্ধাদি কর্ম্ম॥
দ্বিজশব্দ হয় তার দুর্জ্জাতিত্ব যায়।
গায়ত্রীদীক্ষাতে যথা বিপ্র দ্বিজ হয়॥

তথা—

পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

বিবাহের পর কন্যা যেমন পিতৃগোত্র বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বামী-গোত্রবিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলে মানব দ্বিজত্ব পায়।

বসিয়া শুনিল চোর এ সব কথন।
ঘরে গিয়া হর্ষ হৈয়া ভাবে মনে মন॥
টাকা চুরি করিয়াছি আমি ত নিশ্চয়।
পরীক্ষা করাবে কালি ধরিয়া আমায়॥
চোর ধরা নিশ্চয় পড়িব পরীক্ষায়।
অতএব যে শুনিলাম পরম উপায়॥
পুরাণে কহিল কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষামাত্র।
সে জনম যায় হয় দ্বিজ মহাপাত্র॥
অতএব শীঘ্র আমি কৃষ্ণমন্ত্র লই।
পরীক্ষাতে উত্তরিব জন্মান্তর হই॥
এত ভাবি-এক যে বৈষ্ণব স্থানে গেল।
কৃষ্ণমন্ত্র দেহ বলি বিনতি করিলা॥
বৈষ্ণব কহেন আজি নহে কালি দিব।
তেঁহ কহে নহি নহি এখনি লইব॥
একান্ত আগ্রহ দেখি সাধু দীক্ষা দিলা।
দীক্ষা করি মনে মনে আনন্দিত হৈলা॥
পরদিনে হাকিমের পদাতি আসিয়া।
ধরিয়া লইয়া গেল তস্কর বলিয়া॥
গোইন্দা কহয়ে এই চোর চুরি কৈল।
রাজা তাহা শুনি তদ্বি করিতে লাগিল॥
তেঁহ কহে মহারাজ চোর কভু নহি।
এ জন্মেতে আমি চুরি কভু করি নাহি॥
বরঞ্চ আমারে কোন পরীক্ষা করাও।
ঠেকি যদি তবে মোর ধন প্রাণ লও।
তবে তারে কহে রাজা পরীক্ষা করাতে।
তপত সাবল কহে হস্তেতে লইতে॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস তার অন্তরে আছয়।
কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা কৈলে পুনর্জন্ম হয়॥
অতএব কহে মুই এ জন্মে কখন।
চুরি করি থাকি কিংবা পাপাদিক কোন॥
তবে এই হস্ত মোর সাবলে জলিবে।
নতুবা আমার হিংসা কিছু না হইবে॥
এতেক কহিয় হস্তে সাবল লইল।
অগ্নিবর্ণ-লোহ হস্তে শীতল ঠেকিল॥
শুদ্ধ জানিয়া তারে প্রীতি কৈল।
গোইন্দার গর্দ্দান রতে আজ্ঞা দিল॥
তবে সাধু গোইন্দার প্রাণ যায় জানি।
দয়ার্দ্র হইয়া কহে যুড়ি দুই পাণি॥
মহারাজ উহার অপরাধ কিছুই নাই।
মিথ্যা না কহিল চুরি কৈনু সত্য মুই॥
এ জন্মে না কৈনু পূর্ব্বজন্মেতে করিনু।
যদবধি কৃষ্ণমন্ত্র-আশ্রয় না কৈনু॥
এত কহি আদ্যোপান্ত সকলি কহিল।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল॥
তবে রাজা তারে বহু সন্মান করিল।
গোইন্দার প্রানদান করি ছাড়ি দিল॥
অতএব কৃষ্ণমন্ত্রমহিমা এমতি।
অপরাধী জনে কভু না হয় প্রতীতি॥
গুরুকৃপা মন্ত্রবলে সেই যে তস্কর।
ভাগবতোত্তম হৈল কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
মূল সহ পাপে মতি তৎক্ষণে ছুটিল।
অনন্যভাবেতে কৃষ্ণশরণ লইল॥
ভুবনপাবন তাঁর চরণের রজ।
আমা সবা পাতকীর যাহা নিয়া কাজ॥
সেই শ্রীচরণরজ বাঞ্ছে কৃষ্ণদাস।
জনমে জনমে করে দাস হৈতে আশ॥

শ্রীঅন্য-সুরদাস।

পরগণে সণ্ডিলা নাম তাহাতে বৈসয়।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণের আশ্রয়॥
পাৎশার চাকর তের লক্ষের তসিল।
করেন কিন্তু যেমন শ্রীকৃষ্ণের শীল॥
সুরদাস নাম কিন্তু কমললোচন।
রূপে গুণে শীলে সর্ব্বলোকের রঞ্জন॥
মহাজন-লোক গুড়-বেপারের তরে।
শত মোন গাড়ী ভরি আনিল বাজারে
অতি চমৎকার গুড় মিছিরির প্রায়।
নজরে দেখিয়া সুরদাস মহাশয়॥
মনেতে বাসনা হৈল উৎসাহ সহিত।
হেন বস্তু শ্রীমদনমোহনে উচিত॥

এত ভাবি সব গুড় আটক করিয়া।
যতন করিয়া নিল দুনা দাম দিয়া॥
সেইক্ষণে গাড়ী সহ শ্রীবৃন্দাবন।
চালাণ করিলা যথা মদনমোহন॥
দ্বিতীয়-প্রহর-রাত্রি-কালে আসী গাড়ী।
পহুঁছিল বৃন্দাবন শ্রীজীয়ের বাড়ী॥
দুয়ারে কপাট দিয়া শুইয়াছে সবে।
গাড়োয়ান ফুকারয় করি উচ্চরবে॥
সড়িলা হইতে গুড় আইল শত মোন।
ভাণ্ডারে উঠাও আসি দেহ লোকজন॥
ভিতর হইতে কেহ ডাকি কহিলেক।
আজি রহ প্রাতঃকালে উঠান যারেক॥
দ্বার না খুলিল হোথা মদনমোহন।
তখন যে পূজারিরে কহেন স্বপন॥
সুরদাস গুড় পাঠাইল মোর তরে।
সন্ধ্যায় যে খাইনু তাহে পেট নাহি ভরে॥
অতএব গুড় যে ভাণ্ডারে উঠাইয়া।
মালপুয়া কর কিছু আমার লাগিয়া
এখনি করহ তবে না হয় গঞ্জন।
ক্ষুধা মোর হইয়াছে অতি অসহন।
স্বপন দেখিয়া শীঘ্র উঠিয়া পূজারি
দ্বার খুলি বাহিরে আইলা ত্বরা করি॥
তটস্থ হইয়া গুড় ভাণ্ডারে উঠায়।
স্থান চৌকা করি তবে কড়াই চড়ায়॥
অতিশীঘ্র মালপুয়া প্রচুর করিল।
মদনমোহন-আগে ভোগ লাগাইল॥
আস্বাদন করিয়া শ্রীমদনমোহন।
প্রসাদ রাখিলা ভক্তগণের কারণ॥
যথা সুরদাস তাঁর স্থানে সেই রাত্রে।
মালপুয়া প্রসাদ পঁহুছিল এক পাত্রে॥
স্বপন দেখিয়া সুরদাস চমকিয়া।
উঠিয়া প্রসাদ পাইল আনন্দিত হিয়া॥
গদগদ প্রেমভাবে প্রসাদ পাইল।
নিজ জন্ম তনু ধন্য করিয়া মানিল॥
সেই সুরদাস সেই পূজারিঠাকুর।
সেই গুড় মালপুয়া সুসাদু মধুর॥
তাঁহা-সবা-স্থানে মোর একান্ত প্রার্থনা।
ভক্তি দিয়া নিস্তারহ করিয়া করুণা॥

শ্রীমুরারি দাস ভক্ত।

শ্রীমুরারিদাস নামে পরমবৈষ্ণব।
লোকাপেক্ষা চামারের কুলেতে উদ্ভব॥
অতি শিষ্ট শান্ত মৃদু প্রিয়ংবদ ধীর।
গ্রাম্যবার্ত্তাহীন বুদ্ধিমান্ মতি স্থির॥
আপনাতে নীচ-দৈন্য বুদ্ধি দম্ভহীন।
জিতেন্দ্রিয় সদাচার ভক্তিতে প্রবীণ॥
রসিক-মুরারি-জীউ মহান্ত প্রধান।
তাঁরে দেখি হৈল কিছু চমৎকারজ্ঞান॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু চিত্ত পুলকিত।
হঠাৎ তাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত॥
মুরারি তাঁহারে দেখি কুণ্ঠিত হইয়া।
মুখে না আইসে বাণী ভয়ে ভীত হিয়া॥
হাত কচালিয়া পাছু পাছু হাঁটি যায়।
কি করিবে কি কহিবে কিছু না জুয়ায়।
আসন দিবার উপযুক্ত নাহি ঘরে।
বসিতেও কহিতে নাহিক পারে ডরে॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে দূরেতে থাকিয়া।
রসিক-মুরারি কোলে করিলা ধাইয়া॥
তেঁহ কহে মোরে স্পর্শ না কর ঠাকুর।
নীচজাতি মুই সম না হয় কুকুর॥
রসিক-মুরারি কহে তুমি সাধুত্তম।
তোমারে স্পর্শিয়া মুই হইব উত্তম॥
এত কহি বসি তাঁহা করি কোন ছল।
পান কৈলা মুরারিদাসের পাদজল॥
স্তুতি-নতি করি বহু উঠিয়া আইলা।
পাদোদক পান করি কৃতার্থ মানিলা॥
তাঁর শিষ্য রাজা সব বৃত্তান্ত শুনিল।
মুরারি-দাসের পাদোদক গুরু খাইল॥
শুনিয়া রাজার কিছু অবজ্ঞা জন্মিল।
মুচির চরণোদক কেমতে খাইল॥
রসিক মুরারি-জীউ জানিয়া অন্তরে।
রাজার অজ্ঞতা নাশ করিবার তরে॥
রাজার নিকটে তবে আপনি চলিলা।
দেখিয়াও রাজা সমাদর নাহি কৈলা॥
মুচকি হাসিয়া সাধু নিকটে বসিয়া।
কহিতে লাগিলা নৃপে অজ্ঞতা বুঝিয়া॥
আমি গুরু আইনু যে নিকটে তোমার।
প্রসন্ন না হৈলে কহ কি হেতু ইহার॥

রাজা ক্রোধে কহে এথা কি কাজ আছয়।
মুরারি-মুচির বাড়ী যাও মহাশয়॥
শুনিলাম তার পাদোদক পান কৈলে।
লোকে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলে॥
এত শুনি সাধু মনে বিচার করিল।
ইহার কুমতি শাস্তি করিতে হইল॥
রসিক মুরারি তবে কহেন রাজারে।
আরে মূর্খ শোন কিছু হিত কহি তোরে॥
বুঝিলাম পাদোদক মুরারিদাসের।
পান কৈনু জানি তব উদয় তমের॥
বড় মূর্খ তুমি তব নাহি কিছু জ্ঞান।
কেবল করহ মাত্র বিষয়ের ধ্যান॥
বৈষ্ণব যে কি পদার্থ তাহা নাহি জান।
হরিভক্ত বলি তুমি আপনারে মান॥
বৈষ্ণবেতে রতি বিনে ভক্ত নাহি হয়।
কৃষ্ণকৃপা নাহি হয় ভক্তি না জন্ময়॥
বৈষ্ণবেতে নীচবুদ্ধি বড় অপরাধ।
সর্ব্বনাশ হয় সর্ব্বধর্ম্ম যায় বাদ॥
চণ্ডালের বংশে জন্ম হরিভক্তি হয়।
পরমপাবন সেই বেদ দৃঢ় কয়॥
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র যবন বা হয়।
সেব্যতম হয় সেই অংশু নিশ্চয়॥
উত্তম-ভকতি এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
লোকশাস্ত্র ধর্ম্মমার্গে করয়ে বাখান॥
এত কহি শাস্ত্রের প্রমাণ বহু দিলা।
তোর মুখ না দেখিব রাজারে কহিলা।
এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল।
গুরুর উপেক্ষা শুনি ভয়েতে কাঁপিলা॥
তখন গুরুর পদে পড়িয়া কান্দয়।
শরণ লইনু প্রভু না তেজ আমায়॥
আমি মূর্খ নাহি জানি এবে বুঝিলাম।
নীচ যে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দৃঢ় জানিলাম॥
বৈষ্ণবের সেবা মুই একান্ত করিব।
পাদোদক অধর-অমৃত যে খাইব॥
তোমার চরণে যেই অপরাধ কৈনু।
সে সকল ক্ষেম মোর শরণ লইনু॥
তখন প্রসন্ন হৈলা রসিক মুরারি।
রাজার মস্তকে শ্রীচরণ দিলা ধরি॥
রাজা সেই হৈতে করে বৈষ্ণবসেবন।
বৈষ্ণবে অনন্ত রতি একান্ত শরণ॥
কৃষ্ণের করুণা তবে হঠাৎ হইল।
রাজ্যত্যাগ করি বনে গমন করিল॥
রসিক-মুরারি আর শ্রীমুরারিদাস।
অর মহারাজ মোরে করহ আশ্বাস॥
শ্রীচরণ ধর মোর মস্তক-উপরে।
তবে সে নিস্তার পাই এ দুঃখসাগরে

শ্রীতুলসীদাস মহান্ত।

শ্রীমান্ তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত।
অলৌকিক অদভুত যাহার চরিত॥
পূর্ব্বে তেঁহ আছিলা বাল্মীকি মুনিবর।
লোকের নিস্তার হেতু কৈলা অবতার॥
লৌকিক-লীলাতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
জন্মিলেন মহাশয় লোকব্যবহারে॥
কালেতে বিবাহ করি গৃহস্থালী কৈল।
স্ত্রীর বশীভূত বিপ্র একান্ত হইল॥
একক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গ বিনে নাহি রহে।
যথা তথা স্ত্রীর প্রশংসাই গিয়া কহে॥
বসিতে কহিলে বৈসে উঠিতে উঠয়।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচয়॥
স্ত্রীর বাপের বাটী হইতে লইতে।
পুনঃপুন আইসে লোক না দেয় যাইতে॥
অনেক কষ্টেতে যদি পাঠাইয়া দিলা।
স্ত্রীর বিচ্ছেদে ঘরে রহিতে নারিলা॥
কান্দিয়া ডুলির পাছে পাছে চলি গেলা।
স্ত্রী তাহা দেখি অতি লজ্জিত হইলা॥
ভর্ৎসন করিলা বহু স্বামীর উপর।
হারে মূঢ় হতভাগা নির্লজ্জ বর্ব্বর॥
স্ত্রীর আঁচল ধরি সদাই বেড়াও।
ছি ছি ধিক্ ধিক্ লজ্জা তুমি নাহি পাও॥
লোকে উপহাস করে ঘৃণা নাহি হয়।
গলায় রসুড়ি দিয়া মরিতে জুয়ায়॥
এত আর্ত্তি তব যদি ঈশ্বরে হইত।
না জানি ভাগ্যের ফল তবে কি না হৈত॥
এতেক ভর্ৎসন যদ্যপি স্ত্রী করিল।
শুনিয়া বিপ্রের কিছু পিৎকার জন্মিল॥
তৎক্ষণে হইল মনে বিবেক উদয়।
অমনি ফিরিয়া আইলা ঘরেও না যায়॥

সর্ব্বত্যাগ করি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ।
আশ্রয় করিয়া লৈল একান্ত শরণ॥
বিগ্রহ প্রকাশি কৈলা সেবা চমৎকার।
অদ্ভূত হৈল তবে প্রেমের বিকার॥
অল্পকালে রামচন্দ্রের অনুকম্পা হৈল।
অনেক সংসার সাধু পবিত্র করিল॥
শ্রীমান্ রঘুনাথ লীলা চরিত্র বর্ণন।
ভাষা-ছন্দে করি কৈল ভুবন-পাবন॥
তাঁহার মহিমা কিছু কহি শুন আর।
যার পদজলে ভূত পাইল নিস্তার॥
কাশীর অন্তত্র সাধু আর কোন স্থানে।
কোন প্রয়োজনে গেলা করিয়া ভ্রমণে॥
এক বৃক্ষতলে গিয়া বিশ্রাম করিলা।
পাক করি খাইবারে উদযোগ করিলা॥
সেই বৃক্ষে এক ভূত বহুকাল রহে।
যাতনাশরীর দিবানিশি দুঃখে দহে॥
সাধু সেই বৃক্ষতলে পাদ ধৌত কৈলা।
পাদ-ধৌত-ছিটা গিয়া বৃক্ষেতে লাগিলা॥
তৎক্ষণাৎ সেই ভূত নিস্তার হইলা।
দিব্যদেহ ধরিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিলা॥
দেখিয়া তুলসীদাস কহেন তাহারে।
কে তুমি স্বরূপে কহ কৃপা করি মোরে॥
তেঁহ কহে ভূতযোনি আছিলাম আমি।
চরণ-অমৃত দিয় তরাইলে তুমি॥
স্তুতি-নতি করি নিজ বৃত্তান্ত কহিলা।
বুঝিয়া তুলসীদাস কহিতে লাগিলা॥
বৈকুণ্ঠের পারিষদ এবে হৈলে তুমি।
এক যে প্রার্থনা তব ঠাঁই করি আমি॥
শ্রীরামদর্শন আমি কি উপায়ে পাই।
কৃপা করি কহ মোর নিবেদন এই॥
তেঁহ কহে তুমি সাধু যোগ্যপাত্র হও।
তথাপিহ এক যুক্তি কহি তাহা লও॥
শ্রীল হনুমান্ রামচন্দ্র-প্রিয়তম।
তাঁহার কৃপাতে অতি পাইতে সুগম॥
তুলসী কহেন তাঁর লাগ পাব কোথা।
তেঁহ কহে কহি শুন লাগ পাবে যথা॥
এই গ্রামে অমুক যে ব্রাহ্মণগৃহেতে।
তিনি আইসেন রামায়ণশ্রবণেতে॥
মনুষ্যাবেশেতে অবধূতবেশধারী।
অমুক দিকেতে বৈসেন ছদ্মরূপ করি॥
পাঠ-অন্তে তাঁহার চরণ দৃঢ় করি।
ধরিয়া কহিবে মোরে দেখাও শ্রীহরি॥
তুমি যোগ্যপাত্র শ্রীমান্ হনুমান্ জানি।
দেখাইবে অবশ্য তোমারে রঘুমণি॥
এত কহি তেঁহ পরব্যোম চলি গেলা।
রামায়ণ যথা হয় তথায় চলিলা॥
দেখেন সহস্র লোক চারিভিতে হয়।
অবধৌত বেশ কোন জন নিবখয়॥
সেইরূপ একব্যক্তি দেখেন বসিয়া।
শ্রীরামচরিত্র শুনি পুলকিত হিয়া॥
তথায় বসিয়া সাধু শ্রবণ করয়।
মধ্যে মধ্যে দোঁহে দোঁহাপানে নিরখয়॥
দোঁহার অন্তরকথা দোঁহাতে বুঝিয়া।
ক্ষণেক ক্ষণে আনন্দে হাসয় মুচকিয়া॥
পাঠ অন্তে লোক সব উঠিয়া চলিলা।
অমনি যে হনুমান্ গমন করিলা॥
তুলসী সম্মুখে গিয়া অষ্টাঙ্গ হইয়া।
পড়িলা প্রণাম করি চরণে ধরিয়া॥
মৃদু হাসি হনুমান্ আলিঙ্গন কৈল।
তুলসী অভীষ্ট আপনার যে কহিল॥
তব প্রিয় রামচন্দ্র আমারে দেখাও।
অকপটে তোমার স্বরূপ দরশাও॥
প্রসন্ন হইয়া তবে নিজরূপ ধরি।
বর দিলা অচিরাতে দেখা দিবে হরি॥
হনুমানে বহু তবে স্তুতি নতি কৈলা।
তেঁহ চলি গেলা ইঁহ নিজস্থানে আইলা॥
সহজেই রামচন্দ্র তাহে কৃপাবান্।
তবে যে এতেক চেষ্টা উৎকণ্ঠা কারণ॥
তুলসীদাসের প্রভু শ্রীরঘুনন্দন।
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা জানে সর্ব্বজন॥
এক যে ব্রাহ্মণ সেই গোহত্যা করিয়া।
তীর্থভ্রমণ করি বেড়ায় ফিরিয়া॥
কাশীতে গেলেন বিপ্র তীর্থের রটনে।
রামনাম মহামন্ত্র জপয়ে যতনে॥
তুলসীদাসের স্থানে গিয়া প্রণমিয়া।
পূর্ব্বাপর কহে নিজকর্ম্ম বিবরিয়া॥
মুই দুষ্ট অধম যে গোহত্যা করিনু।
যেহেতুক তীর্থভ্রমণে নিকশিনু॥
শ্রীমান্ তুলসীদাস অপূর্ব্ব জানিয়া।
তাঁর মুখপানে চাহে চকিত হইয়া॥

রামনাম জপে আর ক্ষুদ্র পাপ অন্ত।
তীর্থভ্রমণ করে আর কহে অন্ত॥
তবে সাধু ক্রোধাবেশে কহে ব্রাহ্মণেরে।
হাঁ রে দুষ্ট কুমতি দেখিতে নাহি তোরে॥
রামনাম জপিতেছ আর প্রায়শ্চিত্ত।
কারণ ভাবিছ আর ভ্রমিতেছ তীর্থ॥
আনুসঙ্গ্য এক নামে যত পাপ হরয়।
কোটী কল্পে পাপী তাহা করিতে নারয়॥
শ্রীমন্নাম-উচ্চারণ-উপক্রম হৈতে।
পাপ যায় শুভ হয় সর্ব্ব তৎক্ষণাতে॥

প্রমাণ—ঃ

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

সূর্য্যদেব উদিত হইলেই যেমন বসুমতীর নিখিল অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ এই ভবসাগর তরণীস্বরূপ জগমঙ্গলকারী শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করে।

হেন পরাৎপর যে তারকব্রহ্ম নাম।
তাকে অল্প বুদ্ধি করি করে অন্য কাম॥
অন্য ধর্ম্ম বড় বড় যজ্ঞ দান করে।
নাম অঙ্গ যজ্ঞ অঙ্গী করিয়া আচারে॥
সেই অপরাধে তার নিস্তার না হয়।
নানা যোনি নরকাদি ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তি অধিকারী নহে।
তমময় হয় দম্ভ অহঙ্কার সহে॥
অতএব যদি মোর বাক্য এবে ধর।
যদি আত্যন্তিক নিজ হিত চেষ্টা কর॥
সর্ব্বধর্ম্ম তেজি তবে রামচন্দ্র ভজ।
অন্য অভিলাষ কুটীনাটি সব তেজ॥
প্রায়শ্চিত্ত করিতেও না হইবে আর।
আনুসঙ্গ্য পাপ আর যাইবে সংসার॥
প্রেমানন্দ মহোৎসব অনাসে পাইবে।
ইহার অধিক লাভ আর কোথা পাবে॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র চমকিত হৈলা।
সাধুর চরণে তবে শরণ লইলা॥

তবে কৃপা করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
বিপ্র ভাগবত হৈল সকল ছাড়িয়া॥
বিপ্র কহে মহাশয় কৃপা করি মোরে।
নামের মহিমা যদি কিঞ্চিৎ আমারে॥
শুনাও জনম মোর হউক সফল।
তোমার প্রসাদে পাইনু ভক্তিজ্ঞানবল॥
তবে সাধু প্রেমাবেশে প্রশংসা করিয়া।
নামের মহিমা কিছু কহে হৃষ্ট হৈয়া॥

নামের মহিমা কথন।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

শ্রীহরির নাম—চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণ-চৈতন্যরস-বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত; নাম ও নামী অভিন্ন।

শ্রীমন্নাম চিন্তামণি সর্ব্বফলদাতা।
পূর্ণ চৈতন্যরস কৃষ্ণে অভিন্নাত্মা॥
নিত্যমুক্ত নির্গুণ পর ৎপর বিভু।
নাম নামী অভেদ ত্রিজগতের প্রভু॥

যথা—

মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

হে ভৃগুবর! কৃষ্ণনামামৃত অতি মধুর এবং সর্ব্বকল্যাণের আলয়; সকল নিগম-সমূহের পরম উপাদেয় ফল এবং চিদানন্দস্বরূপ। সুতরাং এই মধুর কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় একটীবার মাত্রও ব্যক্তাব্যক্তরূপে উচ্চারিত হইলে জনগণের ত্রাণ করিয়া থাকেন।

মধুর মধুর মঙ্গলের যে মঙ্গল।
সহস্রবল্লী যে বেদ তাহার সৎফল॥
চিৎস্বরূপ সেই কৃষ্ণনাম একবার।
হেলা কিংবা শ্রদ্ধাক্রমে করয়ে উচ্চার॥
নরমাত্র কেহ হয় তারয়ে সংসার।
নাহিক করয়ে পাত্রাপাত্রের বিচার॥

নয়মন্ত্র কহেন যে তাঁর বিবরণ।
শুনহ বিস্তার তার অপূর্ব্ব কথন॥
যবন-চণ্ডাল-আদি যত নীচগণে।
অধিকারী নহে কোন কর্ম্ম যজ্ঞ দানে॥
এবং মহাপাতকাদিকৃত সেই নর।
তাহার নাহিক কোন কর্ম্মে অধিকার॥
এ সব অনধিকারী যজ্ঞাদি করিলে।
ব্যর্থ হয় তার কিছু ফল নাহি মিলে।
কৃষ্ণনাম তেমন দুর্ব্বল নাহি হন।
সকল ধর্ম্মের প্রভু মহাবলবান্॥
সকল ধর্ম্মের ফলদাতা মহাবিভু।
কেহ ফল দিতে নারে নাম বিনা কভু॥
চণ্ডাল যবন খস ম্লেচ্ছ-আদি গণ।
একবার হেলায় যদ্যপি করে গান॥
নিশ্চয় সে হয় ত্রাণ নাহিক সন্দেহ।
জীবনমুকতি হয় আত্মকুল সহ॥
অতএব কৃষ্ণনাম জগতের সার।
সকলের ত্রাতা সেই সবার অধিকার॥
এমন মহিমা করে আছয়ে ভুবনে।
হেলা করি একবার গায় যেই জনে॥
নীচ উচ্চ না বাছে পাতকী শ্রদ্ধাহীন।
পবিত্র করয়ে তারে কহয়ে প্রবীণ॥

যথা—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং
ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

যাঁহার নামপ্রভাবে চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়, যাঁহার প্রভাবে সংসারারণ্যের মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, যিনি নিখিল মঙ্গলের নিদান, যিনি বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, যাঁহার নাম স্মরণে আনন্দ-জলধি উথলিয়া উঠে, যাঁহার প্রতি চরণবিক্ষেপে সুধা-বর্ষণ হয়, যিনি সর্ব্বজীবকে নিজ আনন্দবারিধি-সিঞ্চনে পরিপ্লুত করেন সেই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া শোভা পাইতেছে।

মার্জ্জন করেন চিত্তরূপ যে দর্পণ।
ভবমহাদাবাগ্নি করেন নির্ব্বাপণ॥
শ্রেয়-রূপ কৈরব যে চন্দ্রিমা তাহায়।
অমঙ্গল নাশি করে মঙ্গল বিস্তার॥
অবিদ্যানাশক বিদ্যাবধূর জীবন।
যাহা বিনে বিদ্যা নাশ হয় অনুক্ষণ॥
প্রতিপদ আনন্দ-অম্বুধিকে বর্দ্ধন।
প্রেম-অমৃত-রস করান আস্বাদন॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় স্নিগ্ধ করি নিবৃত্তি করায়।
অতএব কৃষ্ণ নামসঙ্কীর্ত্তন জয়॥

যথা—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ.
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, যাঁহাকে প্রণাম ও স্মরণ করিলে চণ্ডালও সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে, হে দেব! তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি?

যে করে ভগবন্নাম-শ্রবণ কীর্ত্তন।
ম্লেচ্ছ-আদি করি খস চণ্ডাল যবন॥
তৎক্ষণাৎ নীচ সেই যজ্ঞ-অর্হ হয়।
দুর্জাতিত্ব যায় বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ হয়॥

যথা—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবন্! তুমি বিভিন্ন-স্বভাব জীবের জন্য নিজের যাবতীয় শক্তি প্রদান করিয়া কতই নাম প্রচার করিয়াছ, ঐ সমস্ত নামস্মরণেরও কালাকাল নাই। কিন্তু আমি এতই দুর্ভাগ্য যে তোমার এরূপ কৃপা বিদ্যমানেও তাদৃশ নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণশক্তি যত।
অপ্রাকৃত সর্ব্বশক্তি নামেতে অর্পিত॥
তাহে কালাকাল নাহি কীর্ত্তনে বিচার।
এত কৃপা ঈশ্বরের জীবের উপর॥

তথাপি দুর্দৈব জীবের হেন যে পদার্থে
অনুরাগ না জন্মিয়া মজয়ে অনর্থে॥
নামসংকীর্ত্তনে দেখ কালাকাল নাস্তি।
সর্ব্বদা লইবে নাম দৃঢ় করি অস্তি॥

যথা—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥

হে ব্যাধ! শ্রীহরির এই মহিমাময় নামকীর্ত্তনে কোন দেশ-কাল-নিয়ম নাই; উচ্ছিষ্টাদি বিষয়েও কোনপ্রকার নিষেধ নাই।

নারদ গোস্বামী উপদেশ দিলা ব্যাধে।
নামসঙ্কীর্ত্তন শুচি অশৌচ না বাধে॥
স্থানের নিয়ম নাহি কালের নিয়ম।
উচ্ছিষ্টমুখেতে জপ বেদের বচন॥
অতএব হরির নামেতে সদাচার।
জিহ্বায় ধাবণ কর কাল না বিচার॥

যথা—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতংবা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যম্॥

যে হরির নাম উচ্চারিত হইলে, স্মরণ করিলে অথবা শ্রবণ করিলে শুদ্ধভাবে অশুদ্ধ ব্যবহৃত হইলে, কোনরূপ অঙ্গহীন হইলে যে সংসার হইতে উদ্ধার করেন, ইহা সত্য।

এক কৃষ্ণনাম যেই মুখে উচ্চারয়।
কিংবা যে স্মরণ করে কর্ণে বা শুনয়॥
শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণের অপেক্ষা তাতে নাই।
আশ্চর্য্য মহিমা হেন ত্রিজগতে নাই।
মধ্য অক্ষরে কিন্তু ব্যবধান বিনা।
ধ্রুব ত্রাণ করে বেদে সত্য করি ভণে॥
এব-কারে অন্যব্যবচ্ছেদ করি কহে।
এতাদৃশ সত্য কোন ধর্ম্ম হৈতে নহে॥

যথা—

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

আদিত্যদেব উদিত হইলেই যেমন বসুমতীর নিখিল অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ এই ভবসাগরের তরণীস্বরূপ জগন্মঙ্গলকারী শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই সমস্ত পা বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করে।

এক নাম উচ্চারণ-উন্মুখ হৈতে।
অখিলপাতক হরে তরে ভব হৈতে॥
ঘোরতিমির-ভবসংসারের তরি!
জয় জয় জগন্মঙ্গল নাম হরি॥
অতএব সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া আমার।
হে জিহ্ব কেবল হরিনাম কর সার॥

যথা—

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্,
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজম্।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ,
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু॥

স্বর্গার্থী স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং মুক্তিকাঙ্ক্ষী লোক সকল দীনদশাপন্ন ও ক্লেশভাগীই হইয়া থাকে। যোগাভ্যাস পরম বিরস, সুতরাং সে সকল প্রয়াসের আবশ্যক কি? আমি সমস্ত ছাড়িয়া হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে থাকিব।

স্বর্গার্থী হইয়া নানাকর্ম্ম যেই করে।
দীনহীন সেই জন ভ্রময়ে সংসারে॥
মুমুক্ষু যে জ্ঞানযোগ করয়ে আস্থান।
ক্লেশমাত্র তার যে হারায় প্রেমধন॥
যোগীর যে যোগ সেহ পরমবিরস।
অরে মন সব তেজি হও মোর বশ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ তপ যতনে তেজহ।
আমার রসনা মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ॥
এক স্ত্রী স্বামীর সহ সতী হৈতে যায়।
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করয়॥
এই স্ত্রী এই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যে মানিয়া।
প্রাণান্তক দেহ দণ্ড করে জানাইয়া॥
স্বর্গ ভোগ ফল অতিতুচ্ছ না বুঝিয়া।
পরম যে ধর্ম্ম করি অন্তরে মানিয়া॥
অত্যন্তিক ক্লেশ দেহ দগধ করিয়া।
ফল্গু অর্থ পায় পরিণাম না বুঝিয়া॥

সম্মুখে দারুণ কাল সংসার আনল।
ক্ষুদ্রসুখলোভে নাহি বুঝে তার বল॥
দয়ালহৃদয় সাধু এতেক চিন্তিয়া।
স্ত্রীর নিকটে গেলা করুণা করিয়া॥
মহান্ত তুলসীদাস জানয়ে সে নারী।
প্রণাম করিলা অতি ভক্তিভাব করি॥
সেই যে সুকৃত তার সাক্ষাতে ফলিল।
শুন তার কথা সাধু যে কৃপা করিল॥
আগে ত নারীকে অতি প্রশংসা করিলা।
শেষে ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে।
ইহাতে যে পরলোকে কি গতি পাইবে॥
নারী কহে স্বামীসঙ্গে স্বর্গেতে যাইব।
চৌদ্দ ম হন্দ্রকাল বিষয় ভুঞ্জিব॥
সাধু কহে তাহার অন্তেতে কি হইবে।
তেঁহ কহে কর্ম্মবশে যে হয় হইবে॥
সাধু কহে কর্ম্মক্ষয় ইথে ত না হৈল।
দারুণ সংসারজ্বালা তবে ত না গেল॥
যদি কহ বহুকাল সুখ-আস্বাদন।
বহু জ্ঞান করিতেছ মোহের কারণ॥
বহু নহে সেই অতি অল্পকাল হয়।
কালের প্রবাহে কত ইন্দ্র বহি যায়॥
লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রপাত কালে হইতেছে।
চৌদ্দ ইন্দ্র ব্রহ্মার একদিনে যাইতেছে॥
স্বর্গ সেই স্বাভাবিক অনিত্য যে হয়।
সেই থাকু ব্রহ্মাণ্ড যে ইহা নাশ যায়॥
জীব কত কত ব্রহ্মার আয়ু যে পর্য্যন্ত।
ভ্রমণ করিছে তার নাহি হয় অন্ত॥
অতএব অল্পসুখ বিষয় লাগিয়া।
মিথ্যা মায়ামোহে মরে দেহ জ্বালাইয়া॥
নারী কহে মহাশয় কর্ত্তব্য কি হয়।
জন্ম মৃত্যু মায়া-মোহ কি করিলে যায়॥
সাধু কহে মাতা তব শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে কিছু কহি শুন ইহার উপায়॥
জীবন্ত শরীর পোড়াইয়া যাহা নহে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম আচরিয়া বেদ যত কহে॥
সুন্দর বিধানে করিলেও যা না হয়।
শ্রীরামচরণ শ্রবমাত্র সুখে পায়॥
রামনাম মহামন্ত্র যে জন জপয়।
সেই ধন্য ধন্য সেই ত্রৈলোক্যবিজয়॥
এক নামে কোটি মহাপাতক নাশিয়া।
জীবনমুক্ত হয় নির্ম্মল হইয়া॥
পুনঃপুন সাধনেতে কি হয় না জানি।
চতুর্ব্বর্গ নাহি চাহে অতি তুচ্ছ মানি॥
যে স্বর্গ লাগিয়া তুমি দেহ কৈলে পণ।
তার নাম শুনিতেহ কর্ণে হস্ত দেন॥
তাঁহার দর্শনে লোক পবিত্র হইয়া।
সেই রামচন্দ্রে ভজ শরণ লইয়া।
দেবগণ পিতৃগণ ধন্য ধন্য করে।
সর্ব্বগুণ সহ বৈসে তাঁহার শরীর॥

তথা—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা"

তুমি দেহ পোড়াইতেছ ক্ষুদ্রফল-আশে।
সেই মহ ফল পায় সুখে অনায়াসে॥
প্রেমভক্তি মহাফল সর্ব্বফলের ফল।
সর্ব্বসুখময় সর্ব্বশুভঙ্কর মঙ্গল॥
নিত্যসুখ সেই তার নাহিক বিনাশ।
চিদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠে হয় তার বাস॥
স্বর্গ যে অনিত্য তাহে দুঃখেতে মিশ্রিত।
ঈর্ষাদি-মাৎসর্য ভয়-বিচ্ছেদ বিব্রত॥
বৈকুণ্ঠ পরম ধাম নিত্য চিদানন্দ।
ঈর্ষা রাগ দ্বেষ মোহ নাহি মায়াগন্ধ।
অতএব শ্রীরামপদে শরণ যে লয়॥
তাঁহার মহিমা কিছু কহা ত হে যায়॥
এতেক শুনিয়া স্ত্রীর মন ফিরি গেল।
স্বামি-সহগমনেতে নিবর্ত্ত হইল॥
তুলসীদাসের পদে শরণ লইল।
মোহ দূর গেল চিত্ত প্রকাশ হইল॥
কহে মোর কর্ত্তব্য কি কহ মহাশয়।
কৃপা করি কহ যাহে মোর হিত হয়॥
তবে সাধু রামচন্দ্র উপদেশ দিল।
তাঁহার কৃপাতে তাঁর রং ফিরি গেল॥
তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি উদয় হইল।
জন্ম-অন্ধ জন যেন চক্ষুষ্মান্ হইল॥
শ্রীমান্ তুলসীদাস নিজভক্তিবলে।
শক্তিসঞ্চারণ কৈলা ভাসে প্রেমজলে॥
কৃপা করি স্বামীরেহ বাঁচাইয়া দিলা।
তাহারেও রামচন্দ্রচরণে সঁপিলা॥

এই কথা শুনিয়া তবে আকবর শাহা।
সাধুর দর্শনে তাঁর হইলা উৎসাহা॥
যতন করিয়া তবে নিয়া গেলা তাঁরে।
সম্মান করিয়া কিছু কহে মৃদুস্বরে॥
তোমার জহুরা যে শুনিনু পরম্পরা।
সতীর স্বামীরে তুমি বাঁচাইলা মরা॥
আমি কিছু চাহি তব জহুরা দেখিতে।
সাধু কহে জহুরা কি না পারি বুঝিতে॥
কাঙ্গাল ভিক্ষুক মুই উদর লাগিয়া।
দ্বারে দ্বারে ফিরি বুলি যাচিঞা করিয়া॥
এইমাত্র জানি মুই জহুরা না জানি।
রাজা কহে কপট কহিলে এই বাণী॥
পুনঃপুন পাৎশা কহে সাধু দৈন্য করে।
তাহাতে সক্রোধ হৈল পাৎশা অন্তরে॥
সাধুরে লইয়া তবে কয়েদ রাখিল।
ভকতবৎসল রাম সহিতে নারিল॥
হনুমানে আজ্ঞা দিলা কুবুদ্ধি রাজার।
উচিত করিয়া কর ভক্তে উদ্ধার॥
হনুমান্ নিজ অনুচর কপিগণ।
পাঠাইলা রাজপুরী-ভঞ্জন-কারণ॥
সহস্র সহস্র কপি আসিয়া পশিল।
রাজার পুরীতে আসি আক্রমণ কৈল॥
অট্টালিকা গৃহ সব ভাঙ্গিতে লাগিল।
স্তম্ভ উপাড়িয়া দ্বারে ক্ষেপণ করিল॥
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ লোক ধরিয়া ধরিয়া।
দূরে টান মারি ফেলে আছাড় মারিয়া॥
ঘর-দ্বার লুটি অর্থ নদীতে ফেলায়।
হুঙ্কার করিয়া সবে লম্ফে লম্ফে ধায়॥
বিপদ পড়িল রাজা অবয়ে অপার।
যুক্তি করি কোনমতে নাহি প্রতিকার॥
সহরে লোকের হৈল ক্রন্দনের রোল।
পরস্পর ডাকাডাকি পড়ি গেল গোল॥
রাজার সভায় এক হিন্দু প্রামাণিক।
শিষ্ট শান্ত ধর্ম্মভীত বুদ্ধিতে অধিক॥
করযোড় করি তেঁহ রাজারে কহেন।
এ যে অনর্থ ইহার আছয়ে কারণ॥
তুলসীদাসের যাতে অপমান হৈল।
যেহেতুক এ দুরন্ত বিপদ পড়িল॥
তাহা শুনি রাজা শীঘ্র তুলসীদাসেরে।
কয়েদ হইতে আনাইয়া স্তুতি করে।
বুঝিলাম তুমি মহাপুরুষ সুজন।
প্রিয়তম প্রভুর ভকতে শ্রেষ্ঠ জন॥
অপরাধ হইতে মোরে বাঁচাইয়া লহ।
প্রসন্ন হইয়া শ্রীচরণ মাথে দেহ॥
সাধুর স্বভাব সুখে দুঃখে অপমানে।
সমান কিঞ্চিৎ নাহি ক্ষোভ গ্লানি মনে॥
প্রসন্ন হইয়া নৃপে আশীষ করিলা।
সকল আপদ সেইক্ষণে দূরে গেলা॥
যদ্যপি ভকতমনে ক্ষোভ নাহি হয়।
ভকতবৎসল হরি তেঁহ না সহয়॥
ভক্ত অপরাধ যেই মূঢ়জন করে।
পক্ষপাত করি হরি দণ্ড করে তারে॥
শান্তি দিয়া রাজারে চলিয়া গেলা সাধু।
মঙ্গল হইল যথা তম নাশে বিধু॥
তাঁর শ্রীচরণগুণ কীর্ত্তন করিয়া।
কৃষ্ণদাস প্রেম মাগে দন্তে তৃণ দিয়া॥

শ্রীকরমানন্দ।

করমানন্দ নামে সাধু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।
শান্ত নিষ্ঠ যার সম নাহিক দ্বিতীয়॥
কৃষ্ণদরশন করি বহু স্তব কৈলা।
নিজ-দোষ মানি দৈন্য করিতে লাগিলা॥
অধম যে আমি মোর নাম সেই লয়।
নরকে গমন করে পুণ্য যায় ক্ষয়॥
হরি কহে তুমি কেন অধম হইবে।
তোমার যে নাম লয় সে বৈকুণ্ঠে যাবে॥
বিশেষ কহিনু মুই আজি যে হইতে।
তব নাম যেই লবে প্রীতপূর্ব্ব চিতে॥
সেইজন প্রেমভক্তি পাইবে নিশ্চিতে।
অচিরাৎ মুক্ত হবে সংসার হইতে॥
অতএব যে করে সন্ধান বড় হয়।
পরম উপায় যার প্রেমভিক্ষাশয়॥
করমানন্দ করমানন্দ জপ সবে ভাই।
প্রেম অমৃত পাইতে ইহা-সম নাই॥
আমি ত বান্ধিনু গলে কবচ করিয়া।
কৃষ্ণনামনিধি পর্ষে রাখিনু ধরিয়া॥
উষর তুমি যে মোর হৃদি তীক্ষ্ণ ক্ষারে।
রোপিলাম বীজ দেখি বিধাতা কি করে॥

ভাগ্যহীন করে কল্পতরুর আশ্রয়।
তথাচ তাহার দারিদ্রতা নাহি যায়॥
সমুদ্রে ডুবয়ে যদি রত্নের লাগিয়ে।
রত্ন নাহি হাতে আইসে গুগুলি উঠয়ে॥

(দোঁহা মূল হিন্দী)

ভাগ্যহীন জন সমুদ্রে ডুবে যাকা রত্ন কি ঢেরি।
কর লাগে ঘুঙ্গা উঠে উহ করমকি ফেরি॥
কৃষ্ণদাস অভাগিয়া বড় ভাগ্যহীন।
শরণ না দেয় কেহ দেখি দীনহীন॥

শ্রীকালা ভক্ত।

গোবর্দ্ধনে নাথজীর পুরীর বাহির।
ঝাড়ু কসি করিয়া ছিটায় সদা নীর॥
মন্দিরের পাশে এক আছয়ে ঝরকা।
নাথজীর চরণ তাহাতে যায় দেখা॥
সেইখান হৈতে হাড়ি দরশন করে।
আনন্দে মগন হয় পুলকেতে ভরে॥
নিতি নিতি হাড়ি দরশন করি যায়।
গোসাঞি দেখিয়া তাহা মনে দুঃখ পায়॥
ঝরকার পথে হাড়ি উঁকি মারি দেখে।
খাদ্য-পানীয় ঠাকুরের আগে থাকে॥
অনোচিত হয় বলি মন্দির-পশ্চাত।
এক ভিত বানাইয়া দিল হাতাহাত॥
পরদিন হাড়ি দরশন না পাইয়া।
অনেক করুণা কৈল শিরে হাত দিয়া॥
রাত্রিযোগে নাথজী গোসাঞি-স্থানে কহে।
মুই বড় দুঃখ পাইনু পরাণে না সহে॥
ঝরকা করিয়া রোধ দেওয়াল পাতিয়া।
হাড়ির সে দরশন দিল ছুটাইয়া॥
তাহে মোর বড় দুঃখ হইল অন্তরে।
দেওয়াল পাতিলে মোর বুকের উপরে॥
এতেক স্বপন দেখি চমকি গোসাঞি।
দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দিলা সেই রাত্রে যাই॥
হাড়ির বাটিতে গিয়া স্তুতি নতি করি।
চরণে ধরিয়া আনে অতি সমাদরি॥
নাথজীর মন্দিরের দুয়ারে আনিয়া।
দরশন করাইল সবাই বেড়িয়া॥
হড্ডি ঠাকুর বলি তাঁর নাম হৈল।
ভাগবত বলি সবে পূজিতে লাগিল॥
জীবিকা বাড়ায়্যা দিল প্রসাদে বন্দান।
নাথজী সন্তুষ্ট হৈল দেখি তাঁর মান॥
সেই হড্ডি ঠাকুরের বিষ্ঠায় জনম।
কৃষ্ণদাস মাগে ক্ষমা করিতে করম॥

শ্রীপরশুরাম রাজগুরু

পরশুরাম নাম এক রাজগুরু হন।
মহাভাগবত কৃষ্ণভক্তের প্রধান॥
কৃষ্ণে মন নিবেশিয়া উৎকণ্ঠা সদাই।
বহু ধন-জন কিন্তু তাতে মন নাই॥
তথাচ জন্ময়ে বাধা ক্ষান্ত্যুপেক্ষণে।
নিরপেক্ষ হৈয়া যে না হয় ভজনে॥
তাহাতে ক্ষোভিত অতি উৎকণ্ঠিত মন।
উপায় কি করি কার লইব শরণ॥
দৈবাৎ বৈষ্ণব এক গৃহেতে আইলা।
ভকতি করিয়া তাঁর আতিথ্য করিলা॥
তেঁহ অতি বিজ্ঞতম পণ্ডিত সুজন।
সুখ হৈল তাঁর সনে করি আলাপন॥
তাঁহারে কহেন কিছু নিবেদন করি।
এ দুস্তর মায়া হইতে কি উপায়ে তরি॥
অর্থ পরিবার-রক্ষা-মতে কাল যায়।
কৃষ্ণে নাহি মন গছে ভজন না হয়॥
তাহার উপায় কিছু কহ মহাশয়।
কৃপা কর মোরে যাতে মোর হিত হয়॥
তবে সেই বৈষ্ণব কহেন উপদেশ।
অপূর্ব্ব সুগুহ্য কথা পরম উদ্দেশ॥
মহাশয় তব মন কৃষ্ণে লাগিয়াছে।
কিন্তু যে বিষয়-রিপু বাধা করিতেছে॥
সম্যক্ প্রকারে মন ধারণ না হয়।
উক্ত অয়ে ফিরি যেন বিড়াল বেড়ায়॥
এতেক বিষয় যার এত পরিবার।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্যচিত্ত কোথা হয় তার॥

মন নিরপেক্ষ বিনে স্থির নাহি হয়।
অন্য চেষ্টা থাকিতে কি নিরপেক্ষ হয়।
এক মন সূক্ষ্ম কীট কতেক বিষয়।
গ্রহণ করিতে তার কি শকতি হয়॥
স্বাভাবিক বিষয়লালসাযুক্ত মন।
বিশেষ হইয়া আছে তাহাতে পতন॥
সূক্ষ্ম তৃণ অগ্নি যথা একত্র সংযোগে।
দাহ বিনে নাহি থাকে উভয় বিভাগে॥
অতএব মহাশয় বিষয় তেজিয়া।
এইক্ষণে চল বন বিহিত জানিয়া॥
তেঁহ কহে মহাশয় যে কহিলে সত্য।
যোগভ্রষ্টকারী এই সংসার অনিত্য॥
অতএব কৃপা করি সঙ্গে মোরে লহ।
মায়াবদ্ধ হৈতে মোরে উদ্ধার করহ॥
এতেক বিচার করি সর্ব্বত্যাগ করি।
পর্ব্বতকন্দরে গেলা ইন্দ্রিয় সম্বরি॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে মন নিয়োজিয়া।
আছেন কতক দিন নির্বৃত্তি পাইয়া॥
রাজা হেথা শুনিলা যে বৈরাগ্য করিয়া।
অমুক পর্ব্বতে গুরু বসিলেন গিয়া॥
সেবাহেতু দুই হাজার মুদ্রা পাঠাইল।
তেঁহ তাহা দেখি অতি বিষণ্ণ হইল॥
যেই মায়া ছাড়াইতে বৈরাগ্য করিল।
সেই মায়া পুন পাছে পাছে গোড়াইল॥
বৈষ্ণবেরে কহে এবে উদ্ধার করহ।
ইহা হৈতে নিয়া মোরে পুনশ্চ পলাহ॥
বৈষ্ণব কহেন বটে যে কহিলে সত্য।
পলাইতে উচিত যে বাঁচাইতে আত্ম॥
টাকা সহ সেই লোক তথায় রহিল।
না কহিয়া দুই জনে পলাইয়া গেল॥
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করি দুই জন।
আনন্দে মগন দিবা-নিশি নাহি জ্ঞান॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়া দুইজন।
পরমনির্বৃতি হৈল পাইলা বৃন্দাবন॥
তাঁহা দোঁহার শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ।
কৃষ্ণদাস মাগে প্রেমভকতিরতন॥

শ্রীগদাধর ভট্ট।

গদাধর-ভট্ট নাম রসিক ভকত।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-রসে উনমত॥
এক পদ বানাইয়া ভট্ট-মহাশয়।
শ্রীজীবগোস্বামীর স্থানে আনন্দে পাঠায়॥
বৃন্দাবনে গোস্বামী পাইয়া সেই পদ।
উথলিল গোস্বামীর প্রেমানন্দমদ॥
গোস্বামীজী ভট্টজীকে লিখি পাঠাইলা।
পদ পাঠাইলা যে সে সুধায় সিঞ্চিলা॥
পদের যে স্বাদ আস্বাদিতে বৃন্দাবনে।
বিনি নাহি রঙ্গ চড়ে গৃহের অঙ্গনে॥
ভট্টজী পাইয়া লিপি মস্তকে ধরিয়া।
দুনয়ানে গলে ধারা পড়য়ে বাহিয়া॥
পত্রী পাঠ করি ভট্ট চলিলা আপনি।
শ্রীবৃন্দাবন যথা শ্রীজীবগোস্বামী॥
যাইয়া পড়িলা পদে গোস্বামী তুলিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন হৃদয়ে ধরিয়া॥
পরস্পর প্রেমানন্দে কৃষ্ণকথারঙ্গে।
রজনী-দিবস যায় রসের প্রসঙ্গে॥
ভট্টজী কহেন মোরে কৃপাবলোকন।
করিয়া বিস্তারি কহ রসপ্রকরণ॥
গোসাঞি শ্রীজীব তবে আনন্দ পাইয়া।
রাধাকৃষ্ণরসলীলা কহে বিস্তারিয়া॥
শুন শুন ভট্ট তবে অপূর্ব্বকথন।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা রসপ্রকরণ॥

রসপ্রকরণ যথা।

নাভাজীউ রসতত্ত্ব পষ্ট না বর্ণিলা।
কেবল কহিলা মাত্র ভট্টে শুনাইলা॥
অতএব নাভাজীর আশয় অমৃত।
বুঝিয়া যে লিখি কিছু শুচি রসরীত॥
কর্ণরসায়ন রাধাকৃষ্ণের চরিত।
শ্রীল-জীবগোস্বামীর শ্রীমুখগলিত।
রসপ্রকরণ অন্য সাধুর চরিত।
দোঁহা-আদি লিখিয়া বর্ণিব মনোনীত॥

(দোঁহা হিন্দী)

রসময়মূরতি য়ো গোকুল নিত্যবিহার।
মনমে উপজি বাসনা গৌর ভেস্ অবতার॥

রাধাপ্রেম নিজমাধুরী ঔর আপনেহি গীত।
ইহ আস্বাদন-হেতবে মনমে উপজে প্রীত॥
নিশিদিন রাধাভাব ধ'র শ্যাম ভেয় দ্যুতি গৌর।
মন ঔর আনন-নয়নমে রাধা বিনা নাহি ঔর॥
মনমে রাধাভাব ধরি আস্বাদত নিজপ্রীত।
হিয় বসি রূপগোসাঞিকে প্রকটিয়ে রসরীত॥
তিনি করি উজ্জ্বলনীলমণি নিজগণে হিয়াহার।
দরশায়ে সবরসিকোকো রসোসাগরকে পার॥
সো অনুমতি লয় যথাশকতি তিহি পদপঙ্কজ আশ।
যুগলপ্রেমেরসবোধিকা রচতু হৈঁ হরিদাস॥

রস যে কেমন কি বিধানে কিবা নাম।
কিঞ্চিৎ লিখিব যুগলের পদকাম॥
শ্রীল-রূপগোস্বামীর চরণকমল।
স্মরণ করিয়া যাতে হইবে সফল॥

অথ রসভেদলক্ষণ।

গৌণ মুখ্য দুই ভেদ রস যে দ্বাদশ।
তার মধ্যে পাঁচ মুখ্য সপ্ত গৌণ রস॥

অথ গৌণরস।

হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ আর রৌদ্র।
ভয়ানক বীভৎস এই সাত ভদ্রাভদ্র॥
অভদ্র যে সেহ ভদ্ররূপে প্রকাশয়।
পাত্রবিশেষে চমৎকার রস হয়॥

মুখ্যপঞ্চ।

শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য শৃঙ্গার।
পঞ্চ-মুখ্যমধ্যে যে শৃঙ্গাররস সার॥
সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ যে মধুররস হয়।
তাহাই কহিব কিছু শক্তি অনুযায়॥

অথ রস-উৎপত্তিলক্ষণ।

বিভাব অনুভাবে মেলি সাত্ত্বিক সঞ্চারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় চমৎকারকারী॥

তত্র বিভাব।

বিভাব যে দুই অবলম্বন উদ্দীপন।
আশ্রয় বিষয় দুই বিধি আলম্বন॥
বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ রসময়রূপ।
রসিকশেখর সর্ব্বনায়কের ভূপ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণ যথা।

মনমোহন সুন্দরচরণ—
কমলদ্যুতি হেরিয়া যুবতি।
কুলগৌরব— লাজ বৃহতি
তেজিয়া করে কাননে বসতি॥
কেলিকলানিধি দুর্লভ শ্যামরু
যুবতীগণমে জাক মিলে।
ধন্য ধন্য সেই পুণ্যপুঞ্জকৃত
ধরণী জনমে অতি ভাগ্যফলে॥
অতি রমণীয় মধুর দেহ
সকল সুলক্ষণ অতি বলবন্ত॥
নবযুবা নীল— লাবণ্য প্রিয়ংবদ
মধুর হাস বদনে রসবন্ত॥
রহু প্রতিভা অতি বিদগধ চতুরক
শিরোমণি ললিত সুধীর।
করুণাময় দক্ষিণ প্রেমবশ্য সুখী
সুবাবদূক গভীর॥
সুন্দর বুদ্ধি প্রতিক্ষণ নৌতুন
ত্রিভুবনমোহন পুরুষবর।
অনুপম সুন্দর মোহন মুরলী
করকমলে শোভিত মনোহর॥
সকলকীর্ত্তিধর অতুলিত ত্রিভুবনে
সবগুণসাগর নায়কনিধি।
নিত্য বেহারত শ্রীবৃন্দাবন—
ভূমি উজ্জ্বল-সরসে নিরবধি॥

অথ নায়কভেদ।

ব্রজ আর মথুরা দ্বারকা তিন ধামে।
পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ হরি ক্রমে॥
লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী।
রসের মাধুরী বংশী মাধুরীর ধুরী॥
বন্যবেশ রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনে।
বিনে আর এ চারি নাহিক কোন স্থানে॥
অতএব পূর্ণতম শ্যাম নটরাজ।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ব্রজেতে বিরাজ॥
ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরশান্ত আর।
ধীরললিত এই চারি যে প্রকার॥
এ চারি স্বভাব কৃষ্ণচন্দ্রে এক বর্ত্তে।
সাহজিক কিন্তু ধীরললিত কৃষ্ণেতে॥

দ্বাদশ রস আর চারি যে স্বভাব।
আগে আর কহিব কৃষ্ণের রসভাব॥

অথ ধীরোদাত্ত-লক্ষণ।

স্বভাব বিনয়ী মৃদু করুণা গভীর।
নির্দ্দাম্ভিক শীলযুক্ত অত্যুদাত্ত ধীর।

ধীরোশান্ত।

সর্ব্বত্র সমান ভাব আত্ম-পরকীয়ে।
সহিষ্ণুতা বিনয়ী বিবেকী শান্তাশয়ে॥

ধীরোদ্ধত।

অহঙ্কার মৎসর কপট ক্রোধ বল।
সভায় প্রকাশ স্পর্দ্ধা-ব্যাপক চপল॥
ধীরোদ্ধত স্বভাবের লক্ষণ যে এহি।
ললিত কৃষ্ণের যে সহজ ভাব কহি॥

ললিত।

প্রেয়সী অধীন নবযুবা বিদগ্ধতা।
নিশ্চিন্ত সদাই পরিহাস চঞ্চলতা॥
পতি-উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হৈয়া করয়ে প্রকাশ॥
কন্যকা-বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাবভেদ অই যে চব্বিশ রসরীতি॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ঠ আর শঠতাই॥
এই সব নামভেদ নায়কের ভেদে।
পুন কহি তাহার লক্ষণ যে বিভেদ॥

অত্র অনুকূল-লক্ষণ।

অন্যাপেক্ষা অতি অনুরাগ যে একেতে।
অনুকূল সেই তার সাক্ষী রাধিকাতে॥

তস্য উদাহরণ. শ্রীরাধা প্রতি সখী উক্তি।

গোকুলনগরে, অনেক রূপসী,
আছয়ে নবযৌবনী।
কেলিকলারসে, রূপে গুণে ধনী,
তোমা-সম নাহি গণি॥
যেহেতু নাগর, সে সব নাগরী,
হেরিয়া নাহিক ভুলে।
ফিরে নাহি চায়, তোমারে চিন্তয়,
কর দিয়া শ্রুতিমূলে॥

কি গুণে বেন্ধেছ, কি গুণ করেছ,
কি রসেতে ভুলায়েছ।
তোমা বিনে নাহি, জানে দিবা-নিশি,
কি ভাগ্য তুমি করেছ॥

অথ দক্ষিণ।

অনেক-রমণী সনে বিহার করয়।
সবাতে সমান ভাব দক্ষিণ কহয়॥

তদ্‌যথা—

বহু গোপী-সনে কৃষ্ণ বিহার করিতে।
সমান আর ভাব দেখিয়া সবাতে॥
রাধার হইল মান নিজ উৎকর্ষতা।
স্বাভাবিক পূর্ব্ববৎ হেরিয়া খর্ব্বতা॥

অথ শঠ।

সম্মুখেতে অতি প্রিয় কহয়ে বচন।
অসাক্ষাতে নিন্দয়ে যে শঠের লক্ষণ॥

তদ্‌যথা—

একদিন নিশিযোগে, শ্রীরাধার অনুরাগে,
কৃষ্ণচন্দ্র করি অভিসার।
যাইতে কুঞ্জ বিপিনে, চন্দ্রাবলী সখীসনে,
দেখা হৈল পথের মাঝার॥
হাসিয়া কহয়ে সখী, বড় যে কৌতুক দেখি,
এনা বেশে গমন কোথারে।
কোন রমণীর প্রেমে, বাধিত হৈয়াছ কামে,
দ্রুতগতি যাইছ তথারে॥
যাইতে নারিবে তথা পাও পাবে মনে বেথা,
আজি তোমায় না দিব ছাড়িয়া।
মো-সবার প্রিয়সখী, চন্দ্রাবলী বিধুমুখী,
তোমায় যাব তথায় লইয়া॥
এত কহি মুচকিয়া, বসন ধরিলা গিয়া॥
কৃষ্ণ কিছু কহয়ে চাতুরী।
আমি ত তাহাই চাই, চন্দ্রাবলী-স্থানে যাই,
কিন্তু মুই আসি শীঘ্র করি॥
সখী কহে তা না হবে, কি কাজে কোথায় যাবে,
বল আমি যাইয়া করিব।
যেখানে যে কাজে কবে, তখনি করিব সবে,
যাহা চাহ তাহা আনি দিব॥

কৃষ্ণ মনে ভাবে তবে, চাতুরী ত না লাগিবে,
নিশ্চয় যে যাইতে হইল।
শঠতা করিয়া তবে, কহয়ে পুলকভাবে,
তবে সখী শীঘ্র করি চল ॥
চন্দ্রাবলী-চন্দ্রানন, সুধা আশে মোর মন-
চকোর পিয়াসে উৎকণ্ঠিত।
মিলাইয়া তাহা সনে, অমিয়ার সিঞ্চনে,
প্রাণদান দিয়া কর হিত ॥
তবে চন্দ্রাবলী-স্থানে, লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সনে,
মিলাইলা শৈব্যা-আদি সখী।
চন্দ্রাবলী বিধুমুখী, আনন্দে পরম সুখী,
প্রাণনাথ বদন নিরখি ॥
কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী প্রতি, প্রিয়বা'য নানাভাতি,
কহে কিন্তু মন রাধিকা ত।
কৃষ্ণ কহে চন্দ্রাননি, রূপে গুণে তুমি ধনি,
তোমা সম না দেখি জগতে ॥
বিদগ্ধার শিরোমণি, প্রেমরসে রসখনি,
রসময়ী সু-রমণীমণি।
যতেক প্রেয়সী রামা, তুমি মোর শ্রেষ্ঠতমা,
তোমা বিনে আর নাহি জানি ॥

বিনয়পূর্ব্বক স্বচ্ছ রজনী বঞ্চিয়া।
প্রভাতে শ্রীরাধা-স্থানে আসি দেখা দিয়া ॥
চন্দ্রাবলীর নিন্দা কহে ভঙ্গি করি।
শঠের লক্ষণ এই ইহাতে বিচারি ॥

অথ ধৃষ্ট।

অন্যনায়িকার ভোগচিহ্ন দেহে হয়।
প্রত্যক্ষ দর্শন তথাপিহ করে নয় ॥
বস্ত্রেতে মুছয়ে আর কহে চিহ্ন কোথা।
লাজভয় নাহি মিথ্যা কহয়ে ধৃষ্টতা ॥
শ্রীনন্দকিশোর ইহা ভেদ ছেয়ানব্বই।
বিষয়ালম্বন হরি কহিল যে এই ॥

অথ আশ্রয় আলম্বন।

আশ্রয়ালম্বন কৃষ্ণবল্লভা নায়িকা।
কৃষ্ণের সমান গুণ জগতে অধিকা ॥
দেব-নর-আদি ত্রিভুবনে যত নারী।
সবার মুকুটমণি ব্রজের সুন্দরী ॥
রূপে গুণে বিদগ্ধাতে চমৎকারকারী।
হেরিয়া লজ্জিত সব জগতের নারী ॥
সফল যৌবন কৃষ্ণসনে স্মর কেলি।
ধন্য রূপ যৌবন ধন্য ধন্য ভালি ভালি ॥
প্রথমে নায়িকা হয় দ্বিবিধ প্রকার।
স্বকীয়া যে বিবাহিতা পরকীয়া আর ॥
স্বকীয়া যে ধর্ম্মপরা পতিব্রতা হয়।
পতিশুশ্রূষণে রত পতিসুখময় ॥
দ্বারকার শ্রীরুক্মিণী-আদি যত গণ।
পতিব্রতা সতী লক্ষ্মী জানে জগজ্জন ॥
ব্রজে পরকীয়াভাব শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণেতে।
লোক দেব ধর্ম্ম ছাড়ি মজিলা পিরীতে ॥
কুল শীল গৌরব সব লোকলজ্জা ভয়।
কৃষ্ণপ্রেম-অনুরাগে গোপিকা ছাড়য় ॥
অনেক আপদ যে সম্পদ করি মানে।
কৃষ্ণচন্দ্রে কোটি কোটি প্রাণতুল্য জানে ॥
যদ্যপিহ কৃষ্ণচন্দ্রে জারভাব হয়।
সতীগণ পদ সেবে লক্ষ্মী প্রশংসয় ॥
পরকীয়া দুই মত পরোঢ়া কন্যকা।
কন্যকা যে বিবাহিতা অন্য যে পরোঢ়িকা ॥
ধন্যা-আদি নাম গোপ কন্যাসহস্রেক।
মুগ্ধাস্বভাব বিবাহিতা সবে পরতেক ॥
কাত্যায়নীব্রতপরা ইহ সব হন।
কৃষ্ণসনে বিভা নাহি জানে গুরুজন ॥
লুকাছাপা কৃষ্ণসনে বনেতে বিহার।
স্বকীয়া হইয়া পরকীয়া ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে পিতা মাতায়ে ছাপায়।
কৃষ্ণসঙ্গে পাছে কোন বাধা জনমায় ॥
পরোঢ়ার লক্ষণ কহি শুন তা'র কথা।
গোপের রমণী নব-যৌবন অবস্থা ॥
বয়েস কিশোরী রাধাদিক শত শত।
পরমমাধুরী রূপে গুণে সুচরিত ॥
নিত্যসিদ্ধ অসংখ্য সাধন সিদ্ধ আর।
তাহার মধ্যেতে ভাব কত যে প্রকার ॥
সকল গোপিনীমোহনের সম্মোহিনী।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীল-রাধা-ঠাকুরাণী ॥
রূপে গুণে প্রেমরসে পরমমাধুরী।
সবার মুকুটমণি হরি-মন-হারী ॥

অমিত-ত্রিপদীচ্ছন্দ।

নবীন কিশোরী হেম— বরণ সু-উজ্জ্বল,
অতি কমনীয় শরীর।
কুচ-কলস-যুগ, কঠিন সুচিক্কণ,
শ্যামমন যাহাতে সুস্থির॥
লোল দৃগঞ্চল, হাস্যবদন মৃদু,
নিন্দি সুধারসধার।
কর-পদ-নখ-মণি, অগ্রে রতনভূষা,
আপনারে করয়ে ধিক্কার।
নিজ অঙ্গেতে ষোল, শিঙ্গার যে শোভয়ে,
তাহার শুনহ ষোল নাম॥
যাহাতে কৃষ্ণের মন, সদাই মোহন করে,
উদ্দীপন করে হিয়া কাম।
মজ্জন রঞ্জন,— অঞ্জন মোহন,
দীর্ঘ সুলোচনে সাজে।
নাসিকা অগ্রে, শোভিত গজমতি,
বক্ষে যে বিরাজ॥
কটিতটে নীলপট্ট, নীবিবন্ধ সুশোভিত,
বেণী রচিত কুচভারে।
মল্লিকা-মাল, প্রফুল্লিত বেষ্টিত,
কুচপরি কুঙ্কুম সারে॥
মণিময় ভূষণ শ্রবণোপরি লোলিত,
মৃগ দ-তিলক সুনাসে।
ইন্দুমুখে চিবুকে, নীলবিন্দু প্রকাশিত,
শ্যামমন বদ্ধ সেই ফাঁসে॥
লীলাকমল, কমলকরে সুশোভিত,
তাম্বুলে লোহিত অধরে।
কপালে দৃগঞ্চলে, বল্লী সুচিত্রিত,
পদযুগে মহারব-সারে॥

অথ দ্বাদশ আভরণ।

শিরে রত্নফুল শোভে কণ্ঠে চাঁপকলি।
পদক মুকুতা-মালা লম্বি হালি হালি॥
করেতে কঙ্কণ চুড়ি নিতম্বে রসনা।
বাহুযুগে বাজুবন্ধ রতনে জোটনা॥
চরণ-অঙ্গুলে শোভে রতন-চুটুকি।
নূপুর সুন্দর বোলে বাজয়ে ঝুমুকি॥
দ্বাদশ আভরণ হয় প্যারীজীর অঙ্গে।
পরমশোভিত * ভূষা প্যারী-অঙ্গ-সঙ্গে॥

অথ শ্রীরাধিকার গুণ।

নবযৌবনী ধনী, মধু-রস-লাবণি,
অতি চঞ্চল দৃগভঙ্গি।
হেরিয়া মোহন মন-রঙ্গি॥
গীত-বাদ্য-আদি, বিদগ্ধতা নিধি,
বচনচাতুরী কত ছান্দে।
কৌতুক-কলা-রসে, তজিম সুবিলাসে,
রসময়-হরি-মন বান্ধে॥
বিনয় করুণা-ধীর, লাজশীল সুগম্ভীর,
মর্য্যাদক পর-উপকারী।
মহাভাব-প্রেমবতী, অঙ্গে অনুভাব জ্যোতি,
শুদ্ধ সমর্থা রতি ভারি॥
ব্রজে সকলের মান্য, রূপে গুণে ধন্য ধন্য,
সকল লোকেতে প্রশংসয়।
গুরুজন ঘরে ঘরে, আদর সভাই করে,
প্রাণসম সকলে মানয়॥
সখীর প্রণয়ে, আনন্দ হৃদয়ে,
প্রিয়াগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা।
কৃষ্ণ বশীভূত, প্রণয় সহিত,
প্রাণের অধিক প্রেষ্ঠা॥
শ্রীরাধিকা যত, গুণে অলঙ্কৃত,
কৃষ্ণেতে তত্তেক নহে।
যে হেতু মোহন, শ্রীরাধিকা বিন,
ক্ষণেক সুখে না রহে॥

সেই পরকীয়া আর স্বকীয়াতে দুই।
তিন তিন ভেবে নায়িকার গুণ কই॥
মুগ্ধা আর মধ্যা প্রগল্ভা তিন নাম।
পৃথক পৃথক কহি অতি অনুপাম॥

তত্র মুগ্ধা-লক্ষণ।

নবীন বয়সে নব-মন্মথ উদয়।
রতিতে বামতা অতি লজ্জাযুত হয়॥
অন্তরে বাসনা বাঢ়ে লাজেতে ছাপায়।
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে ঠেলিয়া ফেলায়॥
মানবিদগ্ধতা নাহি জানে মুগ্ধা মতি।
কান্দয়ে কেবল মান করি প্রিয় প্রতি॥
প্রিয়-প্রীত-বাক্যেতে হইয়া অতি সুখী।
মান দূরে যায় হয় প্রফুল্লিতমুখী॥
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে মুচকি হাসিয়া।
পুনঃপুন উরজ ঝাঁপয়ে বস্ত্র দিয়া॥

* পরম মণ্ডিত—পাঠান্তর।

বসনে ঝাঁপিয়া পুন বদন ফিরায়।
প্রিয়ে প্রিয়বাক্যে হয় আনন্দ হৃদয়॥
ছল ছুতা করি প্রিয়-বদন হেরয়।
সুরতি-সঙ্গ-প্রসঙ্গে অন্তরে ডর হয়॥
মুগ্ধা-সঙ্গবিশেষ-রসেতে হরি সুখী।
সে রস দেখিয়া আনন্দিত সব সখী॥

অথ মধ্যা-লক্ষণ।

প্রিয়ের সহিত, যব মিলনে ঈষত,
লজ্জিত কিঞ্চিৎ পরথর বচনে।
কহয়ে প্রিয়ের সনে, সুরতপ্রসঙ্গমে,
অন্তরে সম্মতি রমণে॥
তরুণ বয়স কুচ, সুন্দর সুবলিত,
পুষ্ট হইতে কিছু নীন।
অঙ্গ সুজ্যোতি, ভাব-হাস-যুত,
বিদগ্ধতা কটি খীণ॥
প্রিয়ের সহিত, নয়ানে নয়ানে,
বচন কহিতে আঁখি।
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, করিয়া নয়ান,
লাজে হয় হেঁটমুখী॥
রসিক নাগর, হৃদয়েতে যবে,
কর চালাইতে চাহে।
দুই বাহু দিয়া, হৃদয় চাপিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া কহে॥
পুনঃপুন মোর, হৃদয়ে চালাও,
কর করি জোরাবরি।
তোমার কি কিছু, থাতি ধন মোর,
হৃদয়ে রেখেছি ধরি॥
নাগর কহয়ে, তোমার হৃদয়ে,
রতন-সাগর হয়।
আমি সুদারিদ্র, উহাই দেখিয়া,
লোভ মোর উপজয়॥

(দোহা সওইয়া হিন্দী)

জবহী প্রিয়নয়নসো নয়নে ন জোড়ত
নেক নিহারি ফিরি হসিঁকে।
জব বরকুঞ্জ চলে, হরিকে তব বাধত
হেম চকন্তা কুচলিঁকে॥

পুনি বোলত হেয় মন,—মোহজী অন্ধ হেয়
অগমে তুমসেঁ বলিকেঁ।
কেলি কলোলমে, লোল ত্রিয়া সুখী,
ভুলি রহি ভুজবন্ধন খসিকেঁ॥

ধীরা অধীরা আর ধীরাধীরা নাম?
মান-বিদগ্ধতা তিন অতি অনুপাম॥

তত্র ধীরমধ্যা-লক্ষণ।

ধীরমধ্যা প্রিয় যদি অপরাধ করে।
বক্র-উক্তিতে ভর্ৎসে শ্লেষবাক্য-দ্বারে॥

ত্রিপদী।

আহা মধ্যে যাই, কভু দেখি নাই,
এমন বেশ তোমার।
হরি ছাড়ি আজু, হর হইয়াছ,
অপরূপ রূপসার॥
ভালেতে যাবক, অঞ্জনের তাহে,
লেখা ত্রিলোচন ভাল।
প্রেয়সীর অঙ্গে, অঙ্গ-ঘরিষণে,
চন্দন বিভূতি মাল॥
চন্দনের বিন্দু, আধো মিশিয়াছে,
আধো শশী শোভিয়াছে।
সহজে তুমি ত, পশুপতি হও,
শীঘ্র যাও সতীকাছে॥
নাগর কহয়ে, এ গোপনগরে,
তোমা সম সতী কে বা।
পশুপতি মুই, করিতে আইনু,
তোমারি চরণসেবা॥

অথ অধীরা মধ্যা।

অধীরা মধ্যা রামা মানিনী হইয়া।
কঠোর উক্তিতে কহে প্রিয়েরে ভর্ৎসিয়া॥

তদ্যথা—

উচ কুচ পুষ্ঠে কেঠোরস্তনী কোন্।
রসিক-রমণী হরি নিল তব মন॥
সে সুখ ছাড়িয়া হেথা আইলা কি কারণে।
শীঘ্র যাও দুঃখ সে যে পাইবেক মনে॥
তোমা-হেন নাগর পাইয়া সে রমণী।
কেমন করেছে টোনা ধন্য সেই ধনী॥

গুণহীনি কুরূপিণী আমি অল্পসজ্জ।
হেথা তব যোগ্য নহে যাহা যথাযোগ্য।
ভুলিয়া এসেছ কিংবা দিশা লাগিয়াছে।
শীঘ্র গমন কর ধনী জানে পাছে॥

অথ ধীরাধীরমধ্যা।

ধীরাধীরমধ্যার লক্ষণ সেই হয়।
বক্র-উক্তিতে মানে প্রিয়কে ভর্ৎসয়॥

তদ্যথা—

হেথা কেন হে নাগর কি কাজ হেথায়।
কে কহিল আসিবারে নিজ অভিপ্রায়॥
কান্দাইতে আমারে তোমারে পাঠাইল।
এবে যাহ কহ গিয়া কার্য্য সিদ্ধ হৈল॥
চরণযাবক শিরে ধর তুমি যার।
তাহার চরণ গিয়া পূজ বার বার॥
সেই দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিবে।
রসের সাগরে ডুবি বড় সুখ পাবে॥

অথ প্রগলভতা।

সর্ব্বোপরি মধ্যাতে সরস রস হয়।
মুগ্ধা প্রগলভতা গুণ তাহাতে বর্ত্তয়॥
প্রগলভতা-লক্ষণ এবে কহি কিছু শুন।
একা রাধিকাতে বর্ত্তে সকল এ গুণ॥
পূর্ণ-যৌবন মদ-অস রতিরসে।
উৎসাহ সদাই স্বাভিযোগ পরকাশে॥
প্রৌঢ় বচন ক্রিয়া হাস পরিহাস।
প্রগলভতা রীত ইহ প্রিয় যাতে বশ॥

তদযথা—

প্রিয়ের সহিত, কৌতুকচরিত,
হাস পরিহাস সদা।
হিয়া হিয়া মিলি, রঙ্গে রসকেলি,
করয়ে হইয়া মুদা॥
প্রিয়ে রতি যবে চাহে ধনী তব,
মুখ ঝাঁপে মুচকিয়া।
অভিলাষ মনে, জানায় যতনে,
স্বাভিযোগ প্রকাশিয়া॥
রতিরসরঙ্গে, মাতি প্রিয়সঙ্গে,
বিহরে নিলজ-প্রায়।
বিপরীত রতি, বিপরীত রীতি,
করি প্রিয় সুখ দেয়॥

মানিনী যখন, হয়েন তখন,
তাড়ন ভর্ৎসন করে।
ধীরাধীরা আর, অধীরা প্রকার,
আর ধীরা পরচারে

অথ ধীর প্রগলভা॥

ধীরপ্রগলভতা রতিরসেতে উদাস।
মানের সময়ে কহে প্রিয়বৎ ভাষ॥

তদ্যথা—

রসিক নায়ক অপরাধী যবে হরি।
অগমনকালে দূরে হইতে নেহারি॥
আইস আইস বলি আদর করিয়া।
বসনে বীজন করে কাছে বসাইয়া॥
অন্তরে উদাস বাহ্যে প্রসন্নের প্রায়।
বিরস বদন কিন্তু রুক্ষ তা কহয়॥
প্রিয়ে কুচে কর দিতে কর না রোধয়।
চুম্বন করিতে মুখ বাড়াইয়া দেয়॥
আলিঙ্গন করিতে আপনি আলিঙ্গয়।
হৈল ত এখন বলি উদাস কহয়॥

অথ অধীরপ্রগলভা।

অধীরপ্রগলভা যবে মানবতী হয়।
নিস্নেহের ন্যায় বাক্য কঠোর কহয়॥
তাড়ন ভর্ৎসন করে নয়নের ভঙ্গী।
মালায় বন্ধন করে গর্জ্জে যেন ভৃঙ্গী॥
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে কোপ করি।
গালি দেয় ক্রূর শঠ বলিয়া সুন্দরী॥
রসিক নাগর তাহে আনন্দিত হিয়া।
বাহ্যেতে বিনয় করে ভয় প্রকাশিয়া॥

অথ ধীরাধীরপ্রগলভা।

অধীরা ধীরার গুণ দুই যাতে বর্ত্তে।
ধীরাধীরপ্রগলভা যে জানিহ তাহাতে॥

তদ্যথা—

মানের পোষণ করে আদরভাবেতে।
বাহ্যেতে সহজপ্রায় উদাস রতিতে॥
কখন নিস্নেহবৎ রুষ্টবাক্য কহে।
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে মৌনে রহে॥
মধ্যপ্রগলভ এই তিন তিন মত।
ছয় আর মুগ্ধা একের সহ সাত॥

স্বকীয়া-পরকীয়া-মতে তাহার দ্বিগুণ।
কন্যকা মিলিয়া যে পোনর হয় পুন॥
সেই পোনয় আর আট প্রকার গণন।
অষ্ট-নায়িকা-মতে কহে বিজ্ঞজন॥
তবে কহি শুন সেই আটের লক্ষণ।
কৃষ্ণদাস চিত্তে যাহা করয়ে ধারণ॥

অথ অষ্টনায়িকা-ব্যবস্থা।

প্রথম নায়িকা অভিসারিকা অবস্থা।
দ্বিতীয় বাসকজ্জা তিন উৎকণ্ঠিতা॥
চতুর্থ যে বিপ্রলব্ধা পঞ্চম খণ্ডিতা।
ষষ্ঠ বিরহাবস্থা কলহান্তরিতা॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা সাত প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
সহিত গণনা আট রসামৃতটীকা॥

তত্র অভিসারিকা-লক্ষণ।

প্রিয়ের মিলন আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচপূর্ব্বক অভিসারের লক্ষণ॥
ইহাতে যে বেশ ভূষা দুই ত প্রকার।
শুভ্রবস্ত্র শুক্লপক্ষে শুভ্র মণিহার॥
নীলবস্ত্র কৃষ্ণপক্ষে নীল আভরণ।
মৃগমদ আদি করি অঙ্গেতে লেপন॥
দূরে হৈতে লোকে পাছে দেখিয়া জানয়।
যেহেতু শুক্লকৃষ্ণ বেশে বাহিরায়॥

অথ বাসকসজ্জা।

প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশ করি।
গৃহশয্যা মাল্য তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি॥
চন্দনাদি নানাগন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ের কারণ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা।

প্রিয়-আগমন যবে শীঘ্র না করয়।
পথপানে চাহি রহে উৎকণ্ঠা হৃদয়॥
বিরহে তাপিত অতি করয়ে বিলাপ।
নয়ানে গলয়ে বারি কহয়ে প্রলাপ॥
সখীগণ আশ্বাস করয়ে কতমতে।
এখনি আসিবে প্রিয় স্থির কর চিতে॥
হোথা প্রিয়-আগমন সঙ্কেতকুঞ্জেতে।
করিতেই দেখা চন্দ্রাবলী সখী সাথে॥
ধরি নিয়া গেলা চন্দ্রাবলীর সমীপে।

তথা বিপ্রলব্ধা।

সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন।
প্রিয়-আগমন-পথ করে নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের যে পত্রে পত্রে শব্দ যদি হয়।
ঐ আইল প্রিয় বলি উঠিয়া বৈসয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ের কারণে।
ফিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়।
না আইলা যবে-তবে মানবতী হয়॥

অথ খণ্ডিকা।

অন্যনায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক।
আইসে অঙ্গেতে নখচিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কোপিতা মনে ভৎর্সনাদি করি।
উপেক্ষা করয়ে যে খণ্ডিতাবতী নারী॥

তদ্যথা—

প্রভাতসময়ে, বনশোভা অতি,
নানাফুল বিকসিত।
ফুল্লিত লতা, পরমশোভিতা,
বৃক্ষ ফল-ফুল-যুত॥
কোকিল কুহরে, নাচয়ে ময়ূরে,
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে।
রতন জড়িত, অতি সুললিত,
বেদী হয় স্থানে স্থানে॥
হেনই সময়, বিদগধ-রাজ,
মদনমোহন হরি।
চন্দ্রাবলী সহ, বিহার করিয়া,
সঙরি আইসে প্যারী॥
সঙ্কেত করিয়া, না আইনু ভাবিয়া,
ভয়েতে কম্পিত হিয়া।
ধৃষ্টমতি অতি, চাতুরী যুকতি,
চলে ভিতে ভাঙ্গাইয়া॥
ভালেতে সিন্দুর- বয়ানে কাজর,
হৃদয়ে নখের রেখা।
কঙ্কণের দাগ, রহে বাহুভাগ,
রতিচিহ্ন দিছে দেখা॥
অন্তরসঙ্কোচে, নিজদেহে তাহা,
অনুভব কিছু নাই।
অপরাধ জানি, পাছে সুবদনী,
উপেখয়ে মোরে রাই॥

ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে ধীরে পথে,
চলয়ে নাগররায়।
রজনী জাগিয়া, ঢুলুঢুলু আঁখি,
লোহিত নয়ান তায়॥
যথায়ে মানিনী, রাই সুবদনী,
কুঞ্জের ভিতরে বসি।
ধীরে ধীরে গিয়া, দেখা দিলা তথা,
নাগর গোকুলশশী॥
সব সখীগণে, বিরসবদনে,
হেরিয়া নয়ানকোণে।
কোপ করি কহে, কে বট তুমি হে,
হেথা যাহ কি কারণে॥
নিজ মরিযাদ, রাখিবারে সাধ,
যদি থাকে তব মনে।
বচন রাখহ, শীঘ্র চলি যাহ,
ফিরিয়া নিজভবনে॥
হরি ডরি চিতে, দাণ্ডাইয়া ভিতে,
যোড় করি দুটী কর।
নয়নযুগল, করে ছল ছল,
কম্পিত দুটী অধর॥
প্যারী সুবদনী, মানিনী ভাবিনী,
হেরিয়া পিয়ার বেশ।
দ্বিগুণ কোপেতে, ভরি গেলা চিতে,
কহয়ে কিছু শেলেষ॥
আইস আইস পিয়া, এ বেশ করিয়া,
সাজায়্যা কে দিল তোমা।
বড় সাধ করি, রসিকা নাগরী,
কোন বে সুন্দরী রামা॥
বদন কাজর, আলতা সুন্দর,
ভালে পরায়্যাছে ভাল।
দেখাইতে মোরে, আইলে নিশিভোরে,
দেখিনু এখন চল॥
কিবা কাজ আর, এখানে তোমার,
এখন চলিয়া যাহ।
আমার দুখিনী, কুরূপা রমণী,
মোদিকে কেনে কান্দাহ॥
শঠের শিখর, তুমি যে নাগর,
তোমারে বিশেষ জানি।
ভালমতে আর, জানিনু তোমার,
ভাল হৈল এবে মানি॥

কুলের গৌরব, রহি গেলা সব
সদয়হৃদয় বিধি।
কথায় তোমার, না ভুলিব আর,
যাবৎ জীবনাবধি॥
তবে কর যোড়ি, কিছু কহে হরি,
বিরস বদন করি॥
তোমা বিনে মুই, আর জানি নাই,
ত্রিজগতে কোন নারী॥
আলতা সিন্দূর, কোথা ভালে মোর,
কি দেখিয়া কি কহিলে।
তবে বুঝি হবে, ফাগুয়ার গুঁড়ি,
লেগেছে মোর কপালে॥
পুন প্যারী কহে, বটে বটে অহে,
ধষ্টের মুকুটমণি।
হাতের কঙ্কন, দেখিতে দর্পণ,
চাহে বা কোন্ নয়নী॥
হেথা হৈতে যাহ, মিছে কেন রহ,
চতুরী করিয়া বাত।
তুমি যে আমার, যেমন সুজন,
সকলি হইনু জ্ঞাত॥
চন্দ্রাবলীসুধা, পান কর গিয়া,
পরমসুখে ভাসিবে।
সব দুখ যাবে, আনন্দ পাইবে,
যুগে যুগে জীয়ে রবে॥

পুন হরি স্তুতি যত করে বার বার।
তত দেখে মানের গৌরব বাড়ে আর॥
রসিক নাগর তবে মরম বুঝিয়া।
পীতাম্বর গলে ডারি কাতর হইয়া।
চরণে ধরিয়া কহে ক্ষেম মোরে রাই।
নিশ্চয় কহিনু তোমা বিনে কারু নই।
দুর্জ্জয় মানের সিন্ধু তরঙ্গে ব্যাপিল।
কৃপা না করিল ধনী ফিরিয়া বসিল॥
নাগর বুঝিয়া যে রাইয়ের অনাদর।
অভিমানে গমন করিলা বনান্তর॥

অথ কলহান্তরিতা।

মান-অন্তে পিয়ার বিচ্ছেদের সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতা-লক্ষণ।

তদ্যথা—

পিয়ার বিচ্ছেদে, তাপিত হইয়া,
কুঞ্জে হৈতে নিকশিয়া।
উৎফুল্ল নয়ন, করয়ে রোদন,
সখীমুখ নিরখিয়া॥
হা রে সখি মোর, প্রাণনাথ কোথা,
কোন পথে গেল কহ।
আমার পরাণ, রাখহ যন্তপি,
সেই পথে মোরে লহ॥
আহা মরি মরি, কমলনয়নে,
কত বা ঝরিল বারি।
চরণে ধরিয়া, সাধন কত বা,
কত ব যতন করি॥
মোর মুখে আগি, ফিরে না চাহিনু,
কঠিন হৃদয় মোর।
সে চান্দবদন, মলিন হেরিয়া,
দয়া না হইল তোর॥
সখী কহে রাই, এ হেন যুকতি,
তোমার হইল কেন।
যারে না দেখিলে, পরাণে মরহ,
তারে মান কি কারণে॥
এখন পোড়হ, বিরহ অনলে,
মোরা কি করিব বল।
স্বর্ণ ফেলি দিলে, আঁচলেতে গিরা,
মান শিখেছিলে ভাল॥
রাই কহে সখি, একে কৃষ্ণহারা,
হইয়া পরাণ যায়।
আর তাহে তোরা, গঞ্জন-বচনে,
আনল হানিছ প্রায়॥
যাবার সময়, তোরাত গো সখি,
সবাই এথানে ছিলি।
আমি মৈলে তোরা, ভালবাস নহে,
ফিরয়্যা কেন না রাখিলি॥
তবে সখীগণ, যুকতি করিয়া,
কৃষ্ণ-অন্বেষণে গেলা।
বেতসীর কুঞ্জ, হইতে তখন,
নাগর আনিয়া দিলা॥

(কবিত্ব হিন্দী)

তেজো মৃগাক্ষী তেতো পূজি পূজি দেয়ন কোঁ
কান্তপদ সেওন কো সাধন মন্তু হেয়।
সেই কাহ্নদাসকী পায়নকে ধুর নেয়
নেয় কীণোজু মিনতি মেরে
জীয়তে নটরতু হেয়॥

দশন তনকা করি হাহা খায় ফেরি ফেরি
নওল চিতয়ে অব নয়নু ঝুরতু হেয়।
হরি মেরি বামতামে বাম ভেয়ো ভাগ আনি
কাহু বিন মান হিয়ে আগ সিবরতু হেয়॥

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা-লক্ষণ।

নায়িকার অধীন-মতে বেশাদিরচন॥
নায়ক করয়ে স্বাধীনভর্ত্তৃকা-লক্ষণ॥
আলুয়াইয়া কেশ করে বেণীর রচন।
কুচযুগে করে পত্রাবলির লিখন॥
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু নাসায় তিলক।
গলে মণিহার দেয় চরণে যাবক॥
চুম্ব আলিঙ্গন করে আনন্দিত-হিয়া।
আজ্ঞাকারীবৎ থাকে কর পসারিয়া॥

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা যার প্রিয় দূরদেশ।
বিরহিণী অঙ্গ মলিন নহি বান্ধে কেশ॥
চিন্তায় আকুল দীনমনা অঙ্গ ক্ষীণ।
হায় হায় হুতাশ করয়ে রাত্রিদিন॥

তদ্যথা—

হরি গেল মধুপুরী আমারে ছাড়িয়া।
প্রবোধিয়া গেলা কালি আসিব বলিয়া॥
না আইল প্রিয় চিত রহিল রহিল আশয়।
না জানি সে কেলের আর কদিন আছয়॥
নখ গেল দিন লিখি আঁখি পথ হেরি।
চরণ অবশ ঘর-বাহির করি করি॥
চন্দ্রের কিরণ বিষসম জ্ঞান হয়।
কোকিলের ধ্বনি শেল হানয়ে হৃদয়॥
কি করিব রে সখি কোথায় যাইব।
কোথা গেলে মোর প্রাণনাথ বন্ধু পাব॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রী অনেক প্রকার।
শ্রীল-রাধিকাতে বর্ত্তে সকল বিকার॥

অথ স্বয়ংদূতী।

স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী দুই ভেদ হয়।
শুনহ তাহার রীত ভেদের বিষয়।

অথ স্বয়ংদূতী।

অতি-অনুরাগে লাজ তেজি প্রিয়সনে।
মিলিবারে চাহে স্বাভিযোগের কারণে॥
স্বয়ংদূতী সেই স্বয়ং দূত্যপনা করি।
প্রিয়সনে মিলে গিয়া আপনী সুন্দরী॥
তাহাতে যে তিন ভেদ বাক্য কায় মন।
বাক্যের অনেক ভেদ না যায় বর্ণন॥

তত্র আঙ্গিক।

অঙ্গুলে ধ্বনি করে মুখে দেই হাত।
অন্যমনা ভুলবাক্য কহে সখীসাত॥
চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলে ধরণী খোদয়।
কর্ণকণ্ডুয়ন করি স্তন দরশায়॥
সখীর কণ্ঠেতে ধরি করে আলিঙ্গন।
পুনর্ব্বার ছাড়ি করে তাড়নভর্ৎসন॥
চঞ্চলনয়নে পুন ইথি-উথি চাহে।
স্তম্ভপ্রায় রহে অকারণ বাক্য কহে॥
অধর দংশন করে সখীর কর্ণেতে।
মিছামিছি কহে কথা ধরিয়া কণ্ঠেতে॥

অথ চাক্ষুষ।

ঈষৎ নয়ানে হেরি বদন ফিরায়।
হাসি হাসি চাহি পুন নয়ান ঢুলায়॥
মুদ্রিত নয়ান পুন আধ আধ হেরি।
কটাক্ষ করয়ে বামনয়ান পসারি॥

অথ আপ্তদূতী।

অতি অন্তরঙ্গা মন বুঝি কার্য্য করে।
প্রিয়ংবদ চতুর আপ্তদূতী কহি তারে॥
সেই আপ্তদূতী হয় তিন প্রকারিণী।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রীহারিণী॥

তত্র অমিতার্থা।

দোহ-মন কথা বুঝি শীঘ্র যে মিলায়।
সুন্দর চতুর অমিতার্থ সে কহয়॥

তদ্‌যথা—

প্রিয়ের সাক্ষাতে দূতী যাইয়া কহয়।
কেমন হে তুমি তব কঠিন হৃদয়॥
কামময় বিষাক্ত কটাক্ষশর হানি।
বিন্ধিলে হৃদয়েতে অবলা কমলিনী॥
তাহাতে ব্যথিত হৈয়া লাজভয় তেজি।
বনে বনে ফিরয়ে তোমার প্রেমে মজি॥
ত্বরিতে চলহ রাখ অবলার প্রাণ।
বিরহ-অনল হৈতে কর পরিত্রাণ॥

অথ পত্রহারী।

পত্রী লইয়া যেঁহ জানায় সন্দেশ।
ভর্ৎসনের সহ কহে বিনয়-বিশেষ॥
অনেক কৌশল করি আনয়ে নাগর।
পত্রহারী দূতী ইহ পরমচতুর॥

অথোদ্দীপনবিভাব লক্ষণ।

যাহাতে প্রতিমভাব হৃদে উপজয়।
উদ্দীপনভাব সেই জানিহ নিশ্চয়॥
দেঁহ গুণ রূপ এক চারণ ভূষণ।
ইহ সব উদ্দীপন-বিভাবের গুণ॥

তত্র গুণ।

কায়-মন-বাক্যে তিন গুণ অসাধার।
তার মধ্যে কায়গুণ অনেক প্রকার॥
বয়সে লাবণ্য রূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য।
অভিরূপ কোমলতা সাত কায়কার্য্য॥

তত্র বয়সে।

বয়সে প্রকার চারি পরমমোহন।
বয়ঃসন্ধি নবযুবা সুব্যক্তযৌবন॥
পূর্ণযৌবন আর এ চারি প্রকার।
পরমমধুর আস্বাদয় বিধি হয়॥

অথ বয়ঃসন্ধি।

শৈশবতা তরুণতা একত্র মিলয়।
লাজ চপলতা শোভা গুণ প্রকাশয়॥

অথ নবযৌবন।

সৌন্দর্য্য বিশেষ বক্ষঃস্থলে প্রকাশয়।
দৃষ্টের চঞ্চল মন্দহাস্য মুখে হয়॥
সদাই আনন্দ ভাব কৌতুক বাড়য়।
নবযৌবনের এই লক্ষণ কহয়॥

অথ ব্যক্ত যৌবন।

চক্ষের দুই ভাগ পুষ্ট অঙ্গ সুচিক্কণ।
ত্রিবলি প্রকট হয় বেকত-যৌবন॥

অথ পূর্ণযৌবন।

নিবিড় নিতম্ব ক্ষীণ কটি অঙ্গে জ্যোতি।
পুষ্ট কুচ উরুযুগ কদলীর ভাতি॥
পূর্ণযৌবন কৃষ্ণচন্দ্রে না সম্ভবে।
কোন কোন প্রেয়সীর গণেতে উদ্ভবে॥

লাবণ্য।

মণি মুক্তা জিনি অঙ্গে করে ঝলমলাট।
যাহার বৈভবে হয় মন্মথের নাট॥

অথ রূপ।

সুস্নিগ্ধ উজ্জল বর্ণ যাহার পরশে।
নারীগণ মূর্চ্ছা যায় মদনহুতাশে॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-আদি ইত্যাদি করিয়া।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভেদ জানে রসধিয়া॥
বিভাব-লক্ষণ কিছু সংক্ষেপে কহিল।
কৃষ্ণদাসের বুদ্ধে যাহা উপজিল॥

অথ অনুভাব-লক্ষণ।

অন্তরের ভাব বাহ্যদেশে প্রকাশয়।
হরিপ্রেমরসে সেই অনুভাব হয়॥
অলঙ্কার উদ্ভাস্বর বাচিক এ তিন।
প্রকারে অনুভাবরস শৃঙ্গারের চিন॥
যৌবনের তেজে উপজয়ে অলঙ্কার।
বিংশতি প্রকার সেই আশ্চর্য্য বিকার॥
প্রিয়ে তাহা হেরি ভাসে সুখের সাগরে।
রসিকা রমণী ধনী রাধাতে সঞ্চারে॥
অঙ্গজ প্রথম তিন ভাব হাব করিলা।
আপন-অধীন তিন রসময় লীলা॥
শোভা কান্তি দীপ্তি মাধুর্য্যভাব আর।
প্রাগলভ্য ঔদার্য্য ধৈর্য্য সপ্ত অলঙ্কার॥
অযত্নজ স্বতঃসিদ্ধ করয়ে প্রকাশ।
যাহা হেরি মাধবের পরম উল্লাস॥
লীলা বিলাস বিভ্রম কিলকিঞ্চিত।
বিচ্ছিত্তি বিব্বোক মোট্টায়িত কুট্টমিত॥
ললিত বিকৃতি আর এ দশ প্রকার।
স্বভাবজ বিংশতি এই ত অলঙ্কার॥

তত্র ভাব-লক্ষণ।

উজ্জলের প্রসঙ্গে পহিলা কহি ভাব।
ক্ষোভিত করয়ে চিত্ত চঞ্চল স্বভাব॥

তদ্‌যথা—

রতি প্রসঙ্গে অতি-লজ্জাশীল-মতি।
নিকটে নাহিক যায় সভয়-প্রকৃতি॥
অঙ্গে হস্ত দিতে অঙ্গে বদন ঝাঁপয়।
সখীর অঞ্চল ধরে ছাড়িয়া না দেয়॥
সখী কহে তুমি ত ওহে রসিকশেখর।
নবীন বয়সে হয় সখীর আমার॥
রসের বিচ্ছেদ নাহি জানয়ে রমণী।
এতেক চঞ্চল কেনে হও হে আপনি॥
ধীরে ধীরে সব কার্য্য সাধিবারে হয়।
অসাধনে কোন কার্য্য হস্ত না মিলয়॥

অথ হাব।

ভাব হৈতে হাব কিছু অধিক প্রকাশ
গ্রীবা বক্রে থাকে কিন্তু নয়নবিকাশ।

হেলা।

হাব হৈতে হেলা আর কিছু প্রকাশয়॥
শৃঙ্গার বিষয়ে দেহে শোভাপ্রকাশয়॥

তদ্‌যথা—

সখীগণ বেড়ি, মুচকি হাসয়ে,
বদনে বসন দিয়া।
কেন লো সখি, বদন তোমার,
মলিন কিবা লাগিয়া॥
আলুথালু বেশ, অঙ্গেতে অলস,
কাঁপিছে কুচযুগল।
স্বেদ বহি যায়, নয়ান ঘুমায়,
উঠিতে নাহিক বল॥
অঙ্গে রোমাবলি, উকসি উঠিছে,
হৃদে দেখি নখ-চিন।
না জানিয়া কিবা, বিপদে পড়িলে,
শরীর হয়েছে ক্ষীণ॥
তাহা শুনি ধনী, সুধাংশুবদনী,
লাজেতে ঝাঁপিল মুখ।
সে শোভা দেখিয়া, রসিক নাগর,

সেই শোভা জানিহ যে পরমসোহাগ ॥
রসিক নাগর জানে অতিরসভাগ্ ॥

অথ কান্তি।

শোভা হইতে হয় যবে মদনপ্রভাব।
কান্তি কহয় সেই শ্রেষ্ঠ রসভাব ॥

অথ দীপ্তি।

দেশ-কাল-বায়ু-ভোগে কান্তি যে উজ্জ্বল।
তাহাতে বিস্তারে দীপ্তি শরীরে প্রবল ॥

অথ মাধুর্য্য।

নানা-রঙ্গ-ভঙ্গি প্রিয়সনে যবে করে।
অঙ্গে হেলাহেলি করি কৌতুকে বিহরে ॥
পরম মাধুর্য্য সেই সর্ব্বরসসীমা।
ভাব-অলঙ্কার মধ্যে পরম [illegible]রিমা ॥

অথ প্রগল্‌ভতা।

সঙ্কোচ তেজিয়া প্রিয়সনে ক্রীড়া করে।
নানারসরঙ্গে * প্রগল্‌ভতা কহি তারে ॥
প্রিয়সঙ্গে বদাবদি হাতাহাতি করি।
উচ্চবাক্য কহয়ে করিয়া জোরাবরি ॥
পরিহাসবাক্যেতে করয়ে পরাভব।
ভর্ৎসনা করয়ে কিছু কহি মিষ্ট রব ॥
অঙ্গে অঙ্গহেলা দিয়া বদন চুম্বয়।
মোহন মদনমোহে পুলকিত হয় ॥

অথ ঔদার্য্য।

কামরসে হরি যবে করয়ে মিনতি।
গুমান করয়ে প্যারী ঔদার্য্যের রীতি ॥

অথ ধৈর্য্য।

প্রিয়ের বিচ্ছেদে যদি হয় বহু দুখ।
তথাপিহ প্রিয়সুখে মানে নিজ সুখ ॥
অতএব সুখে দুখে সমান থাকয়।
ধৈরজ করিয়া তারে রসিকে কহয় ॥

অথ লীলা।

বিপর্য্যয় বেশ করি প্রিয়ের সহিত।
বিহার করয়ে বিপর্য্যয়-রসরীত ॥

চূড়া বংশী বনমালা পীতাম্বর পরি।
মৃগমদে গৌর অঙ্গ শ্যামবর্ণ করি ॥
হাস্য -পরিহাস অনুকরণ করয়।
লীলা অলঙ্কার ইহ রসিকে জানয় ॥

অথ বিলাস।

প্রিয়া প্রেয়সীর মুখচন্দ্রিকা হেরিয়া।
অঙ্গে অঙ্গে পুলকিত আনন্দিত হিয়া ॥
অনিমিখে চাহিয়া করিয়া রহে ভঙ্গি।
ঈষৎ লজ্জিত তাহে প্যারি রসরঙ্গি ॥
হাসে সহচরীগণ বদন ঝাঁপিয়া।
রসজ্ঞ কহয়ে ইহা বিলাস করিয়া ॥

অথ বিচ্ছিত্তি।

অলপ-বিশেষ ভূষা শ্রীঅঙ্গে পরিতে।
পরম অদ্ভুত শোভে হরি মাতে যাতে ॥
মাধবীলতার গুচ্ছ সিঁথিতে শোভয়।
শ্রুতিমূলে আম্রের মুকুল লটকায় ॥
অন্য অল্প ঋতু কিংবা বসন্ত-উচিত।
কিংবা অলঙ্কারেতে বিচ্ছিত্তি ভাব-রীত ॥

অথ বিভ্রম।

প্রিয়ের মিলন-আশে উৎকণ্ঠিত মন।
প্রেমাবেশে ভুলিয়া যে পরয়ে ভূষণ ॥
চরণের ভূষা করে করের ভূষণ।
চরণে পরিয়ে শীঘ্র করয়ে গমন ॥
বসন-অঞ্জন আদি বিপর্য্যয় হয়।
ভাব অলঙ্কার ইহ বিভ্রম কহয় ॥

অথ কিলকিঞ্চিত।

গর্ব্ব অভিলাষ আর ঈষৎ রোদন।
কিঞ্চিৎ হাস্যের সহ অসূয়া কোপন ॥
একত্র উদয় হয় হাস্যের সহিত।
তবে সেই হয় কিলকিঞ্চিতের রীত ॥

তদ্‌যথা—

একদিন প্যারী, রাধিকা সুন্দরী,
যমুনা-সিনানে যায়।
পথের মাঝারে, নাগর হইয়া,
বাহু পসারিয় ধায় ॥

"ননারঙ্গভঙ্গে"—পাঠান্তর

চুম্বন করিয়া, কুচে কর দিয়ে,
ধনী মুখ অঙ্গ মোড়ি।
যাও যাও করি, করে কর ঠেলি,
ঝমকে কঙ্কণ চুড়ি॥
নয়ান ভ্রূকুটি, করিয়া চাহয়ে,
রোদনের সহ হাস।
গর্ব্ব অভিলাষ,— আদি যেক্রিয়া,
সাত-মত পরকাশ॥
তাহা ত হেরিয়া, রসিক নাগর,
ভাসয়ে সুখসাগরে।
অঙ্গ পুলকিত, সখীর সহিত,
তাহার বাখান করে॥

অথ মোট্টায়িত।

প্রিয়ের স্মরণ করি ভাবেতে ভাবিত।
মিলনে যে অভিলাষ সেই মোট্টায়িত॥

তদ্যথা—

প্রিয়ের মিলন, লাগিয়া সুন্দরী,
রস অভিলাষে ভরি।
সময় নিরখে, উৎকণ্ঠা হইয়া,
সখীর বদন হেরি॥
খেনে খেনে ধনি, ঝমকি উঠিয়া
বাহির যাইয়া দেখে॥
ক্ষণেক পিয়ার, সহিত বিহার,—
মনোরথ করি থাকে॥
খেনে অঙ্গ মুড়ি, আলিস তেজয়ে,
পড়য়ে সখীর কোলে।
নিয়া যাও সখি, প্রাণনাথ যথা,
আমারে সদাই বলে॥

অথ কুট্টমিত।

কুচে কর দিতে প্রিয়ে ধনী অঙ্গ মোড়ি।
না না না না কহে তব করে কর যোড়ি॥
বাহ্যে আহা উহু করে বেদনার ন্যায়।
মনে অভিলাষ ইহ কুট্টমিত হয়॥

তদ্যথা—

কেন হে নাগর, ঠেটাই না কর,
কর যুড়ি তব পায়।
পুনঃপুন কর, চাপাহ আমার,
হৃদয়ে কিবা আছয়।
তোমার কি কিছু থাতি ধন আছে,
লইতে আইস তাহা॥
কিংবা কিছু খাদ্য, লাড়ু কি মোদক,
আছয়ে তা কর চাহা॥
হুক্ক যাহ মেনে, বেদনা লাগয়ে,
কাঁচলি ছিঁড়িয়া গেল।
টুটি গেল হার, শিল্প যে তোমার,
কস্তুরী-চিত্র মোছিল॥
আহা উহু মরি, কিঞ্চিৎ তোমার
হৃদয়ে নাহিক দয়া।
এখনে ক্ষেমহ, পরে যাহা কহ,
তুষিব তোমারে দিয়া॥

অথ বিব্বোক।

অনাদর করি মান-গরবে করে রোখ।
তাহারে কহিয়ে যে অলঙ্কার বিব্বোক॥

তদ্যথা—

কুঞ্জে বসি প্যারী কৃষ্ণ সহ সখী সঙ্গে।
কৌতুক করিয়া কৃষ্ণরচিত প্রসঙ্গে॥
হাসিয়া হাসিয়া সখীগণেরে কহয়।
এই যে কালীয়া ইহার কুটিল আশয়॥
অন্যরমণীর সনে বিহার করিয়া।
তোমা বই কারু নই কহেন আসিয়া॥
ইহার প্রেয়সীগণে দেখেছ গো তোরা।
পরম রূপসী না কি সুরসিকা বরা॥
এতেক কহিতে সেই নয়ানের ভঙ্গি।
হেরিয়া শুনিয়া আর সেই বাক্য ব্যঙ্গি॥
আনন্দে মগন কৃষ্ণ নিজ কণ্ঠহারে।
খুলি পরাইল প্যারী গলে নিজকরে॥
প্যারীজী সে হার ধরি নাসায় শুঙ্গিয়া।
মোর দোষ নাই বলি নাক সিটকিয়া॥
কহয়ে ইহাতে তব প্রেয়সীগণের।
অঙ্গগন্ধ আছয়ে কুঙ্কুম যে স্তনের॥
তোমারে সে ভাল লাগে মোরে নাহি ভায়।
এত বলি হার খুলি টানিয়া ফেলায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি আনন্দিত হৈলা।
বাহ্যে কিছু সঙ্কোচিত ভঙ্গি প্রকাশিলা॥

অথ ললিত।

প্রিয়সনে সন্দর্শনে যে অঙ্গ ভঙ্গিমা।
ললিত কহয়ে তারে রসময়সীমা॥

তদ্যথা—

প্রিয়সনে দর্শন হইতে চঠাৎকার।
দণ্ডায় সুভঙ্গি করি অতি চমৎকার॥
অড়ঘোমা টানি ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া।
চাহয়ে প্রিয়ের পানে ঈষৎ হাসিয়া॥
বামপদে অঙ্গভার অর্পিয়া দাণ্ডায়।
অঙ্গের সৌগন্ধে অলিকুল বেড়ি ধায়॥

অথ বিকৃতি।

কহিতে বিরল-কথা সলজ্জিত হয়।
ক্রীড়া-উপযুক্ত আদি বিকৃতি কহায়।

অথ উদ্ভাস্বর।

ক্রীড়ারস মনোবৃত্তে অলস তেজয়।
জৃম্ভাত্যাগ করে শ্বাস নাসায় বহয়॥
এ সকল অনুভাবে শোভা যে উদয়।
উদ্ভাস্বর নাম সেই কৃষ্ণদাস কয়॥

অথ সাত্বিক লক্ষণ।

প্রিয়েতে যে রতি প্রেমা উপজে বিকার।
সাত্বিক কহিয়ে তারে সে অষ্ট-প্রকার॥
স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ আর স্বরভেদ।
কম্প বৈবর্ণ্য অশ্রু প্রলয় বিভেদ॥

অথ সঞ্চারী।

রতির বিকারে রয় তেত্রিশ যে ভাব।
স্থায়ী হৈতে সঞ্চরে সঞ্চরী অনুভব॥
নির্ব্বেদ বিষাদ আর বিনতিদৈন্যভাব।
দুর্ব্বলতা শ্রম মদ গর্ব্ব শঙ্কা ত্রাস॥
আবেগ উন্মাদ অপরাধ ব্যাধি প্রায়।
মোহ জাড্য মতি লাজ অলসতা হয়॥
বিতর্ক চিন্তা আর ঔৎসুক্য সুমতি।
স্মৃতি ঔগ্র্য অমর্ষ অসূয়া সুপ্তি ধৃতি॥
চপলতা নিদ্রা আর নিশিজাগরণ।
ভাবের গোপন অবহিত্থ হর্ষ মন॥
এই যে তেত্রিশ ভাব মিলি রস হয়।
প্রত্যেকে বর্ণিতে অতি পুস্তক বাড়ায়॥
সঞ্চারী মিলিয়া ব্যভিচারীর উদয়।
সকলের মূল রতি স্থায়ী ভাব হয়॥

অথ স্থায়িভাব-লক্ষণ।

স্থায়ী যে শৃঙ্গাররসে তিন মত হয়।
তিন ধামে ব্যক্ত সেই তিন গুণোদয়॥
সমর্থা সমঞ্জসা আর সাধারণী;
মধুর রতির শুন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কুব্জার সামান্য রতি সাধারণী তেঁহ।
দ্বারকামহিষীগণ সমঞ্জসা যেহ॥
ব্রজগোপীগণের সমর্থা রতি হয়।
অতি চমৎকার শুকদেব প্রশংসয়॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী আত্মসুখের তাৎপর্য্য।
সাধারণী-লক্ষণ সাধয়ে নিজকার্য্য॥
স্বকীয়া মহিষীগণে নিজ নিজ কাম।
অল্প বাসনা যাতে সমঞ্জসা নাম॥
সমর্থ শ্রীব্রজগোপী কামগন্ধহীন।
প্রিয়সুখ তাৎপর্য্য শুদ্ধপ্রেমচিন॥
তাহাতে প্রণয় মান স্নেহ রাগ অনুরাগ।
মহাভাব জন্মে যথা ইক্ষু রসভাব॥
ক্রমে যথা জন্মে গুড় শর্করা মিছিরি।
তেমতি বাড়য়ে প্রেমরসের মাধুরী॥

তত্র প্রেমের লক্ষণ।

অনেক বিপদে মন কিঞ্চিৎ না টলে।
প্রেমের লক্ষণ সেই সাধুশাস্ত্রে বলে॥

স্নেহের লক্ষণ।

সেই প্রেম পরিপাক হৃদয়েতে হয়।
'স্নেহ' নাম ধরি সুখ অধিক বাড়ায়॥
স্নেহের স্বভাব হেরি কায়া না পূরয়।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত সদা বিষয় না ভায়॥
সেই স্নেহ দুইমত ঘৃত-মধু প্রায়।
মধু সদা দ্রব রহে ঘৃত জমি যায়॥
সহজে সুদৃপ্ত মধু অধিক আস্বাদ।
ঘৃতের মধুত্ব মতান্তর কিছু ভেদ॥
মধুস্নেহ শ্রীরাধার চন্দ্রাবলি ঘৃত।
অতেব দৃষ্টান্ত হয় বিশেষ সম্মত॥

অথ মান লক্ষণ।

স্নেহ-পরিণামে তবে 'মান' জন্ম হয়।
বক্রগতি শোভা হয় রস সুখময়॥

অথ প্রণয়-লক্ষণ।

মানপরিপাকেতে বিশ্বাস মিত্রবৃত্তি॥
সখ্য দুই ভাব হয় সুখের উন্নতি॥
প্রণয় বলিয়া তবে হয় ত আখ্যান।
প্রণয়ের পরিপাকে রাগের লক্ষণ॥

রাগ।

বহু যে দুঃখেতে সুখ করিয়া মানয়।
ঈষৎ না টলে মন রাগ সেই হয়॥

অনুরাগ।

প্রিয়-মুখকমল যে যখন দেখয়।
নূতন নূতন বুদ্ধি প্রতিক্ষণে হয়॥
দেখিয়'ও দেখি নাই মনে উপজয়।
তৃপ্তি নাহি হয় অনুরাগের বিষয়॥

তদ্যথা।—

সখীর সহিত, কহয়ে সুন্দরী,
কিশোরী অনুরাগিণী।
কি করিব সখি, কহ না উপায়,
কেমন করে পরাণী॥
একৃতিল প্রিয়,— বদন মাধুরী,
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হেরিয়াও মোর, না পুরয়ে আশা,
বাসনা নয়ানে ভরি॥
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, নূতন যে হেরি,
যেন কভু দেখি নাই॥
কি দিয়া বান্ধিল, পরাণ আমার,
ভাবিয়া কিছু না পাই॥
যে দিকে নিরখি, শ্যামলসুন্দর,—
মোহন-মাধুরী দেখি।
শ্যাম বহি আর, কিছু দেখি নাই,
এ কি জ্বালা হৈল সখি॥

অথ পরস্পর-বশীভাব।

দোঁহার গুণেতে, দোঁহার হৃদয়,
ভুলিয়া সদাই ঝুরয়ে।
দোঁহার গুণেতে, দোঁহার হৃদয়ে,
সদা আকর্ষণ করয়ে॥
দোঁহার পিরীতে, দোঁহে মাতিয়াছে,
একত্রেতে হৈয়া চিত।
দোঁহার মাধুরী, দোঁহে পান করি,
ভুলিয়াছে লোকরীত॥
দোঁহার মরম, দোঁহে সে জানয়ে,
অন্যে নাহি কেহ বুঝে।
দোঁহার তুলনা, দোঁহ বিনু আর,
নাহিক ভুবনমাঝে।
কিশোর কিশোরী, রসের মাধুরী
তুলনা দিবার নাই।
কোটি কোটি সুধা, নিছনি যাউক,
কৃষ্ণদাস গুণ গাই॥

বিপ্রলম্ভ মহাভাব দিব্যোন্মাদ-আদি।
অনেক প্রকার হয় মাদন অবধি॥
বিস্তারিত বহু মানি বর্ণিতে নারিল।
বুদ্ধির প্রবেশ গ্রন্থে সুন্দর না হৈল॥
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ যে এই দুই প্রকার।
তাহার অন্তরগর্ভ অনেক বিচার॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি দিগ-দরশন।
বাহুল্য করিতে হয় বহু প্রকরণ॥

তত্র বিপ্রলম্ভ।

পূর্ব্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস।
চারি ভেদ হয় বিপ্রলম্ভের প্রকাশ॥

তত্র পূর্ব্বরাগ লক্ষণ॥

সঙ্গমের পূর্ব্ব যেই দেখিয়া শুনিয়া।
জনমের রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ তার বিষয় যে শুন।
দর্শন শ্রবণ বহু ভেদ কহি পুন॥
চিত্রপট স্বপ্ন আর সাক্ষাৎ তিন ভাঁতি।
দরশনভেদ পূর্ব্ব রাগের উৎপত্তি॥

তত্র সাক্ষাত।

যমুনার জলে যাইতে কদম্বের তলে।
হেরিয়া নাগর কানু পরাণ বিকলে॥
ঘরে গিয়া সুন্দরী স্তম্ভের ন্যায় রহে।
ধীরে ধীরে নির্জ্জনে সখীরে কিছু কহে॥

যমুনার তীরে সখি কাহারে দেখিনু।
প্রাণ মন দেহ মুই সঁপিয়া আইনু॥
না দেখিলে সখি তাঁরে প্রাণ বাহিরায়।
বুঝি ধর্ম্ম কুল শীল সব নাশ যায়॥

অথ চিত্রপট-দর্শন।

কৃষ্ণের মুরতি চিত্রপটেতে লিখিয়া।
দেখাইলা যবে সখী বিশাখা আনিয়া॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত রাই হৃদয়ে ধরিয়া।
হাহাকার করি কান্দে ক্ষিতি লোটাইয়া॥

অথ স্বপ্ন-দর্শন।

আজু সখি নিশিতে কি স্বপন দেখিনু।
অতি অপরূপ রূপ জলধর-তনু॥
অঙ্গে অঙ্গে সখি তার অনঙ্গ-নিছনি।
কিশোর-বয়সে একজন কে না জানি॥
তাহারে দেখিতে পুন লালসা জন্ময়।
না দেখিয়া প্রাণ মোর বাহিরাতে চায়॥

অথ শ্রবণ।

বন্দি স্তুতি দূতীমুখে সখামুখে আর।
পূর্ব্বরাগে শ্রবণ এই তিন পরকার॥
এ সখার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ।
শুনিয়া শ্রীরাধা করে ধূলায় লুণ্ঠন॥

অথ বংশীদূতী।

পরম আনন্দে রাই পুষ্পের কাননে।
ফুল তুলি তুলি ফিরে সখীগণসনে॥
হেনকালে বংশীধ্বনি কদম্বকাননে।
হইতে আসিয়া তথা লাগিল শ্রবণে॥
হৃদয় পশিয়া তবে উঠিল তরঙ্গ।
অঙ্গ অবশ হইল উছলি অনঙ্গ॥

অথ বন্দিস্তুতি।

বৃষভানুরাজার সভায় বন্দিগণ।
শ্রীনন্দন-রূপ গুণ করে গান॥
গোপনে থাকিয়া তাহা শুনিয়া শ্রীমতী।
অধৈর্য্য হইয়া মজি গেল বুদ্ধি-মতি॥

অথ মান।

প্রেমের আশ্চর্য্য গতি মান স্বাভাবিক।
জনমে কখন স্বল্প কখন অধিক॥

সেই দুইমত হেতু নির্হেতু উপজে।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে পরম সুখ ভুঞ্জে॥

তত্র সহেতুক॥

কৃষ্ণ অন্যনায়িকার সনে বিহারাদি।
করয়ে দেখয়ে শুনয়ে ধনী যদি॥
কোপ করি মান করে প্রিয়ের উপর।
সহেতুক মান সেই অপূর্ব্ব মধুর॥
স্নেহ বিনে ভয় ঈর্ষা বিনা যে প্রণয়।
নাহি হয় যা'তে মান প্রেম প্রকাশয়॥
শ্রবণ দর্শন আর এক অনুমান।
তার মধ্যে শ্রবণ হয় দ্বিবিধ-বিধান॥
সখীমুখে শুনি আর শুকমুখে শুনি।
মানিনী যে হয় তবে বিদগ্ধ-রমণী॥

অনুমিতি।

ভোগচিহ্ন বাক্যস্খলন আর স্বপ্ন তিন।
মানের কারণ ইহ অনুমান-চিন॥
অন্য নায়িকা-ভোগচিহ্ন প্রিয়দেহে।
দেখিয়া করয়ে মান ঈর্ষায় না সহে॥
নিকটে বসিয়া ভ্রমে সতীনীর নাম।
যবে লয় প্রিয় সেই বাক্যের স্খলন॥
স্বপনে দেখিয়া প্রিয় অন্য-রামা-সনে।
বিহার করয়ে হেরি বিরসয়ে মানে॥

অথ নির্হেতু মান-লক্ষণ।

অকারণে উঠে যেই মানের তরঙ্গ।
নির্হেতুক হয় সেই এক রসরঙ্গ॥
প্রেমের কুটিল-গতি সাহজিক হয়।
বক্রগতি সদাই প্রকাশে সর্পপ্রায়॥
হাসিয়া হাসিয়া হরি সখীর সহিত।
সাধন করিতে মানভঙ্গ হয় দ্রুত॥

অথ প্রেমবৈচিত্ত্য-লক্ষণ।

প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনি।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয়ে কোথা মনে গণি॥
চৌদিকে হেরিয়া কান্দে বিরহ-হুতাশে।
প্রেমবৈচিত্ত্য ইহা হরি হরি হাসে॥

তদ্‌যথা—

শ্যামের নিকটে বসি, রঙ্গরসে হাসি হ'সি,
বিবিধ কৌতুকে শশিমুখী।
বিহরয় প্রিয়সনে, চারুপাশে সখীগণে,
আনন্দিত সে কৌতুক দেখি॥
হেনই সময় চিতে, প্রেম-উদ্দীপন-রীতে,
প্রিয়ের বিচ্ছেদ-স্ফূর্ত্তি-ভাবে॥
কান্দিয়া সখীর স্থানে, কহয়ে কাতর মনে,
বিরহ-উৎকণ্ঠা মৃদুরবে॥
কহ সখি প্রিয় কোথা, আমার অন্তর-বেথা,
ঘুচাও আনিয়া মিলাইয়া।
নতুবা না বাঁচে প্রাণ, এ দুখে করহ ত্রাণ,
নহে চল আমারে লইয়া॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, হাস্য মুখে মন্দ মন্দ,
নিরখয়ে প্রফুল্ল-বদনে।
সখীগণ চারিপাশে, মুচকি মুচকি হাসে,
কহে কিছু মধুর বচনে॥
কহ সখি কি কারণে, বিরহিণী হৈলে কেনে,
প্রিয়ে তব গেল কোথাকারে।
কেহ ইহ শ্যামলশশী, তোমার দক্ষিণে বসি,
রসের মাধুরী তব হেরে॥
নয়ান পসারি চাহ, এই তব প্রিয়ে লহ,
তেজ সখি বিরহবেদনা।
তাহা শুনি সুধামুখী, চেতন পাইয়া আঁখি,
কুঞ্চিত করিয়া সুবদনা॥
লজ্জিত সহাস্যমুখে, তর্জ্জনী অর্পিয়া নাকে,
যৎকিঞ্চিৎ টানিয়া ঘোমটা।
হেটবদনেতে রহে, সখীর পানেতে চাহে,
হেরি হরি সে ভাবের ছটা॥
পরম আনন্দ মনে, ধরি প্যারী চন্দ্রাননে,
চুম্বন করয়ে ঘনে ঘন।
পুনঃপুন আলিঙ্গয়, অশ্রু নয়ানে বয়,
এই প্রেমবৈচিত্ত্য লক্ষণ॥

অথ প্রবাস।

প্রেয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূরদেশে যায়।
তাহাতে যে রীত সেই প্রবাস কহায়॥
সেই সে প্রবাস সেই দুই ত প্রকার।
এক যে কিঞ্চিৎ-দূর দেশান্তর আর॥
নিকটে প্রবাস গোচারণের কারণ।
দূর-দেশান্তর হয় মথুরাগমন॥
নিকটে প্রবাসে হয় নিকটে মিলন।
সব দুখ দূরে যায় করি দরশন॥
সুদূর-গমনে হয় দুরন্তরবেদনা।
তিন যে প্রকার সেহ অশোচ্য সূচনা॥
ভাবী ভবন ভূত এই তিন হয়।
সংক্ষেপে কহিল বিপ্রলম্ভ-অভিপ্রায়॥
ইহা যে দশদশা বিরহ-উন্মাদ।
শুনিতেই জন্মে ভক্তের অন্তরে বিষাদ।

অথ দশদশা।

চিন্তা জাগরোদ্বেগ ক্ষীণ মলিন।
প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মূর্চ্ছা মরণ॥
এই দশ দশা হয় ক্রমেতে উদয়।
শুনিতে বিদরে কৃষ্ণদাসের হৃদয়॥

অথ সম্ভোগ লক্ষণ।

দরশন আলিঙ্গন চুম্বনাদি করি।
তাহে যে উপজে সুখ সম্ভোগ বিচারি॥
তাহাতে যে ভেদ দুই মুখ্য আর গৌন।
মুখ্য চেতন আর গউন স্বপন॥

তত্র মুখ্য।

মুখ্য পুন চারি ভেদ সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ।
সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান্ চারি মুখ্য গণ্য॥

তত্র সংক্ষিপ্ত।

পূর্ব্বরাগ-অন্তে কৃষ্ণসনে যে মিলন।
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ বলি তাহার গণন॥

তদ্‌যথা।

প্রথম মিলনে কৃষ্ণসনে সুবদনী।
অঙ্গভঙ্গি করি হয় সুলজ্জ-বদনী।
চুম্বন করিতে মুখ ব স্ত্রতে ঝাঁপয়।
বুকে কর দিতে হস্ত দিতে ঠেলিয়া ফেলয়।
সঙ্গম-প্রসঙ্গে অঙ্গ মুড়িয়া হেলায়।
সভয় অন্তর দেহে কম্প প্রকাশয়॥

অথ সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ।

মানের পশ্চাতে যে সম্ভোগ-উপচার।
সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বলি গণনা তাহার॥

নির্ভয় সঙ্কোচহীন কিন্তু যে মানের।
ঈষৎ গতিতে হয় ভঙ্গি সু-অঙ্গের॥
সঙ্গমপ্রসঙ্গে করে ব্যাক্যের তাড়ন।
বদন ফিরায় মুখ করিতে চুম্বন॥
কোপদৃষ্টি করিয়া চাহয়ে প্রিয়পানে।
আনন্দে ভাসয়ে হরি অন্তরে বাখানে॥

অথ সম্পন্ন সম্ভোগ।

প্রবাস হইতে প্রিয় আসি যে সম্ভোগ।
সম্পন্ন যে সেই যাতে সর্ব্ব উপযোগ॥
ফিরিয়া আসিব সে যে হয় দুইমত।
এক প্রাদুর্ভাব আর আগমন লোকবত॥

প্রাদুর্ভাব।

বিরহিণী প্রেয়সীর রাখিতে পরাণ।
আচানক দেখা দিয়া হয় অদর্শন॥
রতিকেলি আদি নানাক্রীড়া যায় করি।
স্বপনের ন্যায় তাহা মানয়ে সুন্দরী॥

অথ সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

পরবশ-বাধা হৈতে ছুটি যে দর্শন।
দুর্লভ দর্শন সে সম্ভোগ বিচক্ষণ॥
রসময় সর্ব্ব সর্ব্ব উপচার তাহে হয়।
সম্ভোগ সমৃদ্ধি মান করিয়া কহয়॥

অথ গৌণ-সম্ভোগ-লক্ষণ।

স্বপনেতে নানা রঙ্গ-রসের সংযোগ।
তাহাতে যে সুখ সেই গউণ সম্ভোগ॥
স্বপন দেখিয়া ধনী অতিপ্রমোদিত।
সখীর সহিত কহে করিয়া বিদিত॥

তদযথা।

আজু সখি মোর, হিয়ার আনন্দ,
কিছু যে কহিব তোরে॥
স্বপনে দেখিনু, প্রিয়তম আসি,
বসিয়া মোর শিয়রে॥
বহুন চুম্বন, করয়ে আমার,
মুচকি মুচকি হাসি।
নাসায় মুকুতা,— দোলক দুলিছে,
তাহে শোভে মুখশশী॥
উরজে কমল,— করযুগ দিতে,
বাহু পসারিয়া তারে।
ধরিতে চাহিনু, করে না পাইনু,
ছুটিয়া পলাইল দূরে॥
ঘুমের ঘোরে, শয্যায় হাতাড়ি,
এ পাশ ও পাশ করি।
না পাইয়া বন্ধু, ক্ষোভিত হইনু,
নয়ানে ঝরয়ে বারি॥
তখন বুঝিনু, স্বপনে দেখিনু,
চেতন পাইয়া মনে।
উঠিয়া বসিয়া, স্থির কৈনু হিয়া,
কৃষ্ণদাস রস ভণে॥

সংক্ষেপে কহিনু এই রসপ্রকরণ।
কিশোর কিশোরী দোঁহে ইহার শোভন॥
দেব-নর গন্ধর্ব্বাদি যতেক আছয়।
কোথাও না সম্ভবে ইহ রসের বিষয়॥
রসিক করিয়া অভিমানী যত হয়।
বৃথা অভিমান মাত্র শোভা নাহি পায়॥
রাধাকৃষ্ণ বিনে রস না করে উদয়।
সুধাকর বিনে সুধা নাহি বরিষয়॥
যতনে গোপন করি হৃদয়ে রাখিবে।
মূঢ় কামুক-স্থানে কভু না কহিবে॥
অধিকারী বিনে যেহ ইহ লীলারস।
আস্বাদিতে চায় সেই জন যায় নাশ॥
ইহা শুনি ভট্টজীউ আনন্দসাগরে।
ভাসয়ে করয়ে পান অমৃতের ধারে॥
খোরের-গ্রামের শ্রীকল্যাণসিংহ নাম।
কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধমতি অতি অনুপাম॥
গৃহ ছাড়ি ভট্টজীউ গেলেন ইহা শুনি।
কৌতুক দেখিতে তথা গেলেন আপনি॥
যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে তথায় বসিয়া।
উদাস হইল চিত্ত সে রস শুনিয়া॥
তেঁহ গৃহত্যাগ করি ভট্টজীর সঙ্গে।
মাতিলেন দুইজন কৃষ্ণরসরঙ্গে॥
স্ত্রী তাঁর দুঃখ মানি ভট্টজীর পাশ।
কহি পাঠাইলা শুনি স্বামীর উদাস॥
স্বামী মোর ছাড়ি গেলা আমার পালন।
কে করিবে তাঁরে কহ পাঠাইয়া দেন॥

ভট্টজী কহেন তেঁহ অজ্ঞ মূর্খ হন।
স্বামী কেটা অদ্যাবধি নাহিক জানেন॥
নিত্যস্বামী যেই তারে কহ ভজিবারে।
পালন করিবে সেই ভার ত লাগে যারে॥
জগতের পতি কৃষ্ণ তাঁহারে ছাড়িয়া।
ভ্রষ্টভাবে ফিরি কেনে অন্যেরে চাহিয়া॥
এ কথা যাইয়া সেই লোক শুনাইল।
বুঝিতে নারিল স্ত্রী প্রসন্ন নহিল॥
কোন গুণিজন-দ্বারে যাদু করিবারে।
পাঠাইলা কোনরূপে স্বামী আইসে ঘরে॥
গুণী গিয়া ছিটাফোঁটা-তন্ত্র মন্ত্র ছলে।
করিল অনেক সব হইল বিফলে॥
সাধুসঙ্গ-ছিটাফোঁটা যাহারে লাগিল।
কৃষ্ণের পিরীতিরসে যে জন ভুলিল॥
তাহার প্রকৃতি ছিটাফোঁটায় ভুলাতে।
অন্যে কি কখন পারে উৎপথে লইতে॥
রাজার আগে নাহি হয় প্রজার দোহাই।
মত্তহস্তী পোয়ালেতে বান্ধা যায় নাই॥
জগৎ যাহার বশ তারে বশীকার।
যে জন করিল তারে ঔষধি কি ছার॥
ভট্টজীর স্থানে গ্রন্থপাঠ শুনিবারে।
ত্রিবিধ মনুষ্য চারিভিতে বৈসে ঘিরে॥
বৈষ্ণবগণের দেহে পুলকাশ্রু হয়।
এক যে তাঁহার দেহে প্রেম না জন্ময়॥
লজ্জিত হয়েন তেঁহ বৈষ্ণব-সভায়।
মনে মনে তার এক সৃজিল উপায়॥
গোপতে মুঠায় এ মরিচ রাখিয়া।
কথায় সময়ে কান্দে চক্ষে বুলাইয়া॥
কোন ব্যক্তি জানি তেঁহ ভট্টেরে কহিলা।
ভট্টজী মুচকি হাসি কহিতে লাগিলা॥
সাধু সাধু সেই ব্যক্তি ভাল বুঝিয়াছে।
সেই দুষ্টচক্ষের উচিত করিয়াছে॥
কৃষ্ণকথা শুনি যেই চক্ষু নাহি ঝুরে।
লঙ্কা-মরিচ দিতে উপযুক্ত হয় তারে॥
ভট্টজীর কত গুণ কহা নাহি যায়।
নির্ম্মৎসর লাভালাভে সমান হৃদয়॥
গৃহেতে থাকিতে চোর সিন্ধ কাটি ঘরে।
দ্রব্য নিকাশিয়া মোট বান্ধি সিন্ধ-দ্বারে॥
উঠাইতে নাহি পারে শিরের উপরে।
ভট্টজী দেখিয়া তাহা বরকার যারে॥
দয়া উপজিল ধীরে ধীরে তথা যাই।
চোরের মস্তকে মোট দিবারে উঠাই॥
চোর ভয়ে পলাইতে চাহয়ে ছুটিয়া।
ভট্টজী আশ্বাস করি রাখয়ে ধরিয়া॥
ভয় নাহি আমি কিছু না কহিব তোরে।
সামগ্রী লইয়া যাও বেচিকিনি ঘরে॥
চোর কুণ্ঠভাবে অতি লজ্জিত হইল।
ভট্টজীর আগ্রহে লইয়া ঘরে গেল॥
ভট্টের পরশে তার চিত্তশুদ্ধি হইল।
সেই মোট সহ পরদিন তথা আইল॥
ভট্টজীর শ্রীচরণে সমর্পণ করি।
কান্দিয়া পড়িল নিজ উদ্ধারে বিচারি॥
কৃপা করি ভট্ট তারে নিজ শিষ্য কৈল।
শুদ্ধসত্ত্ব পরম যে ভাগবত হৈল॥
অপচয়ে তুষ্ট তার কহিনু বিশেষ।
তবে শুন লাভেও নাহিক পরিতোষ॥
একদিন ঠাকুরের মন্দির-মার্জ্জন।
করিছেন ভট্টজীউ আনন্দিত মন॥
সেইকালে এক ধনী শিষ্য হইবারে।
লইয়া আসিল বহু-ধন অলঙ্কারে॥
ভট্টজীকে এক শিষ্য যাইয়া কহিল।
শিষ্য না করিব বলি তারে উপেক্ষিল॥
অতএব কৃষ্ণ প্রীত তাৎপর্য্য মাত্র।
ত্রৈলোক্য ঐশ্বর্য্য মুক্তি না মানে বিচিত্র॥
তাঁহার চরণ-পদ্ম-রজে অধিকার।
কবে হেন শুভ ভাগ্য হইবে আমার॥
কবে তাঁর কৃপালেশ কৃষ্ণদাস হবে।
এ দেহে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ঈষৎ পর্শিবে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে নিবাই-গ্রামীয়-সাধু-আদি-ভক্ত
গুণবর্ণনং ত্রয়োবিংশ-মালা॥২৩॥

চতুর্ব্বিংশ মালা

মাধবসিংহ-রাজরাণী-আদিভক্ত গুণবর্ণন।

শ্রীমাধব সিংহের রাণী।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
জয়পুরের রাজা মানসিংহের কনিষ্ঠ।
মাধোসিংহ নাম রাজ্য-শাসনে বরিষ্ঠ॥
তাঁর পাটরাণী অতি সুন্দরী সুশীলা।
সুবুদ্ধি সুমতি সতী শুন তাঁর লীলা॥
একদিন রাণী গৃহে শয়নে আছয়ে।
দাসী তাঁর পাদসেবা করয়ে বসিয়ে॥
দাসী সেই কৃষ্ণভক্ত ভাবযুক্তমতি।
সদা মুখে কৃষ্ণনাম জপে দিবারাত্রি॥
রাণীর পাদসেবা করিতে করিতে।
নাম উচ্চারিয়া দাসী লাগিলা কান্দিতে॥
নূতন কিশোর হে হে শ্রীনন্দকিশোর।
বলিয়া ফুকার করি প্রেমানন্দে ভোর॥
অপূর্ব্ব ফুৎকার করে প্রেমের সহিতে॥
অমৃতের ধারা যেন বহে বদনেতে॥
রাণীর শুনিয়া তাহা হৃদয় দ্রবিল।
কহে পুনঃপুন কহ আহা বল বল॥
শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল।
দাসীরে প্রশংসা করি কহিতে লাগিল॥
তুমি ত আমার পাদসেবা-যোগ্য নহ।
দাসী যে তোমারে বলি অপরাধ সেহ॥
বিচার করিলে তব দাসীর যে দাসী।
হৈতে যোগ্য না হইব বিনে ভাগ্যরাশি॥
অতএব তুমি মোর পাদ ছাড়ি দেহ।
শিয়রে আইস শিরে চরণ ধরহ॥
এতেক কহিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কৈল।
দুইজনে প্রেমাবেশে বিহ্বল হইল॥
দাসী কহে ঠাকুরাণি দেখহ ভাবিয়া।
ভুঞ্জিলে বিষয়-সুখ মোহিত হইয়া॥
অনিত্য সে সুখ তাতে কত বা আস্বাদ
কৃষ্ণপ্রেমভকতি বা কি-জাতীয় স্বাদ॥
অনিত্য বিষয়-সুখ হৈল আর গেল।
কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আল॥
রাণী কহে তোমার সঙ্গেতে তা বুঝিনু।
আজি হৈতে গুরু করি তোমারে মানিনু॥
আজি হৈতে বিষয় যে সুখ তেয়াগিনু।
কৃষ্ণপ্রেমধন লাগি জীবন সঁপিনু॥
এত কহি কৃষ্ণ বলি লুঠয়ে ধরণী।
মহোৎকণ্ঠা হৈল চিত্তে ইন্দ্রনীলমণি॥
তবে সর্ব্ববিষয়বাসনা ভোগ তেজি।
নৌতুন-কিশোর-প্রেমে মন গেল মজি॥
ইন্দ্রনীলমণি ছবি মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নির্জ্জন মহলে থাকে তাঁহারে সেবিয়া॥
নানান শৃঙ্গার ভোগ মনের সহিতে।
কতমত প্রকার যে করে আনন্দেতে॥
সাজাইয়া কাচাইয়া আপনি দেখয়।
খাওয়াইয়া শোওয়াইয়া বাতাস করয়॥
পুষ্পমালা নিজহস্তে গাঁথিয়া পরায়॥
চুয়া-চন্দনাদি গন্ধ অঙ্গেতে লেপয়॥
শ্রীমতীর মানভঙ্গ করিয়া বসায়।
পক্ষপাত করি নিজ কিশোরে ভর্ৎসয়॥
পুনর্ব্বার শ্রীবদন মলিন দেখিয়া।
প্যারীরে সাধয়ে সুকুমারের হইয়া॥
তাতে যদি মানভঙ্গ না হৈল ঝিয়া॥
চরণে ধরিতে কৃষ্ণে কহয়ে ঠারিয়া।
গলেতে বসন দিয়া চরণ ধরায়।
তা দেখি পরমানন্দসাগরে ডুবয়॥
এইরূপ রসরঙ্গ কিশোর কিশোরী।
লইয়া করয়ে রাণী দিবস-শর্ব্বরী॥
আনন্দসাগরে ডুবি হাসে কান্দে নাচে।
কিশোর কিশোরী দোঁহার নানালীলা রচে॥
দিনে দিনে সেবানন্দে অনন্দ বাড়িল।
একদিন মনে কিছু উৎসাহ হইল॥
দুয়ারের ফাঁকে আড়ি পাতিয়া রহয়ে।
যুগলকিশোর কিবা সুখে বিহরয়॥
ততেক আদর করে প্যারীজীর প্রতি।
যাহাতে পরমানন্দ নিজমনোবৃত্তি॥
মনে হৈল এই যে পরমানন্দসার।
একেলা যে আস্বাদিতে নহে চমৎকার॥

বৈষ্ণবসহিত রস আস্বাদিতে সুখ॥
নতুবা অন্তরে গুমরিয়া হয় দুখ॥
বৈষ্ণবসেবাও বিনে কৃষ্ণের পিরীতি।
নাহি হয় শুনিয়াছি ভজনমান প্রতি॥
ইহা বলি আরম্ভিলা বৈষ্ণবসেবন।
যুথে যুথে আসিতে লাগিলা সাধুগণ॥
নানান-জাতীয় লাড়ু পেড়া মিষ্ট অন্ন।
পাকোয়ান করি নিজ হস্তে ভিন্ন ভিন্ন॥
কৃষ্ণে নিবেদিয়া সাধুগণেরে খাওয়ায়।
ভক্তশেষ চরণ-অমৃত শেষে পায়॥
নূতন কিশোর আগে বৈষ্ণবসহিত।
নৃত্য গীত ইষ্টগোষ্ঠী করে মনোনীত॥
মাল্য চন্দন দিয়া পূজয়ে বৈষ্ণবে।
চরণ সেবয়ে নিজহস্তে ভক্তিভাবে॥
অন্দরে বৈষ্ণবগণ সদা আইসে যায়।
বেপর্দ্দা দেখিয়া দেওয়ানাদি ক্ষোভ পায়॥
দেওয়ান রাণীর স্থানে কহি পাঠাইলা।
রাজরাণী হৈয়া কেনে পর্দ্দা ঘুচাইলা॥
রাণীকহে রাণী নাম না কহিও মোরে।
দাসীনাম লিখি দিনু যুগলকিশোরে॥
পর্দ্দা উঠাইয়া নূতন কিশোরের সঙ্গে।
অঙ্গ সমর্পিনু ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে॥
জাতি পাঁতি তেয়াগিনু বৈষ্ণবসমাজে।
চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিনু পিরীতের কাজে॥
জীবনের আশা তেয়াগিনু পাইবারে।
যুগলের সেবাদরশন ব্রজপুরে॥
সরম ধরম নাম ধন জন প্রাণ।
যুগলের বালাইয়ের সনে তেজিলাম॥
এ ছয় রিপুর হাত যদি ছাড়াইনু।
তবে আর কারে ভয় নির্ব্বিঘ্ন হইনু॥
অতএব বিবরণ দেওয়ানেরে কহ।
শ্রীচরণে সঁপিয়াছি দেহ পর্দ্দা সহ॥
এ সব কাহিনী তবে দেওয়ান শুনিয়া।
মউন হইল তবে ক্ষোভিত হইয়া॥
রাজা মাধোসিংহ পুত্র প্রেমসিংহ সনে।
কাবেল গিয়াছে রাজ্যশাসনকারণে॥
রাণীর বেপর্দ্দা আর বাক্যবিবরণ।
বিস্তারিত লিখি পাঠাইলেন দেওয়ানে॥
রাজা পত্রী পাইয়া পুত্রেরে কহে ডাকি।
তব মাতা নাড়া সঙ্গে নাড়া হৈল না কি॥
বেপর্দ্দা হইয়া স্বেচ্ছাময় আচরিল।
ইহা কহি দেওয়ানের পত্র দেখাইল॥
প্রেমসিংহ পত্র পড়ি আনন্দিত হৈল।
বুঝিলাম মাতা বড় পদে আরোহিল॥
পিতারে কহয়ে এত বুঝিলাম ভাল।
মাতা মোর তিন কুল উজ্জ্বল করিল॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা ব্রত ধরিয়াছে।
ইহা বিনে ভাগ্য আর জগতে কি আছে॥
প্রেমসিংহ কৃষ্ণভক্ত সাধুমত কহে।
রাজা বিপর্য্যয় বুঝি ক্রোধানলে দহে॥
রাগত হইয়া রাজা পুত্ররে ভর্ৎসিল।
রাণীর মস্তকচ্ছেদ করিতে কহিল॥
প্রেমসিংহ কহে মোর মস্তক থাকিতে।
কার সাধ্য আছে মোর মাতারে হিংসিতে।
এত কহি প্রেমসিংহ সৈন্য সাজাইয়া।
উদ্যুক্ত হইল যুদ্ধে প্রতাপ করিয়া॥
রাজাও করিতে যুদ্ধ প্রবর্ত্ত হইল।
শিষ্টলোক মধ্যে থাকি দোঁহা থামাইল॥
ক্রোধে রাজা রাণীর মস্তক ছেদিবারে।
গৃহেতে চলিলা দ্রুত সাঁড়িনী সওয়ারে॥
গৃহে গিয়া মন্ত্রী সনে পরামর্শ কৈল।
হঠাৎ স্ত্রীহত্যা করা উচিত নহিল॥
বৃহৎ যে ব্যাঘ্র পালা আছে পিঁজিরাতে।
তাহা নিয়া ছাড়ি দিলা রাণীর গৃহেতে॥
ব্যাঘ্রে খাইবেক বলি উদ্যম করিল।
কৃষ্ণভক্ত প্রতি সেই উদ্যম ব্যর্থ হৈল॥
খাইবে কি ব্যাঘ্র সেই বৈষ্ণব হইল॥
রাণীর চরণস্পর্শে নাচিতে লাগিল॥
কৃষ্ণ সেবা পূজা রাণী করিতেছে বসি।
সেইকালে ব্যাঘ্র তথা দাণ্ডাইল আসি॥
রাণী দেখি স্নেহ করি তাহাকে ডাকিল।
আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল॥
পুলক হইয়া ব্যাঘ্র অষ্টাঙ্গ হইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল॥
কণ্ঠে তুলসীর মালা তিলক নাসায়।
রচিয়া দিলেন রাণী আনন্দ হিয়ায়॥
তখন বুঝিল রাজা প্রাকৃত না হবে।
আমার দৌরাত্ম্য এত কৃষ্ণ না সহিবে॥
এই অপরাধে মোরে না জানি কি হয়।
বিচারিলা অপরাধ ভঞ্জন উপায়॥

পাত্র মিত্র সভাসদ সব সবিস্তার।
রাণীর নিকটে গেলা করি পরিহার॥
নিকটে যাইয়া রাজা অষ্টাঙ্গে পড়িল।
নিজ স্ত্রী বলি অভিমান নাহিঁ কৈল॥
যোড়হস্তে স্তব স্তোত্র অনেক করিল।
অপরাধ ক্ষেম বলি কাকুবাদ কৈল॥
রাণী কহে মোরে এত পরিহার কেন।
অপরাধ কি করিলে মুই ত না জান॥
যাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মঙ্গল হইবে।
মুই তব অধীন দয়া অবশ্য রাখিবে॥
রাজা কহে তুমি ত অধীন কার নহ।
সৃষ্টি স্থিতি নাশ তুমি করিতে পারহ॥
যাহার অধীন এই জগত সংসার।
সে তব অধীন তাহে বিচিত্র কি তার॥
অতএব যেই ইচ্ছা তাই তুমি কর।
তোমারে সহায় করি রাজ্য মুই করো॥
এত পরিহার করি রাজা চলি গেলা।
অর্থে সামর্থ্যে রাজা অনুকূল হৈলা॥
একদিন মানসিংহ মাধো সিংহ দুই॥
নৌকায় সয়াল করে দরিয়ায় যাই।
হেন কালে প্রচণ্ড বাতাস ঝড় হৈল।
দরিয়ায় বড় ঢেউ তুফান উঠিল॥
ঝলকে ঝলকে জল নৌকায় উঠয়।
নৌকা ডুবি যায় প্রায় হইল সংশয়॥
ভয়ে অসাড় ভাব রাজা দুইজন।
ভাবে এ সময় লব কাহার শরণ॥
বিচারিয়া সেই রাণীর স্মরণ করিল।
চক্ষের নিমিষে সর্ব্ব আপদ ঘুচিল॥
ঝড় বাতাস নাহি দরিয়া সুস্থির।
অনায়াসে তরণী লাগিল গিয়া তীর॥
গৃহেতে যাইয়া রাজা রাণীরে প্রণতি।
করিয়া কহিল হাত যুড়ি বহু স্তুতি॥
বিপদনাশের হেতু সম্পদের দাতা।
ভুক্তি মুক্তি আদি কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি প্রদা।
হরিভক্তি বিনে আর যেন কেউ নাই॥
ত্রিজগতে এমন কদাচ নাই নাই॥
অতএব সেই যে রাণীর পদযুগে।
হরি অনুরাগ অর্থ কৃষ্ণদাস মাগে॥

শ্রীবিদুর-নাম ভক্ত।

বিদুর নামেতে ভক্ত জৈতারণ গ্রামে।
নিরন্তর সাধুসেবা করয়ে নিষ্কামে॥
বৈষ্ণবেতে প্রীতি তাঁর একান্ত ভাবেতে॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন তাঁরে হৈল যাহা হৈতে॥
বরিষা না হৈল আকাল বৎসর॥
বৈষ্ণবসেবার হেতু উদ্বিগ্ন অন্তর॥
ভূমি চাষ করিবারে করিলা যুকতি।
জল নাহি বীজ নাহি কিসে হবে ক্ষেতি॥
ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র রাত্রিযোগে স্বপনে কহয়॥
চাস গিয়া চস তুমি অন্ন উপজিবে।
বিনা জল বিনা বীজ ধান্যাদি ফলিবে॥
আদেশ পাইয়া সাধু ভূমি চাস দিল।
দুই চারি দিনে ভূম অঙ্কুরিত হৈল॥
ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া ফল হইল।
বহু অন্ন হৈল গৃহে আনি স্তূপ কৈল॥
পাড়ার সকল লোক দেখি চমকিত।
জানিল কৃষ্ণের কৃপা হইল বিদিত॥
বৈষ্ণব সেবায় দেন মহিমা অপার।
কৃষ্ণ-কৃপা অনায়াসে হয় হঠাৎকার॥
হেন যে বৈষ্ণবপাদপদ্মে রতি মতি।
বিধাতা বঞ্চিত কৃষ্ণদাস পাপ প্রতি॥

শ্রীচতুরস্বামী।

চতুরস্বামী নাম এক ভকত প্রধান।
তুল্য নিন্দা স্তুতি আর অপমান॥
কৃষ্ণৈকতাৎপর্য্য আর সকল বিষয়।
অনাসক্ত যথা পদ্মপত্র জলাশয়॥
গৃহেতে আইলা গুরু আনন্দিত হৈলা।
কায়মন-বাক্যে সেবা করিতে লাগিলা॥
গৃহেতে যুবতী ভার্য্যা গুরুর সেবায়।
নিযুক্ত করিল পাছে ত্রুটি কিছু হয়॥
শয়ন করিলে গুরুর চরণ সেবয়।
দৈবাত্ত মনেতে কিছু হৈল অপচয়॥
স্ত্রীর সহিত তাঁর অঙ্গসঙ্গ হৈল।
চতুরস্বামী তাহা বিশেষ জানিল॥

ক্ষোভ না করিল কিছু প্রকাশ না কৈল
মনে মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিল ॥
এই স্ত্রী মোর স্পর্শযোগ্য না হইল।
গুরুদেব যার অঙ্গে পরশ করিল ॥
এতেক ভাবিয়া গুরুস্থানে নিবেদয়।
এই স্ত্রী গৃহ অর্থ যে মোর আছয় ॥
এই সকল অর্পিনু মুই অই শ্রীচরণে।
গ্রহণ করিয়া কর যাহা লয় মনে ॥
গুরু নিজ দোষ ভাবি লজ্জিত হইলা।
মাথা হেট করি লাজে মউনে রহিলা।
চতুরস্বামী তবে নিজগুরুর চরণে।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি গেলা বৃন্দাবনে ॥
বৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণচরণারবিন্দে।
সঁপিলা মানস নিজ পরম আনন্দে ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরণাম।
যাঁহা হৈতে অনায়াসে পুরে সর্ব্বকাম ॥

পুনশ্চ শ্রীকবীরজীর।

কাশীবাসী সাহা এক মহাব্যাধিগ্রস্ত।
সহিষ্ণুতা নাহিক হয় সদাই অসুস্থ ॥
গঙ্গায় প্রবেশ করিবারে সাঁহা যায়।
হেনকালে কবীরজী তাহারে কহয় ॥
প্রাণ কেনে তেজ ইহার ঔষধ আছয়।
আমি ভাল করি আইস যদি মনে লয় ॥
কৃতার্থ মানিয়া সাহা সাধুর চরণে।
পড়িয়া কাকুতি করে যাতনাকারণে ॥
সাধুর স্বভাব পরদুঃখেতে কাতর।
রামনাম-মহামন্ত্র জপে তিনবার ॥
তৎক্ষণে নির্ব্যাধি পুষ্টশরীর হইল।
সাধু গুরুস্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল ॥
গুরু রাম নন্দ তাঁরে কোপ করি কহে
অপরাধী তুই তোর মতি শুদ্ধ নহে ॥
এক রামনামে হয় ব্রহ্মাণ্ডশোধন।
ক্ষুদ্র বিষয়েতে কৈলি তিন উচ্চারণ ॥
তাহা শুনি কবিরজী লজ্জিত হইয়া।
পরিহার করে গুরুর চরণে ধরিয়া ॥
হেন রামনাম যে জিজতের লায়।
প্রাকৃত করিয়া মানি কি হবে আমার।
জন্মে-জন্মে অপরাধ কতেক করিল ॥
যেহেতুক ভক্তি পথে বঞ্চিত হইল ॥

কেবলকূবা নমে এক জাত্যংশে কুমার।
ভাগবতোত্তম মহিমায় নাহি পার ॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সুখী উদার চরিত।
বৈষ্ণবসেবায় তাঁর একান্ত পিরীত ॥
উপায় করয়ে যাহা বৈষ্ণবসেবায়।
লুঠাইয়া দেয় ঘরে কিছু না রাখয় ॥
একদিন দুই চারি বৈষ্ণব আইলা।
সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু না দেখিলা ॥
বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে।
সামগ্রী মাগিলা সাধুসেবার কারণে ॥
বণিক্ কহয়ে খাদ্যসামগ্রী যে লবে।
ইহার যে মূল্য হৈতে কর্ম্ম করি দিবে ॥
কূয়া বনিতেছে মোর তাহাতে খাটিবে।
ভিতর পশিয়া মাটী খুদিয়া উঠাবে ॥
কেবল কহেন ভাল করিব তাহাই।
বৈষ্ণবসেবার সিধা দেহ লৈয়া যাই ॥
এতেক কহিয়া সাধু সামগ্রী আনিয়া।
বৈষ্ণবসেবন কৈল আনন্দিত হিয়া ॥
পরে সেই বণিকের কূয়া খুদিবারে।
গেলেন তথায় পূর্ব্ববাক্য অনুসারে ॥
কূয়ার ভিতর পশি মৃত্তিকা খুদিতে।
ধসিয়া পড়িল কূয়া দুই দিক্ হৈতে ॥
উপরে সকল লোক হাহাকার করি।
কহয়ে কেবল কূয়াগণ-মধ্যে গেল মরি ॥
লোক মারা গেল বলি কূয়া না খুদিল ॥
ক্ষান্ত হইয়া সবে ঘরে চলি গেল ॥
কেহ কোন কার্য্যক্রমে একমাস পরে।
গেল সেই বুজারকূয়া-গাড়েলা ভিতরে ॥
মৃত্তিকা-ভিতর হৈতে অপূর্ব্ব সুস্বরে।
শুনে রাম-কৃষ্ণ-নাম কে জানি উচ্চারে ॥
গ্রামে গিয়া সেই ব্যক্তি রহস্য কহিল।
শুনিয়া সকল লোক ধাইয়া চলিল ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া লোক মৃত্তিকা খুদিয়া।
দেখেন কেবল নাম লয়েন বসিয়া ॥

একটুক মৃত্তিকা না পড়ে তাঁর গায়॥
কিছু মাত্র বেদন ব্যামহ নাহি পায়॥
ছুই দিক্ হইতে প'ড়িয়া ছুই চাল।
মেরাপের ন্যায় মধ্যে রহে সন্ধিস্থল॥
তার মধ্যে বসি সাধু হরিনাম লয়।
যার নিজজন তেঁই আহার যোগায়॥
দেখে তথা আছে খাদ্যসামগ্রী কতেক।
ভাণ্ডভরা জল নানা মিষ্টান্ন অনেক॥
উঠাইয়া গৃহে তাঁরে আনিল সবাই।
জনতা হইল লোক না হয় সামাই॥
কেহ দণ্ডবত নতি করিয়া পড়য়।
কেহ পাদোদক খায় স্তবন করয়॥
এক শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি ভুণ্ডরপুর হৈতে।
নির্ম্মাণ করিয়া আনে বিক্রয় করিতে॥
কেবলকুবার বাটী আসি উত্তরিল।
সাধু তাহা দেখি মনে লালসা হইল॥
সেবা করিবারে মনে উৎসাহ জন্মিল।
পুষ্পমূল্য কি লইবে ভাস্করে পুছিল॥
সাধুর আগ্রহ দেখি বহু মূল্য কহে।
অসমর্থ হেতু সাধু চুপ করি রহে॥
ভাস্কর ঠাকুর নিয়া চলিবারে চাহে।
উঠাইতে নাহি পারি চারিপানে চাহে॥
ক্রমে ছুই চারি পাঁচ সাত লোকে ঝাঁকে।
উঠাইতে না পারিয়া হাত দিলা নাকে॥
বুঝিলা মরম এই সাধুর ইচ্ছায়।
ঠাকুর হইল ভারি যাইতে না চায়॥
তবে সে ভাস্করগণ সাধুর চরণে।
পড়িয়া কহয়ে লহ করহ গ্রহণে॥
আমরা বলদমাত্র বেড়াই বহিয়া।
বেচিতে বেড়াই আর অর্থের লাগিয়া॥
তোমার ঠাকুর তুমি ঘরে নিয়া সেব।
মূল্য অর্থ মোরা কিছুমাত্র নাহি লব॥
এতেক বলিয়া সেই ভাস্করগণ গেল।
সাধু তবে ঠাকুরের সেবা আরম্ভিল॥
পরম-পিরীতি-ভক্তি-ভাবে সেবা করে।
ঠাকুর একান্ত বশীভূত হৈলা তাঁরে॥
অনেক হইল চেলা প্রেমভক্তিবান্।
গ্রামে গ্রামে সর্ব্বলোক করে পুজ্যমান॥
স্ত্রী তাঁর অল্পবুদ্ধি ভক্তিহীনপ্রায়।
সাধুসন্ত দেখি তাঁর মান্য না করয়॥

কেবল দেখিয়া তাহা দুঃখিত অন্তরে।
বুঝাইলে নাহি বুঝে গ্রাহ্য নাহি করে॥
একদিন তাঁর ভ্রাতা প্রাকৃতকুমার।
অবৈষ্ণব অভব্য না জানে ব্যবহার॥
গাধায় চড়িয়া আইল ভগিনীর স্থান।
তেঁহ তারে আদর করিয়া বহুমান॥
রন্ধন করিল অতি পরিপাটী করি।
নানাজাতি ব্যঞ্জন পিষ্টক-আদি পুরি॥
ভ্রাতার কারণ বহু আয়োজন কৈল।
অনেক সামগ্রী স্ত্রী প্রস্তুত করিল॥
ইতরের যোগ্য নহে কৃষ্ণভক্ত বিনে।
তাহাই করিব যাতে খায় সাধুগণে॥
এতেক ভাবিয়া কোন ছল করি সাধু।
অন্য কর্ম্মে পাঠাইয়া দিল নিজ বধু॥
হেথা যত সামগ্রী যতেক উপচার।
বৈষ্ণবে খাওয়ায় সার করিয়া বিচার॥
হেনকালে স্ত্রী তাঁর আসিয়া দেখিল।
ভাল দ্রব্য যত সব বৈষ্ণবে খাইল॥
দেখিয়া সে সব ব্যবহার ক্রোধে জ্বলি।
বৈষ্ণবগণেরে গালি দিল কটু বলি॥
তাহা শুনি কেবলের সহিষ্ণুতা না হৈল।
ঝুটি ধরি স্ত্রীকে তবে বাহির করি দিল॥
অসতী যে সেই স্ত্রী রাগে চলি গেলা।
তখনি যাইয়া এক উপপতি কৈলা॥
তাহাতে জন্মিল ছুই তিন কন্যা পুত্র।
দারিদ্রতা তাহার সহিত হৈল মিত্র॥
আকাল সময় হৈল খাইতে না পায়।
কাঙ্গাল হইয়া ফিরে ভিক্ষা না মিলয়॥
কেবলের বাটি নিত্য মহোৎসব হয়।
কাঙ্গাল গরিব যেই যায় সেই পায়॥
খাইতে না পাইয়া বালকগুলি সাতে।
তথায় যাইয়া বসিলা দরজাতে॥
কেবলকুবার এক শিষ্য শান্তমতি।
গুরুর সাক্ষাতে কহে করিয়া বিনতি॥
মোর মাতা গুরু অতি কেলেশ পাইয়া।
দুয়ারে আছেলা রাখ পালন করিয়া॥
কেবল কহেন সেই নহে মোর ভার্য্যা।
ব্যভিচারি সেই মোর বহুকাল-ত্যজ্যা॥
দুঃখে পড়ি আসিয়াছে দেই খাইবারে।
অন্ন দিতে উপযুক্ত হয় সভাকারে॥

বাহিরে রাখিয়া তারে আকালপর্য্যন্ত।
পালন করিলা সাধু যাতে দয়াবন্ত ॥
আকাল-অতীতে তারে বিদায় করিল।
মাগি গিয়া খাও এবে তাহারে কহিল ॥
আর কিছু কহিলেন অপূর্ব্ব কথন।
যাহাতে তাহার মনে হইল চেতন ॥
তোমার যে স্বামী হতে হৈল কি তোমার।
একমুষ্টি অন্ন দিতে শক্তি নৈল তার ॥
আমার যে স্বামী তাঁর দেখহ মহিমা।
ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা যে গৃহিণী যাঁর রমা ॥
মোরে পালিতেছে আর মোর পরিবার।
আর নিজজন কত হাজার হাজার ॥
এতেক শুনিয়া তার বিবেক জন্মিল।
আপনা ধিৎকার করি মন দৃঢ় কৈল।
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে মন সমর্পিয়া।
পাইল নির্ব্বৃতি সব জঞ্জাল তেজিয়া ॥
কেবলকুবারপায় কোটি পরণাম।
পরম সুশান্ত যেঁহ কৃষ্ণভক্তধাম ॥

শ্রীহরিদাস বণিক্।

হরিদাস বণিক্ বাস কাশীর নিকট।
নিবাস সুশান্ত অতি ভক্ত নিষ্কপট ॥
বহুকালাবধি আশা করিয়াছে মনে।
বৃন্দাবনধামে গিয়া শরীর-তেজনে ॥
পীড়িত হইয়া অতি সঙ্কট হইলা।
ডুলি চড়ি শীঘ্রগতি শ্রীধাম চলিলা ॥
যাইতে যাইতে পথে কালপ্রাপ্ত হৈলা।
সেইখানে বৃন্দাবন দরশন দিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাসহ শ্রীরাসমণ্ডলে।
দরশন পাইলা জীবতে সেইকালে ॥
দেহত্যাগ করিয়া পাইয়া গোপীদেহ।
বিহারে মাতিলা বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সহ ॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিয়া স্মরণ।
কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণভকতিরতন ॥

শ্রীকরমেতি বাই।

খণ্ডেল্যা গ্রামেতে বাস রাজ-পুরোহিত।
পরশুরাম নাম তাঁর কন্যা সুচরিত ॥
করমেতি তাঁর নাম অলপ বয়েস।
স্বামীর ঘর নাহি যায় বিবাহের শেষ ॥
তাঁহার চরিত্র-কথা অতি চমৎকার।
এমন আশ্চর্য্য কিছু নাহি শুনি আর ॥
একে স্ত্রী তাহাতে হয় বালিকা-বয়েস।
বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণে এতেক আবেশ ॥
মহা অনুরাগ-পরাকাষ্ঠা ঐকান্তিক।
দেহ-অনুরোধ নাহি কি কব অধিক ॥
প্রাক্তনিক-মতি কৃষ্ণে হঠাৎ লাগিল।
কৃষ্ণ লাগি সদা মন বিরহে বিকল ॥
নির্জ্জনে বসিয়া সদা অন্তরে চিন্তয়।
প্রেমাবেশে হাসে কান্দে পাগলীর প্রায় ॥
কৃষ্ণলীলা প্রফুল্লিত কমল দেখিয়া।
মন মত্ত মধুকর পড়িল মাতিয়া ॥
কৃষ্ণরূপ-অমৃতের সাগরে পড়িল।
উঠিতে না পারে সুখে ডুবিয়া রহিল ॥
কৃষ্ণগুণ-কল্পলতা জড়াইয়া অঙ্গে।
চালাইতে নারে অঙ্গ স্তম্ভ রসরঙ্গে ॥
কৃষ্ণনাম-কল্পবৃক্ষ হৃদয়ে রূপিয়া।
প্রেমানন্দ-ফল খায় বুঝিয়া বুঝিয়া ॥
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে ত্রিজগতে আর!
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সুখসার ॥
এইরূপ রসে থাকে কতদিন পথে।
লইতে আইল যাইতে হবে স্বামিঘরে ॥
স্বামিসঙ্গ বিষতুল্য করিয়া মানয়।
বি'শষে বিষয়ী সেই অবৈষ্ণব হয় ॥
বড়ই পড়িল শোচ চিন্তায় আকুল।
উপায় হইবে কি ইহার অনুকূল ॥
তথায় যাইলে মোর কুসঙ্গ সঞ্চরে।
মন বুদ্ধি হরি লবে বিষয়-তস্করে ॥
কৃষ্ণভক্তি-পরশরতন হারাইব।
হায় হায় মোর তবে কি দশা হইব ॥
রাত্রিপ্রভাতে মোরে লইয়া যাইবে।
ইহার যুকতি মুই কি করি কি হবে ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমিতে পড়িয়া।
স্থির হৈল চিত্তে তবে যাই পলাইয়া ॥
বৃন্দাবন যাই যথা যুগলকিশোর।
নিত্যসখীসঙ্গে রঙ্গে করয়ে বিহার ॥
পুনঃপুন মন বুঝাইয়া ধনী কহে।
কাতর হইয়া দুটিচক্ষে ধারা বহে ॥

আরে মন মোরে কিছু অনুকূল হও।
কৃষ্ণ-অন্বেষণে মোরে শীঘ্র নিয়া যাও॥
কমলবদন শুভ সুখময়ধাম॥
রসের সাগর রূপে গুণে অনুপাম।
তাহারে মিলাও মোরে এই হিত কর।
চল তবে এই অভাগীর কর ধর॥
লইয়া যাইয়া পাছে আছাড় মারহ।
পুনর্ব্বার গৃহফাঁসে ফিরিয়া আনহ॥
তেজ্য যেই ঘৃণাস্পদ বিষয়ের সহ।
মিলাইয়া পাছে পুন বাস্তালি করহ॥
তোমার চরণ ধরি নিবেদন করি।
হে মন মোর নহে পাছে করহ চাতুরী॥
যে পথে চলিবে দৃঢ় সেই পথে যাবে।
পুন পাছুপানে নাহি ফিরিয়া চাহিবে॥
সুখ মান অর্থ আর জীবনের আশা।
তেজিয়া করহ কৃষ্ণ-আশালতা বাসা॥
প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ-অন্বেষণে।
কৃষ্ণ বিনে অনর্থক কি কাজ জীবনে॥
দৃঢ় কর প্রতিজ্ঞা যে যেপর্য্যন্ত শ্বাস।
যে সাধনে পাই সেই যোগে কর আশ॥
এতেক চিন্তিয়া ধনী অর্দ্ধনিশিযোগে।
ঘর হইতে বাহিরিল মহা-অনুরাগে॥
বাটী হৈতে বাহির হৈতে না পারিয়া।
কোঠার উপর হৈতে পড়ে লম্ফ দিয়া॥
কৃষ্ণ অনুরাগ-বন্ধু ধরি নামাইল।
কিঞ্চিৎ শরীরে নাহি বেদনা লাগিল॥
পড়িয়া চলিলা ধনী বৃন্দাবনপথে।
তল্লাস পড়িয়া গেলা গৃহেতে প্রভাতে॥
হাহাকার করে সবে কন্যা কোথা গেল।
লোকধর্ম্মভয়ে সবে অধোমুখ হৈল॥
রাজার নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণ কহিল।
মহারাজ মোর নাক কাণ কাটা গেল।
কন্যা মোর রাত্রিযোগে কোথাকারে গেল।
কি জানি কি দুঃখ ভাবি বনে প্রবেশিল॥
রাজা শুনি তৎক্ষণে চতুর্দিকে লোক।
পাঠাইল তলাসে পাইয়া মন-দুখ॥
ঝাঁড়িনী উটেতে চড়ি চলিলা খুঁজিতে।
দূর হৈতে বাই তাহা পাইল দেখিতে॥
বুঝিল আমার তত্ত্বে লোক আসিতেছে।
দ্রুত চলি যায় ক্ষণে ক্ষণে চায় পাছে॥
ময়দানেমধ্যে লুকাইতে নাহি স্থান।
মৃত এক উট পড়ি আছয়ে দেখেন॥
উদর-ভিতর তার সড়িয়া গিয়াছে।
গহ্বরের ন্যায় চাম শুকাইয়া আছে॥
দুর্গন্ধি কেলেদ তাতে অতিশয় হয়।
ভিতর পশিয়া গিয়া লুকাইয়া রয়॥
বিষয়ের দুর্গন্ধি স্ফূর্ত্তি নাহি হৈল।
উটে যে দুর্গন্ধি সেহ সুগন্ধি মানিল॥
কৃষ্ণ-অনুরাগের এমতি রীত হয়।
পরম যে দুঃখ তাহে বাধা না জন্ময়॥
তিনদিন উপবাসী তাহার ভিতরে।
রহিয়া কেবল কৃষ্ণনামে প্রাণ ধরে॥
লোক জন ফিরি গেল দেখা না পাইয়া।
বাহির হইয়া বাই গঙ্গাতে যাইয়া॥
গঙ্গায় ন করি শ্রীমদ্বৃন্দাবন গেলা।
দরশন করিয়া পরমানন্দ হৈলা॥
ব্রহ্মকুণ্ডতীরে ঘোর বনের ভিতর।
বসিয়া চিন্তয়ে কৃষ্ণ আনন্দ-অন্তর॥
পিতা তাঁর পরশুরাম ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে।
বৃন্দাবন গেলা দুই চারি লোক সাথে॥
বনে বনে ফিরি বহু অন্বেষণ করি।
না দেখিয়া উঠি এক উচ্চ বৃক্ষোপরি।
বৃক্ষ হৈতে নিরখয়ে চারি দিক-পানে।
দেখে বসি আছে বনে ধ্যানপরায়ণে॥
নামিয়া নিকট গিয়া দেখে চমৎকার।
বাহ্যবৃত্তি নাহি চক্ষে বহে গঙ্গাধার॥
তেজে করিয়াছে আলো চৌদিক ব্যাপিয়া।
মুখে না আইসে বাণী আশ্চর্য্য দেখিয়া॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া দ্বিজ কৈল নমস্কার।
পিতা হৈয়া করিলেন শিষ্য ব্যবহার॥
কিবা পুত্র কিবা কন্যা নীচ কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণভক্ত সেই পূজ্যতম হয়॥
বহুক্ষণ পরে বাইজীর বাহ্য হৈল।
আঁখি মেলি সম্মুখেতে পিতারে দেখিল॥
নমস্কার করি হেঁটমাথে বসি রহে।
বিনয়পূর্ব্বক তবে পিতা কিছু কহে॥
মাতা মোর গৃহে চল বনেতে কি কাজ।
ঘরে বসি কৃষ্ণ ভজ করিয়া বিরাজ॥
তুমি মোর কুলের দীপক গৃহলক্ষ্মী।
অমৃতাভিষিক্ত হৈনু তোমারে নিরখি॥

তেঁহ কহে পিতা কেন এত স্তুতি কর।
মো'র লাগি এত কেনে আগ্রহ বিস্তার॥
শ্যামলসুন্দর-সিন্ধুতরঙ্গ-পাথারে।
ডুবিয়াছে মোর মন উঠিতে না পারে॥
দেহ নিয়া গিয়া মোর কি কাজ আছয়।
বৃথা কেনে আগ্রহ করহ মো-বিষয়॥
মোর আশা ত্যাগ করি গৃহে চলি যাও।
মরিল যে জন তার পাছে কেন ধাও॥
কালিয়া-পাথারে যেই ডুবিয়া মরিল।
সংসারের কর্ম্মে সেই অযোগ্য হইল॥
অতএব পিতা শুন ঘরে চলি যাহ।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করহ॥
বিষয়-বিষমে বৃথা ইন্দ্রিয় চরাও।
দূরে তেজ তাহা সুধাসাগরে ডুবাও॥
বড় সুখ পাবে দুঃখ যাইবেক দূর।
দিনে দিনে প্রেমানন্দ বাড়িবে প্রচুর॥
ক'হতে কহিতে ধনী নয়নের জলে।
ভাসিয়া হইয়া মুর্চ্ছা পড়িল ভূতলে॥
পরশুরাম দেখিয়া কন্যার ব্যবহার।
চমৎকৃত আপনারে করিয়া ধিৎকার॥
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র ঘরে চলি গেল।
রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল॥
রাজা শুনি প্রশংসিয়া তাঁরে দেখিবারে।
বৃন্দাবন গেলা যথা বাইজী বিহরে॥
দেখে যমুনার তীরে বসিয়া একাকী।
কৃষ্ণনাম জপিছে ঝুরিছে দুই আঁখি॥
অষ্টাঙ্গ করিয়া রাজা প্রণাম ক'রল।
ঈষৎ নামাইয়া মাথা বাই প্রণমিল॥
রাজা বহুবাক্য স্তুতি বহুক্ষণ কৈল।
বাইজীউ একবার দৃষ্টি না করিল॥
তবে রাজা ব্রহ্মকুণ্ডতীরে কিছুদূরে।
কুটীর করিতে আরম্ভিল তাঁর তরে॥
তেঁহ কহে অকর্ত্তব্য কুটীর বনাইতে।
বহু জীবহিংসা হবে মৃত্তিকা খুদিতে॥
তথাচ রাজন পাকা কুটীর বানায়া।
দিলেন তাঁহার দেহরক্ষার লাগিয়া॥
বনমধ্যে তাহাতে রহিলা সতী ধনী।*
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে দিবসরজনী॥

শাক মূল ফল কভু চনা চাবাইয়া।
প্রাণরক্ষাহেতু মাত্র থাকেন খাইয়া॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহ প্রেয়সীত্ব পাইলা।
যাঁর গুণ নাভাজীউ পুলকে বর্ণিলা॥
তাঁর সেই কুঠরী অদ্যাপি বর্ত্তমান।
না ভাঙ্গে না টুটে তাহা আছয়ে সমান॥
কয়মেতি বাইর কুটীর বলি খ্যাত হয়।
তাহাতে কখন কোন বৈষ্ণব রহয়॥
তাঁর শ্রীচরণগুণ বর্ণিতে বর্ণিতে।
ক্ষণমাত্র শান্তি হৈল কৃষ্ণদাস-চিতে॥
কিঞ্চিৎ দ্রবিল চিত্ত পূর্ব্ববৎ পুন।
কুঞ্জর-শউচ বিনে তৈল বাতি যেন॥

শ্রীখড়গাসেন।

গোয়ালিয়র স্থানে এক বসতি কায়স্থ।
কৃষ্ণ-অনুরাগে সাধু সদা মনে ব্যস্ত॥
বড়ই উৎকণ্ঠা চিত্তে কৃষ্ণদরশনে।
হাহাকার করয়ে সদাই রাত্রি-দিনে॥
রাসযাত্রাপূর্ব্বে সাধু ঠাকুরের আগে।
উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে অনুরাগে॥
করিতে করিতে নৃত্য বিরহ-আবেশে।
পড়িলা ভূমেতে প্রাণ অমনি নিকশে॥
অমনি শ্রীনিত্যরাসলীলায় প্রবেশ।
শ্রীকৃষ্ণসহিত নৃত্য হাস-পরিহাস॥
ভক্তির মহিমা মহা-অপার-সমুদ্র।
বঞ্চিত সুমূঢ় কৃষ্ণদাসিয়া অভদ্র॥

শ্রীপ্রেমনিধি।

প্রেমনিধি নাম সাধু আগরা নিবাস।
শুদ্ধাচার অতি মতি শুদ্ধ সুপ্রকাশ॥
কৃষ্ণসেবারসে মন মগন সদাই।
অষ্ট-যাম যখন যে সেবার ত্রুটি নাই।
আগরা সহরস্থান অনেক যবন।
জল আনিবারে নারে পরশ-কারণ॥
লোকভিড় নাহি থাকে অনেক নিশিতে।
সেইকালে জলহেতু যায় যমুনাতে॥
একদিন ঘোর মেঘ বর্ষে অতিশয়।
মহা-অন্ধকার পথ দেখা নাহি যায়॥
কলসী লইয়া সাধু চলিল যমুনা।
মশাল লইয়া যায় দেখে একজনা॥

---

* "সে ধনী"—পাঠান্তর।

যে পথে চলয়ে সাধু আগে আগে যায়।
কে যায় মশাল ধরি সাধু না জানয়॥
যমুনায় জল ভরি ফিরিয়া আসিতে।
আগে আগে আইসে পুন সেই সেই পথে॥
প্রেমনিধি নিজগৃহে প্রবেশ করিল।
মশালজী কোথায় গেল আর না দেখিল॥
ঘরে আসি চিন্তায় আকুল সাধুবর।
মশাল ধরিয়া আগে কে চলিল মোর॥
ঠাকুরের ঘরে যবে প্রবেশ করিল।
সেই সে মশাল সিংহাসনেতে দেখিল॥
শ্রীহস্তে মশাল-শুল-তৈল লাগিয়াছে।
চরণেতে কালা অঙ্গে ঘর্ম্ম হইয়াছে॥
আর্ত্তনাদ করি সাধু মুছাইয়া দিলা।
সেই হৈতে রাত্রে আর যমুনা না গেলা॥
বৈকালে শ্রীভাগবত নিতি পাঠ করে।
গ্রামস্থ যে স্ত্রী পুরুষ আইসে শুনিবারে॥
দুষ্ট দ্বেষ্টা লোক গিয়া কহয়ে পাৎশারে।
প্রেমনিধি পরস্ত্রী নিয়া আইসে ঘরে॥
ক্রোধ করি পাৎশা ধরি আনিতে কহিল।
চরি চোবদার ধরি আনিবারে গেল॥
বৈকালিক জলপান ঠাকুরেরে দিয়া।
পানার্থক জল পাছে দিবার লাগিয়া॥
যাইবার কালে সেই সমে চোবদার।
ধরিয়া লইয়া গেল নিকট পাৎশার॥
পাৎশা হুকুম কৈল কয়েদ রাখিতে।
কয়েদ করিল নিয়া পঞ্জতখানাতে॥
অন্তরে বড়ই দুঃখ রহয়ে সাধুর।
জল না পাইলা রহে তৃষ্ণায় ঠাকুর॥
রাত্রিযোগে পাৎশা নিদ্রাময় স্বপনে।
ক্রোধান্বিত বক্ষোপরি বসি একজনে॥
ঘাড় মুচ্‌ড়িয়া ধরি কহে বার বার।
প্রেমনিধি সাধু প্রিয়ভক্ত সে আমার॥
তৃষ্ণাসমে জল দিতেছিল যে আমার॥
জল দিতে নাহি দিল তুড়ুক তোমার॥
তৃষ্ণার্ত্ত রহিনু মুই জল না পাইয়া।
এ দুঃখ মিটাব আজি তোমারে মারিয়া॥
এখান ছাড়াইয়া ঘরে পাঠাও তাহারে।
নতুবা এখনি বধ করিব তোমারে॥
এতেক স্বপন দেখি জাগিয়া বিচারে।
তখনি ডাকিয়া নিজগণ-অনুচরে॥
প্রেমনিধি সাধুরে তখনি আনাইয়া।
স্তুতি-নতি করি বহু চরণে পড়িয়া॥
কহয়ে ঠাকুর তব তৃষ্ণার্ত্ত আছয়।
জলপান করাও এখনি গিয়া তায়॥
দুই চারি মশাল সহিত দিল তার।
আনন্দিত-হিয়া সাধু গিয়া শীঘ্রতর॥
স্নান করি পুন ভোগ-রাগ আদি দিল।
কর্পূর বাসিত জল পান করাইল॥
লোকে ধন্য ধন্য সবে করিতে লাগিল।
তাঁহার প্রসাদে কত বৈষ্ণব হইল॥
বিষয়-বিষম-তৃষ্ণা শান্তির কারণে।
কৃষ্ণদাস নিবেদয় তাঁহার চরণে॥

শ্রীকেবলরাম ভক্ত।

ভক্ত শ্রীকেবলরাম সাধু সদাচারে।
তাঁহার সমান কেহ নাহিক সংসারে॥
পরমদয়ালু পরদুঃখেতে কাতর।
কৃষ্ণভক্তি জানয়ে করিয়া রত্নসার॥
যারে দেখে তারে কহে কৃষ্ণপদ ভজ।
বিষয়-বিষম-বিষ এইক্ষণে তেজ॥
সাম দান দণ্ড ভেদ উপায় করয়ে।
কোনমতে কৃষ্ণভক্তি লওয়াইতে চায়ে॥
চরণে ধরিয়া পড়ে ছাড়িয়া না দেয়।
যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপদ নাহিক ভজয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উন্মত্তবৎ ফিরে।
সব লোক ত্রাণ কৈল গ্রামে ঘরে ঘরে॥
তাঁহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল।
দারুণ সংসারসিন্ধু উদ্ধার করিল।
কৃষ্ণনাম ঘরে ঘরে উচ্চৈঃস্বরে গায়।
ভবনদীতীরে যেন খেয়ার বৈসয়॥
পার-হওনের কালে বহুলোক মেলি।
কোলাহল করে যেন হয়ে কুতূহলী॥
দয়ার সাগর গুণনিধি মহাশয়।
জীবের দেখিয়া দুঃখ দুঃখিত হৃদয়॥
পথে কোন লোক এক বলদের দেহে।
বেত্রাঘাত কৈল দেখি সাধু পুন কহে॥
কেনে ভাই আমারে করিলা বেত্রাঘাত।
সেই কহে কেন হেন কহ মিথ্যাবাত॥
সাধু কহে হয় নয় দেখ ভাই সবে।
বেত্রাঘাতচিহ্ন পৃষ্ঠে দেখ সবে তবে॥

গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-অপমান মহাশয়।
সহিতে না পারে দেখে দহয়ে হৃদয় ॥
তাহার সদ্‌গুণ-দয়া-ভক্তির কণিকা।
কৃষ্ণদাস মাগে মানি প্রাণের অধিকা

শ্রীনরবরের রাজা।

নরবর-দেশের রাজা মহাভাগবত।
সাধন-নিয়ম পাষাণের রেখবত ॥
স্মরণ মনন পূজা দণ্ডবত-নতি।
আর যে নিয়ম কত আছে নিতি নিতি ॥
তাহার অন্যথা একতিল নাহি হয়।
রাজ্য ধন পুত্র দারা প্রাণ যদি যায় ॥
একদিন নিয়মিত পূজায় বসিয়া।
হেনকালে পাৎশা তার নগরে আসিয়া ॥
আছয়ে রাজন কৃষ্ণে মন আরোপিয়া।
বোলাইলা কার্য্য লাগি লোক পাঠাইয়া ॥
তাহে না আইলা রাজা উত্তর না দিলা।
ফিরিয়া আসিয়া লোক পাৎশারে কহিলা ॥
না আইলা শুনি পাৎশা ক্রোধ যে করিয়া।
আপনি চলিলা সঙ্গে ফউজ লইয়া ॥
রাজা যথা পূজা করে তথায় যাইয়া।
কটু কহি ডাকে হস্তে তলোয়ার নিয়া ॥
তথাচ উত্তর নাহি দিল নৃপবর।
ক্রোধাবেশে পাৎশা তবে করিলা ওয়ার ॥
একপদ কাটিয়া ডারিল তথাপিহ।
বাহ্য নাহি কৃষ্ণে মন সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ ॥
পাৎশার মনেতে কিছু চমৎকার হৈল।
দুই দণ্ড নিরখিয়া ভাবিতে লাগিল ॥
এই যে পুরুষ এ ত সামান্য না হয়।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইবে নিশ্চয় ॥
রাজার নিয়ম তবে সমাপন কৈল।
ঠাকুরেরে দণ্ডবৎ উঠিয়া করিল ॥
চরণে বেদনা তবে অনুভব হৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূমিতে পড়িল ॥
লজ্জিত হইয়া তবে পাৎশাহ আপনি।
ধরিয়া তুলিয়া তাঁরে কহে স্তুতিবাণী ॥
শুশ্রূষা করিয়া তাঁর পীড়াশান্তি কৈল।
গ্রাম-ভূম-আদি বহু ইনাম করিল ॥
সেই ঠাকুরের সেবা নানা বিধিমতে।
অদ্যাপি বরাদ্দ আছে সরকার হৈতে ॥
অলৌকিক সেই মহারাজ চরিত্র।
কৃষ্ণকৃপা যারে তারে এ কোন বিচিত্র ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
ধন্য হই যদি পাদরজ পাই তাঁর

শ্রীজগদেব পমার।

জগদেব নাম তাঁর খেয়াতি পমার।
কৃষ্ণভক্তসমাজে তুলনা নাহি যাঁর ॥
সে দেশের রাজার তনয়া ভাগ্যবতী।
কৃষ্ণভক্ত তেঁহ অতি সুশীলা সুমতি ॥
বিবাহ দিবারে রাজা উদ্যুক্ত হইল।
কন্যা কার দ্বারে নিজ মত জানাইল ॥
জগদেব পমার যদি মোর স্বামী হয়।
নতুবা কাটারি দিব গলায় নিশ্চয় ॥
রাজা শুনি মনে কিছু বিচার করিল।
কন্যার চরিত্র বুঝি আনন্দ হইল ॥
জগদেব সাধু কৃষ্ণভক্ত মহাশয়।
এই হেতু কন্যা মোর বরিতে চাহয় ॥
ভাল ভাল আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
হেন ভাগবত মোর হইবে জামাই ॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা ডাকি জগদেবে।
বিনয়পূর্ব্বক কিছু কহে মৃদুস্বরে ॥
তুমি মোর কন্যা অঙ্গীকর কৃপা করি।
যে প্রসাদে এ দুস্তর ভবসিন্ধু তরি ॥
পমার কহেন মুই বিভা না করিব।
বনেতে গমন করি শ্রীকৃষ্ণ ভজিব ॥
বহু যত্ন কৈলা রাজা না হৈল সম্মত।
কন্যারে বিশেষ তবে কহিল পরত ॥
কন্যা শুনি বড়ই ক্ষোভিত হৈল মনে।
অন্ন-জল তেয়াগিব তাহার কারণে ॥
রাজা রাণী শোকাকুলি উপায় না দেখি।
কন্যার আগ্রহে অতিশয় মনদুঃখী ॥
একদিন রাজার সভায় নাচে নটী।
কৃষ্ণলীলা গায় নটী অতি পরিপাটী ॥
পমারে করিলা নিমন্ত্রণ শুনিবারে।
পমার শুনিতে আইলা আনন্দ-অন্তরে ॥

সম্মান করিয়া রাজা বসাইলা তাঁরে।
গান শুনি মহাভাব সাধুর সঞ্চারে॥
আনন্দসাগরে ভাসি কহে নটিনীরে।
অমৃত করালে পান কি দিব তোমারে॥
ধন কিছু নাহি মোর দেহ মাত্র এই।
কি দিয়া শুধিব ঋণ প্রাণ চাহ দিই॥
হাসিয়া নটিনী কহে প্রাণ চাহি দেহ।
শুনিয়া কহয়ে সাধু এই দিই লহ॥
এত কহি নিজ মাথা কাটিয়া তৎক্ষণে।
অমনি ডারিয়া দিল নটিনী চরণে॥
চিকের ভিতর হইতে রাজকন্যা দেখি।
কান্দিয়া আকুল হৈল ঝরে দুটী আঁখি॥
পমার আমার স্বামী মরিল বলিয়া।
কান্দে ধনী দুই কর বুকেতে হানিয়া॥
রাজা-রাণী আদি সবে সান্ত্বনা করিতে।
কহে মোর প্রাণ চাহে বাহির হইতে॥
যদি মোর এ পরাণ রাখিবারে চাহ।
পমারের কাটামুণ্ড আনি মোরে দেহ॥
তবে সেই কাটামুণ্ড তারে আনি দিল।
রাজকন্যা তাহা এক থালিতে রাখিল॥
সম্মুখ হইয়া যবে দেখয়ে নয়ানে।
পশ্চাৎ হইয়া মুণ্ড ফিরয়ে আপনে॥
পুন থালি ফিরাইয়া সম্মুখ করায়।
পুন মুণ্ড আপনিহ পশ্চাৎ করয়॥
স্ত্রীসঙ্গ না করিব প্রতিজ্ঞা আছিল।
মরিয়াও সেই মনস্কাম প্রকাশিল॥
পুন রাজকন্যা সেই ধড় আনাইয়া।
মুণ্ড স্কন্ধোপরি ধরি দিল বসাইয়া॥
বসাইবা মাত্র যোড় লাগি পূর্ব্ববৎ।
হইল শরীর যাতে কৃষ্ণের ভকত॥
চেতন পাইয়া পুন ফিরিয়া বসিল।
রাজকন্যা বহু স্তুতি করিতে লাগিল॥
অঙ্গসঙ্গ তোমারে করিতে নাহি কহি।
দাসী অঙ্গীকার মোরে কর মাত্র এহি॥
তোমার সেবায় মুই কৃতার্থ হইব।
কৃষ্ণ-নাম-লীলা-গুণ সদাই শুনিব॥
এই বাঞ্ছামাত্র মোর কৃপা কর মোরে।
নতুবা তেজিব প্রাণ কহিল তোমারে॥
এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দিত হৈল।
কৃষ্ণ-অনুরাগী রাজকন্যারে বুঝিল॥
হৃদয়ে জন্মিল সুখ প্রসন্ন হইয়া।
অঙ্গীকার কৈল তার স্ত্রীত্ব মানিয়া॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব দেখি চমৎকার।
প্রশংসা করয়ে করে জয়জয়কার॥
তবে দুই জনে তেজি বিষয় বিভোগ।
নির্জ্জনে থাকয়ে সব ছাড়ি অন্য যোগ॥
কৃষ্ণকথা-আলাপন বিনে অন্য কথা।
যথায় প্রসঙ্গ হয় নাহি যান তথা॥
পূর্ণ কৃষ্ণকৃপা হৈল দোঁহার উপরে।
ডুবিল দোঁহের মন প্রেমের পাথারে॥
প্রেমামৃত-সিন্ধুনীরে দোঁহে ক্রীড়া করে।
পরমনির্বৃতি হৈল মায়া গেল দূরে॥
রাজার বৈষ্ণবে রতি হয় আসাধার।
কৃষ্ণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ-নিষ্ঠা-শান্তি নির্ম্মৎসর॥
আর এক কন্যা তাঁর আছয়ে যুবতী।
ধর্ম্মেতে নাহিক মতি স্বভাব অসতী॥
এক যে বৈষ্ণব গৃহে কতক দিবস।
থাকয়ে অন্দরে যায় আছয়ে বিশ্বাস॥
কিন্তু অন্তস্পটে সেই কন্যার সহিত।
আসক্তি জন্মিয়া দোঁহে হইল পিরীত॥
রাজা প্রাতঃকালে উঠি বাহির যাইতে।
দোঁহে মেলি ক্রীড়া করে ছাতে সেই পথে॥
দৈবাৎ অলসে নিদ্রা গেল দুই জনে।
উলঙ্গ হইয়া দোঁহে করি আলিঙ্গনে॥
রজনী প্রভাত হৈল তাহা নাহি জানে।
হেনকালে রাজা যায় মুখ প্রক্ষালনে॥
আগে গিয়া দেখে কন্যা বৈষ্ণব সহিত।
শুতিয়া আছয়ে কিছু নাহিক সংবিৎ॥
দেখিয়া রাজন্ কিছু বিচার করিল।
যদ্যপি বৈষ্ণব হেন অতিক্রম কৈল॥
তথাপি আমার ইহঁ দণ্ড-অর্হ নহে।
বৈষ্ণবের দণ্ডকর্ত্তা কভু রাজা নহে॥
কৃষ্ণের ভকত হয় কৃষ্ণ যার প্রভু।
অন্যের শাসন-অর্হ নহে সেই কভু॥
এতেক বিচার করি কিছু না কহিয়া।
নিজ উত্তরীয় বস্ত্র উড়নি লইয়া॥
তাহা দোঁহার অঙ্গে ঢাকি গেলেন চলিয়া।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল দোঁহে উঠে চমকিয়া॥
রাজার উড়নি অঙ্গে দেখিয়া ভাবয়।
কম্পিত হইয়া উঠি গেলা নিজালয়॥

বৈষ্ণব সভয় অতি কম্পিত অন্তরে।
রাজা তাহা দেখি অতি সম্মান আচরে॥
পূর্ব্বে হৈতে অধিক ভকতি আচরিল।
বৈষ্ণব অন্তরে তবে আনন্দ পাইল॥
বৈষ্ণবে এতেক ভক্তি অতএব ধন্য।
সাধু সাধু সেই এক ত্রিজগতে মান্য॥
নির্ম্মৎসরমধ্যে তাঁরে মানি শ্রেষ্ঠ করি।
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কারি॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীমাধবসিংহ-রাজরাণী-আদি-ভক্তগুণবর্ণনং চতুর্বিংশ-মালা॥২৪॥

পঞ্চবিংশ মালা

—•—

কৃষ্ণদাস সোণার-আদি-ভক্তগুণবর্ণন।

শ্রীকৃষ্ণদাস সোণার।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

কৃষ্ণদাস নাম হয় সোণার বৈষ্ণব।
কৃষ্ণসেবাপরায়ণ শুদ্ধপ্রেমভাব॥
দিবা রাত্রি নাহি জানে প্রেমসেবানন্দে।
চকোর যেমন সুধা পান করে চন্দ্রে।
প্রাতঃকাল অবধি গঙ্গার স্রোত-ন্যায়।
যখন যে সেবা তারত্রুটি নাহি হয়॥
মধ্যে মধ্যে নিয়মিত নৃত্য-গীত-বাদ্য।
করেন নিতানি সাধু অনুরাগ-সিদ্ধ॥
একদিন নৃত্যগীত করিতে করিতে।
পায়ের নূপুর খসি পড়িল ভূমিতে॥
নৃত্য দেখি ঠাকুরের আনন্দ জন্মিল।
কিন্তু রসান্তর হৈল নূপুর খসিল॥
আপনি সামান্য বালকের রূপ ধরি।
নূপুর চরণে পরাইলা যত্ন করি॥
কে তুমি কহিতে সাধু আর দেখে নাই
সংশয় সাধুর মনে হইল বড়াই॥
স্নেহাবেশে অনুযোগ অনেক করিল।
প্রণয়কলহেতে ধিক্কার বহু দিল॥
ভৃত্যের চরণ ধরি নূপুর পরালে।
ছি ছি তব লাজ নাই ঘৃণা না করিলে॥
ঠাকুর শুনিয়া তাহা মুচকিয়া হাসে।
তাহার মরম নাহি বুঝে কৃষ্ণদাসে॥

———

শ্রীকৃষ্ণদাস সাধুর।

গোবর্দ্ধনবাসী কৃষ্ণদাসে মহাশয়।
গোফাতে থাকেন কৃষ্ণভক্তির আলয়॥
দিবানিশি কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গায়।
আহার-বিহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা না বাধয়।
কৃষ্ণ বলি সদাই করুণা করি ডাকে।
উন্মত্ত সদাই সাধু প্রেমানন্দ সুখে॥
একদিন গোফার দুয়ারে এক ব্যাঘ্র।
আসি দাণ্ডাইল ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি উগ্র॥
সাধু তারে দেখি বহু সম্মান করিল।
অতিথি বলিয়া আনি আসন অর্পিল॥
খাইতে কি দিব বলি করয়ে চিন্তন।
মাংসভোগী হয় ব্যাঘ্র আদি পশুগণ॥
মাংস আর কোথা পাব নিজ অঙ্গ বিনা।
এত ভাবি নিজ পাদ কাটিয়া আপনা॥
ব্যাঘ্রেরে ভোজন করিবারে সাধু দিল।
ব্যাঘ্র তা ভোজন করি উঠিয়া চলিল॥
কর্ম্মীর আকার পাছে কেহ কয় মনে।
সাধুর আশয় গূঢ় কেহ নাহি জানে॥
পরদুঃখে দুঃখী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব।
নাহি দেখে নিজ সুখ-দুঃখ লাভালাভ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি করিয়া কামনা।
তাঁহার চরণে চাহি সঁপিতে আপনা॥

———

শ্রীগদাধর ভক্ত।

বরহামপুরের সন্নিকটে এক গ্রাম।
তাহাতে বসতি হয় গদাধর নাম॥
অপূর্ব্বমন্দিরে কৃষ্ণসেবা অনুপাম।
লাল বেহারী হয়ে ত শ্রীঠাকুরের নাম॥
দিবানিশি নানা উপচারে সেবা করে।
বৈষ্ণবে পিরীত সেবা কতেক প্রকারে॥

কিন্তু যে সঞ্চয় অর্থ অন্ন আদি করি।
কিছুমাত্র নাহিক রাখয়ে ঘরে ধরি॥
অন্ন-জল-ফল-মূল যখন যে পায়।
সংস্কার করিয়া ভোগ তখনি লাগায়॥
তথাপিহ নিতি হয় মহামহোৎসব।
নানা ভোগ লাগে খায় শতেক বৈষ্ণব॥
কৃষ্ণেতে প্রসন্ন যেই তার কি অভাব।
না চাহিতে হয় তার চতুর্ব্বর্গ লাভ॥
এক দিবস যে প্রহর দুই হৈল।
সেবা নাহি হয় দ্রব্য কিছু না মিলিল॥
আনন্দে বসিয়া সাধু কৃষ্ণগুণ গায়।
ঠাকুর আনিবে মনে আছয়ে নিশ্চয়॥
হেনকালে এক মহাজন দুইশত।
টাকা দিয়া ঠাকুরে করিল প্রণিপাত॥
সেই দুই শত টাকা তখনি লইয়া।
সামগ্রী আনিয়া নানা পাকাদি করিয়া॥
ভোগরাগ দিয়া মহামহোৎসব কৈল।
কল্য হইবেক বলি কিছু না রাখিল॥
নিতি নিতি এইমত করে মহোৎসব।
প্রেমানন্দে কাটে কাল নাহি কোন ক্ষোভ॥
মোরা যে বিষয়সুখ মস্তকে ধরিল।
তেঁহ সেই বিষয়ের মাথে পদ দিল॥
বিষয় নামাইয়া ভূমে তাঁর পাদদ্বয়।
মস্তকে ধারণ করি শক্তি নাহি হয়॥
যেহেতুক মায়ার যে চরণ-আঘাতে।
না মরি না বাঁচি সদা মগ্ন যাতনাতে॥
বৈষ্ণব গোসাঞি বিনে ইহার উপায়॥
অনেক ঢুড়িয়া কৃষ্ণদাস না দেখয়॥

শ্রীভগবান্‌দাস।

ভগবান্‌দাস নাম একান্ত নৈষ্ঠিক।
ভজননিয়ম যেন পাষাণের রেখ॥
রাজা ছল করি তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবারে।
সহরে ঢেঁডরা দিল নিজভৃত্যদ্বারে॥
তিলক তুলসী মালা যে জন ধরিব।
তৃতীয় দিবসে তার মস্তক ছেদিব॥
অনৈষ্ঠিক যাহারা তাহারা তাহা শুনি।
কণ্ঠী-তিলক-হীন হইল অমনি॥
ভগবান্‌দাস কহে এ বড় প্রমাদ।
কণ্ঠী তিলক ছাড়ি জীবনে কি সাধ॥
যায় যাবে পরাণ বাঁচিয়া কিবা ফল।
যদ্যপি ছাড়িতে হয় তুলসীর মাল॥
পরাণ থাকিতে এ ত না পারি ছাড়িতে।
মৃত্যু ত নিশ্চয় আছে কি ভয় তাহাতে॥
এত কহি সর্ব্বাঙ্গে তিলক-ছাব কৈল।
কণ্ঠ ভরিয়া কণ্ঠী ধারণ করিল॥
দুই তিন দিন পরে রাজা বোলাইল।
ভক্তিনিষ্ঠা জানি তাঁরে পরিতোষ হৈল॥
যাহারা ভয়েতে মালা-তিলক ছাড়িল।
তাহাদিগের লজ্জা দিয়া ভক্তি শিখাইল॥
রাজার চরণে করি কোটি পরণাম।
আমা-সবাকারে যদি শিখায় ধরম॥

শ্রীসুবার দেওয়ান।

সুবার দেওয়ান এক বড় ভক্তিমান্।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণপদে মন॥
স্বভাব সুশান্ত নিম্মৎসর দয়াশীল।
কৃষ্ণ বিনে মিথ্যাকার দেখয়ে অখিল॥
স্ত্রী তাঁর তেমতি সুবিজ্ঞা কৃষ্ণভক্তা।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে সমান অনুরক্তা॥
গুরু-গৃহে আইলেন অতি ভক্তিভাবে।
স্ত্রী পুরুষ মিলি কায়-মন বাক্যে সেবে॥
গুরুর গমনকালে বিদায় কারণ।
কি দিব স্ত্রীকে তবে পুছে দেওয়ান॥
স্ত্রী কহে যদ্যপি আমারে জিজ্ঞাসহ।
তবে যে উচিত যদি মোর বাক্য লহ।
'সর্ব্বস্বং গুরবে দত্তাৎ' এই ত প্রমাণ।
যারে সমর্পণ যে করিলে দেহ প্রাণ॥
অতএব গৃহ-অর্থ সকলি সঁপিয়া।
চলহ বাহির হই এক বস্ত্র নিয়া॥
কৃষ্ণ পাইবার পথ বড়ই সুগম।
পরম উপায় যে পাইতে প্রেমধন॥
যার দ্রব্য তাঁরে দিয়া পাবে রত্নসার।
ইহাতে কি পরামর্শ কিবা সে বিচার॥
স্ত্রীর সুন্দরবাক্য সাধুর সম্মত।
বেদের নিগূঢ় সার পরম সিদ্ধান্ত॥

শুনিয়া দেওয়ান তাঁরে প্রশংসিয়া কহে।
গদগদ স্বরে দুটী চক্ষে ধারা বহে॥
ধন্য তুমি তোমার বালাই নিয়া মরি।
স্ত্রীর এমন মতি কভু নাহি হেরি॥
তোমার মায়ায় আমি হইয়া মোহিত।
সঞ্চয় করি যে মুই অর্থে মোর প্রীত॥
সেই তুমি তাতে যদি অনাসক্ত হৈয়া॥
গুরুকে সর্ব্বস্ব দিতে হৃষ্ট হৈল হিয়া।
ইহার অধিক আর সুখ কিবা আছে।
এ মোহে তরিমু যাতে কৃষ্ণ পাব পাছে॥
ভাল ভাল তবে সেই অবশ্য কর্ত্তব্য।
চল নিকশিয়া যাই দিয়া সব দ্রব্য॥
তবে স্ত্রী নিজ অঙ্গ-ভূষণ যতেক।
খুলিয়া ধরিল অঙ্গ অঙ্গের প্রত্যেক॥
দুই হাতে দুই গাছি বান্ধি রাঙ্গা সূত্র।
স্বামী বর্ত্তমান চিহ্ন রাখিলেন মাত্র॥
দুই বস্ত্র দু'জনার পরিধান হয়।
তাহাই লইয়া মাত্র দোঁহে নিকশয়॥
গুরুকে সর্ব্বস্ব সাধু অমর্পণ কৈল।
গুরু তাহা নাহি নিল দোঁহে হেঁট হৈল।
সাধু স্ত্রী-পুরুষে মেলি চাহে সমর্পিতে।
গুরু শিষ্য প্রতি স্নেহে না চাহেন নিতে॥
গুরু আজ্ঞা করি তবে গৃহে চলি গেলা।
আজ্ঞাক্রমে সেই গৃহে বসতি করিলা॥
গুরু সেই অর্থ কিছু গ্রহণ না কৈলা।
কিন্তু ছলে বলে পাছে তারি সাত কৈলা॥
তাঁহার চরণ রজ হৃদয়ে অর্পিয়া।
ভকতির কণা মাগে এ কৃষ্ণদাসিয়া॥

শ্রীলালমতী বাই।

লালমতি বাই নাম শুন তাঁর কথা।
ভক্তিপথে নাহি বুঝি তাঁহার সমতা॥
বুঝি তেঁহ ভকতিদেবীর প্রিয়ধাম।
অথবা দেবীর তাঁর অঙ্গেতে বিশ্রাম॥
কিংবা তাঁর অঙ্গের কিরণ লালমতি।
কিংবা তেঁহ স্বয়ং প্রকাশরূপে স্থিতি॥
গুরু কৃষ্ণ ভক্ত ভক্তি এক করি জ
অন্য দেবা দেবী জ্ঞান ধর্ম্ম নাহি মানে॥

অনন্যমাধুর্য্য দৃঢ় অচলা ভকতি।
অষ্ট সাত্ত্বিক মহাপ্রেমময় রতি॥
দিবা-নিশি জ্ঞান নাহি কৃষ্ণময় দেখে।
কৃষ্ণনাম বিনে অন্য শব্দ নাহি মুখে॥
আহার বিহার নিদ্রা কোন চেষ্টা নাহি॥
হা হা কৃষ্ণ বলিয়া ফুৎকারে রহি রহি॥
বৈষ্ণব দেখিয়া শ্রীল-কৃষ্ণবুদ্ধি করি।
প্রেমাবেশে কান্দায় চরণযুগ ধরি॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত-পাদোদক-রজ।
সেবন করেন সদা ধরেন হৃদিমাঝ॥
বৈষ্ণবের গুণগান কহে যেই নীত।
দুর্ব্বাসারে ভগবান্ কহে ছন্দ গাঁথা গীত॥
নাম গুণ লীলা সদা উচ্চস্বরে গায়।
দুই চক্ষে যেন গঙ্গাধারা বহি যায়॥
কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ যাতে চারি ওস্তে সম।
চেরে একে একে চারি নাহিক বিষম॥

(দোঁহা হিন্দী)

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদ বন্দন করৈ নাশৈ বিঘন অনেক॥
অতএব উপদেশ সাধুর সিদ্ধান্ত।
উপনিষদের মতে সিদ্ধান্ত নিতান্ত॥
চারি একে একে চারি জানিয়া নিশ্চয়।
শরণ লইতে তবে কৃষ্ণদাস ধায়।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীকৃষ্ণদাস-সোণার-আদি-
ভক্তগুণকথনং পঞ্চবিংশ-মালা॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশ মালা।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-সহ শ্রীবৃন্দাবন-মহিমাবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

এবে কহি বৃন্দাবনধামের মহিমা।
পরম অদ্ভুত যার নাহি হয় সীমা॥
মথুরামণ্ডল ব্যাপি লীলা অনুকূল।
গিরি নদী বৃক্ষ বন মহিমা অতুল॥

কূপ-সরোবর আদি ভুবনপাবন।
প্রধান প্রধান কিছু করিব বর্ণন॥
সপ্ত গিরি চারি ধাম দ্বাদশ বন।
দ্বাদশ উপবন পরমমোহন॥
ত্রিসপ্ত কদম্বখণ্ডি সপ্ত বট হয়।
সপ্ত নদী সপ্ত সরোবর বিরাজয়॥
চৌরাশীতি কুণ্ড চৌরাশীতি হয় কূপ॥
অসংখ্য লীলার স্থান লীলা অনুরূপ॥
তাঁ-সবার নামসংকীর্ত্তন পুন করি।
মহিমা গুণের কথা কহিবারে নারি॥
বর্ষানের গিরি নন্দীশ্বর গিরিবর।
কাম্যবনে গিরি কৃষ্ণপদচিহ্নধর॥
চরণপাহাড়ি বলি খ্যাত ত্রিজগতে।
অদ্যাপি দর্শন শ্রীচরণ চিহ্ন তাতে॥
কদম্বখণ্ডির গিরি পরমমোহন।
যথা গূঢ় রাসলীলা সহ-গোপীগণ॥
আদিবদ্রি গিরিবর পরমসুরম্য।
বদ্রিনাথরূপে তথা কানন সুরম্য॥
চপণপাহাড়ি যথা চরণ গঙ্গা হয়।
গো-মহিষ-আদি তথা পদ চিহ্নচয়॥
সপ্তম শ্রীগোবর্দ্ধন যাহার মহিমা।
বেদ-বিধি- অগোচর না হয় বর্ণিমা॥
ইহ-সবার মহিমা যে প্রত্যেকে বর্ণিতে।
নারিব বর্ণিতে তাহা যে আইসে বুঝিতে॥
প্রথমে শ্রীনন্দীশ্বর-গুণগান করি।
চিদানন্দময় নিত্য ব্রহ্মময় গিরি॥
যোগপীঠ যোগেশ্বর জগত-আরাধ্য।
পরাৎপর কৃষ্ণক্রীড়াধাম নিত্যসিদ্ধ॥
পিতা শ্রীনন্দরাজা মাতা শ্রীযশোদা।
গো-গোপ-গোপিকা সহ যথা লীলা সদা॥
প্রাতঃকালে মাতা গাত্রোত্থান করাইয়া॥
ক্রোড়ে করি শত শত চুম্বন করিয়া॥
অশ্রুজলে ভাসি যায় স্তনে ক্ষীর বহে।
স্নেহে মাতা নাহি ছাড়ে কণ্ঠে ধরি রহে॥
স্বর্ণ-অলঙ্কার কৃষ্ণ-অঙ্গেতে শোভিত।
নীলরতন যেন সোণায় জড়িত॥
যশোদামাতার কণ্ঠে ভাল শোভা করে।
ত্রৈলোক্য উপমা তার নাহিক দিবারে॥
মায়ের আদরে কৃষ্ণ আলুয়াইয়া গা।
নাচায় দুখানি পদ আধ আধ রা॥

বদন মায়ের স্কন্ধে করে কণ্ঠ ধরি।
মৃদু হাস্য শ্রীবদনে চমৎকারকারী॥
নাসায় গোলক গজমতি আন্দোলিত।
কি আশ্চর্য্য তাহা হেরি ভুবন মোহিত॥
লালন করয়ে মাতা ছাড়িতে না পারে।
ভূমেতে রাখিতে মাতার অন্তর বিদরে॥
কতক্ষণ পরে তবে দাসগণ দ্বারে।
মুখপ্রক্ষালন-আদি করান সত্বরে॥
অলঙ্কার-বস্ত্র পরাইয়া তবে দিলা।
বলরাম সহ গোদোহন-হেতু গেলা॥
গোদোহন করে মধুমঙ্গল সহিতে।
হেনকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে॥
কৃষ্ণ লাগি অন্ন আদি পাক করিবারে।
আইসেন শ্রীযশোদা-মাতার আগারে॥
নব-গোচারণে নিশা সোণার পুতলী।
ক্ষীণ মধ্যভাগ তাহে শোভয়ে ত্রিবলী॥
অঙ্গের ছটায় দশদিক্ আলোকিত।
সুস্থির চপলা যেন বেড়িয়া উদিত॥
সুন্দর কুটিল নব কাদম্বিনী জিনি।
সুলগাকা কেশ পৃষ্ঠে লোঠন দোলনি॥
অপূর্ব্ব লোহিত কটিবসন ঘাগরা।
ঝালোর তাহার প্রান্তে দোলে মণি-হীরা॥
সূক্ষ্ম নীল বস্ত্র অঙ্গে উড়ুনি শোভয়।
মণি মুক্তা হীরা জরি খচিত তাহায়॥
চরণে ঘুঙ্গুর হেমনূপুর পঞ্চম।
চালাইতে চরণ বাজিছে ঝম্ঝম্॥
কটিতে কিঙ্কণী কণ্ঠে মুকুতার হারি।
মণি-চন্দ্রহার শোভে উরজ-উপরি॥
অমূল্য রতন মণি সোণায় জড়িত।
বক্ষঃস্থল শোভা করে কৃষ্ণমনোনীত॥
কর্ণে রত্ন ঢেঁড়ি তাহে ঝুমুকা লটকে।
নাসাতলে মুক্তা দোলে বিজুরী চমকে॥
নাসায় তিলক মৃগমদ সুশোভন।
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু শ্রীকৃষ্ণমোহন॥
সিন্দুরের বিন্দু ভালে অলক কুন্তল।
অর্দ্ধকুণ্ডলীরূপে করে ঝলমল॥
সোণার কমলে যেন ভ্রমরার পাঁতি।
হেমচন্দ্রোপরি যেন নবঘনভাতি॥
তাহার উপরে শোভে মণিময় সিঁথি॥
হেম-জড়াভনে আন্দোলিত মুক্তাপাতি।

আহে লগ্ন মধ্যে মণি মাণিক্যে রচিত।
চৌদিকে মুকুতা গাঁথি পরম শোভিত॥
টীকা আন্দোলায়মান সুচিক্কণ ভালে।
তাহে চমৎকার শোভা বদনকমলে॥
বাহুযুগে বাজুবন্ধ রতনে জড়িত।
তাটঙ্ক তাবিজ তাহে ঝাঁপ সুললিত॥
নীলমণি-চুড়ি করে কঙ্কণ বলয়া।
আঙ্গুলে অঙ্গুরী হীরা মাণিক-কলয়া॥
গজেন্দ্রগমনে আইসে সঙ্গে সহচরী।
সমান বয়েস বেশ পরমসুন্দরী॥
কৃষ্ণকথা-আলাপনে হাসিতে খেলিতে।
লোহিত পুষ্পের গেণ্ডু লুফিতে লুফিতে॥
গোষ্ঠের খিড়িকে আসি উপনীত হৈল।
কৃষ্ণ হেরি হৃদয়কমল বিকসিল॥
সখীসহ পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা।
আড়নয়ানে হেরি চমকিত ভেলা॥
প্রেমের বিকার লোকভয়ে সামালিয়া।
সুবদনে দিলা আড়ঘোমটা টানিয়া॥
সেই যে গ্রীবার ভঙ্গি শ্রীহস্তের শোভা।
করতল রক্ত করপৃষ্ঠ স্বর্ণ-আভা॥
তাহাতে রতনাঙ্গুরী পরমমোহন।
হেরিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলা মগন॥
আর তাহে ছলক্রমে বসন উঘারি।
ঘোমটা খুলিয়া চাহে নয়ান পসারি॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাহা হেরি পুলক হৃদয়।
নিজানুসন্ধান ভুলি চমকিয়া চায়॥
প্রফুল্ল-কমল হেরি যেমন ভ্রমর।
পূর্ণচন্দ্র হেরি যেন লোভিত চকোর॥
নবঘনপানে যেন চাতক চাহয়।
চন্দ্রের উদয়ে যেন সিন্ধু উথলয়॥
তেমনি কৃষ্ণের হৃদি-নয়ান উন্মত্ত।
রসলোভী জানিয়া রসের পরতত্ত্ব॥
ডুবিয়া রসের সিন্ধু উঠিতে নারয়।
আঁখি মন-হীন কৃষ্ণ করাদি চালয়॥
দোহন করয়ে বাঁটে দুগ্ধ নাহি ক্ষরে।
শুধুই চালয় হস্ত বাহ্য নাহি স্ফুরে॥
ধবলীর ভ্রমে ধবলপদ * ছান্দি।
ভ্রমচেষ্টা দোহনে করয়ে মুষ্টি বান্ধি॥

দোঁহ-মন দোঁহো প্রেমসাগরে মগন।
দোঁহাকার ভ্রমচেষ্টা আত্মবিস্মরণ॥
প্রমাদ হেরিয়া ললিতাদি সখীগণ।
উপায় চিন্তিয়া তার কৈলা সমাধান॥
প্যারীজীর সম্মুখ করিয়া আচ্ছাদন।
ঘেরিয়া চলিলা সবে করি আবরণ॥
নন্দালয়ে যাইয়া শ্রীযশোদাচরণে।
প্রণাম করিলা সবে সুনম্রবদনে॥
মাতা শ্রীরাধিকা হেরি আনন্দিত হৈলা।
ক্রোড়ে করি শত শত বদন চুম্বিলা॥
আহা বৎস তোমার বালাই লইয়া মরি।
তোমা সম গুণবতী ব্রজে নাহি হেরি॥
রূপে গুণে শীলে কর্ম্মে কুশল রন্ধনে।
এমন বালিকা আর না দেখি ভুবনে॥
আহা মরি কোন্ বিধি সিরজিল তোমা।
ত্রিভুবনে তোমা সম নাহিক উপমা॥
আমার কৃষ্ণের রূপ যেমন সুন্দর।
তাহার সহিত হয় তুলনা তোমার॥
বিধাতা বিমুখ মোরে বঞ্চনা করিল।
হেন যে রূপসী বধূ মোর না হইল॥
তথাচ আমার স্বাভাবিক হয় জ্ঞান।
তোমারে দেখিয়া মোর বধূর সমান॥
এত কহি বক্ষঃস্থলে স্নেহাবেশে রাখি।
বদন চুম্বয়ে মাতা ছলছল আঁখি॥
তবে আজ্ঞা দিলে রন্ধনে যাইতে।
লইয়া রোহিণী মাতা চলিলা ত্বরিতে॥
অনুগতা দাসী শ্রীচরণ-ধোয়াইলা।
সোণার পুতলী গৌরী রন্ধনে চলিলা॥
যোগাইয়া দেন তবে শ্রীরোহিণী মাতা।
ক্ষণমাত্রে পাক কৈলা অমৃতনিন্দিতা॥
এতেক ব্যঞ্জন তার না যায় বর্ণন।
শাল্যন্ন পিষ্টক ক্ষীর স্বাদু বিলক্ষণ॥
অন্য গোপীগণ জলপানীয় সামগ্রী।
বানাইয়া সুন্দর হইয়া চিত্তব্যগ্র॥
উৎকণ্ঠা হইয়া মাতা কৃষ্ণে বোলাইয়া।
স্নান করাইয়া জলপান করাইয়া॥
শ্রীমধুমঙ্গল আর শ্রীদামাদিগণ।
কৃষ্ণের যতেক সখা প্রণয়ভাজন॥
কৃষ্ণ বলরামে মাতা সবার সহিত।
ভোজন করায় অতিস্নেহে আর্দ্রচিত॥

* "বর্দ্ধনপদ"—পাঠান্তর।

ভোজনকালীন কৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
কত বা কৌতুক করে হাসে কত রঙ্গে॥
বর্ণিতে নারিনু তাহা বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু ভোজনের ক্রিয়া॥
সমাপন করিয়া ভোজন আচমন।
শয়ান করিলা করি তাম্বুলচর্ব্বণ॥
দুই দণ্ড শয়ন করিয়া উঠি তবে।
গোচারণে গেলা দশদণ্ড বেলা যবে॥
স্নেহেতে কাতর মাতা সাজাইয়া দিল।
গোধন লইয়া সখাসঙ্গে গোঠে গেলা॥
কৃষ্ণের অধরামৃত ধনিষ্ঠা আনিয়া।
প্যারীজীকে দিলা অতি গোপন করিয়া॥
সখীসঙ্গে মিলি প্যারী ভোজন করিলা।
কৃষ্ণদরশনহেতু উৎকণ্ঠা হইলা॥
যশোমতী মাতা বহু আদর করিয়া।
মণি অলঙ্কার বস্ত্র দিলা পরাইয়া॥
কুন্দলতা সহ গৃহে দিলা পাঠাইয়া।
ঘরে গিয়া অট্টালিকা উপরে চড়িয়া॥
কৃষ্ণদরশন করে উৎকণ্ঠা হইয়া।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিতা সখী রাখয়ে ধরিয়া॥
কৃষ্ণ চলি গেলা বনে না মিলে দর্শন।
বিরহে কাতর হেরি মিলি সখীগণ॥
গুরুজন অনুমতি লইয়া আইলা।
সূর্য্যপূজা ছলে বনে লইয়া চলিলা॥
বৃন্দাবন গিয়া রাধাকুণ্ডতীরকুঞ্জে।
অতিপ্রিয় স্থানে যাতে কৃষ্ণমন রঞ্জে॥
তথায় মিলন হৈল কৃষ্ণের সহিত।
বাসনা পূরিল নিজ নিজ মনোনীত॥
অতএব শ্রীল-নন্দীশ্বরে নিত্যলীলা।
অনাদ্যন্ত অখণ্ডিত পরম রসিলা॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের ধাম।
ত্রিজগতে এক পূজ্য মান্য অভিরাম॥
তাঁহার চরণে করি কোটি কোটি নতি।
মরণে জীবনে মো সবার হৈঁহ গতি॥

অথ কাম্যবনে চরণ পাহাড়ি—মহিমা বর্ণন

কাম্যবনে বহু লীলা কহিতে নারিব।
চরণপাহাড়িগুণ কিঞ্চিৎ বর্ণিব॥
লুকালুকি কুণ্ড হয় তাহার পার্শ্বেতে।
গোপীসহ কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে তাতে॥
জলফেলাফেলি করি পিচকারি কেলি।
করিতে করিতে কহে গোপীগণ মেলি॥
জলে ডুবি থাকিতে কে কতক্ষণ পারে।
আইস সকলে ডুবি কহেন কৃষ্ণেরে॥
ইহা কহি গোপীগণ আপনে আপনে।
আঁখি ঠারাঠারি করে হাসত বদনে॥
ছল করি হারাইব ইহাতে কৃষ্ণেরে।
কেমন চতুর আজি বুঝিব উহারে॥
কৃষ্ণসহ এককালে সবাই ডুবিব।
চতুরাই করি মোরা উঠিয়া রহিব॥
কৃষ্ণ উঠিবার সমে জানি ডুব দিব।
আগেতে উঠিলা বলি ছলে হারাইব॥
পাছে হাততালি দিয়া টিটকারি দিব।
পণ করি চূড়া বাঁশী ছিনিয়া লইব॥
এতেক যুকতি করি ডুবে কৃষ্ণসহ।
খেলিতে খেলিতে হৈল প্রেমের কলহ॥
কৃষ্ণ কহে জিনিলাম তোমরা হারিলে।
গোপীগণ কহে তুমি লাজ না মানিলে॥
হারিয়া জিনিতে চাহ করিয়া অন্যায়।
বংশী কাড়িয়া লব দোষ কে রাখয়॥
কৃষ্ণ কহে পুন আইস ডুবি পণ করি।
তোমরা যদ্যপি হার কিংবা আমি হারি॥
তোমরা শতেক চুম্ব আলিঙ্গন দিবে।
নতুবা যে মোর স্থানে বুঝিয়া লইবে॥
কৃষ্ণের চাতুরী আর বাক্যের কৌশল।
দুই পক্ষে হয় নিজ প্রয়োজনফল॥
গোপী তাহা না বুঝিয়া অঙ্গীকার কৈল।
পুন বুঝি মুচকিয়া মুখ ফিরাইল॥
পুনর্ব্বার এককালে ডুবিয়া সবাই।
গোপীগণ উঠি দেখে কৃষ্ণ উঠে নাই॥
বহুক্ষণ হৈল যদি কৃষ্ণ না উঠিল।
মুখম্লানি হৈল সভার ভয় জন্মাইল॥
কৃষ্ণ কেনে না উঠিল কি হেতু ইহার।
আঁখি ছল ছল সবে কহে পরস্পর॥
খুঁজিয়া সবাই বুলে জলের ভিতর।
কান্দিয়া আকুল সবে বিকল অন্তর॥
মণিহারা ফণী যেন প্রাণ বিনে দেহ।
তেমতি না মিলি কৃষ্ণ স্থির নহে কেহ॥

ব্যাধের বাণেতে যেন চঞ্চল হরিণী।
ইথি উথি ধায় কান্দি করি উচ্চধ্বনি॥
কৃষ্ণচন্দ্র ডুবি জলের ভিতর হইয়া।
গমন করিয়া গিয়া পর্ব্বতে চড়িয়া॥
গোপীগণে কাতর দেখিয়া দুঃখ হৈল।
পর্ব্বতশিখর হৈতে বংশী বাজাইল।
সে যে বংশীধ্বনি তার উপমা না হয়।
অন্যপর কার কথা পাষণে দ্রবয়॥
পর্ব্বতসহিত দ্রবি মোহবৎ হৈল।
শ্রীচরণপদ্মচিহ্ন তাহাতে হইল॥
সুমধুর কোটি কোটি অমৃত-নিন্দিত।
শুনি চমৎকার গোপী হইল মোহিত॥
সর্ব্ব তাপ গেল দূর আনন্দসাগরে।
ভাসিল জানিয়া কৃষ্ণ পর্ব্বত-উপরে॥
সুখের সাগর কৃষ্ণ রূপের মাধুরী।
হেরিয়া গোপিকা দেহ ধরিতে না পারি॥
কৃষ্ণসঙ্গে মিলি পুন সুরঙ্গ কৌতুকে।
বিহার কর য় দিবা নিশি নাহি দেখে॥
অতএব চরণপাহাড়ি ধন্য ধন্য।
মস্তকে বিরাজে যার শ্রীচরণচিহ্ন॥
কদম্বখণ্ডিত গিরি যাহা রসলীলা।
শোভা করে ফলে ফুলে গিরি ধাত শিলা॥
আদিবদ্রি গিরিবর পরমমহত্ত্ব।
নরনারায়ণরূপে যথা কহে তত্ত্ব॥
অদ্যাপি বিরাজমান চতুর্ভুজরূপে।
নিজ নাম ধ্যান করে নিজ নাম জপে॥
ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তি অধিকারিগণ।
মুনি যোগী ঋষিগণের আশ্রয়ের স্থান॥
চরণপাহাড়ি খ্যাত ধন্য গিরিবর।
কৃষ্ণবলরাম গো-মহিষ অনুচর॥
সবাকার পদচিহ্ন অদ্যাপি প্রকাশ।
কৃষ্ণপদচিহ্নোদ্ভব গঙ্গা তাঁর পাশ॥
শ্রীচরণগঙ্গা বলি তাঁহার খেয়াতি।
ভুবনপাবনী তেঁহ সর্ব্বলোকগতি॥
একদিন কৃষ্ণ বলরাম সখা সঙ্গে।
গো-মহিষ-চারণ করয়ে রসরঙ্গে॥
কৌতুকী হইয়া কৃষ্ণ বংশীধ্বনি কৈল।
মধুর ধ্বনিতে গিরি দ্রবীভূত হৈল॥
যেথানে যে সখাগণ গো মহিষ ছিল।
সভাকার পদচিহ্ন পর্ব্বতে হইল॥
কৃষ্ণ বলরাম-পদচিহ্ন স্থানে স্থানে।
হাঁটু গাড়ি বসি ছিল সখা কোনখানে॥
তাহার যে চিহ্নদরশন অদ্যাপিহ।
অলৌকিক দুর্লভ জগতে শুভাবহ॥
চরণপাহাড়ি গিরিবর পদছায়া।
আশ্রয় করিয়া হয় তাপ পাপ মায়া॥
শ্রীমন্ গোবর্দ্ধন গিরিরাজ।
তাঁহার তুলনা নাই ত্রৈলোক্যের মাঝ॥
অন্যপর কা কথা শ্রীবৈকুণ্ঠের সনে।
না হয় তুলনা তাঁর মহিমা কে জানে॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর গোবৰ্দ্ধন।
গোবর্দ্ধন বিনে নাহি শোভে বৃন্দাবন॥
মথুরামণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনসর্ব্বোত্তম গিরি গোবর্দ্ধন॥

তথা—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ,
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

মধুপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি, এইজন্য বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম। তথায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হেতু বৃন্দাবন। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী বলিয়া তাহাতে আচার গোবর্দ্ধন। গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের উদ্বেলিত প্রেমামৃতসিঞ্চন হেতু এই গোবর্দ্ধন গিরিমধ্যস্থ রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কোনবিবেকী ব্যক্তি গোবর্দ্ধন পর্ব্বততটস্থিত এই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবে?

গোবর্দ্ধন দরশনে কৃষ্ণ-দরশন।
গোবর্দ্ধনশিলা-পূজা কৃষ্ণের পূজন॥
গোবর্দ্ধনশিলারূপে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
ইহাতে কুতর্ক যার সেই অন্ধজন॥
গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য যে লীলা।
রাধাসহ নানাকেলি পরম রসিলা॥
কন্দ মূল ফল জল পুষ্প মুক্তা মণি।
অজস্র সুখদ স্বাদু কতেক ভাওনি॥
মণিময় স্থান গৃহে উচ্চ নীচ স্থানে।
কল্পলতা তরু শোভে তোরণগঠনে॥
পনস খর্জ্জুর তাল গুবাক পিয়াল।
লতা আম্র-বৃক্ষ আম্র বেল বংশ শাল॥

নানাবৃক্ষ শ্রেণীমন্ত পরমশোভিত।
বৃক্ষমূলে স্তম্ভ বদ্ধ রতনে জড়িত॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয় প্রেয়সী সহিত।
রাসলীলা সদা করে বসন্ত উচিত॥
গোবর্দ্ধননামের মহিমা পরাৎপর।
স্মরণ মাত্রেতে হয় কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
শ্রবণ দর্শন আদি পরম সাধন।
অল্প সঙ্গে মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন চরণে শরণ।
লইনু করিনু নিজ দেহ-সমর্পণ॥

সপ্ত সরোবর।

সপ্ত সরোবর হয় পরম মোহন।
তাহার মহিমা গুণ না যায় কথন॥
নয়ন নামাতে সরোবর রমণীয়।
নারায়ণ সরোবর মহামহোদয়॥
চন্দ্র সরোবর চন্দ্রাবলীজীর হয়।
পরম সৌন্দর্য্য তীরে কল্পতরুময়॥
কুসুম-সরোবর-তীরে কুসুমবিহার।
নন্দগ্রামে পাবন-সরোবর মনোহর॥
বিশাখা-সখীর পিতা পাবন আভীর।
তাহার নির্ম্মিত হয় সুধাসম নীর॥
প্রেম-সরোবর যবে কিশোরী কিশোর।
সঙ্কেতমিলন হৈল গোপতে দোঁহার॥
বিচ্ছেদকালে যে দোঁহার নয়ান ঝরিল।
তাহাতে সুন্দর সরোবর জনমিল॥
মান সরোবর যার পরমমাধুরী।
মান-করি যথা গিয়া বসিলেন প্যারী॥
কৃষ্ণের সুখদ অতি আনন্দজনক।
অতিশয় মহিমা পাবন সর্ব্বলোক॥

সপ্তবট।

সপ্ত বটবৃক্ষ কৃষ্ণলীলা অনুকূল।
অতিশয় উচ্চ হন অতিশয় স্থূল॥
ভাণ্ডীর নামে যে বট কৃষ্ণ যার তলে।
সখাগণ সনে নিত্য নানা খেলা খেলে॥
শিঙ্গার নামেতে বট রাধা প্রেয়সীরে।
যার তলে বসি বেশ কৈল নিজ করে॥
বংশীবট নাম বৃক্ষতলে দাণ্ডাইয়া।
বংশীধ্বনি কৈলা গোপীগণে আকর্ষিয়া॥
অক্ষয়বটের তলে রাসাদিক করে।
সঙ্কেত যে বট প্যারী সহিত বিহরে॥
প্রথম মিলন যবে রাধাসনে হৈল।
দূতীগণ বটতলে সঙ্কেত করিল॥
সন্ধ্যা অন্তে কৃষ্ণ আসি তথায় রহিল।
দূতীগণ কিশোরীরে আনি মিলাইল॥
মুগ্ধাবস্থা নবীন যে নায়ক সহিত।
কখন মিলন নাহি ভয়েতে কম্পিত॥
কুঞ্জের ভিতর ধনী না যায় চলিয়া।
রহেন সখীর কটি ধরি জড়াইয়া॥
না না সখি চল আমি হেথা না রহিব।
উহার নিকটে মুই কি করিতে যাব॥
আধ আধ রোদন কিঞ্চিৎ রোষ করি।
টানয়ে সখীর কর ধরি জোরাবরি॥
সখীগণ কহে কেনে ভীতপ্রায় সখি!
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি হেরি হও সুখী॥
পরম বাঞ্ছিত অভিলাষের রতন।
বহুদুঃখে মিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেন ধন॥
রসের সাগর কৃষ্ণ রূপের অবধি।
হৃদয়ে ধারণ কর হেন গুণনিধি॥
রস য় হেন যে উরজ চক্রবাকে।
চরাও অমিয়-সুখ হ্রদ কৃষ্ণবক্ষে॥
হেন পদ্মমুখ কৃষ্ণ নীলপদ্ম-মুখে।
সখ্যতা করিয়া মিল প্রেমানন্দ সুখে॥
কৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণি স্বর্ণকান্তি দিয়া।
অধিক শোভিত কর হেমে জড়াইয়া॥
হেম-ভুজ-মৃণাল গ্রীবায় সমর্পিয়া।
মধুকর! তৃপ্ত কর মুখমধু দিয়া॥
কৃষ্ণ-কাদম্বিনী-পার্শ্বে রাকা-চন্দ্রানন।
উদয় করাও হবে পরম মোহন॥
রসময় কৃষ্ণচন্দ্র তুমি রসময়ী।
দোঁহা রস পানে দোঁহে করহ অথাই॥
তাহা শুনি কিশোরীর আনন্দ অপার।
অন্তরে বাসনা কিন্তু বাহে ভাবান্তর॥
তবে সখী পৃষ্ঠে কর দিয়া বাহু ধরি।
কৃষ্ণ আগে লইয়া যায়েন সবে ঘেরি॥
নহি নহি পুনঃপুন বলিয়া চলেন।
দুই পদ আগে যান এক পদ পিছেন॥
উহার নিকটে কেনে মোরে নিয়া যাহ।
কি কাজ আছয়ে তোমা-সবার তা কহ॥

কৃষ্ণরূপ হেরিয়া অন্তরে রসোল্লাস।
লজ্জা-ভয় হেতু বাহে অন্যথা প্রকাশ॥
অন্তর আশায় চাহে উড়িয়া পড়িতে।
লজ্জা যে বৃহতী রাধা রাখে সঙ্কোচিতে॥
কৃষ্ণচন্দ্র হেরিয়া সে পরমরূপসী।
চমকিয়া চাহয়ে অনঙ্গরসে ভাসি।
হেন চমৎকার রূপ কভু নাহি হেরি।
এ কি অপরূপ কান্তি ভুবনসুন্দরী॥
সোণার লতিকা কিবা তড়িতে জড়িত।
হেম-রাকা-চন্দ্র কিবা ভূমেতে উদিত॥
স্বর্ণ কমলিনী কিবা পুঞ্জ সৌদামিনী।
কেন্ বিধি নিরমিল এ হেন রমণী॥
অন্তরে না সহে ব্যাজ উরু দুরুদুরু।
অনিমিখে চাহিয়া বহয়ে তুলি ভুরু॥
সখীগণ ধরাধরি নিকটে আনিতে।
আগুসারি কৃষ্ণ কর ধরিতে চাহিতে॥
ঝঙ্কার করিয়া কহে কর ফেলে ঠেলি।
শপথ কতেক দেয় বসময় গালি॥
দুষ্ট লম্পট ধৃষ্ট মানা কর সই।
মোর অঙ্গস্পর্শ যেন কভু করে নাই॥
যে মোর অঙ্গেতে হাত দিবে জোরাবরি।
গোধন শপথ তার বংশী যাবে চুরি॥
সখীগণ কর্ণে কর্ণে প্রবোধ জন্মায়।
শির হেলাইয়া পুন উলটিয়া ধায়॥
সখীগণ ধরি পুন অনেক তুষিয়া।
কৃষ্ণের নিকটে দিলা বামে বসাইয়া॥
যদ্যপিহ উৎকণ্ঠা পরম হৃদিমাঝ।
তথাপিহ না না না না কহে কহি লাজ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ধরি তবে আলিঙ্গিতে চাহে।
ঈষৎ রোদন মুখে না না না না কহে॥
উঠিয়া যাইতে পুন উদ্যম করিল।
কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষঃস্থলে ধরি আগলিল॥
ঈষৎ রোদন করি করেতে ঠেলয়।
লম্ফঝম্প দিয়া সখীগণেরে ধরয়॥
তাহাতে যে আভরণ শবদ ঝমকে।
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হৃদয় চমকে॥
অনিমিখে চাহে হৃদি করে দুরু দুরু।
হাত যোড়ে সখী আগে নাচাইয়া ভুরু॥
মুচকি হাসিয়া সখীগণ আশ্বাসয়।
স্থির হও কৈস তব পূরিবে আশয়॥
তবে কৃষ্ণ ভ্রমে বসিলেন তুমি তলে।
হাসিয়া রমণীগণ শেষে কিছু বলে॥
এত কেনে দিশাহারা হইলে নাগর।
আকাশের চান্দ কি হঠাৎ মিলে কর॥
ক্ষুধার্ত্ত হইলে কিবা গৌণ নাহি সহে।
অমৃতের আশ্রয় কি মুখ মেলি রহে॥
এত কহি বদনে বসন দিয়া হাসে।
চেতন পাইয়া কৃষ্ণ আসনেতে বৈসে॥
পুনর্ব্বার ধরি সবে আনি কৃষ্ণবামে।
বসাইল সখীগণ তুষি ক্রমে ক্রমে॥
বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে পশ্চাৎ করিয়া।
সখীর বস্ত্র ধরি আড়ঘোমটা টানিয়া॥
কৃষ্ণচন্দ্র সখীগণে কহে আঁখি ঠারি।
তোমরা বাহিরে যাহ দ্বার রুদ্ধ করি॥
মুচকি হাসিয়া সখীগণে উঠি যায়।
অঞ্চল ধরিয়া রহে নাহিক ছাড়য়॥
কৃষ্ণ কথাছলে অন্যমনা করাইয়া।
ছুটিয়া বাহির গেলা দ্বার লাগাইয়া॥
কৃষ্ণের কম্পিত অঙ্গ মদন হুতাশে।
কমলে ভ্রমর যেন মধুর পিয়াসে॥
দুরু দুরু হিয়া অতি চঞ্চল হইল।
আলিঙ্গন করিবারে উদ্যম করিল॥
প্যারী করে কর ঠেলি উঠি একভিতে।
দাণ্ডাইলা কাঁপে অঙ্গ লজ্জা-ভয় রীতে॥
কৃষ্ণচন্দ্র যাই বহু বিনতি করয়ে।
মদনে মোহিত হৈঞা চরণে পড়য়ে॥
চরণে পড়য়ে কহে প্রসন্ন যে হও।
স্মর খরতর হৈতে আমারে তরাও॥
কৃষ্ণের করুণা শুনি দ্রবিল অন্তরে।
মনেতে বাসনা কিন্তু লাজে ভঙ্গি করে॥
তবে উন্মত্তের ন্যায় অধৈর্য্য হইয়া।
গাঢ় আলিঙ্গন কৃষ্ণ করয়ে ধরি হিয়া॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে প্যারী বিবশ হইলা।
লোমাঞ্চ শরীর বক্ষে ধরি শয্যায় রহিলা॥
লজ্জা ভয় গেল নিজ দেহ পাসরিলা।
কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষে ধরি শয্যায় লইলা॥
আলিঙ্গন চুম্বন করয়ে বারে বারে।
আকাশের চাঁদ যেন মেলি গেল করে॥
চাতকের মিলে যেন মেঘবরিষণ।
শতাব্দ ক্ষুধিতে যেন মিলে সুধাপান॥

কত বা আদর করে কত বা তোষয়ে।
চিবুক ধরিয়া পুন বদন হেরয়ে॥
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে কপোলে কপোলে।
মিলিয়া চুম্বয়ে পুন বদনকমলে॥
গিরিধর হেমগিরি হৃদয়ে ধরিয়া।
সহিতে না পারে ভার পড়ে আলুয়াইয়া॥
অঙ্গুলি-অগ্রেতে যেঁহ পূর্ব্বে ধরে গিরি।
এবে হেমগিরি ধরে হৃদয় পসারি॥
তথাচ না পারে তার ভার সহিবারে।
ভূমে রাখি কোপে পুনঃ উঠায় উপরে॥
বক্ষ দিয়া চূর্ণ করিবারে চাহে গিরি।
ভ্রমাইয়া উপাড়িতে চাহি করে ধরি॥
ক্রীড়ারস বিশেষ অমৃত পান করি।
হাস্য উপজিল তবে হেরিয়া সুন্দরী॥
সুন্দরী তখন লজ্জা পাইয়া উঠিয়া।
বিমুখ হইয়া বৈসে বস্ত্র সংবরিয়া॥
কৃষ্ণচন্দ্র পবন করয়ে বস্ত্র দিয়া।
মিষ্টবাক্য কহি মুখে দেয় মুছাইয়া॥
ধনি করপদ্মে কর ঝঙ্কার করিয়া।
উৎফুল্ল বদন কোপে ফেলায় ঠেলিয়া॥
পুন কৃষ্ণ-অঙ্গ-স্পর্শে লজ্জা দূরে গেল।
রসের উল্লাসে দোঁহে রজনী বঞ্চিল॥
প্রভাতসময়ে সখীগণ কুঞ্জে আসি।
বদনে বসন দিয়া কহে হাসি হাসি॥
কি করহ সখী হেথা কুঞ্জের ভিতর।
গৃহে না যাইতে চাহ পাইয়া নাগর॥
আহা মরি অঙ্গে কত বেশ ছিন্নভিন্ন।
মুখ ম্লান দেখি তাহে তাম্বুলের চিহ্ন॥
কৃষ্ণেরে কহয়ে তুমি কেমন গোঁয়ার।
ছি ছি তব কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার॥
সোণার লতিকা রাই নব-কমলিনী।
দলন করিলে করি মাতোয়ার জিনি॥
পীড়া দিলে সর্ব্ব অঙ্গে পেষণ করিয়া।
উঠিতে নারয়ে রাই ধরণী ধরিয়া॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হাসে মুচকিয়া।
লজ্জায় উঠয়ে রাই বস্ত্র সংবরিয়া॥
ঝমকিয়া ত্বরিতে সখীর আড়ে গিয়া।
তর্জ্জন করয়ে সখীগণেরে ভর্ৎসিয়া॥
ছিছা ইকি বলিস্ গো কিসের বা চিহ্ন।
অঙ্গ বা দলিল কেটা কিবা ছিন্নভিন্ন॥
তোদের সহিত আর কোথাও না যাব।
মিথ্যা অপবাদ এত সহিতে নারিব॥
কবাট মুদিয়া মোরে রাখি গেলা কুঞ্জে।
পুন নানা কথা কহি মিছামিছি গঞ্জে॥
আমি ঘরে যাই বলি ক্রোধভাবে ধায়।
খরতর করি দুই চারি পদ যায়॥
বিপর্য্যয় বস্ত্র গৌরী অঙ্গেতে আছয়।
তাহা দেখি সখীগণ হাসিয়া কহয়॥
সখি তুমি ঘরে যাও তায় নাহি দায়।
পরের বসন কেনে উড়ি যাও গায়॥
তাহা শুনি নিজ-অঙ্গবস্ত্র-পানে চায়।
লজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বে গা দাঁড়ায়॥
সখীগণ পরস্পর মুচকি হাসয়।
সে কৌতুক দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসয়॥
তবে রাই ঈষৎ রোদন মৃদু হাস্য।
লজ্জার সহিত সে যে পরম রহস্য॥
আঁখি কচালিয়া পাছু গ্রীবা ফিরাইয়া।
ঈষৎ কুঞ্চিত আড়নয়নে চাহিয়া॥
সখীগণে কহে মোর বস্ত্র দেহ আনি।
দেহে মোর উড়াইলি কাহার উড়ানি॥
সখীগণ কহে তবে হাসিয়া হাসিয়া।
আমরা কখন দিনু উড়ানি আনিয়া॥
কাহার সহিত তুমি পরিবর্ত্ত কৈলে।
পুরুষের বস্ত্র কোথা কি জানি পাইলে॥
তাহা শুনি ক্রোধমনে বঙ্কিমনয়ানে।
চাহিয়া ভর্ৎসন তবে করে সখীগণে॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে তবে সখীগণ রঙ্গে।
নীলবস্ত্র নিয়া পরাইল রাই-অঙ্গে॥
নিজ অঙ্গ হৈতে রাই পীতবস্ত্র খুলি।
ঝঙ্কার করিয়া টান মারি দিল ফেলি॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ-আনন্দ-সাগরে।
ভাসিয়া না পায় কূল তরঙ্গে সাঁতারে॥
তবে নিশি অবসান সূর্য্যের উদয়।
বুঝিয়া তটস্থ হৈল সখীগণচয়॥
রাই লইয়া যাইতে সবে উদ্যম করিলা।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহে অতি নিরুৎসাহ হইলা॥
রাই-মুখ ম্লান হৈল অন্তরে কাতর।
ছল করি কৃষ্ণপানে চাহে বারেবার॥
অতএব হেন রসলীলা যে সঙ্কেতে।
তাহার তুলনা দিতে কি আছে জগতে॥

সঙ্কেতে-বটের পদে শরণ লইতে।
বড়ই বাসনা হয় কৃষ্ণদাস চিতে॥
নন্দবট নন্দ মহারাজের পীরিতি।
গোচারণকালে স্নিগ্ধচ্ছায়ে বৈসে তথি।
বন্ধুগণসহ নানা কথোপকথনে।
বৈসেন করেন মিষ্ট অন্ন জল পানে॥
শ্রীনন্দরাজ-মহাসুখ-অনুকূল।
ধন্য যে পরম শ্রেষ্ঠ সেই বটমূল॥
অতএব তাঁহার চরণে নমস্কার।
উপাস্য পরম ইষ্ট তেঁহ যে আমার॥

অথযাবট।

যাবট কিশোরীজীর গ্রামের ভূষণ।
যাবট বলিয়া সেই গ্রামের আখ্যান॥
অতিমন্দালয় মণিমাণিক্যে নির্ম্মাণ।
ঐশ্বর্য্য-গোধন-আদি নাহিক গণন॥
শ্রীমতীর পতি অভিমানী অভিমন্যু॥
নপুংসক দৃষ্টিমাত্র পুরুষের চিহ্ন॥
জটিলা শাশুড়ী আর ননন্দা কুটিলা।
দেবর দুর্ম্মুখ নামে গোষ্ঠে সদা খেলা॥
অনঙ্গমঞ্জরী ভগিনীর তেঁহ পতি।
ভগিনীর সহ এক ঘরেতে বসতি॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহ পরমরূপসী।
তুলনা নাহিক যায় জিনি কোটি শশী।
সহজে মঞ্জরী সখী পরমপ্রেয়সী।
শ্রীমতীর ভগ্নী তাহে অধিক সরসী॥
শ্রীমতীর মহল নির্জ্জন মণিময়।
সুন্দর যে শোভা তার বর্ণন না হয়॥
গৃহ সব হেমময় জড়াও মণিতে।
তাহাতে রচনা লতাবুটা চারিভিতে॥
মুক্তার ঝালর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরার সহিত।
পাটের থোপনা তাহে অতি সুললিত॥
স্ফটিকমণির থাম্বা ঝলমল করে।
অপূর্ব্ব তোরণ শোভে হেরি মনোহরে।
পদ্মরাগ চন্দ্রকান্তি মণির গঠন।
নানা চিত্ররেখা হয় স্বর্ণেতে জোটন॥
অপূর্ব্ব পালঙ্ক করিদন্তেতে নির্ম্মিত।
দুগ্ধফেণবৎ শয্যা তাহাতে শোভিত॥
পালঙ্কের অধো হয় কমল বিছানা।
তাহাতে বালিশ পার্শ্বে পাটের থোপনা

স্নান-ভোজনের বেশরচনের স্থান।
পৃথক পৃথক হয় অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ॥
সখী আর সেবাপরা মঞ্জরীর গণ।
দাসী আদি করি তার না হয় গণন॥
প্রেমে সেবা করে সবে পরম উৎসাহে।
তাঁহার সুখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে॥
শ্রীমতীর সুখের সুখী দুঃখের যে দুখী।
কিসে বা জন্ময়ে সুখ থাকিয়ে নিরখি॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে রাই সদা পুলকিত।
কৃষ্ণগুণকথারসে সদাই পিরীত॥
কৃষ্ণসনে আলিঙ্গন সঙ্গম-কারণ।
সদা সখীগণ করে উপায় চিন্তন॥
অভিসার করিবার গোপত দুয়ার।
অছয়ে উদ্দেশ কেহ না পায় তাহার॥
অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়া দ্বার।
বাহিরেতে বন আচ্ছাদন ছত্রাকার॥
তাহার কিঞ্চিৎ দূরে হয় গড়খাই।
তাহার তুলনা দিতে স্থান আর নাই॥
দুই পারে রত্নময় কেতকীর বন।
নানাজাতি বৃক্ষ শোভে পরম নির্জ্জন॥
জলে শোভে কুমুদ কহ্লার কুবলয়।
প্রফুল্লিত তাহে মত্ত মধুকর চয়॥
তাহা পার হইবার যে পথ সুনির্ম্মিত।
জলমধ্যে মণিস্তম্ভোপরি রত্নভিত॥
তাহার উপরে হয় প্রবালের পাটা।
আলিসা দুধারী তার স্বর্ণ-মণি-জটা॥
সাঁকো বলি লৌকিকভাষাতে যারে কহে।
পরম সুন্দর সেই প্রাকৃতিক নহে॥
অভিসার-সনে সখীগণ আসি মিলি।
পরম সুন্দর করে কৌতুক হুলাহুলি॥
কেহ নানা মিষ্ট-অন্ন বানাইয়া আনে।
কেহ কেহ মালা চন্দন পানদানে॥
কেহ নানা গন্ধ নানা দ্রব্য উপহার।
কৃষ্ণের নিমিত্ত হেতু কুঞ্জে লইবার॥
শ্রীমতীর বেশ সবে বানাইয়া দেন।
মধ্যে মধ্যে পরিহাস রহস্যবচন॥
কৃষ্ণসুখহেতু কৃষ্ণ-মন-বৃত্ত জানি।
প্যারীজীর বেশ করে সকল রমণী॥
বেণীর রচনা কেহ করেন কৌতুকে।
মণিগুচ্ছা দেন, তার মধ্যে থাকে থাকে॥

অগ্রে চটকিয়া যেন স্বর্ণময় ঝাঁপা।
মূলভাগে বেড়ি দিল মল্লিকার থোপা॥
নাসায় তিলক কেহ কপালে সিন্দুর।
অঙ্গ মোছাইয়া লেপে কুঙ্কুম কর্পূর॥
কর্ণভূষা নানা মণি-মুক্তায় জড়িত।
নাসায় মোলক গজমতি সুললিত॥
কেহ ত পরায় কণ্ঠে মণিমুক্তাহার।
রতন ধুকধুকি মরকত মণিসার॥
চরণে নূপুর মণি-ঘুঙ্গুর পঞ্চম।
যাহার মধুরধ্বনি কৃষ্ণমনোরম॥
কটিতে কিঙ্কিণী করে বলয়-কঙ্কণ।
যাহাতে কৃষ্ণের মত্ত শ্রবণ-নয়ন॥
ইত্যাদি করিয়া ভূষা মাল্য বস্ত্র গন্ধে।
সাজাইয়া সবে মেলি পরম আনন্দে॥
কিবা অপরূপ রূপ ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
কিশোরসহিত মাত্র উপমা কিশোরী॥
তবে অভিসার করি প্যারীরে লইয়া।
চলিলেন সব সখী হরষিত হইয়া॥
সেবাপরা সখীগণ উৎসাহ করিয়া।
পরস্পর ঝকোড়েন হাসিয়া হাসিয়া॥
খাদ্যদ্রব্য ঝারি মাল্যগন্ধাদি যতেক।
সবে কহে আমি নিব গোপিকা শতেক॥
যাহার যে উপযুক্ত সেবামতে নিয়া।
নানা বাদ্যযন্ত্রবীণা-আদিক লইয়া॥
চুপে চুপে ধীর ধীরি খিড়কি-দুয়ার।
খুলিয়া বাহির হৈল সভয়-অন্তর॥
সঙ্কেতকুঞ্জেতে গিয়া প্রিয়াসনে মিলি।
পরানন্দ কৌতুকে রসের ঢলাঢলি॥
কিশোর-কিশোরী দোঁহে দোঁহা-দরশনে।
উপজিল মৃদুহাস দোঁহার বদনে॥
চক্ষে চক্ষে চাহি প্যারী ঈষৎ লজ্জায়।
কুঞ্চিৎ নয়নে কিছু হেট-দৃষ্টে চায়॥
তবে কৃষ্ণ করে ধরি বামে বসাইয়া।
কত না আদর করে বদন চুম্বিয়া॥
নানা-রস কৌতুকেতে রজনী বঞ্চয়।
কত যে কাহিনী তাহা কহা নাহি যায়॥
যাবট যে বট যথা শ্রীমতীর গৃহ।
কে কহিতে পারে তার মহিমাসমূহ॥
কিঞ্চিৎ কহিনু মাত্র মন বুঝাইতে।
তার কৃপামৃত-আশা কৃষ্ণদাস-চিতে॥

অথ সপ্তনদী।

সপ্তনদী হয় মহামহিমা অপার।
প্রত্যেক কহিতে নারি মূলের বিস্তার॥
কৃষ্ণগঙ্গা পাতালজাহ্নবী সরস্বতী।
মানসগঙ্গা অলকনন্দা যমুনা গোমতী॥
মানসগঙ্গা যিনি গোবর্দ্ধনে স্রোত-নদী।
যমুনার সহ মিলি রহে নিরবধি॥
অতুল মহিমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতি।
নৌকাখণ্ডলীলা কৈল লইয়া যুবতী॥
দধি ঘৃত বিকি ছলে রাধিকা সুন্দরী।
কৃষ্ণদরশনে যায় সঙ্গে সহচরী॥
দধির পসরা মাথে সব গোপীগণে।
উত্তরিলা মানসগঙ্গার তীরবনে॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র রসিকশেখর।
নৌকা এক চড়ি আইসে অতি খরতর॥
দেখিয়া রমণীগণ যেন নাহি দেখে।
পারে রাখি নৌকা অন্য দিকেতে নিরখে॥
নাবিকস্বরূপ কৃষ্ণে দেখে গোপীগণ।
অনিমিখে চাহে সবে আনন্দে মগন॥
ঠারিয়া কহয়ে রাই তবে ললিতারে।
ডাকহ নাবিকে সখী পার করিবারে॥
ললিতা সুন্দরী তবে ঈষৎ হাসিয়া।
ডাকয়ে নাবিকে তবে মধুর করিয়া॥
কে তুমি খেয়ারি অহে পার করি দেহ।
নৌকা নিয়া আইস উপযুক্ত কড়ি লহ॥
কৃষ্ণ তাহা শুনিয়াও নাহি দেয় কাণ।
ইতি উথি চাহে তুড়ি দিয়া করে গান॥
পুনঃপুন ডাকিতেই ফিরিয়া তাকায়।
কে ডাকে কে ডাকে বলি হাঁকিয়া কহয়॥
পার হইবার সময় এখন যে নয়।
বুঝিয়া যদ্যপি দান দেহ তবে হয়॥
ইহা কহি মুখ ফিরাইয়া বসি রহে।
মুচকিয়া সখীগণ পুনর্ব্বার কহে॥
আইস বুঝিয়া দিব বেতন তোমায়।
যাহা চাহ তাহা দিব শীঘ্র কর পার॥
তবে কৃষ্ণ কহে পুন ধর্ম্ম সাক্ষী করি।
যাহা চাহি তাহা দিবে তবে আমি তরি॥
বদনে বসন দিয়া হাসে সখীগণ।
প্রিয়সখী পানে সবে চাহি ঘনেঘন॥

নাবিকেরে কহে আইস যা চাহ তা দিব।
শীঘ্র পার কর মোরা ত্বরায় যাইব॥
শ্রীমতী কহেন সখি যা চাহ তা দিব।
তা কেনে কহিলি বড় জঞ্জাল হইব॥
তাহা শুনি সখীগণ হাসিয়া উঠিল।
তোমার কি ভয় সখি এতেক হইল॥
রঙ্গদেবী কহে তবে নানারঙ্গ করি।
ভয় নাই কেনে সখি দেখহ বিচারি॥
বেতন দিবার দায় বিচার ত যার।
হৃদয়েতে জাগে তার দায় আপনার॥
অতএব এবে এড়াইতে পথ নাই।
পড়ে গেলা শুয়াফাঁদে যা করে গোসাঞি।
রাহুমুখে প'ড় গেলা পূর্ণ শশধর।
কমলিনী ছেড়িয়া কি ছাড়য়ে ভ্রমর॥
ভাবিলে কি হবে হেম সুধা ঘটদ্বয়।
আজি লোঠা গেল তার নাহিক সংশয়॥
তবে সুবদনী লাজে বদন ঝাঁপিয়া।
কষ্টপ্রায় কহে কিছু ঝঙ্কার করিয়া॥
ভুরুভঙ্গি করি কহে দূর লো পামরি।
নিজ মনবৃত্তি কহ পরের উপরি॥
বেতন দিবার সাধ থাকে যদি তোর।
দেগা লো যাইয়া তুই তাহার কি মোর॥
হাস-পরিহাসে চড় কৌতুক হইল।
অন্তরে কিশোরীজীর আনন্দে পূরিল॥
প্রফুল্লবদনে কৃষ্ণ নৌকা ধীরে ধীরে।
বাহিয়া আইলা গোপিকার বরাবরে॥
হেমে জড়া সুর্বিচিত্র মনোহর তরী।
রত্ন-কেরোয়াল তাহে স্বর্ণময় ঝুরি॥
বক্ষে কেরোয়াল শোভে চরণে চরণ।
হেরিয়া গোপিকাগণ প্রেমেতে মগন॥
পরস্পর কহে সবে ছলছল আঁখি।
কিবা অপরূপ রূপ দেখ দেখি সখি॥
যমুনা করেছে আলো নবীন কাণ্ডারী।
শ্যাম-অঙ্গ জলধর সৌদামিনী ভরি॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা রূপে অমিয়া খেলিছে।
হাসির হিল্লোলে কত মুকুতা পড়িছে॥
শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্য নদীতরঙ্গ চালছে।
রূপের মাধুরীরসে স্রোত বহিতেছে॥
প্রতিবিম্ব জলমধ্যে তরঙ্গ সচল।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি পরম উজ্জ্বল॥

তবে গোপী কহে অহে সুন্দর কাণ্ডারী।
মোরা পারে যাব শীঘ্র দেহ পার করি॥
কৃষ্ণ কহে পার করি তার নাহি দায়।
বেতন কি দিবে তাহা কহ নিশ্চয়॥
ললিতা কহেন যোগ্য বেতন যে লহ।
আট কৌড়ি পাবে দধি-পসারের সহ॥
কৃষ্ণ কহে তোমার উচিত কথা নহে।
বিচার করিয়া কহ রহে সহে যাহে॥
পরমসুন্দরী তাহে নবীনা যুবতী।
ভূষণে শোভিত কতহার হীরা মতি॥
আর তাহে রসের হিল্লোলে মৃদু হাসি।
হৃদয়ে শোভয়ে কিবা রতন-কলসী॥
তোমা সেবা সম আঢ্য কে আছয়ে আর।
ছোট কথা উপযুক্ত না হয় তোমার॥
অতএব তোমা সবার পার যে করিতে।
কোটি স্বর্ণমুদ্রা চাহি বিচার সম্মতে॥
তাহা শুনি ললিতা কহয়ে রহ রহ।
আপনা সমুঝি মুখ সামলিয়া কহ॥
কুলবতী সতীগণে ইঙ্গিত করহ।
বুঝিবে পশ্চাৎ যদি পুনরায় কহ॥
কৃষ্ণ কহে স্বরূপ কহিতে যদি রুঠ।
না কহিব বরঞ্চ নৌকায় আসি উঠ॥
অর্থ রতন মুদ্রা কিছুই না লব।
তোমা-সবার ব্যয় নাহি তাহাই লইব॥
তোমার পশ্চাতে কেউ নবীন-কিশোরী।
তড়িত-লতিকা কিংবা সোণার গাগরি॥
অমিয়া নিন্দিয়া মৃদু মৃদু মন্দ হাসি।
বদন-সৌন্দর্য্য হেরি কান্দে কোটি শশী॥
আহা মরি এমন রূপসী ত্রিভুবনে।
কভু দেখি নাই কভু না শুনি শ্রবণে॥
উহার সহিত একবার আলিঙ্গন।
ইহা মাত্র চাহি নাহি চাহি কোন ধন॥
ইহাতে যে তোমা-সবার ব্যয় কিছু নাহি।
শপথ করিয়ে যদি আর কিছু চাহি॥
অনায়াসে পার হৈয়া যাও বিনি অর্থে।
মোর যশ গাইতে গাইতে যাবে পথে॥
ললিতা কহেন পুন নির্লজ্জ যে তুমি।
ভর্ৎসনা করিয়া তোমায় হারিলাম আমি।
পুন যদি কহ কহ তবে সাজা পাবে।
মাথায় ঢালিয়া দধি পশ্চাতে জানিবে॥

তবে কৃষ্ণ যেন তাহা শুনে শুনে নাই।
কহে যে কহিলাম ভাল দেও যে তাহাই॥
ত্বরায় নৌকায় চড় উহার অগ্রেতে।
চড়াইয়া বসাও আনি আমার পার্শ্বেতে॥
গোপীগণ মুচকিয়া হাসিয়া কহয়।
হাসি পায় দুঃখ ধরে না কহিলে নয়॥
গ্রামে নাহি মানে হৈলে আপনি মণ্ডল।
পরের রমণী দেখি হইলে চঞ্চল॥
আজ্ঞা করিতেছ নিজ বামে বসাইতে।
ভয় লজ্জা নাহিক কিঞ্চিৎ তব চিতে॥
পুন কৃষ্ণ কহে ভাল যে ইচ্ছা তোমার।
যেখানে বসাও সেই সৌভাগ্য আমার॥
মুচকিয়া গোপীগণ নৌকায় চড়িলা।
শ্রীমতীরে ঘেরি সবে চৌদিকে বসিলা॥
রাধাকৃষ্ণ মিলনে মনে সবার আনন্দ।
বাহে কিছু প্রকাশয় রসের প্রবন্ধ॥
কৃষ্ণদরশনে প্যারীর নয়ান চঞ্চল।
যতনে নিবারে তবু করয়ে উছল॥
আনমনা হইয়া বসিলা সবে নায়।
আন কথা কহে সবে কৃষ্ণে না তাকায়॥
চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ প্যারীকে দেখিতে।
ইথি উথি ফিরে কেরুয়াল করি হাতে॥
মাঝগঙ্গা-পাথারে লইয়া যবে তরী।
মন্দ মন্দ হাসিতে খেলিতে গেলা হরি॥
হেন কালে ঘোর অন্ধকার করি মেঘে।
চৌদিক্ ঘেরিয়া সে আইল মহাবেগে॥
প্রচণ্ড বহয়ে বায়ু উছলে তরঙ্গ।
কৃষ্ণের তাহাতে কিছু নাহি ভ্রুকভঙ্গ॥
নৌকার ঝলকে জল উঠিয়া ভরিল।
মন্দ মন্দ বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল॥
উছল পাছল হয় নৌকা না ঠাহরে।
গোপীগণ স্থির হৈয়া বসিতে না পারে॥
উলটিয়া পড়ে গুড়া জড়াইয়া ধরে।
পরস্পর জড়াজড়ি করি ধরে ডরে॥
দধি ঘৃত উলটিয়া সব পড়ি গেল।
অঙ্গের উড়নি খসি কোথায় পড়িল॥
উড়াইয়া বায়ুবেগে নিয়া গেল দূরে।
সর্ব্বাঙ্গ উদাস হৈল সুন্দরীগণের॥
কৃষ্ণের যে মনোরথ বিধি ঘটাইল।
দুর্লভ দর্শন অনায়াসে যে হইল॥
উরজ উদর পৃষ্ঠ-আদি কেশপাশ।
অনিমিখে হেরে কৃষ্ণ পরম উল্লাস॥
কিশোরীর পানে চাহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া।
মুচকি মুচকি হাসে আঁখি মটকিয়া॥
ঈর্ষা-ক্রোধ-ভাবে আঁখি আড়দৃষ্টি করি
কৃষ্ণপানে চাহে রাই সুন্দরী নাগরী॥
ভ্রূভঙ্গি করিয়া গালি পাড়ে মৃদু মৃদু।
তাহাতে যে শাকা সুধা উগারয়ে বিধু॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ-হৃদয়।
স্মর-খরতর-শরে আপনা ভুলয়॥
তবে গোপীগণ ঝড়-তুফান দেখিয়া।
তরঙ্গে অস্থির নৌকা প্রমাদ গণিয়া॥
কৃষ্ণের অনিষ্টচিন্তা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কৃষ্ণমুখপানে চাহে উদ্বিগ্ন হইয়া॥
কাতর হইয়া তবে যোড়পাণি করি।
কহয়ে কৃষ্ণেরে কিছু চক্ষে বহে বারি॥
ভয়েতে কাতর মোরা দেহ পার করি।
হেদে হে নাগর কানু সুন্দর কাণ্ডারী॥
প্রচণ্ড পবন তাহে নদী বেগবান্।
উছলিচে তরঙ্গ যে প্রলয় সমান॥
তাহে ঘোর মেঘারম্ভ বিন্দু পড়িতেছে।
বেলা অবসান সূর্য্য অস্ত হইতেছে॥
আমরা মরি যে তার লাগি ভাবি নাই।
তোমার অনিষ্ট পাছে হয় ভয় পাই॥
তথাপিহ পরিহাস করে রসরাজ।
ঘনাইয়া গিয়া বৈসে গোপীর সমাজ॥
অধিক টলমল নৌকা করিতে লাগিল।
ভয়েতে কিশোরী কৃষ্ণের কণ্ঠেতে ধরিল॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ বক্ষেতে রাখিয়া।
শত শত চুম্ব দিল চিবুকে ধরিয়া॥
তবে তরী কৃষ্ণ পারে লইয়া যে গেল।
প্রণয় ভর্ৎসন গোপী করিতে লাগিল॥
দধি দুগ্ধ-মাখনাদি কৃষ্ণে খাওয়াইয়া।
কষ্টে নিজ নিজ গৃহে গেলেন চলিয়া॥
হেন রসরঙ্গ যে মানসগঙ্গোপরি।
আনন্দে করয়ে সদা-কিশোর-কিশোরী॥
তাহার মহিমা গুণ কে কহিতে পারে।
জীবের শকতি নহে এ তিন সংসারে॥
শ্রীমন্মানসগঙ্গা কৃপাদৃষ্টে হের।
কৃষ্ণদাস পরিহার করে অঙ্গীকার॥

তত্র শ্রীকালিন্দী।

শ্রীমতী কালিন্দী জলে সদা কৃষ্ণ-রঙ্গ।
জলকেলী-আদি করে গোপীকার সঙ্গ॥
অদ্যাপিহ গো গোপ গোপীগণ সঙ্গে।
যমুনার জলে বিহরয়ে নানারঙ্গে॥
অহো কি দুর্ভাগা ভাগ্যহীন এই জন।
যমুনার জল যেই না করিল পান॥

শ্লোকঃ—

অহো অভাগ্যং লোকস্ত ন পীতং যমুনাজলম্।
গো-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥

যে স্থানে কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ ও গোপীকার সঙ্গে নিয়ত সর্ব্বদা কেলি-ক্রীড়া-রসে নিমগ্ন, সেই যমুনাজল যে ব্যক্তি পান না করিল, তাহার কি দুর্ভাগ্য!

অতএব যমুনার মহিমবর্ণন।
নরে কি করিবে নাহি পারে দেবগণ॥
যমুনায় জলক্রীড়া গোপিকাসহিত।
চমৎকার কৃষ্ণচন্দ্র লীলার উচিত॥
কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-ঠাকুর বর্ণিলা।
ত্রিভুবন-জন-মন মোহিত করিলা॥
আমি কি বর্ণিব তাহে মূর্খ বুদ্ধিহত।
বর্ণিতে বিজ্ঞের মুখ কৈল আচ্ছাদিত॥
অতএব সংক্ষেপে শ্রীযমুনামহিমা।
কহিল কিঞ্চিৎ তার না পাইল সীমা॥

শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড।

চৌরাশীতি কুপ আর চৌরাশীতি কুণ্ড।
সর্ব্বতীর্থ শিরোমণি জিনিয়া ব্রহ্মাণ্ড।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পরাৎপর সার।
ত্রিজগত-মধ্যেতে উপমা নাহি আর॥
তার মধ্যে শ্রীল-রাধাকুণ্ডের মহত্ব।
ব্রহ্মা-শিব আদি যার নাহি জানে তত্ত্ব॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আর বাহে পরব্যোমে।
যাহার অধিক সম নাহি কোন ধামে॥
বৃন্দাবন পরাৎপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
তাহার মধ্যেতে সর্ব্বোত্তম অনুপম॥

যথা—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

রাধা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তাঁহার তদ্রূপই প্রিয়। সমস্ত গোপিকারমধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রেয়সী।

রাধাকুণ্ডে স্নান যেই করে একবার।
রাধিকা সমান প্রেম জনমে তাহার॥
স্নান-পান-মাত্র ছুটে সংসারের ফাঁসি।
তৎক্ষণাৎ হয় সেই রাধিকার দাসী॥
কুণ্ডের প্রকট কিছু কহিব সংক্ষেপে।
আর শ্যামকুণ্ড প্রকটিলা যেইরূপে॥
শ্যামকুণ্ডস্নানে শ্রীরাধিকা প্রীত হন।
রাধাকুণ্ডস্নানে কৃষ্ণ বিক্রীত মানেন॥
একদিন শ্রীরাধিকা সহ গোপীগণ।
কৌতুকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেন ওলাহন॥
বৎসাসুরবধ তুমি সেচ্ছায় করিলে।
অতএব মহাপাপ গোবধী হইলে॥
তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত যদ্যপি করিবে।
তবে তুমি আমা সবার স্পর্শযোগ্য হবে॥
পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থে স্নান যদি কর।
তবে মহাপাপ হৈতে শুদ্ধ হৈতে পার॥
অতএব আমা-সবাকারে না ছুঁইহ।
মো-সবার নিকট হইতে দূরে যাহ॥
তাহা শুনি কাঁকর হইয়া কৃষ্ণ কহে।
ভাল ভাল প্রায়শ্চিত্ত যে করিব নহে॥
তবে কৃষ্ণ মুরলীর প্রান্তভাগ দিয়া।
কুণ্ড এক করিলেন মৃত্তিকা খুঁদিয়া॥
ব্রহ্মাণ্ডে যতেক তীর্থ গঙ্গা আদি করি।
স্মরণ করিলা সবাকারে প্রভু হরি॥
তৎক্ষণাৎ আইলা সকলে মূর্ত্তি ধরি।
দাণ্ডাইল কৃষ্ণ-আগে যোড়হস্ত করি॥
গোপীগণ দেখি তাহা চমৎকার হৈল।
এ সব অপূর্ব্বরূপ কোথা হৈতে আইল॥
কৃষ্ণ কহে ইহঁ হন সব তীর্থগণ।
ইহাঁ-সবা এই কুণ্ডে করিয়ে স্থাপন॥
স্নান করি পাপ দূর এখনি করিব।
তোমা সবার অঙ্গ আলিঙ্গনে যোগ্য হব॥
মুচকি হাসিয়া গোপী কহে পরস্পর।
কি কুহক জানে এই কালিয়া কিশোর॥
তীর্থগণে ইহার আজ্ঞায় সব আইল।
কিবা মন্ত্র জানে কিবা যোগসিদ্ধি কৈল॥

তবে কৃষ্ণ তীর্থগণে কুণ্ডেতে স্থাপিয়া।
স্নান কৈল গোপিকার সম্মুখে রহিয়া॥
অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা ঝলমল করে।
সর্ব্বতীর্থময় মহামহিম বিস্তারে॥
দেখিয়া বাসনা হৈল রাধিকা-অন্তরে।
আমিহ এমনি কুণ্ড করিব সত্বরে॥
এত ভাবি সখীগণ সহিত কিশোরী।
দেখয়ে তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণ ঈর্ষা করি॥
পরস্পর কহে সবে উহার উত্তম।
খুদিব যে কুণ্ড মোরা পরমমোহন॥
তীর্থগণে বোলাইয়া আমরা আনিব।
কৃষ্ণের কুণ্ডের জল ছেঁচিয়া লইব॥
এত কহি কেহ নিল শুখুনা লকড়ি।
কেহ নিল শিলাটুক কেহ নিল খড়ি॥
খুদিতে লাগিল সবে কুণ্ড করিবারে।
রাধিকা সুন্দরী নিজ কঙ্কণে আঁচড়ে॥
খুদিতে খুদিতে এক কুণ্ড প্রায় হৈল।
কিন্তু জল না হইল তীর্থ না আইল॥
সবার বদনপানে সবাই চাহয়।
বদনে বসন ঝাঁপি মুচকি হাসয়ে॥
ঈষৎ ফিরাইয়ে মুখ কৃষ্ণপানে চাহে।
লজ্জিত হইয়া সবে ঠারাঠারি কহে॥
লজ্জার বিষয় সখি কি করি উপায়।
তীর্থ দূরে থাকু দেখি জল নাহি হয়॥
কৃষ্ণ দূরে থাকি দেখি মৃদু মৃদু হাসে।
কিশোরীর দেখি রঙ্গ প্রেমানন্দে ভাসে॥
তবে সব সখিগণ যুকতি করিল।
লাজ খাইয়া কৃষ্ণস্থানে যাইতে হৈল॥
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া সুকুমারীগণ।
ভঙ্গি করিয়া কিছু হাসিয়া কহেন॥
তুমি যে খুদিলে কুণ্ড তীর্থ যে আনিলে।
বুঝিতে নারিনু কিবা কুহক করিলে॥
আমা-সবা নারীগণে কিংবা ভুলাইলে।
প্রায়শ্চিত্ত করি বলি মিথ্যা যে কহিলে॥
অতএব মোরা এই কুণ্ড যে খুদিনু।
ইথে তীর্থগণ আদি স্নান-পান বিনু॥
প্রতীতি না হবে আমা-সবাকার মনে।
গেল কি না গেল পাপ জানিব কেমনে॥
অতএব তীর্থগণ তব কুণ্ড হৈতে।
মো-সবার কুণ্ডে আনি স্নান কর তাতে॥

তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হৈল,
সে ভক্তি দেখিয়া সুখসাগরে ভাসিল॥
তবে কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
যাহা হৈতে তোমা-সবার প্রতীতি হইব॥
এত কহি সর্ব্বতীর্থ সেই কুণ্ডে আনি।
স্নান কৈল কৃষ্ণ যে পাবনশিরোমণি॥
শ্রীরাধিকা মনে বড় আনন্দিত হৈল।
সখীগণে ঠারেঠোরে কহিতে লাগিল॥
কৃষ্ণসনে চতুরাই কেমন করিনু।
ছলে কলে নিজ কুণ্ডে তীর্থ আনাইনু॥
হাসিয়া কৃষ্ণেরে সবে টিটকারি দেন।
কৃষ্ণ তাহে প্রেমানন্দসাগরে ভাসেন॥
কৃষ্ণচন্দ্র প্যারীসঙ্গে জলকেলি কৈল।
রাধাকুণ্ড নাম তার সাদরে রাখিল॥
নিজ সর্ব্বশক্তি রাধিকার সর্ব্বশক্তি।
সম্যক্‌প্রকারে যে অর্পিলা প্রেম রতি॥
রাধিকা স্বরূপ হন কৃষ্ণের স্বরূপ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে এক পরম অনুপ॥
নির্গুণ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির পর।
ত্রিজগতে যার সম ঊর্দ্ধ নাহি আর॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী যথা রাধিকাসুন্দরী।
সেমতি শ্রীরাধাকুণ্ড অতি প্রিয়ঙ্করী॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই দোঁহা মূর্ত্তি।
দুই কুণ্ড সঙ্গমে দোঁহার মন-বৃত্তি॥
রত্ন-সিংহাসন সেই সঙ্গম উপরে।
তমালের তরুতলে সদাই বিহরে॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড তীরের যে শোভা।
বর্ণন না হয় যাতে রাধাকৃষ্ণ লোভা॥
অষ্ট-সখী-কুণ্ড কুণ্ড তাহাতে বেষ্টিত।
মহিমা সমান রাধাকুণ্ডের উচিত॥
শ্রীল-রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কৃপা কর।
কৃষ্ণদাসমস্তকে চরণচ্ছায়া ধর॥

চারি ধাম।

চারি ধাম হয় শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে।
যাহার প্রকাশ রূপ অন্ত অন্ত স্থলে॥
রামনাথ বদ্রীনাথ জগন্নাথ-ক্ষেত্র।
শ্রীল-দ্বারকানাথ পরমমহত্ত্ব॥
যাহার স্মরণে হয় সংসারমোচন।
দর্শনের গুণ তাহা না যায় বর্ণন॥

অতঃপর অন্য লীলাস্থান যে বর্ণিব।
কিঞ্চিৎ বর্ণিব মাত্র সকল নারিব॥
সাধুগণ কহিতে পারেন সর্ব্বস্থান।
মো-সবার অন্তর-অগম্য যে সন্ধান॥

শ্রীগোবর্দ্ধন কদম্বখণ্ডি।

গোবর্দ্ধন নিকটে কদম্বখণ্ডি হয়।
তথা পাশাক্রীড়া দোঁহে জয় পরাজয়॥
পণ করি খেলে রাধাকৃষ্ণ দোঁহ জনে।
চৌদিকে বেষ্টিত ললিতাদি সখীগণে॥
শ্রীমধুমঙ্গল সুবলাদি ধর্ম্মসখা।
কৃষ্ণপক্ষপাত করি করে লেখা জোখা॥
চতুর শ্রীমতীপক্ষ যত সখীগণে।
হারিলেও অন্যায় করিয়া সবে জিনে॥
কৃষ্ণের মুরলী হার চূড়া গুঞ্জামালা।
গোলমাল করি হারাইয়া কাড়ি নিলা॥
কৃষ্ণের বয়স্য সব আঁটিতে না পারি।
ললিতার ডরে সব রহে চুপ করি॥
কৃষ্ণের পরমসুখ প্যারীজীর জয়ে।
ভঙ্গি করি হারি সেই কৌতুক দেখয়ে॥
চুম্ব আলিঙ্গন পণ হয় ত যখন।
যতনে জিনিতে চাহে শ্রীকৃষ্ণ তখন॥
তিনবার পণে হারি তবে শ্রীকৃষ্ণ কহে।
পুন যে খেলিব পণ রাখ মোর সহে॥
আমি যদি হারি মধুমঙ্গলেরে লবে।
আপন জোরেতে বান্ধি নিয়া যাবে সবে॥
তুমি যদি হার প্যারী প্রিয়সখী তব।
ললিতা সুন্দরীকে আমারে সঁপি দিব॥
এ কথা শুনিয়া রাই ভ্রুকুটি করিয়া।
ক্রোধাবেশে কৃষ্ণে কিছু কহয়ে ভৎর্সিয়া॥
মুখ সামালিয়া কথা কহ বিচারিয়া।
নিজ মরিয়াদ গোপীসমাজে রাখিয়া॥
তোমার যে বটু মধুমঙ্গল যেমন।
তেমন সহস্র বিপ্র আনিয়া এখন॥
করাইয়া ভোজন দক্ষিণা কৌড়ি কৌড়ি।
বিদায় করিতে পারি দিয়া দশ বুড়ি॥
আমার ললিতা-সখী রূপে গুণে শীলে।
এমন একটী নাহি ত্রিভুবনে মিলে॥
ইহার সহিত তব বটু ব্রাহ্মণেরে।
কোন্ অংশে সমান করিলে কি বিচারে॥
কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল খেল ত এবার।
যে উচিত হয় পাছে করিব বিচার॥
এত কহি পুন দোঁহে খেলিতে লাগিলা।
ললিতা মুচকি হাসি মণ্ডলে রহিলা॥
খেলিতে খেলিতে তবে কৃষ্ণ হারি গেলা।
নিজ দায় পাইয়া শ্রীললিতা উঠিলা॥
তা দেখিয়া বটু তবে পলাইয়া যায়।
ঝমকিয়া ললিতা সম্মুখ আগুলায়॥
গলায় বসন দিয়া ধরিলা বটুরে।
বিকাইলে পথে বান্ধি নিয়া যাব তোরে॥
প্যারীজীর আগে আনি বসাইলা তারে।
গলার বসন আর চাহে বান্ধিবারে॥
বটু কহে মোরে বান্ধ করি কি বিচার।
কৃষ্ণ মোরে বেচিবেক কি শক্তি উহার॥
উহায় বা কে মানে ও ত গোয়ালিয়া।
মুই বিপ্র মোরে পূজে আদর করিয়া॥
গোপীগণ কহে মোরা তাহা না শুনিব।
কৃষ্ণ পণ করিয়াছে বান্ধি নিয়া যাব॥
তবে বটু কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চনাদে।
রক্ষা কর বলিয়া কপট করি কান্দে॥
কৃষ্ণ কহে ছাড়ি দেহ বটুরে আমার।
আর যাহা কহ দিব যে ইচ্ছা তোমার॥
ললিতা কহেন বংশী বন্ধক রাখহ।
ভাল ভাল বটুরে লইয়া তবে যাহ॥
তবে কৃষ্ণ বংশী বান্ধা রাখিয়া বটুরে।
খালাস করিয়া পুনর্ব্বার খেলা করে॥
কৃষ্ণেরে ভৎর্সয়ে তবে শ্রীমধুমঙ্গল।
কর চালাইয়া মহা হইয়া চঞ্চল॥
তোঁহার সহিত আর কোথাও না যাব।
কালি হৈতে গৃহমধ্যে বসিয়া থাকিব॥
খেলায় করিয়া পণ বান্ধাও আমারে।
কোনদিন কোথায় বেচিয়া যাবে মোরে॥
ঘরে গিয়া আজি কব ব্রজেশ্বরী স্থানে।
কৃষ্ণ যে তোমার মিথ্যা যায় গোচারণে॥
গোপের রমণী নিয়া বনে বিহরয়।
তার মধ্যে এই যে ললিতা গোপী হয়॥
ইহার সহিত যে পিরীতি অতিশয়।
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে সদাই ফিরয়॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে সবারে কহিব।
কালি হৈতে বনেতে আসিবা ঘুচাইব॥

তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র সহ গোপীগণ।
কৌতুকে হাসয়ে সবে ঝাঁপিয়া বদন॥
সেই পাশা-লীলা-স্থানে কোটি নমস্কার।
পরমশরণ্য এক জগত-ভিতর॥

অথ বহু-লীলাস্থান-বর্ণন।

গোবর্দ্ধন বেড়ি হয় বহু লীলাস্থান।
অসংখ্য গণন সব না হয় বর্ণন॥
শ্রীকুণ্ডপশ্চিমে মুখরাই-নামে গ্রাম।
শ্রীমতীর অনুকূল শ্রীমুখরাধাম॥
নিকটে সুমন-সরোবর মনোহর।
কুসুম-সরোবর বলি খেয়াতি যাহার॥
গোবর্দ্ধন-উত্তরে শ্রীকেসিকুঞ্জবন।
যথা শঙ্খচূড় দৈত্যে পাইল মরণ॥
সিংহাসন-সহিত শ্রীরাধিকা লইয়া।
বাটতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেশেতে ধরিয়া॥
মুষ্ট্যাঘাত মারি তার মস্তক হইতে।
স্যমন্তক-মণি দিলা দাওজীর হাতে॥
বলদেব বিচার করিয়া কিছু মনে।
পাঠাইলা কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধিকার স্থানে॥
বিলাসবদন-নাম স্থান কিছু দূর।
রাসলীলা-রসকেলি তথায় প্রচুর॥
দানঘাটি গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণদানী কৈলা।
শ্রীরাধিকাসনে রসকেলি বিস্তারিলা॥
যে স্থানে বসিয়া কৃষ্ণ সেই যে প্রস্তর।
ধরিয়া যে মহাপ্রভু কান্দিলা বিস্তর॥
দান-নিবর্ত্তন কুণ্ড নিকটে তাহার।
দান-ছলে রাধাকৃষ্ণের যথায় বিহার॥
কুণ্ডাইকে দান-গোসাঞি বর্ণন করিলা।
দান-নিবর্ত্তন কুণ্ড তাহাতে কহিলা॥
তাহার নিকটে হয় শোকরাই নাম।
মহিমা অপার চন্দ্রাবলীজীর গ্রাম॥
পরে নিম্নগাঁও যথা মিলি গোপীগণ।
কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমাবেশে কৈল নির্ম্মঞ্ছন॥
গোবর্দ্ধন হৈতে এক ক্রোশ হয় দূর।
গাঁঠলি নামেতে গ্রামে লীলা চমৎকার॥
প্যারীসহ কৃষ্ণ বনবিহার করয়।
হাস-পরিহাসে চলে সঙ্গে সখীচয়॥
পশ্চাৎ হইতে তবে ললিতা সুন্দরী।
দোঁহার উড়নি বস্ত্র ধরি চুপ করি॥
মুচকি হাসিয়া গাঁঠিছড়া বান্ধি দিল।
ঠারাঠারি করি তবে হাসিতে লাগিল॥
বদনে বসন দিয়া পরস্পর হাসে।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে কেহ না প্রকাশে॥
ঈষৎ নয়ানে প্রিয়সখী পানে চাহে।
অঙ্গেতে ঠেসাঠেসি কাণে কাণে কহে॥
প্রিয়াজী দেখিয়া তাহা চকিত নয়ানে।
পুছয়ে সবারে কহ সখি হাস কেনে॥
কেহ নাহি কহে কিছু করতালি পিটি।
হুলুহুলু ধ্বনি করে ভূমে পড়ে লুটি॥
কৃষ্ণচন্দ্র যে হেতুক বিশেষ জানিয়া।
না প্রকাশি আনন্দে হাসয়ে মুচকিয়া॥
ফাঁফর হইয়া রাই চারি পানে চাহে।
কি হেতু হাসয়ে সবে কেহ নাহি কহে॥
আকাশ-পাতাল ভাবি না হয় নিশ্চয়।
সবার বদনপানে ফেলফেল চায়॥
আজি শুভলগ্ন হয় কহে সখীগণে।
কিশোরীর বিভা হৈল কিশোরের সনে॥
তবে বস্ত্র পালটিয়া পরিতে শ্রীরাধা।
টান পড়ি গেল বস্ত্রে দেখে গাঁঠি বান্ধা॥
তখন বুঝিয়া রাই লজ্জিত হইয়া।
সখীগণে ভর্ৎসেন বহু ভ্রূকুটি করিয়া॥
বস্ত্র আকর্ষিয়া গাঁঠি খুলিবারে চায়ে।
কৃষ্ণ চতুরাই করি টানিয়া রাখয়ে॥
হাসির সহিত রাই ঈষৎ রোদন।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে করয়ে ভর্ৎসন॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র উল্লাসিত মন।
ভর্ৎসন সে নহে মানে সুধা বরিষণ॥
এইমত নানা রঙ্গ রস-কুতূহলে।
গেঁঠেলায় রাধাকৃষ্ণ বন ভ্রমি বুলে॥
সেই গেঁঠেলা গ্রাম তার ধূলিকণ।
জন্মে জন্মে মোর হউ মস্তকে ভূষণ॥
গোলাবকুণ্ড যে হয় শ্রীকৃষ্ণনির্ম্মিত।
কদম্বের বৃক্ষ চারিপাশে সুললিত॥
শোভার নাহিক সীমা অতি সুনির্জ্জন।
হোরি খেলায় যথায় লৈয়া প্রিয়াগণ॥
নারদ গোস্বামীজীর পরে মানকুণ্ড।
তাহার পশ্চিমে হয় মুনিশীর্ষ কুণ্ড॥

পরে প্রমোদকুণ্ড বিহারের স্থান।
প্রমোদে মগন কৈলা তথা গোপীগণ॥
পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দূরে নয়ন-সরে বর।
সেতুকন্দরাখ্য স্থান পশ্চিমে তাহার॥
পরে বদরি বদ্রীনাথ নর নারায়ণ।
তথা শিব গৌরী দোঁহে বিরাজ করেন॥
তথাই অলকানন্দা সুনির্জ্জন স্থান।
নিকটেতে গন্ধশিলা পরমমোহন॥
পরে দিগ-নামে গ্রাম রাজার আলয়।
সেইরূপ সরোবর নাটাবন হয়॥
সাঙরি-শেখর নাম ধবলা পর্ব্বত।
শ্রীমতী হিন্দোলা দোলে সহ সখীযুথ॥
পর্ব্বতগহ্বরে কৃষ্ণকুণ্ড-সুনির্জ্জন।
পরে ইন্দুলিকা-গ্রাম ইন্দ্রদেবস্থান॥
কনয়ারে কণ্বমুনি ধ্যান করিলেন।
যার অন্ন তিনবার কৃষ্ণ খাইলেন॥
কাম্যবনে বহু লীলাস্থান যে অনন্ত।
কিঞ্চিৎ বর্ণিব আর নাহি পাই অন্ত॥
বিমলকুণ্ডের শোভা পরমমোহন।
মহিমা অপার যার না হয় বর্ণন॥
পরে শ্রীযশোদাকুণ্ড পরে সেতুবন্ধ।
সাগর আনিয়া ইচ্ছায় স্থাপন কৃষ্ণচন্দ্র॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভুলে গোপীগণ॥
একদিন কৃষ্ণ গোপীগণ সহ তথা।
বিহরয়ে কহে হাস-পরিহাস-কথা॥
হেনকালে তথা এক বানর আইল।
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল॥
এই যে বানর দ্বারে রাম অবতারে।
রাবণ বধিতে সেতু বান্ধিনু সাগরে॥
তাহা শুনি গোপী হাসি লুটিয়া পড়িল।
পরস্পর শ্লেষ করি কহিতে লাগিল॥
শুনেছ গো অপরূপ আর এক কথা।
ইনি না কি রামরূপে পঞ্চবটী যথা॥
বানর ভল্লুক নিয়া সাগর বান্ধিয়া।
সীতার উদ্ধার কৈল রাবণ বধিয়া॥
ঈশ্বর হয়েন ইঁহার প্রণাম করহ।
পুষ্প-পাতি আনিয়া যে বর মাগি লহ॥
এইমত কাহ সবে শ্লেষ করিয়া।
নমস্কার করে গোপী হাসিয়া হাসিয়া॥

কৃষ্ণ সেই রঙ্গভঙ্গি দেখি আনন্দিত।
পুলক হইয়া যেন অমৃতে সিঞ্চিত॥
পুন কৃষ্ণ কহে সত্য মিথ্যা না কহিনু।
রামরূপে সাগরেতে সেতুবন্ধ কৈনু॥
বরঞ্চ দেখিয়া যদি দেখিবারে চাহ।
এখানে সমুদ্র আনি যত্ন পর কহ॥
সাগরবন্ধন করি সাক্ষাত দেখহ।
তবে মোর বচনে যে প্রত্যয় যাইহ॥
তাহা শুনি গোপী কহে গ্রীবা হেলাইয়া।
ভাল ভাল বান্ধ দেখি সমুদ্র আনিয়া॥
তবে কৃষ্ণ সমুদ্রেরে স্মরণ করিল।
আজ্ঞাকারী সিন্ধু তথা তৎক্ষণে আইল॥
মহাকোলাহল শব্দ প্রচণ্ড তরঙ্গ।
ব্যাপক হইয়া আইসে করি নানা রঙ্গ॥
গোপিকা দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া।
ধরিলেন কৃষ্ণকণ্ঠ বাহু পসারিয়া॥
কৃষ্ণ সুখী হইয়া কৌতুক করি কহে।
সেতুবন্ধ করি তবে আইস মোর সহে॥
পাথর বহিয়া আন তোমরা সবাই।
মোর হস্তে দেহ মুই জলেতে বসাই॥
তবে গোপীগণ সবে মাথায় করিয়া।
পাথর বহিয়া আনে হরষিত হৈয়া॥
পাথর লইয়া কৃষ্ণ জলেতে রাখয়।
নাহিক ডুবয়ে শিলা ভাসিয়া রহয়॥
এইমত সাগরবন্ধন কৈলা হরি।
রামেশ্বর মহাদেবে আনয়ে সঙরি॥
সেতুবন্ধোপরি মহাদেব যে বসিল।
পূর্ব্ব সেতুবন্ধোপরি যথা বাস কৈল॥
গোপীগণ দেখিয়া সে সব বিবরণ।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন॥
ভাবিয়া কহিল স্থির সবাই মেলিয়া।
কৃষ্ণ কি কুহক জানে তাহা প্রকাশিয়া॥
এ সব করিয়া মো সবারে দেখাইল।
নতুবা সাগর এথা কেমনে আইল॥
অতএব গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য।
দেখিয়া না মানে মানে ইন্দ্রজালকার্য্য॥
সেই যে সাগর সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
কৃপা করি ইহা যেন গোপিকা-কিঙ্কর॥
পোঁদ-পিছোল খেলিলেন সঙ্গে সখীগণ।
পর্ব্বতে তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দর্শন॥

শিশু বৎস সহ বনে করিলা ভোজন।
তাহার যে থালী দুই আছে বর্ত্তমান॥
কাম্যবনে অসংখ্য লীলার স্থান হয়।
অধিক লিখিতে নারি পুস্তক বাড়য়॥
পরে বৃষভানু পুর বর্ষান আখ্যান।
চৌদিকে প্রাচীর হয় অতি শোভাবান্॥
বর্ষান পর্ব্বতোপরি রাজার আলয়।
ত্রৈলোক্যের পূজ্য বৃষভানু মহাশয়॥
লাললাডিনী-জীউ তথায় বিরাজে।
বিচিত্র দেউল কুঞ্জ নানা বাদ্য বাজে॥
গ্রামে অষ্টসখী-সহ প্যারী যে বৈসয়।
নিকটে শ্রীবৃষভানু মহারাজ হয়॥
বামে শ্রীকৃত্তিকা-মাতা সম্মুখে শ্রীদাম।
তাঁর গুণ কে কহিবে কৃষ্ণপ্রিয়তম॥
পূর্ব্বে বৃষভানুকুণ্ড ভানুখোর নামে।
কৃত্তিকা-মাতার কুণ্ড শোভে তার বামে॥
বিলাস-ন মেতে বন ধূলিখেলার স্থান।
যথা বর পাইলা প্যারী দুর্ব্বাসার স্থান।
সখীসঙ্গে সুধামুখী বসি ধূলি খেলে।
তথা দিয়া শ্রীদুর্ব্বাসা যান হেনকালে॥
আর যত বালিকা যেন কেহ না উঠিলা।
রাধিকা উঠিয়া দণ্ডবৎ নতি কৈলা॥
পরমরূপসী তাতে সৌজন্যতা দেখি।
মুনিবর অন্তরে হইলা বড় সুখী॥
প্রসন্ন হইয়া মুনি বর দিতে চাহে।
কহিতে না জানে বালা চুপ করি রহে॥
বুঝিয়া ত মুনিবর বিচার করিল।
স্ত্রীজাতির উচিত যেই বর দান কৈল॥
তুমি যে করিবে পাক অমৃত-সমান।
হইবেক যেই তাহা করিবে ভোজন॥
পরমায়ুবৃদ্ধি তার হইবে বিস্তর।
কান্তি-পুষ্টি হইবে নির্ব্যাধি কলেবর॥
পরে শ্রীসঙ্কেতবট সঙ্কেত-বিহারী।
প্রেমসরোবর আর অনেক মাধুরী॥
পরেতে শ্রীনন্দীশ্বর নন্দের আলয়।
কৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালা অতি উচ্চ হয়॥
বর্ষাতে শ্রীকিশোরীর গৃহের দুয়ার।
নন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালার॥
দুয়ার সমান দোঁহে দোঁহাদৃষ্টি হয়।
দোঁহে দোঁহে হেরি সুধাসাগরে ভাসয়॥

শ্রীনৃসিংহদেব হন গ্রামের দক্ষিণে।
পূর্ব্বে শ্রীললিতাকুণ্ড তার পূর্ব্বস্থানে॥
কৃষ্ণপদচিহ্ন এক পাষাণে শোভয়।
ললিতাকুণ্ডের বামে সূর্য্যকুণ্ড হয়॥
বিশাখার কুণ্ড তার অগ্নিকোণ-স্থানে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় পরম শোভনে॥
তাহার নৈর্ঋতে পৌর্ণমাসীর ভবন।
তাহাই শ্রীনন্দীমুখী-ঠাকুরাণী-স্থান॥
পশ্চিমে শ্রীযশোদাকুণ্ড পরম কানন।
কৃষ্ণের সান্ত্বনা হেতু রহে হাউগণ॥
স্নান করেন মাতা জলেতে নামিয়া।
ততক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্রে ঘাটে বসাইয়া॥
কান্দিলে সান্ত্বনা করেন হাউ দেখাইয়া।
ভয়েতে না কান্দে কৃষ্ণ থাকেন বসিয়া॥
শ্রীমান্-সনাতন-প্রভু-গোস্বামী-জীউর।
অতুল মহিমা-স্থান্ ভজনকুটীর॥
অনন্ত লীলার স্থান নন্দগ্রামে হয়।
অধিক কহিতে নারি পুস্তক বাড়য়॥
যাবট-আখ্যান গ্রাম শুভ সুখময়।
গোপ গোপপুত্র অভিমন্যের আলয়॥
শ্রীমতীর গৃহে অভিমন্যু পতিম্মন্য।
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অন্য॥
অতি উচ্চ রত্ন-অট্টালিকাতে বসিয়া।
সখীসঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসরঙ্গ হিয়া॥
লালস শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমাত্র মনোবৃত্তি।
দেহ গেহ ধন জন সর্ব্বত্র বিরক্তি॥
পূর্ব্বেতে কিশোরীবট পরমমোহন।
কৌতুকে ঝুলয়ে রাই সহ সখীগণ॥
সিদ্ধি সরোবর আদি বহু লীলাস্থান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু যাবট-আখ্যান॥
পরে শ্রীমালিনীকুণ্ড মালিনী-আলয়।
মালিনী সহিত প্যারী অন্তর আশয়॥
নির্জ্জনে বসিয়া কহে আনন্দে উল্লাসে।
মালিনী জিজ্ঞাসে কহে প্রেমানন্দে ভাসে॥
ক্রোশেক পরেতে শ্রীকোকিলাবন হয়।
তথা হৈতে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্কেত করয়॥
কুহুকুহু ধ্বনি কোকিলেরা রব করে।
রাই তাহা শুনি তথা করে অভিসারে॥
শ্রীনন্দীশ্বরের পূর্ব্বে আঞ্জনক-গ্রাম।
কৃষ্ণ রাই-চক্ষে পরাইলেন অঞ্জন॥

দক্ষিণ করেলা চন্দ্রাবলীর নগর।
রাসকেলি-স্থান তথা ঝুলনা সুন্দর॥
সাহার বলিয়া গ্রাম উপনন্দ-স্থান।
মর্ণানামেতে গ্রামে সূর্য্যকুণ্ড হন॥
সূর্য্যের মুরতি তথা তীরে বিরাজয়।
সূর্য্যপূজাছলে রাই কৃষ্ণেরে মিলয়॥
সাহারের পূর্ব্ব রাধাকুণ্ডের ঈশান।
শঙ্খচূড়বধ-আদি-বহু-লীলা-স্থান॥
সাঁখির ঈশানকোণে উমরাই গ্রাম।
প্যারী যাহা রাজা হৈল রাজপট্টধাম॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা সখীগণ জানি।
রাজ-অভিষেক কৈল কৃষ্ণে নাহি গণি॥
তাহা শুনি সখীগণ কৃষ্ণে কৈল রাজা।
বৃন্দাবনে মানিয়া কৃষ্ণের সব প্রজা॥
তাহা দেখি জোর বরি কৃষ্ণে উঠাইয়া।
ছলে আনি দিলা প্যারীসনে মিলাইয়া॥
কৃষ্ণ যথা রাজা হৈল ছত্রবন নাম।
বজ্রনাভ তথা কৈল জলাশয় গ্রাম॥
কৃষ্ণেরে করিয়া প্রজা হাসি সখীগণে।
প্যারীকে করিল তবে রাজা বৃন্দাবনে॥
সখীগণে কহেন শ্রীললিতা সুন্দরী।
বৃন্দাবনে রাজা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী॥
শুনিলাম আর কেটা রাজা না কি হৈল।
প্যারীজীর রাজ্যে আসি অধিকার কৈল॥
ধরিয়া আনহ শীঘ্র যাইয়া তাহারে।
দণ্ড করি বন্ধ কর কুঞ্জ-কারাগারে॥
তবে দুই চারি সখী যাইয়া কহয়ে।
প্যারিজীর রাজ্যে কেটা রাজা নাকি হয়ে॥
এত বড় যোগ্যতা যে আছয়ে কাহার।
উঠিয়া চলহ শীঘ্র হুকুম রাজার॥
ইহা কহি হাত পাকড়িয়া উঠাইয়া।
ছলে আনি দিলা প্যারীসনে মিলাইয়া॥
প্যারীর সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখিলা।
ঘোম্‌টা টানিয়া প্যারী ঈষৎ হাসিলা॥
যোড়হস্ত করি কৃষ্ণ দাণ্ডাইলা আগে।
পাত্র শ্রীললিতা বসি প্যারীর বামভাগে।
প্রতাপ করিয়া তেঁহ কহে সখীগণে।
এই কি নৃপতি হৈল শ্রীল-বৃন্দাবনে॥
ভালমতে দেহ সবে ইহার সাজাই।
কৃষ্ণ কহে মোর কিছু অপরাধ নাই।
আজ্ঞামাত্রে আইলাম মহারাজার স্থানে।
যে দণ্ড করিতে হয় করহ এখনে॥
ললিতা কহেন নিজহস্তে তুমি রাই।
যে উচিত হয় দেহ ইহার সাজাই॥
কুঞ্জ-কারাগারে নিয়া লইয়া নির্জ্জনে।
বাহুযুগলতা দিয়া করিয়া বন্ধনে॥
হেমগিরিদ্বয় বক্ষঃস্থলে চাপাইয়া।
দশনে বন্ধন ক্ষত করহ দাবিয়া॥
ইহা শুনি বদনে বসন দিয়া ধনী।
লাজে অধোমুখ হৈল কমলবদনী॥
ললিতার চতুরাই বাক্য শুনি রাই।
ক্রোধভাবে করি ভর্ৎসে ভ্রূভঙ্গ চরাই॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তর।
দোঁহার দর্শনে হৃষ্ট মন দোঁহাকার॥
দোঁহে দোঁহা মিলি সুখসাগরে ভাসিল।
সখীগণ হেরি মহা কৌতুকী হইল॥
কুশস্থলী দ্বারকালীলার প্রকরণ।
যাবট নিকট হয় বকথরা গ্রাম॥
হারোয়াল নামে গ্রাম পাশক্রীড়া যথা।
কৃষ্ণ হারিলেন রাধিকার স্থানে তথা॥
কৃষ্ণের ময়ূর মৃগ বান্ধিয়া লইয়া।
সখীগণ চলিলেন পণেতে জিনিয়া॥
দাইগ্রামে কৃষ্ণ দধি খাইলা যথায়।
বটবৃক্ষে পত্রে দোনা অদ্যাপিহ হয়॥
শেষশায়ী গ্রামে বিরাজয়ে শেষশায়ী।
অনন্তশয্যায় প্রভু আছেন সদাই॥
ক্ষীরসিন্ধু পুষ্পোদ্যান তাহার অগ্রেতে।
ব্রজের সীমানা খাম্বা আছয়ে তথাতে॥
উজানি-নগর হয় খয়ের গ্রামের পূর্ব্বে।
যমুনা উজান বহে মুরলীর রবে॥
রামঘাট যথা বলদেব রাস কৈল।
বায়ুকোণে বৎসাসুর-দৈত্য-বধ হৈল॥
গো-বৎস-হরণ আদি ব্রহ্মা যথা কৈল।
পূর্ব্বেতে ভূষণ-বন নানালীলা হৈল॥
সুন্দর রতন-ভূষা আ'ন সখীগণ।
পর'ইল শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া যতন॥
আগিয়ারা গ্রাম যথা মুঞ্জাটবী বন।
তথাই অক্ষয়বট দাবাগ্নিমোচন॥
পূর্ব্বে তপ-বন যথা কন্যা গোপীগণ।
কাত্যায়নীপূজা করি পাইল বরদান॥

যথা যমুনার চীরঘাট কৃষ্ণ যথা।
বসন হরিল গোপিকার করি নতা॥
নিকটেতে গোপীঘাট যথা গোপীসঙ্গে।
ছল করি কৃষ্ণচন্দ্র বিরহিল রঙ্গে॥
নন্দঘাট পরে হয় শ্রীনন্দরাজেরে।
যথা হৈতে লৈয়া যায় বরুণের চরে॥
তাহার পশ্চিমে ব্রহ্মমোহন পুলিন।
সখাসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র করিলা ভোজন॥
সেহালা নামেতে যে দ্বিতীয় শেষশায়ী।
রূপের তুলনা দিতে ত্রিজগতে নাই॥
শ্রীনন্দঘাটের পূর্ব্বপারে অগ্নিকোণে।
ভদ্রবন কৃষ্ণে ভদ্র করাইল সেই স্থানে॥
বাহুযুদ্ধ আদি খেলা সখাগণ-সনে।
সুন্দর ভাণ্ডীরবন তাহার দক্ষিণে॥
সখাগণ-সনে তথা সদাই ক্রীড়ন।
ভাণ্ডীরনামেতে বট একাদশ বন॥
পরে বিল্ববনে সখাসনে নানা রঙ্গে।
লক্ষ্মী তপ করে তথা অদ্যাপি না ভঙ্গে॥
আসে কৃষ্ণসনে লক্ষ্মী রাস ইচ্ছা কৈল।
ব্রজের অনুগা নহে কৃষ্ণ না লইল॥
তে-কারণে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করয়ে।
রাস না পাইলা তবু ক্ষান্ত নাহি হয়ে॥
অষ্টম শ্রীমহাবন কৃষ্ণজন্মস্থান।
অনন্ত হীর'র স্থান তথায় যে হন॥
মথুরামণ্ডলমধ্যে চব্বিশ কানন।
নিত্যলীলা কৃষ্ণের পরমমোহন॥
দুয়াদশ বন দুয়াদশ উপবন।
তা সবার নাম শুন করিব কীর্ত্তন॥
যাহার স্মরণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন।
আশ্চর্য্য তাহাতে কিবা সংসার-মোচন॥
যমুনার পশ্চিমে যে হয় সপ্তবন।
মধুতাল কুমুদ বহুলা কাম্যবন॥
বৃন্দাবন আর যে খদির নামে বন।
এই সপ্ত আর পঞ্চ পূর্ব্বাপরে হন॥
ভদ্র ভাণ্ডীর বেল লোহ মহাবন।
এই পঞ্চ একত্রেতে দ্বাদশ গণন॥
আর উপবন সে হয় যে দ্বাদশ।
পরম মহিমা সর্ব্ববেদে গায় যশ॥
অম্বিকাকানন কোট আর যে খেলন।
নেওছাক জেওলাই ছত্র তপ বন॥

কোকিল ভূষণ বচ্ছ মুঞ্জাটবী বন।
আর যে বিলাসবন দ্বাদশ গনন॥
এই যে চব্বিশ বন ভুবনপাবন।
কৃষ্ণক্রীড়া-স্থানে পূজ্য স্মরণীয় হন॥
এ সব বনের মধ্যে কোন কোন স্থান।
মহিমা-উদ্দেশে করি কৃষ্ণলীলা গান॥
বৃন্দাবনমধ্যে নিধুবন-আদি করি।
অষ্টকুঞ্জ আর রাসস্থলী সুমাধুরী॥
কিঞ্চিৎ মহিমা গান করিব মানস।
ক্ষুদ্রজনে যেন সিন্ধুলঙ্ঘনে সাহস॥
শ্রীমন্ মথুরামণ্ডল হয় মূলধাম।
পরমমহত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অভিরাম॥
পরম সৌন্দর্য্য মহিমায় পরাৎপর।
ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যে সম নাহি যার॥
মথুরানামের যে মহিমা চমৎকার।
স্কন্দপুরাণাদি শাস্ত্রে কহয়ে ফুৎকার॥
পরমপদার্থ হয় মথুরা এই নাম।
কোটি-প্রণব-তুল্য সর্ব্বকামধাম॥
ব্রহ্মময় ধাম শ্রুতিগণ গুণ গায়।
গোপালতাপনী শ্রুতি দেখ হয় নয়॥

তথাচ শ্রুতিঃ—

"ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি"॥

গোপালপুরী ব্রহ্মস্বরূপা।

আর বহু শাস্ত্রে বহু মহিমা কহয়।
শ্রুতির শাসনে আর অপেক্ষা না রয়॥
সাধুমার্গে মহাজন-উক্তি যে শুনহ।
'অপূর্ব্ব বারতা যাহা কর্ণসুখাবহ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধ ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥
এই যে অপূর্ব্ব-কথা সর্ব্বশাস্ত্রসার।
মথিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস করিলা উদ্ধার॥
সর্ব্বত্র গমন আর অনন্ত অপার।
সর্ব্বশক্তিযুক্ত যার নাহি পারাবার॥
অধিক কি আর কৃষ্ণতনুর সমান।
উপর কি অধ ব্যাপি সর্ব্বত্র নিধান॥
সীমা যার নাহি যারা প্রত্যক্ষ দেখহ।
অন্যের কা কথা যে ব্রহ্মার হৈল মোহ॥
ব্রজের একদেশে কোটি বৈকুণ্ঠ দেখিল।
অপার মহিমা দেখি কাঁফর হইল॥

তাহাতে কাহার সাধ্য মহিমা কথন।
সম্যক্ কহিতে চাহে সেই মূর্খজন॥
মথুরার মধ্যে বৃন্দাবন অতিশ্রেষ্ঠ।
তার মধ্যে রাধা-শ্যাম-কুণ্ড হন জ্যেষ্ঠ॥
তাহার অধিক শ্রীমন্ গিরি গোবর্দ্ধন।
তাহার অধিক নাহি তাহার সমান॥

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মহেতু মধুপুরী বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যদ্যপি কৃষ্ণের দেহ শ্রীল-বৃন্দাবন।
তথাপিহ সেব্য-সেবক-রূপ হন॥
সম্যক্‌প্রকারে শ্রীমন্ বৃন্দাবনধাম।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র মনস্কাম॥
স্থলে কুঞ্জে জলে নানামতে কৃষ্ণ সেবে।
হৃদয়ে চরণ ধরে আনন্দ-উৎসবে॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মচিহ্ন ধরি।
পর শোভিত অঙ্গ ত্রৈলোক্যসুন্দরী॥
শ্রীরাধার প্রিয়সখী রাধার অনুগা॥
রাধার শ্রীবৃন্দাবন কহে শাস্ত্রাভগা॥
রাধা বিনে শোভা নাহি নাহিক আনন্দ।
কৃষ্ণের নাহিক সুখ বৈহ সর্ব্বানন্দ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

কৃষ্ণ বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী॥

শ্রীরাধিকার নাম;—কৃষ্ণা, বৃন্দাবনী, বৃন্দা বৃন্দাবন-বিনোদিনী।

রাধার শ্রীবৃন্দাবন কৃষ্ণে সুখ দিতে।
দেহ সঁপি সেবয়ে পরম আনন্দেতে॥
অতএব তদীয় সম্ভব বৃন্দাবন।
ভাগবতগণ-চূড়ামণিতে গণন॥

শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—

তদীয়াস্তুলসী-শাস্ত্র-মথুরা বৈষ্ণবাদয়ঃ॥

তুলসী, শাস্ত্রাদি, মথুরা এবং বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণাত্মক।

আর কতকগুলি স্থানের মহিমা কহিব।
অধিক কহিতে মোর শকতি নহিব॥
যে যে লীলা যে যে স্থানে লীলার সহিত।
কিঞ্চিৎ বর্ণিব যথাশকতি উচিত॥
ষোল-ক্রোশ বৃন্দাবন প্রিয়স্থান হয়।
যথা মাতা পিতা বন্ধু প্রেরণীয় চয়॥
বিশেষ পরমশ্রেষ্ঠ বন-কুঞ্জ আদি।
রাধাসহ মিলনের সুখের অবধি॥
বৃন্দাবনভূমি হয় চিন্তামণিময়।
কল্পবৃক্ষময় যত বৃক্ষ-লতাচয়॥
সুরভি যতেক লক্ষ লক্ষ গাভীগণ।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী কৃষ্ণসেবাপরায়ণ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ—
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

চিন্তামণি-সমূহে রচিত, লক্ষ লক্ষ কল্প-বৃক্ষোপরি মণ্ডিত মনোহর স্থানে শত সহস্র লক্ষ্মীদ্বারা সাদরে সেব্যমান সুরভি বায়ু দ্বারা উপসেবিত অথবা বহুল গাভীগণের পালনকারী আদিপুরুষ গোবিন্দের সেবা করি।

সৎ-চিৎ-আনন্দময় শ্রীল বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ বিহারের পরম মোহন॥
মহারাসস্থলী হয় যমুনাপুলিনে।
যাঁহা রাসক্রীড়া শতকোটী গোপী সনে॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা পরমপ্রেয়সী।
তাহার রহস্য শুন শ্রবণসরসী॥
বৃন্দাবনসৌভাগ্য শ্রীরাধিকার গুণ।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পরমমোহন॥
শরৎ-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনশোভা যে তা কহনে না যায়॥
চন্দ্রের কিরণে তরু ঝলমল করে।
ছায়া মধ্যে মধ্যে শাখা চন্দ্র উজিয়ারে॥
মল্লিকা মালতী যূথী অশোক চম্পক।
কুন্দ করবীর নবমল্লী কুরুবক॥
নানা পুষ্প প্রফুল্লিত শ্রেণীবদ্ধমতে।
ঝামরিয়া রহে তাতে ভৃঙ্গ যূথে যূথে॥
সৌগন্ধি তাহাতে হয় কাম উদ্দীপন।
আনন্দ কৌতুক তাহে চন্দ্রের কিরণ।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অশ্রু মধুবিন্দু ক্ষরে।
নানাবর্ণ নানাজাতি শোভে থরে থরে॥
নানা পক্ষ নানা বৃক্ষ নানামত শ্রেণী।
ময়ূর কোকিল ভৃঙ্গ আদি করয়ে ধ্বনি॥

শুক শারী কৃষ্ণগুণ গায় প্রেমানন্দে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে নানা ছন্দে বন্ধে॥
স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ নীল লতায় বেষ্টিত।
নীলবর্ণ বৃক্ষ স্বর্ণলতায় শোভিত॥
রতনের পুষ্পগুচ্ছাসমূহ তাহায়।
মণিবৎ ফল তাহে অপূর্ব্ব শোভয়॥
নানা-রত্নময় বৃক্ষ শ্রেণী দুই দিকে।
রতনে জড়িত পথ হয় মধ্যভাগে।
দুই পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে সরোবর হয়।
চারিদিকে ঘাট নানাবর্ণ মণিময়॥
রতনের বৃক্ষ চারিদিকে হিন্দোলা।
হেম-মণিময় তাহে চমকে চপলা॥
সরোবর প্রফুল্লিত কুমুদ কমল।
স্বর্ণ নীল রক্ত শ্বেত পরম বিরল॥
ভ্রমর গুঞ্জরে তাতে শ্রবণসুখদ।
নানাজাতি পক্ষী মেলি করয়ে শবদ॥
রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে বিহরে কৌতুকে।
হেরিয়া বৃক্ষাদি পশু পক্ষী গায় সুখে॥
যমুনার তীরে হেমমণিতে জড়িত।
মণিময় ঘাট স্থানে স্থানে মনোনীত॥
দুই পার্শ্বে ঘাটের শোভয়ে রত্নবেদি।
কতেক শোভা যে তাহে নাহিক অবধি॥
স্নানকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে।
তৈল গন্ধ মর্দ্দন করেন ব'স সাতে॥
কৃষ্ণসনে জলক্রীড়া করেন যখন।
সখীসহ জল ফেলাফেলি হয় রণ॥
তথা দাণ্ডাইয়া সেবাপরা সখীগণ।
রহস্য দেখেন কহে ইঙ্গিতবচন॥
যমুনার দুই তীরে নম্রমান বৃক্ষ।
নানা ফল ফুল শোভে ডাকে নানা পক্ষ॥
কুমুদ কহ্লার পদ্ম প্রফুল্লিত জলে।
নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জলে হংস আদি বুলে॥
পুষ্পের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত।
ঝাঁকে ঝাঁকে আইসে যায় অলি মধুমিত॥
তীরে নানা লতা বৃক্ষ কুঞ্জ শোভা করে।
যাতে রাধা শ্যাম নিত্য আনন্দে বিহরে॥
কেতকী চম্পক নাগকেশর বকুল।
অশোক কিংশুক নীপ কদম্ব পারুল॥
নানাজাতি বৃক্ষলতা মিলিয়া সুন্দর।
পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জ শোভয়ে বিস্তর॥

তাহার যে শোভা তার বর্ণন না হয়।
অন্যের কা কথা ব্রহ্মা শিবা না পারয়॥
লতায় নির্ম্মিত গৃহ লতা থাম খুঁটি।
দালান তেওয়ারি ঘর অতি পরিপাটী॥
লতার তোরণ তাকে পুষ্প প্রফুল্লিত।
স্বয়ং গঠন তাহে নানা শ্রী নির্ম্মিত॥
কমল কহ্লার পারিজাত জাতি যূথী।
রঙ্গন মল্লিকা আদি নানা পুষ্পপাঁতি॥
সুন্দর যে লতা স্নিগ্ধ পত্রের সহিত।
গৃহের ভিতর ঊর্দ্ধ-অধতে শোভিত॥
নানা রঙ্গভঙ্গিতে দেওয়াল-প্রায় রূপে।
সুন্দর গঠনে রহে চারিদিকে ব্যাপে॥
স্বর্ণেতে জড়াও মণি মুকুতার ন্যায়।
শোভা করে হেরি চিত্ত চমৎকার হয়॥
লতাময় পুষ্প-বৃক্ষ শোভে নানাবর্ণে।
তোরণ কবাট দ্বার যথা মণি-স্বর্ণে॥
উপরেতে লতাময় শত শত চূড়া।
চৌদিকে বিকসিত নানাপুষ্পে বেড়া॥
অপূর্ব্ব গঠন অলৌকিক শোভা তায়।
পুষ্পের কলস প্রতি চূড়াতে শোভয়॥
নানা পক্ষীগণ বসি ডাকয়ে মধুর।
ঝাঁকে ঝাঁকে উঠি মধু পিয়াসে ভ্রমর॥
কুঞ্জের ভিতর স্থল মণিরত্নময়।
তার মধ্যে সিংহাসন পদ্মাকৃতি হয়॥
চতুর্দ্দিকে অষ্টদল রতন-নির্ম্মাণ।
ললিতাদি অষ্ট সখী বসিবার স্থান॥
মধ্যকিঞ্জল্কেতে রাধা-কৃষ্ণ বিরাজয়।
ত্রৈলোক্যমোহন শোভা চমৎকারময়॥
কুঞ্জ আদি-শোভা দেবে বর্ণিতে না পারে।
বনে প্রেমী ভক্ত রাধাকৃষ্ণের কিঙ্করে॥
মো-হেন ভকতিহীন জনার দুর্গম।
তাহাতে অবোধ মূর্খ সুন্দর করম॥
শরদ জ্যোৎস্না নিশি বনশোভা হেরী।
উৎসাহ হইল কেলি সহ ব্রজনারী॥
শরত-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রিমা হেরিয়া।
উদ্দীপনা রাধামুখ চন্দ্রিমা হইয়া॥
বংশীবটতলে গিয়া মুরলী বাজায়।
লক্ষ্য করি ব্রজের রমণীগণচয়॥
মোহন মধুর কলধ্বনি রসময়।
কুলের রমণী সাতে অনঙ্গে মাতয়॥

কুলধর্ম্ম-রজ্জু ছিণ্ডি বাহির করয়।
লজ্জা ভয় অভিমান গৌরব ছাড়য়॥
দুস্ত্যজ স্বজন বন্ধুবান্ধব স্বগণ।
তৃণতুল্য করাইয়া করে আকর্ষণ॥
মুরলীর ধ্বনি শুনি ব্রজবধূগণ।
চন্দ্রকা-আদি যে গোপী কোটি অগণন॥
মোহিত হইয়া সবে ছুটিয়া ধাইল।
গুরুভয় লোকলজ্জা গণন না কৈল॥
কেহ বা বন্ধনে কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
কেহ ছিল নিজ গুরুজনার সেবনে॥
অন্ন পরিবেশনে আছিলা কেহ কেহ।
ভোজনে আছিলা কেহ গুরুজন সহ॥
অন্তের বালকে দুগ্ধপান করাইতে।
আছিলা কেহ বা নিজ বেশ রচনাতে॥
যেই যেই যেইমত যেথানে আছিলা।
অমনি চলিলা কোন অপেক্ষা না কৈলা॥
ভোজনে আছিল আচমন না করিলা।
পরিবেষনের থালী অমনি রাখিলা॥
বালকে ভূমেতে ডারি গুরুসেবা তেজি।
ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মজি॥
উৎকণ্ঠায় বেশ-বিপর্য্যয় কার হৈল।
ভ্রমে চরণের ভূষা করেতে পরিল॥
কণ্ঠের যে হার-মতি চরণে পরিলা।
চক্ষে না অঞ্জন দিয়া হৃদয়ে মাখিলা॥
অঙ্গ-আবরণ বস্ত্র কটিতে পরিলা।
কটির ঘাঘরা বস্ত্র মস্তকে উড়িলা॥
ছুটিয়া যাইতে উন্মত্তের ন্যায় ত্রস্ত।
পদ-আভরণে জড়াইয়া গেল বস্ত্র॥
খসাইয়া লইতে সে ব্যাজ না সহিল।
হিঁচড়িয়া টানি লইতে ছিণ্ডিয়া রহিল॥
এইমত প্রতি ঘরে ঘরে গোপীগণ।
ধাইয়া চলিলা লক্ষ্য করি বংশীগান॥
যথা কৃষ্ণচন্দ্র রহে বংশীবটতটে।
ঘেরিলা যাইয়া সবে তাঁহার নিকটে॥
হেথা কোন কোন গোপ কোন গোপীগণে।
যাইতে না দিলা ধরি রাখিলা সদনে॥
গৃহের ভিতর রাখে দ্বার রুদ্ধ করি।
তাঁহারা সবার পূর্ব্বে পাইলেন হরি॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁরা প্রাণ তেয়াগিলা।
তৎক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যাইয়া মিলিলা॥

বিচ্ছেদেতে তীব্রতাপ অশুভ নাশিয়া।
পরম নির্বৃতি হৈল শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া॥
কিঞ্চিৎ সাধনে তাঁ-সবার ন্যূন ছিল।
তে কারণ ঈদৃক যে বাধা জনমিল॥
উৎকণ্ঠাতে প্রেমপরাকাষ্ঠা জনমিল।
যেহেতুক বিরহেতে প্রাণত্যাগ কৈল॥
যদি বল ব্রজে জন্ম স্বভাবত সিদ্ধ।
সাধনে ন্যূন ইহা বড়ই বিরুদ্ধ॥
তাহার সিদ্ধান্ত শুন আচার্য্য-টীকাতে।
যেযুক্তি কহিলা সে বিরুদ্ধ নহে তাতে॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা সাধনের সিদ্ধদশা॥
ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তযোগ্য সেই মহাদশা॥
সেই প্রেম হৈতে যদি কিঞ্চিৎ ন্যূনতা।
থাকিতে শরীর তার পড়ে যথা তথা॥
তথাপিহ ব্রজে তেঁহ জনম লভিয়া।
যে অপেক্ষা থাকে সেই স্থানে পূর্ণ হৈয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ পায় নিজ নিজ ভাবে।
ইহা অসম্ভব নহে বিচারি বুঝিবে॥
প্রেমভাব পক্ক আর কিঞ্চিৎ ন্যূনতা।
আমাত্র পক্কান্ন স্বাদুবিশেষেতে যথা॥
বস্তু এক কিন্তু মাত্র স্বাদুর বিশেষ।
তথা সে অপক্ক প্রেম আর পরিশেষ॥
সেই আম্র পাকিয়া সুস্বাদু সেই হয়।
তথা যে অপক্ক প্রেম পক্কতাকে পায়॥
আর এক যুক্তি টীকা আচার্য্য কহয়।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকটসময়॥
প্রাকৃতিক ব্যক্তি ব্রজে করিতে গমন।
পারয়ে তাহার সাক্ষী যায় দৈত্যগণ॥
অতএব অন্য-যে-দেশীয় গোপকন্যা।
ব্রজগোপ বিবাহিতা যে-হেতুক ধন্যা॥
ব্রজগোপ-বনিতা শ্রীকৃষ্ণভোগ্যা যোগ্য।
অতএব দেহ তেজি গোপীসম শ্লাঘ্য॥
চিদানন্দময়দেহ কৃষ্ণ প্রেমানন্দ।
পরম-পুরুষার্থ-পরাকাষ্ঠা সুখকন্দ॥
পাইলা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ সর্ব্ব-গোপী-সহ।
মিলিয়া ঘেরিলা সবে করিয়া উৎসাহ॥
কৃষ্ণসঙ্গে রঙ্গ অঙ্গসঙ্গ অভিলাষে।
হাব-ভাব-লীলা-কলাবিলাস প্রকাশে॥
গোপিকার প্রেম-আর্ত্তি-আগ্রহ বুঝিতে।
করুণা-বিলাপ-আদি কৌতুক দেখিতে॥

ভঙ্গি করি কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীন-প্রায়।
উপেক্ষাবচন কহে অরসজ্ঞ-প্রায় ॥
এ ঘোর রজনী কুলরমণী হইয়া।
বনে কেনে আগমন কিসের লাগিয়া ॥
বনশোভা দেখিতে কি আমারে দেখিতে।
দেখিলে চলিয়া যাহ স্বগৃহে তুরিতে ॥
এ নহে উচিত কুলবতী নারীগণে।
রজনীতে গৃহ তেজি যাইতে বিপিনে ॥
স্বামি-আদি-শুশ্রুষা স্ত্রীগণের ধর্ম্ম।
অতএব ঘরে গিয়া সাধ নিজ কর্ম্ম ॥
কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শুনি গোপীগণ।
ঈষৎ হইল ক্রোধ মানি অপমান ॥
কহে অহে ধৃষ্ট মোরা তোমার নিকটে।
না আসি আইনু মোরা যমুনার তটে ॥
কুসুম-চোটন করি যাইব গৃহেতে।
তুমি কেনে এত হৈলে উৎকণ্ঠিত চিতে ॥
তবে কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল পুষ্প তুলি।
লইয়া গৃহেতে যাও আমি তাহি বলি ॥
মানভরে গোপীগণ ফিরে যাইতে চাহে।
না চলে চরণ কিছু ইঙ্গিতেতে কহে ॥
অবিদগ্ধ কেমত তুমি হে নিঠুরাই।
তোমার নিকটে মোরা কভু আসি নাই ॥
নবীন যুবতীবৃন্দ বিদগ্ধা রূপসী।
কুলবতী নারী মোরা বনমধ্যে আসি ॥
নির্জ্জনে নবীন যুবা তুমি যে আছহ।
দেখিয়া ফাঁফর হৈনু এবে যাই গৃহ ॥
পুন কৃষ্ণ কহে শীঘ্র যাহ নিজগৃহে।
তবে গোপী দুঃখেতে কান্দিয়া কিছু কহে ॥
বংশীধ্বনিতে আকর্ষিয়া মো সবারে।
কুল-গৃহ-স্বামী-আদি করাইয়া দূরে ॥
আনিয়া এখন কহ নিষ্ঠুর বচন।
গৃহেতে না যাব আর তেজিব জীবন ॥
মন্মথ-অনলে তপ্ত দেহ মো-সবার।
জুড়াও তাপিত অঙ্গ শিরে দিয়া কর ॥
গোপিকার অনুরাগ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র।
প্রেমের উৎকর্ষ বুঝি হইল আনন্দ ॥
আপনাকে সাপরাধি মানি পুন কহে।
তোমা-সবার উপেক্ষা আমার কভু নহে ॥
যতেক কহিনু যে বুঝিতে পার নাহি।
এত কহি সেই বাক্য ফিরাইয়া কহি ॥

প্রতিকূল অর্থ অনুকূল ব্যাখ্যা করি।
গোপিকারে শুনাইয়া তুষিলা শ্রীহরি ॥
তাহা শুনি গোপীগণ আনন্দিত হৈয়া।
মুচকি হাসিয়া দিলা ঘোমটা টানিয়া ॥
তবে কৃষ্ণ প্রত্যেকে সবারে আলিঙ্গিয়া।
পুলিনে লইয়া গেলা বিহার লাগিয়া ॥
পরম উৎসাহে গোপীগণ প্রেমানন্দে।
মত্ত হৈল কৃষ্ণসনে কলারসমদে ॥
হেনকালে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ যে প্রেয়সী।
তারে নিয়া অন্তর্দ্ধান হৈল ব্রজশশী ॥
কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপী চারিপানে চায়।
আচম্বিতে বজ্র যেন পড়িল মাথায় ॥
হাহাকার করি সবে লোঠায় ধরণী।
বিরহে কাতর কান্দে যতেক রমণী ॥
কৃষ্ণ-অন্বেষণে ফিরে বিভোল হইয়া।
বৃক্ষ-আদি-গণে পুছে প্রলাপ করিয়া ॥
আম্র পনস জম্বু কপিত্থ পিয়াল।
কৃষ্ণ দেখিয়াছ কোথা তোমরা সকল ॥
উত্তর নাহিক যদি দিলা বৃক্ষগণ।
তবে কহে তোমরা না কবে বিবরণ ॥
তুমি-সব হও কৃষ্ণসখার সমান।
তে কারণে মো-সবারে করিলে গোপন ॥
আগে গিয়া কহে পুন তুলসি কল্যাণি।
শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়া সৌভাগ্যের ধনী ॥
তুমি মো-সবার হও সখীর সমান।
কৃষ্ণ কোথা কহি দুঃখে কর পরিত্রাণ ॥
তেঁহ যদি না কহিলা আগে চলি যায়।
কৃষ্ণপদ-চিহ্ন তথা দেখিবারে পায় ॥
মধ্যে মধ্যে কোন রমণীর পদচিহ্ন।
হেরি ঈর্ষা-মানে মতি হৈল দৈন্য ॥
ললিতাদি সখী পুন বুঝিলা মরম।
ইহ রাধা মো-সবার সখী প্রিয়তম ॥
হরিষ হইল তাহে বিমর্ষ বিচ্ছেদে।
সৌভাগ্য তাহার সবে প্রশংসে আহ্লাদে ॥
প্রতিপক্ষগণ নিন্দে সপত্নীত্ব-ভাবে।
যার যেই ভাবে নিন্দা-স্তুতি করে সবে ॥
আগে দেখে কুসুমিত বৃক্ষের তলাতে।
ছিন্নভিন্ন পুষ্প বিতরিয়া চারিভিতে ॥
তাহা দেখি বিতর্ক করয়ে সবে মেলি।
এই পুষ্পতরু হৈতে কৃষ্ণ পুষ্প তুলি ॥

সেই ভাগ্যবতী প্রেয়সীর বেশ কৈল।
প্রণয়ে তাহার মনোরথ পুরাইল ॥
প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
ডাল ভাঙ্গি নিল পুষ্প গুচ্ছের সহিতে ॥
উন্মত্তের প্রায় পুন কহে লতাগণে।
তোমরা যে হও মোর সখীর সমানে ॥
কৃষ্ণকে দেখেছ কেহ এ পথে যাইতে।
এক যে পরমশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী সহিতে ॥
তোমা-সবা সনে ক্রীড়া কৈল এই স্থানে।
যে-হেতুক স্নিগ্ধ প্রফুল্লিত পুষ্পসনে ॥
বনমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচারিল।
গোপী সহ রাস বিহারের বাঞ্ছা হৈল ॥
কিন্তু সকলেরে বঞ্চি রাধিকা লইয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈনু সবাকারে দুঃখ দিয়া ॥
পুন গিয়া মিলিলেও রাধিকা-সহিত।
ঈর্ষাদি করিবে রস না হবে উচিত ॥
অতএব ইহারেও ছাড়ি অন্তর্দ্ধান।
করি যে সবার প্রতি হইবে সমান ॥
এত ভাবি স্কন্ধে চড়া দোষ ছল করি।
অন্তর্দ্ধান কৈল তাঁরে বনে ছাড়ি হরি ॥
কৃষ্ণ বিরহেতে তেঁহ কাতর হইয়া।
কান্দয়ে বিভোল চিত্ত ভূমেতে পড়িয়া ॥
হেথা গোপীগণ সবে যাইতে যাইতে।
বিরহিণী তাঁহাদের দেখয়ে সম্মুখেতে ॥
শঠতা বুঝিয়া কৃষ্ণ সবাই নিন্দয়ে।
মুখ মুছাইয়া গলে ধরিয়া কান্দয়ে ॥
তাঁহারে লইয়া পুন কৃষ্ণে অন্বেষিতে।
চলিলা পাগলপ্রায় কান্দিতে কান্দিতে ॥
যাবৎ আছিলা জ্যোৎস্না তাবৎ চলিলা।
ঘোর অন্ধকার বন দেখিয়া ফিরিলা ॥
পুন যমুনার চর-পুলিনে আসিয়া।
লীলানুকরণ করে তাদাত্ম্য পাইয়া ॥
কেহ ত পূতনাবধ শকটভঞ্জন।
কেহ বস্ত্র তুলি ধরে গিরি গোবর্দ্ধন ॥
ইত্যাদি করিয়া লীলা কতক্ষণ করি।
কৃষ্ণবিরহের বেগ সহিতে না পারি ॥
উচ্চস্বরে কান্দে বহু বিলাপ করিয়া।
ঊর্দ্ধমুখে কৃষ্ণমুখচন্দ্র সঙরিয়া ॥
হে কৃষ্ণ হে গোপীনাথ মদনমোহন।
অবিলম্বে দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥
নবঘন জিনি রূপ শ্রীচন্দ্রবদন।
না দেখিয়া এই দেখ নিকাশে জীবন ॥
আমরা সুহৃদ তব ব্রজের রমণী।
গোপিকানন্দন ব্রজে নহ কি আপনি ॥
অতএব মো সবার মুখ নিরখিয়া।
দরশন দেহ নাথ করুণা করিয়া ॥ *
গোপীকার ক্রন্দন করুণা শুনি হরি।
আপনারে অপরাধী মানি শীঘ্র করি ॥
আইলা তথায় যথা গোপী প্রলাপয়ে।
সে যে চমৎকার রূপ বর্ণন না হয়ে।

মন্থর-গমনে আইসে, অঙ্গভঙ্গি রসরঙ্গে,
মন্দ মন্দ হসিতে বদন।
পীতাম্বর বনমালা, রুচি সুচিক্কণ কালা,
শোভা মনমথের মদন ॥
পরম সুন্দর রূপ, সুবিদগ্ধ রসকূপ,
নারীগণ-মন-মোহনীয়া।
চরণে নূপুর বাজে, নানা অভরণ সাজে,
রূপ কোটি মদন জিনিয়া ॥
দূরে হৈতে গোপীগণ, হেরি চমকিত মন,
চঞ্চল নয়ানে সবে চাহে।
দারিদ্রের হারাধন, পাইলে যথা হৃষ্ট মন,
প্রাণ যথা আইসে মৃতদেহে ॥
তেমতি শ্রীকৃষ্ণধন, পাইয়া গোপিকাগণ,
ধাইয়া চলিলা ঊর্দ্ধশ্বাসে।
কার আলুয়াইল কেশ, কার ছিন্নভিন্ন বেশ,
পড়ি গেল উত্তরীয় বাসে ॥
উন্মত্ত-পাগলী-প্রায়, শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে যায়,
প্রেমানন্দে বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই।
কেহ গিয়া কণ্ঠ ধরে, কেহ ধরে গিয়া করে,
কেহ ত বসন ধরে যাই ॥
কেহ আলিঙ্গন করে, কেহ পদ ধরি করে,
হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াইল।
করপদমে চুম্বন, করে কেহ ঘনেঘন
চর্ব্বিত তাম্বুল কেহ লৈল ॥
কোন শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী, ক্রোধাবেশে মুখশশী
ভ্রূকুটি করিয়া ভুরভঙ্গি।
নাসায় অঙ্গুলি দিয়া, শ্রীমুখে নয়নার্পিয়া
দূরে থাকি সহ নিজ সঙ্গী ॥

---

* প্রসন্ন হইয়া—পাঠান্তর।

বনে যে তেজিয়া গেলা, দুঃখ অপমান দিলা
তাহা মনে স্মরণ করিয়া॥
সহজে স্বভাব-বামা, উৎকুট-কুটিল-প্রেমা,
নানাবেশে রহে দাণ্ডাইয়া॥
ললিতা সুন্দরীসখী, তাহার পার্শ্বেতে থাকি,
কৃষ্ণরূপ সুখময় নিধি।
নয়ান-ঝারায় করি, হৃদয় মাঝারে ভরি,
অন্তরে হেরয়ে আঁখি মুদি॥
নিজ দেহ পাসরিয়া, সুধাসিন্ধু ডুবি গেলা,
ধ্যানে তদাকারবৃত্তি হৈলা।
বিশাখাদি সখীগণ, নিরখি শ্রীচন্দ্রানন,
চিত্র-পুত্তলিকা-প্রায় ভেলা॥
স্বভাব যেমন যার, মধ্যা প্রগলভা আর,
ধীরমধ্যা-আদি করি যত।
তেমতি সবার রীতি, স্বভাবত কৃষ্ণপ্রীতি,
প্রকাশিল সবার সেইমত॥
তার মধ্যে বামা অতি, সুমধ্যা-স্বভাব-মতি,
যেঁহ দূরে ভ্রূকুটি করিয়া॥
নয়ান অর্পিয়া রহে, মানে কিছু নাহি কহে,
তাঁর ভাবে সুখী কৃষ্ণ-হিয়া॥
অন্তরে আনন্দ-মতি, বাহ্যে তার কিছু রীতি,
প্রকাশিয়া অপরাধ মানি।
যোড়করে স্তুতি করি, আলিঙ্গয়ে হৃদে ধরি,
কৃষ্ণস্পর্শে জুড়াইল পরাণী॥
সর্ব্বদুঃখ গেল দূরে, ভাসি সুখসিন্ধুনীরে,
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়া রহিল।
ললিতাদি নিজগণ, হেরিয়া আনন্দ মন, *
প্রিয়সখী-সৌভাগ্য জানিল॥
তবে কৃষ্ণ হর্ষমনে, যতেক গোপিনীগণে,
রাস-বিলাস-হেতু লৈয়া।
চৌদিকে রমণীবৃন্দ, হেমময় সেই ইন্দু,
তার মধ্যে চলয়ে রসিয়া॥
পুলিন সুরম্য স্থান, বালুকার যত ভাণ,
তাহে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ।
ঝলমল শোভা করে, যাতে কৃষ্ণমন হরে,
তথা চলে হইয়া উল্লাস॥

* "পুলকমন"—পাঠান্তর।

গোপীগণ সবে মেলি, পুন ছাড়ি যাবে বলি,
কেহ বস্ত্র ধরে কেহ কর।
কেহ কেহ করে করে, মণ্ডলী করিয়া ধরে,
পাছে হায় হই পুনর্ব্বার॥

তবে কৃষ্ণ গোপী-সহ পুলিনে যাইয়া।
অদভুত রাসলীলা রচনা করিয়া॥
নাচয়ে গোপিকা-সহ ত্রিমণ্ডলী করি।
মধ্যে এক মূর্ত্তে নাচে রাধা-সহ হরি॥
ত্রিমণ্ডলী পংক্তি তার অদ্ভুত কথন।
অতি চমৎকার তার না হয় বর্ণন॥
দুই দুই গোপী মধ্যে কৃষ্ণ এক এক।
সর্ব্বগোপী-মধ্যে কৃষ্ণ প্রত্যেক প্রত্যেক॥
অসংখ্য গোপিকা শত কোটি শঙ্ক মাত্র।
অসংখ্য-প্রকাশে কৃষ্ণ বিহরে সর্ব্বত্র॥
এইমত ত্রিমণ্ডলী প্রিয়াগণ সনে।
মণ্ডলীর মধ্যে হয় মঞ্জরীর গণে॥
দাসিকাদি করি নানা বাদ্যযন্ত্র লৈয়া।
বাজায় সুতার বাদ্যে আনন্দিত হিয়া॥
এইমত চমৎকৃত মণ্ডলী বান্ধিয়া।
অলাতচক্রের ন্যায় নাচয়ে ভ্রমিয়া॥
বর্ত্তুল-আকার তিন মণ্ডলীতে হরি।
গোপীসঙ্গে নাচে নানা রঙ্গরস ভরি॥ *

গোপী মাঝে মাঝে, শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে,
সে শোভা কহা নাহি যায়।
হেমেতে জড়িত মহামরকত,
যথা শোভে মণিচয়॥
নাগরী সমূহ, নগেন্দ্রের সহ,
বাহু দিয়া বাহুমূলে।
নাচে নানা রঙ্গে, রসের তরঙ্গে,
মুরজ-মৃদঙ্গ তালে॥
নূপুর কিঙ্কিণী, বলয়ার ধ্বনি,
সুমধুর কোলাহলে।
বীণা-বেণু-গান, শ্রুতি রসায়ন,
দুকূল রাসমণ্ডলে॥

* "করি"—পাঠান্তর।

স্বর্ণ-পদমিনি, নাগরী রঙ্গিণী,
স্বাভিযোগ রঙ্গরসে।
ভুরূভঙ্গি করি, নাচয়ে সুন্দরী,
বদনে মুচকি হাসে॥
ছলছুতা করি, রসিকা নাগরী,
দেখায় উরজ-পাশ।
রসিক নাগরে, লুবধ ভ্রমরে,
করয়ে আপন বশ॥
হরিসুখ দিতে, মন্দ মন্দ বাতে,
উড়ায়ে উরজ-বাস।
সে সব হেরিয়া, নাগরের হিয়া,
উঠয়ে মদন ত্রাস॥
চুম্ব-আলিঙ্গন, বদনে বদন,
অর্পিয়া পুলক হিয়া।
চিবুক ধরিয়া, নাগর রসিয়া,
চর্ব্বিত তাম্বুল দিয়া॥
নাচিতে নাগরী,— গণের কবরী,
আলুয়াইয়া পড়িতেছে।
যতন করিয়া, মুঠেতে ধরিয়া,
সাপটিয়া বান্ধি দিছে।
হাস পরিহাস, রসের উল্লাস,
আনন্দে মগন হিয়া।
মধ্যে রাধাশ্যাম, অতি অনুপাম,
নাচয়ে কর ধরিয়া॥
গৌরাঙ্গী সুন্দরী, সোণার পাগরী,
রসময়ী ইন্দুমুখী।
পরম রসিলা, হাব-ভাব লীলা,
করি শ্যামে করে সুখী॥
যত দেবগণ, পুষ্প বরিষণ,
আকাশ হইতে করে।
দেবীগণ যত, হেরিয়া মূর্চ্ছিত,
দগধ মদন-শরে॥
স্বয়ং লক্ষ্মী আসি, সে লীলা প্রশংসি,
মদন-মোহন সনে।
বিহার করিতে, উৎকণ্ঠিত চিতে,
প্রার্থয়ে শ্রীকৃষ্ণস্থানে॥
ব্রজে স্বমাধুর্য্য, কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য,
নাহি ব্রজবাসীগণে।
যাতে গোপীগণ, হয়ে কৃষ্ণমন,
নাহিক ঐশ্বর্য্য-কণে॥

ব্রজের অনুগা,— তার সে সুভগা,
বিনা ব্রজে অধিকার।
কখন না হয়, ব্রজ নাহি পায়,
সে রস না মিলে তায়॥
অতএব হরি, বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী,
লক্ষ্মীরে উপেক্ষা কৈল।
অভিমানে দেবী, মনে দুঃখ ভাবি,
তাহে তপ আচরিল॥
অদ্যাপি শ্রীবনে, অতি সুনির্জ্জনে,
তপ করে লক্ষ্মী দেবী।
নয়নযুগলে, ভাসে প্রেমজলে,
শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভাবি॥
ইহাতে বুঝহ, গোপিকার সহ,
কতেক পিরীতি হরি।
বিহার করয়, সুখ আস্বাদয়,
প্রেমময় রসে ভরি॥
অতি অনুপম, বৃন্দাবনধাম,
ত্রিজগতে একসার।
তার মধ্যে অতি, পুলিন খেয়াতি,
যথায় রাসবিহার॥
পরম মহিমা, নাহি হয় সীমা,
শ্রীকৃষ্ণ-সুখদ স্থান।
কল্পাবধি রাস, করিলা বিলাস,
জানিলা নিশি-সমান॥
কৃষ্ণদাস চিতে, শরণ লইতে,
চাহে শ্রীপুলিন রজে॥
দুরন্ত কর্ষায়, লৈতে নাহি দেয়,
দৃঢ় দেহাসক্তি কাজে॥

নিকটে শ্রীনিধুবন পরমনির্জ্জন।
তাহার মহিমা গুণ শ্রবণরঞ্জন॥
কল্পলতামণ্ডপ শোভিত চারিপাশে।
মধ্যে রত্নগৃহ কোটি সূর্য্যের প্রকাশে॥
দুয়ার অষ্টক তাহে তোরণ সুন্দর।
মণিতে নির্ম্মিত শোভে মুকুতা ঝালর॥
জরির বিছানা মনোহর সুদর্শন।
স্বর্ণের লতিকা ফুল পরম মোহন॥
কমল বালিশ মণি স্বর্ণেতে জড়িত।
ঝাম্পা লটকিছে তাহে হেরি হরে চিত॥

গৃহমধ্যে শোভয়ে পরম চমৎকার।
রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে করয়ে বিহার॥
রাধিকার বেশ বনাইল কৃষ্ণচন্দ্র।
তাহা হেরি সখীগণ পাইলা আনন্দ॥
চিরুণি লইয়া করে কেশ আঁচড়িল।
লোটন বান্ধিয়া মল্লিকার মালা দিল॥
কস্তূরীর পত্রবল্লী হৃদয়ে লিখিল।
মণি মুক্তা হার হীরা কণ্ঠে পরাইল॥
নয়ানে কজ্জল নাসে তিলক সুন্দর।
চিবুকে কস্তূরীবিন্দু দিল মনোহর॥
সিঁথায় সিন্দুর নাসে মতি পরাইয়া।
পুনঃপুন হেরে মুখ মোহিত হইয়া॥
করেতে কঙ্কণ আদি চরণে নূপুর।
পরাইয়া অঙ্গে লেপে চন্দন কর্পূর॥
আপনি সাজায় পুন আপনি হেরয়ে।
চন্দ্রসুধাপানে যেন চকোর মাতয়॥
সখীগণ বদনে বসন দিয়া হাসে।
সুধামুখী সুলজ্জিত মুখ পানে বাসে॥
ঈষৎ হাসিয়া সখীগণ পানে চাহে।
সে শোভা হেরিয়া কৃষ্ণ অনিমিখে রহে॥
দুজনার ভঙ্গি হেরী দুজনে মোহিত।
সখীগণ তাহা হেরি হৈল চমকিত॥
সখীগণ আনন্দউল্লাসরসে ভরি।
উঠায় কৌতুক এক সুরঙ্গ মাধুরী॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহ বিবাহ-ঘেটন।
হাসি হাসি করে সবে পরম মোহন॥
মস্তকে টোপর কৃষ্ণে বর সাজাইয়ে।
দাঁড় করাইল আনি ছাটনিতলায়ে॥
গাঁঠি-ছড়া বান্ধি দেয় দোঁহার বসনে।
হুলুহুলু ধ্বনি করে কোন গোপীগণে॥
মাল্য বদল করি দোঁহা-গলে দেয়।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে কেহ কার গায়॥
অন্তরে কিশোরীজীর পরম আনন্দ।
বাহ্যে রোষ করি সখীগণে কহে মন্দ॥
হা রে ছার পামরি পরপুরুষচারিণি।
কলঙ্কিনি নির্লজ্জা কুলের খাঁকারিণি॥
তোরা গিয়া বিভা পরপুরুষেতে কর।
মুই কুলবতী হই যাই নিজ ঘর॥
বসনের গাঁঠি মোর খসাইয়া দে।
ধর্ম্ম বাঁচাইয়া মুই গৃহে যাই যে॥
বনে আনি নিজ মনস্কাম পুরাইলি।
কুলের রমণী মোর কুলে দিলি কালী॥
আর ত তোদের সঙ্গে কোথাও না যাব।
তোমা সবার রীত ঘরে যাইয়া কহিব॥
এত শুনি সখিগণ কহয়ে মুচকি।
তুমি কুলবতী সতী বটে বটে সখি॥
কালিয়ার অঙ্গসঙ্গে পতিব্রতা হৈলে।
এখনি করিয়া ব্রত কুঞ্জ হৈতে আইলে॥
লজ্জিত হইয়া প্যারী বদন ফিরায়ে।
কৃষ্ণ প্রানন্দিত সেই ভঙ্গি দেখায়ে॥
বর সাজি সখীমাঝে দাঁড়ায়া আপনে।
কৌতুকী হইয়া চাহে বঙ্কিম নয়ানে॥
প্রণয়কোন্দল শুনি সখিগণ-সহ।
প্রেমানন্দে অশ্রু কম্প পুলকিত দেহ॥
রাধাকৃষ্ণ বিবাহমঙ্গল-গান করি।
সখীগণ নাচয়ে চৌদিক ফিরি ফিরি॥
ক্রোধভঙ্গি করি ঘরে চলি যায় প্যারী।
ফিরাইয়া আনে গিয়া কেহ আগুসারি॥
ললিতা ভর্ৎসয়ে ভঙ্গি করি সখীগণে॥*
মুচকি হাসিয়া কহে মটকি নয়ানে॥
মোর প্রিয়সখীর সহিত করি বাদ।
শ্রীনন্দনন্দন-সাতে দেহ পরিবাদ॥
এত কহি গাঢ় আলিঙ্গন সখীসনে।
করি প্রেমানন্দে দোঁহে হৈলা অচেতন॥
কুঞ্জগৃহে কৃষ্ণসনে প্যারীরে লইয়া।
আনন্দিত হৈল সবে বামে বসাইয়া॥
পরম আনন্দ নিধুবনেতে হইল।
বিবাহকৌতুক এক বড় রস হৈল॥
সেই নিধুবন মোরে কৃপাদৃষ্টি কর।
স্বরূপ প্রকাশি মোর হৃদয়ে বিহর॥
বৃন্দাবনে গহ্বর বন রাধাবাগ।
পরম শোভিত হেরি জন্মে অনুরাগ॥
পরে দাবানলকুণ্ড দাব অগ্নি পান।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজগণে কৈল ত্রাণ॥
উত্তরে বরাহদেব গরুড় সহিত।
পরে শ্রীসৌভরি-মুনির আশ্রম শোভিত॥
কালিহ্রদ হয়ত পরম মহাতীর্থ।
পূর্ব্বতীরে কদম্বের বৃক্ষ স্থিত নিত্য॥

* "শোভন"—পাঠান্তর।

যে কদম্ববৃক্ষ হৈতে কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়া।
নৃত্য কৈল কালি'নাগের মাথায় চড়িয়া॥
রাত্রে সেই বনমধ্যে নন্দরাজ-আদি।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল কৈল কূপ খুদি॥
নন্দকূপ নাম তার অদ্যাপি বিরাজে।
সর্প হৈতে কৃষ্ণ ছাড়াইলা নন্দরাজে॥
প্রবোধানন্দ-সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গগুণ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থেব বর্ণন॥
আর শ্রীলবৃন্দাবন শতক যে নামে।
করিলে যেঁহ যাতে সাধুমন রমে॥
সেই সরস্বতী গোস্বামীরে যে সমাধ।
তথা কালি দমন লীলা করেন আস্বাদ॥
কালিয়দমনমূর্ত্তি তথাই প্রকাশ।
শ্রীঅঙ্গে বেষ্টিত হয় কালি'নাগ-পাশ॥
হেরিয়া বন্ধন সেই বিদরয়ে হিয়া।
নাগপত্নী স্তুতি করে চৌদিক বেড়িয়া॥
দ্বাদশ আদিত্য টীলা তাহার নিকটে
দ্বাদশ আদিত্য আইলা যমুনার তটে॥
হ্রদ হৈতে কৃষ্ণ যবে উঠিয়া টীলাতে॥
অতিশয় শীতে অঙ্গ লাগিল কাঁপিতে॥
দ্বাদশ সূর্য্য কৃষ্ণসেবার কারণ।
আসি তাপ দিয়া কৈল শীতনিবারণ॥
দ্বাদশ আদিত্য টীলা তাহাতে খেয়াতি।
দ্বাদশ আদিত্যঘাট যমুনার তথি॥
আদিত্যের তাপে পুন ঘর্ম্ম যে হইল।
স্রোতে বহি ঘর্ম্ম গিয়া যমুনায় মিলিল॥
প্রস্কন্দন নামে মহাতীর্থ হৈল সেই।
জবাটবী তাহার কিঞ্চিৎ দূরে যাই॥
শ্রীমতীর সূর্য্যপূজা জবাপুষ্পোদ্যান।
কৃষ্ণ সহ তথা হয় নবীন মিলন॥
দ্বাদশ আদিত্য টীলা উপরি গোস্বামী।
শ্রীল-সনাতন স্থান যেই লোকস্বামী॥
মহাপ্রভু তথা জগদানন্দেরে পাঠাইলা।
প্রভুর কারণ স্থান তথায় করিলা॥
তথা শ্রীমন্মদনমোহন প্রকটিলা।
শ্রীমন্‌সনাতনে মহা কৃপা প্রকাশিলা॥
গোসাঞির সমাজ হয় নিকটে তাহার।
কৃষ্ণপ্রেমস্ফূর্ত্তি হয় দর্শনে যাহার॥
টীলার পূর্ব্বেতে যে অদ্বৈতবট নাম।
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যথা করিলা বিশ্রাম॥

তথায় অদ্বৈত প্রভুর মূর্ত্তির প্রকাশ।
অনেক করেন ভাগবতগণ বাস॥
যুগলঘাট নাম তার পূর্ব্বদিকে হয়।
যুগলকিশোর শ্রীমন্দিরে বিরাজয়॥
পরেতে বিহার ঘাট বনভূমি আসি।
গোপী সহ বিহরিল বৃন্দাবনশশী॥
পূর্ব্বেতে ধুসরঘাট তপস্বীর বেশে।
সখাসঙ্গে ক্রীড়া কৈল কৌতুক-আবেশে॥
তীরে আমলীর বৃক্ষ পুরাতনী হয়।
তলে বসি রাধা নাম শ্রীকৃষ্ণ জপয়॥
দূরেতে ভ্রমরঘাট তীরে পুষ্পোদ্যান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বহু কদম্বের বন॥
বনবিহারে সমে রাধাঙ্গসৌরভে।
অলিগণ পুষ্প ভ্রান পড়ে মধুলোভে॥
পাণিতল দিয়া ধনী নিবারিতে চাহে।
কমল বলিয়া পুন বৈসে গিয়া তাহে॥
ভয়ে ভীত অলিগণ নিবারিতে নারি।
কৃষ্ণের বসনাঞ্চলে লুকাইয়া গৌরী॥
তাহে আনান্দিত হৈল কৃষ্ণচন্দ্র হিয়া।
চুম্বন করিল কত চিবুক ধরিয়া॥
ভ্রমরঘাটেতে প্যারীসঙ্গে কত রঙ্গে।
রসের লতিকা সব সঙ্গীগণ সঙ্গে॥
পরে কেশিঘাট তথা কেশিদৈত্য মারি।
অঙ্গমার্জ্জনাদি কৈল যে ঘাটে উতারি॥
ধীর সমীরণ তস্ত পরে সুশোভন।
শীতল সুস্নিগ্ধ বহে মলয়াপবন॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণবিহারের অতি প্রিয়স্থান।
মণিকর্ণিকার ঘাট কদম্বের বন॥
শ্রীমন্‌ গৌরিদাস যেঁহ পণ্ডিত গোসাঞি।
যাঁর বশীভূত শ্রীমন্‌ গৌরাঙ্গ নিতাই॥
তাঁহার সমাজ আর শ্যামরায়জীর।
বিরাজয়ে সেই শুভ শ্রীধীরসমীর॥
তথা আন্ধারিয়া বট লুক্‌লুকানি খেলা।
ছলে রাধা কৃষ্ণসনে বিহার করিলা॥
শ্রীমন্‌ আচার্য্য প্রভু চৈতন্য অভেদ।
যাঁহার আশ্রয়ে ভবগ্রন্থি হয় ছেদ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ অবশ্য মিলয়।
বৃন্দাবনে গোবিন্দের পূর্ব্ব আজ্ঞা হয়।
যেহ লক্ষ গ্রন্থি লৈয়া গৌড়দেশ গেলা।
ব্রজমাধুর্য্য প্রেমভক্তি লোকে প্রচারিলা॥

তাঁহার সমাজ তথা সুন্দর বিরাজে।
আর ছয় চক্রবর্ত্তী সেই পুরীমাঝে॥
শ্রীরাধামাধবজীউ কৈশোর মূরতি।
জয়দেব ঠাকুরের পরম পিরীতি॥
আসিতে চাহিলা তেঁহ ব্রজে নিজধাম।
ছোট হৈলা সেবকের পুরাইতে কাম॥
জয়দেব ঝুলির ভিতর করি নিয়া।
বৃন্দাবন আসি ধীরসমীরে স্থাপিয়া॥
জয়পুরের রাজা নিয়া গেলা নিজস্থলে।
সেবা কৈলা পরে তাঁর সিদ্ধিপ্রাপ্তি-হৈলে॥
তাঁহার মন্দির ধীরসমীরে আছয়।
প্রতিবিম্ব-মূর্ত্তি সে মন্দিরে বিরাজয়॥
অগ্রে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর।
সমাজ তথায় রহে সাধুগণ ধীর॥
পরে শ্রীলবংশীবট পরম মহিমা।
যার গুণকীর্ত্তনে নাহিক হয় সীমা॥
মণিকর্ণিকার ঘাট তাহার নিকটে।
মুনিকন্যাগণ স্নান করি বৈসে তটে॥
উপরে গোবিন্দবট কৃষ্ণশখাসঙ্গে॥
ক্রীড়ারস কৌতুক করয়ে নানারঙ্গে।
ঈশানে শ্রীমহাদেব গোপেশ্বর নাম।
যাঁহার দর্শনমাত্রে পূরে সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণসনে সখাভাবে নৃত্য যেঁহ কৈলা।
গোস্বামীরে কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে কহিলা॥
পরেতে পুলিনে হয় মহারাসস্থলী।
শত শত সাধু সন্ত রহে কুতুহলী॥
তথায় গমনমাত্র জন্ময়ে বিরতি।
তৎক্ষণাৎ পায় সেই কৃষ্ণভক্তিশক্তি॥
দিবানিশি স্থানে স্থানে হরিসংকীর্ত্তন।
হইতেছে শ্রীল ভগবতের পঠন॥
চৌদিক্ বেড়িয়া কৃষ্ণসেবা দেবালয়।
নানামহোৎসব যাত্রা নিতি নিতি হয়॥
জ্ঞানগুধরি নাম করি কেহ কহে।
নিকটে গভীর বন মন হরে তাহে॥
দ্বাপরযুগের বৃক্ষ নৌতুনের ন্যায়॥
বনশোভা চমৎকার নানা পক্ষ পায়॥
দরশনমাত্র হয় কৃষ্ণ উদ্দীপন।
সাধুকৃপা বিনে তাহা নহে দরশন॥
পরে রাধাবাগ পূর্ব্বে পাণিঘাট দূরে।
কত দেবালয় কহি গ্রামের ভিতরে॥

অনন্ত অপার সব কহা নাহি যায়।
কিঞ্চিৎ কহিব যাহা স্ফুরয়ে জিহ্বায়॥
গদাধর চৈতন্য সুন্দর দরশন।
অতিচমৎকার রূপ পাষণ্ডদলন॥
শ্রীনৃসিংহদেব আর শ্রীনয়নানন্দ।
জানকীরমণ রাধা গোকুল-আনন্দ॥
শ্রীরাধাবিনোদ দুই সেবা গোস্বামীর।
শ্রীল লোকনাথ যেঁহ পরম সুধীর॥
মহাপ্রভু কৃপা করি দাস গোস্বামীরে।
গোবর্দ্ধন শিলা দিলা সেবা করিবারে॥
সেই শিলা অদ্যাপি গোকুলানন্দে হয়।
বংশীবদনরূপে দেখাইলা তায়॥
লোকনাথ-গোস্বামীর সমাজ তথায়।
যাঁর শিষ্য শ্রীমন্ ঠাকুর মহাশয়॥
শ্রীরাধারমণজীউ ভুবনমোহন।
অলৌকিক রূপ চমৎকার দরশন॥
শ্রীমন্ গোপালভট্ট গোস্বামীর গুণে।
শালগ্রাম হইতে রূপ প্রকাশে আপনে॥
শ্রীল গোপীনাথজীউ বৃন্দাবনাধীশ।
শ্রীরাধা জাহ্নবীজীর জীবনের ঈশ॥
শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামীর যে সমাধ।
তথাই দর্শনে ঘুচে মনের বিষাদ॥
জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীজীর কুঞ্জ।
প্রভুর পার্ষদ যেঁহ মহিমাতে পুঞ্জ॥
বিল্বমঙ্গলজীর আমলীতলা স্থান।
যথায় পাইলা সাধু কৃষ্ণদরশন॥
ব্রহ্মকুণ্ড তথা ব্রহ্মা তপস্যা করিলা।
চৌদিক বেড়িয়া সাধুগণ বাস কৈলা॥
দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দূরে গৌরাঙ্গ নিতাই।
কাঙ্গালের প্রভু করি কহয়ে সবাই॥
কুণ্ডের উত্তরে হয় অশোকের বৃক্ষ।
বৈশাখমাসের যে দ্বাদশী শুক্লপক্ষ॥
বহু পুষ্পগুচ্ছা তাহে হয় বিকসিত।
সাধুর প্রত্যক্ষ হয় অন্যে অবিদিত॥
ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাজী উঠিলা।
এবে কাম্যবনে যেঁহ যাইয়া রহিলা॥
রাজা জয়সিংহ জয়পুরে লৈয়া যায়।
কাম্যবন গিয়া তথা বিশ্রাম করয়॥
রাত্রে রহি প্রাতঃকালে গমন উদ্বেগে।
লইয়া যাইতে চাহে তুলি রথযোগে॥

উঠাইতে নাহি পারে দশজনে ধরি।
যাবার বাসনা নহে হইলেন ভারী॥
আশয় বুঝিয়া রাজা নিরস্ত হইল।
তথায় মন্দির আদি বানাইয়া দিল॥
সেই হৈতে বৃন্দাজীউ রহে কাম্যবনে॥
গৌরাঙ্গী সুন্দরী চান্দ ঝলকে বদনে॥
যোগপীঠ উত্তরে শ্রীগোপাল আছিলা।
ছোট বিপ্রে কৃপা করি সাক্ষী দিতে গেলা॥
ওড্রদেশে অদ্যাবধি বিরাজ করয়।
সাক্ষীগোপাল বলি খ্যাতি তার হয়॥
যোগপীঠে তাঁহার যে মন্দির অদ্যাপি।
আছয়ে বৈষ্ণবগণ তাহে সেবা স্থাপি॥
দক্ষিণে শ্রীহনুমান্ গোবিন্দের দ্বারী।
তাঁহার মহিমা অতি চমৎকারকারী॥
একদিন অঙ্গে ঘর্ম্ম বাহিয়া চলিল।
তাহা দেখি ভয়ে লোক কম্পান্বিত হৈল॥
পরে বৃন্দাবনে কালযবন আইল।
কতল করিয়া লোক মারিতে লাগিল॥
দুর্বৃত্তদলন শ্রীল বীর হনুমান্।
পরমদয়াল সাধুস্বভাব মহান্।
ব্রজবাসিজনে হিংসা করে দুরাচার।
দেখিয়া করিলা এক শবদ চীৎকার॥
প্রচণ্ড চীৎকার সিংহনাদ শব্দ শুনি।
যবন কতকগুলা মরিল অমনি॥
পলাইয়া কতকগুলা গেল দেশান্তর।
ব্রজবাসী সুস্থ হৈল গেল বিঘ্ন ডর॥
পূর্ব্বেতে সমাধিকুঞ্জ সুন্দর প্রাচীন।
সমাজ শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামীর॥
যাঁর নামে মিলে কৃষ্ণ ভকতি রতন।
পরম দয়ালু যেঁহ পতিতপাবন॥
কাশীশ্বর গোস্বামীজী তাহার বামেতে।
প্রভুর সতীর্থ যেঁহ পিরীতি প্রভুতে॥
মোক্ষ হরিদাস গোসাঞি তাহার দক্ষিণে।
এবং যে সমাজ বহু গোস্বামীর গণে॥
পূর্ব্বে বেণুকূপ সখাগণের সহিতে।
তৃষ্ণাতুর হৈলা কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে॥
বেণুর কৌশল ধ্বনি করিলা তখন।
কূপ প্রকাশিয়া তথা কৈল জলপান॥
বেণুকূপ তার নাম রহয়ে প্রকট।
তাহার দক্ষিণে স্থান নাম রজবাটী॥

সখাসঙ্গে মল্লযুদ্ধ করি তথা-গেলা।
নিকটে চরণকূপ চরণে খুদিলা॥
তথায় ওলালডাঙ্গা করি খ্যাত স্থান।
ওলাল খেলিলা তথা সহ গোপীগণ॥
তাহার কিঞ্চিৎদূরে এক বৃক্ষ হয়।
কাটিবার হেতু কেহ চোট দিল তায়॥
অস্ত্রের আঘাতে রক্ত দেখিতে লাগিল।
ভয়ে না কাটিল আর বিস্ময় হইল॥
রাত্রে স্বপ্নে কহে বৃক্ষ মুই বহু জন্মে।
আরাধনা করি বাস কৈনু ব্রজভূমে॥
হিংসা না করিহ মোর করিনু মিনতি।
এমত জানিবে ব্রজে যত বৃক্ষজাতি॥
দাক্ষণে গোবিন্দকুণ্ড মহিমা অপার॥
রাধাকৃষ্ণ-বিহারের স্থান মনোহর॥
নারদ-ঠাকুর বৃন্দাবনজীর আজ্ঞায়।
স্নান করি গোপীরূপ হইলা তথায়॥
গোপীর আবেশে নিজ পূর্ব্ব পাসরিলা।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখিতে পাইলা॥
নিভৃত-নিকুঞ্জ পুরে অতি রমণীয়।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই স্থান অতিপ্রিয়॥
নিতানি বিহার তাতে অনুভব হয়।
প্রাতে পুষ্পশয্যা ছিন্নভিন্ন দেখা যায়॥
তার পূর্ব্বে ব্যাসঘেরা নির্জ্জন কানন।
তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু-দরশন॥
নিকটে শ্রীপৌর্ণমাসী যোগমায়া হন।
কৃষ্ণলীলা-অনুকূল অপূর্ব্ব দর্শন॥
(তথায় চিড়িয়া-কুঞ্জ শ্রীনন্দনন্দন।
সাধ করি সখা-সহ চিড়িয়া পালন॥
কুঞ্জবিহারি-জীউ অপূর্ব্ব দর্শন।)
পরে শ্রীগোবিন্দকুঞ্জ পরমমোহন॥
গোলকুঞ্জে রঘুনাথ-ভট্ট যে গোসাঞি।
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন সদাই॥
উত্তরে শিঙ্গারবট পূর্ব্ব যে কথিত।
পার্শ্বে শ্রীলোটনকুঞ্জ পরমমহত্ত্ব॥
শ্রীরাধিকা মান করি তথায় আসিয়া।
পড়িয়া রহিলা ভূমে কেশ আলুয়াইয়া॥
কৃষ্ণ আসি আদর করিয়া উঠাইয়া।
আপন হস্ততে দিলা লোটন বান্ধিয়া॥
নিকটে শ্রীজীবগোস্বামীর প্রাণধন।
রাধা-দামোদররূপ পরমমোহন॥

গোস্বামীরে কৃষ্ণচন্দ্র করুণা করিয়া।
নিজ পদচিহ্ন দিলা শিলাতে ধরিয়া॥
অদ্যাপি তাঁর সেবা শ্রীমন্দিরে হয়।
ভাগ্যবান্ লোক সব যাইয়া দেখয়॥
শ্রীরূপ-শ্রীজীব-গোসাঞি গুরু-শিষ্যে।
দুই পার্শ্বে দোঁহাকার সমাজে প্রকাশে॥
রূপ-গোস্বামীর পদ ধৌত স্থান কয়।
তার রজ-স্পর্শ অতি ভাগ্যেতে মিলয়॥
নিকটে আছেন চেকুলা শ্রীরাধামাধব।
বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর বড়ই প্রভাব॥
পরে আমলীতলা যথা পতিতপাবন।
গৌরাঙ্গ বসিলা যবে আইলা বৃন্দাবন॥
অদ্যাপি সে আমলী-বৃক্ষ আছে বর্ত্তমান।
মহাপ্রভু তার তলে পরমশোভন॥
ষড়্ভুজ মহাপ্রভু তথায় বিরাজে।
দূরে শ্যামসুন্দর কিশোরী সহ রাজে॥
নৈঋতে শ্রীমহাদেব বনখণ্ডি স্থান।
বৃন্দাবনে বাস করি আনন্দে মগন॥
দূরে গিয়া যোগপীঠ গোবিন্দ আলয়।
মন্ত্রময়ী ধ্যান যথা সাধকে করয়॥
চতুর-শিরোমণি আদি বহু দেবালয়।
অসংখ্য গণন সব কহা নাহি যায়॥
নিভৃত-নিকুঞ্জ-বন পরমমোহন।
একদিন কৃষ্ণ তাহে করি আগমন॥
প্যারী আগমন পথ করি নিরীক্ষণ।
বৃন্দার সহিত কহে কথোপকথন॥
কথায় কথায় নিদ্রা আকর্ষণ হৈল।
অলসে বালিশে হেলি তথা ঘুমাইল॥
হেনকালে সখীসঙ্গে প্যারীজী আইলা।
কৃষ্ণমুখচন্দ্র হেরি আনন্দিত হৈলা॥
নিঃশব্দ করিয়া কৃষ্ণপার্শ্বেতে বসিয়া।
সখীসহ মৃদু মৃদু মুচকি হাসিয়া॥
কৃষ্ণের করেতে হৈতে মুরলী লইল।
হৃদয়ে রাখিয়া প্রেম-আনন্দে ভাসিল॥
পুন করে ধরি দেখে উলটি পালটি॥
স্মরণ করিয়া তাঁর গান পরিপাটী॥
যে মধুর-গানে কুলবতীর কুল নাশে।
রহিতে না দেয় মো-সবারে গৃহবাসে॥
লোকলজ্জা ছাড়াইয়া বনে আকর্ষয়।
তোমারি এ গুণ তুমি ভুবন-বিজয়॥
এতেক ভাবিয়া কিছু কহয়ে সুন্দরী।
তুষ্ট হৈনু তোমার এ সব গুণ হেরি॥
অতেব তোমারে কিছু আশীর্ব্বাদ করি।
যাহা হৈতে আমা-সবার মঙ্গল বিচারি॥
যশোবন্ত হও তুমি নিশ্ছিদ্র হইয়া।
আর মৃদুস্বর হও মুখর ঘুচিয়া॥
হৃদয় তোমার পুর হউক বাটিতি।
অন্তরের কোর যাউ সুখে কর স্থিতি॥
অচিরাৎ এ সব মঙ্গল যে হউক।
সর্ব্বছিদ্র নাশি নিধি প্রসন্ন হউক॥
তোমার হৃদয় পুর হৈলে সবাকার।
মঙ্গল যে হয় থাকে ধর্ম্মের বিচার॥
তাহা শুনি বৃন্দাজিউ হাসিয়া কহয়।
বড় ত করিলে তুমি আশীষ উহায়॥
হৃদি পুর ছিদ্রনাশ মৃদুস্বর হৈলে।
তবে কি উহার তুমি বংশীত্ব রাখিলে॥
জাগিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনি আনন্দিত।
প্যারী-মুখচন্দ্র হেরি পুলকিত চিত॥
হাস-পরিহাসে বড় কৌতুক হইল।
রাধাকৃষ্ণে মিলি প্রেমসাগরে ভাসিল॥
নিভৃত-নিকুঞ্জ-বনে সদাই বিহার।
অতএব তাঁহার যে মহিমা অপার॥
সংক্ষেপে কহিল বৃন্দাবন-গুণগান।
কিঞ্চিৎ মহিমা আর করিব বর্ণন॥
শাস্ত্রের শাসন কতকগুলি এবে লিখি।
বিজ্ঞতম জন ইহা বুঝিবে নিরখি॥
ভাষা-অর্থ লিখিতে যে পুস্তক বাড়য়।
যে-হেতুক কেবল লিখিনু শ্লোকচয়॥

শ্লোকাঃ—

বৈকুণ্ঠং কোটিকোটিপ্রগুণিতমপি নো যদ্রজোলেশ-মাত্রং,
প্রোন্মীলৎসৌভগং তন্নবমপি লভতে শুদ্ধভাবোজ্জ্বলায়াঃ।
কুর্ব্বীরন্ ভক্তিকোটীর্ভগবতি নু তথা-প্যদ্ভুতপ্রেমমূর্ত্তেঃ,
শ্রীরাধায়া অতর্কৈরতিদুরধিগমাং নৌমি বৃন্দাটবীং তাম্॥

যে বৃন্দাবনে রজঃকণা হইতে অসীম সৌভাগ্য-মহিমা প্রোন্মীলিত হইতেছে, বৈকুণ্ঠকে কোটি কোটি

গুণে গুণান্বিত করিলেও যে বৃন্দাবনের সেই রজঃকণার কণামাত্রও লাভ করিতে পারে না, আর শ্রীকৃষ্ণভক্তির কোটি রূপের অবতারণা করিলেও যে বৃন্দাবন অদ্ভুত প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধার অভক্তবৃন্দের পক্ষে অতীব দুর্গম, সেই বৃন্দারণ্যকে কোটি নমস্কার।

রে রে সংসারমগ্নাঢ়া। শিক্ষামেকান্ততঃ শৃণু।
যদীচ্ছসি সুখং সাম্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে॥
যদীচ্ছেঃ পারসংসারং বহির্ব্রং মাথুরং কুরু।
নৌকা সা প্রেরকঃ কৃষ্ণো ভোঃ শিবে! পারকারকঃ॥
অহো লোকো মহানন্ধো নেত্রযুক্তো ন পশ্যতি।
মাথুরে বিদ্যমানেঽপি সংসৃতিং ভজতে সদা॥
মানুষীং যোনিমতুলাং লব্ধা ভাগ্যাত্ত যোগতঃ।
বৃথৈবায়ুর্গতং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাপুরী॥
তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবি মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা॥

রে সংসারমুগ্ধ ধনি। অন্ততঃ মদীয় একটি উপদেশ মনোযোগ পূর্ব্বক আকর্ণন কর। যদি অপার সুখলালসা কর, তবে মধুপুরে অবস্থিতি কর। যদি দুস্তর ভব সাগর পার হইতে চাও, তবে মথুরাপুরীকেই তরণী কর। মথুরাপুরী ভবসাগর পারের একমাত্র নৌকাস্বরূপ এবং শ্রীহরিই উহার কর্ণধার। মথুরাপুরী বিদ্যমান থাকিতেও জগজ্জন চক্ষুষ্মান্ হইয়াও মোহান্ধতা নিবন্ধন সংসারকেই সর্ব্বদা ভজনা করে; যাহারা মথুরা-পুরী দর্শন না করিয়াছে, তাহাদের আয়ু বৃথাই ক্ষয় হইয়াছে। হে দেবি! মথুরার যে কোন তীর্থে, গৃহে, চত্বরে, পথে বা যেখানে সেখানে মৃত্যু হইলে জীবগণ যে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিনা সাংখ্যেন যোগেন বিনা স্বাত্মবিচিন্তনম্।
বিনা ব্রততপোদানৈঃ শ্রেয়ো বৈ প্রাণিনামিহ॥
"মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরামহম্।
ইতি যস্য ভবেদ্‌বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥
সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ।
অপমৃত্যবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ॥
ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ॥"
শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্॥

সাংখ্য, যোগ, স্বরূপ-আত্ম-চিন্তা, ব্রত, দান ও তপস্যা বিনা এই মথুরাধামে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। "আমি মথুরায় বাস করিব," "আমি মথুরায় যাইব," যাঁহার মনে এইরূপ বুদ্ধির উদয় হয়, তিনিও ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হন; এই মথুরাধামে সর্পদষ্ট, পশু কর্ত্তৃক নিহত, অগ্নিদগ্ধ ও জলনিমগ্ন হইয়া যাঁহাদের অপমৃত্যু হয়, তাঁহারাও বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ত্রৈলোক্য-মধ্যবর্ত্তী সমুদায় তীর্থের সেবা করিয়াও যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, মথুরা ভূমি স্পর্শমাত্রই পরম আনন্দময়ী প্রেমসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। শ্রুত, স্মৃত, কীর্ত্তিত, বাঞ্ছিত, প্রেক্ষিত, গত, স্পৃষ্ট, আশ্রিত বা সেবিত হইলে মথুরাপুরী জনগণের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে।

অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলম্।
গো-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥

যেখানে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ গো, গোপ ও গোপিকাগণের সহিত কেলি-ক্রীড়া-রসে নিমগ্ন রহিয়াছেন, যে লোক সেই যমুনাজল পান না করিল, তাহার কি দুর্ভাগ্য।

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা শ্রীল-ভাগবতে।
শ্রীল-শুকদেব কহে গদগদ চিতে।
এবং শ্রীলকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়ি অন্যস্তরে।
কভু এক পাদ নাহি যাহ ধামান্তরে॥
তবে যে মথুরা-দ্বারাবতীতে গমন।
প্রকাশ-রূপেতে নয় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

শ্রীভাগবতে—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো,
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

যিনি নিখিলজনসকলের আশ্রয়-স্বরূপ, দেবকী-গর্ভসঞ্জাত বলিয়া যাঁহার খ্যাতি, যিনি যাদবগণের সহিত অধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া সমস্ত প্রাণীর সংসার-দুঃখ নিরাকৃত এবং সুস্মিত শ্রীমুখের সৌন্দর্য্যে ব্রজবনিতা ও পুরস্ত্রীগণের কামদেববর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইতেছেন।

তন্ত্রে —

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি॥

যদুবংশসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ, পৃথক্, আর যিনি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক পাদও অন্যস্থানে গমন করেন নাই।

মনুষ্যজনমে স্বার্থ শ্রীকৃষ্ণভজন।
অন্য আশ্রয়-আদি সব অকারণ॥
যশ শ্রীবর্ণাশ্রমাচার-আদি যত।
পরিশ্রমমাত্র সর্ব্ব ধর্ম্ম তপ ব্রত॥
হরিগুণ-শ্রবণাদি বিস্মৃত যে জন।
আশ্রয় নাহিক যার শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

দ্বাদশে—

যশঃশ্রিয়ামে পরিশ্রমঃ পরো,
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ॥

বর্ণাশ্রমাচার, তপশ্চরণ এবং শাস্ত্রজ্ঞান কেবলমাত্র যশ ও ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য; কিন্তু শ্রীধর-পাদ-পদ্ম-গুণানুবাদ-শ্রবণে অবিস্মৃতি লাভ হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীবৃন্দাবনমহিমাবর্ণনং
ষড়্‌বিংশ-মালা॥২৬॥

সপ্তবিংশ মালা।

—•—

গ্রন্থানুক্রম ও ফলশ্রুতি।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এবে গ্রন্থ-অনুযায়ী বৈষ্ণবের নাম।
কীর্ত্তন করিব সর্ব্বমঙ্গলের ধাম॥
যাহার শ্রবণে সর্ব্বগ্রন্থের শ্রবণ।
ফল মিলে শুভ কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥

প্রথম মালায় হয় গুর্ব্বাদি-বন্দন।
মঙ্গলাচরণ গ্রন্থমহিমা-কথন॥
নাভাজীর প্রথম অবস্থা যে কাহিনী।
গুরুকৃপা হৈতে হৈলা কৃষ্ণভক্তি-খনি॥
দ্বিতীয় মালায় মহাপ্রভুর চরণ।
স্মরণ করিয়া কৈল ভক্তগুণগান॥
শ্রীদাস-গোস্বামী শ্রীল-রূপ সনাতন।
ভট্ট গোস্বামীর মধুপণ্ডিতের গুণ॥
যথাক্রমে আছে শ্রীল-নাভাজী বর্ণন।
তেমতি বর্ণিনু নাহি জানি দোষ-গুণ॥
তৃতীয়ে শ্রীল-গৌরচন্দ্রের পার্ষদ।
স্বরূপবর্ণন যাতে নাহিক বিবাদ॥
চতুর্থ-মালায় দ্বাদশ ভাগবত।
অজামিল আর শ্রীল বৈকুণ্ঠ পার্ষদ॥
জয় বিজয়-আদি কমলা গরুড়।
ষোল মহাভাগবত প্রিয় নিজপুর॥
হনুমান্ বিভীষণ সুভগা শবরী।
জটায়ু শ্রীঅম্বরীষ তাঁর লক্ষ নারী॥
সুদামা ব্রাহ্মণ আর চন্দ্রহাসরাজা।
প্রধান ভকতগণ ভক্ত্যে মহাতেজা॥
পঞ্চম মালায় শ্রীল-কুন্তীজী দ্রৌপদী।
শ্রুতদেব মহাপাত্র সত্যব্রত আদি॥
রাজা শ্রীপ্রাচীনবর্হি বাল্মীকি-বর।
রুক্মাঙ্গদ রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাশয়॥
বিন্ধ্যাবলী ময়ূরধ্বজ অলর্ক রাজন।
রন্তিদেব রাজা যেঁহ রহে অনশন॥
ষষ্ঠ-মালাতে পুরু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি।
গুরুরাজ চর্চ্চামধ্যে চৈতন্য ভকতি॥
নিমি নব যোগেন্দ্রের গুণের বর্ণন।
পরীক্ষিত আদি নব্য ভক্তাঙ্গ-যাজন॥
পুন মহারাজা পরীক্ষিতের কথন।
শুকদেব গোস্বামীর গুণের বর্ণন॥
সপ্তমমালায় শ্রীল প্রহ্লাদ-চরিত্র।
অষ্টমে অক্রূর বলি যশ যে পবিত্র॥
অগস্ত্য পুলহ আদি মহর্ষিচরণ।
আর শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র-গুণগান॥
অষ্টাদশ স্মৃতি আর পুরাণ কথন।
শ্রীরামচন্দ্র পার্ষদাদি-গুণগান॥
নবম শ্রীনন্দরাজ শ্রীযশোদা মাতা।
আর ব্রজপরিকর গোপ-গোপী যথা॥

দশমেতে সপ্তদ্বীপে যত ভক্ত হয়।
নমস্কার কায়-মনে সবাকার পায়॥
বৈকুণ্ঠের অষ্ট ফণী শ্রীজয়-বিজয়।
চারি সম্প্রদায় গুরু চারি মহাশয়॥
শ্রীসম্প্রদায় তথা মাধ্বী সম্প্রদায়।
আদ্যোপান্ত যত গুরুপ্রণালী বিস্তার॥
পুন রামানুজ স্বামীর চরিত্র বর্ণন।
মন্ত্র প্রকাশিয়া কৈল জীব নিস্তারণ॥
শিষ্য প্রশিষ্য তাঁর দেবাচার্য্য আদি।
আর নিম্বাচার্য্য যাঁর প্রতাপ অবধি॥
রামানুজ স্বামীর জামাতা লালাচার্য্য।
মৃত বৈষ্ণবেও যেঁহ করিলা সৎকার্য্য॥
একাদশে গুরুভক্ত এক শিষ্য যাঁর।
কমল ফুটিল পদতলে বারবার॥
শ্রীরঙ্গ-বণিক্ পুত্র মরিবে জানিয়া।
বাঁচাইল বৈষ্ণব-চরণোদক দিয়া॥
কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের স্ত্রীর উদরে।
জন্মে যে বালক তাহারেও পূজা করে॥
বিঠ্ঠলজী আপন পিতা সুমেরু সাধুরে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে দেখি স্তুতি নতি করে॥
অগ্রদাস-স্থানে রাজা মানসিংহ আইল।
নিজ প্রয়োজন ছাড়ি দৃক্‌পাত না কৈল॥
শঙ্কর-আচার্য্য শ্রুতি-অর্থ আচ্ছাদিলা।
লোক বিড়ম্বিয়া পাছে কৃষ্ণভক্ত হৈলা॥
নামদেব ছিপি অতি মহান্ আশয়।
যাঁহার অনেক লীলা লোকাতীত হয়॥
দ্বাদশ-মালায় শ্রীল-জয়দেব ঠাকুর।
অর্জ্জুন মিশ্র আর স্বামী শ্রীধর॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল এই চারি মহাশয়।
চারি সমতুল-গুণ জগতে ঘোষয়॥
ত্রয়োদশে বর্ণন শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ।
বাৎসল্যে শ্রীকৃষ্ণ কৈলা লালন-পালন॥
সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র কৃষ্ণে বশ কৈল॥
প্রতিমা হইয়া অন্ন ভোজন করিল॥
এক রাজপুত্র কভু বাক্য না কহিল।
খোনাতোমুয়া বলি সে কে জ্ঞান দিল॥
হরিদাস বৈরাগী যে ব্রাহ্মণগণেরে।
বৈষ্ণব করিল গ্রামশুদ্ধ সবাকারে॥
বিষ্ণুপুরী গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ যাঁরে।
স্নেহবাক্য কহিয়া আনিলা নিজপুরে॥

জ্ঞানদাস বণিক্ ভক্তিবেরে ভেক দিলা।
বেদপাঠ করাইল অজ্ঞে বুঝাইয়া॥
ত্রিলোক-বণিক্-প্রেমে বশীভূত হৈলা।
আপনি আইলা হরি বনি টহলিয়া॥
বল্লভ আচার্য্য যাঁর দর্প চূর্ণ করি।
পশ্চাৎ করিলা কৃপা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
ভক্তদাস রাজা সীতাহরণ শুনিয়া।
রাবণে মারিব বলি চলিল ধাইয়া॥
লীলা অনুকরণ শ্রীপুরুষোত্তমে কেহ।
করিতে নৃসিংহাবেশ কাড়ে তার দেহ॥
রতিবন্ত বাই কৃষ্ণের বন্ধন শুনিয়া॥
প্রাণ তেয়াগিল বাই অসহ্য হইয়া॥
পুরুষোত্তমবাসী রাজা অপরাধী মানি॥
কাটিলেন কোন ছলে আপনার পাণি॥
কর্ম্মবাই নাম যাঁর অপূর্ব্ব খিচুড়ি।
খাইলা শ্রীজগন্নাথ পরম আদরি॥
চতুর্দ্দশ মালায় পিল্লাপিল্লার বর্ণণ।
ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজার কথন।
অন্য এক ভক্তনিষ্ঠ রাজার মহিলা।
বৈষ্ণবের অনুরাগে পুত্রে বিষ দিলা॥
মামা আর ভাগিনা মিলিয়া দুই জন।
রঙ্গনাথ-ঠাকুরের মন্দির বানান॥
এক যে রাজার অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি ছিল।
ছদ্মরূপে হরি তার ব্যাধি ভাল কৈল॥
মীননাথ রাজ্যলোভে আসক্ত হইল।
গোরক্ষনাথ শিষ্য তারে উদ্ধার করিল॥
মহাজন সদাব্রতী ভাগবত ছিল।
পুত্রে মারি হরি তারে পরীক্ষা করিল॥
ভুবন-চৌহানে হরি কৃপাবান্ হৈলা।
তলোয়ার বিষয়েতে লজ্জা নিবারিলা॥
রূপ-চতুর্ভুজ পূজারির অনুরোধে।
পাকা চুল শিরে ধরে রাজার বিবাদে॥
কমধ্বজ নাম সাধু বনেতে আছিল।
মৃত্যু হৈলে হনুমান যাঁর গতি কৈল॥
জয়মল রাজন দৃঢ় ভক্তিনিয়মেতে।
কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা নৈল আপদকালেতে॥
গোপ ভক্ত চুরি গেল মহিষ যাঁহার।
হরি পুন আনি দিলা গৃহেতে তাহার॥
নিষ্কিঞ্চন বিপ্র সেই বৈষ্ণব-সেবা কৈলা।
দস্যুবৃত্তি করি তারে হরি দেখা দিলা॥

পঞ্চদশে শ্রীল-সাক্ষিগোপাল-প্রসঙ্গ।
ছোট বিপ্র বড় বিপ্র দোঁহাকার রঙ্গ॥
গোপালের নাকে মুক্তা পরাইল রাণী।
তাঁহার বাৎসল্যভাব অপূর্ব্ব কাহিনী॥
রামদাস রণছোড় ঠাকুর লইয়া।
পলাইল ঠাকুরের সম্মতি পাইয়া॥
নন্দদাস গৃহে মৃত বাছুর তারিল।
তুড়ি দিয়া সাধু তারে জীয়াইয়া দিল॥
অঙ্গজীউ বৈষ্ণবেরে আম্র খাওয়াইল।
রাজ-বাগিচার আম্র স্থাপনে পড়িল॥
বারমুখী বেশ্যা বৈষ্ণব-দরশনে।
বৈষ্ণব হইল সাঁঠাইয়া নিজ ধনে॥
ভক্ত প্রিয় রাজা ডোম-ভাঁড় যে বৈষ্ণবে।
পূজিলা অনেক অর্থে বড় ভক্তিভাবে॥
ভক্ত রাণী স্বামীর গোপন কৃষ্ণভক্তি।
প্রচার করিয়া প্রকাশিলা নিজশক্তি॥
গুরুনিষ্ঠ গুরুদৃষ্টে মরিয়া বাঁচিল।
কবীরজী ছলে রামনাম মন্ত্র নৈল॥
ষোড়শ-মালায় রুইদাসের কথন।
গুরু রামানন্দ যাঁরে করিলা মোচন॥
পিপাজীউ শক্তি উপাসনা করি দূরে।
স্ত্রী সহ মহাভাগবত হৈলা পরে॥
সপ্তদশ মালায় গোবিন্দ কবিরাজ।
চান্দরায় দেবকী নন্দন ভক্তরাজ॥
ইহাঁরা ছাড়িয়া শক্তি উপাসনা-তত্ত্ব।
বৈষ্ণব হইলা হৈল বড়ই মহত্ত্ব॥
অষ্টাদশে রবীন্দ্রনারায়ণ মহারাজ।
বৈষ্ণব হইয়া কৈল অলৌকিক কাজ॥
ঊনবিংশতি মালায় শ্রীল শ্রীরামচন্দ্র।
কবিরাজ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর সম্বন্ধ॥
জগন্নাথী মাধোদাস জগন্নাথে সখ্য।
সুরদাস ভাগবত গানশক্তি মুখ্য॥
শ্রীকেশবভট্টজীউ বড় কার্য্য কৈল।
প্রতিকূল যবনেরে দমন করিল॥
হরিব্যাসজীউ দীক্ষা দেবীরে যে দিল।
বলিদান জীবহত্যা বারণ করিল॥
বিংশতি মালায় শ্রীল ত্রিপুরাদাসের।
বড়ই মহিমা যার আড়াও বস্ত্রের॥
নাথজীর শীতনিবারণ যাতে হৈল।
কৃষ্ণদাস দিল্লী হৈতে জিলাপি খাওয়াইল॥
শ্রীবিঠ্‌ঠলদাস কৃষ্ণপ্রেমের বিভ্‌বোলে।
ছাত হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে॥
নারায়ণ-ভট্ট তীর্থরাজ বৃন্দাবনে।
দেখাইলা ত্রিবেণী প্রকট ব্রজজনে॥
পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন গুণগান।
ফণীর আকার বেণী শ্রীমতী দেখান॥
ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হরিবংশ নাম।
রাধাবল্লভজীর আদি গুরু অভিরাম॥
হরিদাসস্বামী যেঁহ নিধুবনবাসী।
বঙ্কবেহারীর যাঁরে হৈল কৃপারাশি॥
হরিনাম ব্যাস যেঁহ বড় অধিকারী।
যাঁর যশ গায় অদ্যাপিহ ব্রজ ভরি॥
শ্রীল-ভগবান নিত্য রাস যে দেখিল।
সধনা যাঁহারে জগন্নাথ কৃপা কৈল॥
কাশীশ্বর গোস্বামীজী ভুবনপাবন।
খেজেজীউ যিনি আম্র করিলা ভোজন॥
একবিংশতি মালায় রাকা-বাঁকা দোঁহে।
ভগবান্ দিল অর্থ ধূল দিল তাহে॥
মধুভক্ত রক্ষাহেতু দেবী মহামায়া।
চোরগণে নষ্ট কৈল প্রতিম কাটিয়া॥
ত্রিলোক সোণার রূপে শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
সোণার কমল নিয়া দিল রাজস্থানে॥
প্রতাপরুদ্রের গুণ অমৃতের সার।
প্রভুতে যে অনুরাগ নাহি পারাপার॥
শ্রীগোবিন্দদাস স্বামী নাথজী সহিত।
সখ্য যে পরম ভাব ব্রজের উচিত॥
কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী গুজরাদি দেশে।
ভক্তি প্রকাশিলা শ্রীচৈতন্য-উপদেশে॥
মথুরামণ্ডলে রঘুনাথ গোপীনাথ।
রামদাস আদি করি অনেক মহত॥
স্ত্রী সাধুগণ সীতাবালি আর গঙ্গা।
উমা ভাটিয়ানী আদি বহু প্রেমে রাঙ্গা॥
গণেশদেরাণী যার উরুতেতে ছুরি।
মারিয়া বৈষ্ণববেশে আসি কৈল চুরি॥
লাথাজীউ জগৎ যে পবিত্র করিলা।
জগন্নাথ যারে পূর্ণকৃপা প্রকাশিলা॥
দ্বাবিংশতি মালে নরসী ভক্ত উপাখ্যান।
শ্রীরাসমণ্ডল যেঁহ করিলা দর্শন॥
অজদ ভকত হঠ করি রাজা সনে।
হীরা পরাইল জগন্নাথে প্রাণপণে॥

কৰুরিয় রাজা মহাশয়ের বর্ণন।
তাঁহ বৈষ্ণবের দেহ পূজিলা চরণ॥
মীরাবাই শ্রীরূপ সহিত ভেট কৈল।
রণছোড়জী পৃথ্বীন থ নৃপে কৃপা কৈল॥
মধুকর সাহা গাধা-অঙ্গে দেখি ভেখ।
পূজা করিলেন তার করিয়া বিবেক॥
প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তিমার্গে আইলা।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ যে বর্ণিলা॥
ত্রয়োবিংশে চোর কৃষ্ণমন্ত্রের প্রভাবে।
পরীক্ষায় জিতিল প্রশংসে পাছে সবে॥
মুরারি চামারগাতি বৈষ্ণব জানিয়া।
রসিকমুরারিজীউ কৃতার্থ মানিয়া॥
তাহার চরণোদক করিলেন পান।
শ্রীতুলসীদাস দেহ প্রেতে কৈল ত্রাণ॥
করমানন্দ যাঁর নামে প্রেমভক্তি হয়।
কালাভক্তে নাথজীর কৃপার উদয়॥
পরশুরাম বিপ্র সর্ব্বত্যাগ যে করিলা।
গদাধর ভট্ট জীব-গোস্বামীকে মিলিলা॥
চতুর্ব্বিংশতি মালে এক ব্যাঘ্র ভক্ত হৈল।
মাধবসিংহের রাণী উপদেশ দিল॥
বিদুরনামেতে ভক্ত বিনে বীজ জল।
খেতে জন্মাইলা শস্য মহিমা বিরল॥
চতুর গোয়ামী নাম সাধু মহামতি।
গুরুকে সর্ব্বস্ব দিয়া বৃন্দাবনে স্থিতি॥
পুন শ্রীকবীরজীর মহিমাকথন।
পর-উপকার কৈল ব্যাধি উপশম॥
কেবলকুবা যে সাধু কূপের ভিতর।
একমাস থাকিয়া আইলা পুন ঘর॥
হরিদাস বণিক্ বৃন্দাবনগমনেতে।
পথে শ্রীবৃন্দাবন পাইলা দেখিতে॥
করমেতি বাই বৃন্দাবন পাইলেন।
প্রেমনিধি আগে হরি দিয়া ধরিলেন॥
ভক্ত কেবলরাম বহু উদ্ধারিল।
নরবর-রাজার পাৎশা চরণ কাটিল॥
জগদেব পামরেরে কৃষ্ণভক্ত জানি।
রাজকন্যা একান্ত করিয়া কৈল স্বামী॥
পঞ্চবিংশতি মালে কৃষ্ণদাস নাম।
কৃষ্ণ আগে নাচিতে নাচিতে অবিরাম॥
নূপুর খসিল জানি শ্রীকৃষ্ণ আপনি।
পরাইয়া দিলা নৃত্যরসভঙ্গ জানি॥
অন্য কৃষ্ণদাস ব্যাঘ্রে আতিথ্য করিলা।
নিজ পাদ কাটিয়া খাইতে তারে দিলা॥
গদাধর ভক্ত কিছু না করে সঞ্চয়।
তখনি লাগায় ভোগ কৃষ্ণে যাহা পায়॥
ভগবান্ ভক্তিনিষ্ঠ রাজার শাসনে।
বিরাম না কৈল মালা তিলক ধারণে॥
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিয়া সুবার দেওয়ান।
বাহির হইল স্ত্রী-পুরুষ দুই জন॥
লাখমতি বাই ভক্ত অধিকারী বড়।
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবেতে এক ভাব দৃঢ়॥
ষড়্বিংশ মালায় শ্রীল বৃন্দাবনধাম।
সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা অমৃত সমান॥
মহিমাবর্ণন শুভ সুখদ মধুর।
মধুরেতে সমাপন রসময় পুর॥
ইহা সবার শ্রীচরণে লইয়া শরণ।
কৃষ্ণদাস ভক্তি মাগে করিয়া কীর্ত্তন॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ভক্তগণ-নামকীর্ত্তন
সপ্তবিংশ মালা॥২৭॥

ফলশ্রুতি ও উপসংহার।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।

ভক্তমাল রত্নমালে, মনসূত্রে পরি গলে,
ভূষণ করহ নিজদেহে।
যে রত্নকিরণচ্ছবি, আগে কোটী শশী রবি,
শোভা গুণ কান্তি সম নহে॥
রবি বাহ্যে আলোক করে অন্তর শুধিতে নারে,
আনন্দজনক শশিগুণ।
প্রাকৃত আনন্দলেশ, দরশনমাত্র শেষ,
ত্রিক্ষণে অস্থায়ী অতি নূন॥
ভক্তমাল রত্নবরে, অন্তর উজ্জ্বলকরে,
নিত্যানন্দসাগরে ভাসায়।
হেন ভক্তমাল পরি, হৃদয় উজ্জ্বল করি,
রসৌন্দর্য্য করহ আশয়॥

যে রতন স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতালে নাহি যে অর্থ,
যাহা লাগি দেব-নাগ ঝুরে।
হেন যে রতন ধন, নাভাজী করিয়া পণ,
প্রকাশিয়া দিল মর্ত্ত্য নরে॥
অতএব ভক্তমাল, কর্ণে করি কুণ্ডল,
নিরবধি রাখহ ধরিয়া।
এ হেন রতন আগে, চিন্তামণি দাস্ত মাগে,
নাহি পায় মরমে ঝুরিয়॥
অতএব যাহা চাহ, চতুর্ব্বর্গ মাগি লহ,
খেনেমাত্র পাইবে হেলায়।
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন, সকল ধনের ধন,
যদি পাবে করহ আশ্রয়॥
তাপত্রয় যাবে দূরে, এড়াবে সংসার ঘোরে,
পরম নির্বৃতি হবে চিতে।
সকল অনর্থ যাবে, প্রেমানন্দ সুখ পাবে,
ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ যাহা হৈতে॥
সুন্দর বিচার কর, প্রবেশ করিয়া হের,
ভক্তমালে কি অর্থ মিলয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত ভক্তি, জগত দুর্লভ শক্তি,
মিলে কৃষ্ণদাস গুণ গায়॥

ভক্তমাল শ্রবণেতে যথার্থ যে ফল।
হরিভক্তি মিলে মন করিয়া নির্ম্মল॥
ইহার সন্দেহ নাহি দেখহ ভাবিয়া।
বিচার করহ ভাই গাঢ় চিত্ত দিয়া॥
ভক্তগণের গুণ কর্ম্ম বিবেক স্বভাব।
ভক্তি আচরণ অনুরাগ প্রেমভাব॥
শুনিয়া মাত্র ত চিত্ত নির্ম্মল হইয়া।
লোভ জন্মে হরিপদ ভজন লাগিয়া॥
বিষয়বিরাগ জন্মে অনিত্য সংসার।
এ সব সদ্‌বোধ তার জন্মে হঠাৎকার॥
নিষ্কাম ভকতি হয় শুদ্ধ যে পিরীতি।
ক্রমে বাড়ি যায় ভক্তি রাগ প্রেম রতি॥
সকল জঞ্জাল যায় আনন্দ জনমে।
সর্ব্ব গুণ সদাচার তার দেহে রমে॥
আত্মযজ্য গ্রন্থে সর্ব্বতত্ত্ব বিরাজয়।
অতএব সর্ব্বতত্ত্ব ইথে বেদ্য হয়॥
বৈষ্ণবের গুণগান স্মরণ মনন।
বৈষ্ণবের মানদান চরণ-সেবন॥
এই সে পরম কৃষ্ণভক্তির প্রধান।
বৈষ্ণবে পূজিলে হয় কৃষ্ণের সম্মান॥
বিন ভক্তপূজা কৃষ্ণপূজা নহে সিদ্ধ।
ভক্তপূজা কৈলে কৃষ্ণ হৃদে হয় বদ্ধ॥
ইহার প্রমাণ বহু পূর্ব্বেতে বর্ণিল।
দৃঢ়তর বিধিমতে শাস্ত্র যে কহিল॥
অতএব একান্ত যে শরণ্য জানিয়া।
কৃষ্ণদাস গায় গুণ ভরসা করিয়া॥
ভক্তমাল নাভাজীউ গ্রন্থন করিল।
চারিযুগের ভক্ত-নাম-গুণ প্রকাশিল॥
অসংখ্য ভক্তের নামমালা যে গাঁথিয়া।
পতিত জনার গলে দিল পরাইয়া॥
তাহার বিস্তর টীকা প্রিয়দাস সাধু।
বর্ণন করিলা অতি সুমধুর স্বাদু॥
তার মধ্যে কতকগুলি ভক্তের মহিমা।
গাইলাম সর্ব্বারম্ভে না পাইয়া সীমা॥
অগ্র-পশ্চাত ক্রম মত নাহি জানি।
বৈষ্ণবের গুণগান এইমাত্র মানি॥
গুণলীলাবর্ণনে যে অধিকন্তু কম।
নাহি জানি কিছু মুই সমান বিষম॥
ইহাতে যে অপরাধ বৈষ্ণব গোসাঞি।
না লবে ঠাকুর মোর নিবেদন এই॥
জিহ্বায় কহাও যাহা তাহি মুই কহি।
তোমার অধীন প্রভু স্বতন্তর নহি॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর কুলের ঠাকুর
কবে মুই হব তব পাছের কুকুর॥
হে প্রভু করুণা দৃষ্টি কর অধমেরে।
দন্তে তৃণ ধরি কৃপা করহ পামরে॥
চরণে ভকতি দেহ নিবেদন করি।
নিজ-গুণলেশ দেহ দয়াদৃষ্টে হেরি॥
অনন্ত অপার কোটী বৈষ্ণবের গণ।
ছোট বড় বন্দি মুই সবার চরণ॥
বৈষ্ণব চরণধূলি মস্তকে ধারণ।
করি মুই এই মোর ভজন-সাধন॥
বৈষ্ণবের মূরত কৃষ্ণের মূর্ত্তি হয়।
বেদশাস্ত্রে সাধুমার্গে ফুকারিয়া কয়॥
বৈষ্ণবের প্রতি যেই অসূয়া করয়।
সর্ব্ব-অমঙ্গল-ধাম সেই যায় ক্ষয়॥
হরির চরণ আশ যে জনে করিবে।
অর্পণ করহ মতি একান্ত বৈষ্ণবে॥

বৈষ্ণবে উপেক্ষা করি কৃষ্ণেরে ভজয় ।
কৃষ্ণ তারে কোপ করি উপেক্ষা করয় ॥
কুপুত্র যেমন পিতৃধনে অর্হ নহে ।
সেই ভক্ত তেমতি শ্রীমুখে কৃষ্ণ কহে ॥
অতএব ভক্তমাল ভক্ত কথা সার ।
পরম ঐশ্বর্য্য হৃদয় মাণিক আমার ॥
করে যজ্ঞ তপ জপ করে জ্ঞান বল ।
ভক্তমাল মহাবল আমার কেবল ॥
ভক্তমাল গৌড়ভাষাচ্ছন্দে কৈনু গান ।
নাভাজীর শ্রীচরণ হৃদে ধরি ধ্যান ॥
বর্ণনের দোষ-গুণ বিচার করিতে ।
গ্রাহ্য নাহি হইবেক বিজ্ঞের সভাতে ॥
তথাচ আদর করিবেন সাধুগণ ।
যে হেতু বৈষ্ণবের মহিমা বর্ণন ॥
অদোষদরশী সাধুগণমাত্র হন ।
সহস্র যে দোষ করে গুণেতে গণন ॥
অতএব সাধুগণ নিন্দা না করিব ।
সাধুর সম্বন্ধে লোক গ্রহণ করিব ॥
নাভাজীর আজ্ঞা ইহ ভক্তমাল গ্রন্থ ।
নিন্দুক পাষণ্ড আর যে জন বিপন্থ ॥
অবৈষ্ণব নাস্তিক বৈষ্ণবে অবিশ্বাস ।
তারেও না শুনাবে নাহি কহিবে আভাস
তাহাতে যে অপরাধ হইবে প্রচুর ।
তার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ কর দূর ॥
হে কৃষ্ণ হে জগন্নাথ শ্রীমধুসূদন ।
দন্তে তৃণ করি করি এই নিবেদন ॥
নরক অগ্নিতে পুড়ে মরি সেই সুখ ।
সর্পে দংশে ব্যাঘ্রে খায় তাহে নাহি দুখ ॥
নরক কুম্ভীরে খাউ জলে ডুবাইয়া ।
তথাপিহ ভয় নাহি এই মোর হিয়া ॥
কিন্তু যে বৈষ্ণব প্রতি বিমুখ যে জন ।
যে অধম বৈষ্ণবের করয়ে নিন্দন ॥
বৈষ্ণবের অপমান ভ্রমে যেই করে ।
অপরাধ করি যে না করে পরিহারে ॥
তার সঙ্গে সঙ্গ যেন কভু নাহি হয় ।
তার অন্ন জল যেন খাইতে নাহি হয় ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি কৃষ্ণরসে আনন্দিত ।
অতএব গাই কিছু মধুর সঙ্গীত ॥
শ্রবণ করিয়া ইহা মোরে প্রীত হও ।
অঙ্গীকার করি মোরে দাস করি লও

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসগীত ।

রাধাকুণ্ডতীরে কুঞ্জ, কলপলতিকাপুঞ্জ,
পুষ্পশ্রেণী পরমসুন্দর ।
সৌরভে আমোদ অতি, নানাবর্ণে নানা জ্যোতি,
ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
তার মধ্যে রাধাশ্যাম, দুহুঁ রূপ অনুপাম,
ত্রিভুবন যাহার নিছনি ।
শ্যাম নব কাদম্বিনী, রাই তাহে সৌদামিনী,
কিংবা হেমলতা নীলমণি ॥
কিংবা স্বর্ণ-কুবলয়, ভ্রমর পশিয়া তায়
মধুপান করয়ে উল্লাসে ।
কিংবা পূর্ণ সুধাকর, উগারি অমৃতধার,
প্রকাশয়ে নবঘনপাশে ॥
হাসির অমৃতধার, দোঁহে দোঁহা পরস্পর,
পান করি আনন্দিত হিয়া ।
রসিক নাগর হরি, রসিকা কিশোরী-গৌরী,
মত্ত রসসাগরে ডুবিয়া ॥
শ্যাম-শ্রীঅঙ্গের শোভা, রাই শ্রীবদনে আভা,
রাই প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে ।
পরম আশ্চর্য্য হেরি, সখীগণ ঠারাঠারি,
করিয়া দেখয়ে রসরঙ্গে ॥
কিশোর বয়েস শ্যাম, কিশোরী রূপের ধাম,
দোঁহা রূপে করিয়াছে আলো ।
পরম আনন্দে রমে, কিশোরী কিশোরবামে,
অপরূপ সাজিয়াছে ভালো ॥
পরিহাস রসরঙ্গ, নানারূপ অঙ্গভঙ্গ,
প্রিয়াসঙ্গে আনন্দহিল্লোলে ।
হাসি হাসি কহে রাণী, কি শোভা তাহাতে জানি,
গজমতি দোলে নাসাতলে ॥
তা দেখে নাগরবরে, দেহ না ধরিতে পারে,
রসে ডুবি আপনা পাসরে ।
শত শত চুম্বে মুখ, পাইয়া পরমসুখ,
কৃষ্ণদাস আনন্দ অন্তরে ।

মধুরেতে সমাপন ভক্তমাল গ্রন্থ ।
যথাশক্তি বর্ণিল জানিয়া সাধুপন্থ ॥
রাধাকৃষ্ণমাধুরী যে পাইয়া কিঞ্চিৎ ।
ভক্তমাল গ্রন্থোত্তম করিল পূরিত ॥
ভক্তমাল মহামন্ত্র কৃষ্ণপ্রেমহেতু ।
[illegible]

চতুর যে হবে গাঢ়চিত্তে বিচারিবে।
ভক্তমালপাঠাদিতে প্রেমধন পাবে॥
ভক্তের চরিত্র শুনি কথায় যাইবে।
সর্ব্ব-অপরাধ ছুটি ভক্তি সঞ্চারিবে॥
প্রলোভ জন্মিবে কৃষ্ণচরণারবিন্দে।
প্রেমময় সিন্ধুনীরে ভাসিবে আনন্দে॥

অতএব ভক্তমাল অবশ্য যে পাঠ্য।
সেবা-পূজা ইষ্টতম শ্রোতব্য বশিষ্ঠ॥
পদে পদে চমৎকার কর্ণ-রসায়ন।
মহিমা অতুল যাতে ভুবনপাবন॥
শ্রীলকৃষ্ণচৈতন্য-চরণ করি আশ।
ভক্তমাল প্রতিবিম্ব কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ সমাপ্ত

॥ ওঁ শ্রীহরি ওঁ ॥